INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala on Friday the, 1st June, 1979 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 45 Members.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker:---একটি বিশেষ ঘোষণা। সদস্যগণের অবগতির জন্য আমি জানাইতেছি যে গত মার্চ মাসে বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে 'নাগরিক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমোহন লাল রায় কর্তৃক সভার অধিকার ভঙ্গের প্রশ্নে, শ্রীমোহন লাল রায়কে শাস্তি প্রদান করিবার যে সিদ্ধান্ত এই সভায় গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

স্টার্ড কোয়েশ্চানস্

মিঃ স্পীকারঃ---আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাসঃ--কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রীবাজুবান রিয়াংঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১) ডুম্বুর জলাধারে কোন্ সালে কত সংখ্যক মাছের পোনা ফেলা হয়েছিল ?

২) সেই পোনা মাছের মোট মূল্য কত ;

৩) ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ডুম্বুর জলধার থেকে মোট কত পরিমাণ মাছ ধরা হয়েছিল ;

৪) সেই মাছের মোট মূল্য কত ;

৫) মোট সংগৃহীত মাছের কত পরিমাণ আগরতলার বাজারে এসেছে ;

৬) মোট কত পরিমাণ মাছ নষ্ট হয়েছে ; এবং

৭) এর মূল্য কত ?

উত্তর

১) ১৯৭৬-৭৭ সালে ৫০,০০০, ১৯৭৭-৭৮ সালে ১৫,৩৫,০০০ এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে ১,৬৪,০০০।

২) সেই পোনা মাছের মোট মূল্য ৬৮,৩০৪ টাকা।

৩) মোট ১,৬৮,৩৬৭ কে,জি, ৫৫০ গ্রাম মাছ ধরা হয়েছিল।

৪) সেই মাছের মোট মূল্য ৩,৩৬,৫৮৪ টাকা ৭৬ পয়সা।

৫) মোট সংগৃহীত মাছ থেকে ৭৬,৬৭৬ কে জি, ৭৫০ গ্রাম তাজা মাছ এবং ১১,৯২৫ কে,জি, ৬৫০ গ্রাম শুকনা মাছ আগরতলায় এসেছে।

৬) মোট ২৪,৬৮৮ কে, জি ৪৭০ গ্রাম মাছ নষ্ট হয়েছে।

৭) নষ্ট মাছের মূল্য ৮২,৫৮২ টাকা ১৩ পয়সা।

শ্রীখগেন দাসঃ---এই যে ৮২,৫০০ টাকার মাছ নষ্ট হল, আমরা জানি গুজরাট, কেরালা থেকে ২।৩ দিনের রাস্তার মাছ পশ্চিমবঙ্গে আসে। তাহলে এখান থেকে ৩।৪ ঘন্টার রাস্তা ডুম্বুর জলধার এখানে এত মাছ নষ্ট হওয়ার কারণ কি?

শ্রী বাজুবান রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম দিকে বেশী মাছ নষ্ট হয়েছে অভিজ্ঞতার অভাবে। বরফ কিভাবে দিতে হবে, এইরকম জানা না থাকায় কাজটা ঠিকভাবে করতে পারে নি। লাস্ট যখন দেয়া হয় তখন কম মাছ পচেছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---এই পচা মাছগুলো কোন জায়গায় বিলি করা হয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীবাজুবান রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, পচা মাছ আমরা বিলি করিনি। পচা মাছের একটা অংশ আমরা শুকিয়ে গান্ধীগ্রাম পোলট্রি ফার্মে পিগ এবং পোলট্রির খাবারের জন্য পাঠিয়েছি এবং আর কিছু অংশ মাটির নীচে পুঁতে দিয়েছি।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৭৬,৬৭৬ কেজি মাছ এসেছে। এই মাছের কতটা বিক্রি হয়েছে?

শ্রী বাজুবান রিয়াং ঃ---সবই বিক্রি হয়েছে।

শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সেই মাছের মূল্য ৩,৩৬,৫৮৪ টাকা। যে মাছ ধরা হয়েছে, এর অর্থ প্রতি কেজি দুই টাকার কিছু কম দরে বিক্রি করা হয়েছে। কিরকম দরে কোন মাছ বিক্রি করা হয়েছে?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---বিভিন্ন মাছের বিভিন্ন দাম। কাজেই এটাকে ফ্ল্যাট ধরে হিসাব করা হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এত মাছ দীর্ঘদিন পরে এসেছে এটা যেমন অভিনন্দনযোগ্য তেমনি এত কেজি মাছ নষ্ট হয়ে গেল, এটা কেন শুকানো হল না বা পোলট্রি ফার্মের জন্য দেওয়া হল না?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—আমি বলেছি প্রথম দিকে আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এটা করা যায়নি এবং শেষের দিকে আমরা পোলট্রি ফার্মে দিয়েছি। সেজন্য আমরা ডুম্বুরের কাছে যতনবাড়ীতে একটা ট্রায়াল বসিয়েছি। তাতে মানুষের খাদ্যের জন্য এবং পোলট্রির জন্য রাখা যাবে। নষ্ট হতে দেব না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—স্যার, আমার মনে হয় এই যে মাছগুলি নষ্ট হচ্ছে, তার জন্য মিসম্যানেজমেন্টই দায়ী। যেমন এক শ্রেণীর কর্মচারী সরকারের যে উদ্দেশ্য আছে, তাকে বানচাল করবার জন্যই এসব করছে, ফলে অনেক পরিমাণ মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কিছু অবগত আছেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—স্যার, কিছু পরিমাণ মাছ যে নষ্ট হচ্ছে, একথাটা ঠিক। তবে এর পিছনে কোন রকম অসহযোগীতামূলক কোন অভিসন্ধি আছে বলে কোন রকম প্রমান নাই। যা হউক, যদি এই রকম কিছু থেকে থাকে, তাহলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে লক্ষ লক্ষ টাকার লক্ষ লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হচ্ছে, সেগুলি কি ধরণের পোনা এবং সেগুলি এখন কি অবস্থায় আছে, আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—স্যার, কত সংখ্যক পোনা এবং কত টাকার পোনা এই পর্য্যন্ত ছাড়া হয়েছে, তা আমি বলেছি। তবে সেগুলি খুব কমই ধরা পড়ছে। আর সেগুলির মধ্যে মৃগেল, রুই এবং কাতলা মাছও আছে। আমরা প্রত্যেক দিনই কিছু কিছু মাছ ধরার ব্যবস্থা করেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন মাছের ওজন ৩০ থেকে ৩২ কে,জি, পর্য্যন্ত হয়েছে, আবার কোন কোন মাছের ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কে.জি. পর্য্যন্ত হয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ডম্বুর থেকে কি ধরনের মাছ ধরা হয় এবং কি ধরনের মাছ বাজারে বিক্রি করা হয় ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---স্যার, আমরা কল্ক নেট পদ্ধতিতে মাছ ধরছি। এই পদ্ধতিতে পুঁটি এবং অন্যান্য রকমের গুড়া মাছ ছাড়াও মৃগেল এবং রুই, কাতলাও ধরা পড়ছে।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ---বাজারে কি দরে মাছ বিক্রি করা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানতে পারি কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---স্যার, আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন দরে মাছ বিক্রি করি। যেমন গণ্ডাছড়াতে বড় মাছ ৫ টাকায় বিক্রি করি, আবার আগরতলাতে সেগুলি ৬ থেকে ৬৷৷ টাকায় বিক্রি করি। আর রুই কাতলা যেগুলি আছে সেগুলি আমর ৮ টাকায় বিক্রি করি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে মনে হয় ভুল আছে। কারণ তিনি বলেছেন ১,৩৬,৫৫০ টাকার মাছ ধরা হয়েছে, অথচ তার মধ্যে যে সব মাছ নষ্ট হয়েছে তার মূল্য হচ্ছে ৮২,৫৮২'১৩ টাকা। যা হউক, এই মাছগুলি ধরার জন্য সরকার এই পর্য্যন্ত কয়টি কেন্দ্র খুলেছেন, জানতে পারি কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---স্যার, আমরা মাছগুলি ধরার জন্য সেখানে কয়েকটা স্পষ্ট করেছি, যেমন সেগুলি হল নারায়ণ বাড়ী, নারকেল বাগান এবং রামনগর আর এসব স্পট থেকে আমরা নৌকা করে মাছগুলি সংগ্রহ করি।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—প্রশ্ন নং ৪০।

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ৪০।

প্রশ্ন

১) কোল্ড ষ্টোরেজ করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে, তাহলে কবে নাগাদ কোথায় স্থাপন করা হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, সরকারের পরিকল্পনা আছে।

২) ১৯৭৯ সালে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর বিভাগে অবস্থিত খাস মধুপুর গ্রামে ১০০০ মেট্রিক টন রক্ষণক্ষম একটি কোল্ড ষ্টোরেজ সেনট্রাল ওয়ারহাউসিং করপোরেশান স্থাপন করবেন এবং ইহার কাজ এই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৯-৮০ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত বাইখোরা নামক স্থানে ১০০০ মেট্রিক টন রক্ষণক্ষম বিশিষ্ট একটি কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কোন এক উপযুক্ত স্থানে আর একটি কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপনের কাজে হাত দেওয়া হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহন করেছেন, সেগুলির কাজ সম্পূর্ণ হতে কতদিন সময় লাগবে বলতে পারেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে ৩টা ডিসট্রিকটে ৩টি কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সদর বিভাগীয়টির কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে, বিলোনীয়া বিভাগের বাইখোরার কোল্ড ষ্টোরেজটির জন্য প্রজেকট্ রিপোর্ট আমাদের হাতে এসে গেছে এবং আমরা আশা করছি যে আগামী ১৯৮০ সালের মধ্যে এটা চালু করতে পারব। আর উত্তর ত্রিপুরা জেলার কোল্ড ষ্টোরেজটির কাজ হাতে নিতে একটু দেরী হচ্ছে।

শ্রী রামকুমার নাথ ঃ---প্রশ্ন নং ১২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ১২।

প্রশ্ন

১) জুরী নদীর উজানে জলাধার তৈরী করে ধর্মনগর বিভাগে কৃষি কাজের জলসেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা চলতি আর্থিক বৎসরে সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা ? এবং

২) গ্রহন করিলে কবে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১) না।

২) প্রথম প্রশ্নের জবাবে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী রামকুমার নাথ ঃ---স্যার, এই জুরী নদীর উজানে জলধার তৈরী করে জল সেচের ব্যবস্থা করলে ধর্মনগরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে জলেবাসা গাঁও সভা, পানিসাগর গাঁও সভা, তিলথৈ গাঁও সভা, উপ্তাখালি গাঁও সভা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপক অঞ্চলে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হতে পারে, তাই এই ব্যবস্থাটা করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—স্যার, ভবিষ্যতে আমরা এই সম্পর্কে বিবেচনা করব।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথঃ—প্রশ্ন নং ২৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—প্রশ্ন নং ২৮, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, চুড়াইবাড়ী হইতে রাণীবাড়ী পর্য্যন্ত পি. ডব্লিউ. ডি. রাস্তার জন্য দখলীকৃত জমির বহু মালিক আজ পর্যান্ত ক্ষতিপূরণ পায় নাই ?

২) সত্য হইলে তাহার কারণ কি ?

৩) কত সংখ্যক পরিবার ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়াছে ; এবং

৪) কত সংখ্যক পরিবার এখনও/ক্ষতিপূরণের টাকা পায় নাই ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান অফিসার কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাজ অসমাপ্ত থাকায়।

৩) ৪০ সংখ্যক পরিবার ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়াছে।

৪) ৫৪ সংখ্যক পরিবার এখনও ক্ষতিপূরণের টাকা পায় নাই।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথঃ—এই রাস্তার কাজ কত সনে হাতে নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—স্যার, সনটা এখন আমার কাছে নাই। তবে এটা টি. টি. সির আমলে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথঃ—রাস্তাটা যদিও টি. টি. সির আমল থেকে তৈরী হচ্ছে, এখন পর্য্যন্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমি জানতে চাই যে জমির মালিকেরা যাতে সম্পূর্ণরূপে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে পারে তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী চেষ্টা করবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দীর্ঘ দিনের ঘটনা—যে তথ্য আমাদের কাছে আছে তাতে মোট ৯৪টি পরিবার-এর জমি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তার মধ্যে ৪২টি পরিবারকে টাকা পাওয়ার যোগ্য বলে ঠিক করা হয়। এই ৪২টি পরিবারের মধ্যে ৪০টি পরিবার টাকা নেয় এবং দুইটি পরিবার টাকা নেয় নাই। আর বাকী যে ৫২টি পরিবার রইল তাদের এই সম্পর্কে একটা শুনানীর দিন ধায্য করা হয়েছিল কিন্তু সেটা এখনও ফাইনেলাইজ হয় নাই। তারপর ঐ অঞ্চলের গাঁও প্রধান একটা দরখাস্ত দিয়ে জানান যে আরও ২৭টি পরিবারের নাম আদৌ ধরা হয় নাই। এটা এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং যদি এটা প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের কেসগুলিও প্রসেস করার ব্যবস্থা করা হবে। যে ৫২টি পরিবারের নাম বাদ পরেছিল তাদের কেসগুলি এখন প্রসেস করা হচ্ছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, শুধু এই রাস্তারই নয় ধর্মনগর মহকুমার রাস্তার পাশের বহু জমির মালিকের সংগে আমার আলোচনা হয়েছে----বিভিন্ন রাস্তার পার্শ্ববর্তী মালিকেরা দীর্ঘদিন যাবত তাদের জমি সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার পরও তারা তাদের ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না। সরকার কি এটা নীতিগত ভাবে গ্রহণ করবেন যে তারা তাদের ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকারের নীতি হচ্ছে কেউ তার নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হউক এটা আমরা চাই না। পি. ডাবলিও. ডি. থেকে এটা করা হয় নাই---পি. ডাবলিও. ডি. থেকে রিক্যুইজিশান পেয়ে ডি. এম. থেকে জরিপ ইত্যাদি করিয়ে সব কিছু করে দেওয়ার পরই টাকা দেওয়া হয়---টাকা দেওয়ার ব্যাপারে পি. ডাবলিও. ডি. কোন রকম কার্পণ্য করে না। আগে যে সব রাস্তা হয়েছিল সেই সব রাস্তার পূর্ণ তথ্য পাওয়া মুশকিল। পার্টিকুলার এই রাস্তা সম্পর্কে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি সমস্ত তথ্য উদ্ধার করার জন্য কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা যায় নাই।

শ্রীবিমল সিংহঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এটা দীর্ঘ দিনের ব্যাপার টি. টি. সি.র আমল-এ এটা হয়েছিল---এর পিছনে চক্রটা কোথায় এটা বের করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি রেভিনিউ ডিপার্ট-মেণ্টের ব্যাপার এটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তাছাড়া এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেকে ট্র্যান্সফার হয়েছেন---এটা রেভিনিও ডিপার্টমেণ্ট বলবেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ--মাননীয় মন্ত্রীমশাই চুড়াইবাড়ী-রাণীবাড়ী রাস্তা '৫২ সালে হয়েছিল। এর পর দীর্ঘ ২৭ বছর পরও এই রাস্তায় বাস চলাচলের যোগ্য হয় নাই। আমি এই রাস্তা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং তার সংগে জানাচ্ছি যে কদমতলা বাজারে গত বছর পি. ডাবলিও. ডি. নিজের প্রয়োজনে জমি নেওয়ার জন্য যখন ক'টা ঘর ভাংগতে গেলেন তখন সরকারের নিকট মালিক পক্ষ আপত্তি জানালেন---এই সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কি না এবং এই রাস্তায় বাস চলাচলের যোগ্য করা হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার. আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এর জবাব দিচ্ছি---আমি এই সম্পর্কে বলতে পারি যে এটা দীর্ঘ দিনের বিক্ষোভ যে, সরকার জমি নিয়ে তার ক্ষতিপূরণ-এর টাকা সময় মত দেয় না। আমি ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে বলেছি সেটা হচ্ছে যে আগে কম্পেনসেশান কোর্ট শুধু আগরতলাতেই ছিল। এখন সেটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করার অনুমতি আমরা হাই কোর্ট থেকে পেয়েছি। যার ফলে ডিস্ট্রিকট এডমিনিস্ট্রেশান কোয়ার্টারই কম্পেনসেশান ঠিক করবে। আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে এটা এমন একটা লেংদি প্রসেস---এতে নানা আপত্তি তোলা হয় এরফলে দীর্ঘ সময় কনজিউম করা হয়। কাজেই সেই সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এটাকে আরও ত্বড়ান্বিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ---শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য উদয়পুর মহকুমার মহারাণীর নিকটে গোমতী নদীতে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ?	হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হয়, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি এবং কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ?	মহারাণী হইতে কাঁকড়াবন পর্য্যন্ত গোমতী নদীর উভয় তীরে কৃষিযোগ্য জমিতে জল সেচের জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক সালে এই পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হইবে।
৩। উক্ত বাঁধ দেওয়ার ফলে কয়টি পরিবার উচ্ছেদ বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ?	ল্যাণ্ড একুাইজিশানের কাজ চুড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক কিছু বলা যাবে না।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াংঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই বাঁধের ফলে কত একর জমি জলসেচের আওতায় আসবে জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এর ফলে ৪,৪৮৬ একর জমিতে নিশ্চিত জলসেচের ব্যবস্থা করা যাবে। প্রসঙ্গত বলছি যে এখানে ড্যাম হচ্ছে না, এখানে ব্যারেজ করা হচ্ছে। কাজেই ডুম্বুরের মত এখানে উচ্ছেদের কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে অফিস ইত্যাদির জন্য কিছু জমি একুাইজিশান করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশাই এই প্রজেক্টের জন্য টোটাল এস্টিমেট কত ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ৫'৮৮ লক্ষ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই প্রজেক্ট নির্মানের জন্য কাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এখনও ফাইনেলাইজ হয় নাই আমরা মাত্র কাজ শুরু করতে চাই এখনও কাউকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় নাই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই পরিকল্পনা শেষ করতে ক'বছর সময় লাগবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রজেক্ট শেষ করতে ৪।৫ বছরের কমে হবে না।

মিঃ স্পীকারঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মাঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৪, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) উদয়পুরের ধ্বজনগর হইতে টাকার জলা রাস্তাটির কাজ কোন্ সালে আরম্ভ করা হয়েছিল ?	১) রাস্তাটির কাজ ১৯৬৯ সনে আরম্ভ করা হয়েছিল।
২) বর্ত্তমানে ঐ রাস্তাটির কাজ কিরূপ অগ্রসর হয়েছে এবং কি অবস্থায় আছে ?	২) রাস্তাটির শেষাংশে ফাল্গুনীছড়ার উপর প্রস্তবিত এ, সি, টি ব্রীজটি ছাড়া মঞ্জুরীকৃত এস্টিমেটের সমস্ত কাজই শেষ হয়েছে। বর্ত্তমান আথিক বৎসরে ব্রীজটির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মাঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাটি কোন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পুরের ধ্বজনগর হতে টাকার জলা এই ২১ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটির নির্মাণ করার জন্য এম,এন,সি, ছাড়া আদার-দ্যান প্রকল্পগুলির অধীনে ৬,৪৫,৪০০ টাকা ১৯৬৭ ইং সনের নভেম্বরে মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ১৯৭৫ ইং সনে শেষ হয়েছিল জমি অধিগ্রহণের কাজ ১৯৬৮ সনের অকটোবর মাসে শেষ হয়েছিল। মাটি কাটার কাজ ১৯৬৯ সনে হাতে নেয়া হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল ১৯৭৫ সনে এবং কাজটা আদারদ্যান এম,এন,সিতে হচ্ছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ফাল্গুনী ছড়ার উপর পুল দেওয়ার কাজ বাকী রয়েছে। এই ফাল্গুনী ছড়াটা কোথায় ? এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফাল্গুনী ছড়াটা এই রাস্তাটার মাঝখানে আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ওখানকার লোক আমি জানি যে ফাল্গুনী ছড়া বলে এই রকম কোন ছড়া নেই এবং যে ছড়ার উপরে পুল দেওয়া হয়েছে সেই ছড়াটা হল যে কংড়াই ছড়া। এমন কি কংড়াইয়ের মধ্যে বার বার সেখানে পুল দেওয়ার পরও সেটা টিকছে না এবং বার বার সেখানে পি, ডবলিউ থেকে মাটি দেওয়ার আনসায়েনটিফিক পদ্ধতির ফলে কিছু বৃষ্টি হলে এটা ভেঙ্গে যায়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে কংড়াই ছড়ার উপর ১০০ ফুট দীর্ঘ এই সংযোগকার এস,পি,টি ব্রীজটি জুন ১৯৭৭ এবং জুন ১৯৭৮ এ বর্ষার সময় দুইবার নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ফাল্গুনী ছড়ার উপর ব্রীজটি তৈরী করার জন্য যে ম্যাটেরিয়েলসের দরকার সেই ম্যাটেরিয়েলস নিয়ে যাওয়া যায় নি এবং নদীর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীতে হানার কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্ষার সময় নদীর গতি পথ পরিবর্ত্তনের জন্য বাধার সৃষ্টি হয়। ফাল্গুনী ছড়ার উপর ব্রীজের কাজের জন্য দুইবার ঠিকাদার বিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ওরা কাজ করে নি। এখন আবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কাজটা বর্ত্তমান আথিক বৎসরে

শেষ হবে বলে আশা করা যায়। কংড়াই ছড়ার উপর ব্রীজ ভেংগে গেলে আমরা তখন রিপেয়ারের ব্যবস্থা করি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে ফাল্গুনী ছড়া এইভাবে এটাকে বিকৃত করা হচ্ছে। এটা ফাল্গুনীছড়া হবে না, এটা ছাফলা ছড়া হবে। ছাফলা ছড়ার উপর বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। এর পর বুড়িমা নদীর উপর আরেকটা পুল দেওয়া হবে এবং ছাফলা ছড়ার উপরও একটা পুল দেওয়া হবে। ফাল্গুনী একটা বাড়ীর নাম। এটা ছড়া নয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্থানীয় নাম ভেরি করতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮০, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৯ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কতটি বাড়ীতে নূতন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে ?	১। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হতে ১৯৭৯ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ৩০০৫টি বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।
২। উক্ত সময়ে বিভিন্ন শিল্প, জলসেচ ইত্যাদি যান্ত্রিক কাজের জন্য নূতন করে কয়টি ক্ষেত্রে লাইন মঞ্জুর করা হয়েছে ?	২। উক্ত সময়ে শিল্পে ৭৬টি ক্ষেত্রে লাইন মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৯টি জলসেচ ক্ষেত্রে ও দুটি জল সরবরাহ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।
৩। পূর্ব বৎসরটির চেয়ে উক্ত সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণের তুলনায় সারা ত্রিপুরায় মাসিক কি হারে বেড়েছে ?	৩। পূর্ব বৎসরটির চেয়ে উক্ত সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ সারা ত্রিপুরায় ২২ শতাংশ হারে বেড়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নূতন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য দপ্তরে কতটি দরখাস্ত জমা আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রচুর দরখাস্ত আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের সরকারের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতায় আরও কত পরিমাণ বিদ্যুতের কানেকশন দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে উৎপাদন ক্ষমতা হল ২·৫ মেঘোয়োয়াট। এই ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় আমরা কানেকশন দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সমস্ত জলসেচ পরিকল্পনায় যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে সেই জলসেচগুলির নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একটা দীর্ঘ তালিকা এবং এটা পড়তে সময় লাগবে ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা লে করে দিন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এই লিসটের মধ্যে তৈদু জলসেচ প্রকল্পটা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুরে তেফানিয়া ও অম্পি এই দুটো আছে ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অম্পিতে কত মিটার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন্‌টা কোন্‌ তারিখ থেকে এটা না বললে বলা যাবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সেখানে অপারেশন করা হয়নি। অম্পিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দুঃখজনক, এটা খুবই দুঃখজনক যে আমি এখানে বলেছি, আমরা ১৯টা দিয়েছি। তার মধ্যে আমরা ১০টাতে নূতন দিয়েছি, আর ৯টাতে যেখানে বিদ্যুৎ পাম্প সেট ছিল সেখানে দিয়েছি। কাজেই মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, আমি দেওয়া হয়নি তা ঠিক নয়। আমি এখানে বলেছি যে, আমরা ১৯টাতে দিয়েছি ।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেখানে দিয়েছেন বলে বলেছেন; সেখানে সেগুলি চালু আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি যে, আমি নিজে অম্পিতে এবং অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কাজেই ফল্‌স্‌ স্টেটমেন্ট দিয়েছি সেটা আমি গ্রহণ করতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সোনামুড়া গ্রামের দুর্ভাগ্যপুরের উল্লেখ আছে কি আপনার তালিকার মধ্যে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই লিস্টের মধ্যে তার উল্লেখ নেই ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এত ডিটেলস দেওয়া সম্ভব নয় ।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আমি শুধু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি, যে প্রকল্পগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, তদন্ত করে দেখা সেটা আলাদা কথা। যদি পার্টিকুলার স্কীমের কথা বলা হয় তাহলে সেটা দেখা যেতে পারে। কিন্তু অল স্টেটমেন্ট হ্যাজ বিন ফলস্‌ বলা হয়, তাহলে সেটা আলাদা বিষয় হয়ে যায় ।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- আমি এখানে অম্পি জল সেচের কথা বলেছি, এই অম্পিতে আমি নিজে গিয়েছি, দেখেছি, সেখানে আজ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ যায় নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, মাননীয় সদস্যরা জিনিসটা ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি, কোন্ কোন্ লিষ্টে প্রকল্প আছে, আর নেই। মাননীয় সদস্য অম্পির কথা বলেছেন, হ্যাঁ, তা তদন্ত করে দেখা উচিত এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন, তদন্ত করে দেখবেন। কিন্তু যেহেতু লিষ্টটা করা হয় নি, কাজেই সবগুলি ভুল বলা হয়েছে তা বলাটা ঠিক হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ--- ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ এর মাধ্যমে ১৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত সরকারী কন্ট্রাক্ট-এর কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন ;	না
২। যদি নিয়ে থাকেন তবে ইহা কার্য্যকর হয়েছে কিনা ;	১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩। ৭৯ এর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এরূপ কত সোসাইটি রেজিষ্ট্রিকৃত করার দরখাস্ত পাওয়া গেছে এবং তাহাদের মধ্যে কতগুলি রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছে ;	একই জবাব।
৪। এই সোসাইটিগুলির মাধ্যমে মোট কত টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে এবং এগুলি কোন্ কোন্ দপ্তর থেকে ?	একই জবাব।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ--- কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৈলাসহর বিভাগের কাঞ্চনছড়া গাঁওসভার অন্তর্গত কাঞ্চনছড়ার উপর পুল নির্মাণের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।	কৈলাসহর বিভাগের কাঞ্চনছড়া গাঁওসভার অন্তর্গত কাঞ্চনছড়ার পূর্ত্ত বিভাগ কর্তৃক কোন পুল নির্মাণ করা হয় নাই বা নির্মাণেরও কোন পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন	উত্তর
২। এই পুল নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে কি, না, এবং	১ নাম্বারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।
৩। হয়ে থাকলে পুলটি নির্মাণ কার্য্য সরকারের স্পেসিফিকেসান অনুযায়ী হয়েছে কি?	একই জবাব।
৪। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?	প্রশ্ন আসে না।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, পূর্ত বিভাগ কর্তৃক সেখানে কোন পুল তৈরী হয়নি। কিন্তু আমি জানি, সেখানে কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং মে মাসে শেষ হয়ে গেছে। কাজেই যদি না হয়ে থাকে তাহলে কি করে এ পুল তৈরী হল?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে বি. ডি. সি. থেকে ফুট ব্রীজ করা হয়েছে এবং তার জন্য এষ্টিমেট কস্ট ছিল ৯,০০০ টাকা। এই ৯,০০০ টাকার মধ্যে খরচ হয়েছে ৬,৮৫৮ টাকা। আমার কাছে যখন এ প্রশ্ন আসে তখন আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, এই ব্রীজ পি. ডাব্লু. ডি. এর নয়, এটা ব্লকের আণ্ডারে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান খরা মরশুমে রাজ্যে মোট কি পরিমাণ বুরো ফসলের ক্ষতি হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	বর্ত্তমান খরা মরশুমে ক্ষতিগ্রস্থ বুরোধান জমির মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ ঃ—

মহকুমা	আনুমানিক ক্ষতিগ্রস্থ বুরোধান জমির পরিমাণ হেকটর
ধর্মনগর	৩৬৬
কৈলাসহর	২৫৪
কমলপুর	৮৬০
খোয়াই	৮৭৪
সদর	৫০৩৭
সোনামুড়া	১৩৩৫
উদয়পুর	১৫০০
বিলোনীয়া	৫১৬
সাব্রুম	৮০০
অমরপুর	৯২২
মোট ত্রিপুরা	১২৪৬৪

২। (ক) ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের কোন প্রকার সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা,

(খ) করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

প্রশ্ন

২ এবং ২ এর (ক) ও (খ)

উত্তর

নির্দিষ্ট ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় নাই। তবে সামগ্রিক ভাবে বুরো ফসলকে খরার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে যাহা সেই সব এলাকার ফসল রক্ষায় কৃষক-দের সাহায্য করিয়াছে। ব্যবস্থাগুলি এইরূপ ঃ –

১। যেখানে সম্ভব সেখানে সিজ-নেল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

২। যেখানে সম্ভব পঞ্চায়েতগুলিকে যে ৫ ঘোড়ার পাম্প দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্যবহার করা হইয়াছে।

৩। যেখানে সম্ভব কাঁচা কুয়া খনন করা হইয়াছে।

৪। বিভাগীয় পাম্প হইতে সেচের জল সরবরাহ করা হইয়াছে।

৫। সম্ভাব্য স্থলে ওভার ফেলা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ১০টি ডিভিশানের বিবরণ দিলেন, তিনি জানাবেন কি কত এলাকায় কি পরিমাণ ধানের ক্ষতি হয়েছিল ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কত এলাকা এফেক্টেড্ এবং কি পরিমাণ ধানের ক্ষতি হয়েছে, সেই হিসাব এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ক্ষতি হওয়ার ফলে ত্রিপুরায় খাদ্য সংকটের বাড়তি চাহিদা কত হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---এটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৪৯ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৪৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগরে কাকড়ী নদী তীরবর্তী বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিকে বন্যা কবলমুক্ত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?	১। কাকড়ী নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রনের কোন ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয় নাই।
২। উক্ত বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ১৯৭৭ ইং ও ১৯৭৮ ইং সনে কত একর ভূমির ফসল নষ্ট হয়েছিল, এবং	২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে এবং তথ্য সরবরাহের জন্য উত্তর জেলার জেলা প্রশাসককে বলা হয়েছে।
৩। কোন গ্রাম থেকে কত পরিবারের কতবার ঘরবাড়ী ছাড়তে হয়েছিল ?	৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা নাই। এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর বার বার দপ্তরকে জানানো হয়েছিল যে কাকড়ী নদীর বন্যা নিরোধের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বন্যা প্রতিরোধের জন্য কোন পরিকল্পনা হাতে নিতে সরকার রাজী আছেন কিনা এবং যে সমস্ত পরিবার প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে সরকার আগ্রহী কিনা এবং যে সমস্ত ফসল বন্যার সময় নষ্ট হবে এগুলির নিয়মিত হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে, নেচারাল কেলামিটি যখন হয়, তখন ডি. এম. ব্লকের মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন কি পরিমাণ ফসল ক্ষতি হল ঘরবাড়ী কত ক্ষতি হল ইত্যাদি। সব তথ্য এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছে নি, পরবর্তী সময়ে দিতে পারব। এই সমস্ত তথ্যের হিসাব পি. ডাবলিউ. ডিতে রক্ষিত হয় না।

মাননীয় সদস্যের নিশ্চয়ই জানা আছে যে ধর্মনগরে বন্যা নিরোধের জন্য আমরা কিছু কিছু প্রকল্প হাতে গ্রহণ করেছি। কোথাও কোথাও কাজ শুরু হয়েছে এবং আরও বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু সবগুলি জায়গায় এক সংগে কাজে হাত দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা হয়। আমরা পর্যায়ক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত দিচ্ছি। আমরা আপাততঃ যেটা করছি, সেটা হল, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের পানিসাগর ব্লকের বরুড়াতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ আমরা করছি। জুড়ি নদীর

বন্যার জল থেকে ধর্মনগর শহরকে রক্ষা করা আমাদের বিবেচনাধীন আছে। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লকের পদ্মপুর ছড়াতে স্লুইস গেট করার কাজটি আমাদের হাতে আছে। কাজেই গোটা ত্রিপুরাকে বন্যা মুক্ত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু সময় নেবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৬-৭৭, ৭৭-৭৮ ও ৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বছরে সরকারী ফার্মে সংগৃহীত মোট ডিমের সংখ্যা কত (বছর ভিত্তিক হিসাব)।

২। এর মধ্যে কত সংখ্যক ডিম বাজারে বিক্রি করা হইয়াছে (বছর ভিত্তিক হিসাব)।

৩। সরকারী ডিম ও মাংসের দাম বাবত কোন টাকা কোন ব্যক্তি, অফিসার, প্রাক্তন মন্ত্রীদের কাছে পাওয়ানা আছে কি,

৪। যদি থাকে, তবে তাহাদের নাম এবং মোট অনাদায়ী টাকার পরিমান কত ?

উত্তর

	সাল	সংগৃহীত ডিমের সংখ্যা
১।	১৯৭৬-৭৭	২৪৫,৮৯৯
	১৯৭৭-৭৮	৩৯৬,৩২০
	১৯৭৮-৭৯	৩৪৫,৬৭৫
২।	১৯৭৬-৭৭	১৯৫,৪৬৩
	১৯৭৭-৭৮	২৬৮,৪৬৬
	১৯৭৮-৭৯	২৪৬,২১২

৩। হ্যাঁ আছে।

৪। তাঁহাদের নাম ও মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

Sl. No.	Name of the Credit Holder.	Amount.
1.	Sri D. N. Barua,	Rs. 32.63 p.
2	,, Santi Sarkar,	41.65 p.
3.	,, S. K Ghose	24.38 p.
4.	,, Aditya Deb Barma,	3.75 p.
5.	,, A. P. Ghose	66.93 p.
6.	,, K. P Dutta	195.34 p.
7.	,, N. P. Nayani,	12.01 p.
8.	,, K. C. Das, Ex Minister	213.25 p.

Sl. No	Name of the Credit Holder.	Amount
9.	,, Sankar Banerjee,	13.75 p.
10.	,, K. Banerjee,	21.50 p.
11.	,, A. K. Ghose	34.88 p.
12.	,, Amulya Deb Barma.	6.26 p.
13.	,, I. P. Gupta	64.75 p.
14.	.. Tapas Dey Ex-MLA.	156.83 p.
15.	,, S. K. Kar,	54.25 p.
16.	,, Late R. K. Deb Barma	433.06 p.
17.	.. Prafulla Deb Barma	15.25 p.
18.	,, Hiran Deb Barma,	7.50 p.
19.	Sri K. Kipjan (ADAM)	256.05 p.
20.	,, Amar Singh	6.20 p.
21.	,, Sankar Narayan,	12.00 p.
22.	,, S. L. Singh (Ex-C. M.)	1132.66 p.
23.	,, J. D. Philomondu (Finance Secretary)	29.10 p.
24.	,, Munsur Ali (Ex-Minister)	33.00 p.
25.	,, Manik Debnath (Driver)	12.50 p.
26.	,, Mr. Damodaram,	6.25 p.
27.	,, B As Lamuchara,	75.00 p.
28.	,, S. R. Upadya,	64.30 p.
29.	,, Amar Deb,	29.30 p.
30.	,, Mr. Das Biswas,	8.13 p.
31.	,, Sadhan Paul	10.00 p.
32.	,, Bijoy Ratan Roy, V.F.A.	58.96 p.
33.	,, Suresh Ch. Das, Class-iv	44.00 p.
34.	,, Sadhan Paul (Vacc)	7.50 p.
35.	,, Harendra Roy (Ration Contractor)	20.00 p.
36.	Mr. Roy Mukherjee	49.95 p.
37.	Shri Hem Chandra Chakraborty, Class-IV	23.75 p.
38.	,, Sriman Bose	133.48 p.
39.	,, Sachidananda Banerjee	8.25 p.
40.	Late Premananda Nath	16.13 p.
41.	Shri B. N. Raman (Ex. C. S.)	154.32 p.
42.	,, Under Secretary, S A. Deptt.	210.20 p.
43.	,, Dhiran Gupta,	8.00 p.
44.	,, Haridhan Bhowmik	17.55 p.
45.	,, Madhusudhan Deb Barma (Comp)	2.60 p.
46.	,, K. Ratanam,	22.10 p.
47.	,, S. K. Das Purakastya (Finance)	31.50 p.
48.	,, Anukul Das, S. M.	24.26 p.
49.	,, G. N. Chattarjee (Ex. D. E.)	66.35 p.

Sl. No	Name of the Credit Holder.	Amount
50.	Shri P. C. Das (Ex-Minister)	38.41 p.
51.	,, Nepal Dey, Editor	55.00 p.
52.	,, A. B. Chakraborty (Clerk)	12.00 p.
53.	,, Lal Mohan Bhowmik	15.00 p.
54.	,, S. M. Sen	10.00 p.
55.	,, Dy. Director of I.C.D.P.	18.55 p.
56.	,, Asoke Nath	31.20 p.
57.	,, Mihir Gupta (P A (M)	8.90 p.
58.	,, M. M. Das	6.00 p.
59.	,, Bhowa (S.P.)	121.15 p.
60.	,, Raj Bhaban	490.45 p.
61.	,, Ganga Das (Under Secy)	8.00 p.
62.	,, Jatish Das,	8.50 p.
63.	,, J. L Roy (P.A.F. Sect)	14.00 p.
64.	,, Babul Roy	25.00 p.
65	,, Ranjit Mazumdar, S M	22.00 p.
66.	,, H. L. Roy	7.50 p.
67.	,, H. S Roy Chowdhury	85.90 p.
68.	,, R. N. Ganguly	28.10 p.
69.	,, Narayan Das, Driver.	31.00 p.
70.	Miss Basana Chakraborty	0.50 p.
71.	Sri D. B. Roy (Driver)	17.00 p.
72	Mr. Das (P.A C.S.)	35.50 p.
73.	,, Jagat Deb Barma	11.80 p.
74.	,, S. Paul (P. Super)	8.75 p.
75.	,, Nikunja Rudra Paul	4.50 p.
76.	,, Lalan Chowhan	18.00 p.
77.	,, H. K. Ghose	122·05 p.
78.	,, Dr. Raman (D.H S.)	2.10 p.
79.	,, Gopi Nath Tripura	180.00 p.
80.	,, Lala N. K. Dey	84.53 p.
81.	,, H. C Chowdhury, Minister	20.00 p.
82.	,, Kamal Deb Barma	152.61 p.
83.	,, Ramesh Deb Nath, Contractor.	18.00 p.
84,	,, Rati Deb Barma	40.87 p.
85.	,, Nalini Deb (Late)	1.63 p.
86.	,, D. K. Chowdhury, Minister.	40.75 p.
87.	,, N. R. Podder (P. S.)	26.46 p.
88.	,, Chandan Majumdar	52.50 p.
89.	,, Dr. Karan (V.A.S.)	16.75 p.
90.	,, Nihar Deb Barma	244.04 p.

Sl. No	Name of the Credit Holder.	Amount
91.	Shri Dayamoy Deb Nath	4.00 p.
92.	,, Naresh Chanda	33.10 p.
93.	,, Takur Krishna Deb Barma	60.00 p.
94.	,, K. M. Bose (P.A. to E.C.M.)	36.02 p.
95.	,, R Dutta (Editor)	12.00 p.
96.	,, A. K. Das	21.60 p.
97.	,, Amulya Dhar	13.52 p.
98.	,, Joydeb Deb Barma (D. C. Driver)	8.00 p.
99.	,, Gopa Roy (Clerk)	10.00 p.
100.	,, Bishu Singh, V. ACC	8.00 p.
101.	,. Dwija Pada Roy	4.00 p.
102.	,, K. D Menon	87.30 p.
103.	,, Abdul Latif (Minister)	20.25 p.
104.	,, Mr. P. Deb	5.00 p.
105.	,. Mr. B. Bahari	5.40 p.
106.	,. Hem Kharan Roy	11.63 p.
107.	,, D. M. & Collector	141.10 p.
108.	,, S, P. Dutta Gupta	11.00 p.
109.	,, Dilip,	41.85 p.
110.	,, J. L. Roy	7.65 p.
111.	,, Deputy Collector of Circuit House,	74.95 p.
112.	,, M. L. Roy	21.15 p.
113.	,, S. P. Das Gupta	20.90 p.
114.	,, Jadu prasanna Bhattacharjee	19.00 p.
115.	,, — Driver,	15.00 p.
116.	,, Dr. Swapan Paul	30.10 p.
117.	,, S K. Deb Barma. P. S.	40.45 p.
118.	,, B. N. Bhattacharjee,	24.30 p.
119.	,, S. Bhattacharjee	16.20 p.
120.	,, Haradhan Roy,	20.00 p.
121.	,, Mr. Raha (Dy. Director Fishery)	10.80 p.
122.	,, Sudhan Baidya	8.10 p.
123.	,, T. S. Murti	12.60 p.
124.	,, Sugrib Tanti Adhikary,	32.00 p
125.	,, Dinesh Sharma, Class IV,	19.51 p.

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩০ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কোন কোন প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ীতে এখনও সরকারী সম্পত্তি রয়েছে।	১। হ্যাঁ।
২। সত্য হইলে যারা এখনও সরকারী সম্পত্তি ফেরৎ দেয়নি সরকার তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।	২। সরকারী সম্পত্তি ফেরৎ বা বাজারদর অনুযায়ী মূল্য জমা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীদের লিখা হইয়াছে এবং তাগিদও দেওয়া হইতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ীতে সরকারী সম্পত্তি পড়ে আছে, তারা কারা এবং কি কি জিনিষ তাদের বাড়ীতে আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যাদের বাড়ীতে সরকারী সম্পত্তি আছে, তারা হলেন—শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত (এক্স চীফ মিনিষ্টার), শ্রী পি. কে. দাস, শ্রী এস. আর. বর্মণ, শ্রী ডি. কে. চৌধুরী, শ্রী এস. পি. চৌধুরী এবং শ্রী কে. পি. দাস। তার মধ্যে শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের কাছে ফারনিচার এবং ট্রাকচার নিয়ে সর্বমোট পাওনা আছে ৫২,৩৯৪.৪২ টাকা। তারমধ্যে ট্রাকচার বাবদ আমরা পাওনা আছি, ৪৫,১৬১.৯৭ টাকা। আসবাবপত্র বাবদ ৪,৬৩৭.০৫ টাকা। ঘর সাজানো বাবদ ২,৫৮০·৪০ টাকা।

আর মিঃ সেনের কাছে আছে ট্রাকচারের জন্য ৪৩,৭০৫ টাকা। আসবাবপত্র বাবদ আছে ৬০১'৭০ টাকা।

শ্রী পি. কে. দাসের কাছে ট্রাকচার বাবদ আছে ৬৮৭·৯৯ টাকা। আসবাবপত্র বাবদ আছে ২,১২৫.১৫ টাকা।

শ্রী এস. আর. বর্মণের কাছে ট্রাকচার বাবদ আছে ৭৯৫·৯৮ টাকা। আর ঘর সাজানো জিনিস বাবদ আছে ২,১৩১·৪০ টাকা।

শ্রী ডি. কে. চৌধুরীর কাছে আসবাবপত্র বাবদ আছে ৬৪০·২০ টাকা।

শ্রী এস. আর চৌধুরীর কাছে আসবাবপত্র বাবদ আছে ১,১৭৭.০০ টাকা।

শ্রী কে. পি. দাসের কাছে আসবাবপত্র বাবদ আছে ৪৪০.০০ টাকা।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

একটি ঘোষণা

Mr. Speaker—I have received an information from the officer-in-charge West Agartala P. S. as following—

To
The Superintendent of Police,
West Tripura District,
Agartala

Ref :—DM(W) office No. 556/DM/W/Con/79 dt. 24. 5. 79.

Sub :—Warrant of commitment against Shri Mohan Lal Roy, Editor Nagarik, son of Late Monohar Roy of Akhaura Road.

Sir,

I beg to approach you with the infoımation that in compliance to the above noted letter and also on the strength of the of arrest issued by the Hon'ble Speaker, Tripura Legislative Assembly, I arrested said Mohan Lal Roy on 1. 6. 79. at 0500 hrs. and handed over Shri Mohan Lal Roy on 1. 6. 79 at 0600 hrs. to Jailor, Central Jail, Agartala after taking proper receipt.

This is for your information.

বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট

উত্থাপন ও গ্রহণ

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যবৃন্দ. এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, "বিজনেস এ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপার্ট পেশ।

বর্ত্তমান সেসানের ১লা জুন, ১৯৭৯ইং (তারিখ) থেকে ১১ই জুন ১৯৭৯ইং (তারিখ) পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলির বিবেচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনের ১লা জুন থেকে ১১ই জুন, ১৯৭৯ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রির্পোট আমি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে. 'বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি ঃ---

(রিপোর্টটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো)

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ;--- আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১। শ্রীসমর চৌধুরী।

২। শ্রীমতিলাল সরকার।

৩। শ্রীনকুল দাস।

মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :---

"গত ২৫শে মে বক্স নগরের কৃষক নেতা সি. পি. আই· (এম) সভা সুরেশ পালের দুবৃর্ত্ত সমাজ বিরোধী জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং খুন হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ৪।১।৭৯ইং (তারিখ) এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"২৩শে মে, ১৯৭৯ইং সেকেরকোটের নিকট "আমরা বঙ্গালী" দলের দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা গাড়ীতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, ভাঙচুর এবং অগ্নি সংযোগ করা সর্ম্পকে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। /

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির ৮।৬।৭৯ইং (তারিখ) আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্ত্তক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হলো ঃ---

"বামফ্রন্টের আহুত ২৯শে মের অমরপুরের জনসভাকে বানচাল করার জন্য তৈদুবাড়ী, সোনাছড়া, ছেচুমা ও ঝরঝড়িয়ায় কাঠের পুল পুড়ানো, চেলাগাং বাজারে ট্রাক আটকানো ও উদয়পুরে বন্ধ ডাকা সমপর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আমি ৮।৬।৭৯ ইং (তারিখ) বিবৃতি রাখবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক কয়েকটি
ঘোষণা

মিঃ স্পীকার :--- হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নোলিখিত ৭ (সাত)টি বিলের মধ্যে প্রথমটিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং অন্যান্য ছয়টিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তার সম্মতি দিয়েছেন! বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ পর্যায়ক্রমে জানাচ্ছি ঃ—

	বিলের নাম	তারিখ
১।	"দি ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড বিল, ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৮ইং)"।	১।৩।৭৯ইং

২। "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (নং ২) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৯)" — ৩০।৩।৭৯ ইং

৩। "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স বিল ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ১৮ অব ১৯৭৮)" — ২৯।৩।৭৯ইং

৪। "দি ত্রিপুরা অফিসীয়াল ল্যাং-গুয়েজ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৭৯)" — ২৩।৪।৭৯ইং

৫। "দি ত্রিপুরা হোমিওপ্যাথিক সিসটেম অব মেডিসীন বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৭৯)" — ২৭।৪।৭৯ইং

৬। "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৬) বিল ১৯৭৯, (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৭৯)" — ১৩।৩।৭৯ইং

৭। "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৭৯)"। — ৩০।৩।৭৯ইং

১৯৭৯-৮০ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ
সভার সামনে পেশ করা।

মিঃ স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হইতেছে "১৯৭৯-৮০ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা।" আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৭৯-৮০ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৭৯-৮০ সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করছি।

Mr. Speaker, Sir,

I rise to present the Budget Estimates for the year 1979-80. Earlier, the House had approved of the proposals for 'Vote on Account' for the period up to June 1979 during the March session of the Assembly. The amounts included in the Vote on Account and passed by the Assembly stand included in ths budget estimates submitted now.

2. During the year just ended the Law and Order situation of the State has been generally peaceful in spite of the fact that some vested interests and Political discards have been trying to create occasional & sporadic disturbances. The Government have been trying to meet the occasional exploits of such political discards at political level. We are confident that the people will continue to frustrate the mischievous attempts of such people as hitherto done. It is gratifying to note that comparatively, Tripura is the most peaceful State in country now

3. During the last two years or so, the economic condition of the State has improved slightly, as will appear from following facts, though financial stablisation is still far off—

Year	Cash balance on 31st March with R.B.I.	Actual balance for the year after adjustment during Ist April to 25th April.
75-76	(—) 64,94,000	(—) 5,65,99,638
76-77	(—) 1,04 24.000	(—) 4,02,67,591
77-78	(+) 1,70,54,245	(—) 3,08,54,245
78-79	(+) 59,00,000	Still under reference to the R.B.I There appears to have been a small plus closing balance.

This position is inspite of the fact that 7508 regular posts were created during the year as against 2062 posts created in 1976-77 and 1265 posts in 77–78. In addition a couple of thousand posts on fixed monthly honorarium basis were also created.

Cash component of Rs. 53.94 lakhs had been spent up to 15-2-79 on Food for Work Scheme, total expenditure on this account, inclusive of Food value, being Rs. 104.13 lakhs up to that date. Bigger Plan size and more development works had been undertaken during the year ended.

The growth rate during the year had not been up to expectation.

4. The Government of India and the Planninig Commission desired that during 1978–79 there should be additional resources mobilisation to the extent of fifty lakhs. The difficulties in the mobilisation of additional resources in the State are well known to the Members. We had also to consider the condition of the weaker section of the people and grant remission of land revenue as also remit recoveries of Dadan Loan/Agricultural Loan/ Fire accident Loan/Goldsmith Loan etc.

5. The Hon'ble Members are aware that the State is one of the most backward in the Country. The percentage of population below the poverty line, determined on the basis of nutritional requirement was 83.5 in 73–74,

an increase of 20.6% over that of 1969-70. The Government have been able to identify the main causes of the backwardness which generally are lack of communication, laek of infra-structure in regard to industrial development, slow growth in agricultural production, lack of remunerative prices for agricultural produces, sickness of the tea gardens, absence of proper land survey and allotment, ailments attached to the handloom and handicrafts sectors, slow and low level of flow of institutional finances, increased numbers of landless people, distress-conditions of tribals/Scheduled castes/refugees rural unemployed, educated unemployed, lack of employment opportunities etc. The Government have taken steps for gradual removal of the bottlenecks involved with a view to raise the standard of development in the State within the years to come.

6. Shortage of Cement and Steel have been main constraints in implementation of developmental programmes Even when the problem of availability is sorted out, the difficulties about transportation delay the whole process. The non-availability of Wagons, hold up of the wagons, slow movement of the wagons, all lead to delay at different points. The problem becomes acute with cement during monsoon when exposure to moisture may lead to damage. In spite of the State Government taking up the matter at highest possible level, the easy flow of these articles, so essential for all developmental work, could not yet be ensured. The recent price hike in regard to these two articles will be another constraint for progress of developmental work.

7. During the year which has ended, the Seventh Finance Commission submitted its report. A summary of the recommendations of the Seventh Finance Commission had been placed before the House earlier. As already expressed, we are not satisfied with the recommendations of the Seventh Finance Commission which fall far short of our expectations. We raised the issue with Government of India/Planning Commission. They are, however, of the opinion that the recommendations of the Commission being of statutory nature, improvement on the same is not possible now.

We took up with the Government of India, the question about the distressing effect, through rise in prices, that is there on the masses due to heavy doses of taxation on essential items like K. oil, Diesel etc. in the Union Budget for 1979-80. Our suggestions for relief in these fields have not been accepted.

We also took up with the Government of India the question of special Financial assistance for payment of D. A. to State Government employees at Central Government rates. The Government of India did not agreee and a copy of the Prime Minister's reply with reference to the resolution adopted by this House is separately being placed before the House.

8. We took our stand before the National Development Council about the economic backwardness of the State, difficulties in mobilisation of addl. resources, need for determining afresh the fiscal relations between the Centre and the State and other allied matters. As agreed during the N. D. C meeting held in February, 1979, a full-dress meeting of State Chief Ministers was held on 19-5-79 & 20-5-79 to discuss the issue of distribution of taxes between the Centre and the State vis-a-vis the recommendations of the Seventh Finance Commission.

9. The Sixth Five Year Plan as/approved by the State Planning Board and as submitted to the Planning Commission was of the size of Rs. 304 crores. The size of the Annual Plan for 1979-80 was proposed at Rs, 55.18 crores. The objective of this was to secure a positive and distinct improvement in the levels of living of the people and a more equal structure of owner-ship of assets and distribution of Wealth and income. The Annual Plan for 1979-80 was recommended by the working group for the size of Rs. 32.38 crores. Planning Commission however fixed the size of the Annual Plan for 1979-80 at Rs. 25.00 crores and after discussion between me and Deputy Chairman Planning Commission, the same has been fixed at Rs. 28.00 crores. We were intimated that the size of the Sixth Plan for the State will be of the order of Rs. 140.00 crores only as against Rs. 69.68 crores for the Fifth Plan. Excluding the Annual Plan for 1978-79 and 1979-80 the total for remaining three years is likely to be, on that basis, Rs. 87.90 crores only, or Rs 29 30 crores per annum on an average.

The Hon'ble Members are aware that when average per capita Plan outlay for the country had been Rs. 38/-, Rs. 51/-, Rs. 91/-, Rs. 61/- Rs. 119/- and Rs. 161/- during 1st, 2nd, 3rd Plans, Annual Plans, 4th and 5th Plan period (Up to 31. 3. 78) respectively The outlay in Tripura had been Rs. 8/-, Rs. 19/-. Rs. 26/-, Rs. 32/-, Rs. 44/- and Rs. 76/- only respectively. We were of the view that the sizes of the Sixth Plan as also of Annual Plan 1979-80 are too small to bring Tripura out of its backwardness, let alone the question of bringing the same to the level of All India level of development, which again is much lower than the level of most of the developed States. I had a meeting with the Dy. Chairman Planning Commission on 9-5-79 when the size of the Sixth Plan was fixed at Rs. 159.00 crores, centrally sponsored schemes worth about Rs. 9.00 crores being available during the period in addition.

The Annual Plan for 1979-80 is composed as below :—

Agriculture & Allied Services	837.00 lakhs
Co-operation	62.00 ,,
Water and Power Development	506.00 ,,
Industrial & Minerals	141.00 ,,
Transport & Communication	496.00 ,,
Social and Community Services	743.00 ,,
Economic Services	7.00 ,,
General Services	8.00 ,,
	2800.00 lakhs

10. It has been our submission to the Government of India, to the Planning Commission and before the National Development Council that there should be as few Centrally sponsored schemes as possible and that as many such schemes as possible should be added to the State Plan. In the meeting of the N.D.C. held in February, 1979, it was agreed that generally there should not be centrally sponsored schemes. There had been some Centrally sponsored schemes up to the year 1978-79, some of which did not stand completed. We have been intimated by the Government of India that during rest of Sixth Plan period there would be centrally sponsored schemes worth Rs. 8.97 crores in addition to the State Plan.

11. In addition to the State Plan and Centrally sponsored schemes, certain schemes of regional importance are taken up under the auspices of the N.E.C. According to the approved Plan 1979-80, the size of the N. E. C. scheme 1979-80 for this State is fixed at Rs. 176.59 lakhs only as against Rs. 219.09 lakhs for 1978-79. Incidentally, total outlay under N. E. C. schemes for the whole area had been Rs. 4779.44 lakhs in 78-79 and is of the order of Rs. 6248.90 lakhs for 1979-80. It has been our stand before the N.E.C. that there should be larger number of schemes and greater outlay in the State in view of extreme backwardness.

12. I now turn over to some basic difficulties of the State which go a long way in shaping the economy of the State. During 78-79, the State faced flood problems at Khowai, Kamalpur, Belonia and Kailasahar. A number of flood control measures were taken up which will be continued during 1979-80 also. One of the major constraints is lack of communication. As Hon'ble Members are aware, the only life line for Tripura is 200 K.M. road known as Assam-Agartala Road connecting Agartala with the rest of the Country. This road, now maintained by the Border Roads Organisation is yet to attain the standard which can ensure smooth traffic throughout the year. Besides, a number of bridges on this road constructed during the time of Second World War are in bad condition and need immediate replacement/repairs. We have already taken up the matter with the appropriate levels of the Government of India.

The work of extension of Railway line from Dharmanagar to Kumarghat has been taken up and is expected to be completed as per schedule. We still demand further extension of the same to Agartala and then to Sabroom.

The generation and distribution of power is one of the main factors in the growth of the economoy of the State. The Hon'ble Members are aware that the catering of power throughout the State is done from Gumti Hydel Project. With the completion of the 3rd unit by 1982, the generation capacity will rise to 15 Mgw. The actual generation now on two units is, however, 8.3 Mgw. as against installed capacity of 10 M.W. whereas the actual demand is 8.5 M.W. during the peak hour and 2.5 M. W. during lean period. We are trying to find out possible feasibilities for smaller generating

sources. In the meantime the question of getting power from outside the State and through N. E. C. grid is also under consideration. Uniform supply of power to the consumers as also to the Tea Gardens/individuals and other entrepreneurs is of great concern to the Government. The question of formation of a State Electricity Board is under consideration of the Government.

The Hon'ble Members are aware that the Oil and Natural Gas Commission had been exploring the possibilities of finding out gas on commercial basis within the State. The progress so far had not been satisfactory. With the possibilities of finding out / gas in commercial scale bleak the chancess of Gas Turbines has gone into backgrounds. The success of the Oil and Natural Gas Commission would have resulted in creation of employment.

The Tripura Jute Mill is in the final stage of construction. The Mill was to go into production from about the middle of 1979. It is now hoped that the Mill will start production from about the end of the current financial year. There has been some delay due to slow flow of fund from the financial institutions. difficulties in getting machineries etc.

The House is aware that there had been a proposal for about the last six years for starting of a Paper Mill in the State. The State has sufficient raw materials to feed 500 tonnes capacity Paper Mill. There had been discussions at different levels for getting clearance to the project. We have not, however, been able to get the clearance from the Goverment of India/Planning Commission in this regard as yet. The matter is still uuder consideration of the Government of India and we hope that a favourable decision will be taken by them shortly. In the meantime, the agreement made by the previous Government with the consultant Firm, is under consideration for termination

Revision and restoration of rights on Land have been taken up in a phased manner. Field work was initially started in Mohanpur, Kamalpur and Udaipur Revenue circles and is expected to be completed by October, 79. Special drives has been organised to being the Bargadars on the rights of records. TLR/LR Act has been amended with a view to protect the rights of Bargadars. The Government have also undertaken a scheme to provide legal help to Bargadars and marginal farmers. Restoration of Tribal land and re-settlement of Landless are progressing in full swing. Restoration orders have been passed in 1731 cases and physical restoration made in 1277 cases. Under the re-settlement scheme, 301 non-tribal families have so far been covered. The Government are giving due importance in enforcing land-ceiling provision, and in identifying and taking over of surplus land. 1188.21 acres of surplus land has been taken over and 437.23 acres distributed to 402 landless families. All landless and homeless persons in Tripura have been registered. Such numbers are 45,070 landless, & 12456 homeless and 82049 both landless and homeless. 6356 landless, 3195 homeless and 7211 landless and homeless have been allotted land. Such casses are verified through Gaon Pradhans.

In order to give phased effect to the scheme of prohibition the number of dry-days in a week had been increased to two. Drinking in bars has been stopped. Liquor shops within one K. M. of Tea Estates been closed down.

Irrigation is still in a nebulous stage in the State. Work was confined to minor irrigation. More than 30,000 hectares of land was covered by irrigation in 1978-79. The extension of irrigation facilities have been undertaken through a number of schemes on minor irrigation/deep tubewell/ lift irrigation etc. The Government have also started distributing 500 nos. of pump sets to the Panchayats for the purpose of extensive irrigation. Further supply will be taken up in due course. Such a step will also enable switch over to Multi-crop system. The target for 1979-80 is 35000 hectares During 1979-80 work on Gumti Irrigation schemes estimated at Rs. 5.88 crores will be taken up.

Flood protection measures have been taken in different places with a view to protect the cultivable land as also to protect produces from damages/devastations. We had to consider special Flood Protection Measures on our side of the banks of the rivers flowing through Bangladesh as a result of construction of bunds unilaterally by bangladesh Government on their side of the banks. Such constructions have already been started at Kailasahar, Belonia, Khowai, Kamalpur and will also have to be undertaken whenever such unilateral constructions are resorted to by the Bangladesh Government.

Soil conservation is another problem to be tackled by the Government. The Government have taken various steps to ensure soil conservation.

The State is mainly agricultural and most of the agriculturists are having very small holdings. While taking special steps and concerted efforts in the sphere of agriculture, the Government have taken, through State Plan N. E C. schemes and District credit Plans of Commercial Banks different schemes under Poultry, Piggery, Dairy, Horticulture/Cash crop etc., This, apart from ensuring generation of employment opportunities for the rural unemployed will also help in removal of poverty.

The rate of cattle lifting is very high in border areas. The Government are considering the question of supply of "Power Tillers" in these areas. The Government have decided to form an "Agro Services Corporation" in the State.

During 1978-79 works of piped water supply was taken up at Khowai and Belonia in addition to the continued schemes at Dharmanagar, Kailasahar and Udaipur. These will be continued during 1979-80. During 1978-79, Rural water supply covered 197 villages benefiting 1,17,167 persons. The work on Rural water supply will be accelerated during 1979-80.

The Government have taken steps to re-organise the Co-operative Societies. Thirtyone LAMPS have been started while 135 old PACS have

been re-organised, 64 are yet to be re-organised. The Government are considering the question of spreading the new Co-operatives to the grass root and utilising these co-operative societies to the best advantages of the masses.

A massive scheme on Adult Education has been taken up during 1978-79 with the ideas of eradication of illiteracy from the county within Sixth Plan period. The State Government opened 500 adult literacy centres during 1978-79. Another 500 such centres will be opened during 1979-80. In addition there are 700 rural functional literacy centres. Tripura State Adult Education Board has been set up to advise the State Government in matter of Adult Education. For integrated development of the Children of rural areas, two ICDS blocks will be started during 1979-80. Teliamura block has been selected as one of the two blocks. The Government have made education free up to class XII. Qualifying marks for LIG stipend has been reduced from 40% to 35%. The rate of Boarding house stipened for SC/ST students has been increased from Rs. 2/- to Rs. 3/- per day per boarder w. e. from 1. 1. 79. The eligibility for merit-cum-means stipend has been increassed to Rs. 750/- per month from Rs. 500/-. For different categories of students in different strems, the stipends have been revised from Rs. 60, Rs. 85/- and Rs. 110/- to Rs. 75/-, Rs. 110/- and Rs. 125/- respectively. Eligibility marks for B.A., B. Sc., B. Com etc. scholarship have been reduced from 50% to 45%. Renewal of scholarship is made now only on promotion instead of on obtaining of 50% marks as hitherto. Attendance scholarship for ST. girl students at Rs. 10/- P. M. on 75% attendance has been introduced in classes II to VIII. Cost of dresses for SC/ST. girl students reading in classes III to VIII has been raised.

There had been 56 nos. of tea gardens in the State. As many as 14 nos. went sick and had to be closed down. Tea is one of the main Agri-based industry of the State. The question of strengthening the tea gardens, expansion of the tea industry by opening new gardens, wherever necessary, improving upon the existing tea gardens, with corresponding improvement in the condition of Labour etc. have been under consideration of the Government. We have opened two tea gardens with tea garden workers on Co-operative basis while two more such cases are under consideration. The Government are hopeful about the success of the Co-operative Tea Gardens and action in the same line will be taken for more such tea gardens.

Socio-economic condition of the scheduled tribe communities vary considerably from area to area, and community to community. Therefore, uniform pattern of development for all of them is not possible. There are about 15,567 scheduled tribe families still dependent on Jhum cultivation either fully or partly. During 1978-79, 516 Jumia families were settled under the State Plan and 1279 families under the Sub-Plan. A total number of 3801 Jhumia families were taken up for settlement by 1978-79, out of

the total 15,567. In addition, further grants were given to those settled during earlier years. During 1979-80, it is proposed to settle 200 Jhumia families under State Plan, and 1200 Jhumia families under Sub-Plan. During last year, 191 landless agri labourers belonging to SC and 185 non agri. workers belonging to some community were settled. During current year, 200 landless agri. lobourers belonging to SC community and another 200 non agri labourers belonging to the same community are proposed to be settled. Schemes under supply of seeds, supply of horticultural Plants, grafts, fertilizers. P. P. chemicals, financial assistance for Jute retting tanks, establishment of residential school, pre-coaching centres for weaving/tailoring/cane, bamboo etc. will continue during current year also. Under special Nutrition programme, 49687 beneficiaries were covered during 1978-79. During 1979-80, it is proposed to cover another 21000 beneficiaries.

During Fifth Plan, there was a target for opening of 33 Sub-Centres under Health & Family Welfare Department. 8 such Sub-Centres have been commissioned. Work for five have been completed while work in regard to 19 are in progress, and in regard to last one, selection of site is yet to be done. Out of four Primary Health Centres for up-gradation into 30 bedded hospitals, work in regard to one is completed. In regard to others the work is under progress. The Government are going ahead with the ideas of addition of five beds for treatment of infectious diseases in sub-divisional hospitals at Melaghar/Dharmanagar/Sonamura/Kamalpur and Belonia Similarly action is going on for converting Kailasahar, Udaipur hospitals into District Hospitals by addition of twenty-five beds in each. The construction of Physiotherapy centre in G B. Hospitals is on. A ten bedded Eye Ward attached to Kailasahar District Hospitals has been taken up. Construction of 20 bedded Paediatric ward at V. M. Hospital is almost complete. The Government will construct a Dharmashala attached to G. B. Hospital. The regional Pharmacy Training institute is likely to start functioning from July, 1979. The capacity for admission into existing Nursing Training school has been increased. The Government have taken up number of measures to improve the working condition and amenities for the Public in V. M. Hospital. With a view to meet the acute shortage of doctors, Government have taken steps to get qualified candidates of State admitted in the Medical Colleges in different States, by Way of release of more number of seats, through the intervention of the Government. The Cancer & Diagnostic Treatment Centre at G. B. Hospital has been opened. In addition to the works in hand, the Government will proceed with construction of two new P.H.C., Six new Sub-Centres, 20 bedded ward for Chest Clinic attached to each District Hospital under T. B. Control programme, construction of Morgue at G. B. Hospital, construction of Harijan quarters at V. M. Hospital, construction of separate District Hospital for West district, as also shift Jirania P. H. C. from the existing site to a new site.

During 1978-79, 123 Sub-Information centres and 75 LRS were opened and 73 Radio Rural Forum organised. The Public Relations & Tourism Directorate started publishing three newspapers (TRIPURA KOKTOON in KOK-BARAK, TRIPURA CHE in MANIPURI and TRIPURA TO-DAY in English), during 1978-79 in addition to Tripura Barta in Bengali. As many as 29 exhibitiouns were held during the year. During the last year, the Public Relations & Tourism Directorate organised through a committee composed of official & non-official members celebration of Birthday of Tagore, Kazi Nazrul Islam and Sukanta. The Directorate also organised Youth Festival through a committee of officials and non-officials. Directorate will continue to organise Birthday celebration of Tagore, Kazi Nazrul Islam and Sukanta, through a committee of officials and non-officials. Eleven information centres, 200 sub-information centres, 50 LRS and 75 Radio Rural Forum will be opened/organised during the year. During the previous year, the Directorare motivated and organised cultural functions consisting of different communities and staged performances at Delhi, Calcutta & Gauhati which were highly appreciated. During the current year, the Directorate already organised such participation in the BIHU festival organised by the Assam Government. Block Level Exhibitions were organised during the last year and completed in all the blocks by the beginning of this year. During the current year also it is proposed to be continued.

With the ideas of establishing a two tier Panchayat Raj Administration, Panchayat Samity Bill 1978 was adopted. The Block Panchayat Samities will start functioning during the year. The Panchayats are being strengthened with a Panchayat Secretary each for successful implementation of Panchayat Raj Administration. The Panchayat at the village level are being, provided with all possible assistance including entrusting of works like, constrution of roads, reclamation of tanks etc.. They are also being associated with the schemes for 'Food for Work'.

It is the desire of the Government to entrust the Panchayat maximum possible work and also provide with other amenities so that grass-root level of developmental works are done only through the Panchayats.

The Block level Administration is being streamliend with a view to ensure co-ordinated liaison between the blocks and the Panchayats, so that the developmental works are executed properly, quickly and to the benefit of the people.

The entire state has been covered by F.P. shops Gaon-Sabha-wise. Rice, wheat/Atta, K. Oil, salt, controlled cloth etc. are normally supplied through F.P. shops to the consumers at fixed/reasonable price. It is to be regretted that the F.P. shops as also trade in private hands have always not maintained the flow of supply of essential articles to the consumers. As a result, and with the ideas to ensure that the consumers do not become victims of malpractice of the trades, the Government had to intervene

a number of times in arranging supplies of essential articles like salt, K. Oil etc. through costlier modes of transport. The Government feel strongly that distribution of all essential aiticles all over the country at one uniform rate and through the Public Distribution system is the only answer to the problem, and particularly in a State like Tripura with serious communication difficulties, It is a pity that even after 30 years of independence, people in the interior have to face shortage of salt due to manipulation of traders or non-availability of Railway wagons or blockade of wagons on the way.

Rubbei is one of the most prospective crop of the State. The Rubber Board and the Government of India are showing keen interest in the development of Rubber Plantation/Production in the State By 1978-79, as many as 1014 hectares had been covered by rubber plantation. During 1979-80, additional 580 hectares will be covered by rubber plantation. Tripura rubber is considered as very high in quantity. Simultaneously, Citronella Plantation, creation of bamboo groves. cultivation of black pepper/clove/cardamom have also been taken up.

The Agartala Municipality as also the Notified Area Committees will take up Urban Developmental works in their respective spheres. For the purpose the Government are providing funds either on loan, or from the Plan Sector as grants-in-aid/or through financial Institutions by way of guarantees from the State Government. The Agartala Municipality is already contemplating construction of a Suppcr-market at Bat-tala with financial assistance of Rs. 18 lakhs from the United Bank of India. A developed market near the G.B. Hospital at a cost of Rs. 3 lakhs with financial assistance from the United Commercial Bank is being constructed. Market development at Khowai/Kailasahai/Dharmanagar in similar manner with financial assistance from U.B.I./S.B.I. are also under consideration. We have also taken up with the Life Insurance Corpoiation and other Insurance Corporation the question of financial assistance tc the Agartala Municipality/Notified Area Committees for urban development, including improvement of sewerage.

The Number of educated unemployed is very high. As per live-register it is 68,344. The Government are strongly convinced about this as also about the large number of rural unemployed.

Rates of wages of Tea-plantation workers were revised upwords w.e. from 1-5-78. Committees formed by the Governmant are considering minimum wages for workers engaged in Agriculture, Beedi-making, Road/ Building construction and Public Motor Transport undertaking, Employment in shop and establishment have been brought under Minimum Wages Act. The provision of the Factories Act, 1948 aie being rigidly applied and more and more units in different spheres brought under the provisions of the Act. The coverage under Motor Transport Workers Act has been widened by lowering the criteria from five to two. Five Balwadis have been started in Tea Estates in addition to existing ten. Subsidy is being provided by the Government for construction of standard houses for the labourers.

There is acute shortage of houses—both administrative and residential in the state. The progress in this regard under different Plan schemes is too short of requirement. Government have already decided to form a Housing Board which will enable flow of fund for housing purposes from institution like HUDCO etc.

With a view to improve upon the investment picture, in the State the Government decided to form a separate 'Financial Corporation' for the State. The matter is still under consideration of the Government of India, R.B I. and I.D.B.I. /

13. The administrative infra-structure of the State is rather weak. The Hon'ble Members are aware that there is acute shortage of experienced officers in the State cadres. The administrative machinery of the State are also not adequately equipped/trained, nor fully tuned to the basis needs of masses. The method of administrative approach in a different manner over the last 30 years is also retarding factor. It is the utmost desire of the Government to streamline and strengthen the administration at all levels.

14. The tribals constituting more than 29% of the population of the State remained over the years in most backward and neglected condition. Schemes taken up from year to year meant for the tribals did not show progress and achievements, and transfer of land could not be stopped. As such, the present Government already adopted in the Assembly a "Bill" for formation of a "Tribal District Council." Steps have also been taken for implementation of the schemes for rehabilitation of tribals. Over the years, there have been almost no representation of tribals in different departments/offices even through there have been costitutional reservation. This Government had taken steps to provide adequate reservation to the tribals as also to restore the short-fall of previous years.

The Government are also forming a Tribal Development Corporation to look after development work and improvement of conditien of the tribals, 98·78% of whom live in rural areas.

The problems of scheduled castes population constituting about 13% of population of the State is also there. In their cases, there is no specific or earmarked Sub-Plan. Of late, the Government have been trying to ensure utilisation of specific percentage of Plan outlay on the removal of problems of S. C. population. The Government are also considerating formation of a Scheduled Castes Development Corporation for economic development of the people belonging to this community, 94.71% of whom live in rural areas.

15. The activities of the Banks have been extended to the interior areas. The ideas of the Government are that the weaker section of the people in the interior get credits at low rates of interest and on easy terms, and they are saved from the malpractices of Jotedars and money-lenders. It is gratifying to note that as a result of greater activities by the Bank the

credit deposit ratio have risen by 10% over one year from the low 34% at the end of 1977. We are confident that the Banks will enlarge and widen their activities to cover quickly the areas to the greater interest of the State.

16. I have alr.ady mentioned earlier that the State is one of the most backward in the country and 83·5% of the people live below the poverty line. Keeping in view the economic condition of the people, the conditions of the landless and weaker section the present Government have already taken various steps for development purpose, some of which are mentioned below :—

a) Construction of house for weaker section ;
b) Repayment of interest accrued to differnt banks against loans taken by rickshaw-pullers over the years and becoming old ;
c) Grant of guarantees by the State Government for the Motor workers who obtained transport permits with a view to ensure that the chassis could be obtained by them with Bank loan ;
d) Remission of land revenue ;
e) Remission of Agri/Dadan/Fire accidents/Goldsmith loans ;
f) Grant of Ex-gratia payment to the employees in addition to festival advances ;
g) Increasing the investment in the State by the Bank by about 10% over a year increase mainly flowing to the rural area ;
h) Grant of old age pension to those beyond a particular age and with no financial support ;
i) Grant of various concession to the Students ;
j) Extention of financial assistance to all T. B. patients ;
k) Welfare measures for weaker section of the people and working classes.

17. The Government have decided to form a Pay Commission to go through the structure of pay and allowances of the Government employees and employees in Government aided institutions, local bodies etc.

18. Up to March 1979, there had been seventeen draws of Tripura State Lottery. A profit of Rs. 12.42 lakhs has been distributed for construction of Town Halls at different places. A further sum of Rs. 11.29 lakhs will be distributed for the purpose. The Government have also decided to construct a Press Club at Agartala at Rs. 1 lakh—90% of the cost being by way of grants from Tripura State Lottery profits.

19. Mr. Speaker, Sir. the main objectives of the budget estimates submitted by me are to ensure that—

a) the development of the State takes places with full utilisation of the Plan outlay approved by the Government of India/Planning Commission/ N. E. C.,

b) minimum expenditure in Non Plan sector by exercising all possible economy,

c) accrual to the weaker section of the people (share cropper, agri. labourers, rural artisans. SC/ST members, landless people etc.) maximum benefits from various schemes/projects,

d) change in the pattern of investments which had been biased in favour of urban areas, all these years, specially in regard to social infrastructure, to rural bias,

e) curbing and elimination of exploitation by the vested interests, and fight against corrupt practices at all levels.

f) utilisation of the growth potential of an area to secure an increase in employment,

g) ensure drinking water, education, essential commodities, minimum health need, amongst other things to the people,

h) safeguard democratic rights and civil liberties of the people,

i) building a proper social, economic and administrative infrastructure.

20 The Budget estimates submitted by me reveal a deficit of Rs. 1166.66 lakhs under Consolidated Fund. This includes liability for a sum of Rs. 636 83 lakhs for payment to the Government of India for CRPF Bns. and a sum of Rs. 233.83 lakhs for payment to the Rajasthan Government for R. A. C. Bns. Whieh was not paid for last 7 yrs. We have requested the Government of India for special financial assistance for the purpose. Excluding these amounts, net deficit will be Rs. 296.05 lakhs.

(After the Budget speech of the Hon'ble Finance Minister is over)

মিঃ স্পীকার—আমি সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরদ্দের (ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রান্টস) উপর ছাঁটাই প্রস্তাবের (কাট মোশান) নোটিশ দিতে চান, তারা আগামী সোমবার ৪ঠা জুন, ১৯৭৯ ইং বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে তাদের নোটিশ অফিসে জমা দেবেন।

সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

আফটার রিসেস

মিঃ স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে laying of a D. O. letter of the Prime Minister addressed to the Chief Minister, Tripura, in reply to a resolution adopted by the Tripura Legislative Assembly on 23.7.79 regarding Dearness Allowances to the State Government Employees. মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে ডি, ও লেটারটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী----মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কাজেই উনার আসতে একটু দেরী হচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ করছি এই কার্য্যসূচীটা উনি আসলে পরে নেওয়ার জন্য এবং অন্য যে কার্য্যসূচী আছে সেগুলি নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

মিঃ স্পীকার---ঠিক আছে, তাই হবে।

Laying of Report..

মিঃ স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে laying of the Second Annual Report and Statement of Accounts for the year ending 31st March, 1976 of the Tripura Jute Mills Ltd. আমি এখন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়কে সভার সামনে রিপোর্টটি পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অনিল সরকার---মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমি এখন "The Second Annual Report Statement of Accounts for the year ending 31st March, 1976 of the Tripura Jute Mills Ltd, এই সভার সামনে পেশ করছি।

Laying of Rules.

মিঃ স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে laying of the Tripura Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 1979. আমি এখন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে সভার সামনে রিপোর্টটি পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Baidyanath Mazumdar---Mr. Speaker, I beg to lay before the House, "The Tripura Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 1979-

Private Members' Resolution.

মিঃ স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান। আমি এখন মাননীয় সদস্য, তরণীমোহন সিন্হাকে তাঁর প্রস্তাবটি সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী তরণীমোহন সিন্হা---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে---- "এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে ত্রিপুরার বড়মুড়া ও অন্যান্য স্থানে ও, এন, জি, সির দ্বারা যে সমস্ত তৈল কূপের খনন কার্য্য পরিচালিত হয়েছে, তাদের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হউক।" স্যার, আমরা সকলেই এটা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বড়মুড়া এবং অন্যান্য স্থানে তৈল কূপ খননের কার্য্য অনেক দিন আগে থেকে শুরু হয়েছে, কারণ তৈল বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বড়মুড়া ও অন্যান্য স্থানে নাকি তেল এবং গ্যাস পাওয়ার যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ একটা আশায় ছিল, শুধু ত্রিপুরা রাজ্য কেন, ভারতের মানুষেরও একটা আশা ছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে তৈল অথবা গ্যাসের সন্ধান যদি পাওয়া যায়, তাহলে দেশের অনেক রকম উন্নতি হবে এবং আমাদের ভারতবর্ষ তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বয়ংম্বর হয়ে উঠব। খনন কার্য্য শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শুনতে পেলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেই সংগে তেল পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এই খনন কার্য্য চালাতে গিয়ে ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন, অথচ এখন নাকি শুনা যাচ্ছে যে যা আশা করা গিয়েছিল, তার সম্ভাবনা তেমন কিছু নয়। কিন্তু আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যদি তেল অথবা গ্যাস পাওয়া যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মনুষের তথা ভারতবর্ষের মানুষের প্রভুত উন্নতি হওয়ার সম্ভাবমা আছে। এবং ত্রিপুরাতে বর্ত-

মানে যে বেকার আছে, সেই বেকারদের সমাস্যার সমাধানেরও একটা সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্বের যে বর্তমান অবস্থা তাও কিছু সচ্ছল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখন এমন কি কারণ ঘটল যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পর, যে উজ্জল সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার কথা ছিল, সেটা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই আমরা ত্রিপুরা বাসীরা স্বাভাবিক ভাবে জানতে চাইব কি দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে এই কাজের সূচনা করা হয়েছিল আর এখনইবা কি দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য সেই কাজটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই আমি এই বিধান সভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তারা যেন এই ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটা নিরপেক্ষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করেন।

শ্রীকেশব মজুমদার---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য তরনী মোহন সিনহা বড়মুড়া এবং অন্যান্য স্থানে ও, এন, জি, সি কর্তৃক যে সমস্ত তৈলকূপ খনন কার্য্য পরিচালিত হচ্ছে, তার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাবার জন্য প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে একটা বিশেষ দিকের দিকে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ তৈল বিজ্ঞানিদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের বড়মুড়া এবং অন্যান্য স্থানে নাকি তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং গ্যাস পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আধুনিক সভ্যতায় এই খনিজ তৈল একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, যা দিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা যায়। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির নীচেও যদি এই সম্ভাবনাময় তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে শুধুমাত্র ত্রিপুরাবাসী হিসাবেই আমরা গর্ব অনুভব করব না, ভারতবাসী হিসাবেও আমরা গর্ব অনুভব করব। কাজেই বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলস্বরুপ ও, এন, জি, সি ত্রিপুরা রাজ্যের বড় মুড়ায় এবং আরও কয়েকটি স্থানে সেই খনন কার্য্য শুরু করেছিল ১৯৬০ সাল থেকে। সেই ১৯৬০ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে দীর্ঘ ১৯ বছরের মধ্যেও সেই সম্ভবনাকে কার্যকর করা যায় নি। আমরা কখনও শুনেছি তৈল পাওয়া যাবে, আবার কখনও শুনেছি গ্যাস পাওয়া যাবে, গত ১৯ বছর ধরে আমরা এই সব কথা শুনেই আসছি, অথচ কোনটা পাওয়ারই কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। স্বভাবতই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে ত্রিপুরার মাটির নীচে তেল আছে, গ্যাস আছে, কারণ এগুলি আছে বলেই অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে খনন কার্য্য এতদিন ধরে চালিয়ে আসা হয়েছে।

সেজন্য প্রশ্ন জাগছে সত্যিকারের এর পিছনে ভারতবর্ষের যে প্রতিক্রিয়াশীলচক্র আছে তারা এর পিছনে কাজ করছে কি না? স্যার, সেখানে চিন্তাশীল মানুষ বর্তমান প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নের যে স্তরে আছে — এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে দুনিয়া জয় আসে। সেখানে ত্রিপুরার একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছর সময় লাগছে এটা অস্বাভাবিক জিনিষ কাজেই যে প্রস্তাব এসেছে এটাকে আমি সংগত মনে করছি। আর তাছাড়া আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে বিভিন্ন মেসিনে কাজ করার সময় শ্রমিকেরা পরে গিয়ে মাটির নীচে গিয়েছে সেগুলি কি নাশকতামূলক কাজ না নিছক এ্যাকসিডেন্ট এটা জানা দরকার। এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিষ ঘটছে এবং আরও নূতন কিছু জায়গাতে ড্রিলিং করার সম্ভাবনা আছে। যদি ত্রিপুরাতে তেল নাই

থাকে তাহলে ঐসব হচ্ছে কেন। কাজেই প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করে সুনির্দিষ্টভাবে ত্রিপুরার মানুষের কিছু জানার প্রয়োজন আছে। কাজেই এর পিছনে কোন চক্রান্ত গভীর ভাবে কাজ করছে কি না যাতে পূর্বাঞ্চলের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পারে — কাজেই এই রকম একটা কমিশন দিয়ে তদন্ত করা দরকার। যদি কোন চক্রান্ত নাই থাকে তাহলেও তা ত্রিপুরার মানুষকে জানান দরকার যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হতে পারে। এই বলে আমি প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীবিমল সিংহ — অনারেবল স্পীকার স্যার, ও. এন, জি, সি'র কাজকর্ম উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির দ্বারা তদন্তের যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। প্রথম কথা হচ্ছে সমস্ত আরব দুনিয়ায় যেখানে মার্কিন পুঁজিবাদের দ্বারা/ যখন সমস্ত তৈল অঞ্চলগুলি কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন এবং সমস্ত রকম ট্যাকনিকেল সিষ্টেম মার্কিন পুজিবাদ সমস্ত কিছু কুক্ষিগত করেছিল। ক্রমশঃ এখন সমস্ত বিশ্ব ব্যাপি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন নিজেদের অর্থনৈতিক সংকট নিজেরা গড়ে তুলছেন তখন অন্যদিকে সমস্ত বিশ্ব — বিশেষ করে বিশ্বের গরীব অংশের মানুষ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছে এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমরা দেখছি যে আরব দুনিয়া থেকে মার্কিন পুঁজিবাদ হটাও এই আন্দোলন দেখা দিয়েছে এবং সেটা আজকে কাল মানুষের দেশ আফ্রিকার মানুষও গর্জে উঠেছে। এইভাবে তারা হটে গিয়ে আজ সেখানে তারা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র সুরু করছে। আমরা কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছি সিংহল থেকে কিছু দূরে ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গার্সিয়া নামে দুটি দ্বীপ আছে সেখানে মার্কিন পুজিবাদ তার শোষনকে অব্যাহত গতিতে যাতে চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য ব্রিটিশের সংগে মিলে একটা নেভেল বেস্ বিল্ড আপ করেছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত বিশ্ব মার্কিনপুঁজিবাদের বিরোদ্ধে গর্জে উঠছে। আবার অপরদিকে তারা নুতনভাবে ষড়যন্ত্র করছে। আজকে আমাদের এই ও. এন. জি. সিতে বৃটিশের একটা শেয়ার আছে — আমাদের ত্রিপুরায় যে ও. এন. জি. সি. কাজ করছে তার মধ্যে একটা শেয়ার বৃটিশের আছে। আজকে যখন দেখছে যে বিশ্বের ধনতন্ত্র বিপর্যস্ত হতে চলছে — মার্কিন পুজি-বাদ সমগ্র দুনিয়া থেকে হটছে — এই অবস্থা দেখে বিগত কংগ্রেস এর আমলে ভারতের পুঁজিবাদি শক্তিই রাজত্ব করেছেন — তারা মার্কিন পুঁজিবাদকে যেমন সাহায্য করেছেন তেমনি জাতীয় পুঁজিবাদকেও সাহায্য করেছেন। কিন্তু আজকে প্রশ্ন হল কংগ্রেস সরকারের পতন হল তাদের গণতন্ত্রের বিরোদ্ধে কাজের জন্য। অবশ্য জনতা পার্টি যদিও এর বিরোদ্ধে স্লোগান দিয়ে এসছে। কিন্তু জনতা পার্টি কংগ্রেসের অর্থনীতিই অনুসরণ করে চলছে। আজকে যেখানে মার্কিন প্রমুখ পুঁজিবাদীরা সমস্ত ভারতে তাদের শোষণের থাবা বসিয়েছে — আজকে আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার শ্রমিক এবং কৃষকেরা যেখানে এই পুঁজিবাদের বিরোদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে এখানে ও, এন, জি, সি স্থাপন করে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার জনগণ এটাকে কন্ট্রোল করবে কাজেই তারা এটা চায়না

যে তেল উৎপাদনের জন্য তারা যে সব মেশিনারী বসিয়েছিলেন সেগুলি ভালভাবে কাজ করুক। আজকে সারা ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ এবং তারা এই সমস্ত বৃটিশ ও আমেরিকান পুঁজিপতীদের স্বরূপ বুঝেছে এবং সেই জন্য তারা আজ

ভারতবর্ষের মাটি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য। তেমনি করে আজকে ত্রিপুরার জনগণ ও, এন, জি, সির স্বরূপ বুঝেছে এবং তারফলে ও, এন, জি, সি এখানকার সমস্ত উৎপাদনকে বানচাল করে দিয়ে এখান থেকে হাত পা গুটিয়ে নেওয়ার চেণ্টা করছে। কাজেই এই ব্যাপারে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি দ্বারা ও, এন, জি, সি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং এটাকে সমাজবাদী জনগণের আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ও, এন, জি, সির কাজ কর্ম সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি তৈরী হোক বলে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। এই জন্য সমর্থন করছি যে ও, এন, জি, সির এখানকার কাজকর্ম আমি কিছুটা জানি। কিছু দিন আগে এখানে কেন্দ্রের যে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান তিনি এসেছিলেন। তখন আমরা তার কাছে হয়ত এই ফেব্রুয়ারী কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটা রিটেন মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলাম। আজকে সারা পৃথিবীতে তেল নিয়ে রাজনীতি চলছে। যারা আজকে তেল নিয়ে ব্যবসা করছে সেই তেলের বাজার হাত ছাড়া হোক সেটা তারা চায় না। বিশেষ করে যে সমস্ত তেল উৎপাদনকারী দেশ আছে তাদের আজকে প্রচুর টাকার কেপিটেল হয়ে গেছে। এখন সারা বিশ্বে তাদের তেলের ব্যবসা আছে। ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে তেলের একটা বিরাট বাজার সেটা হাতছাড়া হোক এটা তারা চায় না। পশ্চিমবঙ্গে আজকে থেকে ২০ বছর আগে সেখানে ড্রিলিং করা হয়েছিল এবং ড্রিলিং করার সময়ে সেখানে একটা হাতুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু সেটা তুলা যায় নি। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ড্রিলিং বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে লেফট গভর্ণমেন্ট আসার পরে সেটা আবার আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং তার সমুদ্র উপকুল অঞ্চল তেলের উপর ভাসছে। এই ব্যাপারে অনেক সার্ভে হয়েছে। ত্রিপুরাতে ১৯৭১ সালে ও, এন, জি, সি তারা কাজকর্ম সরু করে। ১৯৭১ সাল থেকে আজকে ১৯৭৯ সাল পর্যান্ত এখানে অনেক ড্রিলিং হয়েছে। যারা এখানে কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। সেখানে তারা ঠিক করেছিল যে এত মিটার গেলে পরে ড্রিলিং সাকসেস্ফুল হবে। যে কয়টা কূপ খনন করা হয়েছিল এবং এগুলির যে টারগেট ছিল তার থেকে প্রত্যেকটা এক হাজার বা বারশো মিটার নীচে যাওয়ার পরই বন্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সার্ভে তারা করেছেন যে এটা এত মিটার নামলে পরে তেল বা গ্যাস পাব এবং এর কম হলে পাব না। বড়মুড়া এক নং কূপের টারগেট ছিল ৪৫০০ মিটার কিন্তু ড্রিলিং হয়েছে ২৮০০ মিটার। তারপরে আমরা আর যাই নি এবং সেখানে বলা হল তেল পাওয়া সম্ভব নয়। ৪৫০০ মিটার টারগেট ছিল সেখানে ২৮০০ মিটার মানে প্রায় ১৭,০০ মিটার আগেই এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হল। এটা বন্ধ করা হল যেখানে ১৯০০ মিটারে আমরা গ্যাস পেলাম। বড়মুড়া ড্রিলিং নং ২ সেখানে টারগেট ছিল ৪৫০০ মিটার। ২১শো মিটারে সেখানে গ্যাস পাওয়া গেছে। ৩০৮৭ মিটারে গিয়ে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ড্রিলিং স্ট্রাইক আউট করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল যেটা অ্যাপ্রোভড হয়েছিল যে এত মিটার নীচে যেতে হবে।

কিন্তু এরা ক্যাসিং যখন করল তখন আমরা দেখঃতে পেলাম যে, ১০'৩৪ ক্যাসিং। যেখানে ১৪০০ থেকে ৩,০০০ মিটার পর্য্যন্ত করা যেতে পারে, সেখানে করা হল ১০'৩৪। যদি ১০'৩৪ ক্যাসিং করতে হয়, তাহলে ক্যামিক্যালস্ মার্ক দিতে হয় ১'৬৩ স্পেশাল গ্র্যাভেটি মার্ক। কিন্তু এখানে দেওয়া হয় ২'৩ স্পেশাল গ্র্যাভেটি মার্ক। তাহলে ২'১২ দেওয়া হল স্পেশাল গ্র্যাভেটি মার্ক, সেখানে এটা দেওয়া উচিত ছিল ১'৬ স্পেশাল গ্র্যাভেটি মার্ক এবং স্টার্টার রিলীজ করার পর ৩,৫০০ মিটার পরেও যাবে বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু হঠাৎ উপর মহলের কি হল কে জানে, তাঁরা সেটাকে বাতিল করে দিলেন।

এরপরে হচ্ছে, বড়মূড়া—৩, এর টারগেট ছিল ৪,৫০০ মিটার। কিন্তু ড্রিলিং করা হল, ৩,৫৭০ মিটার। এর আগেও আমরা দেখেছি, ১,০০০ মিটার আগেই ড্রিলিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাব, মূল টারগেটে না যেয়ে বিভিন্ন কারণে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে টারগেটে পৌঁছানোর আগেই এটাকে বাতিল করা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বড়মূড়া—৪, সেখানে টারগেট ছিল, ৩,৫০০ মিটার। সেখানে আমরা দেখেছি, ২,৩৩৯ মিটার করা হয়েছে এবং এই ২,৩৩৯ মিটার করার পর আর করা হয়নি। এখানেও প্রায় ১,০০০ মিটারের উপর স্টোপ অব হল এবং দেখা গেল যে এটার পরও আর ফাইন্যাল ক্যাসিং হল না। অর্থাৎ স্টপ করে দেওয়া হল, আর এগুল না।

এরপর আর একটা হচ্ছে, আমরা বড়মূড়া—নাম্বার ১ এ দেখলাম যে, এটার উপর তাঁদের বক্তব্য হল, স্টোনি মাটি। অর্থাৎ এখানকার মাটি শক্ত। কিন্তু তার পাশেই বাংলাদেশ। সেখানে জল খুব বেশী। সেখানে ৩,৭০০ মিটার যাওয়ার পর প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেল। সেখানে যদি যেতে পারছে, তাহলে আমাদের এখানে কেন এমন হল? যদি এমনই হয়, তাহলে এনালাইসিস করা উচিত ছিল। প্রথম বার যখন দেখা যাচ্ছে, এখানে মাটি শক্ত তখন সেটার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। বড়মূড়ার মাটি যদি শক্ত হয়, স্টোনি হয়, তাহলে অন্যান্যগুলির ক্ষেত্রে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কেন বলা হচ্ছে: হার্ড বীট। কেটে কেটে নামাকে বীট বলে। কেন সেখানে সফট্ বীট দেওয়া হল? কেন সেখানে হার্ড বীট দেওয়া হয়নি। যদি সেখানে সফট্ বীট দেওয়া হয়, তাহলে তো আর এগুবে না। এই যে নীচে যাওয়ার রিগগুলি কেনা হচ্ছে, সেগুলি আমেরিকার কাছে থেকে কেনা হচ্ছে। তবে সেগুলি সরাসরি আমেরিকার কাছ থেকে আনা হয় না। এই রিগগুলি কিনছে আমেরিকার কাছ থেকে ইণ্ডিয়ান ফার্ম। মিঃ স্যার, এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, রিগ কেনার ব্যাপারে ঠিক জিনিস আসছে না। আমরা জানি, এর আগেও আমরা দেখেছি, আমরা যখন কোন জিনিস চাই, তখন আমরা স্পেসিফাইড জিনিস পাই না। আমাদের এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, সেই সঙ্গে হচ্ছে ব্যাপক দুর্নীতি। আমি এখানে বলতে চাই, গজারিয়ায় ৬০০ কোটি টাকা দিয়ে একটি ড্রিলিং মেসিন—আমেরিকার ড্রিলিং মেসিন আনা হয়েছে। এই মেসিনের টারগেট ধরা হয়েছিল, ৫,৫৯৯ মিটার, এবং কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত হল, ঐ ৫,৫০০ মিটার পর্য্যন্তই যাবে। তখন রিগ পাওয়া যাচ্ছিল না। আমেরিকা থেকে সবচেয়ে ভাল রিগ আনা হয়েছে ৬ কোটি টাকা দিয়ে। এটা আনার পর কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত এল যে, ৩,০০০ ডেপথ

করলেই হবে। তাহলে সিদ্ধান্ত করে কি হচ্ছে? আমরা সিদ্ধান্ত করি, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হয়ত আমরা ওয়েল কিংবা গ্যাস পেতে পারি। কাজে কাজেই সিদ্ধান্ত করার পরই অ্যাকজিকিউট করা হয়। কিন্তু জিনিসটার অ্যাকজিকিউটের মুহূর্তে যদি বলা হয়, ৩,৫০০ মিটার যাওয়া হবে, তাহলে সিদ্ধান্ত করার কোন দরকার নেই। আমেরিকার রিগ, সেটা ৬,০০০ মিটার অবধি যেতে পারে। এই আমেরিকান মেসিনকে গজারিয়ায় আনার পর ৩,৫০০ মিটার অবধি যাওয়ার পর কাজ শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে মূল কথা হচ্ছে, ড্রিলিং-এর ক্ষেত্রে, ও.এন.জি.সি. যদি টারগেটে না যায়, তাহলে এই কথা বলা যেতে পারে না যে, এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। আমি টারগেটে পৌঁছেই বলতে পারি, আমি টারগেটে গিয়েছি, এখানে কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ১৭০০ মিটার না গিয়ে এই ক্যাসিং-এর ক্ষেত্রে, সিমেন্টের ক্ষেত্রে অথবা মার্ক দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে সিদ্ধান্ত পাল্টে দেওয়া হচ্ছে, এর জন্য টেক্‌নিক্যাল ম্যানরা বিক্ষোভ জানাচ্ছে। সেই জন্যই আমার বক্তব্য হচ্ছে, অলরেডি পিপল যেখানে ফিল করছে, ১৮ লক্ষ মানুষ সেখানে অনুভব করছে, ও.এন.জি.সি. যদি এখানে গ্যাস পায়, আমি তেলের কথা বলছি না, গ্যাস যদি পায়, তাহলে আমরা এই গ্যাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ পেতে পারি, তাহলে আমাদের এখানে ইণ্ডাস্ট্রি হবে, কলকারখানা হবে, ফ্যাক্‌টরী হবে এবং এতে আমাদের ত্রিপুরার চেহারা পাল্টে যাবে। ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বে স্থান করে নিতে পারে। এর জন্যই আজকে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তা বাস্তব সম্মত প্রস্তাব। পশ্চিমবঙ্গে একটি হাই পাওয়ারের কমিটি বসান হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এখানে ঠিকমত ড্রিলিং হচ্ছে না। ত্রিপুরার ও.এন.জি.সি.এর দিকে ১৮ লক্ষ মানুষ তাকিয়ে আছে। ত্রিপুরার ইণ্ডাস্ট্রি; ত্রিপুরার সমৃদ্ধি এর উপর অনেকটা নির্ভর করছে। আমি বলছি না যে, আমার সবটাই ঠিক। এই সব কথা ঠিক বলছি কিনা তার জন্য তদন্ত করে দেখুন। ১৮ লক্ষ মানুষের মনে যে অবিশ্বাস এসেছে, যে প্রশ্ন জাগছে, তার জন্য একটা হাই পাওয়ার কমিটির মাধ্যমে এটার তদন্ত আমরা চাই। সে দিক থেকে আমি বলতে চাই, আজ অবধি দিল্লী থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ত্রিপুরা তেলে ভাসছে। তার প্রমাণ হচ্ছে ছাতক অঞ্চল। সেই জন্য বলছি এর ফ্লো থেকে, এর চ্যানেল থেকে এর জোন থেকে যদি পাশে বাংলাদেশ পায়, তাহলে আমরা পাব না কেন। রাশিয়ার মন্ত্রী এলেন, তিনি বললেন, ত্রিপুরায় গ্যাস তেল পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন, ত্রিপুরা তেলের উপর ভাসবে, এবং যে সার্ভে হয়েছে তাতেও উল্লেখ, ত্রিপুরায় তেল গ্যাস প্রচুর। কিন্তু এত বলা সত্বেও ড্রিলিং-এর ক্ষেত্রে কারচুপি হচ্ছে। কিন্তু এত সার্ভে হওয়া সত্বেও ড্রিলিং-এর ক্ষেত্রে কারচুপির জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না। বিভিন্ন রকমের টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির কথা বলে নানা রকম দুর্নীতি করা হচ্ছে। সেই দিক থেকে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলছি, ১৮ লক্ষ মানুষের সামনে আজকে যে প্রশ্ন এসেছে, সেটাকে সমাধান করা হোক। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিংহ আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি যাতে ও-এন-জি-সি'র যে সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে ত্রিপুরাতে তার উপর সামগ্রিক ভাবে তদন্ত করা হোক। শুধু ত্রিপুরার স্বার্থই নয়, সমস্ত ভারত-

বর্ষের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কাজে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। বর্ত্তমান দুনিয়ার যে অগ্রগতি তার পেছনে খনিজ তেলের অবদান অপরিসীম। সেই দিক থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত খনিজ সম্পদ রয়েছে, সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে যাতে ভারতবর্ষে নূতন অর্থনীতি সৃষ্টি করা যেতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হ‌তে হবে। আমাদের ত্রিপুরাতে ও-এন-জি-সি'র যে সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে, আমরা দেখেছি পর্যায়ক্রমে সেগুলি ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এটাতো সহজে মেনে নেওয়া যায় না। কারন কূপ খননের ব্যাপারে যে সমস্ত টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি দেখানো হয়েছে, সেগুলি সমর্থনযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সেগুলির তদন্ত করে সাধারণ মানুষের সামনে তোলা। এবং এর পেছনে যদি কোন কারণ থাকে, কোন রহস্য থাকে, সেগুলি দূর করা। এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যে তেলের যে সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলিকে পুরোপুরি ভারতবাসীর স্বার্থে কার্য্যকর পরীক্ষার মাধ্যমে ও-এন-জি-সিকে সফল করে তোলা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ও-এন-জি-সি'র ব্যর্থতা খুবই দুঃখজনক। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মধ্যে এই পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে তেলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেখানে এই পর্যায়ক্রমিক ব্যার্থতার জন্য, আমরা ত্রিপুরা বাসী, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান করছি। তবে এর পেছনে আমি নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ আনছি না। কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ না এনে, যে সমস্ত কারণে এই ব্যার্থতা দেখা দিয়েছে, সেটাকে পুরোপুরি তদন্ত করা হোক, এটাই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান রাখছি। শুধু ও-এন-জি-সির কাজ কর্মেই নয়, ত্রিপুরাতে বিভিন্ন কাজ কর্মে, বড় বড় প্রজেক্ট-গুলিতে যখনই হাত দেওয়া হয় তখনই ব্যার্থতা আসে। যেমন---ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট এর জন্য এষ্টিমেট ছিল ৩ কোটি টাকা। কিন্তু যে কোম্পানি এই কাজ হাতে নিয়েছিল, তারা নানান কারণ দেখিয়ে ৩ কোটির জায়গায় ১৮ কোটি টাকা খরচ করে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, বর্ত্তমানে ঐ হাইড্রেল প্রজেক্টে নানা গণ্ডগোল চলছে। এই ছোট্ট অনগ্রসর ত্রিপুরা রাজ্যে যখনই বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়, তখনই তারা নানা রকম ভাওতাবাজী করে টাকা লুটপাট করে নেয়। কাজেই দেশবাসীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্ত কার্যাকলাপের পেছনে তদন্ত করতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

॥ ইনক্লাব জিন্দাবাদ্ ॥

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা যে প্রস্তাবটি—

"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে ত্রিপুরায় বড়মুড়া ও অন্যান্য স্থানে ও-এন-জি-সি'র দ্বারা যে সমস্ত তৈল কূপের খনন কার্য্য পরিচালিত হয়েছে তাহার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হোক।"

সেটাকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। কেননা ও-এন জি-সি'র এই সমস্ত কার্য্য কলাপ ত্রিপুরাবাসীর মনে একটা সন্দেহ এবং হতাশার সৃষ্টি করেছে। আমরা

দেখেছি বিভিন্ন সময়ে এই ও-এন-জি-সি'র কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, এখানে (বড়মুড়ায়) তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। আর এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি, তারা বলছেন, সেখানে তৈলের কোন সম্ভাবনা নেই। এই প্রশ্ন আমাদের (ত্রিপুরাবাসীর) মনে নানা ধরণের সন্দেহের উদ্রেক করছে। কারণ যেখানে ও-এন-জি-সি'র কর্তৃপক্ষ এতদিন বলে এসেছেন যে, সেখানে তৈল এবং গ্যাস পাওয়া যাবে, এবং ফলশ্রুতিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন, আর আজকে তারা বলছেন যে সেখানে (বড়মুড়ায়) কোন তেল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলে এই কোটি কোটি টাকার ব্যায়টা কোন রীতি ছিল? তাছাড়া আমরা দেখেছি, সেখানে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে, যার পেছনে দুর্নীতি আছে বলে আমাদের মনে হয়। রাশিয়ার তেল মন্ত্রী এখানে বড়মুড়ার প্রজেক্টি দেখতে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়নি যে, এখানে রাশিয়ার তেল মন্ত্রী বড়মুড়ার প্রজেক্টি দেখতে আসছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়ার তেল মন্ত্রীর বিমান বন্দরে দেখা এবং তাঁর কাছেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন বড়মুড়ার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বাস্তব অবস্থা এবং এই বিধান সভায়ও তিনি সেই তথ্য পরিবেশন করেছেন। ওখানে রাশিয়ান রিগ দিয়ে ড্রিলিং না করে, কেন আমেরিকান রিগ দিয়ে ড্রিলিং করানো হচ্ছে, এই সমস্ত প্রশ্ন আজকে বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে এবং যে সমস্ত বিরোধী বক্তব্য দেখানো হয়েছে, তার জন্য আমরা ত্রিপুরাবাসী বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস যে যুক্তিপূর্ণ তথ্য এই বিধানসভায় পরিবেশন করছেন, তাতে আমরা আরও বেশী করে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারলাম এবং তার জন্য আজকে আমাদের মনে ও. এন. জি. সির কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহ আরও বড় আকারে দেখা দিয়েছে। আমরা আশা রাখব কেন্দ্রীয় সরকার একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে, তার মাধ্যমে তদন্ত করে ত্রিপুরাবাসীর উদ্বিগ্নতা এবং সন্দেহের অবকাশ নিরসন করে বাস্তব সম্মত ভাবে লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

।। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ।।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয়, আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সে প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কারণ আমরা জানতে পেরেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর এবং মহারাজার আমলে ব্রিটিশরাও বলে গেছেন যে ত্রিপুরাতে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার পর আমাদের ত্রিপুরায় ও. এন. জি. সিতে যারা কাজ করেন, তাদের সংগে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপের পর একটা জিনিষ পরিষ্কার হয় যে, এই প্রজেক্টির জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু কাজকর্মে আন্তরিকতার অভাব আছে। যার ফলে দেখা গেছে যেখানে 8 হাজার মিটার খনন করার কথা, সেখানে ৩ হাজার মিটার খনন করে কতগুলি টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির কথা বলে খনন কার্য্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাজেই আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় এর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত হোক একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। কাজেই

ও. এন. জি. সির কাজ কর্ম সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসীর যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে সেই সন্দেহ-এর কথা আমরা কেন্দ্রের কাছে জানতে চাই যাতে কেন্দ্র একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ও. এন. জি. সির কাজ কর্ম সম্পর্কে তদন্ত করে ত্রিপুরার জনগণের মনে যে সন্দেহ ঢুকেছে সেই সন্দেহ যেন দূর করেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যদি তৈল পাওয়া যায় তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক উন্নতি করতে পারবে এবং এখানকার ১৮ লক্ষ যে গরীব মানুষ রয়েছে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে এবং সুখ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সেই জন্য আমরা কেন্দ্রকে আবার অনুরোধ করছি যাতে তাঁরা একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে ত্রিপুরাতে যে তৈলের সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করুন সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা কি কেউ আর অংশ গ্রহণ করবেন ?

শ্রীউমেশ নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার; মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিংহ ত্রিপুরার বড়মুড়া তৈল খনির উপর যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি তাতে একমত এবং এই প্রস্তাকে আমি সমর্থন করছি। আমার বিশ্বাস ত্রিপুরাতে তৈল পাওয়া যাবে বড় মুড়ায় যদি চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তৈল পাওয়া যাবে। তার কারণ হিসাবে আমি ২।১টা কারণও বলতে চাই। গত বছর ধর্মনগরের শনিছড়া এলাকায়, শনিছড়া বাজারের পশ্চিম দিকে একটা গ্রাম আমি গিয়েছিলাম সেখানে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে এক জায়গায় তৈল পাওয়ার কথা আমার কাছে বলেন। শনিছড়া বাজারের পশ্চিম দিকের মাঠে বাগানের দুইজন শ্রমিক কুচিয়া তুলবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন, কুচিয়া ধরতে হলে বা মারতে হলে গর্ত্ত করতে হয়, সেই গর্ত্ত করতে গিয়ে হঠাৎ সে স্থান থেকে কেরোসিন তৈল বেরিয়ে আসে, তখন গ্রামবাসী সঙ্গে সঙ্গে সেই তৈল বন্ধ করার জন্য মাটি অন্য দিক থেকে এনে চাপা দিয়েছেন, গ্রামবাসীর বক্তব্য আমরা শুনেছি। এই তৈল পাওয়ার সংবাদ গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে পৌঁছায়নি কারণ হয়তো আমাদের মাঠ বা গ্রাম গোটা এলাকা নষ্ট হয়ে যাবে সরকার যদি খোঁজ পান। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্য যদি তেলের সন্ধান চালিয়ে যান এবং তদন্তের ভিতর দিয়ে তৈলের অনুসন্ধান করেন তাহলে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যে তৈল পাওয়া যাবে। বড়মুড়ায় দীর্ঘ দিন যাবৎ তৈল অনুসন্ধানের কাজ চলছে। পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে, বড়মুড়ায় তৈল পাওয়া যাবে এবং গ্যাস পাওয়া যাবে এবং তৈলের উপর ত্রিপুরা রাজ্য ভাসমান এই ধরণের মন্তব্য করা হয়েছে। আমি বলতে চাই বৈজ্ঞানিকেরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর তৈল আছে বা তৈলের উপর ত্রিপুরা রাজ্য ভাসমান এমতাবস্থায় এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ তৈলের অনুসন্ধান করা যতটুকু সম্ভব চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং এই তৈল যদি পাওয়া যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের একটা বিরাট আয়ের পথ হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও আয়ের পথ হবে, কারণ এটা কারোর একার বস্তু নয়, গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের পক্ষে সহায়ক হবে। তাই আমি অন্ততঃ পক্ষে এইটুকু বলতে চাই যে, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে বড়মুড়ার তৈল খনির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তৈল পাওয়ার ব্যবস্থা করেন, এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতরুণী মোহন সিংহ যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব সম্পর্কে ২।১ টা কথা বলতে চাই। এটা ঠিক যে বৃটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ খোঁজে বের করার কোন চেষ্টা হয় নি, কারণ তাঁরা এখানে এইগুলি বাহির থেকে এনে মুনাফা করতেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ কোথায় আছে সেগুলি খোঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় এবং ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত করার প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই যে প্রচেষ্টা তারই অন্যতম প্রচেষ্টা সুরু হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। কারণ এই এলাকাকে বিশেষজ্ঞরা তেল এবং গ্যাসের এলাকা বলে বর্ণনা করেন। শুধু আসাম থেকে ত্রিপুরা নয়, বাংলাদেশের একটা অংশকে তাঁরা তেল এবং গ্যাসের জোন বলে চিহ্নিত করেছেন। সে দিক থেকে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, একটা দুটো জায়গাতে খনন করা-সেটা কিছু নয়। খনন কার্য্যের জন্য অনেকগুলি জায়গা খনন করতে হয়, খনন করতে করতে হয়তো কোন জায়গায় তেল পাওয়া যেতে পারে, আবার কোন জায়গায় নাও পাওয়া যেতে পারে। সে দিক থেকে কমার্শিয়াল লেভেলে অর্থাৎ সেটা বের করে, সেটা থেকে যে আয় হবে সে আয় লাভ-জনক হবে কিনা, সেটা পরীক্ষা করতে হবে। ত্রিপুরা এমন একটা জায়গা ছিল, যেখানে পূর্বে কোন রাস্তাঘাট ছিল না এবং এই তেলের খনন কার্য্য করার জন্য খুব বড় বড় যন্ত্রপাতি আনতে হতো। দীর্ঘ সময় চলে গিয়েছিল সেই রাস্তাঘাট ঠিক করতে এবং যন্ত্রপাতি আনতে। অনেক কাঠ-খড় পুরানো দরকার হয়েছে সেই সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খনন কার্য্য চালাতে। সেই খনন কার্য্য যখন সুরু হলো তখন একটা ধারণা জন্মালো যে তেল আছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু গ্যাস তো প্রচুর আছে। বড়মুড়া যে গ্যাস জোন সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে ছিলেন। আমি নিজে, কেন্দ্রে যিনি তেল মন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে বার বার এই ব্যাপারে আলোচনা করেছি। কেন্দ্রের তেলমন্ত্রীর আশা ছিল যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একটা ডিক্লারেশান দিতে পারবেন এমন কথাও তিনি বলেছিলেন। তিনি আমাকে এই কথাও বলেছিলেন যে আমি যাব এবং আপনাকে নিয়ে ঘুড়ে দেখব এবং কেন্দ্র আশা করছে যে তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই এই রকম একটা রিপোর্ট দিতে পারবেন যে গ্যাস আমরা পেয়েছি। কিন্তু সাম্প্রতিক যে রিপোর্ট সেটা খুবই হতাশাজনক কারণ সেই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে গ্যাস আছে বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়। আপনারা জানেন ২।৩ জায়গায় তাঁরা খনন কার্য্য করেছেন। বড়মুড়াতে তাঁরা ৪।৫ বছর খনন কার্য্য চালিয়ে যাবেন, এই রকম ৩টা এলাকা তাঁরা গ্রহণ করেছেন। একটা এলাকা হচ্ছে গজারিয়া, সেই গজারিয়ায় যাতে আরো নীচে করা যেতে পারে তার জন্য আমেরিকার রীগ তাঁরা আমদানী করেন অথচ সেখানে রাশিয়ান টিম দিয়ে আমেরিকান রীগ চালনো হয়। সেই আমেরিকার রীগ চালনা করতে অনেক সময় লেগে গেল কারণ তাঁরও পার্টস চুরি হয়ে গেল, সেই চুরি যাওয়া পার্টস আবার নূতন করে সংগ্রহ করতে অনেক সময় লেগে গেল। রুপিয়া ও সোনামুড়াতেও খনন কার্য্য চালানোর কথা ছিল। পার্টস চুরি যাওয়ার পর তাঁদের মনে হলো যে এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা দাঁড়িয়ে যেতে পারে কারণ এটা একেবারে সীমান্তবর্তী এলাকা। পরবর্তী সময়ে তারা

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে. আমেরিকা থেকে রিগ এনে রাশিয়ার বিশেষজ্ঞ দ্বারা বড়মুড়ায় খননকার্য্য চালিয়ে যাবেন। কিন্তু পরে তারা রোমানিয়ান রিগ আমদানী করার ব্যবস্থা করেন এবং রোমানিয়ান রিগ ও আমেরিকান রিগ ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেন। আপনারা জানেন, রোমানিয়া হচ্ছে তেল ও গ্যাসের দিক থেকে একটা বড় দেশ। সেই সমস্ত দিক থেকে আমাদের মনে হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। তারা সত্যি সত্যি জানেন, ত্রিপুরাতে তৈল ও গ্যাসের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ও-এন-জি-সি বর্ত্তমানে আরও একটি অঞ্চলে কাজ শুরু করেছে। অমরপুরে তারা একটি কাজ শুরু করেছেন। আমি ও-এন-জি-সি'র চেয়ারম্যানের সাথে সর্বশেষ আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেন বড়মুড়াতে খননকার্য্য চালিয়ে যাবেন। তবে এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন রোমানিয়ান রিগ আনা যাবে না, কারণ পথে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে সত্যি এটা উদ্বেগের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে দেখতে গেলে এখানে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে আরো তৈলকূপ আছে তা নিয়ে তদন্ত করা হোক। প্রকৃতপক্ষে হাউসের এই দাবী আমি চেয়ারম্যানের কাছে আগেই করেছি। সুতরাং আমি আশা করবো এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা সব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব করবনা। আমি বিশ্বাস করছি, যদি এই খনন কার্য্যের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে মেকানিকেল দৃষ্টি ভঙ্গীর সাহায্য নিয়ে খননকার্য্য সম্পন্ন করা হোক সেই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কাজেই আমি আশা করবো, মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- মাননীয় সদস্য তরণী মোহন সিন্‌হা (প্রস্তাবক) আপনি যদি কিছু বলতে চান তাহলে বলুন।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- তাহলে আমি মাননীয় সদস্য তরণী মোহন সিনহার উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে, "এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, ত্রিপুরায় বড়মুড়া ও অন্যান্য স্থানে ও-এন-জি-সি'র দ্বারা যে সমস্ত তৈল কূপের খননকার্য্য পরিচালিত হয়েছে তাহার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হোক।"

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।

Laying of letter

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হইতেছে, ডি. ও. লেটার ফ্রম দি প্রাইম মিনিষ্টার এ্যাডড্রেস্‌ড টু দি চীপ মিনিষ্টার রিগার্ডিং ডিয়ারনেস্ এ্যালাউন্সেস্ টু স্টেট এ্যামপ্লয়িজ সভায় পেশ করা।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি লেটারটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডি. ও. লেটার ফ্রম দি প্রাইম মিনিষ্টার এ্যাড্‌ড্রেসড্ টু দি চীপ মিনিষ্টার রিগার্ডিং ডিয়ারনেস এ্যালাউন্সেস টু দি স্টেট এ্যামপ্লয়িজ সভার সামনে পেশ করছি।

ANNEXURE—A

PRIME MINISTER
INDIA

No. 1048-PMO/79

NEW DELHI
April 4, 1979

My dear Chakraborty,

Please refer to your letter of the 29th March, 1979 regarding Dearness Allowance to State employees. I regret it would not be possible for the Central Government to help the State financially in order to bring those rates in acord with the Central scales. If you wish to do so, you have to do it from your own resources.

With regards.

Yours sincerely,
Sd/- Morarji Desai.

Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister of Tripura,
Agartala,

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভা সোমবার ৪ঠা জুন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

Admitted Starred Question No. 3 By Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ইং সালের আর্থিক বছরে কত সংখ্যক মোরগ, হাঁস, শুকর ও ছাগল সরকার থেকে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ইং সালের আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত সংখ্যক মোরগ, হাঁস, শুকর সরকার থেকে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে।

মোরগ	হাঁস	শুকর
৯৮০১টি	৪২টি	৯৩১টি

Admitted Starred Question No. 9 By Shri Badal Chowdhury.

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার মুহুরী নদীতে জল সেচের জন্য কোন বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। আপাততঃ এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। যদি থাকে তাহলে কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যেতে পারে ?	২। জরীপের কাজ ভবিষ্যতে শুরু করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 10 By Sri Ram Kumar Nath.

প্রশ্ন	উত্তর
১। উনকোটী পাহাড় হইতে ধর্মনগর সাবডিভিশানে প্রবাহিত হাফলং ছড়ার উজানে জলাধার তৈরী করে জলসেচের ব্যবস্থা করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং	১। বর্তমানে এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই।
২। এই জল কৃষি কাজে ব্যবহার করিতে পারিলে আনন্দ বাজারের মাঠ-রাজনগর মধুবন্দ, যুবরাজ নগর, হাফলং রাধাপুরের মাঠগুলি উপকৃত হইবে এ তথ্য সরকার সংগ্রহ করেছেন কি ?	২। ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে কোন কোন মাঠ এবং কত পরিমাণ জমি উপকৃত হইবে তাহা পূর্ণ জরীপ সাপেক্ষ।

Admitted Starred Question No. 13 By Sri Ram Kumar Nath.

প্রশ্ন	উত্তর
১। এল, আই স্কীম এ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করিতে নদী বা ছড়াতে হেমন্তের শেষ পর্য্যন্ত কতটুকু জল থাকার প্রয়োজনীয়তা সরকার চিন্তা করেন কি ?	১। 4 কিউসেক

প্রশ্ন	উত্তর
২। যে সমস্ত ছোট নদী বা চলতি ছড়াগুলিতে জল উপরোক্ত প্রয়োজনীয় মাপ-কাঠি থেকে কমে যায় সেই সমস্ত ছোট নদী ও চলতি ছড়াগুলিতে স্থায়ী বাঁধ দিয়ে এল, আই স্কীম বসানোর জন্য সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?	২। Storage Dam করিলে জলের সরবরাহ বাড়ে কিন্তু Foundation এ পাথর না থাকাতে বাঁধের খরচ বিপুল হয়। সেই জন্য Storage Dam পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য নয়।
৩। গভীর নলকূল বসাতে যত খরচ হয় এল, আই স্কীম করতে খরচ কম হয় কি না ?	৩। Deep Well হইতে L. I. Scheme এ খরচ কম হয়।

Admitted Starred Question No. 23
By—Shri Umesh Chandra Nath.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য (ধর্মনগর) কদমতলা ও চুরাইবাড়ীতে ওয়াটার সাপ্লইর কাজ শুরু হয়ে বর্তমানে বন্ধ হয়ে হয়ে গিয়েছে ?	১। হঁ্যা, শুধুমাত্র কদমতলার খনন-কার্য্য আরম্ভ করার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
২। সত্য হইলে তার কারণ কি ? এবং	২। ভূগর্ভস্থ জল না পাওয়াতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
৩। কবে পর্য্যন্ত ওয়াটার সাপ্লায়ের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?	৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের পরি-প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 26
By—Umesh Chandra Nath

প্রশ্ন	উত্তর
১। শনিছড়া এলাকায় প্রত্যেকবার ছড়াতে বাঁধ দিয়ে কয়েক হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা ?	১। আপাততঃ এরকম কোন পরি-কল্পনা নাই।
২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?	২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পারিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 81
BY SHRI MATILAL SARKAR.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বিদুৎ পর্ষদ গঠন না হওয়ার কারণ কি ?

২। ইহা কি সত্য যে, এর ফলেই বিদুৎ দপ্তরের কাজ কর্মে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ? এবং

৩। বিদুৎ বিভ্রাটের যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে তার অন্যতম কারণ ?

৪। বিদ্যুতের সরবরাহ বিদুৎ বিভ্রাট থেকে মুক্ত রাখার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এখনো পাওয়া যায়নি।

২। না।

৩। যান্ত্রিক গোলযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কখনো কখনো মেসিন মেরামত বিদুৎ সরববাহ ব্যাহত হওয়ার জন্য দায়ী।

৪। সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থাই সরকার নিচ্ছেন।

ADMITTED STARTED QUESTION NO. 85
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে, ভি,এল,ডব্লিও সেন্টার ছাড়াও কোন কোন বেসরকারী দোকান থেকে ফসলের জমিতে ব্যবহারের কীটনাশক ঔষুধ বিক্রয় করা হয়ে থাকে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে ঐ সব দোকানের উপর সরকারের কিরূপ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ?

৩। উক্ত ঔষুধের যে সংকট মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়, সেই সংকটের জন্য সেই দোকান-গুলি দায়ী কি না, এই সম্পর্কে সরকার পর্য্যালোচনা করেছেন কি ?

৪। করে থাকলে, তার ফলাফল কি ?

ANSWERS

১। অল্প কয়েকটি বেসরকারী দোকান থেকে ফসলের কীটনাশক ঔষধ বিক্রয় করার সংবাদ সরকারের গোচরে আসিয়াছে।

২। বর্ত্তমানে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। Insecticides Act 1968 অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 117. By—Shri Harinath Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। মোহনপুর ব্লকের অধীন প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত সোনাতলার গ্রাম সেবক কেন্দ্রকে অন্যত্র সরানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;
২। যদি থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকে সোনাতলা নামে কোন গ্রাম সেবক কেন্দ্র নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 120. By—Shri Harinath Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state .—

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সদর মহকুমার বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত রামনগর ও রঙ্গমালা গাঁও সভা এলাকায় ল্যাম্পস্ চালু করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না ;
২। যদি না থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। নাই।
২। উক্ত গাঁও সভার লোক সংখ্যা দশ হাজারের কম হওয়ায় এখানে লেম্পস্ গঠন করা যায় নাই। তাহা ছাড়া উক্ত এলাকা নিকটবর্ত্তী লেম্পস্ এর এলাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঐ লেম্পসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 137. By—Shri Nagendra Jamatia.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries be pleased to state :—

১। ডুম্বুর জলাশয় থেকে সরকারের বাৎসরিক আয় কত ?
২। এই আয় বৃদ্ধি করার জন্য সরকার কি সব ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ডুম্বুর জলাশয়ের মাছ ও সুটকী বিক্রী করিয়া ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯ শত ৫৯ টাকা ৯ পয়সা আদায় হইয়াছে।
২। ডুম্বুর জলাশয় হইতে বৎসরে ৫০০ শত মেঃ টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই জলাশয়ের শেষ প্রান্তে সরকার একটি ১৫ হেঃ আয়তন বিশিষ্ট মৎস্য প্রজনন ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার তৈরীর সমাপ্তির পথে। একটি ব্যবহারিক গবেষণাগার ও বৎসরের যে কোন সময়ে মাছ শুকাইবার জন্য একটি টানেল ড্রায়ারও এই বৎসর স্থাপন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত খাঁচার মধ্যে জিওল মাছের চাষেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Supplementaries.

১। ১৫ ইং আগষ্ট ১৯৭৮ ইং হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৭৯ইং পর্যন্ত মোট ১৬৮.৩৬৬ মেঃ টন মাছ ডুম্বুর জলাশয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জলাশয় হইতে বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হইল ৫০০ মেঃ টন। এর জন্য বাৎসরিক ৯০ লক্ষ চাষোপযোগী মাছের চারা পোনার চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে সরকার একটি ৯৫ হেঃ আয়তনের মৎস্য প্রজনন ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের কাজ সমাপ্তির পথে।

২। এই জলাশয় হইতে জেলেদের আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যেও সেই সঙ্গে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে ১৭৬টি খাঁচায় জিওল মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই জন্য সূর্যরশ্মি প্রতিরোধক কৃত্রিম সূতার খাঁচা সহ অন্যান্য চাষ সামগ্রী বাবত মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। সুটকী মাছ তৈরী করার জন্য টানেল ড্রায়ার নির্মাণের কাজ পূর্ত বিভাগের উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 145.
By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to stats :—

প্রশ্ন

১। দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। পরিকল্পনা থাকলে কবে পর্যন্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। এতদিন না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এন, ই, সি হইতে মঞ্জুরী পাওয়া মাত্রই কাজটি আরম্ভ হইবে।

৩। মঞ্জুরী না পাওয়ার জন্য কাজটি আরম্ভ করা সম্ভবপর হইতেছে না।

Admitted Un-Starred Question No. 147.
By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের উপ্তাখালি বাজার থেকে পদ্মবিল হাইস্কুল পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। পরিকল্পনা থাকলে, কতদিনের মধ্যে হবে বলে আশা করা যায় , এবং

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, এবং এষ্টিমেট তৈরী হইতেছে।

২। ১৯৮০-৮১ ইং সনে।

৩। ১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 3
By—Shri Niranjan Deb Barma. Annexure—B

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

১। ১৯৭৯-৮০ সালের আর্থিক বছরে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কোন্ কোন্ গ্রামগুলি নির্বাচিত করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ সনের আর্থিক বছরে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ ত্বরান্বিত করা জন্য সরকার বিদ্যুৎ বিভাগের সম্প্রসারণ করছেন এবং উক্ত কাজের প্রয়োজনীয় মালপত্র যোগাড়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিকরণ করা হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, তবে গ্রামগুলির প্রয়োজন ভিত্তিক নির্বাচনের কাজ এগিয়ে চলছে এবং শীঘ্রই নির্বাচনের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মহকুমা ভিত্তিক গ্রামের প্রাথমিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

১।	ধর্মনগর	২২টি
২।	কৈলাসহর	২৩টি
৩।	কমলপুর	১৫টি
৪।	খোয়াই	২০টি
৫।	সদর	৩৬টি
৬।	সোনামুড়া	২০টি
৭।	উদয়পুর	২০টি
৮।	অমরপুর	১২টি
৯।	বিলোনীয়া	২০টি
১০।	সাব্রুম	১২টি
	মোট ঃ—	২০০টি

Admitted un-starred Question No. 5

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে কত কিলোমিটার রাস্তায় ইট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। ঐ সময়ে কয়টি নূতন ব্রীজ মেরামত বা নূতন ভাবে করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

৩। ঐ সময়ে নূতন করে কত কিলোমিটার পথ তৈরী করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

৩৯৮.৩৪৬ কি. মি, রাস্তায় ইট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব—

ধর্মনগর	—	৭৪.০০ কি. মি.
কৈলাসহর	---	৩৭.০০ ,,
কমলপুর	---	২৫.৪০ ,,
অমরপুর	---	১৩.৫৫ ,,
সদর	---	৭৪.৮৭৬ ,,
খোয়াই	—	২৫.০০ ,,
সাব্রুম	---	৩৩.৬৫ ,,
বিলোনীয়া	---	৪৯.২৩ ,,
উদয়পুর	---	৬৩.৮৬ ,,
সোনামুড়া	---	১.৭৮ ,,
		৩৯৮.৩৪৬ কি. মি.

২। ঐ সময়ে ২৩১টি ব্রীজ মেরামতের কাজ এবং ১০০টি ব্রীজ নতুনভাবে করা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব--

	মেরামতের কাজ	নূতন কাজ
ধর্মনগর	৪৬টি	১১টি
কৈলাসহর	২১টি	১১টি
কমলপুর	৫টি	১২টি
সদর	১৩টি	১৩টি
খোয়াই	২০টি	১৭টি
বিলোনীয়া	৪৪টি	৪টি
সাব্রুম	২৩টি	৩টি
অমরপুর	৬টি	১০টি
উদয়পুর	১৯টি	৯টি
সোনামুড়া	৩৪টি	১০টি
	২৩১টি	১০০টি

৩। ঐ সময়ে ৪৬২.০৪ কি. মি. পথ নূতন করে তৈরী করা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব—

ধর্মনগর—	৮৬.০০ কি. মি.
কৈলাসহর—	৪৯.৮৫ ,,
কমলপুর---	৮৯.৫৪ ,,
সদর----	৬২.৮০ ,,
খোয়াই---	৭০.০০ ,,
সোনামুড়া---	২৪.০০ ,,
অমরপুর---	৯.৪৫ ,,
বিলোনীয়া---	২২.৫০ ,,
সাব্রুম---	২.০০ ,,
উদয়পুর---	৪৫.৯০ ,,
	৪৬২.০৪ কি. মি.

Admitted Unstarred Question No. 6.

By—Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State :—

১) ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রকারের মোট কয়টি কোপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে ;

২) এগুলিতে কর্মরত মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত,

৩) এই কর্মচারীদের মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত ;

৪) ইহা কি ঠিক এদের প্রায়ই দৈনিক ৮ ঘন্টার অধিক সময় কাজ করেন ;

৫) অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী দেবার কোন নির্দিষ্ট হার চালু আছে কিনা ;

৬) এ পর্য্যন্ত কোন সোসাইটি কত টাকা অতিরিক্ত মজুরী দিয়েছে (১৯৭৮ সনের মার্চ থেকে ১৯৭৯ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত) ?

উত্তর

১) ৭৪২টি,

২) ৮০৫ জন,

৩) ৪৯৩ জন,

৪) ইহা সত্য নহে, তবে সমিতির প্রয়োজনে কোন কোন কর্মচারী মাঝে মাঝে দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশী সময় কাজ করেন।

৫) কয়েকটি বড় সমবায় সমিতিতে তাহাদের নিজ নিজ রুল অনুযায়ী অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে ;

৬) এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সোসাইটি অতিরিক্ত মজুরী দিয়েছে (১৯৭৮ সনের মার্চ থেকে ১৯৭৯ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত) তার হিসাব এইরূপ ঃ—

ক) ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ ---টাঃ ১,৫৭০·০০
(খ) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ--- টাঃ ৫,৫৭০·৬৩
(গ) ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক লিঃ---টাঃ ১৬,৯৪৯·৩৮
(ঘ) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ---টাঃ ৭৬,৭৪৯·০৮

Admitted Un-Starred Question No. 9
By—Shri Matilal Sarkar.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার কয়টি স্থানে ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাবলিক হেল্থ দপ্তর হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?	১। মোট ১৮টি স্থানে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।
২। এদের মধ্যে কয়টির কাজ শেষ হয়েছে এবং কয়টি স্থানে কাজ এখনো চলছে ? স্থানগুলির নাম।	২। কোন স্থানেই সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই। ১৮টি স্থানে নলকূপ খনন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত ১১টি স্থানে পাইপের কাজ চলিতেছে। ১) প্রতাপগড় ২) ছোটোখিল ৩) বামুটিয়া ৪) রাণীরবাজার ৫) আমতলী ৬) সেকেরকোট ৭) চড়িলাম ৮) মাতারবাড়ী এবং ফুলকুমারী ৯) জামজুরী ও খিলপাড়া ১০) কুলাই ১১) নন্দননগর। বাকী নিম্নলিখিত সাতটি স্থানে শীঘ্রই পাইপ লাইনের কাজ আরম্ভ হইবে। ১) বাইখোরা ২) মুহুরীপুর ৩) জোলাইবাড়ী ৪) ঈশানচন্দ্র নগর ৫) রাজনগর ৬) সারা-সীমা ৭) মেলাঘর।
৩। ১৯৭৭ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কয়টি স্থানে এই ব্যবস্থা চালু ছিল ?	৩। মোট ২২টি স্থানে।

প্রশ্ন

৪। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে নতুন করে কয়টি স্থানে এই জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হবে? (স্থানগুলির নাম)

উত্তর

৪। ১৯৭৯-৮০ সালে দুই নম্বর প্রশ্নের বর্ণিত ১৮টি স্থানগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা যাবে। ডিপ টিউব ওয়েল হইতে জল সরবরাহ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে অর্থের বরাদ্দ এখন হয় নাই। আশা করা যাচ্ছে এক কোটি টাকা বরাদ্দ হবে। এই টাকায় ১৮টি চালু কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং ১৯টি নূতন ডিপ টিউব ওয়েল খনন করা হবে। এই ১৯টি স্থান চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করা হয় নাই।

৫। তাতে আনুমানিক মোট কত গ্রামীণ জনসংখ্যা এই জল সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আসবে?

৫। উপরে বর্ণিত ৩৭টা কাজ শেষ হলে আনুমানিক ৯,৭০,০০০ জন লোক জল সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

Admitted Un-starred Question No. 12.

By—Shri Gautam Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D, be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কত গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে?
২। এ বছর কত গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে?
৩। বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়ার জন্য সারা রাজ্যে মোট কত দরখাস্ত রয়েছে (ব্লকভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১ ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এ রাজ্যে মোট ৫৬৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে।

২। ১৯৭৯-৮০ সালে ২০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেবার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩। (আনুমানিক সর্বমোট ৫,৫০০টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে) ব্লকভিত্তিক হিসাব রাখা হয় নাই। তবে ব্লকভিত্তিক হিসাব প্রস্তুত করা হইতেছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হইল।

ANNEXURE 'A'

Sl. No.	Name of the Sub-Division		Approximate No. of pending applications for service connection
1	2		3
(1)	Dharmanagar	...	250
(2)	Kailashahar	...	200
(3)	Kamalpur	...	50
(4)	Khowai	...	150
(5)	Sadar	...	4285
(6)	Sonamura	...	50
(7)	Udaipur	...	250
(8)	Amarpur	...	25
(9)	Belonia	...	200
(10)	Sabroom	...	40
	Total :—		5500

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, June 4th, 1979.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala, at 11 A. M. on Monday, the 4th June, 1979.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker on the Chair, 11 Ministers, Deputy Speaker and 44 Members.

QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৪।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার জেল সমূহে বর্তমানে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা কত ?

২) এর মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত কত জন ? এবং

৩) অন্যান্য কয়েদী কত জন ?

উত্তর

১) ৭২ জন (১৫-৪-৭৯ ইং তারিখের হিসাব)

২) ২০ জন ঐ

৩) ৫২ জন ঐ

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—বর্তমানে এই জেলের কয়েদীদের বিগত দিনে যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল তার তুলনায় বর্তমান কি রকম সুযোগ সুবিধা পাইতেছে ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী ঃ—এই প্রশ্নের উত্তর আজ আমি দিতে পারব না। কারণ আমি নোটিশ চাই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী ঃ—এই প্রশ্ন আগে করা হয়নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ — শ্রীবাদল চৌধুরী ।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৮ ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৮ ।

প্রশ্ন

১) গত পাঁচটি আর্থিক বছরে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কত টাকা জমা পড়েছে ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত পাঁচ বছর গরীব জনসাধারণের ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে এই ত্রাণ তহবিল থেকে কত টাকা বিলি করা হয়েছে ? (বছর ভিত্তক হিসাব)

উত্তর

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ৯-৯-৭৫ ইং হইতে কার্যকর হইয়াছে। ৯-৯-৭৫ ইং হইতে ৪-১-৭৮ ইং পর্য্যন্ত কোনরূপ বছর ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় নাই। বর্তমান মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করার পর অর্থাৎ ৫-১-৭৮ ইং হইতে বছর ভিত্তিক হিসাব রাখা হইয়াছে। সুতরাং এমতাবস্থায় আর্থিক বছর অনুযায়ী হিসাব দেওয়া যায় নাই ।

১) মোট সংগৃহীত অর্থ ঃ—

৯-৯-৭৫ ইং হইতে ৪-১-৭৮ ইং পর্য্যন্ত	—	১৯,২২,১০৪·১২
৫-১-৭৮ ইং হইতে ৩১-৩-৭৯ ইং পর্য্যন্ত	—	২,৭৪,৪৫৭·২০
	—	২১,৯৬,৫৬১·৩২

২) মোট ব্যয়িত টাকা ঃ—

৫-১-৭৮ ইং তারিখে	—	৩,৯১,১৮২·৮৫
৫-১-৭৮ ইং হইতে ৩১-৩-৭৯ ইং পর্য্যন্ত	—	৩,৬০,৯৪৬·২৫
	—	৭,৫২,১২৯·১০

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—৭৫ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে পর্য্যন্ত হিসাব রাখা ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখেছেন কি, এই টাকা কোথায় গিয়েছে এবং কিভাবে খরচ হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার ঐ তথ্য এখানে নেই। অতএব এই তথ্য এখানে পরিবেশন করা যাবে না। এখানে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে, তার তদন্ত করা সম্ভব হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ — গত ৫ বছরের হিসাব যদি দিতে না পারেন তবে ৭৮-৭৯ সালে কত খরচ হয়েছে, তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — ৫-১-৭৮ ইং হইতে যে টাকা আমরা খরচ করেছি মাননীয় সদস্য যদি এখানে তা জানতে চান, তাহলে —

অন্ধ্রপ্রদেশকে	—	৩০,০০০'০০
তামিলনাড়ু	—	১০,০০০'০০
রাজ্যান্তরে রামকৃষ্ণ মিশন মারফৎ	—	২,৭৯,০০০'০০
অন্যান্য মারফৎ	—	৭২,৯৮২'৮৫
		৩,৯১,৯৮২'৮৫

এটা আমাদের মন্ত্রীসভা হওয়ার আগেই খরচ হয়েছে আমরা ৫-১-৭৮ ইং হইতে

৩১-৩-৭৯ ইং পর্যন্ত রাজ্যান্তরে খরচ হয়েছে	—	৯৩,১৬০'০০
উড়িষ্যা	—	৩৫,০০০'০০
বিহার	—	২৫,০০০'০০
পশ্চিমবঙ্গ	—	২,০৭,৭৮৬'১৫
		৭,৫২,১২৯'৯০

এটা এই সময়ের মধ্যে খরচ করা হয়েছে।

সংগৃহীত অর্থের হিসাব ঃ— (৯-৯-৭৫ ইং হইতে ৪-১-৭৮ ইং পর্যন্ত)

বিভিন্ন রাজ্য হইতে— ১০,৪৮,০০০'০০ মাননীয় সদস্যরা জানেন, বন্যা হয়েছিল এই সময়েতে এবং তখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাহায্য করা হয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা ব্যক্তি---	৩২,৪১৪'০০
প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল---	৭,২৫,০০০'০০
এবং রাজ্যান্তরে---	১,২৬,৬৯০'১২
	১৯,২২,১০৪'১২

আর এই মন্ত্রীসভা আসার পর ৫-১-৭৮ইং হইতে ৩১-৩-৭৯ইং পর্য্যন্ত রাজ্যান্তরে

সংগৃহীত হয়েছে---	২,২৪,৪৫৭'২০
প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল হইতে---	৫০,০০০'০০
মোট হচ্ছে	২,৭৪,৪৫৭'২০

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- ২,০০০ এর অধিক টাকা দেওয়া আছে তার হিসাবপত্র পাওয়া যাইতেছে না এইটা ঠিক কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছেনা।

শ্রীনকুল দাস ঃ--- বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ত্রাণ তহবিল যে টাকা সংগৃহীত করা হয়েছিল, এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কখন কাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়েছিল এ সম্বন্ধে কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--- এটা কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল এইটা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করেছি এবং কাকে কাকে এ টাকা বিলি করা হয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৫৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ-- কোয়েশ্চান নং ৫৫।

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকারের কোন কোন অফিসারের বাড়ীতে তাদের নিজস্ব কাজের জন্য ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা কন্টিনজেন্ট কর্মী কাজ করে কি ?

২। সত্য হইলে সেই সব অফিসারের নাম ও পদবী, এবং

৩। এই বাবৎ ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৯ সালে সরকারী তহবিল থেকে কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের কোন অফিসারের বাড়ীতে তাদের নিজস্ব কাজের জন্য কোন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা কন্টিনজেন্ট কর্মী কাজ করেন না।

২। এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। এই প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চন নাম্বার ৭৮।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ৭৮।

প্রশ্ন

১। আগরতলা সেনট্রাল জেলে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী সম্পত্তি থেকে ও কয়েদীদের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ থেকে কত আয় হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

আয়ের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

স্থায়ী সম্পত্তি হইতে।

সন	জেইল প্রেস	কৃষি উপযোগী ভূমি	মোট
১৯৭৫-৭৬	৪৪,৮৮৮·৮৫	১৫,২৫২·৯০	৬০,১৪১·৭৫
১৯৭৬-৭৭	৩৯,২৯৪ ৭১	৩১,৫৮৪·১২	৭০,৮৭৮·৮৩
১৯৭৭-৭৮	৪৬,১৭৩·১০	২৩,৭৪৩·২৩	৬৯,৯১৬·৩৩
১৯৭৮-৭৯	৩৯,৩৭০·১৩	২৮,৬৬২·৮৭	৬৮,০৩৩·০০

কয়েদীদের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ হইতে

	বাঁশ ফেক্টরী বুক বাইণ্ডিং ইত্যাদি	পোলট্রি, ডায়েরী ফিসারী ইত্যাদি	অম্বর স্পিনিং ও অন্যান্য	মোট (টাকা)
১৯৭৫-৭৬	২২,৫৯৪·১৫	৮,২১৩·৩৪	১,৪০০·০০	৩২,২০৭·৪৯
১৯৭৬-৭৭	৫৭,০৬১·২৯	১৭,০০৭·৪৯	১,২০০·০০	৭৫,২৬৮·৭৮
১৯৭৭-৭৮	৬৬,২০৩·৯০	১২,৭৮৪·৭৭	২৭৫·০০	৭৯,২৬৩·৬৭
১৯৭৮-৭৯	৪৭,৩৪৫·৮৭	১৫,৪৩৩·৩৩	৪০০·০০	৬৩,১৭৯·২০

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সংগৃহীত অর্থ কোথায় কিভাবে খরচ করা হয় এবং কত পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ— এই প্রশ্ন-এর উত্তর দেওয়া নেই তাই এখন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় অবশ্য এই অর্থ সরকারী রেভিনিউ হিসাবে ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হয়ে থাকে ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেণ্ট্রাল জেলের কয়েদীদের দিয়ে কি কি জিনিষ উৎপাদন করান হয়, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— আমি তো আগেই বলেছি তাদের দিয়ে কি কি জিনিষ উৎপন্ন করান হয়। তাদের দিয়ে বাস্কেটিং, বুক বাইণ্ডিং, পোলট্রি, ফিসারী ও অন্যান্য জিনিষ উৎপাদন করান হয়। অবশ্য আরো কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন প্রেস ও কৃষি উপযোগী জমি থেকে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- এই যে আয়ের কথা বলা হচ্ছে তা থেকে আর কিছু আয় হচ্ছে ? যদি হয়ে থাকে তবে তা কিভাবে খরচ করা হচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ---- কোয়েশ্চন নাম্বার ৮৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮ ।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে কয়টি ক্ষেত্র চোরাচালানীর মালপত্র আটক পড়েছে,

২) এদের মধ্যে কয়টি ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ বাহিনী, কয়টি ক্ষেত্রে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, কয়টি ক্ষেত্রে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ এবং কয়টি ক্ষেত্রে মূলতঃ জনসাধারণ মালপত্র আটক করেছেন, এবং

৩) ঐ আর্থিক বছরে মোট কত টাকার মাল আটক পড়েছে ?

উত্তর

(১)	মোট	১০৩৮ টা।
(২)	রাজ্য পুলিশ	৭৯ টা।
	বি. এস. এফ	৯৫৩ টা।
	জনসাধারণ	৬ টা।
	গোয়েন্দা বিভাগ	—
		১০৩৮ টা।

(৩) মোট মং ৯,৭৪,৫৭৪·৩৮ টাকা যাহার মধ্যে নগদ মোট ১,২৬,০৪৭·৪৮ পয়সা এবং জিনিষ পত্রে মং ৮,৪৮,৫২৬·৯০।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম যে গোয়েন্দা দপ্তর মালপত্র আটক করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে কোন রকম প্রশ্ন থাকতে পারে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কাজটা প্রধানতঃ বি, এস, এফ-দের কাজ। কিন্তু যেখানে বি· এস· এফ ক্যাম্প নাই, যে সব জায়গায় তারা কাজ করতে পারছে না, সে সব জায়গায় পুলিশ বাহিনী কাজ করছেন। গোয়েন্দা দপ্তরের এটা ঠিক নির্দিষ্ট কাজ নয় তবে তারা করতে পারেনি এ রকম কোন কথা নয়।

শ্রীনকুল দাস ঃ--- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বাজার থেকে কত পরিমাণ ইলিশ মাছ পুলিশ বাহিনী মৎসজীবীদের কাছ থেকে এ বছর ছিনিয়ে নিয়েছে, এমন কতটা ঘটনা আছে, মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে? মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা যদি আবার করা হয়, তা হলে আমি বুঝতে পারি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এখানে এমন কোন নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলা হয়নি তবে চোরাই মাল পুলিশ যে কোন জায়গায় ধরতে পারে। এমন কি যে কোন জায়গায় পুলিশ যদি সন্দেহ করে যে কোন স্মাগলিং করে আনা হয়েছে তবে পুলিশ সেটা ধরবেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি হইতে আমরা দেখতে পাই যে, রাজ্যের পুলিশ বাহিনী সীমান্ত পারের জিনিষগুলিও ধরছে এটা কি কারণে ধরছে আমরা তা জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় সদস্য জানেন যে এটা বি. এস· এফ এর কাজ। রাজ্যের পুলিশ এই কাজের দায়িত্ব এখনও গ্রহণ করেনি। তবে যেহেতু সীমান্ত এলাকা পাহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে বি· এস· এফ· তাদের কাজ সম্পূর্ণভাবে করতে পারছেন না সে জন্য রাজ্যের পুলিশ তাদের সাহায্য করছেন এই চোরাই মাল আটক করছেন। মাননীয় সদস্যগণকে আমি জানাচ্ছি যে, এই বর্ডার এলাকায় এখনও যে বি. এস· এফ আছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি যে, আমাদের রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সিকিউরিটি আরো জোরদার করবার জন্য আরো বি, এস, এর, প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাতে রাজী হয়েছেন। আমরা আশা করছি শিঘ্রই আমরা বর্ডারকে শক্তিশালী করবার জন্য আরো অধিক সংখ্যক বি, এস, এফ পাব।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে বর্ডার এলাকায় বি, এস, এফ, থাকা সত্বেও এখান থেকে বাংলাদেশে অনেক জিনিষপত্র পাচার হচ্ছে? আর এখানে বর্ডার এলাকায় যে বি, এস, এফ, রয়েছে তা কি পুরোপুরি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—এখানে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। বি, এস, এফ বাহিনী আমাদের রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতার সংগে কাজ করছে। কোন জায়গার কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে ধরলে বি, এস, এফ তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে আমি মাননীয় সদস্য এর অভিযোগ আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। এটা ঠিক যে, বি, এস, এফ'র হাত দিয়েই কিছু কিছু মাল এপার-ওপার হচ্ছে তবে নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ না পাওয়া গেলে সে সম্পর্কে তদন্ত করা যায় না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নম্বর--৯৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---কোয়েশ্চান নম্বর ৯৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা সরকারের গেজেটেড্ অফিসারদের মধ্যে কতজন উপজাতি ও তপশীলী জাতি আছেন ?	ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ৯৫ জন উপজাতি ও ৭১জন তপশীলী জাতি গেজেটেড্ অফিসার আছেন।
২। এদের মধ্যে কতজন এস, ডি, ও, ও বি, ডি, ও অথবা পি, ই, ও'র পদে আছেন ?	ঐ সকল অফিসারদের মধ্যে এস, ডি, ও, পদে একজন তপশীলী জাতি, বি, ডি, ও, পদে একজন উপজাতি ও একজন তপশীলী জাতি এবং পি, ই, ও, পদে একজন উপজাতি অফিসার আছেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এস, ডি, ও, পদে একজন তপশীলি জাতি, বি, ডি, ও পদে একজন উপজাতি ও একজন তপশীলী জাতি এবং পি, ই, ও পদে একজন উপজাতি অফিসার আছেন। এখন আমরা জানতে চাই যে, এই যে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে সেই নিয়োগের ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব এর কোটা অনুসারে নিয়োগ করা হয় কিনা তা' আমরা জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এই পদে নিয়োগ সাধারণত টি, সি, এস, ও টি, জে, সি, এস এর মধ্যে থেকে সিনিয়রটি ইত্যাদির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত পদে এস, টি, এস, সির যে সকল শূণ্য পদ পূরণ করা হয়নি সেগুলি অভিলম্বে পূরণ করা হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এই সব পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী থাকলে নিশ্চয়ই নেওয়া হবে!

শ্রীনকুল দাস ঃ---বিভিন্ন বিভাগে যে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি আছে সেই কমিটিতে এস, টি, এস, সি'র কোন প্রতিনিধি আছেন কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তা' জানাবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--হ্যাঁ আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫।

প্রশ্ন

১) ১৯-২-৭৭ইং তারিখ হইতে ৩০-৪-৭৯ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের মহাকরণে মোট কতগুলি শূন্যপদ পদোন্নতির দ্বারা পূরণ করা হয়েছে;

২) ঐ সমস্ত পদ পূরণের সময় পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের নীতি অনুযায়ী কতজন তপশীলী উপজাতি ও তপশীল জাতিভুক্ত কর্মচারীকে পদোন্নতি করা হয়েছে (পদ ভিত্তিক হিসাব)।

৩) যদি উপরোক্ত তপশীল উপজাতি ও তপশীলি জাতিদের কোটা অনুযায়ী পদোনতি করা না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯-২-৭৭ইং তারিখ হতে ৩০-৪-৭৯ইং তারিখ পর্যন্ত মহাকরণে মোট ৮২টি শূন্যপদ পদোন্নতির দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।

২) উপরোক্ত শূন্য পদগুলি পূরণের সময় ১৩ জন তপশীলি উপজাতি ও ২ জন তপশীলি জাতিভুক্ত কর্মচারীদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

(পদ ভিত্তিক হিসাব)

পদের নাম	মোট শূন্যপদ পূরণের সংখ্যা	শূন্যপদ নিম্নলিখিতভাবে পূরণ করা হইয়াছে।		
		তপশীলী উপজাতি	তপশীলী জাতি	অন্যান্য
উপসচিব	১	—	—	১
অবর সচিব	৫	—	—	৫
সেকশন অফিসার	৭	১	—	৬
হেড এসিসটেন্ট	২২	২	১	১৯
ইউ. ডি. এসিসটেন্ট	৩৮	৭	—	৩১
গেস্টেটনার অপারেটর	১	—	—	১
জমাদার	৬	৩	১	৪
দপ্তরী	২	—	—	—
মোট —	৮২	১৩	২	৬৭

৩) যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হয় কোন কোন ক্ষেত্রে সেই পদে তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতিভুক্ত কর্মচারী না থাকায় তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত কোটা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—আণ্ডার সেক্রেটারী বা অবর সচিবের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে সেখানে ভ্যাকেন্সী ছিল ৫ এবং তপশীল জাতি এবং উপজাতি না দিয়ে সাধারণ জাতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কি তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির জন্য কোটা ছিল না? এবং সেকশান অফিসার যেখানে ৭ জন ছিল সেখানে একজনও সিডিউল্ড কাষ্ট দেওয়া হয়নি। এখানে একজন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং দুইজন সিডিউল্ড ট্রাইব দেওয়ার কথা ছিল। হেড অ্যাসিসটেন্ট ২২টি পোষ্ট খালি ছিল। সেখানে একজন তপশীলি জাতিকে দেওয়া হয়েছে এবং দুইজন তপশীলি উপজাতিকে দেওয়া হয়েছে। তারপর ইউ, ডি, অ্যাসিসটেন্ট ৩৮টা ছিল। সেখানে ট্রাইবেল দেওয়া হয়েছে ৭ জন এবং এস, সি, নিল। সর্বশেষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যেখানে ট্রাইবের বা সিডিউল্ড কাষ্ট কর্মচারী নাই সেখানে তাদের দিয়ে ঐ পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি ট্রাইবেলদের মধ্য থেকে হেড অ্যাসিসটেন্ট পদের জন্য অনেকে দাবী করেছিলেন। কিন্তু তারা পান নি। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি এই সমস্ত পদ পূরণের ব্যাপারে কোন তদন্ত করবেন কিনা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— তপশীলি জাতি এবং উপজাতির যে সমস্ত পদ সেগুলি পূরণের জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়মনীতি পালন করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে কতগুলি পদে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হয় এবং কতকগুলো পদ প্রমোশন দিয়ে পূরণ করা হয়। তাতে শতকরা ৩৩ জন সিডিউল্ড ট্রাইব এবং শতকরা ১৩ ভাগ সিডিউলড কাষ্ট এর জন্য রাখা হয় অন্তত তিন বৎসর। তিন বৎসরের মধ্যে যদি লোক না পাওয়া যায় তাহলে সাধারণের জন্য অপেন করে দেওয়া হয়। এই নিয়ম আমরা পালন করে এসেছি। এর জন্য যে কোয়ালিফিকেশান দরকার সেটাও রিলেক্স করেছি। নতুবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইবস্ পাওয়া যায়না। আমরা এই কথাও বলেছি যে ডি. পি. সিতে একজন ট্রাইবেল লোক থাকে যাতে কোটাগুলি ঠিক ঠিকভাবে পূরণ হয় সেটা দেখার জন্য। কাজেই এটা আশঙ্কা করার কারণ নাই যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদের কোটা রক্ষিত হচ্ছেনা। যারা সত্যি সত্যি প্রমোশন পাওয়ার কথা ছিল অথচ প্রমোশন পান নাই. এইরকম তথ্য দিলে আমি খুশী হব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উপজাতিদের জন্য যে রিজার্ভ কোটা আছে, সেটা যদি ৩ বছরের মধ্যে না পাওয়া যায়, তাহলে অন্যদের দিয়ে পূরণ করা হবে। এখন ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সনের মধ্যে রিজার্ভ কোটা পূরণের জন্য যদি কোন উপজাতি লোক না পাওয়া যায়, এবং সেগুলিকে যদি ডি-রিজার্ভ করে পূরণ করা হয়, তাহলে কি মন্ত্রী সভার যে সিদ্ধান্ত আছে, সেটাকে লঙ্ঘন করা হয় না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— সে পদগুলি তো এখনও রয়েছে এবং লোক পাওয়া গেলেই সেগুলি পূরণ করা যেতে পারে। কাজেই রিজার্ভ কোটা যেটা রয়েছে, সেটাকে ডি-রিজার্ভ করে দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক নয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— স্যার রিজার্ভ কোটা যেটা আছে, সেটাকে ডি-রিজার্ভ করার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রিজার্ভ কোটা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় লোক না পাওয়া গেলে, তিন বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ৩ বছর এখনও পার হয়নি, অথচ প্রমোশনের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা হচ্ছে না। কাজেই প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে রিজার্ভ কোটা রাখার পদ্ধতিটা চালু হয়েছে, সেটা কবে থেকে চালু হয়েছিল জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — এটা কবে থেকে চালু হয়েছে, তা বলা এক্ষুনি সম্ভব নয়। তবে পার্সেনটেজ ফর রিজার্ভেশান কোটা ১৯-২-৭৭ইং থেকে চালু হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— আমরা বলছিলাম যে রিজার্ভ কোটাকে ডি–রিজার্ভ করা হয়েছে। যা হউক এবং যে প্রমোশন হয়েছে, তার মধ্যে কয়টা পোষ্ট সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসের জন্য ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — স্যার, এই তথ্য আমার পক্ষে এক্ষুনি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ — প্রশ্ন নং ১৫৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — প্রশ্ন নং ১৫৮, স্যার,

প্রশ্ন

১) গত ৩১শে মার্চ জলাইয়ার শরত বিকাশ চাক্মার হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত সন্দেহে কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

২) উক্ত হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোন কারণ আছে, তা উৎঘাটিত হয়েছে কি ?

৩) হয়ে থাকলে, তা কি ?

উত্তর

১) ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২) এর পিছনে কি কারণ আছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ — শরত বিকাশ চাক্মাকে কি অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — তাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তার বাড়ী তল্লাসী করা হয়েছিল এবং তার বাড়ীতে বাংলাদেশী অনেকগুলি অবৈধ জিনিষপত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং তার সংগে বাংলাদেশের লোকদের অবৈধ যোগাযোগ ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — স্যার, সমস্ত ঘটনাটা তদন্তাধীন আছে, কাজেই এই অবস্থায় এর বেশী তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি ঠিক যে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তার কাছে বন্ধুক ছিল না কাজেই এই বন্ধুক কোথায় হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ঘটনাটা সাব-জুডিস, কাজেই এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি বলতে পারি যে ৩১-৫-৭৯ ইং সনে আরও একজন আসামী কোর্টে আত্মসমর্পণ করেছেন, কাজেই তাকে নিয়ে আসামীর সংখ্যা হল ৩ জন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশের রেকর্ডে কতজন আসামীর নাম আছে এবং তাদের মধ্যে কতজন আসামীকে এই পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আর কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম হচ্ছে (১) প্রাণ কুমার চাকমা, (২) চিত্ত চাকমা এবং (৩) ধলেশ্বর চাকমা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এদের কবে ধরা হয়েছিল জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—প্রাণ কুমার চাকমাকে ৫।৪।৭৯ ইং তারিখে, চিত্ত চাকমাকে ২৮।৫।৭৯ ইং তারিখে এবং ধলেশ্বর চাকমাকে ৩১।৫।৭৯ ইং তারিখে ধরা হয়েছে।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাকে হত্যা করা হয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশী চোরাকারবারীদের যোগাযোগ ছিল, এবং সে নিজে অনেকগুলি বে-আইনী কার্য্যকলাপে লিপ্ত ছিল, এটা কি সত্য ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, যেহেতু ঘটনাটা বিচারাধীন আছে, সেহেতু সরকারের কাছে তথ্য থাকলেও, সেগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করাটা ঠিক হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—প্রশ্ন নং ৯৬২।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—প্রশ্ন নং ১৬২ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ন্যায় পঞ্চ গঠনের কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

২) শেষ হইলে, কবে শেষ হয়েছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে এখনো ন্যায় পঞ্চের কাজ কর্ম আরম্ভ করার কোন নির্দেশ যায় নি ?

৪) যদি সত্য হয়, তাহলে ইহার কারণ কি ?

৫) কবে নাগাদ এই নির্দেশ যাবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, শেষ হয়েছে।

২) ১৯৭৮ সালের ১৫ই আগষ্ট মাসে শেষ হয়েছে।

৩) না, ইহা সত্য নহে।

৪) যেহেতু সত্য নয়, সেহেতু কোন কারণ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৫) এই নির্দেশ যথারীতি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম করার জন্য নির্দেশ গিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে কবে নাগাদ ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম শুরু হয়েছে বলতে পারেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---১৯৭৮ ইং সনের আগষ্ট মাসে গাঁও সভাগুলি গঠনের পর ন্যায় পঞ্চায়েতগুলি চালু করার জন্য কতগুলি বিষয়ে সরপঞ্চদের ট্রেনিং দিতে হয়, কারণ ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে কতটা সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি যাতে তারা ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজগুলি সঠিকভাবে করতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীউমেশচন্দ্রনাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কদমতলা পুলিশ আউট পোষ্টকে পুলিশ ষ্টেশনে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,	না, কোন পরিকল্পনা নেই।
২। থাকিলে তাহা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ঃ---কিসের ভিত্তিতে আউট পোষ্ট করা হয়, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, যে সব ভিত্তিতে করা হয় সেগুলি হচ্ছে, এক লক্ষের মত লোক সে এলাকায় থাকা দরকার, ৭০ থেকে ৮০ স্কোয়ার ফুট হওয়া দরকার, সেখানে অপরাধ কি ঘটছে না ঘটছে এই সব বিচার বিবেচনা করেই করা হয়। কিন্তু কদমতলার ক্ষেত্রে খুব কাছাকাছি পুলিশ আউট পোষ্ট রয়েছে, এই সব বিচার বিবেচনা করে সেখানে স্থায়ী পুলিশ ষ্টেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭১।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত আর্থিক বছরে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পে কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং তাতে কত শ্রম দিবস কাজ হয়েছে,	গত আর্থিক বছরে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পে ১,৬০,৫২,৩০৩.৮৬ টাকা খরচ হয়েছে এবং তাতে ২৯,৬৪,৮৭০½ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে।

২। আগামী আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাতে কত শ্রম দিবস কাজ করানো হবে।

আগামী আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক মোট ১,০৫·৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাতে আনুমানিক ৬০ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ করানো হবে।

৩। এই কর্ম সূচীতে কি কি ধরণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং এখন পর্য্যন্ত এই ধরণের কতটি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে ?

এই কর্ম সূচীতে নূতন রাস্তা তৈরী রাস্তা মেরামত, মৌসমী বাঁধ, বালি সরানো পুকুর খনন, কাঁচা কূয়ো জুট রেসিটিং টেঙ্ক, কৃষির জন্য টীলা ভূমি উন্নয়ন, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ভূমি সংস্কার, স্কুল ও বারোয়ারী কেন্দ্র নির্মাণ ও মেরামত, গ্রাম্য বাজার উন্নয়ন, পথি পার্শ্বের চারা রোপন ইত্যাদি। এখন পর্য্যন্ত (৭৮-৭৯) ৫৯৩৩টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—এই কাজে কোন্ কোন্ দপ্তর অংশ গ্রহণ করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এই প্রকল্পে পি ডবলু ডি, এডুকেশন, অ্যাগ্রিকালচার, অ্যানিমেল হাজবেণ্ডি, ফিসারী ইত্যাদি প্রায় সব দপ্তরই অংশ গ্রহণ করেছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—এই খাদ্য প্রকল্পের দ্বারা কতগুলি টিলা উন্নয়ন করা হয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই কাজ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ৫৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে মোট কত কিলো মিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল,	১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে মোট ১৪৪৭·০৫ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। এর জন্য কত টাকা ও কত শ্রম দিবস ব্যয় হয়েছে,	এর জন্য ২৩, ৯৬, ৮৭০'৯৯ টাকা খরচ হয়েছে এবং ৫, ৮৭, ৬৭৬ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে।
৩। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কত কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরী হয়েছে, এবং	১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৮৬৩'৯২ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরী ও মেরামত করা হয়েছে।
৪। এর জন্য কত টাকা ও কত শ্রম দিবস ব্যয় হয়েছে ?	এর জন্য ২৬, ৬২, ৯৯৩'৬৯ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ৯৪,০৫,৪৬' শ্রম দিবস কাজ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১০৫

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসর সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরে কাজের জন্য খাদ্য প্রকল্পে কত শ্রম দিবস কাজ হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?	১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরে ও বিভিন্ন ব্লকে 'কাজের জন্য খাদ্য প্রকল্পে মোট ২৯,৬৪,৮৭০½ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে।

(সঙ্গীয় তালিকায় দপ্তর ভিত্তিক ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল)

ব্লকের নাম	১৯৭৮ইং আর্থিক বৎসরের ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে কাজের জন্য খাদ্য প্রকল্পের সৃষ্ট শ্রম দিবস হিসাব	নগদ মজুরীর টাকার পরিমাণ	আটার পরিমাণ (মেঃ টঃ)	চাউলের পরিমাণ (মেঃ টঃ)

১	২	৩	৪	৫
জিরানিয়া	১,০২,২১৭	টাঃ ১,৪২,৯৩৮'০০	২৪৪'২৪৬	৩৬'৮৭৩
বিশালগড়	১,৬৯,৫৩৪	টাঃ ২,৮৭,০৫৭'৫০	৩৮৮'৯২২	৬৫'০০৩
মোহনপুর	৯৯,২৩৭	টাঃ ১,১২,৫৬০'০০	২৮৮'৬৬১	৬৬'৪৩১
খোয়াই	৮২,২৩১	টাঃ ১,১২,১০১'৫০	২৫৮'৯১৯	১৪'৯২২
মেলাঘর	৯৪,৬০৮	টাঃ ১,৩৫,৩৪৪'০০	২৫০'৬৪৮	০'২১৮
তেলিয়ামুড়া	৯,২৩,০৯১	টাঃ ৯,৬১,০৯৫'০০	২৯৮'৯৩৭	৪৬'৬৬২
মোট	৬,৭০,৯১৮	টাঃ ৯,৫১,০৯৬'০০	১৭৩০'৩৩৩	২৩০'১০৯
উত্তর ত্রিপুরা				
পানিসাগর	৮৭,১৮০	টাঃ ৯৩,৮৯৫'০০	২০৭'৯৪৯	২৫'৪৫০
সালেমা	৯,৯৮,১১৭	টাঃ ২,৬৪,৪০৯'৯৫	৪২৭'৩৩৮	১০৪'৬২৫
ছামনু	৮১,৫০৮	টাঃ ৭৫,২৫৫'২৫	৯১৬'১০৮	৯৭'৩৩০
কাঞ্চনপুর	৯৭,৭৩৬	টাঃ ১,০১,২৬৩'৫০	২১২'৮১০	৭৩'৬১২
কুমারঘাট	৯,১২,৯৮২	টাঃ ১,৫০,১৩৯ ৪২	২১২'৩৫৯	৩৪'০৫৩
মোট	৫,৭৩,৫২৩	টাঃ ৬,৮৪,৯৬৩'১২	১২৫৬'৫৫৬	২৫৫'০৭০
দক্ষিণ ত্রিপুরা				
বগাফা	১,০৪,৫৩৫	টাঃ ১,৩০,৫৫৮'৭৫	২৮৩'৯০০	৩১৫ ০০০
উদয়পুর	১,২৮,০৮৫½	টাঃ ৯৬৭,৩২০'৬৭	১৭৭'৯৫০	৭৯'২৫১
সাঁতচান	১,২৩,০১১	টাঃ ১,২০,১১২,০০	৩৪৭'৩৯০	১০'৮১২
অমরপুর	৯৭,৭৯২	টাঃ ১,৩০,৫২৪'০৪	২০৪'৯৩০	৩১'৬৪০
ডম্বুরনগর	৫৮,১২৭	টাঃ ৮১,৫৯৪'৭৫	১৯৯'০৫৯	১২'৯০০
রাজনগর	১,৬৪,১২৪	টাঃ ১,৭৪,৫৬২'২৫	৩৩২ ৪১৪	১১০'৬৪৪
মোট	৬,৭৫,৬৭৪	টাঃ ৮,০৪,৬৭২'৪৬	১৬৭৫'৬৩৬	৫৫২'২৪৭
ব্লকের মোট	১৯,২০,১১৫	টাঃ ২৪,৪০,৭৩১'৫৮	৪,৬৬২'৫২২	১০৩৭'৪২৬
পশুপালন বিভাগ	৬২,৮৬৭	টাঃ ৬৫,৮৬৭'০০	৮৩'৯৩১	৪৪ ৬৫৭
কৃষি বিভাগ	১,৭১,২৩৪	টাঃ ২,৯৮,২৬৬'০০	৪০৮'৬৩০	৯'৯৯৮
পূর্ত্ত বিভাগ	২,৩৫,৬৫১	টাঃ ২,৯৪,৩১০'০০	৫৫৯'১০০	১৫'২৪০
মৎস বিভাগ	২,৪১,২৫৯	টাঃ ২,৪৪,৩১৫'০০	২২৭'৯০০	২৩৯'৫৯০
শিক্ষা বিভাগ	১,১৭,৯৭২	টাঃ ২,৩২,৩৭৩'০০	১২১'৫০০	৬৯'৩২৫
বন বিভাগ	২,১৫,৭৭০	টাঃ ২,৪৬,৯২৪'৮১	৪২২'৪১৭	১১১'৫৭৪
মোট	১০,৪৪,৭৫৫	টাঃ ১৩,৮২,০৪৫'৩১	১৮২৩'৪৭৮	৪৯০'৫৭৪
সর্বমোট	১৯,৬৪,৮৭০½	টাঃ ৩৮,২২,৭৭৭ ৩৯	৬৪৮৬ ০০০	১৫২৮'০০০

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নং ৯২।

শ্রীনৃপের চক্রবর্তী---কোয়েশ্চান নং ৯২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ৩০শে এপ্রিল, '৭৯ পর্য্যন্ত কতটি নারী ছিনতাই এর ঘটনা ঘটিয়াছে ?	৪২টি নারী অপহরণের ঘটনা পুলিশ কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---এর মধ্যে পুলিশ কয়জনকে উদ্ধার করেছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---২৫ জনকে পুলিশ উদ্ধার করেছেন, ২ জনকে পাবলিক উদ্ধার করেছেন এবং ১৫ জন নিজেরাই ফিরে এসেছেন।

শ্রীসুবল রুদ্র---এর মধ্যে ছেলে মেয়েকে নিয়ে গেছে এই ধরণের ঘটনা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এই ধরণের ঘটনা থাকতে পারে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---এই নারী ছিনতাই-এর মধ্যে কতজনকে খুঁজে পাওয়া যায় নি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এই ধরণের কেস আমাদের হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---প্রশ্নোত্তোরের সময় শেষ হল। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী এবং শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়-বস্তু হলো ঃ--

"গত ২৬শে মে এবং ২৯শে মে যথাক্রমে সাব্রুমের করিমাটিলার তমাল সেনের উপর কংগ্রেস (আই) কর্তৃক বর্বরোচিত আক্রমণ ও উদয়পুরের মাতাবাড়ীতে শ্রীভানু দত্ত, ফুলকুমারীতে শ্রীশম্ভ মজুমদার ও শ্রীসুনীল শর্মা সহ আরও কয়েকজন সি. পি. আই (এম) কর্মী আমরা বাঙ্গালী দলের দুবৃত্তদের দ্বারা আহত হওয়া সম্পর্কে"

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে ১১ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী ১১ তারিখ বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় শ্রীরামকুমার নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়-বস্তু হলো ঃ---

"গত ২রা জুন ১৯৭৯ ইং তারিখে ধর্মনগর বিভাগের তিলথৈ গ্রাম নিবাসী কৃষক সভার সদস্য ও ডি. ওয়াই. এর-এর প্রাথমিক কমিটির সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন নাথকে দলবদ্ধভাবে সমাজ বিরোধীদের কর্তৃক সাংঘাতিকভাবে আহত করা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরাম কুমার নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে ৮ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ সম্পর্কে ৮ তারিখ বিবৃতি দেবেন। আমি আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেব মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের বিষয়-বস্তু হলো ঃ---

"গত ৩১শে মে টাকারজলা থানার অধীনে জম্পুই (কাশীকান্ত) বাজারে শ্রীবলাই সরকারের পাট গো-ডাউনে আগুন লাগা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেব মহোদয়ের কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিরতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে ৮ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ সম্পর্কে ৮ তারিখ বিবৃতি দেবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার,

"গত ২৬শে মে বক্সনগর কৃষক নেতা এবং সি, পি, আই (এম) সভ্য সুরেশ পালের দুবৃত্ত সমাজ বিরোধী জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং খুন হওয়া সম্পর্কে।"
আমি এখন বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ২৫শে মে ১৯৭৯ইং তারিখ' কনেষ্টবল কেশব বর্মন এবং জীতু মিঞা দুইজন হোমগার্ড সহ বকসনগর গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ায় শান্তি শৃংখলা রক্ষন কার্য্যে প্রহরারত ছিল। বেলা প্রায় ২টার সময় ঐ গ্রামের মধ্য পাড়ায় সরাফৎ আলির বাড়ী হইতে চিৎকারের শব্দ শুনিয়া কনেষ্টবল কেশব বর্মন তাহার সাথিগণকে নিয়া সরাফৎ আলীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ঐ বাড়ীর উঠান প্রাঙ্গনে সুরেশ চন্দ্র পালকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। অন্যান্য হামলাকারীরা ক্রমে ক্রমে সরাফৎ আলির গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পুলিশ দলটি একটি বাঁশের টুকরিতে করিয়া আহত সুরেশ পালকে নিয়া বকসনগরে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। আসার পথে সুরেশ পালের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে ৩00/800 উশৃংখল জনতা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়া আহত পালকে মাটিতে ফেলিয়া দেয়। জনতার আক্রমনের মুখে পুলিশের লোকেরাও মাটিতে পড়িয়া যায় এরপর দুবৃত্তগণ মাটির ডেলা আহত ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করিতে থাকে। তাহারা চোখা বাঁশ দিয়া আহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে থাকে। উপস্থিত দুইজন পুলিশ এবং দুইজন হোমগার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও জনতা দলে ভারী থাকায় তাহাদিগকে আক্রমন থেকে বিরত করিতে পারে নাই। কনেষ্টবল জীতু মিঞা তাহার বুকে, পিঠে এবং তলপেটে আঘাত পায়। অন্য কনেষ্টবলটি এবং দুইজন হোমগার্ডও একই প্রকারে আঘাত পায়। কিছুক্ষণ পরে দুর্ভগণ তাহাদের উদ্দ্যেশ্য সাধন করিয়া অকুস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন কনেষ্টবল কেশব বর্মন অন্যান্য উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্যে সুরেশ চন্দ্র পালকে অজ্ঞান অবস্থায় বকসনগর থানায় নিয়া আসে। আহত পালকে চিকিৎসার জন্য থানা হইতে বকসনগর প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু তিনি আর জ্ঞান ফিরিয়া পান নাই এবং ঐ দিনই সন্ধ্যা ৬টার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পালের দেহের উপরি ভাগে ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় এবং তাহার মাথাও নাক দিয়া রক্ত ঝড়িতে ছিল। মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য ময়না তদন্তের রিপোটের অপেক্ষায় আছে। যেহেতু সুরেশ চন্দ্র পালকে অচেতন্য অবস্থায় থানায় নিয়া আসা হইয়াছিল কাজেই তিনি মৃত্যুকালীন কোন জবান বন্দি দিতে পারেন নাই।

স্থানীয় তদন্তে প্রতীয়মান হয়, সুরেশ পাল একজন আদর্শবাদী কমিউনিষ্ট কর্মী ও স্থানীয় কৃষক সমিতির নেতা। গত ২৪শে মে, ১৯৭৯ইং তারিখে বকসনগর-এর মহবুব রহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে এই ঘটনা জড়িত। যদিও স্থানীয় তদন্তে দেখা যায় মহবুব হত্যাকাণ্ডের সাথে সুরেশ পাল জড়িত ছিল না। মহবুব হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩0২ এবং ৩8 ধারায় থানায় নথিভুক্ত করা হইয়াছে কিন্তু এই ঘটনার কাগজ পত্রে সুরেশ পালের নামে লিপিবদ্ধ নাই। মনে হয়, মহবুব হত্যা-কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু দুর্বৃত্ত সরাফৎ আলির বাড়ী ঘেরাও করিয়া বাঁশ এবং পাথর নিয়া সুরেশ পালকে আক্রমন করে। ঐগুলি রক্তের দাগ সহ পুলিশ আটক করে। সরাফৎ আলীর বাড়ী হইতে আহত সুরেশ পালকে বকসনগর প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসার পথে ৩00/800 হামলাকারীর পুনরাক্রমনের ফলেই সুরেশ পালের মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনায় কনেষ্টবল কেশব বর্মন কলমছড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই কলমছড়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ঘটনা স্থলে ছুটিয়া

যান এবং সাক্ষীদের স্বাক্ষ্য নথিভূক্ত করেন। স্বাক্ষীদের বক্তব্য অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে প্রেরণ করেন।

১)	শ্রী নাজির আলি	বক্সনগর
২)	শ্রী আবিদ আলি	ঐ
৩)	শ্রী আবদুল হক	ঐ
৪)	শ্রী আবু তাহের	ঐ
৫)	শ্রী মনিন্দ্র বনিক /	ঐ
৬)	শ্রী নেপাল বনিক	ঐ
৭)	শ্রী কালিদাস পাল	ঐ
৮)	শ্রী অক্ষয় কুমার দাস	রতন দুরা গ্রাম

১নং হইতে ৪নং আসামীগণকে ২৬-৫-৭৯ইং তারিখে ৫নং আসামীকে ২৭-৫-৭৯ইং তারিখে এবং ৬নং হইতে ৮নং আসামীগণকে ২৭-৫-৭৯ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা প্রত্যেকেই পুলিশ হেফাজতে আছে।

যে সমস্ত আসামী এখনও পলাতক আছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে সীমান্তে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে।

গত ৩০শে মে, ১৯৭৯ইং তারিখে স্থানীয় জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দকে নিয়া উক্ত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য একটি সভা সংগঠিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক এবং মহকুমার পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে ঐখানে অবস্থা শান্ত এবং নিয়ন্ত্রনাধীন দিবারাত্র পুলিশ পাহারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গোয়েন্দা দপ্তরের উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ ঘটনার তদন্তের ভার গ্রহন করিয়াছেন এবং তদন্তকার্য্য সন্তোষজনক ভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, সুরেশ পালের বাড়ী বক্স থানা থেকে ১ কিলোমিটার-এর কম দুরত্বে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যের ভিতর আছে কিনা এবং ১১---১১.৩০ টার সময় ঐ বাড়ীতে লোক জমা হয়ে বাড়ী আক্রমন চালিয়েছিল, বাড়ীঘর আগুনে পুরানোর ভয় প্রদর্শন করেছিল এবং থানা থেকে সেখানে পাহাড়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সংগৃহীত তথ্যে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, এই সমস্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করার জন্য আমরা জেলা শাসক পর্য্যায়ে তদন্ত করার জন্য আদেশ দিয়েছি এবং তদন্ত কার্য্য যখন শুরু হবে তখন এই সমস্ত তথ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই সম্বন্ধে দারোগা (বড়বাবু) অরুণ মজুমদার এবং স্বপন দত্ত বেলা ১২টা নাগাদ ঐ দিকে আসছিলেন। তখন আসামীদের ধরার জন্য দৌড়াদৌড়ি চলছিল, সে সময় তঁারা দেখেছিলেন কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা কিছু করেন নি। এমন কি থানার দারোগাকেও জানানো হয়েছিল তিনিও কিছু করেন নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, আমি আগেই বলেছি সমস্ত তথ্য তদন্তকারী যিনি অফিসার তিনি সংগ্রহ করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে উচ্চ পর্য্যায়ের কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং তাদের তথ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, বক্সনগরের এই সমস্ত ঘটনার সাথে পুলিশের একটা অংশ এবং সমস্ত ষড়যন্ত্রকারী এক জোট হয়ে গেছে। মেহবুব রহমানে ঘটনার পরদিন থেকেই তারা সমস্ত অঞ্চলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে সবাই ভয়ে অস্থির এবং ঐ এলাকাতে যাতে সুরেশ পালকে বাচাবার জন্য একজন লোকও না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, আমি আগেই বলেছি সমস্ত ঘটনাটাই তদন্তকারী অফিসার দেখবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে আমরা ঐ সমস্ত এলাকা থেকে সংবাদ পেয়েছি। যখন শ্রীসুরেশ পালকে মারপিট করা হচ্ছিল তখন ও-সি নিজে উপস্থিত ছিলেন সাদা পোষাকে। কোমরে তার জামা ছিল। এ-এস-আই শ্রীকাজল দত্ত উপস্থিত ছিলেন। যখন শ্রীসুরেশ পালকে মারপিট আরম্ভ করা হয় তখন শ্রীসুরেশ পালের স্ত্রী এবং কন্যা শ্রীকাজল দত্তের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন তখন কোন পোষাক পরা ছিল না। তাঁর কোমরে জামা বাধা ছিল। পোষাক ছাড়া তাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় সদস্যদের আমি বলছি সব চেয়ে ভাল হবে তদন্তকারী যিনি অফিসার, যিনি এই সমস্ত তদন্ত করছেন তার কাছে এই তথ্যগুলি যদি পরিবেশন করেন। কারন বিষয়টা এখন তদন্তাধীন আছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি সেগুলি যিনি তদন্তকারী অফিসার আছেন উনার সামনে যেন উপস্থিত করেন।

মিঃ স্পীকার ঃ--- এটা মামলাধীন আছে কাজেই এটার উপর আর আলোচনা করা চলে না।

পেপারস্ টু বী লেইড অন দি টেবিল

(লেয়িং অব রিপোর্ট)

মিঃ স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হইতেছে "লেয়িং অব দি রিপোর্ট অব দি ইমারজেন্সী এ্যাকসেস্ ইনকোয়ারী অথরিটি।"

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি রিপোর্ট অব দি ইমারজেন্সী এ্যাকসেস্ ইনকোয়ারী অথরিটি" সভার সামনে পেশ করছি।

ঘোষণা

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্যগণ, গত ১লা জুন তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা করেছিলাম যে, এই সভা গত ২৬শে মার্চ, ১৯৭৯ তারিখে "নাগরিক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমোহনলাল রায়ের বিরুদ্ধে যে শাস্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্যে আমি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এবং আমি এই সভার অবগতির জন্য ইহাও ঘোষণা করেছিলাম যে, গত ১লা জুন তারিখের ভোর ৫ ঘটিকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেএর তত্বাবধানে শ্রী রায়কে তাঁর বাসগৃহ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পন করা হয়। এখন আমি সভার অবগতির জন্য আবার ঘোষণা করছি যে কারাবাসে সময় সীমা শেষ হওয়ার পর ঐ দিন অর্থাৎ ১লা জন সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে শ্রী রায়কে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এখানে আর একটি বিষয় আমি উল্লেখ করছি সেটা হলো; কারাগারে শ্রী রায়কে 'ডিভিশন টু' এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, বজেট আলোচনা সুরু হওয়ার আগে আপনি যদি অনুমতি দিন তাহলে আমি বর্তমান খরা পরিস্থিতির উপর একটা বিবৃতি দিতে চাই।

Rainfall in Millimetres will
show the severeness of the situation

As a result of virtual absence of rains, our State has been facing a severe drought situation.

Month	Normal	1979
January	9·7	2·1
February	29 6	9 0
March	55·4	62 7
April	165 5	56 6
May	329 1	101·3
	589·3	231·7

The Boro paddy has been lost over more than half area. Against the normal area of 1,09,000 hectares of the aus, only about 55,000 hactares could be planted and even in respect of this area heavy loss is feared. More dis'tressing is the condition of the jum cultivators.

Not even half of the area could be sown and most of the sown area is facing complete loss. The position in regard to jute and mesta is also not very different, though mesta has been able to stand the drought with greater resistence. The inadequate rainfall has seriously affected the tea gardens in the States.

2. Government are concerned not only with the loss of crops and consequent reduction of availability of foodgraings and other commodities but also with the widespread human suffering due to absensce of employment opportunities. While hoping that rains would still come and brighten up

the prospects a variety of manures, are being initiated by Government to meet this serious situation.

3. Arrangements are being made to secure sheds for sowing if and when rains arrive and for this purpose it is proposed to procure seeds both from outside the State and from within the State. 200 tons of seeds have been arranged already from National Seeds Corporation depots at Mizoram and Delhi. A proper crooping pattern with reference to the Jhum areas high land areas and low land areas have been worked out and corresponding quantity of seeds are being made available, free of cost, through the Block agencies and with the full involvement of the Panchayats. Highest importance is being attached to the provisions of adequate quantities of seeds to the marjinal and poorer farmers and Jhumias so that they could raise at least a modest crop if and when rains arrive. Other inputs, such as, fertilisers and pesticides are also being arranged simultaneously.

4. Along with this it is proposed to intensify measures to make the maximum use of the existing water resources, particularly for raising seedlings. For this purpose in addition to the 500 Pump sets already purchased and distributed to the various Goan Sabhas a further quantity of 50 pump sets is being procured and made available. Arrangements are being made to kept diesel available at every Block headquarters. Wherever possible seasonal bundhs will also be taken up., even though the chances of constructing seasonal bundhs now are limited.

5. It has been recognised by the Government that in the context of the adverse situation, it will be possible for the agriculturists to repay the dues related to agriculture to the Cooperative or Commercial Banks as well as to Government. Accordingly, the collection of Government dues related to land will be suspended until September. In regard to cooperation loans for agriculture it is proposed to re-schedule them. An appeal will also be made to the Commercial Banks to re-schedule their loans in regard to agricultural in a similar manner.

6. Government will take all measures to ensure adequate availability of food to all sections of people during the year even though there will be a loss in local production. A careful watch will be kept on the prices of foodgrains and measures taken to ensure that adequate stocks are kept particularly in outlying areas.

7. The problem of drinking water will also be tackled effectively. A large number of kutcha wells will be constructed as part of the food for work Programme. The sinking of tube wells and repairing of wells in a state of disorder will be intensified.

8. Inorder to adequate employment opprtunities the programme under food for Work Programme, which has already been expanded, will be further

stopped up. In all Gaon Sabhas works will be undertaken without any discontinuity. Sufficient funds have already been placed at the disposal of various Blocks and implementing Departments and powers have been delegated to them.

9 A monitoring Cell has also been set up by the Government to coordinate the activities of various Departments and meeting the crisis affectively.

10 The central Government is being kept informed about this natural calamity so that there assistance, when needed, could be found easily a vailable.

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হইতেছে, ১৯৭৯-৮০ সনের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) গত ২।৬।৭৯ তারিখে এই ব্যয় বরাদ্দ হাউসে পেশ করেছিলেন। যে সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাদের নাম আমার নিকট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকে আলোচনা শুরু করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১লা জুন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৯-৮০ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটে ত্রিপুরাবাসীর আনন্দ হওয়ার কোন কারণ নেই। এটা একটা বৈশিষ্টহীন বাজেট। কারণ গত ৩০ বছরে যে দৃষ্টি ভঙ্গী, যে পলিসি নিয়ে বাজেট তৈরী করা হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এখানে টাকার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। টাকার বরাদ্দ বৃদ্ধি করে জনগণের উন্নতি এবং ত্রিপুরার উন্নতির কথা চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি শুধু টাকা দিয়ে জনগণের উন্নতি হয় না। বা দেশের উন্নতি হয় না। সেই বরাদ্দ টাকাকে ঠিকভাবে ব্যয় করার মধ্যে পরিকল্পনার স্বার্থকতা আমরা জানি। এইবার কয়েকটি খাতে টাকার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন পুলিশ খাতে। পুলিশ খাতে গত বছর ব্যয় করা হয়েছিল ৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই বছর এই পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১৪ কোটি টাকার মত। আরও কয়েক টাকা যোগ দিলে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মত। আমরা গত ১ বছরে দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটে প্রশাসনিক ক্ষমতা বা প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, যে মার্চ মাসের শেষের দিকে আগরতলায় পীচের জ্বালাতনে মানুষ হাঁটতে পারেনি, গাড়ী ঘোড়ারও খুব অসুবিধা হয়েছে। আজকে যখন রিক্সা দিয়ে আসছিলাম, তখন এই প্রথম ত্রিপুরাতে দেখলাম, রাস্তা ব্লক। কাজেই এই বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। বামফ্রন্ট সরকার বলেছিল তাদের বাজেট হবে শহরমুখী নয়, গ্রামমুখী। এই হবে বাজেটের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সেদিকে নজর দেননি। বলা হয়েছে একটা নিয়মিত, অনিয়মিত পদ সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা আপনারা জানেন, এবং আমরাও জানি, কয়েকটা পদ সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান হয় না। কাজেই আমরা আশা করেছিলাম, এই বাজেটে বেকার সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে থাকবে। তারা গ্রামে গ্রামে শিল্প স্থাপন করে তারা বেকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেনি।

আমরা মনে করেছিলাম, এই বাজেটে কৃষকদের কিছু কিছু উন্নতির কথা থাকবে। কিন্তু সেই অনুসারে কৃষকদের উন্নতির কথা এই বাজেটের মধ্যে নেই। এখন যে খরা পরিস্থিতি চলছে তার মোকাবেলা করার জন্য ১০০০ পাম্পসেট এখানে এসে পৌঁছেছে। এই ১০০০ পাম্পসেটের মধ্যে ৫০০টি অচল অবস্থায় আছে। কিন্তু এটা অবৈজ্ঞানিক। উনারা বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ৯০ শতাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য যা দরকার জলসেচের ব্যবস্থা করা---সেইদিকে তাঁরা নজর দেন নাই। আমরা দেখেছি যে বাজেটে স্মল ইরিগেশানের জন্য মাত্র ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে বড় বড় বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাবে না। ওভার ফ্লো, টিউব ওয়েল ইত্যাদির দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা যদি করা হতো তাহলে ত্রিপুরাবাসীদের এতটা অসুবিধা ভোগ করতে হতো না। কিন্তু বাজেটে এই দিকে না গিয়ে পুলিশ খাতে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেজন্যই আমি বলছি যে এই বাজেট দ্বারা গ্রামের মানুষের খুব একটা উপকারে আসবে, সেটা আমি মনে করতে পারছি না। তারপর উপজাতি উন্নয়নের সম্পর্কে উনাদের যে দৃষ্টিভংগী তাতে আমি হতাশা হয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম যে এই বাজেটে উপজাতির উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এবং এই বাজেটেও এর জন্য কিছুটা ইংগিত আমরা আশা করেছিলাম—কিন্তু আমরা দেখেছি যে সব কিছু আগের মতই আছে। কলোনীগুলিতে পুনর্বাসনের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা সেখানেও দেখছি যে আগের মতই আছে। ক'টি কলোনী আমি ঘুরে দেখেছি—বাইকোরা ইত্যাদি কলোনী —টাকাও শেষ উরাও আর নাই। কারণ কূপ খনন করা হয় নাই—কাজেই কংগ্রেস আমলে যা ছিল এখনও তাই আছে। বাজেটে যে আমল পরিবর্তন প্রয়োজন তা করা হয় নাই। কাজেই এই বাজেটের দ্বারা যে গ্রামের মানুষ উপকার পাবে, এটা আমরা মনে করতে পারি না। আর শিল্পের কথা আর না বললেও চলে। আজকে আমরা দেখেছি যে শিল্প এখন অচল হয়ে আছে। শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে --বিশেষ করে বগাফা চিনি কলের ব্যাপারে কিছুই বলা হয় নাই। কাজেই কুটির শিল্পের প্রসার করে জনগণের উপকার করা অথাৎ ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধানের কিছুটা সুযোগ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো তাহলে নিশ্চয় গ্রামের কৃষকেরা, গ্রামের বেকাররা কাজ পেত এবং আমাদের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হতো। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের হস্ত শিল্পের চাহিদা শুধু ত্রিপুরাতে নয়, ত্রিপুরার বাইরেও এর প্রচুর চাহিদা আছে। কিন্তু সেই সব কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য কোন পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগী বামফ্রন্ট সরকার দেখাতে পারেন নাই তাদের দৃষ্টিভংগী কংগ্রেসের মতই আছে। আর একটা কথা উনারা বলেছেন যে ইনফর্মেশান সেন্টার নাকি অনেক দেওয়া হয়েছে। কারণ গ্রামের মধ্যে যদি শিক্ষার প্রসার না হয়, তাহলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য এই ইনফর্মেশান সেন্টার চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে এইসব ইনফর্মেশান সেন্টারের শুধু সাইনবোর্ড ঝুলছে, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। কাজেই এই বাজেট সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রচলনের প্রয়োজনে এবং এইসব পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য এই বাজেট করা হয় নাই। কাজেই টাকা বাড়ালেই যে গ্রামের উন্নতি হবে এটা আমরা আশা করতে পারি না। আমরা দেখছি যে ক্যাটেল লিফিটিং—সীমান্ত

এলাকায় গরু বাছুর চুরি যাওয়া সম্পর্কে এই বাজেটে কিছু বলা হয় নাই। সীমান্ত এলাকায় গরু বাছুর চুরি যাওয়ার ফলে সেখানকার কৃষকদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেংগে পরছে। কিন্তু এই বাজেটে এই সম্পর্কে কোন সঠিক দৃষ্টিভংগী নেওয়া হয় নাই। কাজেই এই বাজেট দ্বারা আমি মনে করি না যে জনগণের কিছু উপকার হবে। আমরা জানি যে এই বাজেটে গ্রামীণ ব্যাংক-এর জন্য যে দাদন ও ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে গ্রামীণ ব্যাংকে কোন কোন ব্যাপারে ২/৩ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এবং যদি ২/৩ শত টাকা খরচা না করা যায়, তাহলে কোন ঋণের টাকা জোটে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা দেখছি যে, বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে দেখছি যে, গত বছর যে সব শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল তারা নিজেরাই লেখাপড়া জানেন না। প্রাইভেট মাষ্টার রেখে কাজ চালাচ্ছেন। কাজেই পরিকল্পনা নিলেই হয় না, কোন সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। কাজেই আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে এই বাজেট দ্বারা জনগণের কোন উপকার হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। এই বাজেটে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কাজ করছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ভাল কাজ করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি বলছি যে এই বাজেট আমাকে হতাশ করেছে এই বাজেট আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। এই বলে এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে দুই একটি কথা বলছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের পক্ষে আছে, তার প্রতিফলন আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই আজকে আমরা দেখছি যে এই গরীব মানুষকে আরও সাহায্য করার জন্য লক্ষ্য রেখে এই বাজেটে অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছর আমরা দেখেছি যে ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৯ কোটি টাকা ধার্য্য ছিল। সেখানে এই বামফ্রন্ট সরকার একটা বিরাট একাউন্ট ধরেছিলেন। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরা একটি অনুন্নত রাজ্য। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন এই রাজ্যের জন্য যা বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল তাঁরা ঠিক ঠিকভাবে সেটা রাখেননি। পাশাপাশি রাজ্যে আমরা দেখছি যে মণিপুরের লোকসংখ্যা আমাদের ত্রিপুরা থেকে অনেক কম—প্রায় ১০ লাখ। তাদের দেওয়া হয়েছে ৪২ কোটি টাকা। আর আমাদের ত্রিপুরার লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৭/১৮ লক্ষ সেখানে আমাদের ত্রিপুরার জন্য অনেক কম টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৭-১৮ লক্ষ লোক ত্রিপুরার অধিবাসী। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের লোক বেশী দরিদ্র এবং অনগ্রসর ও নিরক্ষর। আজকে আমরা দেখেছি সমস্ত দিক থেকে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে একটা দায়িত্ব পূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হচ্ছে। ত্রিপুরার এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে তার বাজেট তৈরী করতে হচ্ছে। আমাদের এই বাজেট যাতে ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হয়, তার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। আজকে এই কথা অস্বীকার

করার কোন উপায় নাই। এখানকার প্রায় ৭০-৮০ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। যদি তাদের অগ্রগতি না করা যায়, তাহলে এই ত্রিপুরার অগ্রগতি করা সম্ভব হবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেটের মধ্যে কৃষিকে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জল সেচের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানে একটা কাজ যাতে আর একটা কাজের পরিপূরক হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকের বাজেট তৈরী করা হয়েছে। নানা অসুবিধা সত্বেও আমরা আজকে এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছি। কারণ বামফ্রন্ট সরকারের জানা আছে, যে এখানের শত-করা ৭০-৮০ ভাগ লোক নিরক্ষর, দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সব চেয়ে বড় শত্রু নিরক্ষর তা ও দরিদ্রতা। কাজেই আজকে এই দুটো শত্রুকে কিভাবে জয় করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে শুধু বয়স্ক নয় ছোট বাচ্চাদের যাতে নিরক্ষতা থেকে দূরে রাখা যায় তার জন্য অতীতে যেসব বালোয়ারী ছিল, গত ১ বছরে এখানে আরও ৫০০টি বালোয়ারী স্কুল খোলা হয়েছে। যাতে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মানুকে দূরে রাখা যায়। কারণ দেশের মানুষকে যদি আমি না বুঝতে পারি যে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তাহলে কোন মূল্যই আমার থাকবে না। আজকে আমাদের দেশের মানুষকে উন্নত করা যে চেষ্টা সেটা বিগত দিনে দেখা যায় নি। আমরা দেখেছি বিগত নিরক্ষরতা জোর করে মানুষের উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষের উপর শোষনের যাতাকলকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা বামফ্রন্ট সরকার সেই দৃষ্টি ভঙ্গিকে সামনে রেখে কৃষি ও শিক্ষা সেখানে প্রাধান্য দিয়েছে। কাজেই আজকে লক্ষ্য রাখা দরকার এই কৃষি ও শিক্ষা যাতে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজ্য দেখান যেখানে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের জন্য ৯০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য। যাতে তাদেরকে গরীব মা বাপের উপর নির্ভর করতে না হয়। অর্থের অভাবে শিক্ষা যাতে মাঝ পথে বন্ধ হয়ে না যায়, তারা যাতে শিক্ষিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু উপজাতিরা নয় দেশের গরীব জনসাধারণের ছেলে মেয়েরা যাতে পয়সার অভাবে পড়া বন্ধ করে না দেয়, তার জন্য টুয়েলভ ক্লাশ পর্য্যন্ত বেতন মুকুব করা হয়েছে, বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই দেওয়া হয়; ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানো হয়েছে, তার মানে এখানে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। এই ধরনের নজীর ভারতবর্ষের আর কোথায়ও নেই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার তার নির্বাচনী ইস্তাহারে যা বলেছেন, আজকের বাজেট তা পালন করতে চলেছে। আপনারা বলেছেন যে কংগ্রেস আমলের মত চলেছে, কিন্তু বাহিরের পরিবর্তন আপনারা দেখেন নি। উপজাতি মা বোনদের কুটির শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার দরজা আবার খুলে দিয়েছে। ঘরের পর্দার ভিতর থেকে তারা বিশ্বের দরবারে বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে। এইটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট চেষ্টা নিয়েছেন। এই কারনেই আজকে আমাদের ত্রিপুরার শিল্প সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। বিগত দিনে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য একটা চিনির কল তৈরী করা হয়েছিল আজকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেই চিনির কলকে চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চিনির কল করার

জন্য সরকার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তার তুলনা হয় না। সরকার বলেছেন চিনির কল আমরা চালু রাখতে চাই। তাতে যদি ক্ষতি হয় তবে সরকার সেই ক্ষতি মেনে নিতে প্রস্তুত আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---আজকে আমাদের বাজেট দেখে অনেকে হতাশ হয়েছেন কারণ এর আগে যে সব বাজেট করা হত তাতে গরীব মানুষের সর্বনাশ করা হত। আগেকার বাজেটের মধ্যে তেল কেরোসিন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর বসিয়ে গরীব মানুষের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হত কিন্তু এই বাজেটে তা দেখতে না পেয়ে তারা, যারা এই সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন তারা খুব হতাশ হয়েছেন। বর্তমানে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে গরীব মানুষের কোন অসুবিধা হবে না বরং তাদের দুর্ভোগ যাতে আর ভোগ করতে না হয় তার জন্য এই বাজেট সাহায্য করছে দেখে আগে যারা গরীব মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছিল তারা আজ হতাশ হয়েছেন। বাজেটে কর না থাকাতে তারা আজকে হতাশ হয়েছেন। আমি ত পরিস্কারভাবে বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকারের যে ব্যবস্থা তাতে ত্রিপুরার জিনিষ-পত্রের দাম বাড়তে পারে না। আমাদের সরকারের সবচেয়ে বেশী সাফল্য হল আমাদের সরকার গরীব মানুষের উপর কর বসান নি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ১ জন লোকও না খেয়ে মারা যান নি। খাদ্যের জন্য আমাদের সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন। দেশের অনেক লোক যদিও এখনও দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে তথাপি আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা দেশের একজন লোককেও আজ না খেয়ে মরতে দিচ্ছি না। আমরা গ্রামে গঞ্জে দেখতে পেতাম যে গরীব কৃষকরা আশ্বিন মাসে মহাজন-দের কাছে ধার করতে যেতেন কিন্তু এখন তাদের আর ধার করতে যেতে হয় না। আজকে সেই পদ্ধতিটা বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে আমরা হলপ করে বলতে পারি যে সেই দিনটার পরিবর্তন হয়েছে। আজকের শাসনে শোষণের ব্যবস্থা উঠে গেছে, আজকে প্রত্যেকটি মানুষের মুখ খুলে কথা বলার অধিকার আছে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে। আজকে তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানেই দেখছে পরিবর্তন আর তা দেখে তারা আঁতকে উঠছে। তারা আতংকিত হচ্ছে গরীব মানুষের এই সব সুযোগ সুবিধা দেখে। আজকে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে নূতন কোন করের ব্যবস্থা করা হয় নি, কোন জিনিষের উপর ট্যাক্স বসানো হয় নি। আজকের বাজেটে নূতন কোন সম্পদ সৃষ্টি করা হয় নি যেটা আজকে আমরা দ্রাউবাবুর মুখে শুনেছি। কিন্তু পরি-কল্পনা ছাড়া ত এটা হতে পারে না। তারা তুলছেন পুলিশের প্রশ্ন আবার তুলছেন প্রশাসনের প্রশ্ন। প্রশাসনকে সাজানোর প্রশ্ন ওনাদের এক মুখে দুই রকম কথা। ওনারা আবার জলসেচের কথা বলছেন। আসলে ত ওনারা দেখছেন গোমতী প্রজেক্টকে বাড়ানো হচ্ছে। সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে ত্রিপুরা রাজ্যকে জলসেচের আওতায় আনা হচ্ছে। এত বড় পরিকল্পনা এত বড় সুযোগ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে আর কোন দিন আসে নি। উপজাতি কল্যাণের কথা ওনারা বলছেন কিন্তু ওনারা জানেন গত ৩০ বছর পর্যন্ত কংগ্রেস শাসন করেছেন। ত্রিপুরার প্রশাসনকে তারা তৈরী করেছেন তাই এখনও অনেক কর্মচারী আছে যারা বিগত দিনগুলিকে ফিরিয়ে পেতে চায়। তারা চান যে সরকারের প্রকল্পগুলি ভেস্তে যাক। উপজাতিদেরকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার। মানুষের সহযোগিতা থাকলে একটি

সরকার কি না করতে পারে। বর্তমানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ যেভাবে সহযোগিতা করছে তা দেখে মনে হয় যে পূর্বতন সরকার থেকে তারা এর আগে কোন দিন এমন সহযোগিতা পায় নি। উপজাতিদের জন্য আজকে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তাদের সার্থকে আমাদের সরকার রক্ষা করার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করছেন। যদিও তারা আঞ্চলিক দল গঠন করেছেন তথাপি আমাদের সরকার চাকরি, সরকারি সাহায্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের যে অধিকার তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করছেন। আজকে আমাদের সরকার যেভাবে উপজাতিদের সুযোগ সুবিধা রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন ভারতে এমন কয়েকটা সরকার আছে কিনা সন্দেহ যে তারা এভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এমন অনেক উপজাতি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয়ের উপজাতিদের অবস্থা কি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের ওখান থেকে আজ বহু খ্রীষ্টান মিশনারিরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন আর উপজাতি যুব সমিতি লোকেরা তাদের সঙ্গে মিশছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পরও বক্তব্য রাখার সময় পাবেন। এখন রিসেসের সময় হয়ে গেছে।

(রিসেস্ এর পর)

স্পীকার ঃ---মাননীয় শ্রী বাদল চৌধুরী,

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মেহনতী মানুষের উন্নতির চেষ্টা করছেন সেখানে আমরা দেখছি সরকারের সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য আজকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী চেষ্টা করছে। আজকে যে সব প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী যারা বিগত বিধান সভা নির্বাচনে, পৌরসভা নির্বাচনে এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়েছে---ত্রিপুরার মানুষ যাদের ত্রিপুরার রাজনৈতিক আসর থেকে একেবারে বিদেয় করে দিয়েছেন সেই সব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থকে তথা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য আমরা বাঙ্গালী নামে সক্রিয় ভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আর এক দল আছে উপজাতি যুব সমিতি। এই সকল দলগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত রয়েছে। আমরা দেখছি এরা গরীব মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। আমরা দেখছি আগের যে শোষক শ্রেণীর সরকার ছিল---এরা গরীব মানুষের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা নেয়নি বরং তারা গরীব সাধারণ মানুষকে শুধু শোষন করেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তা'দের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে গরীব মানুষের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহন করেছে আর সেই প্রচেষ্টাকে এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি বানচাল করার চেষ্টা করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী নরেশ চন্দ্র ঘোষ।

শ্রী নরেশ চন্দ্র ঘোষ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১-৬-৭৯ইং তারিখে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছিলেন আমি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে

যে বিধান সভার নির্ব্বাচনে আমাদের বামফ্রন্টের যে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহন করেছেন। সেই কর্মসূচী কি ভাবে গ্রহন করা হবে তারই একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ রয়েছে এই বাজেটে। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিতে বা কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যাদির উপর সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভরশীল। যদিও ত্রিপুরার কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার কৃষকদের, মজুরদের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করেছেন। ক্ষেত মজুররা, কৃষি মজুররা এবং বর্গাদাররা যারা আগে কায়েমী স্বার্থান্বেষী লোকেদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার তাদের উন্নতির জন্য কর্মসূচী গ্রহন করেছেন। সাধারণ মানুষকে উৎপাদনমূখী করবার প্রচেষ্টা রয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। লক্ষ্য করে দেখা যাবে যে কৃষির উন্নতির জন্য সবচাইতে বেশী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আজকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই উন্নয়ন-মূলক প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার মরিয়া হয়ে উঠছে। আমাদের সংসদীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীদ্রাউ কুমার এই বাজেটকে ততটা মূল্য দিচ্ছেন না। তিনি বাজেটের মধ্যে শুধু অর্থের বরাদ্দটাই দেখছেন সবচেয়ে বেশী। বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে গ্রামের গরীব, মেহনতী মানষের উন্নতির উপর জোর দিচ্ছেন বেশী। গ্রামে যে সব গরীব কৃষি মজুর, ভূমিহীন কৃষি মজুর আছেন তা'দের স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাদের উন্নতির জন্য হয়তো' অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামের যে সব গরীব সাধারণ মানুষ দীর্ঘকালীন খরায় এবং বন্যায় বা অন্যান্য ভাবে ক্ষতি-গ্রস্থ হন তা'দের উন্নয়নের জন্য তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আছে এটা মাননীয় শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং মানতে রাজী নন। আজকে এই কায়েমী স্বার্থবাদীরা বামফ্রন্ট সরকারের সকল উন্নয়নমূলক কার্যসূচীকে বানচাল করবার জন্য সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এবং তাদের এই ষড়যন্ত্র এখন ব্যাপক আকার ধারণ করছে। তারা গণতন্ত্র প্রিয় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। এই কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক্ষ লড়াইয়ে অংশ গ্রহন করবার জন্য আমি আজ দলমতনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকিলাব, জিন্দাবাদ।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এইখানে পেশ করেছেন এটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। আমাদের উন্নয়নের জন্য বাজেট করতে হয় কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য দিয়ে। এই বাজেটের সাহায্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি যাতে আমরা রূপায়ন করতে পারি তার জন্য মূখ্যমন্ত্রী এই বাজেটে কিভাবে টাকা বরাদ্দ করেছেন তা তিনি তাঁর বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। তবে এক দিনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নত করে ফেলতে পারব সেই আশা করতে পারি এই সীমিত কেন্দ্রীয় সাহায্য দিয়ে। তাই আমাদের মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে প্রতিবন্ধকগুলি ক্রমে ক্রমে দূর করতে হবে। আমাদের ত্রিপুরাতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তৈল সম্পদ উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আমাদের এ রাজ্যে বন্যা হয়, তাকে রোধ করার জন্য কি করা দরকার তাও এই বিধানসভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে। সেটা

আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই না। আমি শুধু এই কথাই উল্লেখ করতে চাই যে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক অবস্থাটা আমাদের অনুকূল। ত্রিপুরায় যে পাহাড় পর্বত আছে সেগুলিকে আমারা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারি। মৎস্য চাষের দিক দিয়েই হোক, জলসেচের দিক দিয়েই হোক, অথবা বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়েই হোক। কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে এক দুই বৎসরে করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত শিল্প আমরা গড়তে চাই তাও আমরা ভালভাবে এখনও কিছুই করতে পারি নাই। কংগ্রেসী আমলে শিল্পের নামে যে টাকা আসতো তা দিয়ে তারা শিল্প করে নাই। সেগুলি তাদের বাড়ীতে চলে যেত। মাননীয় সদস্য দ্রাউ রিয়াং বলেছেন আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কথা বলে থাকি। এম, এল, এ হিসাবে আমি শুধু কাঞ্চনপুরের এম, এল, এ নয়, আমি সারা ত্রিপুরার এম, এল, এ। কিন্তু ত্রিপুরার মাটিতে তাঁদের যেটুকু অস্তিত্ব আছে তা থেকেও নিশ্চিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আমরা জানি বামফ্রন্টকে ত্রিপুরার জনসাধারণ নির্বাচিত করেছেন এবং তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব থাকবে জনসাধারণের। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলতে পারি যদি কোন লোক বামফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ন করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়, চক্রান্ত করে মানুষের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাহলে আমরা সেটা সহ্য করব না। কাজেই আমরা বলব উনারা কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে সামগ্রিকভাবে নিয়ে থাকেন।

আর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার জন্য কিছু টাকা ধরা হয়েছে। তবে শহরের মধ্যে হাসপাতাল আছে, সাবডিভিশন্যাল শহরগুলিতে হাসপাতাল আছে, আর বাকী গ্রামের মধ্যে কোন হস্পিট্যাল নাই। শহরে যে সমস্ত হস্পিট্যাল আছে সেগুলিতে ঔষধপত্র নাই। সাবডিভিশনে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে সেগুলিতেও ঔষধপত্র নাই। তবে গ্রামের মানুষ চিকিৎসার জন্য যদি হাসপাতালে যায় তারা যেন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়, এটা আমাদের দেখতে হবে। এখন যে সমস্ত গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে এবং ইতিমধ্যে খোলার জন্য বাড়ী ইত্যাদি তৈরী হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় যেন ঔষধপত্র গিয়ে পৌঁছে এবং গ্রামের মানুষ যাতে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয় সেটা আমরা আশা করব। ঔষধপত্র দিয়ে গ্রামের সমস্ত বাড়ীতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এছাড়া আমাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে রয়েছে ২৯ শতাংশ উপজাতি, তারা সমাজের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর জাতি। তারপরেই আছে তপশীলী জাতি। এই উপজাতি-দের জন্য আমরা গত বিধান সভায় একটা স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ করেছি, আমাদের সেটাকে কার্য্যকর করতে হবে। শুধুমাত্র উপজাতিদের ক্ষেত্রেই একটা কিছু করলে চলবেনা, তপশীল জাতি যারা আছে, তাদের জন্যও আমাদের কিছু করতে হবে। গত মাসে দিল্লীতে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের জন্য রাজ্যে রাজ্যে যে সব কমিটি আছে, সেগুলির একটা কনফারেন্স হয়ে গিয়েছে এবং সেই কনফারেন্সে এই কমিটির একজন চেয়ারম্যান হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি এবং তপশীলী জাতিদের যে অবস্থা, তা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের লক্ষ হচ্ছে বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে এই উপজাতি এবং তপশীল জাতি যে ভাবে সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে, তাদের উন্নতির পথে যাতে কোন রকম বাধা না আসে, সেটাই আমাদের দেখতে হবে। কাজেই তাদের উন্নতির জন্য যত

রকমের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একটা দুঃখের কথা যে আমি গত ১ বছর ধরে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস ওয়েল ফেয়ার কমিটির একজন চেয়ারম্যানের পদে ব্রত আছি এবং এই কমিটির কাজ করতে গিয়ে এই উপজাতি এবং তপশীলদের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু জানার দরকার ছিল এবং জানার জন্য আমরা সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে কতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানানোর জন্য বারে বারে অনুরোধ করেছিলাম। ডিপার্টমেন্ট গুলির মধ্যে অবশ্য সামান্য সংখ্যক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ ডিপার্টমেন্ট সেগুলি জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কাজেই আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথা বলতে পারি যে আমাদের সরকারের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় দরকার আছে। কারণ ত্রিপুরার জনগণই আজকে আমাদের এখানে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন, কাজেই তাদের অভাব অভিযোগ কি আছে, না আছে, সেটা আমাদের ভাল করে দেখা দরকার। আর তা না হলে জনগণ অবশ্যই আমাদের বিচার করবেন। কাজেই প্রশাসনের দিক থেকে আমাদের সঠিক ভাবে এজন্য কতগুলি দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে হয় যে সে দিক থেকে চিন্তা করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের প্রশাসনিক কাটামোটা বড় দুর্বল, আমাদের অনেক অফিসারই সঠিক ট্রেনিং প্রাপ্ত নয়। কিন্তু জনগণ যখন আমাদের সরকারে পাঠিয়েছেন, তখন তাদের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত এবং সেগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হতে পারে তার জন্য অবশ্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। কাজেই আমি আশা করব যে আগামী দিনে সরকারের যে কার্যসূচী আছে, সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে যদি কোন রকম বাধা আসে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ জন-সাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এগিয়ে আসবে। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ –মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৭৯-৮০ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন; তাকে আমি পুরাপুরি ভাবে সমর্থন জানাই। গত ৩০ বছর আমরা কংগ্রেসের বাজেট দেখে এসেছি, সেই বাজেট তৈরী হত বড় বড় জোতদার, জমিদার, মহাজন এবং কালো-বাজারীদের স্বার্থে কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিঃস্পেষিত নিপীড়িত সর্বস্তরে দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। কাজেই সেই দিক থেকে বিচার করে বলতে হবে যে আমাদের এই বাজেট একটা ঐতিহাসিক বাজেট এবং শোষণমুক্ত বাজেট। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, মাত্র ১৮ মাস হল, এই ১৮ মাসের মধ্যে বামফ্রন্ট জনগণকে নির্বাচনের সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, সেগুলি একে একে করে চলেছেন। সমাজের নিঃস্পেসিত, বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাদের উন্নতির জন্য বামফ্রন্টের যে কর্মসূচী, তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামীণ যে বেকার, গ্রামের মধ্যে যে কর্মক্ষম লোক আছে, ছোট, মাঝারী যে সব কৃষক আছে, তাদের খাজনার বোঝা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, বর্গাদার বর্গা সর্ত্ত দিয়ে, তাদের

বর্গাকে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করে শিক্ষার সুযোগকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে যে সব ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, লেখা পড়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপরে আমরা দেখেছি যে দীর্ঘদিন উপজাতিরা তাদের ৪ দফা দাবী নিয়ে কংগ্রেসের আমল থেকে আন্দোলন করে আসছে, কিন্তু তাদের সেই আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের কোন রকম সহানুভূতি ছিল না, কংগ্রেস সব সময় তাদের সেই আন্দোলনকে একটা উপেক্ষার চোখে দেখে এসেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপজাতিদের যে ৪ দফা দাবী, তাদের সমস্যা সমাধানের যে দাবী তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। আর এভাবে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মেহনতী মানুষের উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তাকে রূপায়িত করতে চাইছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য ত্রিপুরাতে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ, যাদেরকে জনগণ গত নির্বাচনে আস্তাকুঁড়ে নির্বাসিত করেছিল, তারাই বামফ্রন্ট সরকারের কাজের কোন রকম সমালোচনা না করতে পেরে, ঐ আমরা বাঙ্গালী এবং আনন্দ মার্গের সহায়তায় একটা উশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে যে সমস্ত কাজ করতে চাইছেন, তার পথে বাঁধা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেন ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা, যাতে ত্রিপুরাতে আবার বড় লোক, জোতদার মহাজনদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে ত্রিপুরাতে মেহনতী মানুষ এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন এবং তরো নিজেরাই প্রতিক্রিয়াশীলদের যে চক্রান্ত চলছে, তার সমুচিত জবাব দিবেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের পিছনে এসে দাঁড়াবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। আমরা এটাও দেখতে পাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে কৃষির উপর নির্ভরশীল, এই রাজ্যের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভর। আমরা গত ৩০ বছরে দেখেছি যে এই কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের জমিতে যে পরিমাণ জলসেচের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল, তার খুব কম অংশই তারা করতে পেরেছিলেন এবং গ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা সুষ্ঠ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কৃষির উন্নতির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করেছেন নূতন নূতন লিফট ইরিগেশান এবং ডাইভার্শান স্কীমের মাধ্যমে। কিন্তু আমি বলব যে এটাও আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনের অধিক বাড়তি ফসল উৎপাদন করা যেত, তাহলে বর্তমানে আমাদের যে পরিমান খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে, তার আর করতে হবে না, অর্থাৎ আমাদের অনেক কম খাদ্য বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গোমতী নদী যে সমস্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তার দুই পাশে অসংখ্য ছড়া আছে। কাজেই সেইসব ছড়াতে বাঁধ দিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে তাহলে সেখানে বাড়তি ফসল কৃষকেরা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। সেই সব ছড়াতে বাঁধ দিয়ে ডাইভার্শান স্কীম করে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কৃসকেরা তিন ফসল করতে পারবে। এবং সেই দিক থেকে বামফ্রন্ট

সরকারকে আমি আহবান জানাচ্ছি যে এই বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা হাতে নিবেন। আর আমি এখানে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি। আমরা দেখেছি গত ৩০ বছর যাবত দেখেছি যে আমাদের অমরপুরের সাবডিভিশনের হেডকোয়ার্টারে কোন দৈনিক বাজার আজও গড়ে উঠে নাই। আমরা দেখেছি যে যারা গ্রাম থেকে কৃষিজাত পণ্য নিয়ে আসে —এটা আমি গত ৩০ বছর যাবত দেখে আসছি যে বৃষ্টি হলে তারা রাস্তার পাশে বসে থাকে। এর ফলে রাস্তা দিয়ে মানুষের বিশেষ করে স্কুলের ছেলে মেয়েদের চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যদিও অমরপুরের পাশে কোন খাস জমি নেই। তবু আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি যে সরকার যেন জমি অধিগ্রহণ করেও যাতে অমরপুর হেডকোয়ার্টারে একটা বাজার গড়ে উঠে সেই ব্যবস্থা করেন। আর একটি জিনিষ— যোগাযোগ ব্যবস্থা—সারা ত্রিপুরায় ১০টা সাবডিভিশানের মধ্যে অমরপুর এই যোগাযোগ-এর ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে রইশ্যাবাড়ী ইত্যাদি এলাকা—সেইসব এলাকাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই নাই। সেই সব এলাকাতে কোন রোগীকে যদি অমরপর আনতে হয় তাহলে তাকে দুই দিন নৌকাতে থাকতে হবে ঠিক তেমনি অবস্থা চেলাগাং প্রভৃতি এলাকার। সেখানে একটি মাত্র ডিসপেনসারী আছে কিন্তু সেখানে কোন ডাক্তার নেই। একজন রোগীকে অমরপুর আনতে হলে ১৯ কিলোমিটার পথ নৌকা দিয়ে আসতে হবে। এই সব ব্যবস্থা গত ৩০ বছর কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে—সেগুলি আজকে আমরা দূর করেছি। কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যা করেছি--- তাতে আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি যে তারা সেই সব সমস্যার সমাধানে যত্নবান হবেন এই বিশ্বাস আমার আছে। এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট আগামী বছরের জন্য পেশ করেছেন তাতে ১১ কোটী টাকার কিছু বেশী ঘাটতি দেখান হয়েছে। এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা তিনি পান নি। এর সংগে সংগে সরকার পক্ষের কিছু কিছু মাননীয় সদস্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে--- তা আগামী বছরের জন্য বেশ বাড়িয়েই ধরা হয়েছে। এবং এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ হবে। মাননীয় সদস্য নরেশ ঘোষ এই কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথার মধ্যে কন্ট্রাডিক্টরী আছে সেটা হচ্ছে---সীমিত ক্ষমতায় বেশ বাড়িয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে তাঁর নিজের বক্তব্যর মধ্যে বলেছেন যে এই বাজেট পূর্ণাংগ হয় নাই। এই বাজেট ব্যবস্থার সংগে সংগে ত্রিপুরার মানুষ আনন্দ প্রকাশ করেন নাই বরং হতাশ হয়েছে। তাছাড়া প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে রয়েছে এবং প্রশাসনকে সবল করার জন্য যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার দ্বারা জনগণের কল্যাণ হতে পারে না। কাজেই এখানে কতগুলি ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে এই ত্রিপুরাতে উত্তোরোত্তর বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় যে সংখ্যা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেড়েছে। আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ত্রিপুরার বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার এবং এর মধ্যে ৭/৮ হাজার চাকরী দেওয়ার পরও এখন বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮

হাজার। কাজেই ত্রিপুরাতে যে ভাবে বেকার-এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে এই সরকার তার মোকাবিলা করতে পারছে না। আমরা দেখেছি যে আগরতলা, কৈলাসহর এবং যতনবাড়ী আই. টি. আই. ট্রেনিং প্রাপ্ত বেকার তার সংখ্যা প্রায় ৫০০। তারা বার বার মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোন কাজ হচ্ছে না। আই. টি. আই.র শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের নানা ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। এই সমস্ত বেকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সুষ্ঠু নির্দেশ এই বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাদের কোন পথে চালনা করা হবে এই বাজেটে আমরা দেখছি না। (ইন্টারাপশান) হস্তশিল্প অচল শিল্পগুলিকে পুনরায় চালু করে শিল্পগুলিকে পুনরোজ্জীবিত করে বেকার সমস্যার সমাধান করার কোন কথা এই বাজেটে নেই। বামফ্রন্ট সরকার শুধু আগরতলাতেই সীমাবদ্ধ। পাহাড় অঞ্চলের গরীব চাষীদের কোন কথার উল্লেখ নেই। কারণ আমরা দেখতে পাই, ঐ পাহাড় অঞ্চলে দিনের পর দিন গরীব চাষীদের তাঁতগুলি অচল হয়ে পড়েছে, তার কোন হিসাব নেই। আজকে বামফ্রন্ট মুখেই শুধু বলছেন, অচল তাঁতগুলিকে সচল করে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, এই সমস্ত দিকে বামফ্রন্ট যান নি। এখনও প্রচুর তাঁত শিল্প, হস্ত শিল্প অচল হয়ে পড়ে আছে। যেগুলি সচল করা হয়েছিল, সেগুলি ২।১ মাস চালু থাকার পরই আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেছে। কাজেই সেগুলি সুষ্ঠু ভাবে চালু রেখে বেকার সমস্যা হ্রাস করার কোন পরিকল্পনা সরকারের এখানে আছে বলে আমি মনে করছি না।

তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে আমি বলতে চাই, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁাছে দেওয়া হবে এই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ঠিক এমনি ধরনের কথা আমরা গতবারের বিধান সভায়ও শুনেছিলাম। গত বছর আমরা দেখেছি আরো অনেক কিছু। তখন বলা হয়েছিল, এত মাইল, এত কিলোমিটার বিদ্যুৎ গ্রামে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে স্যার, এই কথাগুলি বাজেটের কাগজের মধ্যেই শোভা পায়। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন রূপ দেওয়া হয় নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেলদের উন্নয়ন করার কথা বলা খুবই সহজ। এই জন্যই এই বিধানসভায় আমরা বার বার শুনতে পাই, ট্রাইবেলদের উন্নতি করা হবে, তাদের জমি ফেরৎ দেওয়া হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কোন জমি ফেরৎ পায় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট বইতে আমরা দেখতে পাই, ১৭৩১টি ক্ষেত্রে জমি প্রত্যর্পণের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ১২৭৭টি ক্ষেত্রে তা কার্য্যকরী করা হয়েছে। আমরা জানি, ১২০০টি নয়, ১২টির ক্ষেত্রেও তা কার্য্যকরী হয় নি। যা করা হয়েছিল তা আবার দখলদারি যারা তারাই দখল করে নিয়েছে। কাজে কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের অকর্মন্যতার জন্য এটা করা সম্ভব হচ্ছে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কৃষির ক্ষেত্রে পূর্বসূরী বক্তারা অনেক আলোচনা করেছেন। আমি এখানে কিছু বলতে চাই। এখানে এই বাজেট বইতে উল্লেখ আছে, এই বছর ৩০,০০০ হেক্টর জমির মধ্যে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তা

হয় নি। আমরা সারা ত্রিপুরায় ভ্রমন করেছি, এমন কোন জায়গা দেখতে পায়নি যেখানে সুষ্ঠু ভাবে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ এখানে বলা হয়েছে, ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আমরা খুবই দুঃখিত। এই মাননীয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, জল সেচের জন্য এই বাজেটে যা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা যেন সষ্ঠ ভাবে এবং যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি, জানুয়ারী মাসে যখন এক বৎসর পার হয়ে যায়, তখন হঠাৎ তাঁদের খেয়াল হল যে, আগামী বৎসরের বাজেট করতে হবে, লোকদের দেখাতে হবে এই ত্রিপুরায় অনেক কিছু হয়েছে, কাজে কাজেই টাকা খরচ কর। এটার অর্থ আমাদের বুঝে নিতে কোন কষ্ট হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, এইখানে আমি বলতে চাই, রাস্তায় যে সমস্ত কাঠের পুল তৈরী করা হয়েছে, তা পঁচা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, যে রাস্তা তৈরী হওয়ার কথা তা তৈরী হয় নি। আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি ১৯৭৮ এর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে কৃষি এবং পি,ডাবলিউ,ডি দপ্তরের ৬০ শতাংশ টাকা ফেরৎ গেছে। খরচ করতে না পারার জন্য। এই খবরের যখন কোন প্রতিবাদ করা হয় নি, তখন আমরা তা সত্যি হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। আমরা যখন এখানে প্রথম আসি তখন আমরা শুনেছিলাম যে, কংগ্রেস আমলে বাজেটের টাকা যথাযথ ভাবে খরচ হতো না, বাজেটের টাকা ফরৎ যেত, ট্রাইবেলদের টাকা ফেরৎ যেত, বিভিন্ন ডেভলাপমেন্টে খাতের বরাদ্দ কৃত টাকা ফেরৎ যেত এই সমস্ত কথা। কিন্তু এখনও ঠিক একই চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। জল সেচ ব্যবস্থা করার জন্য সরকার ৫০০ টি পাম্প সেট দিয়েছেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এই সমস্ত পাম্প সেট আনার সময় টেকনিক্যাল ম্যান দিয়ে চেক করিয়ে আনা হয় নি ত্রিপুরায়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই পাম্প সেটগুলির বেশীর ভাগই অচল হয়ে পড়ে আছে।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—আমকে আর পাঁচ মিনিট বলতে দিন স্যার। এখানে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প। খুব ভাল প্রকল্প এবং চলছেও এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কাজটা গ্রামাঞ্চলে কি ভাবে চলছে, যারা গ্রামের মানুষ তারাই প্রমাণ দিতে পারবে। আমি এখানে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের কাজ হচ্ছে না। গ্রামের এই কাজের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে গ্রাম প্রধান কিংবা মেম্বারদের উপর। তাঁরা পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীর সঙ্গে সহযোগিতা করে টাকা লুট করছে। আমি এখানে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি, কাঞ্চন ছড়া পঞ্চায়েত বাঁধ নির্মানে প্রধান ব্রজ ত্রিপুরা প্রচুর টাকা ব্লক থেকে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি সি,পি,এম, এর প্রধান এই বলে তিনি ২,৫০০ টাকা নিয়ে গেলেন। নিয়ে যাওয়ার পর তিনি ৯০০ টাকা দিয়ে ঠিকাদার নিয়েছেন। ঐ ঠিকাদার আবার পরবর্তী একটি লোক ঠিক করল ৭০০ টাকা দিয়ে। ঐ পরবর্তী লোক আবার পরবর্তী লোক নিয়োগ করল ৪০০ টাকা দিয়ে। একটা বাঁধ দিতে গিয়ে আজকে এই ভাবে হাজার হাজার টাকা মারা হচ্ছে। ঐ কাঞ্চন ছড়ার কাছে বন্যা নিয়ন্ত্রণে একটি বাঁধের জন্য ১০,০০০ টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমনই বাঁধ হয়েছে সেখানে মাঘ মাসের সামান্য বৃষ্টিতে কাঞ্চনছড়ার বাঁধ জলে ভেসে গেছে।

(গণ্ডগুল)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ব্লক থেকে এই ভাবে টাকা মারা হচ্ছে। আজকে ঐ কাঞ্চনছড়াতেই একটি বালোয়ারী বাগান করার জন্য ৫০০ টাকা ব্লক থেকে দেওয়া হয়েছিল। মাত্র ১০ টাকা খরচ করে সেখানে মরিচের বাগান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের গ্রামে হাজার হাজার ওয়ার্কার, সি,পি,এম, ওয়ার্কার ৯৭০·৭৭ পয়সা ব্লক থেকে নিয়েছিল কাজ করার জন্য। কিন্তু সে কাজ না করে নিজের ঘর তৈরী করেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দকরা হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার হয়নি। গরীব মানুষের কল্যাণর নামে অপব্যয় করা হয়েছে, এই অবস্থা সেখানে চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। শ্রীবিমল সিন্‌হা।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল যে ১৯৭৯-৮০ইং সনের বাজেটে হাউসে পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ, ভারতবর্ষের শ্রেণী বিভক্ত সমাজ একদিকে সামান্ত শ্রেণী, পুঁজিবাদী সমাজ অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষ যারা কলকারখানায়, মাঠে কাজ করে, এতদিন যে বাজেট রচনা করা হয়েছিল তা ঐ পুঁজিবাদী, সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থেই করা হয়েছে। গরীব মানুষের স্বার্থে করা হয় নি। ভারতবর্ষের যে সংবিধান রচনা হয়েছিল, সেই সংবিধান পুরোপুরি বুর্জোয়া প্রাণীর স্বার্থকে ধরে রাখবার জন্য, তাদের শাসন ক্ষমতাকে ধরে রাখবার জন্যই তৈরী করা হয়েছিল। সেই সংবিধানে শ্রমজীবি মানুষের জন্য কিছু কিছু কনসেশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার গত বৎসর ক্ষমতায় আসেন এবং এই ছোট ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ শ্রম জীবি মানুষের জন্য সংবিধানের সেই কনসেশনগুলিকে কাজে লাগিয়ে বাজেট তৈরী করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা জানি অনারেবল স্পীকার স্যার, পাঁচ পাঁচটা পরিকল্পনার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কোটি কোটি টাকা এসেছে। সেই কোটি কোটি টাকার বাজেট তৈরী হয়েছে। পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনাগুলি কার স্বার্থে ছিল? আমরা যদি বিগত ৩০ বছরের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখব যে বিগত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার নামে যে কোটি কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে, সেটা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রমজীবি মানুষের শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য। এবং মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের জন্য এই বাজেট তৈরী হয়েছে। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই এসেম্বলীতে যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেট কার স্বার্থে কাজ করছে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই বাজেট পক্ষপাতিত্ব করছে। কিন্তু কার পক্ষে? ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ, যারা গরীব,. শ্রমিক কৃষক তাদের পক্ষেই পক্ষপাতিত্ব করছে। এবং ত্রিপুরার কিছু পুঁজিপতি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু জোতদার যারা এতদিন এই সমাজকে ঠকিয়ে চলছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই বাজেটকে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার সমস্ত সেক্টরগুলিকে সমস্ত প্রশাসন গুলিকে জনগনের প্রশাসনের মধ্যে যাতে আনা যায় তারই প্রচেষ্টা প্রতিফলিত। এই বাজেটের সমস্ত কিছু বিশ্লেষন করা হয়তো এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তার মধ্যে আমি একটি পয়েন্ট বলছি। ত্রিপুরাতে ৫৬টি চা বাগান ছিল। কিন্তু সে

বাগানগুলি এতদিন নামে মাত্র ছিল, কার্যতঃ সে গুলির অবস্থা অত্যন্ত সূচনীয় ছিল। তারমধ্যে ১৪টি বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তার সাথে সাথে আরও অনেকগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কিন্তু এই বাগানগুলি ত্রিপুরার ভূমি সংস্কারের ১৩৬ ধারা অনুযায়ী ইণ্ডাষ্ট্রির পারপাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা এই বাগানগুলি যদি পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব যে বাগানের মালিক বাগান করার নাম করে জমি বর্গা দিচ্ছেন। বিগত ৩০ বছর ধরে এই অবস্থাই চলছে। যার জন্য ২/১টি বাগান সম্পর্কে আমাদেরকে এখনও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সেই সমস্ত বাগানগুলি জমিদারিতে চলে গিয়েছে। সেখানে বাগান করার কোন নাম নাই, ইণ্ডাষ্ট্রি করার কোন নাম নেই। সেই সমস্ত বাগানগুলির শ্রমিকদের নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। তাদের বাঁচার ব্যবস্থা রুদ্ধ প্রায়। সেই শ্রমিকদিগকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার পরীক্ষামূলকভাবে ২টি বাগানকে অধিগ্রহণ করেছেন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তো একদিনের মধ্যেই সমস্ত কিছু করতে পারেন না। বামফ্রন্ট সরকার এ মুহূর্তেই ঘোষণা করতে পারেন না যে ত্রিপুরার সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। কেননা আমি আগেই বলেছি যে সংবিধানের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। সংবিধানের মধ্যে শ্রমজীবি মানুষের জন্য যে কনসেশন দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। কনষ্টিটিউশন্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের মাধ্যমেই সেই মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করছেন। আজকে এই ভাবে সমস্ত বাগানগুলিকে নূতন করে সংস্কার করা হচ্ছে যাতে ত্রিপুরার হাজার হাজার শ্রমিক উপকৃত হন। তার মধ্যে ২টি বাগানকে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে অধিগ্রহণ করেছেন কো-অপারেটিভ সিষ্টেমে।

তারপর আমরা জমি হস্তান্তরের কথা সকলেই জানি। সেটা নূতন কোন সমস্যা নয়। সেই জমি হস্তান্তর কিভাবে ঘটেছে সেটা অনারেবল স্পীকার এবং অনারেবল মেম্বাররা সকলেই জানেন। এটা বামফ্রন্ট সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে কংগ্রেসের কাছ থেকে পেয়েছেন। যেখানে আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করেছেন। যারা রাজত্ব করেছেন তারা ট্রাইবেল ছিলেন, আর যারা শাসিত ছিলেন তারাও ট্রাইবেল ছিলেন। তারপরও ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা বার বার এই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন। সেই লড়াইয়ের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব, সেই লড়াইয়ের শ্লোগান ছিল—"ভূমিহীনদের ভূমি দাও, ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের উপর যে কর বসানো হয়েছে, সেটা বন্ধ কর। কিন্তু কংগ্রেস আমলের ফিউডাল সিষ্টেম ত্রিপুরার জনগণের কোন কল্যাণ করে নি। করতে পারে না। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে পরিকল্পনা করছেন, যেটা উপজাতিদের কল্যাণ করবে, কল্যাণ করবে অ-উপজাতি গরীব মেহনতী মানুষের। রিফিউজী—ইনফ্লাকস তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার রিফিউজিদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা রিফিউজিদের, উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন দেবে তার কারণটা ছিল তাঁরা ভেবেছিলেন এই উদ্বাস্তু রিফিউজিদেরকে তাঁরা একটা রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে ব্যবহার করবে। ত্রিপুরার সংগ্রামী ট্রাইবেল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপজাতি এবং

অ-উপজাতিদের যে প্ল্যাটফর্ম, যে মোর্চা আছে সেটাকে দুর্ব্বল করার জন্য, পঙ্গু করবার জন্য কিন্তু যেহেতু বুর্জুয়ারা নিজেদের ক্রাইসিস নিজেরাই সৃষ্টি করে, নিজেদের বিপদ, নিজেদের কবরখানা তারা নিজেরাই রচিত করে—হাজার হাজার উদ্বাস্তু যারা এই দেশের মধ্যে আসছেন, প্রতিদিন যেমন জিনিষপত্রের দাম বুর্জোয়ারা তাদের মুনাফার স্বার্থে বাড়িয়ে তুলছেন, তত বেশী এখানকার উদ্বাস্তুরা যারা জমি কিনেছেন তারা আবার উদ্বাস্তু হলেন। আজকে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের নাম নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল তছরূপ করেছেন, লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন নিয়ে জমি দেবার নাম করে তারা লুটের রাজত্বের সৃষ্টি করেছিলেন। ৩০ বছর ধরে দীর্ঘ মেয়াদী ক্যাম্পেন তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে এই সমস্যা তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু জোতদার, জমিদার ট্রাইবেলদের ঠকিয়ে, প্রতারিত করে তাদের জমি আত্মসাৎ করেছেন। ৩০ বছর যাবৎ গণমুক্তি পরিষদ-এর নেতৃত্বে, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বুর্জুয়া এবং জমিদারদের শাসনের বিরুদ্ধে ট্রাইবেলদের জমি উদ্ধারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ৩০ বছর ধরে সংগ্রাম করে আসছেন। অনারেবল স্পীকার স্যার, এই আন্দোলন যখন চলছে তখন সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেস সরকার পাহাড়ী বাঙ্গালীদের একতাকে দুর্বল করবার জন্য, শ্রমজীবি মানুষের একতাকে দুর্বল করবার জন্য কায়েমী স্বার্থের শাসনকে, কায়েমী স্বার্থকে আরো লাভবান করবার জন্য তাঁরা ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে ৩০ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করছেন। আজকে সেখানে ট্রাইবেলদের জমি উদ্ধারের প্রশ্ন আসছে কিন্তু ট্রাইবেলদের জমি হঠাৎ এক দিনে উদ্ধার করা যাবে না, এক দিনে করা সম্ভবও হবে না কারন এটা একটা বিরাট সমস্যা—

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি আর কত মিনিট বলবেন ?

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ--- অনারেবল স্পীকার স্যার, আমাকে আরো পাঁচ মিনিট সময় দিন। আজকে জমির যে সমস্যা সেটা এক দিনে শেষ হবে না। কংগ্রেস সরকার তো এই ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারা রচনা করেছিলেন যে ট্রাইবেলদের জমি কোন বাঙ্গালী বা অ-উপজাতি কিনতে পারবে না কিন্তু কংগ্রেস সরকার কতটা সেই দায়িত্ব পালন করেছেন ? তাঁরা তো ত্রিপুরা মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাঁরা তো ট্রাইবেলদের উদ্বাস্তু করার জন্য ১৮৭ ধারা কোন দিন কার্য্যে পরিণত করেন নি, কোন দিন ইমপ্লিমেন্ট করেন নি, এনফোর্সমেন্টের জন্য কোন রকম একশ্যান আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কোন গভর্ণমেন্ট রেকর্ড খুজলে পাওয়া যাবে না কারণ তাঁরা ইচ্ছা করেই সেটা করেছিলেন কাজেই আজকের সমস্যাটা এক দিনে সৃষ্টি হয় নি, এক দিনের মধ্যে সে সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হবে না। সেখানে আজকে বামফ্রন্ট সরকার সুচিন্তিত ভাবে কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রাইবেলদের জমিগুলি যাতে পুনঃ উদ্ধার করা যায় তার জন্য স্বাভাবিক ভাবে উদ্বাস্তু বাঙ্গালী যারা পূর্ব বাংলা থেকে আসছেন মহাজনদের কথা ছেড়ে দিলাম কিন্তু একজন গরীব বাঙ্গালী যিনি ১০।২০ বছর আগে এক টুকরা জমি কিনেছেন সেই জমির মধ্যে আবাদ করতে গিয়ে এক কোমর মাটি খোদাই করে কড়ুই গাছের মুড়া তুলেছেন তারপর সেখানে উতলার মধ্যে কলাগাছ ঢুকিয়ে দিয়ে গাছ রোপন করেছেন, কিন্তু সেই জমি আজকে যখন জোর করে নেবার প্রশ্ন উঠবে তখন স্বাভাবিক

ভাবেই দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, মানুষ ভুল বুঝবে কাজেই সেখানে বলতে চাই সুস্পষ্ট বোঝাপড়া এবং সুচিন্তিত স্টেপ নেওয়া উচিত। অনারাবল স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের সেই ১৮৭ ধারাকে সংশোধন করেছেন এবং হস্তান্তরিত জমি পুনঃ উদ্ধারের ফলে যে বাঙ্গালী ভূমিহীন, গরীব ভূমিহীন হবে তাকে গভর্ণমেন্ট থেকে... স্কীমে ৪,০০০ টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। আজকে আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ১২টা কেসের কথা বলেছেন, উনি ভুল কথা বলেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ জানাই উনি দায়িত্বশীল মানুষ এবং বিধানসভার সদস্য হিসাবে অসত্য কথা তিনি বলতে পারেন না, বলাও উচিত নয়। তিনি প্রেক্টিক্যালি প্রমাণ করুণ যে ১২টা কেস হয় নি। আমি নিজে ওয়ান বাই ওয়ান নাম বলে প্রমাণ করতে পারি বিধানসভার সামনে শুধু কমলপুরের মধ্যেই একটা অঞ্চলে ৩২ থেকে ৪৮টা কেস আমরা বোঝাপড়ার মধ্যে ফেরৎ এনেছি এবং উদ্বাস্তু যারা ভূমিহীন হয়েছেন সেই ভূমিহীন কৃষকদের তাদের আবার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে . স্কীমে টাকা গেছে, এই সম্পূর্ণ সত্যটাকে ইচ্ছা করে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে যারা শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের হাতে একটা চিত্র তুলে ধরা। সেটাকে নিয়ে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গড়ে তুলে পাহাড়ে পাহাড়ী কাট, বাঙ্গালী কাট এই ধরণের পরিবেশ তৈরী করবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র-এর চেষ্টা চলছে কাজেই আমি বলছি অসত্য ভাষণ দেওয়া উচিত নয় কারণ মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ১২টা কেস যে হয় নি বলেছেন সেটা ঠিক নয়। অনারাবল স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ৩০ হাজার হেক্টার জমি জল সেচের আও-তায় আনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ৩০ হাজার একর জমি সেটা কি বামফ্রন্টের আমলে এক বছরের মধ্যে হয়েছে নাকি কংগ্রেসের আমলে হয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বছর আগে কতগুলি স্লুইস গেট করা হয়েছিল এবং কতগুলি লিফট ইরিগেশ্যান করা হয়েছিল কিন্তু আজকে সেই দায়িত্ব নিতে হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে। কংগ্রেস সরকারের আমলে এমন কতগুলি লিফ্‌ট ইরিগেশান করা হয়েছিল সে স্থান দিয়ে কোন দিন নৌকা চলতে পারে নি। বিরাট রকমের একটা নৌকা করেছেন অর্থাৎ একটা অর্ণামেন্টের মত সেখানে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়েছে তাই বামফ্রন্ট সরকার আজকে সেটাকে সংস্কার করার চেষ্টা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব নিয়েছেন ৩০ হাজার একর জমি জল সেচের আওতায় আনবেন অর্থাৎ পুরানো আমলের অসংস্কার, ভাঙ্গা বাতিল জিনিষগুলিকে কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলবেন। ফুড ফর ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে গরীব মানুষের সাহায্য হচ্ছে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামের গরীব মানুষদের ঘি, রুটি, পুলাউ, মাংস, বিলডিং তুলে দিতে না পারেন কিন্তু ত্রিপু-রার দীন মজুর ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপুরার দীন মজুর বাঙ্গালীদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার শপথ নিয়েছেন যে ত্রিপুরার কোন ট্রাইবেলকে তারা মরতে দেবেন না, ত্রিপুরার কোন বাঙ্গালীকে তাঁরা মরতে দেবেন না অন্ততঃপক্ষে একটা শুকনা রুটি এবং এক ফোটা জল খাইয়ে তাদের বাচিয়ে রাখবেন তার জন্যই আজকে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করা করা হচ্ছে। অনারাবল স্পীকার স্যার, এই বাজেট হচ্ছে পুরোপুরি শ্রেণী স্বার্থের বাজেট, এই বাজেট হচ্ছে গরীব শ্রেণীর স্বার্থের তৈরী করা বাজেট। ইম্প্লিমেন্টেশ্যানের দায়িত্ব

জনগণের এবং প্রশাসনের। জনগণ যতটুকু সম্ভব সজাগ হবেন, সচেতন হতে পারবেন তত বেশী বাজেট কার্যকরী হবে। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১লা জুন ১৯৭৯ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এই বাজেট গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে রচনা করা হয়েছে কিন্তু যুব সমিতির বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই বাজেটে ঠিকভাবে রচিত হয় নি মন্তব্য করেছেন। বাজেটে যে ২৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে সেটা জনগণের কল্যাণের জন্যই ধরা হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ে-জঙ্গলে যারা এতদিন কোন ঠাসা ছিল তারা বুঝতে পারবেন। গত ৩০ বছর ধরে পাহাড়ে-জঙ্গলে যে কায়দায় রাজনীতি চলছে সে কায়দায় এখন আর রাজনীতি করা চলে না তারই প্রতিফল হিসাবে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। তারই উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে চাই যে গতবার পূজার সময় কাপড় এবং শাড়ী দেওয়া হয়েছে সেটা ডলুছড়ার প্রধান তিনি তার স্বার্থে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেন। আজকে তারা বলে, কাঞ্চনছড়া গাঁওসভা যে সব সড়ক তার উপর ছোট ব্রীজ করে হাজার হাজার টাকা সেখানে খরচ করা হয়েছে। যে জিনিষ ক্রয় করা হল সেটা আপনারা বললেন না, যে, হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে যেহেতু একটা গ্রামে ছোট একটা রাস্তার মধ্যে ব্রীজ করা হয়েছে, সেখানে তারা করতে পারে ৫০০ অথবা ৬০০ বা ৭০০ টাকায়। তারা সেখানে হাজার হাজার টাকা লুট করে, এই কথাটা আজকে এই দিনে তারা উপস্থিত করছেন। তার কারণ উপজাতি যুবসমিতির সমস্ত সদস্যরা এইখানে এই জন্য এই প্রস্তাবটা সমর্থন করতে পারে নাই। গত ৩০ বছর এই ভাবে এই কাঞ্চন ছড়াতে লুট করেছেন, আজকে তারা সেইভাবে লুট করতে পারে নাই। এই জন্য কাঞ্চনছড়া প্রধানের বিরুদ্ধে আজকে এই বিধানসভায় যে ভাবে সদস্যরা বলছে সেটা উদ্দেশ্যমূলক। সেটা কোনদিন হতে পারে না। কারণ এইখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে উপজাতির মধ্যে শুধু কাঞ্চনছড়ায় নয়, সর্বত্র ও সব জায়গায় আজকে কোনঠাসা। এই জন্য আজকে উপজাতির কর্মীরা সেখানে আত্মসাৎ করতে পারে নাই। সেজন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ওদের লোকের মধ্যে এখনও দ্বন্দ্ব। আজকে বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর তারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ ৩ বছরে ছামনু রাস্তা হয় নাই। আজকে, সেই ছামনু মাণিকপুর পর্যন্ত আজকে শেষ হওয়ার পথে চলছে। কাজেই রাস্তা ঘাট আজকে বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার সাথে সাথে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সকল গ্রামে যে ভাবে আজকে রাস্তার মধ্যে কাজ করছে সেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট, যে কংগ্রেস সরকার ৩০ বছরের মধ্যে করতে পারে নাই সেটা আমরা ১টি বছরের মধ্যে তা করতে পারছি। ৩০ বছরের রাস্তাঘাট যাতে এখনও কোন গ্রামের রস্তা নাই সেটা আপনারা একবারও বলেন নাই। কোথায় কি ভাবে রাস্তা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেটকে এই সমর্থন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—সুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১লা জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছিলেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে, যে এই বাজেট বিচার বিশ্লেষণ করে তৈরী হয়েছে। বিগত দিনের কংগ্রেসের বাজেটের চাইতে এই বাজেটে সার্বিকভাবে গ্রামের গরীব অংশের খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে কথা এখানে বলা হয়েছে। এখানে গ্রামের গরীব অংশের মানুষকে উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা এই বাজেটে আছে। এখানে যে মূল পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টের অর্থাৎ নয়টা পয়েন্টের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। এবং মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তা আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখি গ্রামের গরীব অংশের, কৃষক ভূমিহীন দিনমজুর বর্গাদার সমস্ত মানুষের সমস্যার সমাধান হতে পারে। মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা যেটা বলেছেন, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাতে এসে তার আইন কাননের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াদের তৈরী সংবিধানের মধ্য দিয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যতটুকু অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আছে তাকে সামনে রেখে গরীব মানুষের যাতে কিছুটা কল্যাণ করা যায় ততটুকুই সেখানে করা যাবে, এই বাজেটের মধ্য দিয়ে। এবং মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লষণ করেই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। বিগত দিনে যে বাজেট তৈরী করা হত সেই বাজেট আর আজকের এই বাজেট সম্পূর্ণ আলাদা। এইজন্য নয়টা পয়েন্টের মধ্য দিয়ে সেটা উল্লেখ করার চেষ্টা করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বাজেট সে বাজেটে গ্রামমুখী, সেটা শহরকে ভিত্তি করে নয়। শহরের কতিপয় ধনিক গোষ্ঠী এবং কিছু সামন্ততন্ত্রদের জন্য এই বাজেট তৈরী হয়নি। মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে গরীব অংশের মানুষেরই কিছুটা সুযোগ সুবিধা হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে অস্বীকার করছেন যে, এই বাজেট গরীব মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বা গরীব মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। এটা ঠিক যে উনারা বিরোধী দল হিসাবে সমালোচনা করা তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব। তা তারা পালন করছেন। এটা বিরোধিতা করছেন স্বাভাবিক নিয়মেই। উনারা বিধান সভাতে ভাল জিনিষটাকেও সমর্থন করতে পারেন না। ভালটাকে উনারা বিরোধিতা করেন সব সময়েই। এই বাজেটও যে বিরোধিতা করবেন এটা স্বাভাবিক জিনিষ। স্বাভাবিক এই কারণে যে, শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে উনারা চেয়ারে বসেছেন সেই শ্রেণীর স্বার্থে এই বাজেট তৈরী করা হয় নি। সেই শ্রেণীর স্বার্থ এই বাজেটে রক্ষা করা হচ্ছেনা। এবং গ্রামে যে জোতদার এবং সামন্ততন্ত্র, পুঁজিপতিরা এবং শহরে যারা পুঁজিপতি তাদের স্বার্থে এই বাজেট রক্ষা করা হয়নি। যারা গ্রামের গরীব অংশের মানুষ গত ৩০ বছরে নিপীড়িত হয়েছে তাদের স্বার্থে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। এটা যদি ষ্টেটকটিস ধরা যায় এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাবে যে, ৩০ বছরে গ্রামে যারা প্রচুর জমি নিয়ে বসেছিল তারা আজকে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থা কেন সৃষ্টি হল সেটা মৌলিক দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করলে বুঝা যায়। বিগত দিনের সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে কোণ আইন প্রণয়ন করেন নি। ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার প্রশ্নে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রশ্নে, কৃষকদের জমিতে জল সেচের প্রশ্নে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করি, গরীব মানুষের স্বার্থ সেখানে রক্ষা করা হয়নি। বরং

সেখানে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকে সেখানে রক্ষা করা হয়েছে। গত ৩০ বছরের এই অবস্থাকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার তার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন। আমরা দেখেছি যে যাদের জমি ছিল, সে জমি হারিয়ে তারা ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। এবং যে উপজাতির জমি ছিল সে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাতে আসার পর সে জমি কিভাবে বিলি বন্টন করা যায় তার ব্যবস্থা নিচ্ছে। যারা ১০০ বা ১৫০ কাণি জমি দখল করে বসে আছে, তাদের কাছ থেকে সে জমি নিয়ম অনুযায়ী সিলিং করে যে সমস্ত জমি বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত করেছে সেই জমি পুঁজিপতিদের সামন্ততন্ত্রদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে দিনমজুর ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাতে আসার পর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। উদ্বৃত্ত জমি ছিনিয়ে এনে ইতিমধ্যে বিলিবন্টনের কাজ এখন শুরু হয়ে গেছে। সেটা পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারি এবং পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছি যে জোতদারদের হাত থেকে সেই সমস্ত জমি ছিনিয়ে এনে দিনমজুরদের হাতে সেগুলি বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকের বাজেট সমর্থন করতে পারছেন না যারা বলছেন সেই দ্রাউবাবুর বা হরিনাথবাবুর প্রচুর জমি আছে। তারা জমি বর্গা দেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে তারা আইন প্রণয়ন করে বর্গাদাররা যাতে আরো বেশী উৎসাহ নিয়ে বেশী প্রোডাকসান করতে পারে আরও বেশী উৎপাদন করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এই বাজেটে বর্গাদারদের প্রতি বেশী নজর দেওয়া হয়েছে। সেই জন্যই উনাদের মত লোকেরা এটা সমর্থন করতে পারছেন না। এই বাজেটকে সমর্থন করতে তারা পারেন না। যেহেতু আজকে এই বাজেট এখানে তৈরী করা হয়েছে এবং বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেট সম্পূর্ণ গরীব মানুষের জন্য আমরা পরিস্কার সেখানে লক্ষ করেছি, যে গতবার যে টাকা এখানে খরচ করা হয়েছে, এবং পুরোপুরি খরচ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ওনারা সমালোচনা করেছেন, সে টাকা খরচ করা হয়নি বলে। আমি প্রশ্ন করতে পারি, আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে, এবং যে স্কুল ঘর তৈরী করা হয়েছে তাতেও প্রচুর অর্থ খরচ করা হয়েছে। আপনারা মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে পর্ষদের যে বৈঠক সেই বৈঠকে ত্রিপুরা সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টাকা বরাদ্দকৃত হয়েছে এবং সেই টাকা যেভাবে দ্রুত খরচ করা হয়েছে, তাতে খুশী হয়ে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে, সুপারিশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কি এটা প্রমাণ করে না, যে ত্রিপুরাতে যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে এবং সেই টাকা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বরাদ্দ করেছে, সেই টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হচ্ছে না। সেখানে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা বলেছেন যে আপনারা চান না বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকুক, আপনারা চান না বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থেকে এই ধরণের বাজেট করুক এবং ভূমিহীন দিনমজুর ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে সেখানে বাজেট তৈরী করুক। আপনারা আতংকিত হয়েছেন এই কারণে রাতারাতি খবর জেনেছেন কত তাঁতী এবং উপজাতি তাঁতীদের মধ্যে সূতা বন্টন করা হয়েছে। এই পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে ৮ হাজার তাঁতীকে সূতা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা হিসাব করে দেখুন এই পর্য্যন্ত কত উপজাতি তাঁতী সূতা পেয়েছে। তার সমালোচনা না করে উপলব্ধি করার

চেষ্টা করুন, যে সরকার কি পদ্ধতিতে কাজ করছে। আমরা পরিস্কার জানি উপজাতিদের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে আপনারা দিল্লী থেকে বিল আনার চেষ্টা করছেন। এবং স্বায়ত্ব শাসনের প্রশ্নে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই স্বায়ত্ব শাসনে বামফ্রন্ট সরকার আইন করেছেন। তাতে খরচ করার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন শহরগুলি নানা দিক দিয়ে উন্নত কাজেই শহরের রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নতি না করে, গ্রামের উন্নতি করার দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন। গ্রামের বাজারগুলির উন্নতির জন্য পরিকল্পনাও সরকার নিয়েছেন। গত আথিক বছরে কৃষকদের স্বার্থে /সরকার কিভাবে খরচ করেছেন, কৃষকদের জন্য সরকার সেচ তৈরী করা হয়েছে। আজকে এটা হয়নি ওটা হয়নি এই শ্লোগান দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং যে গরীব মানুষ সরকার তৈরী করেছেন সেই গরীব মানুষের কথা আজকের বাজেটে বেশী করে স্থান পেয়েছে। গ্রামের দিনমজুর কৃষকদের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে, ভূমিহীনদের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে, তাতে ক্ষিপ্ত হচ্ছে পুঁজিপতিরা এবং বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। ভূমিহীনদের আন্দোলন যাতে জোরদার হতে না পারে তার জন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে। আপনারা আজকে শুনেছেন বিধানসভায় কৃষকসভার নেতা সুরেশ পালকে খুন করা হয়েছে। কারণ তিনি আজকে ভূমিহীন, দিনমজুর, কৃষকদের আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন। কাজেই তাকে খুন করা হয়েছে। সুরেশ পাল খুন হয়ে গেলে তাদের চোরাকারবার আরও জোরদার হয়ে উঠবে। তারা শ্লোগান দিচ্ছে আমরা বাঙ্গালী তোমরা উপজাতী যুব সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক বীজ সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট তাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, জুন মাসের ১ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে আমি বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে সমর্থন করি। প্রথম পদক্ষেপে আমরা দেখেছিলাম বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে তার নির্বাচনী ইস্তাহারকে রূপদান করার জন্য বাজেট পেশ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরাবাসী দেখেছে যে সেই পদক্ষেপ প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণ হয়েছে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট আমরা দেখেছি। এই বাজেটের মধ্যে প্রথমতঃ কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ এই চারটাকে মুখ্য ভূমিকা রূপে সামনে আনা হয়েছে। এবার আগের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কৃষিকে সম্প্রসারিত করার জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এটাকে আটকিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য এবং জলসেচ ব্যবস্থাকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আমি মোটামুটিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা হইতে পাঁচটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেখেছি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে বাজেট করা হয়েছিল তা মাথা পিছু ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩৮ টাকা কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি

মাত্র ৮ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ মাথা পিছু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাত্র ১৯ টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ মাথা পিছু ৯১ টাকা আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ৩৭ টাকা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাথা পিছু ব্যয় ছিল ৬১ টাকা আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাত্র ৩২ টাকা। পঞ্চম শতক বার্ষিক পরিকল্পনায় মাথা পিছু ব্যয় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাত্র ৪৪ টাকা। পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে ভারতীয় ক্ষেত্রে হিসাব করলে দেখা যায়, মাথা পিছু ১৬১ টাকা, আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাত্র ৭৬ টাকা। তাহলে বিরোধী বন্ধুদের বুঝতে হবে যে সবভারতীয় যে বাজেট করা হয়েছে, তাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে অর্ধেকও নয়। কাজেই উন্নয়নশীল ভারতবর্ষে যে সব রাজ্য আছে, তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা সমকক্ষ রাজ্য। আপনারা সমালোচনা করেছেন, সমালোচনা এটা সবাই করতে পারে। কিন্তু একটা জিনিষ ত্রিপুরা রাজ্যে যে হচ্ছে, সেটা হল ফুড ফর ওয়ার্ক। এই ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য আমরা গত বছর প্রচুর টাকা খরচ করেছি। এবং প্রচুর কাজ করতে পেরেছি। যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জনগণের উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ লোক ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে কিছুটা উন্নতির দিকে গিয়েছে। একটা জিনিষ সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাস্তব অবস্থা সেটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে খোয়াই কমলপুর ও বিলোনীয়া বাঁধকে বন্যার জলে ভেসে নিয়ে গেছে তাই সেখানকার মানুষকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেছি। ত্রিপুরার যেটাকে বলা হয় লাইফ-লাইন সেই আসাম আগরতলা রোডে সব সময় জিনিষ-পত্র আনা নেওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত এই পথে রেল পথ হয়নি কাজেই এটাই আমাদের সমস্ত অসুবিধার কারণ। জিনিষ-পত্র আনার ক্ষেত্র শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায়ই আমাদের অসুবিধায় পড়ে থাকতে হয়। আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ইত্যাদি আনার ক্ষেত্রে আমাদের কত অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘ দিনের দাবী রেলপথ কিন্তু সেই রেলপথ আগরতলা পর্যান্ত আসেনি মাত্র কুমারঘাট পর্য্যন্ত আসছে। এই রেলপথের জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের অতিরিক্ত যে প্রকল্প সেটা হচ্ছে ডম্বুর। সেই ডম্বুর প্রজেকটে ৩টি ইউনিট বসানোর কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে ঐ তিনটি ইউনিটের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাতে ছোট ছোট শিল্প কলকারখানা এবং কিছু সংখ্যক জমিতে লিফট ইরিগেশনের কাজকে সাহায্য করবে এবং তার দ্বারা আরো বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন অর্থাৎ ও, এন, জি, সি, অনেকদিন ধরে কাজ করছেন। এইটা নিয়ে এই সভায় অনেক আলোচনা হয়েছে কাজেই এই আলোচনা আর বাড়াতে চাইনা। প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল যদি না পাওয়া যায় তবে আমাদের শিল্প কারখানা ও কর্মসংস্থানের যে সব কাজ তা কিছুই সম্ভব হবে না। কাগজ কল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এটা সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া যায়নি। এই যে অসুবিধা গুলি আমরা দেখছি সেই অসুবিধাগুলি আজকে আমাদের এই পূর্ণ বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে কিন্ত বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন যে তারা এই বাজেটে নুতন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা পূর্বে যা ছিল এখনও সেই থাকুক এই হচ্ছে উনাদের মনোভাব। অধিবাসীদের বিষয়ে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা আলোচনা করেছেন। কি দৃষ্টি-ভংগীতে এই সমস্যার সমাধান করা যায় এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন কাজেই এই সম্পর্কে আমি বেশী কিছু আলোচনা করতে চাইনা। একটি জিনিষ হচ্ছে ভূমিহীনদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬ হাজার ৩ শত ৫৬ জন হচ্ছেন ভূমিহীন, ৩ হাজার ১ শত ৯৫ জন হচ্ছেন গৃহহীন। ভূমিহীন-দেরকে জমি বণ্টন করা হয়েছে, যারা গরীব তারা জায়গা পাচ্ছে এটা ওঁদের সহ্য হচ্ছে না। শেষ যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে নুতন করে তাতে বলা হয়েছে যে ৩০ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ৭৯-৮০ সালের বিলে সেই প্রকল্পের জন্য ধরেছেন ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে গ্রামবাসীদের যাতে আরো উন্নতি হয় সেই জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই ৩৯টি ল্যাম্পস্ (এল.এম,পি.এস.) ও আরো ৬৪টি প্ল্যান্টস (পি.এস,এন, টি,এস,)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছেন তারা যাহাতে এই ল্যাম্পস্ ও প্ল্যান্টস-এর মাধ্যমে সমস্ত রকম সাহায্য পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্য নানা রকম প্রোগ্রামও ব্যাপক চেষ্টার কথা এখানে এই বাজেটের মধ্যে আছে। যার ফলে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এবং এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভার ১.৬.৭৯ ইং তারিখে অধিবেশনে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এটাকে প্রথমেই সমর্থন করেছি। আমি সমর্থন করি এই কারণে যে, ১৯৭৯-৮০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এটা ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ গ্রামীণ মানুষকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করবে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে একমাত্র এই ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাঙলায় ছাড়া আর কোন রাজ্যে এই ধরণের বাজেট তৈরী হয়েছে বলে ইদানীংকালে আমার চোখে পড়ে না। আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যারা আছেন আমার মনে হয় তারাও কোন কোন কাজে আমাদের সরকারকে সমর্থন করেছেন। উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে রক্ষা কবচ বিগত বিধানসভায় আনা হয়েছিল তাতে বিরোধী সদস্যগণ তাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমি আশা করি বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এই বাজেটকেও সমর্থন করবেন। যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তা' ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে এটা তাদের স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করছি। এই বাজেটের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কি চান এটা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। বিগত বিধানসভার নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার একটার পর একটা সেই প্রতিশ্রুতি

পালন করে চলেছেন। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন করে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের উন্নতি করা, শ্রমজীবী মানুষের উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। গ্রামাঞ্চলে অগণতান্ত্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গাঁওসভার নিবাচন ঘটিয়েছেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হতে শুরু করল। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন করা হচ্ছে। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায়। গ্রামাঞ্চলে আগে সাধারণ গরীব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ যারা আগে সারা বছর এর মধ্যে মাত্র কয়েক মাস কাজ পেত বাকি সময় তারা নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যে কাটাত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সব শ্রমজীবী মানুষের সারা বছরের কাজের সংস্থান করে দিয়েছেন। পৌরসভা ও গাঁওসভার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, উপজাতিদের রক্ষা কবচের দাবী ইত্যাদি বিধানসভায় পাশ করা হল। এবং বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন করা হল। ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্নীতি ছিল সেগুলি দূর করে দেওয়া হল। আগে যে সব ভূমিহীন জুমিয়ারা ছিলেন জমির সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। অথচ তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। এরকম বহু ঘটনা আছে। আমি দুই একটি এখানে বলছি। উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া তহশিলের বাউলছড়া, সুপ্তেছড়া গ্রামে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন এর কাজ সমাপ্ত হয়েছিল বলে কংগ্রেস আমলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু এটা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এখনও অনেক লোক ভূমিহীন রয়ে গেছে। এই সব ভূমিহীনদের কোথায় কিভাবে ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল তা আজও সম্পূর্ণ অজানা। এইভাবে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি সে দুর্নীতি আজও রয়েছে। তার পুরোপুরি অবসান হয়ে গেছে বলে আমি এমন কোন ঘোষণা দিতে পারি না। কারণ এখনও আমলাস্তরে সেই কংগ্রেসী আমলের সেই দুর্নীতিবাজরা রয়ে গেছে। তবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সকল দুর্নীতি আর যাতে না হয় তার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করছি, বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসী সরকারের আমলেও আইন করা হয়েছিল। কিন্তু কাগজে পত্রেই আইন ছিল। বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষায় কোন কিছুই করা হয় নি। আজকে যখন বামফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষায় সত্যি সত্যিই এগিয়ে গেছেন তখন কায়েমী স্বার্থবাদীদের দল এগিয়ে এসে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জোতদার মহাজনদের সংগঠিত করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। ৬ লক্ষ উপজাতির জন্য যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ হয়েছে, যেটা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষায় আছে তাকেও বানচাল করতে চেষ্টা করেছে এবং জোতদারদের মহাজনদের সংগঠিত করছে সারা রাজ্যব্যাপী। গত ৩০ বছর যারা কৃষক উপজাতি ভূমিহীনদের ঠকিয়েছিল সেই সমস্ত লোক বর্গাদারদের বিরুদ্ধে একটা সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তুলেছে আমরা বাঙ্গালী নাম দিয়ে, যে সংগঠনের মধ্যে আছে আনন্দমার্গী এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক। তারা পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে উস্কানিমূলক শ্লোগান তুলছে এবং এই সমস্ত জমিদার, মহাজন এবং চোরাকারবারীদের আনন্দমার্গ এবং ইন্দিরা কংগ্রেসীরা মদত দিচ্ছে। ওরা দেখছে বামফ্রন্ট সরকার একটার পর একটা

প্রতিশ্রুতি পালন করছে। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে একটা কর্মের জোয়ার এনেছে। গ্রামাঞ্চলে জলসেচের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যে ভূমিকা নিয়েছেন ইতিপূবে কংগ্রেসী সরকার সেই ভূমিকা নেওয়া তো দূরের কথা কোন উদ্যোগ তাদের ছিল না। যে সমস্ত সেচ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল, কত কোটি টাকা আয় হয়েছে, সেই আয়ের কোন হিসাব নাই। তাহলে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। কাজেই এইসব স্বার্থান্ধ মহাজন, জমিদার, তাদের সংঙ্গে চুক্তি হয়েছে সারা ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি জমিদার শ্রেণী, তারা একত্রিত হয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। সারা ভারতের জনসাধারণ জানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য জমিদার, একচেটিয়া পুঁজিপতি চক্রান্ত করে আসছে। ইদানীংকালে ত্রিপুরায় এই চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হয়েছে। এটা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের অজানা নয়। তাই আমরা লক্ষ্য করছি এইসব প্রতিক্রিয়াশীল হতাশাগ্রস্থ রাজনীতিবিদ যারা মানুষের দ্বারা বর্জিত হয়েছে বিধানসভায়, তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বর্জিত হয়েছে। আগরতলায় তারা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেও প্রত্যাখাত হয়েছে। সেইসব হতাশাগ্রস্থ রাজনীতিকেরা উঠে পড়ে লেগেছে বামফ্রন্ট সরকারকে সরাবার জন্য। তারা আচার্য বিনোবা ভাবের শ্লোগান সম্বল করছে। এইভাবে তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। কিন্তু একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেই এই আওয়াজ তোলা যায়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তারা আওয়াজ তুলছেন গো-হত্যা নিবারণের জন্য। এই ভাবেই আমরা দেখছি একই নীতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইজন্য এইখানে উপজাতিদের স্বার্থে কোন আইন করা চলবে না। ওরা আওয়াজ তুলছে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল মানছি না, মানব না। এরা সংখ্যাগুরু মানুষের কোন প্রতিনিধিও নয়, বরং ওরা বর্জিত। ওরা বুঝতে পারছে যে ওদের দিন শেষ হয়ে গেছে। ওরা হতাশ, তাই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। যারা ৩০ বছর মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে তারাই এখন নূতন পোষাকে এসে দাঁড়িয়েছে। সুখময়বাবু ত্রিপুরার ৬ লক্ষ মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিলেন এবং ভূমিহীন যারা বাংলাদেশ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছিল তারা কি করেছিল তখন। একদিনও তো তাদের জন্য তারা দরবার করেন নি দিল্লীতে যে কেন উদ্বাস্তুদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ? তারা কেন উদ্বাস্তুদের সম্মান বা স্বার্থ তারা রক্ষা করছেন না ? এইকথা তারা কোনদিন বলেন নি। এখন তারা বাঙালী স্বার্থের দরদী হয়েছেন এবং তারা বাঙালীদের উস্কিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। প্রথমত তারা বিভ্রান্ত হলেও দিনের পর দিন সেই বিভ্রান্তি কেটে যাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে ওরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তারা মানুষকে উস্কিয়ে সাম্প্রদায়িক দিক দিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আজকের দিনে মানুষকে উস্কিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আর. এস. এস. ইত্যাদি যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি ছিল আজকে তারাও হতাশ হয়েছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই বাজেট ত্রিপুরার ৯০ ভাগ গ্রামীণ মেহেনতি মানুষের স্বার্থের পক্ষে এবং জমিদার, মহাজন এবং বড় বড় ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে শতকরা ৯০ ভাগ লোকের স্বার্থে ত্রিপুরার বিধানসভায়

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন। আর এই দৃষ্টি কোণ থেকে, ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যে বাজেট বিধান সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার স্বপক্ষে আওয়াজ তুলেছেন। আজকে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এই বাজেট রচিত হয়েছে. এই বাজেট কোন জমিদার অথবা কোন কায়েমী স্বার্থে রচিত হয় নি। আর সেজন্যই আজকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। গত ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট যেমন মাত্র ১০ ভাগ কায়েমী স্বাথের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, আজকে ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেট তেমনি শতকরা ৯০ ভাগ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছে, কাজেই তারা আজকে আরও বেশী করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এই বাজেটের মাধ্যমে যখন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে ঘা লেগেছে, তখন তারা যে আর বেশী করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার মত কোন কারণ নাই। কাজেই এই বাজেটে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের, পাহাড়ের, বন্দরের এবং শহরের মানুষের উন্নতির কাজে রূপায়িত হবে, তখন ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ এগিয়ে আসবে, বামফ্রন্ট এই আশা রাখে। কারণ মাত্র ১০ ভাগ শোষক অথবা কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট রচনা করতে পারে না, ওদের জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার যাদের আশীর্বাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই এই বাজেট তৈরী করতে হয়েছে। কাজেই কায়েমী স্বার্থবাদীরা যতই চিৎকার করুক, বামফ্রন্ট সরকার তার মূল লক্ষ্য থেকে এক পাও পিছিয়ে যাবে না। শোষক গোষ্ঠী যতই চেষ্টা করুক না কেন, যত বিরোধীতাই করুক না কেন, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে কাজে লাগাইবে। কাজেই কায়েমী স্বার্থ বাদীরা কোন রকমে সফল হতে পারবে না। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট বরাদ্দ এই হাউসে উত্থাপন করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী মন্দিদা রিয়াং :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ১-৬-৭৯ইং তারিখে এই হাউসে ১৯৭৯-৮০ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে বিগত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী শাসনে অনাহার আর অর্দ্ধাহারে যে পরিমাণ লোকের মৃত্যু হয়েছে, সেগুলি আমি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে পারি। কারণ আমরা কংগ্রেসের ঐ ৩০ বছরের রাজত্বকালে এই অনাহার আর অর্দ্ধাহার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত লোকের মৃত্যু হয়েছে, সেগুলি তদন্ত করার জন্য অনেকবার দাবী জানিয়েছিলাম এবং কেউ যাতে অনাহার এবং অর্ধাহারে মারা না যায়, তার জন্য কাজের দাবীতে অনেক আন্দোলন করেছিলাম। সেই আন্দোলনে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ কি বাঙালী, কি পাহাড়ী সবাই আমাদের আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মানুষের সম-অধিকার আদায় করার বিষয় নিয়েও আমরা আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু ঐ কংগ্রেস সরকার তখন আমাদের এই সব আন্দোলনকে নানা ভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। সে যাহা হউক আজকে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ সাল থেকে যে উন্নয়মূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে, যে গণমুখী কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে তাকে রূপ দেওয়ার

জন্য যে বাজেট এই হাউসের সামনে এসেছে, আমরা তাকে সমর্থণ না করে পারি না। কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখে এসেছি যে কংগ্রেস শাসনের মধ্যে গত ৩০ বছরে শত শত লোক অনাহারে, অর্ধাহারে মারা গিয়েছে, কেন না ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিহীন জুমিয়া, গরীব কৃষক তাদের অনাহার অর্ধাহারে তখনকার দিনগুলি কাটাতে হয়েছে এবং তার থেকে কংগ্রেস সরকার তাদেরকে রক্ষা করতে পারে নাই। তারপরে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, কংগ্রেস সরকার রাস্তা ঘাটের দিকে তেমন কোন নজরই দেন নাই। অথচ এই বামফ্রন্টের আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আগে যেখানে রাস্তা ঘাটের কোন চিহ্নই ছিল না, এখন সেখানে রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে, অন্ততঃ আমরা বলতে পারি যে মানুষ যাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঁয়ে হেঁটে চলাচল করতে পারে, সেই রকম অনেক রাস্তা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র তৈরী হচ্ছে। আগে বিশেষ করে কংগ্রেস আমলে প্রত্যেক জুমিয়াদের পাঁচ টাকা করে একটা ঘর চুক্তি খাজনা দিতে হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর বঞ্চিত উপজাতিদের এই ঘর চুক্তি খাজনা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের যে খাদ্য নীতি, তার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি লোকও এখন পর্যন্ত অনাহারে বা অর্ধাহারে মারা যায় নাই। শুধু কি তাই, এই যে বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী যে খরা পরিস্থিতি চলছে, তাতে আমরা লক্ষ্য করছি যে অনেক জায়গাতে জলাভাব দেখা দিয়েছে। তাই জলাভাব দূর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যেখানে যা কিছু প্রয়োজন, যেমন যেখানে টিউবওয়েল করা দরকার, তা সেখানে করছে, যেখানে রিং-ওয়েল করার দরকার, সেখানে রিংওয়েল করছে এমন কি প্রয়োজনের সংগে তাল মিলিয়ে কাঁচ্চা কুয়াও খনন করা হয়েছে, যাতে করে গ্রামের লোকের পানীয় জলের কোন রকম অসুবিধা না হয়। কাজেই এই হাউসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের প্রভুত উন্নতি হবে, এই বিশ্বাস শুধু আমারই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের সবারই আছে। কাজেই আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী ফয়জুর রহমান ঃ---মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, গত ১লা জুন তারিখে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি। আমার সমর্থন করার কারণ হল, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই গরীব. আর এই ধরণের গরীব মানুষের স্বার্থেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কাজ করতে চাইছেন এবং গত ১৭ মাসে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে গরীব মানুষের স্বার্থে সব কিছু করে যাচ্ছেন। বর্তমানে এই বাজেট-এ আমরা যা দেখতে পেলাম —শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নানা পরিকল্পনা রূপায়িত হবে এবং এ কথা আমি বিশ্বাস করি। আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার গত ১৭ মাসে—যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সব প্রতিশ্রুতি একটার পর একটা পালন করে যাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই কর্ম-সূচী দেখে যারা বিরোধী তারা আজকে উঠে পরে লেগেছে, যেভাবে পারে এই সরকারের

সর্বনাশ করা হবে। তাই বিগত কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি, আজকে তারা বিভিন্ন ভাবে উপজাতি যুব সমিতি নাম নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় এবং বিপর্যস্ত করছে। এবং আমরা বাঙ্গালী নাম ধারী সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। এবং তারা এই ভাবে আস্তে আস্তে এই বিধান সভায় আবার আসতে চাইছে। তারা চাইছে এই ভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন হবে এবং কিছু দিনের মধ্যে তারা আবার এই বিধান সভায় আসতে পারবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এটা করছে। আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, বামফ্রন্ট সরকার এত দুর্বল নয়—ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাই বামফ্রন্ট সরকারকে এই ভাবে সরান যাবে না। বামফ্রন্ট সরকারকে মুখের কথায় সরিয়ে দেওয়া যাবে না। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ একটার পর একটা কাজ দেখে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় রেখেছেন, দুই চার জনের মুখের কথায় এই সরকারকে ধ্বংস করা যাবে না। আজকে যারা আমরা বাঙ্গালী তারা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মিটিং করছে—তারা ধর্মের নামে মিটিং করছে। কিন্তু সেই সব মিটিংয়ে ধর্মের কথা না বলে শুধু বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীতা করছে। আজকে ত্রিপুরার ৬ লক্ষ পাহাড়ীর জন্য আলাদা স্বশাসিত জিলা পরিষদ বিল করেছেন। এই বিলের মাধ্যমে আলাদা স্বায়ত্ব শাসন হিসাবে থাকছে। এই জিলা পরিষদের যে কমিশন থাকবে সেই কমিশনের কি লাগবে না লাগবে রাজ্য সরকার তার সাহায্য করবে। এই যে আমরা বাঙ্গালী এবং উপজাতি যুব সমিতি এর বিরুদ্ধে উঠে পরে লেগেছে। বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে মার্কসবাদী পার্টি বিগত ৩০ বছর ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য আন্দোলন করেছে। তাই আজকে এই ১৭ লক্ষ মানুষের সুযোগ সুবিধা করার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এসেছে। তাই তারা আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারকে ধ্বংস করতে চাইছে। তারা হল আমরা বাঙ্গালী এবং উপজাতি যুব সমিতি। কিন্তু এই বিধান সভায় (ইন্টারাপশান) কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি, করেছে এখন তারা উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালী করছে। কিন্তু ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি, কে ঘৃণা করে। আর বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য দ্রাউ বাবু এই হাউসে গরীব মানুষের স্বার্থে যে বাজেট এই বাজেটকে সমর্থন করলেন না। যদি সুখময় বাবুর বাজেট হতো তাহলে সমর্থন করতেন। তাই ত্রিপুরায় ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আমি উনাকে অনুরোধ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী কিছু বলব না। এখানেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১-৬-৭৯ ইং তারিখ যিনি মুখ্যমন্ত্রী—তিনি যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেট আমি সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি অনেক বাজেট দেখেছি কংগ্রেসের আমল থেকে—সেই বাজেট এবং এই বাজেটের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই বাজেট—আমাদের গরীব মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে। এবং সেই গরীব এবং গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ যারা সাধারণ কাজ কর্ম করে খায়, দিন মজুর, খেত মজুর, সাধারণ কৃষক—এবং আমরা গত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসন

দেখেছি এবং বিশেষ করে গত ৫ বছর এর মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে আরও লীলা দেখেছি। বাজেট কার্য্যকরী হল কি না সেগুলি দেখার অধিকার অবশ্য নিশ্চয় আছে। বিগত ৫ বছর কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব করেছিলেন এবং তারপর ত্রিপুরাবাসী আমাদের হাতে সরকার গঠন করার ক্ষমতা দেয়। আমরা সম্পূর্ণ ভাঙ্গা বাড়ীর মত নূতন করে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলেছি। গত পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষা দপ্তরের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব. নূতন কোন ঘর তৈরী করা হয়েছিল কিনা তার কোন হদিস আমরা পাইনি। এই বামফ্রন্ট সরকার-এর আমলে, আমরা ত্রিপুরাকে নূতন ভাবে গড়ে তুলেছি, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে নূতন, নূতন রাস্তা তৈরী করেছি এবং স্কুল ঘর যদিও আনাচে কানাচে তৈরী হয়নি তবুও আজকে আমরা কোথাও ভাঙ্গা স্কুল ঘর দেখতে পাই না —

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিসন বেঞ্চ ঃ — বিশালগড়ে গিয়ে দেখুন)

আমরা যে সমস্ত রাস্তা তৈরী করেছি, গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আগে অনেক হেঁটে রোগীকে নিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হত। কিন্তু আজকে এই ১৮ মাসে নূতন করে ডাক্তার-খানা খোলার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। আগে সাধারণ মানুষ সাধারণ দাদনের জন্য অফিসে অফিসে বি, ডি, ও, দের নিকট ধর্না দিত, অনাহারে মারা যেত। কিন্তু আজকে এই ১৮ মাসের মধ্যে কোন লোক না খেয়ে মরে নি। জঙ্গলে গিয়ে আলু তুলতে হয়নি। কাজেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকারেরর পক্ষ থেকে যে বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে তা যদি রূপদান করা হয় যথাযথ ভাবে, তাহলে এখানকার গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হবে। বিরোধী দলের নেতা দ্রাউ কুমার মহাশয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা বাজেটের টাকার অঙ্ক দেখে আমি বুঝতে পারছি না। উনি বলছেন, বাজেটে বহু টাকা ধরা হয়েছে। আমি জানি না, টাকা ছাড়া সরকার বা দেশের উন্নতি কি করে হবে। তিনি হয়ত মনে করেছেন, কংগ্রেস আমলের মত বাজেটে বহু টাকা ধরা হয়েছে এবং সে টাকা নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করে যা বাকী থাকত তা দিয়ে কাজ করানো হত। আপনাদের এখানে চিন্তা করা উচিত ছিল, গত এক বছরে কোন টাকা ফেরৎ গিয়েছে কিনা এইটা ভেবে দেখে বলা উচিত ছিল। একদিকে উনারা বলছেন, কৃষকদের জন্য কোন জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়নি, আবার অন্যদিকে বলছেন কিছু কিছু পাম্প সেট দেওয়া হচ্ছে। এই অল্প সংখ্যক পাম্পসেট দিয়ে কি হবে। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন কিনা, উনারা কোন খোঁজ খবর রাখেন না। কংগ্রেস আমলে কত শত পাম্পসেট বিভিন্ন গ্রাম সভায় দিয়েছেন? যে সব পাম্পসেট দেওয়া হয়েছিল, তা অচল অবস্থায় ছিল। এইগুলিকে আজ মেরামত করা হচ্ছে। আপনারা ঘুরে ফিরে দেখুন, বিভিন্ন গ্রামে ডীপ টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত স্লুইচ গেট বন্ধ ছিল সেগুলিকে চালু করেছে বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় খরার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই আর জলের কোন অসুবিধা হবে না। মাননীয় হরিনাথ বাবু বলেছেন যে, আমরা যে সমস্ত বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী প্রকল্প চালু করেছি তার মধ্যে লেখা পড়া জানা লোক কম। আমি তা বুঝতে পারছি উনার এ কথা বলার কি উদ্দেশ্য। উনার বক্তৃতায় বলেছেন, যতনবাড়ী, পানিসাগর থেকে শিক্ষিত হয়ে বেকার অবস্থায় পড়ে আছে। যতনবাড়ীতে একমাস হয়েছে চালু হয়েছে, এর মধ্যেই শিক্ষিত হয়ে কি করে বেকার হল, আমরা বুঝতে পারছি না। যতনবাড়ীতে এখনও ভাল করে শুরু হয়নি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি ভুল করছেন। পত্রিকায় উঠিয়ে নেবে। মাননীয় সদস্য, যতনবাড়ীতে এখনও চালু করা হয়নি ।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ঃ— অন্তত পক্ষে হাউসে সত্য তথ্য পরিবেশন করবেন, এই আশা করব এবং তাঁদের কাছে অনুরোধ করব । আর একটি কথা এখানে হরিনাথ বাবু বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার কিছুই কাজ করেন নাই, মার্চ মাসে তাড়াহুড়া করে টাকা খরচ করেছেন। সারাটা বছর ত্রিপুরায় ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে রাস্তাঘাট হল তিনি কি গ্রামে ঘুরে তা দেখতে পাননি। তিনি আরো বলেছেন গ্রাম প্রধান নাকি টাকা আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু আমি যদি এখানে হিসাব দেই, তাহলে দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন, উনারা কতটুকু কি করছেন। সদর বিভাগের ওয়াকিনগর গাঁওসভার যে প্রধান আছেন তিনি উপজাতি যুব সমিতির নকসারাই দেববর্মা। অনিল দেববর্মা তার সহকর্মী। তিনি তাঁকে সার্টিফিকেট দিলেন যে, তকিরাই নামে যুব সমিতির আঞ্চলিক নেতা বামফ্রন্ট সরকার যখন ঘোষণা করল বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকল্প গ্রহণ করবে তখন নকসারাই দেববর্মা, সুকুরাম দেববর্মা, অনিল দেববর্মাকে দিয়ে অফিস থেকে কিছু কাগজ চুরি করিয়ে সেই সুকুরাম দেববর্মার নামে অনিল দেববর্মাকে চাকুরী পাইয়ে দিল । আমি এই তথ্য তদন্ত করার জন্য এই সভার কাছে আবেদন রাখছি ।

শ্রীদশরথ দেববর্মা ঃ— এখানে আর তদন্ত করার দরকার হবে না। এইটা ঠিক সুকুরাম দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে এডাল্ট অ্যাডুকেশন শিক্ষক নেওয়া হয়। অনিল দেববর্মা নিজেকে সুকুরাম দেববর্মা পরিচয় দিয়ে চাকুরীতে যোগদান করে। গাঁওপ্রধান অনিল দেববর্মাকে সুকুরাম দেববর্মা বলে সার্টিফিকেট দেন। এটা ধরা পরার পর সুকুরাম দেববর্মাকে আমরা চাকুরীতে জয়েন করার কথা বলি এবং অনিল দেববর্মাকে কাজ করতে নিষেধ করা হয়।

শ্রীমনীন্দ্র দেব ঃ— কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথা বলছিলাম, এখানে যাতে ভুল তথ্য পরিবেশন না করেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— পয়েন্ট অব অর্ডার, এখানে বাজেটের উপর কোন বক্তব্য না রেখে হৈ হুল্লা করা হচ্ছে কেন ?

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ঃ---আজকে আমরা সত্যি সত্যি জনকল্যাণমূলক কাজ করছি বলে উনারা আমাদের বাজেটকে সমালোচনা করছেন। আমাদের এই বাজেট জনস্বার্থের বাজেট। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আর কোন মাননীয় সদস্য বাজেটের উপর আলোচনা করবেন ?

ককবরক

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,

ই বাজেট ন আঙ সমর্থন খীলাইখা। তবে খুগ্ অ মুখ্যমন্ত্রী ছামানি—৩১৫ কোটি টাকা যে পাঁচ বৎসর পরিকল্পনা চংজকমানি রীজাকয়া, একমাত্র রীখা ১৮৬ কোটি টাকা ছে রীজাগ অ। তবে ব' ব বোকামীয়া, ছুলা অ দাই না ওইছে তারপর তেই

বিরোধীতা খীলাইঅই চিনি মুখ্যমন্ত্রী ছাকা, কেন্দ্রীয় সরকার ন। তবে কংগ্রেস আমল বা সুখময় সেননি আমল বীছীক মান হীমালে মাত্র ৭০ কোটি টাকা মানখা পাঁচ বৎসর পরিকল্পনা নি বাগীই। তবে তাম ইয়াং সংগঠনকর সমর্থন রীয়া? ত্রিপুরা অ অংখা ৬৮৯টা গাঁওসভা নটিফায়েড এরিয়া রীখে। তবে মাত্র চীঙ সতর ভাগ, নুকখা, তবে অন্যান্য এলাকা অ ছাই মানয়া। চিনি বিলোনীয়া সাব ডিভিশনন অ উনপঞ্চাশ গাঁওসভা—অ ছাল প্রতি ন ছামুং তাংজাক খা ৭০০—৬০০ প্রত্যেকটি গাঁওসভা অ ছামুং তাং অ, প্রত্যেকটি যে ত্রিপুরা রাজ্যনি গাঁওসভা অ সতর ভাগ কাজ চলিখা। তিনি যে বামফ্রন্ট বাজেট খীলাইমানি সাধারন বরক নি বাগীই অনেক উপকৃত আংগানী হীনীই আও আশা খীলাই অ। আও পুরাপুরি ন সমর্থন মা রীঅ। তবে তিনি উপজাতি, যারা উপজাতি যুব সমিতি ছুঙ, বরক চিন্তা খীলাই না বান্‌তা। তাম হীন চিন্‌তা খীলাই না বানতা হীনমালে, নিরকনি রাজনীতি আংখা

নকফাংরক যে ফান রীমানি কক। নরক ছীকাং হীনখা মুইয়া চাখীই চানাই গোদক চানাই পাইয়াই এক ঔংদি হীনকা। বিনি পাশাপাশি অংখা প্রতিক্রিয়া রক হীনথক জাকখা নিরক ব বাঙালীরক এক আংছিদি। ঔংকলক ঔংকলক জলিই তংখা যে রাজ-নীতি নি বহক মাই কীরীই আপনি ছুং ছীবা ন সাহায্য খীলাই। চিন্তা খীলাইদি ব-ন-ন। যতহে চিন্তা খীলাই না বান্তা তবে আপনে ছুং ওয়ানছুকদি, ভাবিদি যে চিনি পরিকল্পনা খীলায়মানি একটা আপনে ছুং ন এই যে চিনি হাউসে আপনে ছুঙ একজন সদস্যন অ দল তংগ। যে প্রতিক্রিয়া শক্তি আপনে ছুং মখরীই রহরনী। তবে নখরীই রীফান আপনে ছুং বাই বরক কুতুকলাই তংগ। রাজনীতি অ তামনি কুতুকলাই তাংগীই তাবুক নিরকনি শ্লোগান কীরীই বা। অতি বিপ্লব অতি উগ্র, সমস্ত জাগা জাগা ট্রেনিং রীরীঅই চীঙ বামফ্রন্টনি বাগীই বহুত জাগা জাগা ক্ষতি ঔংগীই তংগু তকজাগু বুজাগ খে নানা রকম বিভ্রান্তি খীলাইজাক তংখা। তাবুক খে হাচাল তংতি রীই নাইতিই তংখা। তাবুক বামফন্ট সরকার যে তিনি বাই থাংখেলাই তবে চিনি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কীরীই। নাই-মান গীরাক কিনতু, তবে আপনেছুং চিন্তা খীলাইনা বান্তা যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত রক্ষা খীলাই না হীনকে সমস্ত লড়াই "আমরা বাঙ্গালী" নি মোকাবেলা খীলাইদি। আং প্রতিটি গ্রাম অ থাংওই খীনা ও তাম উপজাতি ছুঙ বা বামফ্রন্ট নিপাত যাক্‌ হীন্‌ আমরা বাঙ্গালী ব বামফ্রন্ট ন নিপাত যাক্‌ হীন্‌ অ, তাম' বহাই? হাই হীনীয় জন সাধারণ ছীঙগ। হীনখে আও ছাকাতা, রীইছুম হাই রীইছুম হাই ইয়াফাও থান্‌ছা বছক আলগা খে ছুরুই তংমা নুকয়াদা? আও তেইব ছাকা জন সাধারণ ন, আহাই ন বরগ, তিনি তা ছাড়া তিনি যে পরিকল্পনা নালায়মানি যতন থান্‌ছা খেছে, নাওইছে খা বাই ছামুং নাজাকনাই। তিনি যে এই যে, দ্রাউ কুমার রিয়াং ব ছামানি যে, শিল্প, কুটীর শিল্প গড়িই তুবুই মানয়া হীনীই, তামখে গড়িই খীলাই নাই। ৩১শে ডিসেম্বর সময় নক ছুকছা বাইনানি হীন খে বা অসুবিধা। ইস্কুল ছুকছা জাকখা, বাজার ছুকছা জাকখা, সমস্ত ছুকছা বাইখা। জাগা জাগা সমস্ত প্রতিক্রিয়া রগ ছুক ছাখা। তাছাড়া কিছা কিছা রীজাক খা, Autonomass District Council বিল পাশ খীলাইজাক তাম মানখা হীনামলে "আমরা বাঙালী

বাচাছালাহা। ওল বরগ বাই চৗং ছামুং তাংনানি কাহাম খে তাংগৗই থাংনাই। তৗই থাংনানি ন আপনে ছুং একটা শিক্ষা ন, আপনেছুংব—
বুচিজাক ছি. বুচি তৗতৗই বুচিয়া তা ঔংদি। হাইকে চৗং বিপদছে কৗছানাই। তবে ওয়ানছকগু যে আপনে ছুং। চিনি সি, পি, এম পার্টীরগ তাম হীন/গত ৩০ (ত্রিশ) তারিখঅ আং থাংকা তিন গড়িয়া অ, আরনি অ বাম উপজাতি যুব সমিতিনি মেম্বার, গাঁও সভানি মেম্বার যে গ্রাম সেক্রেটারী ব ডিলার অংখা ৫০০ লেবারনি রাং চাই থাংকা। বন আং থাংগৗই নুক্‌খা কিন্তু আর প্রধাননি কেন চেস্টা কৗরৗই, প্রধান ব কৗরৗই, মেম্বাররগ ছিমিছে। তাছাড়া আপনে ২৮ তারিখ থাংখৗনা যে সদস্য যে দ্রাউকুমার রিয়াং, আং ৩০ (ত্রিশ) তারিখ ইন্টারভিউ রমজাগৗ। ঐ অবনি বাগৗই এই ল্যাণ্ড রিজার্ভনি বাগৗই আং Interview রৗনা থাংগৗ। তাছাড়া যে হাউজিং লোন হৗমানি ট্রাইবেল যারা গরীব ন পাঁচজনা রৗমানি আর নি প্রধান ব নরগ নি ন। কিন্তু প্রধান লেছিয়ানু প্রধান ন ছাকা নীং। জন ৫০০ খে লোন মানাই ১০০ জন তাবুক নাই চাই পাইখা। প্রধান আর ছাকা আরনি অবস্থা। তবে এই যে চিনি মাননীয় যে সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং কোন নীং মানখৗনা কিন্তু মুংছা পুংয়া মনে খৗলৗই অ, তাই মনে খৗলাই অ ই গাঁও সভানি প্রধান ডিলার বিধান সভাঅ Example রৗমানি· বরক কৗনৗই দা মান মাচায়া মা নীংয়া দা, থৗই আহাই বাগৗই আং চং তা। তিনি মুখ্যমন্ত্রীনি বাজেট সম্পূর্ণ সমর্থন রুওই আনি বক্তব্য পাইখা।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপ-অধ্যক্ষ মহাশয়,—এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। তবে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, ৩১৫ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরের জন্য যে পরিকল্পনার স্থির করিয়াছেন তার মধ্যে মাত্র দেওয়া হইয়াছে ১৮৬ কোটি টাকা। তবে সেও বোকা নয়. পকেটে টাকা ভরে নিয়ে তারপর বিরোধীতা করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তবে কংগ্রেসের আমলে বা সুখময় সেনগুপ্তের আমলে পাঁচ বৎসর পরিকল্পনার জন্য বাজেট ছিল মাত্র ৭০ কোটি টাকা। তবে তারা কেন সংগঠনে সমর্থন দিচ্ছে না? ত্রিপুরাতে নোটিফায়েড এরিয়াসহ ধরিলে ৬৮৯টি গাঁওসভা। তবে মাত্র আমরা দেখেছি ১৭ ভাগ, অন্যান্য এলাকায় জানি না। আমাদের বিলোনীয়া সাব ডিভিশনে উনপঞ্চ গাঁওসভাতে প্রত্যেকদিন কাজ চলছে ৭০০—৬০০ জন। এইভাবে প্রত্যেকটি গাঁওসভাতে কাজ চলছে। প্রত্যেকটি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গাঁওসভার ৭০ ভাগ কাজ চলছে। আজকে যে বামফ্রন্ট সরকার বাজেট করেছেন তা সাধারণ লোকের জন্য সুবিধা হবে তা আমি আশা করি। আমি পুরাপুরিই সমর্থন করছি। তবে আজকে উপজাতি যারা, উপজাতি যুব সমিতির চিন্তা করার দরকার। কেননা আপনাদের রাজনীতি হচ্ছে, তোমাদের নেতারা সেকথা বলছেন। আপনারা আগে বলছেন—যারা মুইয়া চাখৗই খার গোদক খায় তারা সবাই এক হও। তার পাশাপাশি হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলেরা বলার সুযোগ পাচ্ছে যে বাঙালীরা এক হও। এবং ওরা গোপনে

উত্তেজিত হয়ে, উঠছেন। যাদের পেটে ভাত নেই। আপনারা তাদের সাহায্য করছেন কি এটা চিন্তা করে দেখুন। সকলেরই চিন্তা করা উচিত। তবে আপনারা চিন্তা করুন, ভেবে দেখুন আজকের যে পরিকল্পনা তৈরী করা এর পেছনে আপনাদের সদস্যরাও আছেন। যে প্রতিক্রিয়া শক্তি এটাকে ধ্বংস করা উচিৎ। এই প্রতিক্রিয়া চক্র পরোক্ষভাবে তৈরী হলেও আদর্শগতভাবে আপনাদের সঙ্গে বিরুদ্ধ দেখা দিয়েছে। কেন আপনাদের এখন সেই শ্লোগান নেই ? অতি বিপ্লব, অতি উগ্র, সমস্ত জায়গায় জায়গায় ট্রেনিং দিয়ে আমাদের বামফ্রন্টের উপর নানা রকমের ক্ষতি চেষ্টা করা হচ্ছে। যার দুর করা হচ্ছে, নানাভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, এখন দূর থেকে দেখে হাসছেন ? এখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে গেলে তবে আমাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকবে না। দূর থেকে চেয়ে থাকতে পারবে না কিন্তু, তবে আপনারা চিন্তা করার দরকার যে, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত রক্ষা করতে হলে সমস্ত লড়াই করে "আমরা বাঙালীদের" সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আমি প্রত্যেকটি গ্রামে গিয়ে শুনি যে উপজাতিরা বলেন বামফ্রন্ট নিপাত যাক্। আমরা বাঙালীরাও বামফ্রন্ট নিপাত যাক্ এটা কেমন ? এ রকম ধরণের কথা জনসাধারণ জিজ্ঞেস করে থাকেন। তারপর আমি বললাম, রসুনের মত গোড়া এক কিন্তু আগাতে ছড়িয়ে আছে। আমি আরও বলেছি জনসাধারণকে, তারা এই রকমই। তাছাড়া আজকে যে পরিকল্পনা করিয়াছি তা সবাই মনে প্রাণে কাজ নিতে হবে। আজকে এই যে দ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন—শিল্প-কুটীর শিল্প গড়ে তুলতে পারছেন না, কিভাবে গড়ে তুলতে পার'বন বলুন না। ৩১শে ডিসেম্বরের পর বাড়ী ঘর-পুড়ে ফেলবে। স্কুল ঘর পুড়ছে, বাজার পুড়ছে সমস্ত পুড়ে ফেলছে। জায়গা জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীল পুড়িয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে, অটোনোমাস ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল পাশ করা হয়েছে। এর পরেই "আমরা বাঙালী" সংস্থা উদ্ভব হয়। পরে তাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হলে আপনাদের বুঝা উচিৎ। আপনারাও অনেক কিছু বুঝেন, বুঝেও অবুজ হবেন না। নাহলে আমাদের বিপদ হবে। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, আমাদের সি, পি, এম, পার্টী কি বলে, গত ৩০ তারিখ তিনগড়িয়াই গিয়েছিলাম, সেখানে উপজাতি যুব সমিতির মেম্বার তিনি পাঁচশ লেবারের টাকা খেয়ে ফেলেছেন। কিন্তু প্রধান কোন চেষ্টা করেননি। প্রধান ছিলেনই না। শুধু মেম্বাররা ছিলেন। তারপর ২৮ তারিখ মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং সেখানে গিয়েছিলেন। আর আমি গিয়েছিলাম ৩০ তারিখ। ঐখানে আমি ল্যাণ্ড রিজার্ভবের জন্যে ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম। এছাড়া যে ৫ (পাঁচ) জনকে হাউজিং লোন দেওয়া হইয়াছিল, তারাও সকলেই আপনাদের লোক। কিন্তু প্রধানও জানেন না আমি জিজ্ঞসা করেছিলাম। জন পাঁচশ টাকা লোন নিয়ে ১০০ জন সেই টাকাগুলি খেয়ে ফেলেছেন। একথা আমাকে প্রধান বলেছিলেন। তবে এই যে আমাদের মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং এখানে কিছুই বলছেন না। আমি ম:ন করি ঐ ডিলার ও গাঁও প্রধান যাদের Example এই বিধানসভায় দিলাম তারা কি না খেয়ে আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীনকুল চন্দ্র দাস।

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসের কাছে যে বাজেট পেশ করেছেন, সে বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এটা বলছি যে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার মানুষ-এর আমুল পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ বারে বারেই আমরা বলছি যে আমাদের ক্ষমতা সীমিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাও সীমিত। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজ্য সরকারকে নির্ভর করতে হয় এবং তাদের বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়েই রাজ্য সরকারকে চলতে হয়। কারণ আমাদের ত্রিপুরার কোন নিজস্ব রিসোর্স নেই। নিজস্ব রিসোর্সকে মোবিলাইজেশান করে রাজ্যকে উন্নত করা যায়। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। কারণ ত্রিপুরার বিশেষ কোন রিসোর্স নেই। তাছাড়া বিগত ৩০ বছর ধরে পরিকল্পনাগুলি সঠিক ভাবে রচিত হয় নি যাতে করে এই অনুন্নত প্রত্যাঞ্চলকে।
উন্নত করা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্য অনেক পিছিয়ে আছে। যার জন্য এই রাজ্যকে উন্নত করার মানসে বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভংগী, সে দৃষ্টিভংগী বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে কংগ্রেস আমলে শতকরা ৯৮ জন মানুষ হতাশাগ্রস্ত ছিল, আজকে বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট তাদের মনে আশার আলো সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে আমি এডুকেশানের কথা বলছি। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাড়ালে পর মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রস্ফুটিত হবে, যার ফলে তারা কংগ্রেস সরকারের অপকার্য্যকলাপগুলি বুঝতে পেরে তাদেরকে আর কোন দিন ক্ষমতায় আসতে দিবে না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর নূতন করে কলেজ স্থাপন করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করেছেন। বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। সরকার বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১৭০০টি সেন্টার খুলেছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, যেখানে দ্রাউবাবুদের মত বয়স্ক লোকেরা শিক্ষা নিতে পারেন। কাজেই বয়স্ক লোকেরাও যাতে শিক্ষা নিতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। এটা বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজগুলির মধ্যে অন্যতম অবদান, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই এবং ত্রিপুরার জনগণও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন।

এই সঙ্গে চলে আসি কৃষি দপ্তর সম্পর্কে। এই কৃষি দপ্তরে গত ৩০ বছরে কি অবস্থা ছিল ? এই দেশে পূর্বে জলের ব্যবস্থা ছিল না। খরার সময় খাওয়ার জলের ব্যবস্থা ছিল না, এমন কি জল সেচেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে কি করে উন্নতি করতে পারা যায় তার জন্য চিন্তা করছেন এবং কাজও করে চলেছেন। বর্ত্তমানে যে খরা চলছে এবং তার ফলে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা দাঁড়িয়েছে সে অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে এত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য আমাদের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। বিশেষ করে মাইনর ইরিগেশানের দিকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। যা কংগ্রেস আমলে কখনও হয় নি। ৫ কোটিরও বেশী টাকা সেখানে জমা রয়েছে। ডম্বুর-এর অর্থাৎ উদয়পুরের যারা কৃষক তাদের জন্যও জলসেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এখন আমি তপশীলি জাতির কথা বলছি। আজকে যদি তপশীলি জাতির কথা বলা যায় তাহলে দেখব ৩০ বছর ধরে যারা উপজাতি যুব সমিতি করছেন তাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ থেকে শুরু করে শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত পর্যন্ত যারা এই দেশকে পরিচালনা করেছেন, তাঁরা তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি কার্যকরী করে নি। তার জন্য আজকে উপজাতি জনসমাজের মধ্যে ফ্রাসট্রেশ্যান এসেছে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি জনসমাজের কথাও চিন্তা করছেন। কাজেই এই যে অবস্থা যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল বিল আমরা পাশ করেছি সেটা কার্যকরী করার জন্য পেশ করা হয়েছে।

শিল্প দপ্তর সম্পর্কে বলতে চাই যে সেখানে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে যে সুতা দেওয়া হবে এই দেশের গরীব মানুষরা সেই সুতা কিনতে পারবেন না। তার জন্য আমরা তাঁতীদের সুতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। গত বছর আমরা ৮,০০০ এর বেশী মানুষকে সুতা দিতে পেরেছি এবং এই বছর আরো দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, বিশেষ করে শিল্প দপ্তরে আমরা নুতন করে পরিকল্পনা নিয়েছি, কারণ বিশেষ করে আমাদের গ্রামের মানুষের অবস্থা ভাল না, কিন্তু যারা তাঁতীদের এই তাঁতের উপরই নির্ভর করতে হয়, তার জন্যও বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। যারা মৎস্যজীবি তাদের জন্যও টাকা রাখা হয়েছে। এমনি করে আজকে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের যে অধিকার সেই অধিকার সুরক্ষিত করার প্রশ্ন আসছে। এমন করে একটার পর একটা আইন করে আমাদের সরকার সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। বর্গাদারদের সাহায্যের জন্যও সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন তার ফলে শুধু বর্গাদারদেরই স্বার্থ রক্ষা হবে না পরোক্ষভাবে এতে সমাজেরও কল্যাণ হবে।

'আমরা বাঙ্গালী' 'দুনিয়ার বাঙ্গালী' একহও বলে শ্লোগান দিয়ে যারা ২৯ তারিখ মিটিং করেছিলেন সেই মিটিং-এর অনেক খবর আমরা পেয়েছি এবং অনেকে রিপোর্ট করেছে যে 'আমরা বাঙ্গালী' এবং উপজাতি যুব সমিতি এক সঙ্গে মিটিং করছেন। 'আমরা বাঙ্গালীর' মিটিং অনেক জায়গায় হচ্ছে এবং তারা বলছেন যে গণতন্ত্র রক্ষার খাতিরেই এই সংগ্রাম হচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করলে সেখানে একটা জিনিষই দেখা যাবে সেটা হচ্ছে 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা'। 'আমরা বাঙ্গালী' দল কংগ্রেস দলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই যে অবস্থা চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালী এক সঙ্গে মিটিং করেছেন, হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি এই কথা বলছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনকুল দাস :---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যখন অবস্থা চলছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমরা দেখেছি আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে একজনের পর একজন নেতা ক্ষমতায় আসছেন কাজেই আজকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অশান্তির বীজ বিরাজ করছে। আজকে যিনি কংগ্রেসের তিনি জনতা করছেন, যিনি জনতা করতেন তিনি কংগ্রেসী করছেন। সারা ভারতবর্ষে আজকে কংগ্রেস নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

আজকে যখন এই অবস্থা তখন সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্তে লিপ্ত। সেই জোতদাররা, জমিদাররা, সাম্রাজ্যবাদীরা সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়েছেন। তারা বামফ্রন্টের সকল কাজকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা চায় ইন্দিরা গান্ধীর, সঞ্জয় গান্ধীর সেই অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে। সেই জরুরী অবস্থার সময় তারা কত নাশকতামূলক কাজ করেছে। তখনকার প্রতিদিনের পত্রিকায় দেখতে পেতাম কত লোক হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরছে। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে সেই পত্রিকাগুলি সেই বামফ্রন্টের বিরোধী পত্রিকাগুলি লিখতে পারছে না যে বামফ্রন্টের আমলে, একটি লোকও না খেয়ে মরছে। এখানেই বামফ্রন্টের বাহাদুরি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে গরীব মানুষ বিশেষ করে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু ঐ উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা, ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা, জনগণের মনে, তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। আজকে আমরা যখন বিধানসভায় আলোচনা করছি, তখন দেখছি চিলড্রেন্স পার্কে হাজার হাজার জনতা একত্রিত হয়েছে, ঐ চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তারা বামফ্রন্ট সরকারের হয়ে তারা আজ জমায়েত হয়েছে। তারা অধিকারকে ফিরে পেতে চায়। যে জনসাধারণ সংগ্রাম করে বামফ্রন্ট সরকারকে এনেছে, তারাই আজকে জমায়েত হয়েছে ঐ চিলড্রেন্স পার্কে। তারাই সংগ্রাম করে তাদের অধিকারকে ফিরিয়ে আনবে। তারা তাদের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে সংগ্রাম করবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গরীব মানুষের স্বার্থেই যা কিছু করেছে। এই বাজেটে সেই গরীব মানুষের স্বার্থই দেখানো হয়েছে। আমরা জানি কারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। তা আমরা আজকে বিধানসভাতেই দেখতে পাচ্ছি। তারা চায় ইন্দিরা গান্ধীর সেই জরুরী অবস্থার যুগ আবার ফিরে আসুক কিন্তু তা তারা সফল করতে পারবে না। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য তরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১লা জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। সমর্থন করার কারণ হচ্ছে, এই বাজেট গরীব মানুষের স্বার্থে তৈরী করা হয়েছে। গত ৩০ বছরের কংগ্রেসের তুলনায় এই বাজেট অন্য ধরণের। কংগ্রেস আমলে তারা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকেই বেশী করে দেখেছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তারা সেই বাজেট গরীব, কৃষক, মেহনতী মানুষের স্বার্থেই সেই বাজেট তৈরী করেছেন। এই বাজেট হচ্ছে গণমুখী বাজেট। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামের গরীব মেহনতী, বর্গাদারদের মধ্যে তারা ভূমি বন্টনের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে যারা প্রচুর জমি নিয়ে বসে আছেন তাদের কাছ থেকে সেই জমি ছিনিয়ে এনে বর্গাদারদের মধ্যে জমি বন্টনের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। জমি বন্টনের পরেও জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য দেওয়া ও কৃষকদের ফসল রাখার জন্য এমন কি আলু রাখার জন্য ঠাণ্ডা ঘর, যে ঠাণ্ডা ঘরে সুখময়বাবুরা থাকার জন্য চেয়েছিলেন সেই ঘরে বামফ্রন্ট সরকার আলু বাবুদের দেওয়া হয়েছে। এবং এখন বিরোধী পক্ষরা এতে দুঃখিত হওয়ার কারণ, গ্রামে রিক্সাওয়ালা, চা শ্রমিক, হলেন গ্রামীন

প্রধান। এতদিন যাদের ধমকিয়ে শাসন করতেন, আজ তাদের কাছ থেকে রেশন কার্ডের জন্য স্বাক্ষর করতে হয়। এটা কি তারা কখনও সহ্য করতে পারে। তাতে তাদের গাত্রদাহ অবশ্যই হবে। কৃষকদের দাবী দাওয়া নিয়ে কিছু বলতে না পেরে নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেবের নিকট থেকে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে কলকাতা বাড়ী করবেন এবং সেখানে চলে যাবেন বলে অসত্য ঘটনা প্রচার করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপসংহারে বলতে পারি, একটি পুকুরে ভোরের দিকে একঘাটে একজন সাধু এবং আর এক ঘাটে চোর স্নান করছিলেন। চোর চুরি করতে গিয়ে ময়লার গর্তে পড়ে তার শরীরে ময়লা লেগেছিল, তা ধোয়াতে আসেন, আর সাধু ধর্মীয় কারণে স্নান করতে গিয়েছিল। চোর ভাবলেন ও বোধহয় আমার মত চুরি করতে গিয়েছিল, তিনিও ময়লায় পড়ে ময়লা ধোয়াতে এসেছেন, আর সাধু ভাবল সে বুঝি আমার মত সাধু লোক। তাই স্নান করতে এসেছে। ঠিক তেমনি কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসী নেতারা সরকারের নামে প্রচুর টাকা লুঠ করেছিলেন। টাকার হিসাব গত সেসানে উঠেছিল। বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না তাতে আশ্চর্য হবার কারন নেই। বিরোধী দল হিসাবে বিরোধীতা করা তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি আবার কাল বক্তৃতা দেবেন। আজ সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের এই সভা আগামী কাল মঙ্গলবার ৫ই জুন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—A.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Starred question No. 31 by Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী নির্দেশ থাকা সত্বেও অনেক প্রাক্তন পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েত প্রধান এখনও পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েতের সম্পত্তি ও দায়িত্ব নব নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে তুলে দেননি ;

২। যদি সত্যি হয়, তাহলে এধরণের ঘটনা কতগুলি আছে।

৩। সরকার এ সমস্ত ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্যি তবে সার্বিক নহে।

২। এই ধরণের ঘটনা মোট ৫টি ক্ষেত্রে আছে।

৩। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

Assembly Starred Question No. 82

By Shri Matilal Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে, কোন কোন রাজনৈতিক মহল ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর আওয়াজ তোলার প্রয়াস পাচ্ছেন,

২। এ ধরণের আওয়াজ তোলার মাধ্যমে ঐ সব মহল ত্রিপুরার বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে বলে সরকারের নিকট কোন তথ্য আছে কি;

৩। বিষয়টি রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নেয়া হয়েছে কি,

৪। নেয়া হয়ে থাকলে এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন উত্তর এসেছে কি, এবং

৫। এসে থাকলে, উত্তরটা কি রূপ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। না মহাশয় সরকারীভাবে কেউ এ ধরণের দাবী জানান নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Starred Question No. 95

By Shri Drao Kumar Reang, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। মিজোদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ত্রিপুরার সিমলুং গ্রামের কত পরিবারকে কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। ৩৪টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নগদ ৮৪০ টাকা ৩০০ টাকার জিনিষপত্র, যথা চাউল, ডাল, লবণ ইত্যাদি খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রতি পরিবারকে জরুরী ভিত্তিতে ১৫০ টাকা ঘর তৈরীর জন্য দেওয়া হইয়াছে। কাপড় তৈরীর জন্য ব্লক স্কীম হইতে সুতা দেওয়া হইয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলি পুনরায় তৈয়ার করিতে সরকার ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির মিজো স্বেচ্ছাসেবকগণ সাহায্য করিয়াছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলি পুনরায় তৈরী হইয়া গিয়াছে। ৩৪টি বাসগৃহ ও ১টি মন্দির সহ মোট ৩৫টি ঘর শিমলুং গ্রামে গত ১৯শে মার্চ, ১৯৭৯ ইং মিজো আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

Admitted starred Question No. 115
By Sri Goutam Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Fund be pleased to State—

১। ২রা জানুয়ারী ৭৮ ইং থেকে ৩১ মার্চ ৭৯ ইং পর্যন্ত ত্রাণ তহবিলে মোট কত টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং এই সময়ে দুঃস্থ লোকদের সাহায্যার্থে কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে ?

Answer
Minister in-charge of the Relief Fund :
Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। সংগৃহীত অর্থ ঃ ২,৭৪,৪৫৭·২০ পয়সা।
মোট ব্যয়িত অর্থ ঃ ৩,৬০,৯৪৬·২৫ পয়সা।

Admitted Starred Question No. 119
By Shri Harinath Deb Barma.

Will the Minister-in-charge of the S. A Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন ১। গত ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সচিবালয়ের এল, ডি, সি-কাম-টাইপিস্ট পদের জন্য কতজন প্রার্থী মনোনয়ন পরীক্ষা দিয়েছিল; এবং

উত্তর ১। মোট ১৯২৬ জন প্রার্থী মহাকরণে এল, ডি, সি-কাম-টাইপিস্ট পদের জন্য পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ২। এর মধ্যে কতজন প্রার্থীকে মনোনীত করা হয়েছিল (সাধারণ, এস, টি ও এস, সি আলাদা হিসাব) ?

উত্তর ২। মহাকরণের জন্য এখন পর্য্যন্ত মোট ৩৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন করা হইয়াছে পর্যায়ক্রমে মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হইল ঃ—

মনোনীত প্রার্থী	সাধারণ	এস, টি	এস, সি	বিকলাঙ্গ	প্রাক্তন কর্মচারী	মোট
মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	১৯	৭	৮	১	১	৩৬

Admitted Starred Question No. 124
Shri Harinath Debbarma

Wil the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department to pleased to state :=

১। ইহা কি সত্য যে কৈলাশহর বিভাগের কাঞ্চন ছড়া গাঁও সভার অধীন রাজধর রিয়াং চৌধুরি পাড়ায় অঙ্গনাদি সেন্টারের নিকটবর্ত্তী একটি পুরাতন পুকরটি-কে কি গত বছর (১৯৭৮ইং) কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছিল ; এবং

২। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৭৯ ইং উক্ত পুকুরের সংস্কারের জন্য পুনরায় অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কৈলাশহর বিভাগের রাজধর রিয়াং চৌধুরী পাড়ায় অঙ্গনওয়াদী সেন্টারের নিকটবর্তী পুরাতন পুকুর সংস্কার হয় নাই বা তার জন্য ১৯৭৮ ইং সনে কোন অর্থ বরাদ্ধ হয় নাই।

২। ১৯৭৯ইং সালেও উক্ত পুকুর সংস্কারের জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ হয় নাই।

Assembly Starred Question No. 140

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Police Department be pleased to state---

১। গত ১৩ই এপ্রিল আগরতলার গৌরী হোটেল বামুটিয়া থেকে আগত দুইজন যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। ঐ ঘটনায় জড়িত কতজন দুবৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

Answer

Name of the Minister :--- Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। না মহাশয় গত ১৩ই এপ্রিল এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 16[illegible].

By Shri Keshab Mazumder, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

১। জেলে কত ধরণের কর্মী কাজ করেন;

২। ১৯৭৫-৭৬ সনে কোন ধরণের কর্মীকে দিনে কত ঘণ্টা খাটতে হতো;

৩। বামফ্রন্ট সরক্রার ক্ষমতায় আসার পর তাদের কাজের নিয়মনীতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা;

৪। যদি হয়ে থাকে তাহলে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri Jogesh Ch. Chakraborty.

১। দশ প্রকার কর্মী কাজ করেন। যথা-—সুপারভাইজিং অফিসার, একজিকিউটিভ অফিসার, মেডিকেল অফিসার, ওয়াচ্ এণ্ড ওয়ার্ড ষ্টাফ, মিনিষ্টারিয়াল ষ্টাফ, কম্পাউণ্ডার, কমপিউজিটর, ম্যাসিনম্যান, মোটর ড্রাইভার এবং সুইপার।

২। ১৯৭৫-৭৬ সালে একমাত্র কারণিক ব্যাতীত আর অন্যান্য সবাইকেই ছুটির দিন সহকারে দৈনিক ১১ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টা খাটতে হত।

৩। হয়েছে।

৪। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে কাজের সুষ্ঠ বিন্যাসের ফলে সমস্ত ওয়ার্ডার ও হেডওয়ার্ডারগণ প্রত্যেহ আট ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতেছেন। অন্যান্য কর্মচারীরাও অতিরিক্ত কাজের জন্য অনোরারীয়াম পাইতেছেন।

উপরন্তু যাতে ওয়ার্ডার ও হেডওয়ার্ডারগণ ছুটির দিন উপভোগ করতে পারেন সেইজন্য অতিরিক্ত ৯৪ সংখ্যক পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

Starred Question No. 269

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। তৈদু বাজার অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় মোট কতজন ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এবং তাদের মোট ক্ষতির পরিমাণ কত;

২। তাদের মধ্যে কতজনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকার কত টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন;

৩। তৈদু বাজার উন্নতি কল্পে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

Minister-in-chargr of the Revenue Department : Revenue Minister.

১। মোট ৯২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩,৫৭৫৮০ (তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশত আশি টাকা)।

২। ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন টাকা দেওয়া হয় নাই, তবে তৎক্ষণিক সাহায্য বাবদ মোট ৭,৩০০ টাকা ৪৩টি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে।

৩। তৈদু বাজারটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উপর অবস্থিত বলিয়া বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

ANNEXTURE—B

Admitted Unstarred Question No. 10

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার প্রতি গাঁওসভায় গড়ে কয়টি করে রিংওয়েল ও টিউবওয়েল ছিল ?

২। ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে এ পর্যান্ত বিভিন্ন ব্লকে কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হয়েছে ?

৩। এর ফলে প্রতি গাঁওসভায় রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের সংখ্যা গড়ে কত দাঁড়াবে ?

৪। অচল রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামতির জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় প্রতি গাঁওসভায় গড়ে ১১টি টিউবওয়েল ও ৬টি রিংওয়েল ১৯৭৭ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল।

২। ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে এ পর্য্যন্ত টিউবওয়েল ও রিংওয়েলের ব্লক ভিত্তিক মঞ্জুরীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্লকের নাম	১৯৭৭-৭৮		১৯৭৮-৭৯	
	টিউবওয়েলের সংখ্যা	রিংওয়েলের সংখ্যা	টিউবওয়েলের সংখ্যা	রিংওয়েলের সংখ্যা
১) মোহনপুর	৪০	২৫	৫০	৭০
২) জিরানীয়া	৩০	১২	৫০	৬০

১	২	৩	৪	৫
৩) বিশালগড়	৪০	২০	৫১	৭০
৪) খোয়াই	২৫	১৮	৪০	৪৫
৫) তেলিয়ামুড়া	২৫	২০	৪০	৪৫
৬) মেলাঘর	৩০	১৫	৪০	৪৫
৭) উদয়পুর	৪০	২৩	৬৫	৭০
৮) অমরপুর	২৫	১৫	৪০	৪৬
৯) বগাফা	২৫	১৫	৪০	৪০
১০) রাজনগর	২০	১৪	৩০	৪০
১১) সাতচান্দ	২c	১৫	৪০	৪৯
১২) ডুম্বুরনগর	—	৮	—	৩০
১৩) পানিসাগর	৩০	১৪	৩৫	৬০
১৪) কাঞ্চনপুর	—	১৮	—	৪৫
১৫) কুমারঘাট	৩০	১৪	৪০	৫১
১৬) ছামনু	১৫	১২	২০	৫৫
১৭) সালেমা	২৫	১২	৩৮	৫৯
	৪২০	২৭০	৬১৯	৮৭০

৩। টিউবওয়েল গড়ে ১৩টি ও রিংওয়েল্ল গড়ে ৮টি করে দাড়াবে।

৪। অচল রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামতির জন্য প্রতি বছরই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়া থাকে ও করা হইতেছে।

Assembly Unstarred Question No. 14

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কি পরিমাণ অব্যয়িত রয়েছে? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। অব্যয়িত থাকার কারণগুলো কি কি?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সালের অনুমোদিত আর্থিক বরাদ্দের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী প্ল্যান খাতে খরচ শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী এবং নন্-প্ল্যান খাতে খরচ শতকরা আশী ভাগের মত। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন)

২। হিসাব সম্পূর্ণকরণ সাপেক্ষে অব্যয়িত অর্থের তথ্য নিরূপন করা সময়-সাপেক্ষ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala on Tuesday the 5th June, 1979 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 47 Members.

স্টার্ড কোয়েশ্চানস্

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়টা সিনিয়র ও জুনিয়র বেসিক স্কুল ছিল ;

২। এর মধ্যে কয়টা সিনিয়র ও জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহ ভগ্নাবস্থায় ছিল ,

৩। ১৯৭৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কয়টা সিনিয়র বেসিক স্কুল সংস্কার করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। (ক) সিনিয়র বেসিক স্কুল ৩৪৩টি।

(খ) জুনিয়র বেসিক স্কুল ১৭৩৪টি।

২। (ক) সিনিয়র বেসিক স্কুল ২৭০টি।

(খ) জুনিয়র বেসিক স্কুল ৯৪৫টি।

৩। ১৬২টি সিনিয়র বেসিক স্কুল ঘর এবং ৮৪৭টি জুনিয়র বেসিক স্কুল ঘর সংস্কার করা হইয়াছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই জুনিয়র বেসিক এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল ঘর সংস্কার করার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এ ব্যাপারে ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩ শত ২১ টাকা ৫৬ পয়সা জুনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য, ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শত ৭৭ পয়সা সিনিয়র বেসিকের জন্য ব্যয় হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর মধ্যে কয়টি স্কুল ঘর ফুড ফর ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রায় সবটাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি সত্য যে ফুড ফর ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে যে কাজগুলি করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ টাকাই আত্মসাৎ করা হয়েছে, এ রকম কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ - এ রকম কোন অভিযোগ সরকারের কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যদি কোন স্প্যাসিফিক অভিযোগ আনতে পারেন তবে তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতপন চক্রবর্তী ও শ্রীবাদল চৌধুরী (ব্র্যাকেটেড)

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বে-সরকারী স্কুল ও কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; ও

২। থাকিলে বর্তমানে আর্থিক বৎসরে ঐ সমস্ত স্কুল কলেজ সরকার অধিগ্রহণ করিবেন কিনা ;

৩। না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। না কোন পরিকল্পনা তৈরী হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিষয়টি নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, অনেক বে-সরকারী স্কুল কলেজের ব্যয় সম্পর্কে অভিযোগ আছে। এই ক্ষেত্রে স্কুল ও কলেজে কি ভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, এ ব্যাপারে খতিয়ে দেখতে সরকারের কি কোন উদ্যোগ আছে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরোও জানাবেন কি যে, যেসব স্কুল কলেজে ব্যয় সম্পর্কে অভিযোগ আছে সেগুলি অধিগ্রহণ করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ — মাননীয় স্পীকার, স্যার, বে-সরকারী স্কুল-কলেজ অধিগ্রহণ করার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত এখনও সরকারের নেই তবে এ সম্পর্কে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে। আরো যেসব জায়গায় ঠিক ঠিকমত ম্যানেজিং কমিটিগুলি স্কুল-কলেজ চালাতে পারছে না সে সব ক্ষেত্রে প্রশাসক নিয়োগ করে সেই স্কুলগুলি পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সব হাইস্কুল লেভেল এবং প্রাইমারি স্কুল লেভেল পর্য্যন্ত ম্যানেজিং কমিটি-গুলি নূতন করে গঠন করার জন্য একটি নিয়ম-কানুন তৈরী করা হচ্ছে। সেটা চূড়ান্ত হলে গোপন ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি নূতন করে নির্বাচন করা হবে। তাই স্কুল-কলেজগুলি অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কয়টি বে-সরকারী স্কুল-কলেজ সম্বন্ধে অভিযোগ সরকারের কাছে আছে এবং কয়টি বে-সরকারী স্কুলে-কলেজে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এর সঙ্গে এই প্রশ্ন উঠে না, পৃথক প্রশ্ন করা হলে সেই তথ্য এখানে উপস্থিত করা যাবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে স্কুল-কলেজগুলি অধিগ্রহণ না করার পেছনে কি কি কারণ আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রায়ই স্কুলে ও কলেজে ত একটা নির্দ্দিষ্ট আইন কানুন আছে, অধিগ্রহণ করতে গেলে সেই আইন-কানুন ঠিক করতে হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে সরকার বে-সরকারী স্কুল-কলেজ অধিগ্রহণ করছেন না? কারণ বে-সরকারী স্কুল-কলেজে সরকার পক্ষের লোক আছেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ — মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা মোটেই সত্য নয়, কারণ বে-সরকারী স্কুল-কলেজে বিরোধী দলের সদস্যরাও আছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী, রতি মোহন জমাতিয়া ও কেশব মজুমদার।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ৭।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

প্রশ্ন

১। বার্দ্ধক্য ভাতার জন্য এ পর্যন্ত মোট কত দরখাস্ত পড়েছে?

২। এই পর্য্যন্ত কতজনকে বার্দ্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে? এবং

৩। কি কি সর্তে এই বার্দ্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়?

উত্তর

১। বার্দ্ধক্য পেনসনের জন্য এ পর্য্যন্ত ১২,৪৮৮টি দরখাস্ত পড়েছে।

২। এ পয্যন্ত ২৩৭ জনকে মাসিক ৩০ টাকা হারে বার্দ্ধক্য পেনসন মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩। ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসকারী ৮০ বৎসর ও তার বেশী বয়স্ক শারীরিক কর্মক্ষমতা রহিত বৃদ্ধাদের যাঁদের বার্ষিক আয় চার হাজার টাকা অতিক্রম করেনি তাঁরাই এ পেনসনের জন্য আবেদন করার অধিকারী। একটি পরিবারের মাত্র একজনই পেনসনের জন্য আবেদন করার অধিকারী। কোনও সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পেনসন পেয়ে থাকলে তিনি আলোচ্য প্রকল্পে আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কয়জনকে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে তেমন কিছু কি সরকার ঠিক করেছেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যারা উপযুক্ত শুধু তাদেরকে দেওয়া হবে। মোটামুটি ৫ হাজার ৭ শত ৬৩ জনের অনুকূলে ভাতা মঞ্জুর হতে পারে তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ৮০ বৎসর বা এর উর্দ্ধে যাদের বয়স তারা ছাড়া যাদের বয়স ৭০ বা ৭৫ তাদের ক্ষেত্রে বয়স বিধি কমিয়ে এনে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন পর্যন্ত এমন কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নেই তবে পরে দেখা যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বার্দ্ধক্য ভাতা পেতে হলে মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগে কিন্তু এটা কিভাবে তারা সংগ্রহ করবে। অকর্মণ্য, কাজ করতে পারে না তার জন্য একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগে, যারা বৃদ্ধ তারা কিভাবে এটা সংগ্রহ করতে পারবে ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অকর্মণ্য বলে সার্টিফিকেট লাগে এটা আমার জানা নেই তবে মেডিকেল সার্টিফিকেট বয়সটা প্রুফ করার জন্য লাগে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা বার্দ্ধক্য ভাতা পেয়েছে তাদের সকলেই কি বৃদ্ধ ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— ৮০ বৎসরের ঊর্দ্ধে যাদের বয়স তারাই একমাত্র বৃদ্ধ বলে ধরা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার — ২৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার — ২৯, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলায় রেলওয়ে বুকিং অফিস খোলার জন্য রাজ্য সরকার রেল দপ্তরকে কোন অনুরোধ করেছেন কি না, এবং	১। রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে রেল কর্তৃপক্ষকে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত রেলযাত্রীদের জন্য আগরতলায় রেলওয়ে বুকিং অফিস খোলার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
২। যদি করে থাকেন তবে তা কবে নাগাদ খোলা হতে পারে বলে আশা করা যায় ?	২। উক্ত বুকিং অফিস বর্তমান বৎসরে খোলার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে রেলওয়ে কোন বুকিং অফিস না থাকাতে রেলযাত্রীদের অনেক বেশী পয়সা দিতে হচ্ছে এবং অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন এখানে রেলওয়ে বুকিং অফিস খোলার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা আছে। রেলওয়ে বুকিং অফিস এখানে খুলতে হলে উহার জন্য পুরা খরচ টি. আর. টি. সিকে বহন করতে হবে। রেলওয়ে দপ্তর এই ব্যাপারে কোন অর্থ দিতে রাজী হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে প্রতি ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করা হয়;	না।
২। তিলথৈ সিনিয়র বেসিক স্কুলে কতজন ছাত্র-ছাত্রী আছেন;	ছাত্র-ছাত্রী মোট ৩৯৩ জন আছে।
৩। উক্ত স্কুলে কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা / নিযুক্ত আছেন;	১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন।
৪। উক্ত নিয়মানুসারে স্কুলে আরো নূতন শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না; এবং	প্রশ্ন উঠে না।
৫। এই ব্যাপারে কোন দরখাস্ত সরকার পাইয়াছেন কি?	হ্যাঁ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কিসের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের যে নিয়ম তা' হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং মাধ্যমিক স্তরে প্রতি ২০ জনে একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয় প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন। এই যে রেসিউ---এই রেসিউ অনুযায়ী সব স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন কি? এমন অনেক স্কুলে দেখা গেছে যে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশী আবার কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে, এমন অনেক স্কুল আছে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আবার অনেক স্কুলে আছে যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। তবে সরকার এই ব্যাপারে সুষ্ঠু বদলি নীতি চালু করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। অনেক সময় দেখা গেছে কোন শিক্ষককে বা শিক্ষিকাকে বদলী করা হলেও উনি নানা অজুহাত দেখিয়ে বদলী হতে চান না। বদলী হতে চান না এরূপ বহু শিক্ষিকা শহরের স্কুলগুলিতে রয়েছেন। তবে বর্তমানে যে বদলী নীতি চালু হচ্ছে তাতে যে সব শিক্ষকের বয়স ৫২ বৎসর পার হয়ে গেছে তা'দের সুবিধা অনুযায়ী তা'দের আর বদলী করা হবে না।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--এটা তো সরকারের জানা নেই। যদি কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন স্পেসিফিক অভিযোগ থাকে তা হলে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---এই ব্যাপারে বেহালাবাড়ীর একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন প্রায়ই, ইনচার্জ শিক্ষক। কিন্তু তিনি হাজিরা বহিতে ঠিকই সই করে যান। তেমনি যখন একদিন হাজিরা বহিতে সই করতে যান তখন অন্যান্য শিক্ষকরা প্রতিবাদ করেন এবং তার ফলে সেখানে মারামারি হয় এবং কোর্টে কেস হয়।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় সদস্য যা বলেছেন এটা যদি লিখিতভাবে কোন অভি-যোগ আকারে আমাদের কাছে দেওয়া হয় কোন্ শিক্ষক এই ব্যাপারে দোষী তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব এবং ব্যবস্থা নেব। কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই যে বেশীর ভাগ শিক্ষকই নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। যদি সব শিক্ষকই ফাঁকি দিতেন তাহলে এতদিনে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেত। সুতরাং আমি এটা মেনে নিতে পারি না। এটা সামগ্রিক শিক্ষকদের চিত্র নয়। দুই একটা ঘটনা ঘটতে পারে। এটা আমরা নিজেরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---আমি জানি একজন শিক্ষক, নাম সরলপদ জমাতিয়া এবং আর একজন আছে দীনেন্দ্র জমাতিয়া এবার যখন বামফ্রন্ট সরকার এসে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঐ সরলপদ জমাতিয়া অ্যাটেনডেনস রেজিস্টার তার সংগে সংগে রাখেন। তিনি স্কুলে যান না, অথচ প্রত্যেক দিন খাতায় তিনি হাজিরা দেখিয়ে দেন। অথচ নূতন শিক্ষকেরা ঐ কিল্লা ব্লক স্কুলে সই করবার জন্য খাতা পান না।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---সরলপদ জমাতিয়া উপজাতি যুব সমিতির কর্মী হিসাবে কাজ করেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে তার বেতন দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন কি করে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--চিত্ত রঞ্জন জমাতিয়া, এই কিল্লা ব্লকের স্কুলে চাকুরী করেন। তিনিও স্কুলে যান না। যখন তিনি স্কুলে যান তখন তিনি মেয়েদের নিয়ে হৈ চৈ করেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন খবর আছে কিনা এবং তার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- এই ধরণের কোন অভিযোগ চিত্ত জমাতিয়ার সম্পর্কে ডিপার্ট-মেন্টের কাছে নাই।

O O O O O

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--এটা মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমি এটার প্রতিবাদ করি এবং এই ব্যাপারে আইনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার---তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা আপনি উইথড্র করুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---আমি এর জন্য দুঃখিত, আমি উইথড্র করলাম।

***Expunged by Order of the Hon'ble Speaker.

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---প্রশ্ন নং ৩৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ৩৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ৩০শে মার্চ ১৯৭৯ইং থেকে ৩রা এপ্রিল ১৯৭৯ ইং পর্য্যন্ত আগরতলা-কৈলাসহর এবং ধর্মনগর-কৈলাসহর রুটে টি,আর,টি,সি বাস চলা বন্ধ ছিল ?

২) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ?
৩) উক্ত সময়ে টি,আর,টি,সির বাস চলাচল ঐ রুটগুলিতে বন্ধ থাকায় সরকারের কত টাকা ক্ষতি হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।
২) গত ২৮/৩/৭৯ ইং তারিখ টি,আর,টি,সি বাস টি,আর, এস-৪৪১ যখন কৈলাসহর হইতে কুমারঘাট অভিমুখে যাইতেছিল তখন ঐ বাসের কণ্ডাক্টর কৈলাসহর বাস স্টেণ্ডে যাত্রী তুলিবার জন্য ঐ বাসটি থামায়, তখন বাস কণ্ডাক্টরকে স্থানীয় কয়েকজন জীপ ও ট্যাক্সি ড্রাইভার ঐখানে আটক করে। স্থানীয় পুলিশ এই বিষয়টি নিয়ে থানায় একটি কেইস ডাইরী করে এবং তদন্ত আরম্ভ করে। টি,আর,টি,সির কর্মীগণ তাদের নিরাপত্তার অভাববোধ করিয়া ২৯/৩/৭৯ তারিখ হইতে বাস চালাইতে অস্বীকার করে। পরে ৩/৪/৭৯ ইং তারিখ হইতে পুনঃ বাস সার্ভিস চালু হয়।
৩) আনুমানিক ৩,৮০০ টাকা কর্পোরেশনের ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে ৫/৬ দিন ঐ রুটে বাস সার্ভিস বন্ধ ছিল, তা কি কারণে বন্ধ ছিল খুঁজে বের করার জন্য টি,আর,টি,সি কর্তৃপক্ষ থেকে সেখানে কাউকে পাঠানো হয়েছিল কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---এই ঘটনাটা ঘটার পর নর্থ ডি, এম তাতে হস্তক্ষেপ করে এবং আমরাও ধর্মনগরের এস, ডি, ও এবং নর্থ ডি, এমের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করি। তবে এটা ঠিক যে টি, আর টি, সির কর্তৃপক্ষের থেকে সেখানে কেউ যাওয়া উচিত ছিল। তবে নর্থ ডি, এম এবং এস, ডি, ওর মাধ্যমে আমরা খবরা খবর নিয়ে জেনেছিলাম যে বিষয়টা শিঘ্রই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে, তা সত্ত্বেও টি, আর, টি, সির কর্তৃপক্ষের সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে টি, আর, টি, সির কর্মীদের বে-সরকারী মোটর শ্রমিকেরা সেখানে আটক করেছিল। কাজেই এই ঘটনার পিছনে বাইরের উস্কানিমূলক কোন কিছু ছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কথাটা হচ্ছে এই যে টি, আর, টি, সির যারা ওয়ার্কার্স তারা অর্গানাইজড আবার বে-সরকারী যে মোটর ওয়ার্কার্স আছে তারাও অর্গানাইজড এখন কৈলাসহর-কুমারঘাট, কৈলাসহর-আগরতলা রুটে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চলাচল করায় বে-সরকারী জীপ ট্যাক্সি মালিকদের রুজিরোজগার অনেকটা কমে যায় এবং টি, আর, টি, সির অফিস কৈলাসহর এস, ডি, ও অফিসের কাছে থাকায় যাত্রীরা সহজে টি, আর, টি, সি গাড়ীতে যাতায়াত করার সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু ঘটনার দিন টি, আর, টি, সি, বাসে পেসেঞ্জার কম থাকায় প্রাইভেট জীপ এবং ট্যাক্সি স্টেণ্ডে বাসটি থামালে পর ঐ জীপ ও ট্যাক্সি থেকে কিছু পেসেঞ্জার টি, আর, টি, সি বাসে উঠে যায়। তাতে বে-সরকারী জীপ ও ট্যাক্সির কর্মিরা একটু ইরিটেডেড হয়ে যায় এবং টি, আর, টি, সি বাসের কনডাকটরকে আটক করে এবং তারা অভিযোগ করে যে তোমরা আমাদের রুজিরোজগার নষ্ট করছ। এই রকম একটা অবস্থায় ঘটনাটার মীমাংসা করতে একটু সময় লেগেছে। কাজেই এর পিছনে অন্য কোন রকম উস্কানিমূলক কিছু ছিল কি না, সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশাই বলেছেন যে মাঝখানে এসে টি, আর, টি, সি বাসে যাত্রী তোলা হচ্ছিল। আর সেজন্যই বে-সরকারী মোটর শ্রমিকেরা তাদেরকে বাধা দিয়েছিল। আমাদের টি. আর, টি সি সার্ভিসটা চালু করা হয়েছে বিশেষ দুটো কারণে—প্রথমটা হল, সাধারণ মানুষকে সার্ভিস দেওয়া, আর দ্বিতীয় হচ্ছে বশী সংখ্যক যাত্রী পরিবহণ করে টি, আর. টি, সির আয় বাড়ানো। কাজেই এই ঘটনাটাকে মন্ত্রী মশাই কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চান, আমরা তা জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে কিছু পেসেঞ্জার বে-সরকারী জীপ এবং ট্যাক্সি স্টেণ্ড থেকে টি, আর, টি, সির বাসে উঠেছিল। সাধারণতঃ জীপ অথবা ট্যাক্সিতে বেশী ভাড়া দিতে হয় অন্যদিকে টি, আর, টি, সি বাসে ভাড়া অনেক কম, যারা বাসে উঠেছিল, তারা হয়তো জীপ অথবা ট্যাক্সিতে সীট বুকড করেছিল। কাজেই ঐ সব পেসেঞ্জার টি, আর, টি, সি বাসে উঠাতে বে-সরকারী জীপ ও ট্যাক্সির কর্মিবা একটু ইরিটেডড হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের টি, আর টি, সি সার্ভিসের নিয়ম হচ্ছে, বাসে যদি সীট থাকে, তাহলে আমরা পথের মাঝখানে গাড়ী থামিয়ে পেসেঞ্জার তুলে নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—এভাবে যদি মাঝপথ থেকে পেসেঞ্জার তোলা হয়, তা হলে টি, আর, টি, সির আয় বাড়তে পারে, এই কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাঝ-পথ থেকে কিছু পেসেঞ্জার তুললেই যে আমাদের টি, আর, টি, সির আয় বেড়ে যাবে, তার কোন রকম গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---প্রশ্ন নং ৪৩।

শ্রীদশরথ দেব :---স্যার, প্রশ্ন নং ৪৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর মহকুমার মাতাবাড়ী সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার অধীন পূর্ব কুপিলং গাঁও সভার বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকদ্বয় (মাসিক ভাতা ৫০ টাকা) গাঁও প্রধানের সুপারিশ ছাড়াই নিযুক্ত করা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়, ঐ শিক্ষকদ্বয়ের নাম কি এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কত ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। গাঁওসভা থেকে কোন লিষ্ট পাওয়া যায় নি, যদিও সরকার পক্ষ থেকে বি, ডি, ওর মাধ্যমে ঐ সব গাঁও সভাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বয়স্ক শিক্ষার জন্য ৬ জন লোকের নামের প্রয়োজন। বি. ডি, ও এবং মাননীয় স্কুল পরিদর্শক দুই দুইবার এই বিষয়ে চেষ্টা করেও গাঁও সভা থেকে কোন নাম পাঠাতে পারেন নি এবং এই নাম পাঠাবার জন্য ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল এবং ৩ মাস সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর যে দুইজন ব্যক্তিগত ভাবে এ্যাপ্লাই করেছিল, তাদের দুইজনকে সরকার নিয়োগ পত্র দিয়েছে।

২। তাদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ---

১) শ্রীবীরলাল জমাতিয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাশ ফোর।

২) শ্রীঅনন্ত মাণিক মরশুম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাশ ফাইভ।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য নয় যে কপিলং গাঁও সভা প্রধান (১) পুষ্পহরি জমাতিয়া, (২) ভুবন কিশোর জমাতিয়া এবং (৩) সূর্য সাধন জমাতিয়া ইত্যাদির দাম সুপারিশ করে একটা লিষ্ট পাঠিয়েছিল, অথচ তাদেরকে বাতিল করে দিয়ে, অন্যদের নিয়োগ করা হয়েছে, তার কারণ জানতে পারি কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এই ধরণের কোন লিষ্ট সেই গাঁও সভা থেকে বি, ডি, ও অথবা স্থানীয় স্কুল পরিদর্শক আমাদের কাছে পাঠাননি অথচ তারা যে লিষ্ট পাঠিয়ে ছিল, তাতে কুপিলং গাঁও সভার কারো নাম ছিল না। কাজেই যে ২ জন এ্যাপলাই করেছিল, তাদের দরখাস্তমূলে তাদেরকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনন্ত মাণিক মরশুমের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলেছেন যে সে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে ঐ অনন্ত মাণিক মরশুম নিজের নামটা পর্যন্ত সিগনেচার করতে পারে না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---তার দরখাস্তে লেখা আছে ক্লাশ ফাইভ। কাজেই সে যে সিগনেচার করতে জানে না, তা প্রমাণিত হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---একজন লোক সিগনেচার করতে জানে না, অথচ তাকে শিক্ষকতা করার জন্য নিয়োগ-পত্র দেওয়া, হল, এটা কেমন কথা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বুঝিয়ে বলবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---সে যে সিগনেচার করতে জানে না, এটা তো প্রমাণিত হয় নি। কারণ সে তার দরখাস্তে লিখেছে যে সে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে এবং শিক্ষিত জেনেই তাকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:---স্যার, আমার মনে হয় মন্ত্রী মহাশয় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্পর্কে হাউসকে মিসগাইড করছেন, কেন না গাঁও সভা থেকে তাদের নামের লিষ্ট আসল না, অথচ তাদের সম্পর্কে কোন কিছু না জেনে শুনে চাকুরী দেওয়া হল?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি হাউসকে মোটেই মিস গাইড করি নাই। সাব্রুম থেকে যে সব লিষ্ট এসেছে সেখানে গাঁওসভার কোন লিষ্ট নাই। এবং যদি থাকে তাহলে আমরা খুঁজে দেখতে পারি—তবে আমরা দেখেছি যে নাই।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে দুইজন সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে তারা ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেছে—তারা সিগনেচার করতে পারে না--- কি প্রমাণ নিয়ে উনি এই কথা বলছেন সেটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই ধরণের অভিযোগ নেই তবে প্রশ্ন যখন এসেছে তখন আমি খোঁজ করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৮৩

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোশ্চোন নং ৮৩

প্রশ্ন	উত্তর
১। গুজরাট থেকে লবণ বহনকারী ওয়াগন ত্রিপুরায় পেঁছুতে সাধারণতঃ কত সময় লাগে ?	সাধারণতঃ এক মাস সময় লাগে।
২। ইহা কি সত্য যে মাঝে মাঝে লবণবাহী ওয়াগন নিরুদ্দেশ হয়ে পরে ?	হ্যাঁ।
৩। সত্য হইলে এরূপ ঘটনা কয়টি ঘটেছে এবং কিরূপে ঘটেছে ?	১৯৭৮ ইং সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৭৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত পশ্চিম উপকূল হইতে বুক করা ২৫ ওয়াগন লবণ ১৯৭৯ ইং সনের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে আসিয়া পৌঁছে নাই।
৪। ওয়াগন ত্রিপুরায় যথা সময়ে পৌঁছে দেবার জন্য রেল দপ্তরের নিকট থেকে কোন আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে কি ?	রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ত্রিপুরাতে যথাসময়ে লবণ পৌঁছে দেবার জন্য আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহা সব সময় কার্যকর হয় নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ওয়াগন এসে না পৌঁছার কারণ কি—যেখানে মন্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে এক মাসের মধ্যে সাধারণতঃ এসে পৌঁছায় এবং তার পিছনে কি রহস্য আছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই কারণ খোঁজে দেখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বহুবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। তা সত্বেও ওয়াগনগুলি ঠিক মত এসে পৌঁছাচ্ছে না। আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি গত ১৯৭৮ ইং সনের অক্টোবর হইতে ১৯৭৯ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বুক করা ২৩ ওয়াগন লবণ অন ট্রেনজিট ছিল। সেই লবণ এখনও আমরা পাই নাই। এই ধরণের ইরেগুলারিটিজ চলছে এবং এটাকে এক্সপিডাইট করার জন্য মন্ত্রী লেভেলে এবং রেলওয়ে লেভেলে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং রেল দপ্তর বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা সত্বেও আশা অনুযায়ী ওয়াগন মুভমেণ্ট হচ্ছে না। এবং আমরা এ'বার দিল্লীতে এই ব্যাপারে কনটাক্ট করব যাতে এক্সপিডাইট করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব। তবে মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে রেল দপ্তরের উপর।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শুধু মাত্র লবণই নয় অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুব একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে---কাজেই আমরা জানতে চাই এই বটলনেকটা কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তাতে ক্যাটিগরিকেলী কি কি আশ্বাস দিয়েছেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, চাউলের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়েছেন। ৪টা স্পেশ্যাল ট্রেন আমাদের দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এবং আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে এইগুলি বুক করবেন। কাল পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি কিছু পাঠান হয়েছে আর কিছু বাকি আছে---অবশ্য ১৫ই জুন এখনও আসে নাই। কাজেই ডিলে কেন হচ্ছে সেটা আমরা বলতে পারব না আমাদের অসুবিধা হলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাই---বটলনেক বের করার দায়িত্ব তাদের।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, একদিকে রেল ওয়াগন আসছে না আর একদিকে কিছু রাজনৈতিক লোক চাউল নাই লবণ নাই এই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শ্লোগান দিচ্ছেন। এই যে রেল ওয়াগন পাওয়া যায় না এবং এই ধরণের শ্লোগান এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লবণ একেবারে পাওয়া যায় নাই এই রকম ঘটনা খুব কমই হয়েছে। আমরা বার বার চেষ্টা করেছি স্টীমারে, ট্রাকে এই সব জিনিষ আনতে---এবং ত্রিপুরার চাহিদা মোটামোটি মিট আপ করার চেষ্টা আমরা করেছি। সেটা অল্প সময়ের জন্য। ত্রিপুরার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য আমাদের রেল পরিবহনের উপর নির্ভর করতেই হবে। আমরা আশা করি যে রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

মিঃ স্পীকার :---শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৫

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরাতে এরাবিক ভাষায় উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?	না।
২। না থাকলে রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি?	বর্তমানে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, একটা রাজ্যে এরাবিক ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই—কি কি পরিস্থিতি থাকলে সরকার বিবেচনা করতে পারেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রথমতঃ আমাদের জোর দিতে হবে শিক্ষার মাধ্যমটা কি---কোন ভাষায় রাজ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই রাজ্যে শিক্ষার মাধ্যম এরাবিক নয় মাধ্যম হচ্ছে বাংলা। আর দ্বিতীয়ত: উচ্চ শিক্ষায় এরাবিক ভাষায় শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। এবং সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আমাদের ত্রিপুরার যতগুলি স্কুল আছে তার মধ্যে এমন খুব কম স্কুলই আছে যেখানে মাধ্যমিক স্তরে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে যারা এরাবিক ভাষায় পড়াশুনা করবে। আমাদের মাধ্যম হচ্ছে বাংলা কাজেই এরাবিক কোন দিন ত্রিপুরাতে শিক্ষার মাধ্যম হতে পারবে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আসামে হচ্ছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আসামে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা এখানে বলে কোন লাভ নেই----আসামের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৬, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ১৯৭৮-৭৯ইং আর্থিক বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিলিবন্টণের জন্য কত বই ছাপানো হয়েছিল (প্রতিটি বই-এর সংখ্যা) ঃ	১। (ক) হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখো, চতুর্থ শ্রেণী, ৪৪,৯৩৪ কপি। (খ) হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখো, পঞ্চম শ্রেণী, ৫২,০৫০ কপি। (গ) পিলাক রিডার তৃতীয় শ্রেণী ৪৫,০০০ কপি। (ঘ) ইংরাজী ওয়ার্ক বুক, তৃতীয় শ্রেণী ৪৫,০০০ কপি। (ঙ) গণিত, তৃতীয় শ্রেণী ৪৫,০০০ কপি।
২। বই ছাপানোর জন্য সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছিল ?	২। বই ছাপানোর জন্য সরকারের মোট টাকা ১,৯৯,৭৯৩.৭৮ পয়সা খরচ হয়েছে।
৩। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিলি-বন্টণের পদ্ধতি কি ?	৩। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিলি-বন্টণের জন্য প্রথমে ত্রিপুরার

বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ (প্রাইমারী জুনিয়ার বেসিক, জুনিয়ার হাই ও সিনিয়ার বেসিক) ও বিদ্যালয় প্রধানদের (হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ক্ষেত্রে) নিকট হইতে প্রয়োজন ভিত্তিক বই এর সংখ্যা চাওয়া হয় এবং ঐ চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে ও বিদ্যালয় প্রধানদের নিকট বই পাঠান হয়। তাঁহারা সেগুলি বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মারফত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিলি বন্টণ করেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য যে বইগুলি ছাপানো হয়েছিল সেগুলির সমস্তই কি বিলি বন্টণ করা হয়েছিল ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা হয়ে গেছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বইগুলি সরকারী প্রেসে ছাপানোর ফলে খরচ কম হয়েছে কি না এবং বাহিরে ছাপানো হলে কত খরচ পড়ত এর কোন এসটিমেট আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর হিসাব আমি এখন দিতে পারব না। তবে সাধারণভাবে সরকারী প্রেসে ছাপানোর ফলে খরচ অনেক কম পড়েছে। কারণ বাহিরে ছাপানো হলে তার ট্রেন্সপোর্ট কস্ট নেবে পাবলিশার্সরা এবং এখন কাগজের কনসেশন রেট সেটা পাব না। কাজেই খরচের দিক থেকে অনেক কম হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গত বৎসর যে বইগুলি ছাপানো হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অনেক বই এখনও ডিপার্ট-মেন্টের মধ্যে জমা আছে যেগুলির বিলি বন্টণ করা হয়নি এবং লক্ষ্য করছি সরকারের ছাপানো বইগুলি বিভিন্ন দোকানে বাজারের মাধ্যমে বিক্রী হচ্ছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিপার্টমেন্টে বই পড়ে আছে সেটা বড় কথা নয়। কথা হল ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই পেয়েছে কি না। সেটা আমি দেখব। আর বাজারে বই বিক্রীর কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা আমি খোঁজ করে দেখব। সরকারের ছাপানো বই বাজারে বিক্রী হচ্ছে বলে এই রকম কোন তথ্য সরকারের জানা নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বই বিলি বন্টণ এখনো সম্পন্ন হয়নি। যেমন জম্পইজলা কলোনী জে,বি, স্কুল এবং দক্ষিণ টাকারজলা এস,বি, স্কুল এই রকম কতগুলি স্কুল আছে যেগুলিতে বই বিলি বন্টণ করা হয়নি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যদি লিখিতভাবে যে স্কুলগুলির নাম বললেন সেগুলি দেন তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে বইগুলি সরকারী প্রেসে ছাপানো হয়েছিল সেগুলি কোন শিক্ষাবর্ষের সেটা প্রেস থেকে ফিরে আসার পর সেগুলি ডিপার্টমেন্ট ঠিক ঠিক ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করেছিল কি না? এবং যে সমস্ত উদ্বৃত্ত বই ডিপার্টমেন্টে জমা আছে তার মধ্যে কতগুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে এবং তার কোন এস্টিমেট আছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অতিরিক্ত বই জমা আছে সেটা বলিনি। এটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি ডিপার্টমেন্টে থাকে। বই টাল হয়ে পরে আছে সেটা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য বোধহয় আমার কথাটা বুঝেননি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৮, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাধাকিশোরগঞ্জ উপজাতি কলোনীতে কত পরিবার উপজাতিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল?	১। রাধাকিশোরগঞ্জ উপজাতি কলোনীতে মোট ৬২টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।
২। ইহা কি সত্য যে ঐ কলোনীর সব উপজাতি পরিবার কলোনী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে?	২। না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই কলোনীতে সর্বসাকুল্যে ৫/৬টি পরিবার আছে। বাকী সবাই চলে গেছে। কারণ সেখানে জলের অভাব, তাছাড়া কি খাবে না খাবে তার কোন ঠিক নেই সেজন্য তারা উপায়হীন হয়ে চলে গেছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের তথ্য মত ৬২টি পরিবারের প্রত্যেকটিকে ২৯০০ টাকা দেওয়া হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য এবং আমাদের সরকারের হিসাব মতে এ পর্য্যন্ত ছয়টি পরিবার সেই কলোনী ছেড়ে চলে গেছে। যাহাই হোক মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন আমি সেটার তদন্ত করে দেখব। আগে যে জুমিয়াদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেখানে জমি ভাল ছিল না, জল পাওয়া যেত না ঠিক অর্থনৈতিক পুনর্বাসন যাকে বলে সেটা হয়নি। সেজন্য নূতন স্কীম হাতে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে প্রত্যেকটি পরিবারকে ৬৫১০ টাকা করে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

PRESENTATION OF THE 2ND REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

মিঃ স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলঃ—

"Presentation of the 2nd Report of the Committee on Public Undertakings".

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Ajoy Biswas :— Mr. Speaker Sir, I beg to present to the House the 2nd Report of the Committee on Public Undertakings.

১৯৭৯-৮০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারন আলোচনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হইতেছে, ১৯৭৯-৮০ সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) গত ১।৬।৭৯ ইং তারিখে এই ব্যয় বরাদ্দ হাউসে পেশ করেছিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিং মহাশয় গতকাল বাজেট-এর উপর তাঁর আলোচনা সমাপ্ত করতে পারেন নি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিংহ মহাশয়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত কালকের আমার অসমাপ্ত ভাষণকে আমি অতি সংক্ষেপে শেষ করার চেষ্টা করব। এইখানে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটের উপর আমি আলোচনা করছি। এই বাজেট ভাষণ পড়লে আমরা দেখতে পাব এই বামফ্রণ্ট সরকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী কিভাবে রূপায়িত করছেন। এই ভাষণের ১৯ ধারা (গ)য় আমরা দেখতে পাই, দুর্বলতম অংশের (ভাগচাষী, বাগ্দী, শ্রমিক, গ্রামীণ শিল্পী, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ভূমিহীন লোক) জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার সুফল সর্বাদিক ছড়িয়ে দেয়া। এই ধারা (ঘ)য় আবার আমরা দেখতে পাই, এতদিন ধরে শহরমুখী যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা চলছিল তার পরিবর্তন করে, গ্রামমুখী সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতদিন ধরে যে শহরমুখী বিনিয়োগ ব্যবস্থা চলছিল বামফ্রন্ট সরকার তার পরিবর্তন করে এটাকে, গ্রামমুখী করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এটা খুবই মূল্যবান কথা। আমরা এতদিন দেখেছি রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই পিছিয়ে থাকা গ্রাম বাংলার মানুষকে, যারা এতদিন অন্ধকারে ছিল, তাদের সেখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। এতদিন গরীবদের ধনীক গোষ্ঠী শোষন করে আসছিল। সেই ধনীক গোষ্ঠীর হাত থেকে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার এই বাজেটের মধ্যে পেশ করেছেন। কাজে কাজেই এই সব দেখে স্বভাবতই সেই শোসক গোষ্ঠী, সেই ধনীক গোষ্ঠী আজকে আতঙ্কে

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছেন এবং বামফ্রন্টকে হেয় করার জন্য চক্রান্ত শুরু করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আগে দেখেছি, একটি রেশন কার্ডের জন্য কত আবেদন নিবেদন করতে হত, কিন্তু আজকে সব বন্ধ হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের এই কাজকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করে। তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'আমরা বাঙালী' দলের উপস্থিতি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজে কাজেই আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কাজ করছেন, তা সাধারণ মানুষের উপকারের জন্যই করছেন, আর আমি সেই সঙ্গে এই কথাও বলতে চাই, এই বাজেট ধনীক গোষ্ঠীর বাজেট নয়, এই বাজেট সাধারণ মানুষের বাজেট। এই সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিরোধী দলের বক্তৃতা শুনলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, তাঁরা বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার ইস্তাহার মানছেন না, আবার বলছেন, টাকা বেশী হয়ে গেছে বাজেটে। কখন যে কি বলবেন, তা তারা নিজেরাই জানেন না। টাকা যদি না থাকে, তাহলে উন্নয়নমূলক কাজ কি করে হবে ? টাকা ছাড়া কাজ করা যায়, এই কথা এখানেই প্রথম শুনলাম। উপজাতি যুব সমিতির মত ঠিক তেমনি করে আজকে আমরা বাঙালীরা মাঠে নেমে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছে, আমাদের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনসাধারণ দেখছেন, সরকার কি করছে না করছে। কাজেই আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব, এই বাজেটকে যথাযথ রূপ দিয়ে গরীবের যে বাজেট তাকে স্বার্থক করে তুলুন। সাধারণ মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে ১৯৭৯-৮০ইং সনের বাজেট পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ ত্রিপুরার মানুষের যে প্রত্যাশা সেটা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে পূরণ করা যাবে না। এই বাজেট গতানুগতিক। এতে কোন নূতনত্ব নেই। যে গতানুগতিক বাজেটকে ত্রিপুরার মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি অতীতে, সেই ধারার বাজেটই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন এই বিধানসভায়। কাজেই এমনি একটা বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মানুষ নূতনত্ব চায়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম নাই। ত্রিপুরাকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই বামফ্রন্ট সরকার, ত্রিপুরার মানুষ এটাই আশা করেছিল। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পরিপূরণ হয় নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে আমি নূতনত্বের মধ্যে দেখছি, পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ করে সি-আর-পি এবং আর–এ-সি'দের জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দ অতীতের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে কোথায় ত্রিপুরার উন্নতি করবে, তা না করে বরাদ্দের প্রায় সমস্ত টাকা ঐ সি-আর-পি এবং আর-এ-পি'র খাতে খরচ করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, রাজস্থানে আর্ম পুলিশের জন্য

২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, যেটা গত বছর ছিল মাত্র ৮০ হাজার টাকা। এবং সি-আর-পির জন্য ধরা হয়েছে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। গত বছর ত্রিপুরার বাজেটে এষ্টিমেটে সি-আর-পির জন্য কোন খরচ ছিলনা। কিন্তু রিভাইসড এষ্টিমেটে তাদের জন্য ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি গত বছর যেখানে বাজেট এষ্টিমেটে এই খাতে কোন বরাদ্দ ছিল না, সেখানে উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনকে দমন করার জন্য ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা রিভাইসড এষ্টিমেটে ধরা হয়, কিন্তু বর্তমান এই খরা পরিস্থিতির জন্য কি বামফ্রন্ট সরকার রিভাইসড এষ্টিমেট করতে রাজী হবেন? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পুলিশ খাতে এত টাকা বরাদ্দ করার পরও আমরা দেখছি দিনে দুইটি খুন হয়েছে, অথচ এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে আমি বিস্মিত। তিনি বলেছেন, "বিগত বছরে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এত শান্তিপূর্ণ ছিল" এবং তিনি আরও বলেন যে, "এটা সুখের কথা এই ত্রিপুরা সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ।" এই বক্তব্য যখন তিনি পেশ করছিলেন তখন আমার মনে হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় দুই চোখ এবং কান বন্ধ করে বিবৃতি পড়ছিলেন। যেখানে এই মে মাসেই একই দিনে পর পর দুইটি খুন হয়েছে, ৬।৭টি নারী ছিনতাই হয়েছে, পুলিশ গুলি করে হত্যা করে, তারপরও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে "শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি যদি এটাকে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি ভংগী বলে ধরে নেই, তাহলে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে সমস্ত খুনের ঘটনায় মানুষ মরছে, তাদের জীবনের কোন মূল্য এই বামফ্রন্ট সরকার দিতে চান না। তাদের জীবনের মূল্যকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আজকে যে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, তৎসম্পর্কে সরকার-এর নীরব দৃষ্টি ভংগী অত্যন্ত উদ্বেগ জনক। সরকার চান না যে এই সমস্ত খুন খারাপি বন্ধ হোক। সমাজ জীবনের কোন নিরাপত্তা আসুক এটা উনারা চান না। মানুষ সব সময়েই আতঙ্কগ্রস্ত থাকুক এটাই তাদের কাম্য। কারণ আমরা দেখছি, রাস্তায় একটা খুন হচ্ছে; অথচ পুলিশ কোন একশান নিচ্ছে না। পুলিশকে নীরব দর্শক করে রাখা হয়েছে, পুলিশ দেখেও দেখছে না। আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘুমে, পুলিশ প্রশাসনকেও তাই করে রেখেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি ম্যান পাওয়ারকে কি ভাবে অপব্যয় করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি কর্মচারীরা ১০ টার সময় অফিস-এ আসেন না। ১১ টার সময়ও হয়তো দেখা গেল যে ৫০ পার্সেন্ট এসেছেন। এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট সহ বিভিন্ন অফিসের অবস্থাও তথৈবচ। তারা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আওয়াজ তুলছে যে, আন্দোলন করতে হবে। সবাইকে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। উনারা যাতে কর্মমুখী হন, অফিসের চেয়ারে বসে আন্দোলনের সামিল না হয়ে, কাজ করেন, তার জন্য আমি উনাদের কাছে আবেদন রাখছি। ত্রিপুরার মানুষের জন্য উনারা কর্মে আত্মনিয়োগ করবেন, সেটাই আমি আশা করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য সমন্বয় কমিটির নাম করে যে তথ্য এখানে পরিবেশন করেছেন, যে কর্মচারীরা কাজ করেন না, সেটা ডাহা মিথ্যা। উনি এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনার এই কথা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি কর্মচারীদের কার্য্যকলাপকে প্রশ্রয় দিয়ে, আড়াল করে রাখতে চান। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের জন্য যে সমস্ত টাকা এখানে বরাদ্ধ করা হয়েছে, যে ম্যান পাওয়ারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, আমরা দেখেছি প্রধানদেব হাতে নিয়োগ নীতি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানরা তাদের পার্টির লোকদের চাকরী দিচ্ছেন। তার জন্য আমরা দেখেছি কক্-বরক টিচারের জন্য যে সমস্ত আবেদন পড়েছিল, তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থকদেরই চাকরী হয়েছে। তাদের মধ্যে সিনিয়ার হয়েও উপজাতি যুব সমিতি করে বলে চাকরী পাচ্ছে না। এমনি করে সমস্ত ম্যান পাওয়ারকে দলীয় নীতিতে অপব্যবহার করা হচ্ছে। যার জন্য ম্যান পাওয়ার কোন কাজে আসছেনা। এমনি অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন বামফ্রন্ট সরকার। আমরা দেখেছি গত বছর পুলিশ খাতে বহু টাকা সরকার ব্যয় করেছেন। কিন্তু ওয়াটার সাপ্লাই, এগ্রিকালচার ইত্যাদির জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল, তার অনেক কম খরচ হয়েছে। অথচ পলিশের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে বহু টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তদুপরি বাজেট রিভাইজড করেও আরও বেশী টাকা খরচ করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সি-আর-পি, আর-এ-পি'র জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে, তাদের জন্য খরচ না করে যদি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার পুলিশের জন্য খরচ করতেন, তাহলে ত্রিপুরার বহু বেকার যুবক উপকৃত হতেন এবং ত্রিপুরার টাকা ত্রিপুরাতেই থেকে যেত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেটা করছেন না, করবেনও না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এই বাজেট হবে গরীব মানুষের জন্য বাজেট। তারা সেখানে শ্রমিক মেহনতি মানুষের প্রতি নজর দেবেন বলেছেন। শ্রমিক মেহনতি মানুষ কতজন? শ্রমিক মেহনতি মানুষ শতকরা ৯০ জন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই শতকরা ৯০ জন মেহনতী মানুষের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের সুযোগ সুবিধাই করেছেন। যারা বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থক। আর যারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতা করেন তাদের প্রতি তারা কোন সুযোগ সুবিধা করেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আবেদন রাখবো এই বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সমস্ত কিছু যেন সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা ভেবে ব্যয় করেন। আমি আবেদন রাখবো এই বাজেট যেন গণমুখী হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের কি উন্নতি হয়েছে? রাস্তাঘাটের কি উন্নতি হয়েছে? যে সমস্ত পাম্পসেট বসানো হয়েছিল সেই কংগ্রেস আমলে সেগুলি প্রায় নষ্ট হতে চলেছে। সেগুলি ঠিক করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন? বামফ্রন্ট সরকার এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি নতুন করে চা এর মধ্যে কটা চালু হয়েছে? তারপরে মেডিকেল কলেজ "ল" কলেজ স্থাপনের যে দাবী ছিল, বামফ্রন্ট সরকার নতুন করে সেটা দেখবেন বলেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কলেজ হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিগত কংগ্রেস আমলের বাজেট আমরা দেখেছি। এখনও এই বাজেটে দেখছি ত্রিপুরার উন্নতি বা পরিবর্তন এই বাজেটের মধ্যে নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আরোও একটা জিনিষ আমরা দেখেছি যে উপজাতি জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নতির জন্য এটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল আমরা করেছিলাম। তা বন্ধ করার জন্য তারা

আমরা বাঙ্গালী সৃষ্টি করেছিল। সেই আমরা বাঙ্গালী দল আজ চারদিকে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অম্পি বাজারে এই উপজাতির বিরুদ্ধে তারা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদেরকে তারা হুমকি দিচ্ছে। মহিলারা তাদের ভয়ে বেরুতে পারছে না। এই যে অবস্থা এই অবস্থার যে কবে সুরাহা হবে তা আমরা বুঝতে পারছি না। এই বামফ্রন্ট সরকার আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য চালাচ্ছে। তারাই এই আমরা বাঙ্গালী দলটি সৃষ্টি করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, বদলী নীতির ব্যাপারে তারা দলবাজি করছে। সমন্বয় কমিটির লোকেরা এই দলবাজির সৃষ্টি করেছেন। সমন্বয় কমিটির লোকদের এই ব্যাপারে এইভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আর যারা বামফ্রন্টের বিরোধিতা করে তাদের অবস্থা অসহনীয়। নিয়োগ নীতির ব্যাপারে এই অবস্থা চলছে। নিয়োগ নীতি সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছেনা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগ নীতির ব্যাপারেও দুর্নীতি চলছে। সমন্বয় কমিটির লোকেরা সবদিক থেকে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি চলছে। গ্রাম থেকে কোন পেসেন্ট চিকিৎসা করতে আসলে তাকে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। টাকা না দিলে তাদের ভাল চিকিৎসা হয় না।

শ্রীবিবেকান্দ ভৌমিক : —পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য সমালোচনা করেছেন। তবে যে অভিযোগ তিনি এনেছেন যে গ্রাম থেকে কোন রোগী আসলে তার সুচিকিৎসা হয় না যদি না টাকা দেওয়া হয়। এই রকম অভিযোগ আমার কাছে নাই। যদি মাননীয় সদস্যের কাছে এই রকম অভি-যোগ থেকে থাকে তাহলে তিনি যেন এই তথ্য জমা দেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনার কাছে যদি এই রকম অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে আপনি সেই তথ্য দেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া---আমার কাছে সেই তথ্য আছে স্যার। এখানে মাননীয় মন্ত্রী সেটা অস্বিকার করতে চাইছেন। কিন্তু আমার কাছে সেই রকম তথ্য আছে। তারপরে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে অবস্থা চলছে, আমরা দেখছি সারা বাজারে লবণ পাওয়া যায় না। কেরোসিন পাওয়া যায়না। মধ্যে মধ্যে এই রকমের সংকটের সৃষ্টি হয়। গঙ্গাছড়া চেরাচুরি সারা বাজারে এই সংকট চলছে। কাজেই প্রত্যেক বাজারে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের বাজারে সবচেয়ে এই অসুবিধা বেশী। অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস লবণ, কেরোসিন, এই সব জিনিষ প্রায়ই পাওয়া যায় না। এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে গ্রামের বাজারে পাঠানো হয় তার দিকে নজর রাখা উচিত। তাই আমি বলছি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যে চাহিদা তা পরিপুরণ করা হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বর্ত্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে সেই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তারা যে সমস্ত হিসাব দিয়েছেন যে ৫০০টি পাম্পসেট বিলি হয়েছে। কিন্তু পম্পেসেটগুলির মধ্যে শতকরা ৬০টি অচল অবস্থায় আছে। বর্তমানে আউস ধান নষ্ট হতে চলছে। বোরো প্রায় নষ্টের পথে। আমনও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবুও বামফ্রন্ট সরকার নির্বিকার। এত টাকা খরচ করে ত্রিপুরার মানুষ যদি উপকৃত না হয় তাহলে উৎপাদন বাড়বে কি করে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার মধ্যবিত্ত মানুষ, বেকার এবং কর্মচারী যা

প্রত্যাশ্যা করেছিল এই বাজেট তাদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য হয় নাই বর্তমানে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুব সমিতি সম্পর্কে এই বামফ্রন্টের মিছিল সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। উপজাতি যুব সমিতির অটোনোমাস ডিস্ট্রিকট্ বিল এখানে পাশ হয়েছে। লোক সভায় যে আলোচনা হয়েছে, সেখানে তারা ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্য তারা বামফ্রন্ট সরকারের ওপিনিয়ন চেয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার তাতে অসুবিধা এবং তার বিরোধিতা করেছে। এটা আমরা পার্লামেন্টে প্রমান পেয়েছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যে ৭ম তপশিল এখানে পাশ করা হয়েছে, সেটাও প্রিন্টিং এর অসুবিধা দেখিয়ে তারা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠায়। কাজেই এই যে একটা ভাওতা, উপজাতির স্বার্থকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে সেটা যতদিন পর্যন্ত বন্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত উপজাতি সমাজের আমূল পরিবর্তন আশা করা যায় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে আমরা দেখেছি ৫ লক্ষ টাকা অটোনোমাস এর জন্য দেওয়া হয়েছে। প্লেনের বাবদ এবং এটাকে প্লেনের ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। নন প্লেনে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই যে নন-প্লেনের টাকা গত বা'রর বাজেটে আমরা নানা ভাবে দেখেছি এপ্রোপিয়েশান হয়েছে। তেমনি এই ৫ লক্ষ টাকা এই যে অটোনোমাস এর জন্য ধরা হয়েছে, এখন পর্য্যন্ত তার কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এই টাকা কি ভাবে খরচ হবে এবং কখনও খরচ হবে কিনা এই ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরায় বহু ভিলেজ এণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ খোলা হয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে আনারস হয়েছে এবং ছন, বাঁশ ও বনজ সম্পদ হয়েছে. সেগুলির দ্বারা কোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে এই বাজেটে কোন উল্লেখ নাই। যে সমস্ত ব্যাংক চালু রয়েছে সেগুলি আমরা দেখেছি নন-ফাংশান এর মত সেটা টাকা দিয়েছে বা নিয়েছে, এইটুকুই শেষ। এই উপজাতি যারা বাজারে কারপাস, তিল প্রভৃতি নিয়ে এসে মহাজনের হাতে তুলে দেয় জলের দরে ঘোরাকাম্পা বাজারে, এগুলিকে কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে যাতে ন্যায্য মুল্য পায় তার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু গত বছরে আমরা সেই ব্যবস্থা দেখিনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই ব্যাংকগুলির যে কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি তার আমূল পরিবর্তন করা দরকার। ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, তারদিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের শ্রম শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার। এইগুলির মধ্য দিয়েই আমরা দেখব ত্রিপুরাতে কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং ত্রিপুরার কর্ম সংস্থান হচ্ছে। তার মধ্য দিয়েই আমরা এগিয়ে যাব। কর্মচারী-দের মাধ্যমে বামফ্রন্ট ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজ করবে, সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে, তারজন্য তাদের মধ্যে যে ইরেগুলারিটিস রয়েছে তা দূর করে রেগুলারিটীজ মেনটেইন করতে হবে এবং তারজন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই বাজেটের মধ্যে যে সব অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে, তাতে

আমরা দেখছি যে রেভিনিউতে ১ কোটি ১১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা এবং কেপিট্যাল রয়েছে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের জন্য যা দেওয়া হয়েছে তার বেশীর রাখা হয়েছে সি, আর, পি, এবং আর, এ, সির জন্য এই জন্যই আমি প্রস্তাব রাখছি যে এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেন এই বাজেটের পরিবর্তন করেন. এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার ঃ---শ্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত ১লা জুন এই বাজেট ১৯৭৯-৮০ সালের যে ব্যয় বরাদ্দের বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করা হয়েছিল, এটা ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেটটা পেশ করা হয়েছিল। তারও আগে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে বামফ্রন্ট সরকার তার ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় গত ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনের মধ্যে শুধু শোষন আর বঞ্চনা অবহেলিত, যারা সেখানে কিছু পায়নি, তাদের সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার কি চিন্তা করেন। এই বাজেটের মধ্যে সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এই সমাজের অবহেলিত মানুষকে কিভাবে কিছু দেওয়া যেতে পারে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা গত ৩০ বছর ধরে অত্যাচারিত ও নিপীরিত হয়েছিলেন, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রন্ট সরকার এটা করেছেন, তা ঃ প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে। কারণ তাদের খাজনা এবং ধান সেটা মুকুব করে দেওয়ার জন্য ঘোষণা করেছে, কারণ এই খাজনা আদায়ের নাম করে কৃষকদের মত গরীব লোকেরাই বেশী অত্যাচারিত হয়েছেন আমরা গত বৎসর এই বিধান সভায় যারা অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছিলেন তাদের কথা তুলে ধরেছি। যারা এই অত্যাচার অবিচার করেছিলেন তাদেরকে আমরা হুশিয়ার করে দিতে ভুল করিনি। মাননীয় উপাধক্ষ মহোদয় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই এইসব মানুষের স্বার্থেই আজকের বাজেট করা হয়েছে। দরিদ্র কৃষকদের বকেয়া ধান আদায় করার নামে যাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না, সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। যারা কৃষি ঋণ নিয়েছিলেন, যে সমস্ত স্বর্ণকার ভারতের স্বর্ণ আইন হওয়ার পর বেকার বনিক স্বর্ণকার যারা, ঋন নিয়েছিলেন এই ঋন আদায়ের নামে বহু স্বর্ণকারের জীবনে দুঃখ দেখা দিয়েছিল। এই স্বর্ণকারদের ঋণ মুকুবের জন্য এই সরকার লক্ষ্য দিয়েছেন। বিরোধী পার্টির এরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রাখতেন তাহলে বাস্তবকে স্বীকার করার সাহস আছে বলে আমরা ধারণা করতে পারতাম। কিন্তু সে সাহস তাঁদের নেই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন যে সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ-এর জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা হল কেন? সত্যি কথা স্যার, সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ-এর জন্য এখানে আজকের বাজেটে বিরাট একটা অংক কেন আজকে আমাদের খরচ করতে হচ্ছে। তার কারণ, যদি আমাদের দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত এবং যদি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দৃষ্টিভঙ্গি সকলের থাকত তাহলে সি, আর, পি,, বি, এস, এফ, ও পুলিশের খাতে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করার জন্য

আমরা রাজী হতাম না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতে যতগুলি রাজ্য আছে তার মধ্যে ত্রিপুরা হচ্ছে সবচেয়ে গরীব রাজ্য। বামফ্রন্ট সরকারের বক্তব্যের মধ্যে তারা বুঝতে চেষ্টা করছে না যে ত্রিপুরা প্রাকৃতিক দিক দিয়ে তেমন বলিয়ান নয় যা একটা দেশকে বলিষ্ঠ করে তুলতে সাহায্য করে। তার উপরে যদি এ সকল বাধা বিপত্তি থাকে তবে উন্নতি করার ক্ষেত্র কোন দেশ অগ্রসর হতে পারে না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা জানেন যে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেসের শাসনে দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানি এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানির কোন ব্যবস্থা তারা করেন নি। আমাদের বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ আসাম আগরতলা রোড। তার মধ্যেও অনেক অসুবিধা, অনেক সময় ব্রীজ ভেঙ্গে যায়, রাস্তায় ধ্বস নামে, আরও কত কি। ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বক্তৃতা দেখলে বুঝা যায় যে তখন ত্রিপুরার জন্য কি করা হয়েছিল। এই ত্রিপুরাকে শক্তিশালি করতে হলে অনেক সুষ্ঠ কার্যসূচী হাতে নেওয়া দরকার কারণ এখানে এমন কোন সমৃদ্ধ শিল্প নেই যাতে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে। আমাদের দেশের যে তাঁত শিল্প তা অতি দরিদ্র। তাই আমাদের দেশের তাঁতীদেরকে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। তাই আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার তাঁতীদের জন্য কর্মসূচী এই বিলে রেখেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই বিলে আরো বলা হয়েছে কিভাবে ভূমিহীনদের, তপশীলি জাতিদের ও বেকারদের দুর্দশা মোচন করা যায়। আমরা সেই শচীনবাবু ও সুখময় বাবুদের সময়কার কথা মনে করলে দেখব যে তখন তারা এই বেকার ও গরীব অংশের মানুষের জন্য কিছু করেন নাই। আজ বামফ্রন্ট সরকার মজুরদের ন্যনতম মজুরি বেধে দিয়েছেন---কমপক্ষে ৫ টাকা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখছি বিরোধী গ্রুপের যে নেতা মাননীয় দ্রাউ কুমার রিয়াং মহাশয় বলেছেন যে এই বাজেট হতাশাজনক ও এটা গতানুগতিক।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্যে ৬১টা গাঁওসভা আছে তার মধ্যে যে গাঁওসভায় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির প্রধান আছে সেখানে মানুষের যে অবস্থা আর অন্য গাঁওসভার মানুষের অবস্থার মধ্যে অনেক ফারাক। ওনারা এসব দেখে বুঝতে পারছেন যে মানুষের উপর শোষণের রাজত্ব চলে গেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার যে ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করলেন সেটা চালু করতে গিয়েও অনেক বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমজীবি মানুষ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন কংগ্রেস আগলে যে সব মানুষ ভূমিহীন হয়ে ছিলেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই সব ভূমিহীনদের পুর্নরবাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই ভাবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গরীব মানুষের অনেক সুযোগ সুবিধা করে দিলেন। বর্তমান বাজেটে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন---এটা আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যারা হজম করতে পারছেন না। এর মানে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ-কর্মের বিরোধীতা করছেন। এদের যে উপজাতী যুব সমিতি এদের লোকেরা গ্রামের গরীব সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে।

(ভয়েস—আর আপনারা আমরা বাঙ্গালীদের সহায়তা করে গরীব উপজাতিদের উপর অত্যাচার করছেন।)

অমরা বাঙ্গালীদের সৃষ্টি করছে কারা ? আপনারাইত আমরা বাঙ্গালীদের মদত দিচ্ছেন। আর গ্রামে গ্রামে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিচ্ছেন।

(গণ্ডগোল)

বামফ্রন্টের মিটিং ভেঙ্গে দেবার জন্যে আপনারাই তো চেষ্টা করেছিলেন। আপনারা গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে আবার পুলিশের এস. পি'র কাছে গিয়েছিলেন সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে নালিশ করতে আপনদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

এই উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করছে। আর সেই জন্যই তো আপনারা আমরা বাঙ্গালীকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যোগ দিতে মদত দিচ্ছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন জম্পুইজলাতে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন—সেই জনসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য আপনারা সুন্দর সাহার বাড়িতে মিটিং করেছিলেন।

(গণ্ডগোল)

আপনারা যদি চান তবে আমি তার প্রমাণও দিতে পারি। আর আমরা বাঙ্গালী দলকে বামফ্রন্ট যদি মদত দিত তা' সি, পি, এম-এর জনসভায় আমরা বাঙ্গালীর লোকেরা লাঠি, ছুরা ইত্যাদি নিয়ে সভা ভঙ্গ করতে আসত না। আসল কথা হল আপনারা জনগণের কল্যাণ চান না'। বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী রয়েছে তাই এই বাজেট আপনাদের হজম হচ্ছে না'

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা আপনি আপনার বক্তব্য রিসেস্-এর পরেও বলতে পারবেন।

(বিরতির পর)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এবার মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা বাজেটের উপর তাঁর অসমাপ্ত আলোচনা সুরু করতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচীর দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা কাজকর্মগুলি পরিচালনার চেষ্টা করছেন। সেই দিক থেকে আমরা দেখি কৃষি মজুর, রাস্তাঘাট যারা তৈরী করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে, এমন কি বেসরকারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তাদের মজুরীর হার কিভাবে ঠিক করে দেওয়া যায় তা ঠিক করা হচ্ছে যা গত ৩০ বছরে মানুষ কল্পনাও করতে পারে নি। তারপর বর্গাস্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার জন্য বিল পাশ করা, এই ব্যবস্থাগুলি ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এখন পর্যন্ত নাই এবং তারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। কাজেই ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে আমরা যদি যাই তাহলে লক্ষ্য করব যে এই সমস্ত ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করে নি। শুধু তাই নয়, যারা প্রান্তিক চাষী আছে তাদের ক্ষেত্রেও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কাজেই এই বাজেট গতানুগতিক হতে পারে না। তারপর এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে। ভারতবর্ষের এমন কোন রাজ্য আছে যে রাজ্যে এই ব্যবস্থা আছে, আমাদের বিরোধী দলের সদস্যারা এটা কি দেখিয়ে দিতে পারবেন ? আজকে

বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছেন। স্কুল কমিটি-গুলির ক্ষেত্রে গত ৩০ বছর আমরা রাজনৈতিক খেলা দেখেছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করবার জন্য, যারা উচ্চ-শিক্ষা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন তাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছে হাইস্কুল ইত্যাদি তেরী করে। আমরা আরও দেখেছি। কংগ্রেসী আমলে আমরা দেখেছি কয়েকটি স্কুলকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে নূতন নূতন স্কুল করেছেন। আজকে তাদের প্ররোচনায় সেই স্কুলগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যারা স্কুলঘর পুড়িয়ে দেয়, আজকে তারাই বলছেন শান্তি শৃঙ্খলা নাই। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। বাস্তবের সংগে কোন মিল নেই। গত ৩০ বছর ধরে রাস্তাঘাট ছিল না। গত ১৭ মাসে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখেছি ৩০ বছরে যেখানে ৩০০ রাস্তা কংগ্রেসী সরকার তৈরী করতে পারে নি বা তৈরীর চেষ্টা করে নি সেখানে আজকে বামফ্রন্ট সরকার ৩০০০ রাস্তা তৈরী করেছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জলসেচের ব্যবস্থা করেছে। পঞ্চায়েত-গুলিতে ৫০০ এর বেশী পাম্পসেট নিয়ে খরার মোকাবিলা করা হচ্ছে। ত্রিপুরার রাজনৈতিক জীবনে এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। আমরা দেখেছি একটা বাঁধ দিতে গেলেই রাজনীতির খেলা হয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেগুলি কত সুষ্ঠুভাবে করছেন। শুধু তাই নয়, সীজনাল বাঁধ দেওয়া হচ্ছে এবং স্থায়ী বাঁধ কি করে করা যায় সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বেশীরভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন গ্রামের বেশীরভাগলোক যাতে সেই সুফল পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই এই বাজেট যদিও আমাদের আমূল পরিবর্তন আনতে পারবে না তবুও সেই দিকে তার একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু কৃষির ক্ষেত্রে নয়, যাতে শিল্পের সংস্থান হতে পারে, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকাররা যাতে চাকরী পেতে পারে তার জন্য এখানে জুটমিল হচ্ছে, কাগজ কল হচ্ছে। গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কিছুই করে যায় নি। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই সমস্ত কাজ দেখতে পাচ্ছেন না কারণ তাঁরা বিরোধী দলে বসে আছেন। তারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমলাতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর তাদের মাধ্যমেই এই বিধানসভায় সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই তারা আজকে আবারও ঐ কায়েমী স্বার্থবাদীদের ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু সেই কায়েমী স্বার্থবাদীরা কারা, তারা হচ্ছে ঐ ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ সম্পত্তি লুঠ করেছিল, আর নিজেদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদের কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গত নির্বাচনে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের প্রতি-নিধি হয়ে আমাদের সামনে বিরোধী পক্ষ হয়ে যারা বসে আছেন, তারা তাদের কথাই এখানে বেশী করে তুলছেন। তারা গত ৩০ বছরে কংগ্রেস রাজত্বে যে অত্যাচার, অবিচার এবং নিপীড়ন চলেছিল, সেগুলি তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন না, যেন তারা তাদের চোখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। কিন্তু অন্য দিকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার

পর, ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তোলার যে সংকল্প নিয়েছেন, তারই প্রতিফলন আমরা আজকে এই হাউসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, আমরা এই বাজেটের প্রতিটি পয়সা যাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, তাদের জন্য খরচ করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কিছু অংশের মানুষ, আমাদের সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য বা বাঁধা দেওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চরিত্র করছে। আমরা তাদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাব। আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলি নিজেদের প্রশাসন চালাচ্ছে, অথচ কংগ্রেস আমলে সে রকম কিছুই ছিল না। অন্য দিক দিয়ে আমরা দেখছি বিরোধী পক্ষের যাঁরা গাঁও প্রধান আছেন, তারা পঞ্চায়েতের কাজগুলি সুষ্ঠভাবে করছেন না, বরং তারা সেগুলিকে দলবাজী করার জন্য কাজে লাগাচ্ছেন। সেখানে যে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ হচ্ছে, তাতেও আমরা লক্ষ্য করছি যে দলবাজী করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। সেটা হচ্ছে এখানে মাননীয় সদস্য বক্তৃতা করতে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, আমাদের যারা গাঁও প্রধান আছে, তারা নাকি পঞ্চায়েতের কাজ করার পরিবর্তে দলবাজী করছেন। এখন তিনি যে এই অভিযোগটা করলেন, তার প্রমাণ দিতে পারবেন কি ? আর তা যদি না দিতে পারেন, তাহলে উনি যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে করেছেন, তার সবটাই হাউসের প্রসিডিঙ্গস থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---স্যার, আমি অভিযোগ করার জন্যই এই সব অভিযোগ করিনি। আমার কাছে সেই সবের প্রমাণ আছে এবং প্রয়োজন হলে আমি সেটা হাউসকে দিতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—-মাননীয় সদস্য, যদি তিনি সেই রকম কোন অভিযোগ করেই থাকেন, তাহলে আপনি তো আপনার বলার সময় সেই অভিযোগ খণ্ডাবার সুযোগ পাবেনই। কাজেই উনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন তাঁকে এভাবে বাঁধা দেওয়াটা ঠিক হবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তার মানে কি, আমরা আবার বলতে পারব ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---স্যার, আমাদের জন্য যে এলটেড টাইম আছে, তার মধ্যে কে কতটা বলতে পারব, তা আমরা নিজেরাই ঠিক করে নেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের গ্রুপের সদস্য হরিনাথবাবু যখন বক্তৃতা করতে ছিলেন, তখন ১০ মিনিট শেষ হওয়ার আগেই কেন তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমি তা জানতে চাই ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—-মাননীয় সদস্য, বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষের মধ্যে সময়টা ভাগ হবে তাদের সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হারে। কাজেই আপনাদের সময় সংকুচিত করা হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—তাহলে, ১০ মিনিট শেষ হওয়ার আগেই যে হরিনাথ বাবুকে থামিয়ে দেওয়া হল, তা কি জেনে শুনে করা হল ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য, অন্য সময়ে আপনি যখন আলোচনা করবেন, তখন তো তিনি যে সব অভিযোগ করেছেন, সেগুলির জবাব দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী---স্যার, বিরোধী পক্ষ মোট কত সময় পাবে, আমরা সরকার পক্ষ মোট কত সময় পাব তা প্রত্যেক পক্ষের সদস্যদের আনুপাতিক হারে ঠিক হবে। এখন বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য যদি কিছু সময় বেশী বলেন তো, অন্য সদস্য একটু কম সময় বলবেন। আমাদের পক্ষেও সে একই ব্যবস্থা যে আমাদের কোন সদস্য বেশী সময় বল্লে, অন্য সদস্যরা স্বাভাবিক ভাবে কম সময় বলবেন। আবার এমনও হতে পারে যে আমাদের কোন কোন সদস্য বলার সুযোগও না পেতে পারেন। কাজেই এটা প্রত্যেক গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে এড্জাষ্টমেন্টের ব্যাপার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---স্যার, আমাদের জন্য যে টাইম এলট করা হয়েছে তাতে দেখেছি যে আমরা কেউ ১০ মিনিটের বেশী সময় বলতে পারব না। অথচ বিরোধী পক্ষকে একটু বেশী সময় দেওয়া উচিত। কাজেই আমি এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ---আপনার টাইম এলটমেন্ট নিয়ে যদি কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে চেম্বারে গিয়ে সেটা আলাপ আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু তা নিয়ে আপনি হাউসের মধ্যে অন্য সদস্য এর বক্তৃতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেন না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---কাজেই যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাজেটটাকে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, আমি মনে করি, এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে দুর্বলতম অংশের মানুষেরা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পাবে। কাজেই ত্রিপুরাতে যারা কায়েমী স্বাথের হয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, আমরা তাদের সেই প্রচেষ্টাকে বাধা দেব এবং তার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আমাদের প্রচেষ্টার সংগে সহযোগিতা করার জন্য আমি আবেদন জানাব। শুধু তাই নয়, আমাদের এখানে বিরোধী পক্ষের যারা সদস্য আছেন, তাদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে যে আমাদের ত্রিপুরা সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্য এবং এখানে সব চাইতে গরীব অংশের লোক বাস করে, যার পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৮৩.৫ ভাগ, কাজেই তারা যাতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, তারা যাতে একটু শ্বাস ফেলতে পারে, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কাজেই এই যে বাজেট যেটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে এবং এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গত ১লা জুন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৭৯-৮০ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে রাজ্যে রাজ্যে যে সব সরকার আছে, তারা প্রত্যেকে নিজেদের এক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের বাজেট বরাদ্দ বিধান সভার সামনে পেশ করে থাকেন। অর্থাৎ যে সরকার যে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে চান, সেই শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, তারা তাদের বাজেট বরাদ্দ বিধান সভায় উত্থাপন করে থাকেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে বামফ্রন্ট সরকার আছে, তারও তেমনি একটা নিজস্ব দৃষ্টিভংগি আছে এবং তার বাজেটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের মধ্যে যারা শোষিত, বঞ্চিত এবং নিপীড়িত তাদের স্বার্থ দেখা। গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে এই রাজ্যের মধ্যে যারা বেশী করে নিষ্পেষিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে অথবা নিপীড়িত হয়েছে, সেই মানুষগুলির সামান্যতম

দুঃখ দুর্দশাকে লাঘব করার জন্য এই বাজেট এখানে উত্থাপিত হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমিও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে এই কথায় এক মত যে কোন বাজেটকে শুধু তার টাকার অংক দিয়ে বিচার করা যায় না। যেমন এবারকার যে কেন্দ্রীয় বাজেট হল, তাকে আমরা দল মত নির্বিশেষে এই হাউসেই সমালোচনা করেছিলাম, আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে এক মত ছিল। কারণ এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে মানুষের উপর শুধু করের বোঝা চাপানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিভাগের, জন্য যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, তার ৪ ভাগের ১ ভাগও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে বরাদ্দ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের এটা উপলব্ধি করতে ভুল করছেন, আমি বলব যে তারা ভুল করছেন না, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই আমাদের বাজেটের যে একটা বিশিষ্ট বৈশিষ্ট আছে, সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজ নিজ বাজেটের একটা বৈশিষ্ট থাকে, আমাদের বাজেটেরও সেই রকম একটা আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা দেখছি যে ইতিমধ্যে ভারতের প্রায় সব কয়টি রাজ্যের বাজেট পাশ হয়ে গিয়েছে, সেগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের উপর প্রচুর পরিমাণে করের বোঝা চাপানো হয়েছে। কিন্তু আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে বাজেট রচনা করেছি, তার মধ্যে কোন করের বোঝা জনসাধারণের উপর চাপানো হয় নি। কাজেই আমাদের বাজেটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে। আমাদের বাজেটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

সুতরাং আমি এই কথা বলব (ইন্টারাপশান) আমাদের আয় কত, এইটুকু লক্ষ্য করতে হবে। এই বাজেটে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উপর নূতন কোন করের প্রস্তাব করা হয় নাই। আমরা যদি এই বাজেটে আরও লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এই বাজেট জনগণের কল্যাণের জন্য—কৃষির উন্নতি ইত্যাদির জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ান হয়েছে। যা অমরা গত ৩০ বছরে দেখি নাই—এই সব খাতে শতকরা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়ান হয়েছে। অপরদিকে ত্রিপুরার বাজেটের উপর আলোচনার সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব পিছিয়ে পরা রাজ্য আছে ত্রিপুরা তার মধ্যে একটা। যাতে ত্রিপুরার অর্থনীতিতে একটা স্থায়িত্ব আনা যায় তার জন্য এই মূলধনী খাতে বরাদ্দ বাড়ান হয়েছে। আমাদের এই বাজেট প্রায় ৯২ কোটি টাকার বাজেট এর মূলধনী খাতে বরাদ্দ বাড়ান হয়েছে ২৬,৬৫,৬৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট বাজেটের ২৯ শতাংশ। এই মূলধনী খাতে ব্যয় বরাদ্দ, এই কথার অর্থ আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা জানেন কি না আমার জানা নাই। আমার মনে হয় তাঁরা এই কথার অর্থ বুঝেন না। একটা নূতন রাজ্যের আয় বাড়ানোর প্রশ্ন যখনই দেখা দেয় তখনই এই মূলধনী খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেই ক্ষেত্রে এই বাজেটের একটা বৈশিষ্ট আছে। এমন একটা বাজেটকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা এটাকে একটা গতানুগতিক বাজেট হিসাবেই দেখছেন। এই মূলধনী খাতে ব্যয় এই কথাটার অর্থ যদি তাঁরা বুঝতেন তাহলে তাঁরা এই কথা বলতেন না। এতে ত্রিপুরার রাজ্যের আয়ের মুখ খুলে যাবে এবং এর ফলে নূতন নূতন কল কারখানা ত্রিপুরাতে গড়ে উঠার পথ সুগম হবে এবং ত্রিপুরার

বেকার সমস্যা সমাধানের পথে সহায়ক হবে। এটা অত্যন্ত সত্যি কথা যে গোটা ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। তাই ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একথা কখনই বলা যায় না যে বেকার সমস্যার সমাধান হবে—সাধারণ যে মানুষ তাদের যে সব সমস্যা সেই সব সমস্যার সমাধান হবে, এটা ঠিক নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েও সাধারণ মানুষের যতটুকু কল্যাণ করা যায় তারই ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট সভার সামনে পেশ করেছেন, এর মধ্যে আমি এই লক্ষণগুলি দেখছি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা এটা লক্ষ্য করছেন না। বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট-গুলির মধ্যে (ইণ্টারাপশান) শিক্ষা খাতে বরাদ্দ, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ গত ৩০ বছর তারা যে হারে করেছেন (ইন্টারাপশান) যে ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল--এই বামফ্রণ্ট সরকারের এই গণতান্ত্রিক বাজেটকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট বামফ্রণ্ট সরকারের দ্বিতীয় বাজেট। প্রথম বাজেট-এ যে কর্মসূচী সূচিত হয়েছিল আজকে এই বাজেটে তাকে দৃঢ়ভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা বলেছেন যে, এই বাজেটে যখনই ত্রিপুরার মানুষের জন্য, ত্রিপুরার গ্রামের গরীব অংশের মানুষের জন্য এই বাজেটের মাধ্যমে কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তখনই বিরোধী পক্ষের চিৎকার সুরু হচ্ছে। আজকে এই বাজেট দেখে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা হতাশ হয়েছেন। অবশ্য তাঁরা নিশ্চয় হতাশ হবেন—এর কারণ আছে। এর কারণ হচ্ছে মাননীয় সদস্য দ্রাউ বাবু উল্লেখ করেছেন—ওরা যে অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছিলেন ত্রিপুরার বুকে ত্রিপুর সেনা দিয়ে, লাঠি ইত্যাদি দিয়ে যে বিশৃঙ্খলার ও সন্ত্রাসের সৃষ্টির চেস্টা করে-ছিলেন (ইন্টারাপশান) তাদের মধ্যে স্থায়ী ভাবে উনারা চেষ্টা করেছিলেন (ইণ্টারাপশান) সেই উপজাতি যুবকদের বিভ্রান্ত করবেন এই জন্য তাদের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। সেই চক্রান্তের মূল জিনিষটা যে---তা হল ত্রিপুরা রাজ্যে যদি সাম্প্রদায়িক দাংগা চালু করা যায়—যা ত্রিপুরার মহারাজার আমল থেকে ছিল এবং এর বিরুদ্ধে এই সাম্প্র-দায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে---এটা ত্রিপুরার একটা ঐতিহ্য। আজকে কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি, তাদের সঙ্গে মিলে চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছে যাতে এই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী রূপায়িত না করতে পারে। ঐ দিল্লীতে তাদের পিতারা রয়েছেন তারা বামফ্রন্টকে উত্খাৎ করতে চায়। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা সফল হবে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁরা দুই জনই স্বীকার করেছেন যে গোটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের কি অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং একই সঙ্গে ত্রিপুরার কি পরিস্থিতি। তাঁরা একথাও বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মত আইন শৃঙ্খলা ভারতের অন্য কোন রাজ্যে নেই। আজকে এই দিকেও তারা হতাশ হয়েছে। আবার অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে যে বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা উপজাতিদের 8 দফা দাবি মেনে নিলেন। তখন তারা এই বামফ্রন্ট সরকারকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন অপচেষ্টা সুরু করে দিলেন। যখন দেখেছেন যে আর কিছুতেই আর উপজাতি যুবকদের আটকিয়ে রাখা যাচ্ছে না তখনই তারা এটা সুরু করে দিলেন। কেন্দ্র থেকে যে টাকা (ইণ্টারাপশান) ত্রিপুর সেনাকে দুই শত টাকা তিন শত টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। এটা দেখেই তাদের হতাশা এসেছে।

কাজেই ওদের হতাশার বাজেট নয়। জানি না বাজেট বুঝার মত মানসিকতা ওদের আছে কি না। মাননীয় সদস্য হরিনাথবাবু বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে জলসেচের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে কিছুই দেয় নি। আমি তাকে অনুরোধ করব যে এই বাজেট স্পীচটা সময় করে একটু পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন এই জলসেচের জন্য ৫ কোটি টাকার উপরে খরচ করা হয়েছে এবং তার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে প্রচুর টিউবওয়েল, ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হয়েছে জলসেচের জন্য। এই হরিনাথবাবু নিজেও জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। গত ত্রিশ বৎসরে যা করা হয় নি, গত ত্রিশ বৎসরে বিগত সরকার-গুলি যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি করেছে সেগুলি সারিয়ে যাতে নূতনভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় সে দিকে এই সরকার নজর দিয়েছে। হরিনাথবাবু বলেছেন যে গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আমি উনাকে বলব যে আপনারা গ্রামের দিকে চেয়ে দেখুন আগে যে সমস্ত গ্রামীণ তাঁত শিল্প ছিল বামফ্রন্ট সরকার ৭০ পার্সেন্ট সাবসিডি দিয়ে গ্রামের তাঁতীদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। গত ত্রিশ বৎসরে যা করা হয় নি, বামফ্রন্ট সরকার এই অল্প সময়ের মধ্যেই করেছে। নূতন করে সমস্ত দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে হ্যাণ্ডলুম ও হ্যাণ্ডিক্রেফট শিল্পের উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রির প্রতি চেয়ে দেখুন রাজ্যের শিল্পকে উন্নত করার জন্য, কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য কি পদ্ধতি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন। পাট কলের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পাটকল হলে তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা বাড়বে। বামফ্রন্ট সরকার কাগজকল গড়ে তুলার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং সেই ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চেষ্টা করা হচ্ছে। এত কর্মকাণ্ড চলছে তথাপি তারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার কোথায় কি করছে তারা দেখছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রত্যেকটা তথ্য উপস্থাপন করতে চাই না। শুধু আমি বলতে চাই যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের সঙ্গে এই মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরাও চেষ্টা করছেন কি করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রকল্পগুলি বানচাল করা যায়। দুই একটা তথ্য আমি দিচ্ছি। উদয়পুরে গত ত্রিশ বছরে টিউবওয়েল হয়েছে ৭টি। আর গত বছর সেখানে হয়েছে ৭০টি এবং এই বৎসর আরও ৭০টি করা হবে। এটাকে বানচাল করার জন্য গোলাঘাটির রবীন্দ্র ছিছি, উপজাতি যুব সমিতির গাঁও প্রধান, কনট্রাকটার যে রিংওয়েল করেছে সেটা হয় নি তথাপি তাকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। এই উপজাতি যুব সমিতির লোক রজনীকান্ত জমাতিয়া সে পূজার সময় যে কাপড় সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল বিলিবণ্টনের জন্য তার থেকে ১১ খানি শাড়ী, কিছু ধুতি তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এর আগেও উল্লেখ করেছি যে ওদের বন্ধুরা সরকারের সমস্ত প্রকল্পগুলিকে সাবোটেজ করার জন্য চেষ্টা করছে। এই অবস্থার সৃষ্টি করে এই বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সেখানে ওরা বিরোধিতা তো করবেনই। ওরা স্বপ্ন দেখছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মসনদে বসার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্বপ্ন দেখা ভাল। বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন নীচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঠিক তখনই এরা সেই কর্ম-সূচীকে বানচাল করার জন্য জাল বুনছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য

অভিরামবাবু যে কথা বলেছেন যে দিনের বেলায় ওরা উপজাতি যুব সমিতি আর রাত্রিতে আমরা বাঙালীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে কাজ করছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই উদয়পুরে মীর্জায় একটা মিটিং হয়েছিল আমরা বাঙালীদের। সেখানে কংগ্রেস (আই) এর গাঁও প্রধান তরণী দাস ছিলেন এবং উপজাতি যুব সমিতির লোকও ছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা বাঙালী ও উপজাতি যুব সমিতি একই বৃন্তে দুটি ফুল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ করেছি ওরা আমরা বাঙালী এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে কোন কথা তারা বলছে না। (গণ্ডগোল) একটা দলের যখন সৃষ্টি হয়, এই উপজাতি যুব সমিতির যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাঁদের যে কর্মসূচী ছিল, তা হচ্ছে, ৪ দফা কর্মসূচী। কিন্তু গত ৩০ বছরে কংগ্রেস এই কর্মসূচী পূরণ করে দেন নি। তাঁদের দাবী যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হতে পারেনি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে এসে উপজাতিদের ৪ দফা দাবী পূরণ করেছেন সুতরাং একটা দলের লক্ষ্য যখন পূরণ হয়, একটা দলের যখন দাবী থাকে, এবং সেই দাবী গুলি যখন মিটে যায়, তখন দল কি করে টিকে থাকবে। কিন্তু যে সরকার তাঁদের দাবী পূরণ করে দিলেন, সেই সরকারের সঙ্গে তাঁরা মিত্রতা না করে শত্রুর ব্যবহার করেছেন। আজকে উপজাতি যুব সমিতির এইখানে যারা রয়েছেন, তাঁদের মুখ দিয়ে যে সব কথা বেরুচ্ছে সেগুলি কংগ্রেস ভবন থেকে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। না হলে, আজকে যখন ট্রাইবেল অটোনমাস গঠন করে উপজাতিদের উন্নতি কি করে করা যায় সেই চিন্তা করছেন, তার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেই পদক্ষেপকে তাঁরা গ্রহণ করেন নি, সেই উপজাতিদের জন্য তাঁরা কোন কথা বলছেন না, তাঁরা সেই সব উপজাতিদের কথাই বলছেন, যাতে সুদখোর উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারা যায়। এই বাজেটের মধ্যে সাধারণ উপজাতিদের জন্য যে টুকু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেইটুকুও যদি তাঁরা বলতেন, কিংবা সমর্থন করতেন, তাহলেও আমরা বুঝতে পারতাম, তাঁরা উপজাতিদের জন্য চিন্তা করছেন। কিন্তু সে দিকে তাঁদের একটি কথাও বের হয়নি। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কি করে এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মূল আক্রমণ রচনা করা যায়, এইটাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। ঐ উপজাতি যুব সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ৪ দফা দাবী পূরণ। এই ৪ দফা দাবী তো পূরণ করেছেন বামফ্রন্ট সরকার। যে বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের দাবী পূরণ করল, তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করুণ, দল ছেড়ে দিয়ে বামফ্রন্টে যোগ দিন। কারণ আপনাদের দলের সব দাবী পূরণ হয়ে গেছে। আর কোন লক্ষ্য আপনাদের নেই। তারপরেও যখন এই সব কথা বলা হয়, তখন একটা কথাই বুঝতে হবে, এই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা পর্যুদস্থ হয়েছিল, সেই সব হতাশাগ্রস্থ রাজনৈতিক দল যখন বুঝতে পারল, তাঁদের বক্তব্য এই বিধান সভার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ নেই, তখন তাদের ভূতটা আপনাদের ঘারে চেপে বসেছে। ঐ কংগ্রেস, সি, এফ, ডি-এর এক অংশের লোক ত্রিপুরায় অশান্তি সৃষ্টি করছে, এবং সংগঠিত হয়েছে, হচ্ছে আমরা বাঙ্গালী দলের পতাকার নীচে। তাঁদের ভূতটা চেপে বসেছে উপজাতি যুব সমিতির ঘাড়ে। কারণ এখানে তাঁরা যেসব সুরে কথা বলছে, তাঁরাও সেখানে একই সুরে কথা বলছেন। কাজেই বিরোধী

দলের সদস্যদের মুখ দিয়ে কোন কথা আমরা বাঙ্গালী দলের বিরুদ্ধে বলতে শুনা যায় না। ওরা বলেছেন, আমরা বাঙ্গালী দল নাকি আমরাই সৃষ্টি করেছি। হ্যাঁ, আমরা দেখেছি, আমরা বাঙ্গালী দল আপনারাই একটি সাম্প্রদায়িক শ্লোগানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন দিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বরদাস্ত করে নি। বামফ্রন্ট সরকার যখন সাধারণ মানুষের জন্য কাজ শুরু করেছেন, তখন কেন আপনাদের এত হৈ চৈ। কিন্তু সাধারণ উপজাতিরা বুঝতে পারছেন, তাদের শত্রু কে এবং মিত্রই বা কে। এটা বুঝতে পেরে যখন তারা চলে আসতে শুরু করেছে তখন তারা বুঝতে পারলেন এখন কি করতে হবে তাদের। শিখিয়ে দেওয়া পাখী যতক্ষণ বলতে পেরেছে ততক্ষণ বলেছে। কিন্তু পরিস্থিতি যখন শেষ হয়ে গেছে, খাঁচার পাখী যখন মিষ্টি মিষ্টি বুলি বলে তখন লোক জমে কিন্তু লোক যখন চলে যায়, তখন আবার সেই খাচায় বন্ধী হয়ে যায়। কাজে কাজেই ওদের দিয়ে কিছু হবে না বুঝতে পেরেই আজকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এবং এই চক্রান্তের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশৃখলা সৃষ্টির চেষ্টা শুরু হয়েছে। ঐ সব দলের পেছনে আছে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা। দ্রাউ বাবু বহু জায়গা পরিবর্তন করে এসেছেন। ঐ স্যাংক্রাক থেকে শুরুকরে ট্রাইবেল ইউনিয়নের একই শ্লোগান। এই শ্লোগানের ভিত্তিতেই আজকে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একই জিনিষত চলছে দুই দিক দিয়ে। উপজাতি যুব সমিতির জন্মদাতা শচীন বাবু কংগ্রেস সি, এফ, ডি, থেকে জনতা, এখানেও দুই রকম। দিল্লী যখন থাকেন, তখন জনতা, রাজ্যে যখন থাকেন তখন সি, এফ, ডি,। এইত হচ্ছে পরিস্থিতি। একই রাজনীতি চলছে এখানেও। এক দিকে আমরা বাঙ্গালী অন্যদিকে উপজাতি যুব সমিতি। একই ধারায় দুই দিক থেকে আজকে ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। কাজেই দ্রাউ বাবুকে উপলব্ধি করতে বলব, সব মানসিকতাকে এবং অবস্থাকে। আমরা জানি না তিনি বুঝে এটা করছেন কিনা। আপনাদের যারা পরিচালনা করছে, তাঁদের মুল লক্ষ্য, মুল উদ্দেশ্য একটাই, দুই দিক থেকে দেশের গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে ত্রিপুরাকে চরম বিশৃখলার মধ্যে ঠেলে দেওয়া এবং সেটাই আজকে শুরু হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার, এটা কি বাজেটের উপর বক্তব্য না মাছের বাজার। এখানে তিনি যে অভিযোগ আনলেন, তার প্রমাণ আমরা দাবী করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যে পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে, তার লক্ষ্য বিন্দু, মুল বিন্দু হচ্ছে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক শক্তিকে আক্রমণ করা। ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকে যারা কায়েম করতে চায়, সেই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য মুল লক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে তাঁরা চেষ্টা করছেন। এই বাজেটে যে টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে তার মধ্যে একটি লাইনও কি তাঁদের পছন্দ হয় নি। তাঁরা বলছেন পুলিশ খাতে ১৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু এই ১৩ কোটি টাকার মধ্যে ৮ কোটি টাকাই চলে যাচ্ছে, সি-আর-পি, বি-এস-এফ, আর-এ-পি'দের জন্য। এটা কেন্দ্রের ব্যাপার। বর্ডার এরিয়া বলে ত্রিপুরায় তাদের রাখতেই হবে। ৮ কোটি টাকা চলে গেলে বাকী থাকে ৫ কোটি টাকা। আপনাদের যে স্বর্গ, আপনাদের

তীর্থ ক্ষেত্র মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ডের বাজেটে দেখুন পুলিশ খাতে কত টাকা ওরা রেখেছে। শুধু এই সব জায়গা কেন বিভিন্ন রাজ্যে কোথাও ৫ কোটি টাকার পুলিশ বাজেট নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই আবেদন রাখব, বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১লা তারিখে এই সভায় যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে আবেদন রাখব যে, বাজেটকে বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা নয়। বাজেটের মধ্যে কি আছে তা একটু পড়ুন। আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১লা জুন, ১৯৭৯ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি। বাজেটকে সবর্থন করছি, তার কারন, এই বাজেটের ভিতর দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী তার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রত্যেক সরকারেরই একটি লক্ষ্য আছে। তেমনি রামফ্রন্ট সরকারেরও আছে। সেই লক্ষ্যটা জানান দেয় তখনই যখন সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত হয়। আমরা কি করব, ১৯৭৯-৮০ইং সনে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে চাংগা করে তুলবার জন্য কোনদিক থেকে আমাদেরকে এগোতে হবে, বাজেট সে পথ নির্দেশ দেবে। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন সে অনুসারে আমরা কৃষি ভিত্তিক ত্রিপুরার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা করেছি। কৃষি উন্নতির পাশাপাশি জলসেচও আসছে। কৃষির উন্নতিতো জল ব্যাতীত হতে পারেনা। সুতরাং সেই ব্যবস্থাও আমরা রেখেছি। এবং কৃষকদের উন্নয়নের জন্য আমরা আরও অনেক ব্যবস্থা করেছি। কোন কোন মাননীয় সদস্য সমালোচনা করেছেন যে, এবারকার বাজেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই বাজেট গতানুগতিক। বাজেটের জবাবী ভাষণ আমি দিচ্ছি না, তবে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই সমস্ত সমালোচকদের যে, এই এসেমব্লীতেও এর আগে অনেকবার বাজেট উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু ছড়ার জলের বাঁধ দিয়ে, নদীর জলে বাঁধ দিয়ে সেখান থেকে সেচের ব্যবস্থা করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল কি এর আগে? না নেওয়া হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত ছড়া এবং নদীর জলের বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেছেন। সেটা বাস্তবে দেখতে হবে। বাজেটতো একটা অংকের হিসাব। সেই হিসাব কাগজপত্র থেকে যখন মাঠে গিয়ে পৌঁছুবে বাস্তবে রূপায়িত হবে, তখন আপনারা দেখবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সমবায় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলছি। ত্রিপুরাকে যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নতি করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত ৩০ বৎসরে সমবায়ের উন্নয়নের নাম করে কেবল টাকা লুট করা হয়েছে। উন্নতি কিছুই হয় নি। কিন্তু আমরা আজকে সেখানে অডিট করছি, দেখছি কোথায় কোথায় চুরি হয়েছিল ইত্যাদি। আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে সম্বায়ে উৎসাহিত করার জন্য। সমবায়কে প্রসারিত করতে হবে। সর্ব ক্ষেত্রে সমবায়কে নিয়ে যেতে হবে। তবেই ত্রিপুরার উন্নতি হবে। সমবায়কে যদি উন্নতি করতে হয়, তবে বাজেট প্রভিশন রাখা দরকার। সেই দৃষ্টি কোন থেকে আমরা সমবায়ের জন্য বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, বিদ্যুৎ আমাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। ছোট ইণ্ডাস্ট্রিই বলুন আর বড় ইণ্ডাস্ট্রিই বলুন, বিদ্যুতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমরা দেখেছি আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের হাহাকার আছে। বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়াতে পারলে, একটা রাজ্যের চেহারা পাল্টে যায়। সেই দিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি, ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ যে পরিমাণ উৎপাদিত হচ্ছে, তার পরিমাণকে আরও কি ভাবে বাড়িয়ে তোলা যায়। তার জন্য আমরা জলবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি। এবং আমরা যদি সেই বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়াতে পারি তাহলে আমাদের গ্রামীণ শিল্প, কৃষি ইত্যাদির উন্নতি হবে এবং আমাদের দৈনন্দিন যে চাহিদা তারও প্রয়োজন মেটাতে পারব। কাজেই সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আমরা বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি। শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। শিল্পে যদি আমরা অগ্রসর হতে না পারি, তাহলে আমাদের কৃষকরা, যারা মাঠে কাজ করছেন, তারা ৬ মাস মাঠে কাজ করতে পারেন, আর বাকী ৬ মাস তাদের বেকার থাকতে হয়। কাজেই বর্ষার সময় তারা যাতে কাজ করে খেতে পারেন, তার জন্য আমরা গ্রামীণ শিল্প বিকাশের চেষ্টা করছি। এবং সেটা করতে পারলে আমাদের বেকারদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে পারব বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরার চাকুরীর সংস্থান যেখানে সীমিত, সেখানে কুটির শিল্পের বিকাশের প্রয়োজন আছে। বড় বড় কারখানা আমরা না করতে পারলেও, ছোট ছোট কুটির শিল্প যাতে আমরা করতে পারি তজ্জন্য আমরা বাজেটে সুযোগ সৃষ্টি করেছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমরা বাজেটে ব্যবস্থা রেখেছি। কোন কোন মাননীয় সদস্য এখানে সমালোচনা করেছেন যে এবারকার বাজেটেতো নূতন কিছু দেখছি না। আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, ত্রিপুরার সমবায়ের ভিত্তিতে চা শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত কোন ব্যবস্থা ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে আপনারা কোনদিন দেখছেন কিনা ? আমরা সেই সুযোগের সৃষ্টি করেছি। এই চা শিল্পের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরায় যাতে কিছু অর্থ আনতে পারি ত্রিপুরার অর্থনীতিকে যাতে কিছু পরিবর্ত্তন করতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। তারপর কৃষির উন্নয়নই বলুন, আর যা কিছু বলুন, সর্বপ্রকার উন্নয়নের পেছনে মৌল হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি ভাল না থাকে, তাহলে কোন দিনই একটা রাজ্যকে উন্নত করা যাবে না। সেই দিক থেকে আমরা ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা করেছি। বিগত ৩০ বৎসর ধরে ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে, প্রতিটি গ্রামে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আর আজকে আপনারা দেখুন, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় যোগাযোগের ব্যবস্থা করে চলেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমাজ খাতে আমরা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি। আমরা চেষ্টা করছি সমাজের চেহারাটাকে পাল্টে দেবার জন্য। এই বাজেট হচ্ছে শতকরা ৯০।৯৫ জনের বাজেট। ১০ ভাগ, ৫ ভাগ লোকের জন্য বাজেট নয়। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এবং মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা যে বলেছেন আমরা এই বাজেট দেখে হতাশ হয়েছি, তারা হতে পারেন। কারণ আমরা বাজেট রচনা করেছি, ত'দের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, আমরা

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেছি। আমরা সমাজে শোষিত, বঞ্চিত মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট রচনা করেছি। উনারা যে ১০।৫ জনের কথা ভাবছেন, এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে সে আশার আলো উনারা দেখতে পাবেন না। উনারা যদি সে আশা করে বসে থাকেন তাহলে আমাদের বলার কিছু নাই। আমাদের এই বাজেট গরীব মেহনতী মানুষের বাজেট।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে নানা রকম অপপ্রচার চালাচ্ছে, নানা রকম কুৎসা রটনা করছে, সেগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরার জনগণ সজাগ হবেন। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য আমরা ৫০০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছি এবং এ ধরণের আরও ৫০০টি কেন্দ্র আমরা চালু করব। আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসী শিক্ষা নীতির সংকীর্ণ নল বেয়ে যে শিক্ষা স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তার ধাক্কায় শতকরা ৮০ জন মানুষ অশিক্ষার তিমিরেই রয়ে গেছে। এই ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজ্যের জনগণকে অশিক্ষার অন্ধকারেই রেখে দিয়েছিল। কাজেই শিক্ষা রাজ্যের এই অন্ধকারের থেকে উত্তীর্ণ করার মানসে আমরা বজেটে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করছি। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। তার জন্য মাননীয় সদস্যদের একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি অসতো মা সদগময়ঃ তমসো মা জোতির্ময়ঃ অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমরা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের ভাষা কক্-বরক্ ভাষাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। সেই ভাষায় উপজাতি-দের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে, তার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও ৭০০টি গ্রামীণ বৃত্তি মূলক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে, যা মানুষকে শিক্ষার দিকে অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যাবে। মুখের কথা না বলে হাতে কলমে না রেখে বাস্তবে যদি আমরা রাজ্যের সামগ্রিক চেহারাটা পরিবর্ত্তন করতে পারি, তাহলে এটাই হবে সংগতিসূচক। তারপর শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরা দুইটি আই.সি.ডি. ব্লক নিয়েছি। যার দ্বারা শিশুরা উপকৃত হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলছি। জি বি. হাসপাতাল, ভি. এম হাসপাতাল এবং কয়েকটি সাবডিভিশানের হাসপাতালকে যেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ছিল এতদিন সেখানে আমরা আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করেছি।

আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাড়িয়েছি। আমরা হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র অনেক খুলেছি। মানুষের চিকিৎসার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে। তপ-শিলী জাতি এবং উপজাতি তারা সত্যিই আমাদের চাইতে অনেক অনগ্রসর। তাদের জন্য মায়া কান্না অনেকেই কাঁদে। কাঁদুক মায়া কান্না তো অনেক শুনছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য সত্যিই কিছু করেছে। তাদের জন্য কার্যসূচী হাতে নিয়েছে। আমরা বলেছি উপজাতিদের বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি আমরা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আপনারা বলেছেন যে ১২ শতাংশ ক্ষেত্রেও বে-আইনী জমি হস্তান্তরের জন্য কিছু করা হয়নি। কিন্তু আপনারা যদি গিয়ে দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে শতকরা

প্রায় ৪০ শতাংশ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপজাতিরা তাদের জমি ফিরে পেয়েছে উপজাতিদের জন্য অনেকেই মায়া কান্না করে থাকেন। যারা মায়া কান্না করেন তারা রাতের অন্ধকারে উপজাতিদের নিয়ে মিটিং করেন। আবার দিনের আলোয় তারা আমরা বাঙ্গালী করেন। তাদের দ্বারাই জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার উপ-জাতিদের উন্নতির জন্য কতগুলি ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন। সেই ব্যবস্থাগুলি মধ্যে সাধারণ জনসাধারণই বেশী উপকৃত হবেন। তাদের জন্য এই বাজেট তৈরী হয়েছে। কাজেই এই বাজেট আমরা দেখছি সব দিক দিয়ে ভাল। দরিদ্র জনসাধারণের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষের কিভাবে উন্নতি হবে সেইদিক লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এই বাজেটকে বিরোধীতা না করে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সমর্থন জানাবেন এটাই আমার বিশ্বাস। এই বাজেটে যারা হতাশ হয়েছেন তারা হতাশ না হয়ে আসুন আমরা সবাই মিলে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমরা ত্রিপুরার মানুষের মনে আশার আলো সঞ্চার করি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এত বেকার কেন হয়েছে বলতে পারেন? মাননীয় স্পীকার স্যার আগে কংগ্রেস আমলে যে দুর্নীতি চলত তা এখন নেই। তাদের আমলে কোন নিয়োগ নীতি ছিলনা। তারা নিয়োগ নীতির বেলায় কেবল দুর্নীতি চলত। দুর্নীতির ফলে দিনের পর দিন এই বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা নিয়োগ নীতি করেছে। আমরা যতটুকু পারি বেকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। নিয়োগ নীতির মাধ্যমে আমরা যতটুকু পারি সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ করছি। (গণ্ডগোল) আজকে আমরা ক্ষমতায় এসে অনেক বেকারের চাকুরী দিয়েছি। আমরা নিয়োগপত্র এইভাবে দিচ্ছি, একজন বেকারের চাকুরী হলে আরেকজন বেকার হতাশ না হয়ে যান। তার মনে যাতে আশার আলো সঞ্চারিত হয় এইভাবে আমরা নিয়োগপত্র ছাড়ছি। অনেকের মন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সেই হতাশার ভাব জনগণের মন কাটিয়ে উঠার জন্য চেষ্টা করছেন। মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য আইন শৃঙ্খলা কথা শান্তিভঙ্গের কথা বলেছেন। কিন্তু পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের কথা শুনে তারা একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে পুলিশের দরকার। তাই তাদের জন্য এইবার কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছু বেশী হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পুলিশের দরকার। ত্রিপুরার প্রায় চারিদিকে বর্ডার এলাকা। সেই বর্ডার এলাকা রক্ষা করার জন্য পুলিশ বাহিনী দরকার, সি. আর, পি দরকার। বর্ডার এলাকা দিয়ে গরু চুরি হয়ে যায় সেগুলি রক্ষার জন্য, তারপর মাল পাচার হয়ে যায় সেগুলি রক্ষা করার জন্য পুলিশ ও সি. আর, পি মোতায়েন করা দরকার। এইসব রক্ষা করতে হলে বা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে এই পুলিশ বা সি, আর, পির দরকার হয়। তাদের যারা সমালোচনা করেছিলেন ভাল মানুষটি সেজে তারা যখন উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা তাদের লাঠিপেটা করেছিলেন আপনাদের ঠিক করার জন্য পুলিশ পাঠাতে হয়েছে। সুতরাং আপনারাই বলছেন পুলিশ খাতে বরাদ্দ টাকা বেশী বাড়ানো হয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে পুলিশ ছাড়া কিছু হয়না। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ১লা পেশ করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত। এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন লোকের মুখে হাসি ফুটাবে। সুতরাং

৯০ জনের স্বার্থেই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি আবেদন রাখবো আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করুন। আমিত এই বাজেটকে সমর্থন করেছি। আপনারাও সমর্থন করুন। আসুন আমরা সবাই এই বাজেটকে সমর্থন করে গ্রামের গরীব অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা কাজে এগিয়ে যাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১লা জুন যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই বাজেট গরীব জনসাধারণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী করা হয়নি। এই বাজেটের মধ্যে কোন নতুনত্ব নাই। এখানে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য পর্যবসিত হয় নাই। এই বাজেট গতানুগতিকতা ধারায় পেশ হয়েছে।

আমরা স্পষ্ট দেখেছি যে, এই বাজেটকে জনকল্যাণ মূলক বাজেট বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে অক্ষম। কেননা এই বাজেটের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিয়মান হচ্ছে যে এই বিধানসভায় সুখময় বাবু নেই, তথাপি এই বিধানসভার বাজেটে সুখময় বাবুর আত্মা রয়েছে। কারণ গতকল্য এই বিধানসভায় এই বাজেট আলোচনার অংশ গ্রহণ করে বিধায়ক বিমলবাবু বলেছেন কংগ্রেসের উত্তাধিকার সূত্রে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। তাই কংগ্রেসের অসমাপ্ত কাজগুলি আমাদের করতে হবে। কাজেই ধরে নিতে পারি যে একজন বিধায়ক স্বীকার করেছেন যে তারা কংগ্রেসের উত্তরাধিকার সূত্রে এই বিধানসভায় এসেছে। তার উপর আমরা দেখেছি সমর বাবু অভিযোগ করেছেন ক্ষোভের সহিত যে তার এলাকায় জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে তাদের শাসক দলের মধ্যে এই বাজেটকে সমর্থন জানাতে পারেনা। শুধু দলের খাতিরে এই বাজেটকে সমর্থন করতে হয়েছে। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে তাদের যে গৌরব আমরা বিধানসভায় এসে অনেক কাজ করেছি তা মিথ্যা। খাদ্য সামগ্রি বাবদ আমরা টাকা ধরেছি ৫৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু এই ৫৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা যে খরচ হয়েছে তার হিসাব কই। তারা বলেছে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে।

(গণ্ডগোল)

ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। এবং সেই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের মধ্যে অনেক শয়তানি হয়েছে। গঙ্গাইপুরের উদয়পুর মাতাবাড়ী ব্লকের যে গাঁও প্রধান তিনি বলেছেন যারা সি, পি, এম, করবেনা তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারবনা। তাদেরকে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দিতে পারব না। এই নিয়ে কমিটি গঠন করে প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়েছে এবং বলেছে যারা কমিটি গঠন করবে তারাই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ পাবে আর এই কমিটি গঠন করতে হলে প্রত্যেককে চার আনা করে চাঁদা দিতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মজুরদের কাছ থেকে চার আনা করে পয়সা আদায় করা হয়েছে যে বলা হয়েছে, কোন্ কোন্ মজুরদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হয়েছে তার প্রমান চাই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াঃ—এর উত্তর আমি পরে দেব। তবে এখন নয়। আপনাদের যে জনগণ তাদের সামনে গিয়ে আমি সেটা হাজির করব। মজুরদের কমিটি গঠন করে প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে চার আনা করে পয়সা নিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি, যে গাঁওসভার প্রধান বিদ্যা দেববর্মা সি, পি, এম, এলাকায় যে রাস্তাঘাট একবার হয়ে গেছে সেগুলিকে বার বার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যুব সমিতির এলাকা বলে যেসব এলাকা আছে, সেগুলির জন্য কিছু করেন নি।

(গণ্ডগোল)

কুসুম চন্দ্র দেববর্মা নামে একজন লোক/ তার সি. পি, এম, গাঁওসভার প্রধানের কাছে গিয়ে শুধু জিজ্ঞাস করছেন যে সাইক্লোন এর টাকা পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু তিনি সরকার পক্ষের শক্তিতে বলিয়মান হয়ে, সেই কুসুম চন্দ্রকে মারপিট করেছে। যার ফলে তাকে হাসপাতালে আসতে হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

এই সম্পর্কে আমাদের বিধায়ক মাননীয় হরিনাথ বাবু ওয়াকিবহাল। কাজেই আমরা বলতে পারি যে এই প্রশাসন গণমুখি নয়, বামফ্রন্ট মুখী। কাজেই মাননীয় কেশব বাবু যে কতগুলি ভিত্তিহীনভাবে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে বিরোধীতা করছি।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনারা জানেন যে আমরা বাঙ্গালী করে কারা, গতকাল থেকে শুরু করে আজকেও বক্তব্য রেখেছেন যে, আমরা বাঙ্গালী আর উপজাতি যুব সমিতি নাকি এক। কিন্তু আপনারা কি জানেন না যে, কংগ্রেসের জনসভায় সি, পি, এম যেতে পারে আবার সি. পি, এম এর জনসভায় কংগ্রেস যেতে পারে। আমরা বাঙালীর জনসভায় যুবসমিতি যেতে পারে, আবার যুব সমিতির জনসভায় আমরা বাঙ্গালী যেতে পারে। এবং এটাই জনতার অধিকার। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(গণ্ডগোল)

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ৫০টা শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ১৯৮০ সালে আরও ৫০টি খোলা হবে। তাতে আমাদের কোন বিরোধীতা নাই। কেননা প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হউক তা আমরা চাই।

বামফ্রন্টের যে নীতি তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা আজ পড়াশুনা করতে পারছে না শিক্ষকের জন্য। যারা আজ ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুযোগ করে দিতে পারছে না তারা আবার ৫ বছরে মধ্যে বয়স্ক-দের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বয়স্ক শিক্ষা চালু করছে। আর গত বছরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ জানি আমাদের নিজের গ্রামে বিগত গাঁওসভা নির্বাচনে সি. পি. আই. এম. কর্মীরা যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও মানুষের উপর জোর করেছিল কিন্তু এখানকার মাননীয় মন্ত্রী এবং বিধায়করা তা জানেন না। আমি জানি গতবার যখন দক্ষিণ ত্রিপুরায় সমাজশিক্ষা দপ্তরে ডেপুটি ডিরেক্টার ২৬শে এপ্রিল অনন্তহরির ইন্টারভিউ নেন তখন অনন্তহরি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন যে আমি কোন স্কুলে পড়াশুনা করিনি এবং কোন স্কুলে যাইনি। তথাপি তাহাকে চাকরি

দেওয়া হয়েছে। তাহলে কিভাবে দেশের উন্নতি হবে? এই বিলের গুণাগুণ বিচার করে আমি এই বিলকে সমর্থন করতে পারি না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা আমরা বাঙালীর মত এই উপজাতি যুব সমিতিকে আখ্যা দিয়েছে, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই উপজাতি যুব সমিতিকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে এই বিধানসভায় যখন এই উপজাতি যুব সমিতির নাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এই বামফ্রন্টের যারা শরীক দল তারা প্রচার চালিয়েছিল যে ওরা বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক কাজ করছে, মিশনারী থেকে টাকা আনছে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় গত ১৯৭৮ সালের ২৮শে জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভায় বলেছিলেন যে এই উপজাতি যুব সমিতি নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, বাংলাদেশ, বার্মা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনছে। প্রমাণ দিতে পেরেছেন তিনি? প্রমাণ দিতে পারেন নি। যখন মাননীয় বিধায়ক শ্রীমতহরি চৌধুরী এই শীতকালীন অধিবেশনের সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন যে এই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে ত্রিপুর সেনারা মিজোরাম অঞ্চল থেকে বন্দুক আনছে, তা সত্য কি? প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে না, আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ দিতে পারিনি—যে তাদের হাতে কোন বে-আইনী বন্দুক আছে। যে ব্যক্তি এই ত্রিপুরার হর্তাকর্তা বিধাতা তিনি কিভাবে আমাদের উপজাতি যুব সমিতিকে আখ্যা দিয়েছিলেন—বে-আইনি বন্দুক এনেছিল বলে। এই ব্যক্তিকে স্বীকার করতে হয়েছে যে উপজাতি যুব সমিতির হাতে বে-আইনী কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। তাহলে প্রমাণ করে দেখুন এই আমরা বাঙালী দল কারা সৃষ্টি করেছেন। যখন উপজাতি যুব সমিতিকে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনেছে বলে আখ্যা দিতে শুরু করল, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ, লক্ষ লক্ষ বাঙালী ভাইয়েরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করল সঙ্গে সঙ্গে ২৮শে জুনের পরে তারা জুলাইতে আমরা বাঙালী দল গঠন করে এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তখন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী এবং বিধায়করা এতটুকু চিন্তা করতে পারে নাই যে এই আমরা বাঙালী দল এতটুকু কাজ করতে পারবে। কিন্তু তারা ভাবে নাই যে এই আমরা বাঙালীরা সত্যিই তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এই উপজাতি যুব সমিতিকে যেভাবে আখ্যা দিতে শুরু করছে সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৯৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। সে ঘাটতির মধ্যে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় রক্ষী বাহিনীর জন্য এবং তারপরে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা রয়েছে রাজস্থান আর্মড কনষ্টেবুলারীর জন্যে, মোট ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। যদি এই ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা বাদ দেওয়া যায় তাহলে পরে বিশেষ কোন ঘাটতি থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঐ ঘাটতির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই খরচ হচ্ছে সি. আর. পি. এবং আর. এ. সির জন্য। সে টাকাটা দেশের জন্য খরচ করলে ভাল হত। কাজেই বাজেটের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা দেখা যাচ্ছে, তাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। যদিও ওনারা বলেছেন যে কৃষি কাজের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন। ওনারা বলেছেন যে মহারাণীতে বাঁধ দিয়ে ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা সেই মহারাণী থেকে কাঁকড়াবন পর্য্যন্ত জলসেচের ব্যবস্থা করব এই ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে। বাজেটের মধ্যে কিন্তু কোন উল্লেখ নেই যে যারা জমি হারা

হয়ে যাবে তাদের পরিবার পিছু কিংবা প্রতি কাণিতে কত টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তার কোন উ.ল্লখ নেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেভাবে কংগ্রেস আমলে ডম্বুরে বাঁধ দেওয়ার ফলে ১৫ লক্ষ উপজাতিকে উৎখাত করা হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে এখানেও বাঁধ দিয়ে তাদেরকে বিপদে ঠেলে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিগত কংগ্রেসের আমলে যেভাবে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হত, আজকেও ঠিক তেমনিভাবে করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের যে সম্পদ রয়েছে তা বাড়েনি বরং আরও অনেক কমে গেছে। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সে বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি সম্পদ বন্টনের কোন সুব্যবস্থা করা হয়নি। সম্পদ বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। উপরন্তু যে সম্পদ আছে তা সঠিকভাবে বন্টনের ব্যবস্থা না করে সে সম্পদ নষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট এর বিধায়করা উপজাতি যুব সমিতিকে 'আমরা বাঙ্গালী' দলের সমর্থক বলে অতিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি বামফ্রন্ট এর সমর্থকরা এরা ঠিক পেঁচকের মতো। পেঁচক যেমন দিনে ঘুমায় এবং রাত্রে জেগে থেকে উলু দেয় ঠিক তেমনি বামফ্রন্ট এর লোকেরা দিনে ঘুমায় আর রাত্রে জেগে থাকে। 'আমরা বাঙ্গালীকে' এরাই মদত দেয় আর মুখে মুখে বলে এদের পেছনে অন্যরা কাজ করছে। আমরা বাঙ্গালীকে তাঁরা যে সাহায্য করছে তার প্রমাণ আমি দিতে পারি গত ১৭ জানুয়ারীর ঘটনায়। উপজাতিদের জন্য যে ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল ঘোষণা করা হয়েছিল তার প্রতিবাদে, তাকে বানচাল করার জন্য আমরা বাঙ্গালী দল গঠন করে তারা আন্দোলন করেছিলেন, তখন সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছিল। কাজেই দেখা গেছে এরাই আমরা বাঙ্গালীদের পেছনে কাজ করছে, আমরা বাঙ্গালীকে এরাই সাহায্য করছে। এ সকল কারণেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ইনকলাব, জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১লা জুন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই সভায় ১৯৭৯-৮০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন বামফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে আর. এস. পি'র পক্ষ থেকে আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এ কারণে যে আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার নির্ব্বাচনের পূর্বে যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়নের জন্য পুরোপুরি কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন এ বাজেটের মধ্যে। জন-কল্যাণমূলক কার্যের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ লোকের কথা রয়েছে। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের খেটে খাওয়া মানুষের জন্যই তেরী হয়েছে।

আগে সাধারণ মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের যে দৈনিক মজুরী ছিল অর্থাৎ দুই টাকা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে মজুরী দুই টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে তিন টাকা। অর্থাৎ মাসিক মজুরী হয়েছে ৯০ টাকা। কাজেই আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকারের যে জন-কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সে দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার এ বাজেট তৈরী করেছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার যে সমস্ত বাজেট তৈরী করতেন সেই বাজেট থেকে এ বাজেট এর অনেক পার্থক্য রয়েছে। এটা হল মৌলিক পার্থক্য। আগে কংগ্রেসী সরকার তারা যে বাজেট তৈরী করত তা তারা করত পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। সে জন্য ঐ সকল বাজেট এর মধ্যে গরীব মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকত না। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের শ্রমজীবী স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট তৈরী করেছেন। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গি তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাজেটের মধ্যে। আমরা এই বাজেটর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গ্রামেব কৃষকদের কৃষি কর্মের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের কৃষিকর্মের জন্য সরকার যে কৃষি-ঋণ দিয়েছিলেন সেই কৃষি ঋণ মুকুব করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেখানে যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল সরকার সে সমস্ত ঋণ মুকুব করে দিয়েছেন। এ ছাড়া বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করেছেন। গ্রামের অর্থনীতিকে পুনরগঠিত করার জন্য সরকার সকল রকম ব্যবস্থা করছেন। শুধু তাই নয় সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার অনেক কাজ করছেন। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার গ্রামে গ্রামে অনেক শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য অনেক শিক্ষা-য়তন খোলা হয়েছে। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেদের কি ভাবে শিক্ষিত করা যায় বামফ্রন্ট সরকার সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন ১০ বছরের মধ্যে প্রতিটি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা পৌছিয়ে দেবেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৩২ বছর পরও তা সুদূর পরাহত। জওহরলাল নেহেরু আরো ঘোষণা করেছিলেন "ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার্স শুড বি হেংড আণ্ডার দি ল্যাম্প-পোস্ট" কিন্তু কেউ কি দেখেছেন আজ পর্যন্ত কোন চোরাকারবারীর শাস্তি হতে? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র দেড় বৎসর হয়। কিন্তু কংগ্রেস সরকার বিগত ত্রিশ বছরে যা করতে পারেন নি মাত্র দেড় বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে কংগ্রেস সরকার পারেনি সেখানে বামফ্রন্ট সরকার তা করেছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার যে কাজ করেছেন তা উদাহরণস্বরূপ। আর কি কংগ্রেস সরকার, কি জনতা সরকার. এরা সকলেই জোতদার এবং পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, জনতা সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটে পুরোপুরি জোতদার এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরী করেছেন। সে বাজেটে ৬৬৫ কোটি টাকার টেক্স নির্ধারণ তারা করেছেন। সে ৬৬৫ কোটি টাকার মধ্যে যে টেক্স ডাইরেক্ট টেক্স, যে টেক্সটা সাধারণত ধনিক

শ্রেণীর লোকেরাই বহন করে থাকেন অর্থাৎ যে টেক্স হচ্ছে ইনকাম টেক্স্ এবং প্রফেশন্যাল টেক্স্-সে টেক্সএর বাবদ রাখা হয়েছে মাত্র ৫৮ কোটি টাকা।

আর বাকী ৬০৭ কোটি টাকা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। সেটা নেওয়া হচ্ছে আমাদের মত গরীব মানুষের কাছ থেকে। আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে। তেল, ডাল, নুন এমনকি কাপড় কাচার সাবানের সোডার দাম পর্য্যন্ত বেড়েছে। এর দ্বারা জনতা সরকার গরীব মানুষকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং ধনিক শ্রেণীর অবাধ মুনাফা লুন্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার সেই মানুষ মারার বাজেটকে বিরোধিতা করেছি। কংগ্রেস সরকার যেমন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ দেখতেন, ঠিক তেমনি করে জনতা সরকারও সেই কাজটা করছেন। আমাদের ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যখন বাজেট পেশ করছেন তখন আমরা দেখেছি সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এতে করারোপের কোন চেষ্টা করা হয়নি, গ্রামীণ কৃষি, অর্থনীতি বিকাশের জন্য এবং গ্রামের শতকরা ৯০ শতাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার জন্য বাজেট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই। আমরা দেখছি যারা কংগ্রেস, যারা সি এফ ডি; যারা জনতা তারাই আইন শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলার নীতি অনুসরণ করছে। একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রমাণ করতে চান যে এখানে আইন শৃঙ্খলা নেই এবং সেজন্য এই সরকারকে বাতিল করে দিতে হবে। এই গরীব মানুষের সরকারকে তারা বাতিল করে দিতে চায়। কিন্তু এই আইন শৃঙ্খলার কারা অবনতি ঘটাচ্ছে? ঐ কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা। যে সুস্থ পরিবেশ আছে সেই পরিবেশকে তাঁরা নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। গত বিধান-সভার নির্বাচনে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটি আসনও পান নি তারা আজকে একত্রে জড় হচ্ছে এবং বিরোধী দলের সঙ্গে একত্রে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি করে চিৎকার করছে যে এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ করেছি। তার কারণ রাজ্যের ট্রাইবেলরা কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা দীর্ঘকাল যাবত নির্যাতিত হয়ে আসছে। কাজেই সংবিধানের যে রাইট আছে, অনুন্নত পেছিয়ে পড়া জাতির জন্য সংবিধান অনুযায়ী রক্ষা কবচ অনুযায়ী বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া—তা যাতে তাদের ক্ষেত্রে রক্ষা করা যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা কংগ্রেস আমলে সংবিধানে ৬ষ্ঠ তপশীলের চালুর বহু আন্দোলন করেছি। কিন্তু তারা সেটা চালু করেনি। আজকে আমরা বামফ্রন্টের সরকার বলতে পারি যে, মানুষের সাধারণ যে গণতান্ত্রিক দাবী সেটা আমরা পুরণ করেছি। কাজেই উপজাতিদের সেফ্-গার্ড হিসেবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল করা হয়েছে। সেজন্য কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা আজকে আতঙ্কগ্রস্ত। যে সমস্ত মহাজন, জোতদার দাদন-ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে উপজাতিদের অর্থনৈতিক শোষণ করত। এই বিলের মাধ্যমে তা' রদ করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই আজকে তারা চিৎকার তুলছে যে জেলা পরিষদ বিল পাশ করাটা একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করা হয়েছে। কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক অধিকার

যেখানে আমরা দিতে পেরেছি সেখানে কি করে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে? সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী আমদানী করছে কারা? ঐ কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা। উপজাতি যুব সমিতি আজকে বলছে দুনিয়ার উপজাতি এক হও। আমরা বাঙ্গালীরা—দুনিয়ার বাঙ্গালী এক হওয়ার নামে সন্ত্রাস, খুন, হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে মানুষের মংগল করা যায় না। আজকে কিছু সংখ্যক লোককে হয়ত তারা কিছুদিনের জন্য ভুলিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু আমরা জানি বেশীর ভাগ লোকের সমর্থন রয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে। আমরা মনে করি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিলের দ্বারা উপজাতি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কল্যাণ এটার দ্বারা সম্ভব। আমরা জানি শোষণের অবসান এতে হবে না। এটা আমরা বিশ্বাস করি। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু হলে উপজাতি সমাজের মধ্যে যে ধনিক শ্রেণী রয়েছে—যেহেতু এই ধনিক শ্রেণী তাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত তারা গরীব উপজাতি ও গরীব বাঙ্গালীর স্বার্থে এক হয়ে যাবে। সামগ্রিক ভাবে তাদের লড়াই হবে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। সে উপজাতি ধনিকই হোক আর বাঙ্গাল ধনিকই হোক।

কাজেই শোষণের বিরুদ্ধে যে লড়াই, তা আজই শেষ হয়ে যাবে না, আগামী দিনেও এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর বামফ্রন্ট সরকার এই স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, তাঁর বাজেট ভাষণে এই বাজেটের মাধ্যমে গণ উদ্যোগ সৃষ্টির যে কথা বলেছেন, তা যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অভূতপূর্ব খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার যখন তার মোকাবিলায় সচেষ্ট, তখন তাকে বানচাল করার জন্য চক্রান্তকারীরা বামফ্রন্টের মিটিং, মিছিল ও কর্মীর উপর হামলা সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারকে মূল কাজকর্ম থেকে সরিয়ে অন্যত্র ঘুড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই আমরা এই বিধানসভা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল প্রান্তের সকল মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি যে চক্রান্তকারীদের চক্রান্তকে রুখবার জন্য আপনারা সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসুন এবং বামফ্রন্ট সরকারের পাশে এসে দাঁড়ান। এই ধরণের চক্রান্ত আগেও হয়েছিল, যেমন হিটলারের আমলে, এই সমস্ত সমাজবিরোধী, হতাশাগ্রস্ত, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিসমূহই ফ্যাসিবাদের উত্থানের মদত জুগিয়েছিল। আজ আমরা দেখছি যে বিরোধী পক্ষে যারা আছে, আর তার বাইরেও যে ফ্যাসিবাসী শক্তি রয়েছে তারা সবাই এক সঙ্গে আমাদের বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলছে। কেন করছে? না তারা করছে আমাদের বামফ্রন্টকে হেয় করার জন্য। কেননা, তারা জানে সাংবিধানিক উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার কোন সুযোগ তাদের সামনে খোলা নেই, তাই তারা খুন, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে অপদস্ত করতে চায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে আমরা দেখছি যে একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজকে সরগরম হয়ে উঠেছে। কাজেই আমরা আশা রাখব যে শুভ শক্তি সম্পন্ন যে সব লোক ত্রিপুরাতে আছেন, তারা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে কল্যাণমূলক কর্মসূচী তাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের পাশে এসে দাঁড়াবেন। বর্তমান যে ভারতীয় সংবিধান আছে, এটা ধনতান্ত্রিক দেশের সংবিধান, এই সংবিধানের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যত রকম বাজেটই রচনা করা হউক না কেন,

এতে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকের যে সব সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান করা কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত পরিস্কার, তার মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই। তবুও এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে কংগ্রেস আমলে তারা যে কাজ করতে পারে নি, বামফ্রন্ট এসে সেই একই ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সাধারণ মানুষের স্বার্থে সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগাচ্ছে। আর তারই জন্য বামফ্রন্ট যে কর্মসূচী নিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কর্মসূচীর যেমন গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শুরু করে জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে ব্যাপক গণ উদ্যোগের সৃষ্টি করা হয়েছে, এই বাজেটের প্রতিটি অক্ষরে তা লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সমস্ত কারণে এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। —ইনক্লাব জিন্দাবাদ

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১লা জুন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসের সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা কি ভাবছেন কিম্বা সমাজের মধ্যে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল লোক আছে, তারা কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটাকে দেখছেন, তা কোন রকম বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, জনসাধারণের কাছে আমরা নির্বাচনের আগে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, যার ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ মানুষ তাদের ভোট দিয়ে, এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমাদের এখন দেখতে হবে যে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের সময়ে আমরা জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা, আমাদের আরও দেখতে হবে যে জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন সমস্যার থেকে শুরু করে, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এই বাজেটের মাধ্যমে কি করা হয়েছে বা হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত করতে হবে, কারণ এটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই বিধানসভায় যারা নাকি আমাদের পাশে বিরোধী দল হিসেবে বসে আছেন, তারা কতটা এই বাজেটকে গ্রহণ করতে পারবেন বা পারছেন, তা অবশ্য সতন্ত্র কথা। হয়তো বিরোধী দল হিসাবে তাদের এই বাজেটকে বিরোধিতা করতে হবে, কাজেই তারা হয়তো এই বাজেট দেখে কিছুটা নিরাশ হবেন। কিন্তু একটা কথা আছে যে রোগ হলেই ফিজিসিয়ানকে দেখাতে হবে এবং ফিজিসিয়ান রোগী দেখে, তার রোগের কারণ নির্ণয় করে প্রেসক্রিপশান করলে এবং প্রেসক্রিপশান মত ঔষধপত্র খেলেই তবে রোগীর রোগ নিরাময় হতে পারে। কাজেই যে গভর্ণমেন্ট জনগণের সমস্যা কি আছে না আছে সেই সমস্যাগুলি আগে থেকে তাকে অনুধাবন করতে হবে, তারপরে তাকে ঠিক করতে হবে যে সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য তার কি লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর তারপরেই ঐসব সমস্যার সমাধানের জন্য তার কর্মসূচী অথবা কর্ম পদ্ধতি ঠিক করে দিবেন। আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই যে বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, তার ২য় পৃষ্ঠায় ৫ম অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সমস্যাগুলি কি? তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাজেট পেশ করার আগে আমাকে বুঝতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সমস্যাগুলি কোন

জায়গায় এবং সেইসব সমস্যাগুলি দুর করার জন্য আমাকে কোন জায়গায় হাত দিতে হবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮৩.৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। কাজেই তাদের জন্য আমাদের কিছু করতে গেলে, বাজেটকে আমাদের সেই ভাবেই পরিচালিত করতে হবে। কাজেই বাজেটকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করতে হলে আমাদের এভাবে চিন্তা করতে হবে। তাই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অনগ্রসরতার মূল কারণগুলি নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে যোগাযোগের অভাব, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে বহিরঙ্গ কাঠামোর অভাব, নীচু হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি পণ্যের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক দামের অভাব, চারাগাছ সমূহের রুগ্ন দশা, জমির উপযুক্ত সমীক্ষা ও বন্টনের অভাব, তাঁত ও হস্তশিল্পের দুর্দশা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ধীর ও নীচু হারে অর্থ বিনিয়োগ, ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, তপশিলী উপজাতি/তপশিলী জাতি, উদ্বাস্তুদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা, গ্রামীণ বেকারীত্ব, শিক্ষিত বেকার ও কর্ম সংস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যারা নাকি এই হাউসের মধ্যে এই বাজেটের বিরোধিতা করতে চাইছেন, তাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই, সেটা হল এই যে তারা কি এই সমস্যাগুলিকে ত্রিপুরার সমস্যা বলে মনে করেন না? তারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাবলী সঠিকভাবে অনুধাবন করে কি বলতে চান যে ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগের অভাব নেই? ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা নেই? কাজেই আমি বলব এই বাজেট হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য প্রকৃত বাজেট।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুব পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ৭ম অনুচ্ছেদে যে আমার যে ত্রিপুরা তার কোন নিজস্ব সম্পদ নেই। যেখানে তার নিজস্ব উৎপাদনের ব্যবস্থা নেই যে ত্রিপুরা বাইরের অন্যান্য অংশের উপর নির্ভরশীল সেই ত্রিপুরার উপর প্রভাব বিস্তার করে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের প্রতিক্রীয়া। তিনি বলেছেন ১৯৭৯-৮০ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে কেরোসিন তেঁল, ডিজেল ইত্যাদির উপর অধিক হারে কর ধার্যের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির অসহনীয় প্রভাব এই রাজ্যের জনসাধারণকে কি ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে সেই বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরেছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত বুঝার পরেই এর থেকে উত্তোরণের পথ আমাদের খুঁজতে হবে। এবং আমরা দেখেছি যে এই বাজেটে এই সব সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এবং সেই লক্ষ্যে পেঁছাতে গেলে কি ভাবে আমাদের এগোতে হবে তারও নির্দেশ তিনি দিয়েছেন এই বাজেটের ১৩পৃষ্ঠায় ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে। সেখানে তিনি লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি তার মূল উদ্দেশ্যগুলি হলঃ—প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকার, পরিকল্পনা কমিশন ও এন. ই. সি কর্তৃক বরাদ্দ পরিকল্পনার টাকা যাতে পুরো মাত্রায় যথাযথ ব্যয়িত হয়, রাজ্যের উন্নয়ন সাধিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা।" আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যেরা যদি মনে করেন কেন্দ্র থেকে যে টাকা আমাদের হাতে আসবে তা সঠিকভাবে ব্যয়িত হবে না তাহলে সেটা হবে তাঁদের ভুল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনি দ্বিতীয়তঃ বলেছেন যে সম্ভাব্য সব রকম অর্থনৈতিক মিতব্যয়িতা বলবত করে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ন্যূনতম খরচ করা। "মাননীয় স্পীকার, স্যার, অর্থনীতিতে সামান্য জ্ঞান থাকলে এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে পরিকল্পনা খাতের বহির্ভূত যে ব্যয়, সেখানে যদি আমরা ন্যূনতম খরচা করতে পারি তাহলে অর্থনীতির বুনিয়াদ

স্বাভাবিক কারণেই স্থিতিশীল হবে। তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন যে "দুর্বলতম অংশের জনসাধারণের মধ্যে—তিনি সেখানে ক্যাটিগরিকেলী বলেছেন যে ভাগচাষী, বাগ্রী শ্রমিক, গ্রামীণ শিল্পী, তফশিলী জাতি, তফশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ভূমিহীন লোকদের মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার সুফল সর্বাধিক ছড়িয়ে দেওয়া। সারা ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উপজাতি সমস্যা, তফশীলী সমস্যা, যে সমস্যা হল ত্রিপুরার মৌলিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে সেখানে যদি আমরা আমাদের লক্ষ্য-বিন্দু স্থির করতে না পারি স্বাভাবিক কারণে আমাদের বহিরংগ কাঠামোর অভাবে ত্রিপুরায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্যার সমাধান হবে না। গত ৩০ বছর এই বিধানসভায় যে বাজেট উপস্থিত করে ত্রিপুরার ৭০/৮০ ভাগ মানুষের কাছে যে বাজেটের খেলা চলছিল আজকে সেই বাজেটের পরিবর্তন করে সেখানে পরিস্কার বলা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে এতদিন ধরে শহরমুখী যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা চলছিল তার পরিবর্তন করে গ্রামমুখী সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেখানে বলা হয়েছে যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ বন্ধ ও বিদূরিত করা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রয়েছে তারা আজকে বুঝতে পারছে যে এই বাজেট দ্বারা তাদের কায়েমী স্বার্থ নষ্ট হতে চলছে তাই তারা আজকে এই বাজেটের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার হচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেখানে বেকারদের কথা চিন্তা করে বলা হয়েছে যে কোন একটি এলাকায় উন্নয়ন সম্ভাব্যতার সদ্ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। আমরা জানি যে আমাদের এই ত্রিপুরার বহু যুবক বহু অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে তাদের কর্মশক্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। গত ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনে তাদের কর্মে প্রতিষ্ঠিত করার কোন সুযোগ করে দেওয়া হয় নাই। সেই ধ্বংসের মুখ থেকে সেই যুব শক্তিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের গভর্ণমেন্ট থেকে কর্মের সুযোগ যাতে সৃষ্টি না করতে পারি, তার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে এই বাজেটে, একমাত্র এই সরকার ৭ হাজার কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। সরকারীভাবে, এর আগে ছিল ২ হাজার। আমরা দেখেছি যে শতকরা সাড়ে তিনশো ভাগ কর্মের যোগান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ত্রিপুরার গ্রামীণ বেকার যুবকদের নির্দিষ্ট পথে যে চালিত করা শুধুমাত্র এই সরকারই এই বিরাট সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং যদি ত্রিপুরার গ্রামীণ বেকারদের কর্মের সুযোগ করা যায় তাহলে এটা সম্ভব। সেজন্যই এখানে বলা হয়েছে যে কোন একটি এলাকায় উন্নয়ন সম্ভাব্যতার সদ্ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের লক্ষ্য স্থির করা আছে। তারপর বলা হয়েছে যে জনসাধারণের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ, শিক্ষার প্রসার, অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিতরণ, ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা। তারপর বলা হয়েছে যে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সভার নিকট আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি এবং নেব। জনগণের এই স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট করার প্রচেষ্টাকে সরকার শক্ত হাতে

ব্যবস্থা নেবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সেই শক্তিকে আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে চাই এবং সঠিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা আগেকার কোন সরকার এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারেন নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর বলা হয়েছে যে রাজ্যের জন্য একটি উপযুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা। এই বাজেটের একটা অংশে মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরার প্রশাসনিক কাঠামো খুবই দুর্বল। এটা সাহসিকতার পরিচয় যে নিজের দুর্বলতার কথা আমরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি---এইজন্য যে আমরা জনগণের সহযোগিতায় কাজ করতে চাই। এর কারণ হচ্ছে আমরা চিন্তা ভাবনা করে যে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, তাকে রূপায়িত করতে গেলে প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রস্তুত করতে হবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি এই বিধানসভায় বার বার একটা শক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে যে, শক্তির মধ্যে বাহিরের একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে। সেই শক্তি হচ্ছে ত্রিপুরার সমন্বয় কমিটি। আমরা দেখছি সমন্বয় কমিটি বিধানসভার সদস্য না হওয়া সত্বেও মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের আলোচনার মধ্যে বার বার ত্রিপুরার বিধানসভার বাহিরের একটা শক্তিকে এই বিধানসভায় টেনে এনেছে। কিন্তু আমরা জানি এই সমন্বয় কমিটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের সংগঠন নয়, এটা হচ্ছে সরকারের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অন্যতম শক্তি হিসাবে একটা শক্তিকেন্দ্র। স্বাভাবিক কারণে ওরা যখন দেখছে যে সরকারী সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য যে সমন্বয় কমিটি তৈরী হয়ে আছে এবং সরকারী সিদ্ধান্ত রূপায়ণের মাধ্যমে জনগণের উন্নতি সাধিত হলে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার বুকে এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই একটা জায়গাতে আঘাত করতে চায়। কারণ তাকে দুর্বল করতে পারলে প্রশাসনিক স্তরে সরকারী সিদ্ধান্তকে রূপায়ণ করার যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে বানচাল করা যাবে। তাই তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই শক্তিকে এই বিধানসভায় টেনে আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেট দীর্ঘ বাজেট এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ আলোচনা করা যেত। যারা হিন্দু ধর্মকে বিশ্বাস করেন তারা যেমন গীতার প্রতিটি শ্লোক উচ্চারণ করে প্রেরণা লাভ করেন, যারা নাকি যীশুখ্রিষ্টকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর বাণী উচ্চারণ করে নূতনভাবে উদ্ভুত হন, যারা সমাজতন্ত্রকে বিশ্বাস করে এর লক্ষ্যে পৌছার জন্য অনুপ্রাণিত হয় তারা এই বাজেট পড়ে ঠিক সেইভাবে অনুপ্রাণিত হবে। একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার চাপ দেখবে কারণ এই বাজেটের মধ্যে বাঁশের লাঠি রপ্তানী করার জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি কারণ এই বাজেট ত্রিপুরার জনগণের জীবনের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে উত্তরণের একটা ধাপ হিসাবে মনে করি এবং সেই জন্য আমি এটাকে সমর্থন করি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—গত ১লা জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই বিধান-সভায় উপস্থিত করেছেন সেই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষের উদ্দেশ্যে এই বাজেট গঠিত হয়েছে। বাজেট প্রতিটি দেশের মধ্যে বাজেট থাকে। পুঁজি-

তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বাজেট থাকে, গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বাজেট থাকে এবং বাজেটের দুইটা উদ্দেশ্য থাকে। একটা হচ্ছে যে বাজেটের মাধ্যমে দেশের কোটিপতি মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে বাজেট এবং সেই বাজেটের উদ্দেশ্য হল শোষণের মাধ্যমে, অত্যাচারের মাধ্যমে দেশের মানুষকে গরীব করে তার ধনের পাহাড় সৃষ্টি করা। আরেক ধরণের বাজেট হল গরীব মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে ধনীক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার বাজেট হতে হবে। সেটা হচ্ছে প্রকৃত বাজেট। কাজেই আমাদের বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের যারা খেটে খাওয়া মানুষ, গরীব মানুষ পাহাড়ী, বাঙ্গালী, মুণিপুরি, মুসলমান সমস্ত ধর্মের সমস্ত জাতের গরীব অংশের মানুষের বাজেট। এই বাজেট যখন রচনা হয় তখন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই ভুতুরিয়া, ময়ূর কোং তুলারাম, আগরতলার সূর্য্য পাল, অমর চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে বাজেট করা হয় নি। বাজেট করা হয়েছে আজকে যারা ক্ষেতে খামারে কাজ করে গরীব কৃষক, ক্ষেত মজুর তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচিত হয়েছে। এবং এই চা শ্রমিক তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। আজকে এই বাজেটকে যারা বলছে জনগণের স্বার্থ বিরোধী, এটা অনর্থক বাজেট এই বলে যারা এটাকে আখ্যায়িত করতে চাইছে আমি ওদেরকে বলছি এই বজেটের ১২ পৃষ্ঠায় একটু পড়ে দেখতে। না পড়ে না বুঝে যদি কেউ সমালোচনা করে তারা অজ্ঞ এবং জেনে শুনে যারা বলে তারা জ্ঞান পাপী। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থা আছে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে রক্ষা করা যায় সেটা আপনার (ক) থেকে আরম্ভ করে ছ পর্য্যন্ত ১২ পৃষ্ঠায় এবং (ক) থেকে আরম্ভ করে (ঝ) পর্য্যন্ত ১৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যারা এই বাজেটকে অস্বীকার করতে চাইছেন আমি ওদেরকে বলব যে কেন তারা এই বাজেটকে অস্বীকার করতে চাইছেন। এখানে আমি উদাহরণ-স্বরূপ একটা কথা বলতে চাই এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ইনস্যুরেন্স কোং থেকে ঋণ নিয়ে দুর্বল শ্রেণীভুক্ত লোক যারা গৃহ নির্মাণ করেছেন, যে সমস্ত রিক্সা শ্রমিক রিক্সা কেনার জন্য টাকা নিয়েছিল এবং এর মধ্যে যারা টাকা শোধ করতে পারছে না সেই টাকার সুদ সরকার থেকে দিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই তখন সেই রিক্সাওয়ালা সে তার রিক্সা পেয়ে যাবে। তখন তাকে এই মালিকের কাছে এবং বড় বড় টাকাওয়ালা লোকদের কাছে তাকে যেতে হবে না। তার ঘরের সম্পদ বন্ধক দিতে হবে না। কাজেই ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে এই কথা বলছেন। এখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত মটর কর্মী পরিবহন পারমিট সংগ্রহ করছেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সরকার তাদের জন্য গ্যারেন্টি মঞ্জুর করেছেন। কাজেই যারা ড্রাইভার আগরতলায় আছেন যারা ড্রাইভিং লাইসেন্স করেছেন তাদেরকে গাড়ী দেওয়ার জন্য যাতে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। কারণ যাতে গাড়ীর মালিকরা একচ্ছত্র মালিক না হন। যারা আজকে মোটর ড্রাইভারী করে, অনেক ড্রাইভার আগরতলায় আছেন তারা ড্রাইভারি লাইসেন্স করেছেন এবং গাড়ী কেনার জন্য লাইসেন্স করছেন, তাদের এই সব ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমরা এই সব কথা বলছি, যাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে না যেতে পারে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা আরো দেখছি, ভূমি রাজস্বমকুব। এই রাজস্ব দেওয়ার জন্য আজকে আমরা যে ভাবে মকুব ঘোষণা করেছি তা ঐতিহাসিক ঘোষণা। গত ২ বছর আগে আমাদের এখানে কি ছিল? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে—আজকে যাঁরা এইখানে বিরোধিতা করছেন, তাঁরা রাজনীতি করতেন, আমরাও করেছি। কিন্তু যখন সি. আর, পি. দিয়ে বুভুক্ষু জনসাধারণের সম্পত্তি সীজ করে, ক্রোক করে আনেন, তখন তাঁরা হাত তালি দিয়ে বলেছেন, "ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও। "আমরা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব ঘোষণা করেছি। উপজাতিদের যে ৫·২৫ টাকা ঘর চুক্তি খাজনা ছিল বছরে, সেই ঘর চুক্তি খাজনা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি"। দাদন ঋণ, অগ্নিকাণ্ডের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া ঋণ, স্বর্ণকারদের দেয়া ঋণ প্রভৃতি মুকুব করেছি। কাজেই আজকে যারা আগরতলা, তেলিয়ামুড়ার মহাজন আছেন, শোষক আছেন, স্বর্ণকার আছেন তার আর চড়া সুদে বন্ধক রাখতে পারছেন না। এই বাজেটের বিরোধিতা করতে পারে সেই সব লোকেরা, যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই বাজেটের কেন বিরোধিতা করছেন আমি বুঝতে পারছি না। পূজা অগ্রিমের সাথে কর্মচারীদের জন্য এক্‌গ্রেসিয়া মঞ্জুর, এক বছরে এই রাজ্যের ব্যাঙ্ক সমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ দশ শতাংশ বাড়ানো, নির্দ্দিষ্ট বয়স সীমার উর্দ্ধে এবং কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষ বার্ধক্য ভাতা প্রদান, ছাত্রদের নানাবিধ সুযোগ দান, টি. বি. রোগীদের সাহায্য দান, দুর্বল শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এই সব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি আক্‌সগ্রেসিয়া বন্ধ করতে চান? যদি তারা গরীব কর্মচারীদের অ্যাক্‌সগ্রেসিয়া বন্ধ করতে চান, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলুন, আমরা এটার বিরুদ্ধে। আমি জানি না তাঁরা এটা কি করে করতে পারছেন। তাঁরা এখানে দাঁড়িয়ে বলুন, গরীব রিক্‌সাওয়ালাদের ঋণ মুকুব করা হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ ছাড়াও সরকারী কর্মচারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থায় কর্মরত কর্মচারী, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখার জন্য সরকার একটি বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা করা হয়েছে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে। উনারা দাঁড়িয়ে বলুন, আমরা ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স চাই না। কাজেই এই যে বাজেট, মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের কনক্লুশনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি, আজকে সারা ত্রিপুরায় প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত চলছে। বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটকে প্রগতির যুগে টেনে নিয়ে যেতে চান। এই বাজেট গরীব মানুষের বাজেট। তখন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভ্রান্ত হবেন, আতঙ্কিত হবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, পুলিশ বাজেট দেখে তাঁরা এত ভীত হয়েছেন কেন? ভীত হবে তারাই, যারা সমাজবিদ্রোহী, যারা চোর, যারা স্কুল ঘর পোড়ায়, যারা বাজার পোড়ায় যারা অফিস পোড়ায়। আপনাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি প্রাইমারী থেকে সিনিয়র বেসিক স্কুল পর্যন্ত পুলিশ, হোম গার্ডের ব্যবস্থা করব পাহাড়া জোরদার করার জন্য।

আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে চাই। এমন কি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ন্যায় পঞ্চায়েৎ অফিসে নাইট গার্ড দিয়ে সরকারী সম্পত্তি বাঁচাতে চাই। আজকে যখন এই সব সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা থাকছে না, তখন তারা আতঙ্কে আতঙ্কিত হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ কংগ্রেসী সরকারের আমলে যে পুলিশ—আমি বলছি না পুলিশের মধ্যে মানবতা নেই। তাদেরমধ্যে মানবতা আছে, মনুষত্ব আছে। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের চিন্তা চেতনাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু সে যুগের ঐ শচীন বাবুর সুখময় বাবুর (আমলের পুলিশ নয়। সে আমলের পুলিশ শুধু মোহিনী ত্রিপুরাকে জুম কাটার/সময়ে গুলি করে হত্যা করে, ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের জন্য, ৪ দফা দাবীর জন্য শহীদ হতে হয়েছে। এখন আর তা হবে না ! কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এখন আর পুলিশ গুলি করবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ অপশক্তিগুলি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রগতিশীল বাজেটকে বাধা দিচ্ছে। আজকে আর একটি সংস্থা আছে, আমরা বাঙ্গালী"। তারা পেচারতল, আমবাসা, খোয়াই, সোনামুড়া, অমরপুর, উদয়পুর প্রভৃত জায়গায় আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। সেদিন তো অমরপুরে অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের সমর্থনে কোন মিছিল ছিল না। সে দিন অমরপুরে মৎসজীবি সমবায় সমিতির মিটিং ছিল। আমাদের মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে সভাপতি করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ মৎস সমবায় সমিতির কর্মীরা। কিন্তু সেই মিটিং এর উপর আক্রমণ করে আমরা বাঙ্গালী দল। ঐ আমবাসাতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনী মিছিল ছিল সেই মিছিলের উপর আক্রমণ করে আমরা বাঙ্গালী দল, ঐ পেচারথল, খোয়াইতে কি সেদিন ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের কোন সমর্থনের মিছিল ছিল ? না তা ছিল না, তবু সেই মিছিলের উপর আমরা বাঙ্গালী দল আক্রমণ করেছে।

এইভাবে আমরা বাংগালী নামধারী প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রগতিশীলদের যে সমস্ত সম্মেলন, সেই সমস্ত সম্মেলন-এর উপর আঘাত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের সেই প্রচেষ্টাকে কি উপজাতি যুব সমিতির কোন কাগজে প্রতিবাদ হয়েছে, যে কাজটা কর্মমূলক ? আমি সব কথা বাদ দিলাম। আমদের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী, আমাদের বিধায়ক শ্রীজীতেন সরকার, রাধারমণ দেবনাথ, তাদের উপর যে আক্রমণ হয়েছিল, তার কি কোন প্রতিবাদ উনারা করেছেন ? কাজেই আমি বলতে চাই উনারা একই গাছের দুইটি ডাল। তাদের শিকর এক জায়গায়। উনারা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার দালাল। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকশ্রেণীর লেজুড়, তাদের জন্ম হচ্ছে এক জায়গায়। তারা দুইটি ভাই। একটা হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতি, আরেকটা হচ্ছে আমরা বাংগালী।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

আমাকে আর ১০ মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—১০ মিনিট নয়, ৫ মিনিট পাবেন। কারণ আমাদের হাতে সময় কম।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—কাজেই উপজাতি যুব সমিতির যারা নিরীহ গরীব উপজাতি তাদের কাছে আবেদন করতে চাই,—

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপজাতি যুব সমিতিকে আক্রমণ করেছেন। উনি বাজেটের উপর কোন বক্তৃতা করছেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলছি কেন? উনারা সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে আজকে এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উপজাতি যুব সমিতির সরল প্রাণ উপজাতি যুবকদের কাছে আবেদন জানাই। কারণ সেদিন সেখানে কাকপক্ষীর যাবার কোন উপায় ছিল না। সেখানে সেদিন উপজাতির লোকেরা ছিল। কিন্তু সত্যকে গোপন রাখা যায় না। আগুনকে কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। দেওয়ালেরও কান আছে। সেখানে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দুদিন পরে তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তারা মিজোরাম থেকে ৬০০ ট্রাক ঠিক করেছিল ত্রিপুরার বাংগালীদের কাটবার জন্য। তাদের সেন্টার অফিস থাকবে ১৮ মুড়ায়। এইভাবে তারা আতংক সৃষ্টি করেছে। এমন কি আগরতলার মানুষকেও তারা আতংকিত করেছে, মিজো আসবে বলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা সেদিন ঘোষণা করেছিল—তুমি কোন কলাস পর্য্যন্ত পড়েছ, আমি ক্লাস টু পর্য্যন্ত পড়েছি। তাহলে তুমি হাকিম হবে। তুমি কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছ, আমি ক্লাস সিক্স পর্য্যন্ত পড়েছি তাহলে তুমি দারোগা হবে।" এই সমস্ত খবর পত্রিকায় বের হয়েছে এইগুলি আমার কথা নয়। তাদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিধায়ক রতিমোহন হবেন ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। কাজেই তারা এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। এইভাবে তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লাগবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরায় যদি বাংগালী থাকতে না পারে, তাহলে এত বড় বড় ব্যবসা সম্প্রসারিত করছেন কেন তারা? কেন এত বড় বড় বাড়ী ঘর উঠছে। কেন তারা তাদের সম্পত্তি প্রসারিত করছেন। যদি না থাকতে পারতেন, তাহলে তো সংকুচিত করতে পারতেন। কাজেই আমাদের এই বাজেট প্রগতিশীল বাজেট এই বাজেট গণতন্ত্রী বাজেট, ত্রিপুরার খেটে খাওয়া লোকদের বাজেট। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১২।১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী পরিস্কার ভাষায় এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

।। ইনক্লাব জিন্দাবাদ্ ।।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বাজেটের সাধারণ আলোচনার প্রত্যুত্তরে অর্থমন্ত্রী এখানে বক্তব্য রাখার কথা। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে তারা ভারতবর্ষের একটা বিশেষ জটিল পরিস্থিতির জন্য প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ দিল্লীতে আবদ্ধ আছেন। এবং যে বিষয়ের উপর তারা আলোচনা করবেন, ভারতবর্ষের সামগ্রিক স্থিতিশীলতার উপর এর প্রভাব পড়বে। বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক ভাবে সব অশান্তি জনক ঘটনার বিস্তার ঘটেছে, বিশেষতঃ শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োজিত যে পুলিশ বাহিনী তাদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, সেটা আলোচনা করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তথা অর্থমন্ত্রী দিল্লীতে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই আমি আজকে বাজেটের সাধারণ আলোচনায়, উনার পক্ষ থেকে অংশ গ্রহন করছি। সাধারণভাবে বলতে গেলে বাজেট আলোচনা করা আমার জীবনে সৌভাগ্যই হোক, দুর্ভাগ্যই হোক, সর্ব

ভারতীয় বাজেটে আলোচনায় অন্ততঃ ১৫ বৎসর এবং ত্রিপুরায় ২ বার অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে বাজেটে মৌলিক কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতটুকু দৃষ্টি না রেখে, এই ভাবে আমাদের বিরোধী পক্ষ অংশ গ্রহণ করবেন, এটা আমি ভাবতে পারছি না। কারন বাজেটটি পড়তে হবে। বাজেট অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিষয়। বাজেটতো কোন মানুষের খেয়াল খুশিমত নির্দ্ধারিত হয় না। সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দলের একটা অর্থনৈতিক নীতি থাকে। তার একটা দর্শন থাকে, একটা দৃষ্টিকোন থাকে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে বাজেট সম্পর্কে উনারা আলোচনা করেন। কিন্তু ত্রিপুরায় দুর্ভাগ্য বশতঃ সর্ব ভারতের কোন বিরোধী দল নেই। স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি, সংগঠিত হয়ে ভোটের সময় নিজেদের উপজাতি যুব সমিতি বলে নিজেদের পরিচয় দেন। যেটা কোন দিন রাজনৈতিক দল হয় না। রাজনৈতিক বিবর্জিত কতগুলি স্বার্থের ভিত্তিতে তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। (এ ভয়েস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ—আমরা রাজস্ব মন্ত্রীর নিকট থেকে এই ধরণের বক্তব্য আশা করিনি)। না আমি সেই কথা বলছি না। উপজাতি যুব সমিতি বিধান সভায় যখন এসেছে, তখন আমরা আশা করেছিলাম যে উপজাতি যুব সমিতির দায়িত্বটা একটু বৃদ্ধি পাবে। তারা জনগণের একটা অংশের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কাজেই আমরা সসম্মানে তাদের বিরোধী গ্রুপের মর্যাদা দিয়েছি। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগটা, তাঁদের দিক থেকে তাঁরা বজায় রাখবেন। এই আশাই আমাদের ছিল। প্রত্যেকটি বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে উনারা বলছেন যে, গতানুগতিক বজেট। গতানুগতিক বাজেট বলতে উনারা কি অর্থ করেন। গতানুগতিক শব্দটা আমি জানি না ত্রিপুরা ভাষায় কি বলে। গতানুগতিক বলতে বোঝায় একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী এবং একটা কাঠামোকে সম্প্রসারিত করার জন্য বৎসরের পর বৎসর যে চেষ্টা হয়, তাকেই বলে গতানুগতিক বাজেট। দিল্লীতে যে বাজেট রচনা হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে এবং জনতা সরকার আসার পর থেকেও সেখানে গতানুগতিক বাজেট চলছে, এটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য।

আমাদের বন্ধুরা যে এখানে বলেছেন এই বাজেট হচ্ছে গতানুগতিক। উদাহরণ স্বরূপ কি বলতে পারেন গত বছরের বা এর আগের বছরের সঙ্গে এর মিল আছে কিনা। সুখময় বাবুর আমলের বাজেট, বা শচীন্দ্রবাবুর আমলের সঙ্গে তারা মিল দেখাতে পারবেন কি ? যদি দেখাতে পারেন তবে দেখিয়ে বলুন, যে এটা গতানুগতিক বাজেট। গতানুগতিকতার অর্থ কি তারা তা জানেন বলে আমি তা বিশ্বাস করিনা। যদি তারা গতানুগতিকতার অর্থ জানতেন, তাহলে তারা এই বাজেটকে গতানুগতিক বাজেট হিসাবে মনে করতেন না। ভারতের পার্লামেন্টে যে আলোচনা হয়, এবং বিধানসভায় যে আলোচনা হয়, সে আলোচনার যেভাবে উত্তর দেওয়া দরকার বা উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী হওয়া দরকার, আমি ঠিক সেইভাবে তৈরী হয়ে আসিনি, তাই আমার বক্তব্য রাখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। এখানে যে বাজেটকে সমালোচনা করা হয়েছে, সেটা কোন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে করা হয় নি। কাজেই আমরা যখন বলতে যাব তখন আমাদের বলতে হয় যে, উনারা বলছেন যে এই বাজেট গতানুগতিক বাজেট।

গতানুগতিকতার অর্থ কি তারা তা জানেন আমার বিশ্বাস হয় না। কাজেই এটাকে

খণ্ডন করার জন্য বিশেষ প্রয়াস চালিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত তারা বলেছেন, যে এতে দোষ হল একটাই যে এতে পুলিশ খাতে যথেষ্ট টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। ২ নম্বর অভিযোগ হল তাদের এই। এইখানে আমার বক্তব্য হল এই যে পুলিশ খাতে যে টাকা বরাদ্দের কথা এখানে উপস্থিত করেছেন, (গণ্ডগোল) (আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন। আপনারাতো অনেক বলেছেন এখন একটু বলতে দিন।) কিছু দিন আগে বিধানসভায় পর পর কয়েকটি ঘটনা উপলক্ষে বিরোধী পক্ষের নেতারা এই কথাটা উল্লেখ করেন—এমন কি তারা এই দাবীও রাখেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে যে পাহারার ব্যবস্থা আছে, সেটা পর্যাপ্ত নয়। গরু চুরি হয়। এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। সীমান্ত অঞ্চলকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য আমরা একটা রিজলিউসান নিয়েছিলাম, কেন্দ্রের কাছে দাবী জানাবার জন্য। আরও অনেক বেশী করে থানা দেওয়া দরকার। এই ত্রিপুরা রাজ্যের চারিদিকে সীমান্ত অঞ্চল। সীমান্ত দিয়ে ঘেরা এই ত্রিপুরা রাজ্য। সীমান্ত অঞ্চল আমাদের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। কৃষির একমাত্র মূল উপাদান গো সম্পদ। সেখানে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কোন ট্রাকটর চালু করা সম্ভব হয়নি। গো সম্পদ যদি কৃষকদের থেকে হাত ছাড়া হয়ে যায় তা হলে কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। সীমান্তব্যাপী যাতে গো সম্পদ পাচার না হয়, তার জন্য তারা আমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমস্বরে এই আওয়াজ তোলে, যাতে কেন্দ্র সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করে।

আর যদি সীমান্ত সুরক্ষিত না করে তবে যেন কেন্দ্র ক্ষতিপূরণ দেয় এই দাবী তারা ও আমাদের সঙ্গে করেছিলেন। এটা আমার মনে আছে তারা বিভিন্ন জায়গার নামও মেনশান করেছেন। তারা বলেছেন সীমান্ত অঞ্চলে আরও কতগুলি আউটপোষ্ট বসানো দরকার। পুলিশ খাতটা কোন খাত? বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সি, আর, পি, তাদের দায়িত্ব বেশী। তারা সীমান্ত রক্ষা করবেন। একটা সরকারকে তাঁর সীমান্ত রক্ষা করতে তার অনেক বেশী দায়িত্ব থাকা দরকার। সেদিন তাঁরা আমাদের সাথে একমত হয়ে বলেছিলেন কেন্দ্রকে এই দায়ভার বহন করতে হবে। সীমান্তে আরও রক্ষী বসানো দরকার। তারপর আমরা কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছি যে, আমাদের এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। তার আয় থেকে এই রাজ্য রক্ষা করা যাবে না। সীমান্তে আরও সীমান্ত রক্ষী বসানো হোক। এই দায়িত্ব এবং খরচ কেন্দ্রকে বহন করতে হবে। আরও ভালভাবে সীমান্তকে সুরক্ষিত করা হোক, এটাই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি। এইজন্য কেন্দ্রকে আরো চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন বিরোধী দলের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে সায় দিয়েছিলেন। এখানে পার্লামেন্টের একটা কথা মনে রাখা দরকার। যদি কোন প্রস্তাবকে কোন দল সমর্থন করে থাকে, সেই নির্দিষ্ট প্রস্তাবকে যদি সেই দল তার বিরোধিতা করেন, তাহলে বলা হয় সেটাকে, নিজের গায়ে নিজে থুথু ফেলা। এখানে ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। উনারা আগে সেটাকে সমর্থন করেছিলেন। আজকে বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের গৃহীত প্রস্তাবকে অস্বীকার করছেন। আরও ৩ বছর সময় আছে। আপনারা যদি একটু সময় করে, বিধানসভার নিয়ম কানুনের কতগুলি গ্রন্থ আছে সেই গ্রন্থগুলি পড়েন তাহলে ভাল হয়। বিরোধী দল হিসাবে বিধান সভায় বিরোধী দলের ভূমিকা, কিভাবে পালন করতে হয় সেগুলি এই

গ্রন্থে আছে। সেগুলি আপনাদের পড়া আবশ্যক। আপনাদের সেটা দেখলে সুবিধা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। উনি বাজেটের উপর বক্তৃতা করছেন না। উনি হাউসকে মিস গাইড করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—না, উনি হাউসকে মিস গাইড করছেন না। এই কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ছে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার খুব দুর্ভাগ্য যে আমি এখানে স্টেট বাজেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই কথাগুলি বলছি। যে বাজেট, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১লা জুন পেশ করেছেন। সেই বাজেটের সি, আর, পি, সংক্রান্ত ব্যাপারের উপর স্টেটও করে আমি এই কথাগুলি বলছি। (ভয়েসেস অব অপোজিসান বেঞ্চ আমাদের এত জ্ঞান না দিলেও চলবে।) আমি এইখানে কয়েকটি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিছু কথা বলতে চাই। যে বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন সেই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের বাজেট। ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। আমাদের এই বাজেটকে লক্ষ্য করে অনেকেই অনেক কথা উত্থাপন করেছেন। আমাদের এই বাজেটকে সবদিক দিয়ে তুলনা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন। কৃষির উন্নতির জন্যও আমাদের বাজেটে কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যে যে এখন খরা পরিস্থিতি চলছে, সেই খরা পরিস্থিতি জন্য সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন।

আমরা ক্ষমতায় আসার পর এমন কতগুলি অবস্থায় মধ্যে পড়ি এবং তার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করি। আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা আমাদের ভাবতে হবে। যেমন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে মানুষের পানীয় জলের অভাবে প্রাণ হারাবার মত অবস্থা, এই সংকটময় অবস্থার জন্য কতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। জলের অভাব সম্পর্কে যে অভিযোগ আজকে আমরা পেয়েছি এখানে, সেটা আজকে পর্যালোচনা করার কথা আছে। আমি জানিনা যে কোন জায়গায় কোন লোকের জলের অভাবে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এমন কোন তথ্য এখানে উপস্থিত করা হয় নি। এই বাজেট মিটিং-এ আসার পূর্বে আমাদের একটা মিটিং হয়। আমাদের এখানে জলের অভাবে চাষের অসুবিধার জন্য কোন ফসল হয় নি। এবং আমরা দেখেছি যে, শতকরা ৪০ ভাগ ফসল হয়েছে, তবে ৬০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে। 80 ভাগকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, এই কাজগুলি করার সময় আলোচনা হয় যে কোথায় কিভাবে আমরা এই বাজেটের টাকা খরচ করব। যেমন কৃষি, অর্থনীতি, প্রথমত খাদ্যশস্যকে সম্পূর্ণ রক্ষা করার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি, তাকে আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি। দ্বিতীয়তঃ জলসেচ, তা করার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি। কৃষকের জমিতে জল দেওয়ার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা Infratructure আমরা করে নিতে পারি। আমরা বাজেটে ৩৫ হাজার টাকা রেখেছি এবং পরে ৩৫ হেক্টর জমিতে জলসেচের জন্য টাকা বরাদ্দ বাজেটে করেছি। আমরা বলেছি গোমতী থেকে জল আনব। আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে, বিরোধী

পক্ষ যদি সরকার কোন দিকে দৃষ্টি দেন নি, তা দেখাতে পারতেন তাহলে ভাল হত যে এই জায়গায় আপনাদের দৃষ্টি পড়ে নি, এই দিক দিয়ে আপনারা অর্থ খরচ করুন ইত্যাদি। আমরা জলের ব্যবস্থা করেছি এবং করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাউজ শেষ হতে আর মাত্র তিন মিনিট সময় আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিরোধী দলের সদস্যরা সমালোচনা করেছেন। আমি বলব, বিরোধী দল যদি সমালোচনা করে থাকে তাহলে সে আরও সমালোচনা করবে। কারণ সমালোচনা করার অধিকার তাদের আছে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমি এই দিক থেকে বলতে চাই যে, আমাদের বাজেট এ কৃষকের কৃষির উন্নতির জন্য হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের জমিতে জল সেচের জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা সম্পর্কে শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। কাজেই আমার বক্তব্য হল এই যে বাজেট তা এর আগে কখনও ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে কিনা? কংগ্রেস আমলে এইভাবে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা ছিল কি? আজকের বাজেটে আছে, যার জমি নাই তাকে জমি দেওয়া হবে, যার জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা নাই, তাকে জল সেচের ব্যবস্থা দেওয়া হবে, যার গরু নাই তাকে গরু দেওয়া হবে, কাজেই যারা জনতা, কংগ্রেস, সি, এফ, ডির নাম নিয়ে এই বাজেটের নিন্দা করেছেন তারা সমাজ দরদী নন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার আর সময় নেই।

শ্রীবীরেন দত্তঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন। তাহলে আমি আমার কথাটা শেষ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---হাউজ যদি অনুমতি দেয়. তাহলে আমি পাঁচ মিনিট সময় বাড়াতে পারি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আজকের এই বাজেট দরিদ্র জনসাধারণের দিকে পরিষ্কার ভাবে দৃষ্টি দিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার হাউজের সময় যদি বাড়াতে হয়, তাহলে হাউজের সকলের মত নেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্য শেষ করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছেন। মাননীয় সদস্যগণ যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি সময় বাড়াতে পারি।

সর্বসম্মতিক্রমে হাউজের সময় আরও পাঁচ মিনিট বাড়ানো হল।

শ্রীবীরেন দত্তঃ---কাজকে তরান্বিত করার জন্য আমাদের পরিকল্পনায় যতটুকু অর্থ আছে সেটাকে আমরা মঞ্জুর করেছি আরো আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য দাবি করছি। এই বাজেটে বেকার জনগণকে বিভিন্ন কুটির শিল্প এবং মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে আমরা তাদের চাকরির সংস্থান করতে চেষ্টা করছি। আমরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই বাজেটে প্রশাসনকে গণমুখী করার জন্য অধিক সংখ্যক কর্মচারি

নিয়োগের আমরা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি আমরা এই বাজেটে। জনসাধারণের সাধারণভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার যেসব পরিকল্পনা অতি দ্রুত রূপায়ণ করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা নিতেছি। এই বাজেটে আমরা সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনীতি বিকাশের জন্য অর্থাৎ মাথা প্রতি প্রত্যেকের আয় বাড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটা সুপরিকল্পিত একটা প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছি। তাহাতে প্রোগ্রামগুলি (১) (২) (৩) করে আমরা বাজেটের মধ্যে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছি সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই বাজেটে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। শুধু কেবল সরকারের রাজস্ব খাতে আমরা যে টাকা পাই, যে টাকা পরিকল্পনা কমিশন এনেছিলেন। ঠিক সেই টাকা দিয়ে আমরা ত্রিপুরাকে আমরা পুনর্গঠন করতে পারিব। তার জন্য বে-সরকারি এবং আধা-সরকারি হিসাবে ব্যাঙ্ক ইন্সুরেন্স কোম্পানী হাডকো এবং অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেগুলিকে আমরা আঁকড়িয়ে ধরে আমরা ৩টি ধাচে কাজ শুরু করতে সংকল্প করেছি। অর্থাৎ পৌর উন্নয়ন সম্পর্কে আগরতলা শহরে ৯০টি নোটিফাইড এরিয়ায় মিউনিসিপাল কমিটি করা হয়েছে। নগর পুনর্গঠন এবং বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা। এমন কি গ্রামাঞ্চলে যে বাজারগুলি আছে পঞ্চায়েত বাজারগুলিও আমাদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির মাধ্যমে সেখানে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা আছে। যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা সংক্ষিপ্ত শব্দে বলেছেন যে সেটা হল একটা গ্রামে কি কি কাজ সৃষ্টি করা যায় সেটা বেছে নেওয়া সেখানে পরিকল্পনা মত কাজ অগ্রসর করা। শহরগুলিকে পুনর্গঠগন করা, গ্রামের বাজারগুলিকে পুনর্গঠিত করা, গ্রামের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করা। বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট এবং কৃষি ব্যবস্থাকেও উন্নত করা। তাছাড়া আমাদের যে দপ্তরগুলি আছে, প্রতিটা দপ্তর যেমন ধরুন পঞ্চায়েত দপ্তর, মৎস্য দপ্তর আমরা বলতে পারি কৃষি দপ্তর আমরা বলতে পারি স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রত্যেকটা দপ্তরে আমরা আগের চেয়ে অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছি। গত বারে আমাদের যে অবস্থা ছিল, সেটা ছিল অধঃ গতি, অর্থাৎ আমরা নেমে যাচ্ছি। যদি কেউ অর্থনীতি পড়েন তবে লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমরা নীচে নেমে যাচ্ছি। গত বাজেটে আমরা সেটাকে আটকেছি। এবারে আমরা যে জায়গায় আছি তা থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠছি এবং এটাই হল বাজেটের অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্য। আমরা স্বপ্নে কোন বাজেট করিনি। আমরা যেটা করতে পারব, সেটাই আমরা এই বাজেটে উল্লেখ করেছি। আমরা আশা করব যে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু ১২ হাজার নয়। গত বছর-গুলিতে আমরা ১২ হাজার মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ দিয়েছি। আমি আশা করছি যে কর্ম সংস্থানের যে সুযোগ সেটা দ্রুত করে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে যে বেকার, শ্রমজীবী এবং কর্মহীন আছে গ্রামে ও শহরে তাদেরকে বা তাদের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষকে নিয়মিত এবং অন্যান্যদেরকেও আংশিকভাবে কাজ দিতে পারব। তাদের যাতে নিজেদের স্বনির্ভর করে তুলতে পারি তার রাস্তা করে দেওয়ার জন্য এই বাজেটে চেষ্টা রাখা হয়েছে। আমি আশা করি যারা অর্থনীতি সম্পর্কে অবহিত আছেন, তারা নিশ্চয়ই এটাকে স্বীকার করে নেবেন। এই বলে আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ ১৯৭৯-৮০ সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা এখানেই শেষ হল। এই সভা আগামী ৬ই জুন বুধবার, ১৯৭৯ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

Admitted Starred Question No. 8

by—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। পূর্ব পিলাক গাঁওসভার দেবদারু বালোয়ারী কেন্দ্রে ঘর তৈরী করার জন্য সরকারী তরফে কোন জি, সি, আই সিট সরবরাহ করা হয়েছিল কিনা ?

২। হয়ে থাকলে কবে নাগাদ হয়েছিল ; এবং

৩। বর্তমানে ঐগুলি কোথায় কি অবস্থায় আছে।

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। ২২-৪-৭৮ ইং তারিখে পাঠানো হয়েছিল।

৩। বর্তমানে ঐগুলি ঐ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট শ্রীসারদা সেন মহাশয়ের নিকট আছে।

Admitted Starred Question No. 1I.

by Shri Ram Kumar Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

১। পানিসাগর হইতে ধর্মনগর টাউন পর্যন্ত যে বাস সার্ভিসটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল, সেইটি বন্ধ করার কারণ কি ?

২। এই বাসটি আবার চালু করা হইবে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ— পরিবহন মন্ত্রী।

১। বেসরকারী সংস্থার দ্বারা পানিসাগর হইতে ধর্মনগর পর্যন্ত অস্থায়ী বাস সার্ভিস কিছুদিন পর্যন্ত চালু ছিল কিন্তু উক্ত রুটে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থা কতৃক বিজ্ঞাপিত রুটের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এ রুটে বাস সার্ভিস চালাইবার জন্য বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে আর অস্থায়ী পারমিট দেওয়া হয় নাই।

২। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 15

by Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। উপ্তাখালি (ক্ষুদ্রাকান্দি) জে, বি, স্কুলটিকে এস, বি স্কুলে পরিণত করার জন্য এলাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হইরাছে কিনা, এবং

২। উত্থাপিত হইয়া থাকিলে উক্ত স্কুলটিকে এস, বি স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। } ধর্মনগর মহকুমায় উপ্তাখালি বাজার ও তৎসন্নিহিত
২। } এলাকায় নিম্নলিখিত ২টি জে, বি, স্কুল আছে।

১। উপ্তাখালি জে, বি, স্কুল

২। ক্ষুদ্রাকান্দি জে, বি, স্কুল

তন্মধ্যে উপ্তাখালি জে, বি, স্কুলটিকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। কোনও স্কুলকে উন্নীত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম কানন মানিয়া চলিতে হয়, যেমন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা, প্রয়োজনীয় ঘর, নিকটস্থ স্কুলের দুরত্ব ইত্যাদি।

তৎপরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রাকান্দি জে, বি, স্কুলটিকে উন্নীত করার সময় এখনও হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 45
by Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে ৩১শে মার্চ ৭৯ পর্যন্ত কতজন কক্-বরক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে? এবং

২। নিযুক্ত শিক্ষকদের কোন ট্রেনিং দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri Dasarath Deb

১। ৭২ জন।

২। বর্তমানে নাই।

Starred question No. 51
by--Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Depertment be pleased to state—

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় কয়টি স্কুলঘর নূতন তৈরী বা মেরামত করা হয়েছে?

২। বুক ব্যাঙ্কের জন্য উক্ত আথিক বছরে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে?

৩। ইহা কি সত্য যে এখনও কোন কোন বিদ্যালয়ে আনুপাতিক হারের চেয়ে শিক্ষক উদ্বৃত্ত রয়েছেন?

Answer

MINISTER-IN-CHARGE -— Shri Dasarath Deb

১। ১০২২টি প্রাইমারী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলঘর তৈরী ও মেরামত করা হয়েছে।

২। ৩,৬০,৯২৫'০০ মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

Admitted starred question No. 75
By---Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department to pleased to State :---

১। ইহা কি সত্য অর্থ-বই (নোট্স) ছাপানো সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; এবং

২। সত্য হইলে কোন সালে তা করা হয়েছিল ?

Answer

১। হ্যাঁ

২। ১৯৬৭ ইং শিক্ষা বর্ষ হইতে ।

Admitted starred question No. 79
By Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state---

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত (সিঙ্গেল টিচার) বিদ্যালয়গুলিতে দুইজন বা সার্বিক শিক্ষক দেওয়ার জন্য কতজন লোককে চাকুরীতে নিযুক্ত করেছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

Answer

Minister-in-charge--- Shri Dasarath Deb

১। এই সময়ে মোট ১২৭৮ জন ব্যক্তিকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল--

সদর---	৩৭১
সোনামুড়া---	৫৪
খোয়াই---	১৯২
উদয়পুর---	৮৭
অমরপুর---	৫৬
বিলোনীয়া---	৮৩
সাব্রুম---	৯১
কমলপুর---	৮১
কৈলাসহর---	১০৫
ধর্মনগর---	১৫৮
	১,২৭৮

Admitted starred question No. 86
By Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :---

১। ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে ।

২। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে কিনা,

৩। হয়ে থাকলে কোথায় এবং তাতে প্রয়োজনমত জায়গা আছে কিনা,

৪। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট কয়টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে ?

Answers

Minister in-charge Shri D. Deb

১-৩। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নেই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান সুনিদিষ্ট করার প্রশ্ন উঠে না। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্নাতকোত্তর কেন্দ্র আগরতলায় চালু রয়েছে। কেন্দ্রটি বর্তমানে কলেজটিলায় অবস্থিত। এই স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের জন্য সরকার আগরতলা সংলগ্ন সূর্যমনিনগরের মোট একশত একর জমি (খাস ও জোত জমি সহ) অধিগ্রহনের চেষ্টা করছেন।

৪। উক্ত স্নাতকোত্তর কেন্দ্রে বর্তমানে (১) বাংলা (২) সংস্কৃত (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) গণিত (৬) রসায়ণ শাস্ত্র ও (৭) জীববিজ্ঞান—মোট এই সাতটি বিষয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted starred question No. 94

By Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :---

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন সরকারী লাইব্রেরী থেকে সরকারের কোন আয় হয় কি না।

২। হয়ে থাকলে গত আর্থিক বছরে তার পরিমাণ কত ?

Answer

১। হ্যাঁ

২। ২০১৭.২৩ টাকা

Starred question No. 99

By Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর হইতে অদ্যাবধি কতটা টি. আর. টি. সি গাড়ীর ইঞ্জিন মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠান হয়েছে,

২। ইহা কি সত্য যে আগরতলায় কোন ফার্ম টি, আর, টি, সি গাড়ীর ইঞ্জিন মেরামত করিতে চাহিয়াও তাহা সুযোগ পায় নাই ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :---পরিবহণ মন্ত্রী

১। ২৮টি

২। হ্যাঁ সত্য।

Starred question No. 138
Admitted Starred Question No. 112
By Shri Gautam Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বে-সরকারী স্কুলের সংখ্যা কত ?

২। এই স্কুলগুলিতে মোট কত শিক্ষক ও কত অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন।

৩। এই স্কুলগুলিকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৫৬টি বে-সরকারী স্কুল আছে।

২। এই স্কুলগুলিতে মোট ১১২৬ জন শিক্ষক, এবং ২৭২ জন অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন।

৩। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 113.
By Shri Gautam Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে শিশু খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র আছে ?	হ্যাঁ, আছে।
২। থাকলে ত্রিপুরায় মোট কয়টি শিশু খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র আছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	ত্রিপুরায় মোট ৭০৬টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১।	সানিসাগর ব্লক,	১৪টি
২।	কাঞ্চনপুর ,,	১৭টি
৩।	কুমারঘাট ,,	৩২টি
৪।	ছামনু ,,	১০০টি
৫।	সেলেমা ,,	২৯টি
৬।	আগরতলা টাউন	৩টি
৭।	তেলিয়ামুড়া ব্লক	৩৪টি
৮।	খোয়াই ব্লক	১৮টি
৯।	জিরানিয়া ব্লক	৩৪টি
১০।	মোহনপুর ব্লক	৬৪টি
১১।	বিশালগড় ব্লক	৩৫টি
১২।	মেলাঘর ব্লক	৫১টি

১৩।	টাকার জলা জম্পুই জলা এলাকা	১২টি
১৪।	উদয়পুর ব্লক	৪১টি
১৫।	বগাফা ,,	৪৬টি
১৬।	রাজনগর ,,	৪৮টি
১৭।	সাব্রুম ,,	৭৩টি
১৮।	অমরপুর (এম পি)	২৫টি
১৯।	অমরপুর(পি, পি)	৯টি
২০।	রাইমা (এলাকা)	৫টি
২১।	ডম্বুরনগর ব্লক	১৬টি
		৭০৬

প্রশ্ন	উত্তর
৩। শিশু খাদ্য বিতরণের জন্য সরকারের প্রতি মাসে মোট কত খরচ হচ্ছে ?	মাসিক গড় ২,৫৩,৫৬১·৫৮ টাকা।

Starred Question No. 116.

By Shri Gautam Datta and Shri Rati mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :--

১। বর্তমানে রাজ্যে টি, আর, টি, সি এর মোট কতগুলি বাস এবং মোট কত ট্রাক রয়েছে,

২। এর মধ্যে কতগুলি সচল ও কতগুলি অচল রয়েছে;

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে আরও কয়টি নতুন বাস ক্রয় করার পরিকল্পনা সরকারের আছে,

৪। কয়টি রুটে নিয়মিত বাস চলাচল করছে;

৫। নূতন কোন রুটে বাস চালানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

৬। যদি থেকে থাকে তবে সেগুলি কোন কোন রুটে?

উত্তর

১। বাস—১১২টি, ট্রাক—৬৮টি।

২। বাস—৬৫টি সচল ও ৪৭টি অচল,
ট্রাক—৫০টি সচল ও ১৮টি অচল।

৩। ৪০টি নূতন বাস ক্রয় করার পরিকল্পনা আছে।

৪। ৩৬টি রুটে নিয়মিত বাস চলাচল করিতেছে।

৫। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 138

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বাগমা উচ্চ বিদ্যালয় গৃহের বারান্দায় যেসব শালগাছের খুঁটি লাগানো হয়েছে সেগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ?

২। ঐ শাল গাছগুলো বন বিভাগ থেকে পারমিশন নিয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা ?

Answer

১। কোটেশনার সরবরাহ করিয়াছেন।

২। এই তথ্য শিক্ষা-বিভাগে নাই।

Admitted Starred Question No. 141

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য প্রায় এক বছর যাবৎ কমলপুরে কোন বিদ্যালয় পরিদর্শক নেই ;

২। সত্য হইলে এ অভাব পূরণ করার জন্য শিক্ষা বিভাগ হতে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে এই পরিদর্শক না থাকার ফলে কমলপুরে বিদ্যালয়গুলোতে স্বাভাবিক কাজকর্ম যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে ;

৪। সত্য হইলে তার প্রতিকার কল্পে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Minister-in-charge : Shri Dasaratha Deb.

১। হ্যাঁ।

২। বিদ্যালয় পরিদর্শকের শূন্য পদ পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 142

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য কমলপুর মহকুমায় ১৯৭৭-৭৮ সালের শিক্ষা বিভাগের পরিসংখ্যান এর কাজ সময়মত করা হয় নাই ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে ইহার কারণ কি ?

৩। ইহা কি সত্য ১৯৭৮-৭৯ সালের পরিসংখ্যানের কাজ এখনও হয় নাই ?

৪। যদি না হয়ে থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Education Minister : Shri D. Deb

১। হ্যাঁ, কিছু দেরী হয়েছিল।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মী না থাকায়।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। 4th All India Mini Education Survey এর কাজ ত্রিপুরাতে কবে নাগাদ শেষ হবে ?

২। কমলপুর মহকুমায় উক্ত survey এর কাজ শুরু হয়েছে কিনা ?

৩। হয়ে থাকলে কবে শুরু হয়েছে এবং কতদিনের মধ্যে শেষ হবে ?

ANSWER

Education Minister : D. Deb

১। ১৯৭৯ ইং সনের জুন মাসের মধ্যে survey এর কাজ শেষ হইবে, আশা করা যায়।

২। হ্যাঁ।

৩। ১৯৭৮ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে survey এর প্রাথমিক কাজ শুরু হইয়াছিল এবং ইহা ১৯৭৯. ইং সনের জুন মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 144

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত দামছড়ার উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে হাই স্কুলে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। আর না থাকলে তার কারণ।

ANSWER

১—৩। আগামী বৎসর থেকে ক্লাস নাইন্ খোলা হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 151.

By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরার উচ্চ বুনিয়াদী (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) বিদ্যালয়গুলিতে আরবী ভাষায় শিক্ষা লাভের কোন ব্যবস্থা চালু আছে কি না।

২। থাকলে কতটি বিদ্যালয়ে তা চালু আছে।

৩। না থাকলে কারণ কি ;

৪। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের কোন কোন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রবৃন্দ আরবী ভাষায় শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক নিয়োগের দাবী তুলেছেন ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন আরবী শিক্ষকের অভাব এবং এই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর কম সংখ্যাই এর কারণ,

৪। হ্যাঁ, ধর্মনগর মহকুমার পদ্মবিল, রওয়া বাগান এবং কুকিনালা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দ আরবী ভাষায় শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষক নিয়োগের আবেদন করেছেন।

STARRED QUESTION NO. 156.

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। টি. আর. টি. সিতে অফ রোড বাসগুলির মধ্যে কয়টি বাস তাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল শেষ করেছে,

২। এ পর্য্যন্ত কয়টি বাসকে কনডেম ডিক্লেয়ার করা হয়েছে,

৩। কি পদ্ধতিতে কনডেম ডিক্লেয়ার করা হয়,

৪। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত মোট কয়টি নতুন বাস ক্রয় করা হয়েছে এবং নতুন বাসগুলোর সব কটি এখনও চালু আছে কিনা

৫। টি. আর. টি. সির নতুন ওয়ার্কসপ তৈরীর কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। একটিও না।

২। একটিও না।

৩। অলাভকর গাড়ীগুলোকে ফিলড হইতে বাদ দেওয়ার জন্য গাড়ীর বয়স কত কিলোমিটার রান করেছে এবং বর্তমান অবস্থা কি রকম এই সব প্রশ্ন বিবেচনা করে কনডেম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। টি. আর. সির কোন বাস এখন পর্য্যন্ত কনডেম করা হয় নাই। তবে কনডেম করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

৪। মোট ৩৭টি, তন্মধ্যে বর্ত্তমানে ৩৭টি অফ্ রোড।

৫। সংগৃহীত ভূমির চতুর্দিকে দেওয়াল দিবার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

Starred Qnestion No. 179

By Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সাধারণত কয়টি জুনিয়ার বেসিক ও কয়টি সিনিয়র বেসিক স্কুল নিয়ে একটি সাব-জোন্যাল স্পোর্টস এরিয়া নির্দ্ধারিত হয় ?

২। কয়টি সাব-জোন নিয়ে একটি জোন্যাল স্পোর্টস সংগঠিত হয়?

৩। প্রত্যেক জোনাল এবং সাব-জোন্যাল স্পোর্টসের জন্য কত টাকা করে সরকারী বরাদ্দ আছে? (প্রাইমারী স্টেজ)।

৪। বর্ত্তমানে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে (Secondary) স্টেজ স্পোর্টের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেন কিনা?

১। বর্ত্তমানে সাধারণত ৫ থেকে ১০টি জুনিয়র বেসিক এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল নিয়ে প্রত্যেকটি এরিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

২। বর্ত্তমানে ৪ থেকে ৫টি সাব-জোন নিয়ে এক একটি জ্যোনাল স্পোর্টসের সেন্টার ঠিক করা হইয়া থাকে।

৩। প্রত্যেক Sub-zonal centre এর জন্য ৫০-০০ টাকা হারে মোট ১০০-০০ টাকা শরৎ ও শীতকালীন ক্রীড়ার জন্য বরাদ্দ করা আছে। প্রত্যেক জোন্যাল স্পোর্টসের সেন্টারের জন্য ১০০-০০ টাকা হারে মোট ২০০-০০ টাকা শরৎ ও শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বরাদ্দ করা আছে। মাধ্যমিক স্তরে শরৎ ও শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য মং ৭৫-০০ টাকা হারে মোট ১৫০-০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ আছে।

৪। বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির খেলাধুলার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই।

Starred Question No. 183.

By Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-chaige of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাগমা কাঞ্চনীর ট্রাইবেল কলোনীটি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত এবং কত পরিবারকে ঐ কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল;	১। ১৯৭৪-৭৫ ইং আর্থিক সালে বাগমা কাঞ্চনীর ট্রাইবেল কলোনীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বৎসরে মোট ৫৬টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালে ঐ কলোনীতে আরও ৪৪টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।
২। এদেরকে কত টাকা স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল;	২। প্রথমোক্ত ৫৬টি পরিবারকে ৯৫০০ টাকা স্কীমে এবং পরবর্তী ৪৪টি পরিবারকে ২৯০০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।
৩। এই প্রজেক্টের অধীনে মোট ভূমির পরিমাণ কত;	৩। ৩৬৮·০০ একর।

৪। সরকারের তরফ থেকে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবারদের কোন তত্বাবধান করা হয়েছিল কি ;

৪। হ্যাঁ। সহকারী উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্যে উদয়পুরের মহকুমা শাসক বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবারদের তত্বাবধান করেন।

৫। বর্ত্তমানে ঐ পরিবারগুলি তারা কি অবস্থায় আছে ?

৫। বর্ত্তমানে ঐ পরিবারগুলি তাহাদের বন্দোবস্তীয় ভূমি চাষাআবাদ ক্রমে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

Starred question No. 184

By—Shri Matahari Chaudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গার্দ্ধাং মাধ্যমিক স্কুলে বনকুল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভুরাতলী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দপ্তরী (পিয়ন) নাইটগার্ড এবং পানীয়জলের ব্যবস্থা নেই ;

২। সত্য হইলে ঐ স্কুলগুলিতে উপরোক্ত অবস্থাগুলি দূর করা হবে কি ?

৩। সরকার কি এটাও অবগত আছেন যে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার যে ব্যবস্থাপনা ছিল তদনুযায়ী গার্দ্ধাং হাই স্কুলে এবং সাবরুম বিভাগের নেতাজী প্রাইমারী স্কুল এবং জয়পুর স্কুলে এবং তেকুন্তা স্কুলে বই সরবরাহ করা হয়নি ;

৪। উক্ত স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি ?

Minister-in-charge	Answer	Shri Dasarath Deb

১। আংশিক সত্য।

২। হ্যাঁ, সত্বর দূর করার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

৩। সম্পূর্ণ সত্য নহে। ছাত্রছাত্রীদিগকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থা নাই। তবে বুক ব্যাঙ্ক হইতে S. C./S. T. ছাত্রছাত্রীগণকে পাঠ্য পুস্তক দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই বুক ব্যাঙ্কের মারফৎ দেওয়া হয়।

৪। না। তবে বুক ব্যাঙ্ক মারফৎ সমস্ত S. C./S. T. ছাত্রছাত্রীগণকে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হয়।

Starred Question No. 187.

By Shri Matahari Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ১২ ক্লাশের উন্নীত যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ট্রাইবেল বোর্ডিংএ আছে, সেই সমস্ত বোর্ডিংএ দূরবর্তী বসবাসকারী ১১ ও ১২ ক্লাশের তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডিং এ ভর্তি হয়ে লিখাপড়া করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কি ?

২। দেওয়া হলে বোর্ডিং এ থাকার সুযোগ প্রাপ্ত ১১ ও ১২ ক্লাশের তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে মাথাপিছু মাসিক কত টাকা ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হয় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Shai Dasarath Deb

১। হ্যাঁ।

২। ১১ ও ১২ ক্লাশের তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প অনুসারে মাথাপিছু মাসিক ৬৫ টাকা করিয়া পোষ্ট-মেট্রিক ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমান আথিক বৎসর হইতে রাজ্য সরকার আরও অতিরিক্ত ১০ টাকা হারে ঐ সকল ছাত্রছাত্রীদিগকে মঞ্জুর করিয়াছেন।

Starred Question No. 192

By—Shri Tarani Mohan Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

১। উপজাতি ও তপশীলজাতি ছাত্র ছাত্রীকে ৬০ ও ৪০ টাকা করে পোষাক বাবত সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। থাকিলে ১৯৭৮-৭৯ইং এ কতজনকে দেওয়া হইয়াছে এবং

৩। না দিয়া থাকিলে তার কারণ কি ?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWAR

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৮-৭৯ইং এ ৫২৩৩জন ছাত্রীকে পোষাক ক্রয় করিবার জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 193

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। (ক) ইহা কি সত্য যে বহু জে,বি, স্কুলে ফার্ণিচার এর অভাবে ছেলে মেয়েরা স্কুলে বসিয়া ক্লাশ করিতে পারিতেছেনা, এবং

(খ) যদি সত্য হয় তাহা হইলে চলতি আর্থিক বৎসরে উক্ত সমাস্যার সমাধান করা হইবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Shri Dasarath Deb

১। (ক) সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনানুগ ফার্ণিচার নাই।

(খ) সীমিত আর্থিক সংস্থানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 198
By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। ধর্মনগরে কতটি জে,বি,স্কুল আছে, প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক আছেন কি ?

২। একজন করে শিক্ষক আছেন এমন ধরনের স্কুল ঐ বিভাগে কয়টি ? এবং

৩। সমস্ত জে,বি, স্কুলে একজন করে শিক্ষক আছেন সেই সকল স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Shri Dasatath Deb

১। ২০৪টি; এর মধ্যে ৫টিতে শিক্ষক নাই।

২। ৯৭ টিতে।

৩। হ্যাঁ।

Adimitted Starred Question No. 205.
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। (ক) যে সকল জে,বি, হাই স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা কম সেই সকল স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক সরকারের আছে কিনা।

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে কোন সময় হইতে কর্যাকরী করা হইবে ?

ANSWER.

MINISTER-IN-CHARGE Shri Dasarath Deb

১। (ক) হ্যাঁ।

(খ) বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 219

By—Shri Matahari Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে এ্যালটমেণ্ট প্রাপ্ত বহু জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের বাবৎ সম্পূর্ণ টাকা এখনও দেওয়া হয় নাই, এবার ১৯৭৯-৮০ইং সনে ঐ জাতীয় সর্ব-মোট কতজন জুমিয়াকে নতুনভাবে পুনর্বাসনের টাকা দেওয়ার সরকারী পরি-কল্পনায় আছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

(উত্তর)

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। ১৯৭৯-৮০ইং আর্থিক বৎরের ১২০০ জুমিয়া পরিবারকে "সাব প্লেনে" এবং ৩০০ পরিবারকে স্টেটপ্লেনে নূতনভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা স্থিরকৃত হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 228.

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে খোয়াই-এর পরিত্যক্ত বিমান বন্দরে কলেজ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে কি ?

২। এই কলেজ নির্ম্মাণের জন্য আজ পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে খোয়াইতে নৈশ কলেজ চালু হইবে কিনা ?

৪। হইলে এ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে।

উত্তর

১। প্রস্তাব আছে।

২। খোয়াইয়ের পরিত্যক্ত বিমান বন্দরের জায়গা ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করার জন্য ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব বিভাগ নয়াদিল্লীস্থিত অসামরিক বিমান পরিবহণ অধিকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। খোয়াই, ধর্মনগর এবং উদয়পুর কলেজের নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করার জন্য ১৯৭৯-৮০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় প্ল্যান এবং এষ্টিমেট তৈয়ারী করার জন্য পূর্ত্ত বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। প্রস্তাব আছে।

৪। কলেজ আরম্ভ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামককে কলেজ অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। নূতন কলেজ নির্মাণ সাপেক্ষে খোয়াই সরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয় গৃহে ক্লাশ আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 231
By—Sri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১-৭২ সালে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনকে মোট কত টাকা গ্র্যান্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং সমস্ত টাকা যথাযতভাবে খরচ হইয়াছিল কি না ;

২। ইহা কি সত্য যে অডিটর তার রিপোর্টে মাত্র ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার হিসাব পাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন ;

৩। সত্য হইলে বাকী টাকা কে তুলিয়াছিলেন এবং কি বাবদ কোথায় কি ভাবে খরচ করিয়াছিলেন ;

৪। ইহা কি সত্য যে, তৎকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শক সম্পূর্ণ টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন ;

৫। ইহা কি সত্য যে, ১৯৭২-৭৩ সালেও নাকি ১,২০,৯৫৪ টাকা মোট গ্র্যান্ট দেওয়া ছিল কিন্তু অডিট রিপোর্টেতে মোট ১,২০,০২৪ টাকার খরচের হিসাব পাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিল ;

৬। সত্য হইলে সরকার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন ?

উত্তর

১। ১৯৭১-৭২ সালে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনকে মোট ১,০৯,৯০৯·১৬ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বিদ্যালয় পরিদর্শক হইতে পাওয়া গিয়াছে। বিষয়টি এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

২। হ্যাঁ।

৩। বাকী টাকা বিদ্যালয় পরিদর্শক তুলিয়া স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বাবত খরচ করিয়াছিলেন।

৪। হ্যাঁ।

৫। হ্যাঁ।

৬। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 234
By Shri Sumanta Kumar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সরকারী স্বীকৃত কয়টি ক্লাব বা সংস্থা আছে।

২। গত আর্থিক বৎসরে ঐ সংস্থাগুলিকে কত টাকা সরকারী অনুদান (খেলাধুলার সাজ সরঞ্জাম সহ) দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। রাজ্যে সরকারী স্বীকৃত ক্লাবের সংখ্যা মোট ২১০টি এবং ক্রীড়া সংস্থার সংখ্যা মোট ৯৭টি।

২। গত আর্থিক বৎসরে ঐ সংস্থাগুলিকে মোট ১,৩০,০৬২·০০ টাকা অনুদান (খেলাধূলার সাজ সরঞ্জাম সহ) দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 241

By Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মোট কতটি রুটে বেসরকারী বাস চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং

২। ঐ রাস্তাগুলিতে যাতায়াতের জন্য মোট কতটি গাড়ীর নূতন পারমিট দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১২টি রুট।

২। ১০টি গাড়ীর জন্য।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 244

By Sri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। এই শিক্ষা বর্ষে বুকলিষ্ট দিতে এত দেরী হওয়ার কারণ কি ?

২। এর মধ্যে কোন দুর্নীতি আছে বলে সরকার মনে করেন কি না।

৩। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ও তদুপরি মুদ্রণ শিল্প কর্মচারীগণের ১৩।১২।৭৮ তাং হইতে মাসাধিককাল ধর্মঘটের ফলে ছাপান বই আসতে ও বুকলিষ্ট দিতে দেরী হয়।

২। না।

৩। নূতন পাঠ্যপুস্তক না পাওয়া পর্য্যন্ত নূতন পাঠ্যক্রমের সাহায্যে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের কাজ পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত নির্দ্দেশাবলী দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 245

By Shri Subodh Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এই শিক্ষা বর্ষে কতজন এস সি, এস টি ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করিয়াছেন। সোনামুড়া বিভাগে এই সংখ্যা কত ? ভিত্তিক গত বৎসরে এই সংখ্যা কত ছিল।

উত্তর

১। এস সি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (যাহারা বিনামূল্যে বই পাইয়াছে)---৩৮,৯২০ জন, এস টি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (যাহারা বিনামূল্যে বই পাইয়াছে)---৪৭,৮৫০ জন।

সোনামড়া বিভাগে এই সংখ্যা (এস সি এবং এস টি মিলিতভাবে ৪,২৬৬ জন।

রাজ্য ভিত্তিক গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৮২,৭৯৫ জন।

Admitted Starred Question No. 264.

By—Mandida Riang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে কতটি বালোয়াড়ী কেন্দ্র আছে।

২। এর মধ্যে কতটিতে S. E. W. & School mother আছেন।

৩। যে সেন্টারগুলিতে নাই সেখানে এস, ই, ডবলিও এবং স্কুল মাদার নিয়োগের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

ANSWER

Minister-in-charge—Sri Dasarath Deb.

১। পানিসাগর ব্লকে ৭৯টি বালোয়াড়ী কেন্দ্র এবং কাঞ্চনপুর ব্লকে ৪২টি বালোয়াড়ী কেন্দ্র আছে।

২। পানিসাগর ব্লকে ৩৮টি বালোয়াড়ী কেন্দ্রে এস, ই, ডবলিও এবং ৬৬টি কেন্দ্রে স্কুল মাদার আছেন। কাঞ্চনপুর ব্লকে ১৯টি বালোয়াড়ী কেন্দ্রে এস, ই, ডবলিও ও ৯টি বালোয়াড়ী কেন্দ্রে স্কুল মাদার আছেন।

৩। সরকার শূন্য পদগুলিতে অতি সত্বর নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 266

By—Shri Mandida Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে বুক ব্যাঙ্ক হইতে উপজাতি ও তপশীলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কি পরিমাণ পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে ;

২। বিভিন্ন এলাকাতে সময়মত পুস্তক বন্টন করা হইয়াছে কি না ;

৩। না হইয়া থাকিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Shri Dasarath Deb.

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যে সকল উপজাতি ও তপশিলী জাতি ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য পুস্তক পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল ;

উপজাতি	তপশিলী জাতি
৪৭,৮৫০ (প্রায়)	৩৮,৯২০ (প্রায়)

২। না।

৩। পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব বন্যা এবং সেখানে ছাপাখানার ধর্মঘটের ফলে এ বছর সময়মত ত্রিপুরার বাজারে বই না আসায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 270

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৭৮ইং সালে রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষকদের ছাঁটাই করা হয়েছিল।

২। সত্য হলে তার কারণ।

৩। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে নূতন কবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে কি?

ANSWER

১। রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচীতে নিযুক্ত কোন কর্মীকে রাজ্য সরকার ১৯৭৮ সালে ছাঁটাই করেন নাই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের Non formal Education প্রকল্পের ৯৮ জন Part time Instructor এর চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ায় তারা চাকুরী থেকে বিদায় নেয়। এর মধ্যে ৭ জন ইতিমধ্যে অন্যত্র চাকুরী পেয়েছেন। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯১ জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 273

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। ধর্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াইতে আগামী শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রী কলেজের ক্লাশ শুরু করার কোন প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে কি?

২। না হয়ে থাকলে ঠিক কত সাল থেকে ঐ স্থানগুলিতে কলেজের ক্লাশ শুরু করা হবে।

৩। উক্ত স্থানগুলিতে কলেজ গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা কবে করা হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্তমান বৎসরে ত্রিপুরাতে সিটি কলেজ গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য পরিকল্পনা খাতে মোট ৭ (সাত লক্ষ) লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পর গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 275

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supply Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। প্রয়োজনীয় পরিমাণ সিমেন্টের অভাবে বিভিন্ন দপ্তরে কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এটা কি সত্য;

২। সত্য হলে, এই অসুবিধা দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ফ্যাক্টরী হইতে সিমেন্ট আমদানির সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। রেলওয়ে ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন মারফতেও সিমেন্ট আনা হইতেছে। বর্তমানে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexture—'B'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 4.

By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বই পুস্তক সরবরাহের জন্য কোন ঠিকেদারকে আহ্বান করা হয়েছিল কিনা?

২। আহ্বান করা হয়ে থাকলে তাদের নাম;

৩। কোন কোন ঠিকাদার কত টাকার বই পুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরবরাহ করেছেন।

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। (১) মেসার্স পেল্টার্স এয়ার ওয়েজ প্রাঃ লিঃ আগরতলা।

(২) জয়রাম এজেন্সী, আগরতলা।

(৩) বিশ্বকর্মা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী, আগরতলা।

(৪) আসাম বেঙ্গল কেরিয়ার্স, আগরতলা।

(৫) এয়ার লিফট, আগরতলা।

৩। এয়ার লিফ্‌ট ১৯৭৮-৭৯ ইং মোট ১,০৯,৮৭৪'৭০ পয়সা (এক লক্ষ নয় হাজার আটশ চুয়াত্তর টাকা সত্তর পয়সা) মূল্যের বই পুস্তক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের এবং একটি বিদ্যালয় প্রধানের নিকট সরবরাহ করেছেন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 8

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। সারা ত্রিপুরায় কয়টি প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে ; এবং

২। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সহ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, (মহকুমাভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। চলতি আর্থিক বছরে কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন (বিদ্যালয়ের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। ১৫৭টি প্রাথমিক, ১৩৫৮টি নিম্ন বুনিয়াদী ও ২৮৬টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়।

২। এই সঙ্গে প্রদত্ত টেবিলে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইল।

৩। পঁচিশটি। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়কে উন্নীত করা হইবে, সে সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা,
১৯৭৮-৭৯ ইং

ক্রমিক সংখ্যা	মহকুমার নাম	প্রাথমিক বিদ্যালয়				
		বিদ্যালয় সংখ্যা	পড়ুয়া সংখ্যা বালক	বালিকা	মোট	শিক্ষক সংখ্যা
০	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সদর	২৫	২৯৯৬	২৪৩৮	৫৪৩৪	১২৪
২।	খোয়াই	২৩	১১০৩	৯৪৬	২০৪৯	৫৫
৩।	সোনামুড়া	৭	২৫৩	১১৫	৩৬৮	৮
৪।	কমলপুর	২০	৪০৭	২১০	৬১৭	২২
৫।	কৈলাশহর	৯	২৯৪	১১৬	৪১০	১৩
৬।	ধর্মনগর	২২	৫৭৫	২১৭	৭৯২	২৪
৭।	উদয়পুর	২২	২৫৮৮	২০৬৮	৪৬৫৬	৮৯
৮।	বিলোনীয়া	১০	৩১৭	১২৮	৪৪৫	১৩
৯।	অমরপুর	৯	২৬২	৬৬	৩২৮	১৪
১০।	সাব্রুম	১২	৩১০	৮৬	৩৯৬	১৮
	মোট	১৫৭	৯১০৫	৬৩৯০	১৫৪৯৫	৩৭০

বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শিক্ষিক-শিক্ষিকার সংখ্যা, ১৯৭৮-৭৯ ইং

ক্রমিক সংখ্যা	মহকুমার নাম	নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়: বিদ্যালয় সংখ্যা	পড়ুয়া সংখ্যা: বালক	বালিকা	মোট	শিক্ষক সংখ্যা
০	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সদর	৩১৩	২২০১০	১৭৮০৭	৩৯৮১৭	১৩৩৪
২।	খোয়াই	১৩৪	৯৮৭০	৬৩৯৬	১৬২৬৬	৩৯৬
৩।	সোনামুড়া	৮২	৪৯৮৮	২২২৯	৭২১৭	১৮৩
৪।	কমলপুর	৯৭	৫০২২	৩৫৯১	৮৬১৩	২১৯
৫।	কৈলাশহর	১৭৯	৬৮০৯	৪৪৯৫	১১৩০৪	৩১৪
৬।	ধর্মনগর	১৮২	৮৭৫২	৬৮২৫	১৫৫৭৭	৩৮০
৭।	উদয়পুর	৭৪	৪৬৯৭	৩২৯০	৭৯০৭	২১৫
৮।	বিলোনীয়া	১৫০	৮১৪৩	৫৬৬৫	১৩৮০৮	৩৯২
৯।	অমরপুর	১০৫	৩৮২৬	১৭৮৭	৫৬১৩	২০৫
১০।	সাব্রুম	৮২	৩৪১০	১৯০২	৫৩১২	২০০
	মোট	১৩৫৮	৭৭৫২৭	৫৩৯০৭	১৩১৪৩৪	৩৮৩৮

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

০	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সদর	৭৮	১৩৮২৭	১০৬৬৬	২৪৪৯৩	১১৫৩
২।	খোয়াই	২৩	৪৫৮৬	২৮৯৪	৭৪৮০	২৭৫
৩।	সোনামুড়া	২১	২৯৮১	১৭৮৯	৪৭৭০	১৯৯
৪।	কমলপুর	১৬	২৫০৮	১৯৯৯	৪৫০৭	১৭৫
৫।	কৈলাশহর	৩৩	৪৬৮৮	৩৭২৭	৮৪১৫	৩৩৬
৬।	ধর্মনগর	৩৫	৫০৯৮	৪০০১	৯০৯৯	৩৫৭
৭।	উদয়পুর	২৩	৪২১৫	৬৩১৯	৭৫৩৪	২৫১
৮।	বিলোনীয়া	২৯	৪০২১	২৯৬৪	৬৯৮৫	৩২৮
৯।	অমরপুর	১৩	১৮৩০	১০৬০	২৮৯০	১০২
১০।	সাব্রুম	১৫	১৪৯৬	৮৫৮	২৩৫৪	১৩৪
	মোট	২৮৬	৪৫২৫০	৩৩২৭৭	৭৮৫২৭	৩২৯৭

TABLE SHOWING NUMBER OF SCHOOL, ENROLMENT AND TEACHERS, 1978-79.

Sl No.	Sub-Division	Primary Schools.	ENROLMENT			No. of
		No of schools	Boys	Girls	Total	Teachers.
0	1	2	3	4	5	6
1.	SADAR.	25	2996	2438	5434	124
2.	KHOWAI.	23	/1103	946	2049	55
3.	SONAMURA.	7	253	115	368	8
4.	KAMALPUR.	20	407	210	617	22
5.	KAILASAHAR.	9	294	116	410	13
6.	DHARMANAGAR.	22	575	217	792	24
7.	UDAIPUR.	22	2588	2068	4556	89
8.	BELONIA.	10	317	128	445	13
9.	AMARPUR.	9	262	66	328	14
10.	SABROOM.	12	310	86	396	18
	TOTAL	157	9105	6390	15495	370
			Junior Basic Schools.			
1.	SADAR.	313	22010	17807	39817	1334
2.	KHOWAI.	134	9870	6396	16266	396
3.	SONAMURA.	82	4988	2229	7217	183
4.	KAMALPUR.	97	5022	3591	8613	219
5.	KAILASAHAR	179	6809	4495	11304	314
6.	DHARMANGAR.	182	8752	6825	15577	380
7.	UDAIPUR.	74	4697	3210	7907	315
8.	BELONIA.	150	8143	5665	13808	392
9.	AMARPUR.	105	3826	1787	5613	205
10.	SABROOM.	82	3410	1902	5312	200
	TOTAL	1358	77527	53907	131434	3838
			Middle Schools.			
1.	SADAR.	78	13827	10666	24493	1153
2.	KHOWAI,	23	4586	2894	7480	270
3.	SONAMURA.	21	2981	1789	4770	191
4.	KAMALPUR.	16	2508	1999	4507	175
5.	KAILASAHAR.	33	4688	3727	8415	336
6.	DHARMANAGAR.	35	5098	4001	9099	357
7,	UDAIPUR.	23	4215	3319	7534	251
8.	BELONIA.	29	4021	2964	6985	328
9.	AMARPUR.	13	1830	1060	2890	102
10.	SABROOM.	15	1496	858	2354	134
	TOTAL	286	45250	33277	78527	3297

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 13
By Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

Question

১। আগরতলা পৌর এলাকার বিভিন্ন জুনিয়র স্কুল সমূহের শিক্ষক-শিক্ষীকার সংখ্যা কত ? (বিদ্যালয় ওয়ারী হিসাব), এবং

২। উক্ত স্কুল সমূহের ছাত্র-শিক্ষক রেশিও কত (বিদ্যালয় ওয়ারী হিসাব)

Answer

১ ও ২ এই সঙ্গে প্রদত্ত টেবিলে তথ্যগুলি দেওয়া হইল।

আগরতলা পৌর এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক ও নিঃ বুঃ বিদ্যালয় সমূহের পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকার–সংখ্যা।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রাথমিক নিঃ বুঃ বিদ্যালয়ের নাম	পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা				
		মোটপড়ুয়া সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষিকা সংখ্যা	মোট শিক্ষক	পড়ুয়া আনুপাতিক হার
	সরকারী বিদ্যালয়					
১।	ক্ষেত্র মোহন একাডেমী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১২৫	১	১৫	১৬	১:৮
২।	ভাটী অভয়নগর নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১৫৫	১	১৮	১৯	১:১০
৩।	ইন্দ্রনগর হরিজন নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	৫২	১	৪	৫	১:১০
৪।	নং ১ (ক) নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১১৩	—	২০	২০	১:৬
৫।	নং ১ (খ) ,, ,,	১১৩	১	১৩	১৪	১:৮
৬।	নং ১ (গ) ,, ,,	১৭০	১	১৯	২০	১:৮
৭।	নং ১ (ঘ) ,, ,,	২৯৮	—	৯৭	৯৭	১:১৩
৮।	কালিকাপুর নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	৮৭	৩	৫	৮	১:১১
৯।	পশ্চিম রামনগর ,, ,,	৪৮	১	৭	৮	১:৬
১০।	রামপুর ,, ,,	১৩৯	১	১০	১১	১:১৩
১১।	রবিদাসপাড়া ,, ,,	৪৫	১	৩	৪	১:১১
১২।	ধলেশ্বর(সকাল) ,, ,,	২০৪	২	১৯	২১	১:৯০
১৩।	ধলেশ্বর(দুপুর) ,, ,,	৩৯৯	১	২০	২১	১:১৫

০	১	২	৩	৪	৫	৬
১৪।	বিবেকানন্দ নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	১৪৯	২	১৫	১৭	১ঃ৯
১৫।	নং ৩ ,, ,,	৪৬০	২	২০	২২	১ঃ২১
১৬।	নং ৩(ক) ,, ,,	৩০৫	৩	১৬	১৯	১ঃ১৬
১৭।	নং ৬ ,, ,,	২৫৫	১	২১	২২	১ঃ১১
১৮।	রামনগর হরিজন ,, ,,	৪৫	১	৩	৪	১ঃ১১
১৯।	অভয়নগর ,, ,,	১৯৫	২	১০	১২	১ঃ১৬
২০।	জগৎপুর ,, ,,	১১২	২	৩	৫	১ঃ২২
২১।	রামনগর ,, ,,	২০০	১	২৩	২৪	১ঃ৮
২২।	এস, ডি, ,, ,,	৩৬২	২	২২	২৪	১ঃ১৬
২৩।	নং ২ নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	৪৭৮	--	৩৩	৩৩	১ঃ১৪
২৪।	নং ৪ ,, ,,	৬৪৯	২	৩৫	৩৭	১ঃ১৭
২৫।	মৈত্রীভারতী ,, ,,	১৯৭	৩	৯	১২	১ঃ১৬
২৬।	প্রগতি ,, ,,	৩৪১	২	২১	২৩	১ঃ১৫
২৭।	নং ৫ ,, ,,	৪৩৪	--	২১	২১	১ঃ২১
২৮।	আদর্শ ,, (অভয়নগর)	৫৯৮	২	১৮	২০	১ঃ২৬
২৯।	অরুন্ধতিনগর (উত্তর) নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	৪২১	২	১২	১৪	১ঃ৩০

বে-সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়

১।	বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাঃ বিঃ	১২০	--	২	২	১ঃ৬০
২।	রামঠাকুর পাঠশালা ,, ,, (বালিকা)	৬৪৫	--	--	১৫	১ঃ৪৩
৩।	রামঠাকুর পাঠশালা ,, ,, (বালক)	৮৫২	—	—	২১	১ঃ৪০
৪।	গান্ধী মেমোরিয়াল ,, ,,	৮৪১	১৪	৫	১৯	১ঃ৪৪
৫।	নেতাজীসুভাষ বিদ্যা নিকেতন প্রাথমিক বিঃ	৬৩৪	--	—	১৫	১ঃ৪০
৬।	বড়দোয়ালী প্রাইমারী	৯৬৭	১৬	৫	২১	১ঃ৪৬
৭।	প্রাচ্য ভারতী ,,	৫৩৭	৬	৬	১২	১ঃ৪৫

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 30.

By Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগরের একটি নৈশ হাই স্কুল চালু আছে কি ?

২। থাকিলে ঐ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা কত ?

৩। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকিলে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

৪। থাকিলে কত দিনের মধ্যে বৃদ্ধি করা হবে বলে আশা করা যেতে পারে ?

ANSWER

১। দুইটি নৈশ হাই স্কুল চালু আছে। একটি ধর্মনগর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং অপরটি কাঞ্চনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে।

২। কাঞ্চনপুর নৈশ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪ এবং শিক্ষক সংখ্যা ২। ১৯৭৮ ইং সনে ধর্মনগর গার্লস এর নৈশ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৪ এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১। ১৯৭৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আরো ২ জন শিক্ষক দেওয়া হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। শিক্ষক নিযুক্তির পরে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 31

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর মহকুমায় ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমে কতটি স্কুলঘর মেরামত করা হয়েছে (বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব) ;

২। অন্যান্য মহকুমায় ঐ স্কীমে কতটি স্কুলঘর মেরামত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। এখনও কোন মহকুমায় কতটি স্কুলঘর মেরামতের কাজ বাকী আছে (মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নাম সহ) ?

ANSWER

১। মেরামত করা স্কুলের নাম তালিকা "এ"তে দেওয়া হইল।

২। প্রদত্ত তালিকা "বি" তে দেওয়া হইল।

৩। মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নামগুলি সংগৃহীত হইতেছে।

তালিকা—"এ"

ধর্ম্মনগর মহকুমার ফুড ফর ওয়ার্ক স্কিমে যে সব স্কুলের গৃহ মেরামত করা হইয়াছে তাহার তালিকা ঃ-

১। নর্থ ওয়েষ্ট হরুয়া জে, বি, স্কুল।
২। সাউথ ইষ্ট হরুয়া জে, বি, স্কুল।
৩। ইছাই সোনাপুর জে, বি, স্কুল।
৪। ওয়েষ্ট চন্দ্রপুর জে, বি, স্কুল।
৫। ভিতরগোল জে, বি, স্কুল।
৬। তিলথৈ দো ভাঙ্গা জে, বি, স্কুল।
৭। রাজনগর কলোনী জে, বি, স্কুল।
৮। বটরসি জে, বি, স্কুল।
৯। হাফলং ভিলেজ এস, বি, স্কুল।
১০। দেওছড়া ভিতরগোল জে, বি, স্কুল।
১১। নয়াপাশা জে, বি, স্কুল।
১২। বগাবাসা সুবল কান্দি জে, বি, স্কুল।
১৩। কালিকাপুর জে, বি, স্কুল।
১৪। হাফলং টি, ই, জে, বি, স্কুল।
১৫। লক্ষ্মীপুর (রাজনগর) এস, বি, স্কুল।
১৬। ভাগান এস, বি, স্কুল।
১৭। ওয়েষ্ট রাধাপুর জে, বি, ব্লক নং ১ ও ব্লক নং ২।
১৮। ধুপিরবন্দ জে, বি, স্কুল।
১৯। ধর্মনগর টি, ই, জে, বি, স্কুল।
২০। বামনীয়া জে, বি, স্কুল।
২১। থাং নাং জে, বি, স্কুল।
২২। রাধাপুর জে, বি, স্কুল।
২৩। পদ্মবিল কলোনী জে, বি, স্কুল।
২৪। দেওয়ান পাশা জে, বি, স্কুল।
২৫। খুলিদহর জে, বি, স্কুল।
২৬। কুঞ্জনগর (জলাবাসা) জে, বি, স্কুল
২৭। বরুয়াকান্দি কলোনী এস, বি, স্কুল।
২৮। বরগোল এস, বি, স্কুল।
২৯। বালকমনি জে, বি, স্কুল।
৩০। ইষ্ট পদ্মবিল জে, বি স্কুল।
৩১। কুকিনালা এস, বি স্কুল।
৩২। কিনাচরণ তালুকদার পাড়া জে, বি, স্কুল
৩৩। ধর্মপুর জে, বি, স্কুল।

৩৪। লক্ষ্মীনগর এস, বি, স্কুল।
৩৫। উপতাখালি কলোনী জে, বি, স্কুল।
৩৬। পিপ্‌লাছড়া নর্থ জে, বি, স্কুল।
৩৭। হরুয়া এস, বি, স্কুল।
৩৮। ইছাইজয়পুর জে, বি, স্কুল।
৩৯। শাখাইবাড়ী জে, বি, স্কুল।
৪০। ধর্মটীলা জে, বি, স্কুল।
৪১। আঁধারছড়া জে, বি, স্কুল।

তালিকা—"বি"

ফুড ফর ওয়ার্ক স্কিমে যে সব স্কুলঘর মেরামত/পুনঃ নির্মাণ/নির্মাণ করা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা (ধর্মনগর মহকুমা ব্যতীত)।

১।	সদর মহকুমা	৭২টি
২।	সোনামুড়া মহকুমা	৯৯টি
৩।	খোয়াই মহকুমা	১৮৭টি
৪।	উদয়পুর মহকুমা	১০৯টি
৫।	অমরপুর মহকুমা	৫২টি
৬।	সাবরুম মহকুমা	১০৯টি
৭।	বিলনীয়া মহকুমা	৯৫টি
৮।	কমলপুর মহকুমা	৮৩টি
৯।	কৈলাশহর মহকুমা	৮৬টি
	মোট ঃ	৮১২টি

Admitted Unstarred Question No. 34
by ঃ Shri Mohanlal Chakma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be please to state---

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বড়ুয়া সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এই বড়ুয়া সম্প্রদায়কে উপজাতি হিসাবে গণ্য করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ?

উত্তর

১। বড়ুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পৃথকভাবে জনসংখ্যার হিসাব নাই।

২। না।

Admitted Unstarred Question No. 45
By : Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত মার্চ মাসে (১৯৭৯) কতিপয় ব্যক্তিকে কোন ইন্টারভিউ ছাড়াই রাজ্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ট্রাইবেল সুপারভাইজার গ্রেড-২ পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে নিয়োগ পত্র প্রাপকের নাম, এবং

৩। এদের মধ্যে কে কে উক্ত পদে ইতিমধ্যে যোগদান করছেন ?

উত্তর

১। না।

২। নিয়োগপত্র প্রাপকদের সংখ্যা ৪১। নামের তালিকা এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হইল।

৩। এইরূপ ৪১ জনের নাম তালিকার ২১ নম্বর---শ্রীরনজিত দেববর্মা ব্যতীত অন্য সকলেই সুপারভাইজার পদে ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন।

সুপার ভাইজারদের নামের তালিকা

তপশীলি উপজাতি

১। শ্রীঅমিয় দেববর্মা, পিতা শ্রীবাবুলাল দেববর্মা। গ্রাম ঃ—জিরাণীয়া খলা, পোঃ বীরেন্দ্রনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২। শ্রীমালিচন্দ্র দেববর্মা, পিতা ছবিচন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম ঃ---জিরাণীয়া খলা, পোঃ বীরেন্দ্রনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৩। শ্রীশশীমোহন দেববর্মা, পিতা ব্রজ কুমার দেববর্মা, গ্রাম ঃ—জয়নগর পোঃ বীরেন্দ্রনগর।

৪। শ্রীপ্রবীন দেববর্মা, পিতা উপেন্দ্র দেববর্মা, পোঃ চাম্পা হাওয়ার, খোয়াই।

৫। শ্রীসোনার কুমার ত্রিপুরা, পিতা কন্যারাম ত্রিপুরা, গ্রাম ঃ—গোবিন্দ বাড়ী, পোঃ ছামনু, উত্তর ত্রিপুরা।

৬। শ্রীঅবনী মোহন ত্রিপুরা, পিতা গুণধর ত্রিপুরা, গ্রাম ঃ দক্ষিণ ডোমাছরা, পোঃ ডোমাছরা, উত্তর ত্রিপুরা।

৭। শ্রীরণজিৎ দেববর্মা, পিতা শ্রীদশরথ দেববর্মা, ঠাকুর পল্লী রোড, আগরতলা।

৮। শ্রীমোহরাম দেববর্মা, পিতা অর্জুন দেববর্মা, গ্রাম ঃ- ভাটি ফটিকছড়া, পোঃ কামালঘাট, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৯। শ্রীসমীর দেববর্মা, পিতা মানিক দেববর্মা, গ্রাম ঃ- বেলারামবাড়ী, পোঃ পশ্চিম লক্ষীছড়া, খোয়াই।

১০। শ্রীকর্নমনি রিয়াং, পিতা মধু চন্দ্র রিয়াং, গ্রাম ও পোঃ গোছিরাম পাড়া, দশদা বাজার, উত্তর ত্রিপুরা।

১১। শ্রীঅঘোর দেববর্মা, পিতা রাজকুমার দেববর্মা গ্রাম ও পোঃ চাম্পা হাওয়ার, খোয়াই।

১২। শ্রীবুধু দেববর্মা, পিতা সুকুরাম দেববর্মা, গ্রাম দীননাথ ঠাকুর পাড়া, পোঃ বীরেন্দ্রনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৩। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা, পিতা কৃষ্ণ দেববর্মা, গ্রাম ঃ- মহারাণীপুর, পোঃ চাকমা ঘাট, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৪। শ্রীজিতেন্দ্র দেববর্মা, পিতা জয়চন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম ঃ- ঈশ্বর সর্দার পাড়া, পোঃ ভারত সর্দার, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৫। শ্রীশ্যামপ্রসাদ লমা, পিতা বিষ্ণু বাহাদুর লমা, বিলোনীয়া সাব জেইল, পোঃ বিলোনীয়া দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১৬। শ্রীঅরুন কুমার দেববর্মা, পিতা মনিন্দ্র দেববর্মা, পোঃ কল্যাণপুর।

১৭। শ্রীউমা চরণ দেববর্মা, পিতা লক্ষ্মী চরণ দেববর্মা, গ্রাম ঃ জুরিছড়া, পোঃ এম্রাছড়া, উত্তর ত্রিপুরা।

১৮। শ্রীস্বদেশ দেববর্মা, পিতা মঙ্গল দেববর্মা, গ্রাম ঃ চাম্পামুড়া।

১৯। শ্রীবিশ্ব রাই দেববর্মা, পিতা শ্রীজয় মোহন দেববর্মা, গ্রাম ঃ মঙ্গল চন্দ্র পাড়া, পোঃ মোহরছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২০। শ্রীসুব্রত সিংহ, পিতা শ্রীমাজিৎ সিংহ, এডভাইজার চৌমুহনী, আগরতলা।

২১। শ্রীরণজিৎ দেববর্মা, পিতা দেবেন্দ্র দেববর্মা, পোঃ বেলছড়া, খোয়াই।

২২। শ্রীনিতাই দেববর্মা, পিতা শ্রীধীরেন্দ্র দেববর্মা, কৃষ্ণনগর (নতুন পল্লী) আগরতলা।

২৩। শ্রীমিলন কুমার রিয়াং, পিতা মৃত ভাগ্য মোহন রিয়াং, গ্রাম ঃ গংগ্রাইছড়া, পোঃ কাঠালিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

২৪। শ্রীলাল বিয়াক ঠাংগা, পিতা শ্রীজাকাম লোভা, গ্রাম ঃ বেলিয়ান চিপ, পোঃ জম্পুই।

তপশিলী জাতিভূক্ত

২৫। শ্রীঅমল কান্তি দাস, পিতা অনাথ বন্ধু দাস, গ্রাম ঃ- অভয়নগর, পোঃ- অভয়নগর, আগরতলা।

২৬। শ্রীসুনীল দাস, পিতা শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দাস, কৃষ্ণনগর (নুতন পল্লী), আগেরতলা।

২৭। শ্রীজ্যোতিষ দাস, পিতা কার্তিক চন্দ্র দাস, গ্রাম ঃ- ও পোঃ পূর্ব লক্ষীবিল।

২৮। শ্রীমনোরঞ্জন দাস, মলয়নগর, পোঃ যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা।

সাধারণ

২৯। শ্রীমানিক লাল দত্ত, পিতা মৃত কেশব চন্দ্র দত্ত, গ্রাম ঃ- পশ্চিম মানিক ভাণ্ডার, পোঃ- মানিক ভাণ্ডার।

৩০। শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, পিতা শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, পোঃ- সোনামুড়া।

৩১। শ্রীনিখিল রঞ্জন সাহা, পিতা সুধীর চন্দ্র সাহা, গ্রাম ঃ- ও পোঃ মনুঘাট উত্তর ত্রিপুরা।

৩২। শ্রীমতি রঞ্জন দাস, পিতা মৃত চন্দ্র দাস, গ্রাম ঃ- ও পোঃ- চন্দিপুর, কৈলা- শহর, উত্তর ত্রিপুরা।

৩৩। শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, পিতা সুরেন্দ্র দেবনাথ, পোঃ- বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৩৪। শ্রীশ্যাম সুন্দর রায়, পিতা হিরেন্দ্র কুমার রায়, গ্রাম ঃ- দক্ষিণ মির্জাপুর, পো ঃ- সরসিমা, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৩৫। শ্রীঅবিনাশ কর্মকার, পিতা হরমনি কমকার, চম্পকনগর।

৩৬। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ, পিতা সোরমনি দেবনাথ, গ্রাম :- মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৩৭। শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, পিতা মৃত সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, রামনগর রোড, আগরতলা

৩৮। শ্রীদীপক কান্তি রায়, C/o. মনোরঞ্জন রায়, হরিণা বাজার, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা!

৩৯। শ্রীঅতুল ভট্টাচার্য, পিতা কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য, (বিদ্যাভূষণ) গ্রাম ঃ- বির্ধ নগর, পোঃ- রাণীরবাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৪০। শ্রীবিকাশ চন্দ্র দত্ত, পিতা নরেশ চন্দ্র দত্ত, গ্রাম ঃ- ভগজুর পো ঃ- বামুটিয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৪১। শ্রীসদীপ ভট্টাচার্য, পিতা শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য, কলেজটিলা, আগরতলা।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala on Wednesday, the 6th June, 1979 at 11-00 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair 9 Ministers, the Deputy Speaker and 44 Members.

STARRED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ---আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নম্বার বলবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার--৪৬।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার---৪৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়ার জন্য কতগুলি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল ;	মোট ১৪,৯৩৭টি ।
২। তার মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে কতটুকু জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে,	মোট ১৭৩১টি উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত মোট ১২৭৭ টি ক্ষেত্রে ১০৮৩ একর জমি ফেরৎ দেওয়ার কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
৩। ফেরৎ দেওয়ার ফলে যে সমস্ত অ-উপজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কতটাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে,	ভূমি ফেরত দেওয়ার ফলে মোট ৮৪৬ জন ভূমিহীন অ-উপজাতির মধ্যে মোট ৩০১ জনকে মোট ১১,৬১,১৭৭, টাকা পুনর্ব্বাসন স্কীমের ব্যবস্থা মতে দেওয়া হয়েছে ।

৪। যে সমস্ত মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি সরকার সেই মামলাগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?	সকল কালেক্টার ও এস, ডি, ও, দিগকে সমস্ত অমিমাংসিত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি ঠিক যে অ-উপজাতিদের নিকট থেকে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত করার সময় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---উত্তরের সংগে এ প্রশ্নটা ঠিক হয়না। জমি ফেরত দেওয়ার সময় যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মিমাংসা হয় তার পরে জমি ফেরত দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অ-উপজাতি যারা বেআইনি জমি দখল করে আছেন তাদের অধিকৃত বে-আইনি জমি হস্তান্তরিত করার সময় তাদের বলা হয়েছে যে তারা যদি উক্ত এলাকাতে কোথাও কোন জমি পান তবে সরকার তাদের সেই জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে জমি না পাওয়া গেলে যাদের নিকট থেকে জমি হস্তান্তর করা হবে তাদের নগদ অর্থে ব্যবসা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ —মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ১৪,৯৫৭টি দরখাস্ত পড়েছে তার মধ্যে ১৯৬৯ ইং সাল এর ১লা জানুয়ারীর আগে কতটা জমি হস্তান্তরের জন্য পিটিশন পড়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্তঃ---৩১ ৩.১৯৭৯ইং পর্যন্ত মোট ১৪,৯৫৭টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৯১৭১টি দরখাস্ত প্রত্যাখাত হয়েছে। ১.১.১৯৬৯ ইং এর আগে যে পিটিশন পড়েছিল তার মধ্যে ২৬২ টি পিটিশান উইড্র করা হয়েছে এবং ৩৭৯৯টি পিটিশন এর আগে ডিসপোজ করা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৭৩১টি ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তর করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে মাত্র ১২৭৭টি কার্যকর করা হয়েছে। বাকি যেগুলি আছে সেগুলি আদেশ দেওয়া সত্বেও কেন কাযকর করতে এত দেরী হচ্ছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—বাকী যেগুলি আছে সেগুলি আমাদের আইন অনুযায়ী ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর করা হবে। দরখাস্তগুলি বিবেচনা করার সময় যদি ফসল থাকে তবে সে সময়কার জন্য জমি হস্তান্তর এই আইন অনুযায়ী করা হয় না, তবে এখন সেগুলি করা হচ্ছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৩১শে মার্চ কৈলাশহর মহকুমার দেওছড়া গাঁওসভার ১০টি অ-উপজাতি পরিবারের বিরুদ্ধে আদালতে কেস করা হয়। এবং ডি, এম তাঁর রায় দিয়ে দেন। তারপর সেই ১০টি পরিবার

তাদের দখলিকৃত জমি ফেরত দিতে চাইলে উক্ত দেওয়া গাঁও সভার প্রধান উপজাতিদের জমি ফেরত দিতে বাধা দেয়, এ রকম কোন ঘটনা সরকার এর জানা আছে কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ--- আমাদের দপ্তরে এখন পর্যন্ত এইরকম কোন তথ্য আসে নাই।

শ্রীনকুল দাস ঃ---জরুরী অবস্থার সময়ে যে সমস্ত জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি, এটা ঠিক কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---যখন আমরা তাদের বললাম যে তোমরা জমি দেখাও কোন্ জমিগুলি তোমরা হস্তান্তর করেছে এবং টাকা নাও তখন তারা দেখাতে পারে নাই। সুতরাং তারা ক্ষতিপূরণ নিতে পারে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই যে ১,২৭৭টি কেসে যার জমী পেয়েছে সেই জমিগুলি উপজাতিদের কাছে এখনও আছে কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---তাদের হাতে জমি নাই, এরকম তথ্য তারা আমাদের দেন নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---জরুরী অবস্থার সময় জমি দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা জোরের উপর করা হয়েছিল এবং কাগজে পত্রে কোন প্রকার কারণ না দেখিয়েই খারিজ করা হয়েছিল?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---জরুরী অবস্থার সময়ের যে রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে তা আপনারা অনেক কিছুই জেনেছেন। এই প্রশ্নের সংগে জরুরী অবস্থার সময়ে কোন সম্পর্ক না থাকায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---দেখা গেছে কিছু কিছু জমি ফেরত দেওয়ার পরে ট্রাইবেলদের কাছে সেই জমিগুলি এসেছে। কিন্তু কিছু আমলা-কমলপুরে মোট ৯টি ঘটনায় দেখা গেছে যেসব বাঙ্গালী ভূমিহীন হয়েছে তাদের পরিবারের ভূমিহীন পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে জমি কেনার জন্য টাকা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে খুব প্ল্যানওয়াইজ তালবাহানা করছে। এই ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত---যে তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব। কোন আমলার দ্বারা যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সেটাও আমরা দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---জম্পুইজলাতে যে সমস্ত জমি প্রত্যার্পণ করা হয়েছে সেগুলি 'আমরা বাঙালী' পুনর্দখল করতে সুরু করেছে। সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত---মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন তথ্য দেন তাহলে আমরা দেখতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---যারা ভূমিহীন হয়েছে ভূমি ফেরতের জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এইরকম অনেক ভূমিহীন অ-উপজাতি লিষ্ট থেকে বাদ যাচ্ছে।

শ্রীবীরেন দত্ত—যদি মাননীয় সদস্য-এর কাছে তথ্য থাকে তাহলে আমাদের দিতে পারেন। আমরা দেখব। আমাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---তৈদুর ······ ······ভৌমিক সরকারীভাবে জমি হস্তান্তর করেছেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ লিষ্ট যখন করা হয়েছিল তখন তার নামটা বামফ্রন্ট সমর্থক নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবীরেন দত্ত---আমরা এমন কোন লেভেল দেখে ঠিক করি না। যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন আমাদের কাছে সংবাদ আসার সংগে সংগে অতি তৎপরতার সংগে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু যে ভূমি হস্তান্তর করার পরেও যতটুকু ভূমি তার থাকা উচিত তার চেয়ে বেশী ভূমি থাকলে বা সেই পরিমাণ ভূমি থাকলে তাকে আর ভূমি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যারা ভূমিহীন হয়ে পড়বেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই পরিবারটিকে কেন লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়া হল ?

শ্রীবীরেন দত্ত—আমাদের কাছে জানালে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।

মিঃ স্পীকার---শ্রীখগেন দাশ।

শ্রীখগেন দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের আগরতলাস্থিত সার্কিট হাউসে কতজন সরকার অফিসার দীর্ঘদিন যাবত বাস করছেন ?

২) ইহা কি সত্য যে অনেকদিন যাবত তাঁহারা সরকারের প্রাপ্য ভাড়া পরিশোধ করছেন না ?

৩) সত্য হইলে বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ কত ?

৪) ইহা কি সত্য যে তাঁহারা সরকারী বাসনপত্র, ফ্রিজ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিনামূল্যে ব্যবহার করছেন ?

উত্তর

১) বর্তমানে ৪ (চার) জন।

২) হ্যাঁ।

৩) উক্ত চার জনের নিকট বকেয়া প্রাপ্যের পরিমান মোট ৩,৭৬৫ টাকা।

৪) বর্তমানে কেহ ফ্রিজ ব্যবহার করছেন না। বাসনপত্র, বিদ্যুৎ, বিছানা ইত্যাদি নিয়মিত ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—এই সমস্ত অফিসারদের নাম কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত—শ্রীডি, চক্রবর্তী, সেক্রেটারী, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লী-৮৩৭ টাকা, শ্রীএস, কে, রায়—সি, ই,—৮৭৩ টাকা, শ্রীএস শর্মা, ডিরেকটার পি, ডব্লিউ, ডি ১,৪৪৮ টাকা এবং শ্রীরাজেন্দ্র—ডেপুটি এস, পি,---৭৩৫ টাকা মোট ৩,৭৬৫ টাকা।

শ্রীসুবল রুদ্র---এই টাকাগুলি আদায়ের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীবীরেন দত্ত—ইতিমধ্যে অনেকেই টাকা শোধ করে দিয়েছেন এবং আমাদের সার্কিট হাউসে ভাড়ার যে হার এটাও ইতিমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু গোলযোগ ছিল এবং বকেয়া পড়ার সম্ভাবনা যাতে দূর করা যায় তার জন্য নিয়মাবলী নূতনভাবে করা হচ্ছে। টোটেল আউটস্ট্যাণ্ডিং ছিল এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত অ্যাগেনস্ট অল ডিফলটার্স, অর্থাৎ যারা এখন আছে এবং ছিল—সেটা হল ২১,৭৮২ টাকা ৫০ পয়সা। তার থেকে ৩,৭৬৫ টাকা এখন বর্তমানে যারা/এখানে আছেন তাদের কাছে বকেয়া আছে। আর আগের যে ডিউজ আছে তাদের প্রত্যেকের লিস্ট আমরা তৈরী করে তাদের কাছে আমরা অবিলম্বে পেমেন্ট করার জন্য বলেছি।

শ্রীখগেন দাস-- এই যে ২১,৭৮২ টাকা ৫০ পয়সা, এর মধ্যে যারা চলে গেছেন তাদের নাম কি এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়ার কি ব্যবস্থা সরকারের আছে?

শ্রীবীরেন দত্ত---এই লিস্টটা আমি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এখনও সেটা পাওয়া সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে আমরা দাখিল করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---সার্কিট হাউস খুব দূরে না, এবং তার হিসাবপত্র নিশ্চয়ই রাখা হয়। তা সত্ত্বেও কেন তাদের নামগুলি দেখা যাচ্ছে না?

শ্রীবীরেন দত্ত---এটা ১৯৭১ সাল থেকে বাকী আছে। আমরা ভুল তথ্য দিতে চাই না। এটাকে বাছাই করতে হবে।

মিঃ স্পীকার---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ---এবং গৌতম প্রসাদ দত্ত (ব্র্যাকেটেড)।

শ্রীগৌতম দত্ত ও শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ---প্রশ্ন নং ৪১।

শ্রীবীরেন দত্ত --প্রশ্ন নং ৪১, স্যার।

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার এ পর্যন্ত ত্রিপুরাতে কত ভুমিহীন পরিবারকে ভুমি দিয়াছেন?

২) এবং কোন মহকুমায় কত পরিবার তার হিসাব?

উত্তর

১) মোট ৮,২২৬টি ভুমিহীন এবং ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভুমি দেওয়া হইয়াছে।

২) বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

	ভুমিহীন	ভুমিহীন ও গৃহহীন	মোট
সদর	৯৫৮	৫৬৬	১,৫২৮
সোনামুড়া	৮৮৬	---	৮৮৬
খোয়াই	৬৭৭	৫৪৪	১,২২১
কৈলাসহর	৫৯৩	৫১২	১,১০৫

কমলপুর	১৫৭	---	১৫৭
ধর্মনগর	৯.৮০৪	---	৯,৮০৪
উদয়পুর	৬৪	---	৬৪
অমরপুর	৬৫২	৬৭	৭১৯
বিলোনীয়া	২৫৯	২৩৪	৪৯৩
সাব্রুম	---	২৫৭	২৫৭
		সর্বমোট ঃ-	৮,২২৬

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ভূমিহীন পরিবারগুলিকে কি পরিমাণ ভূমি দেওয়া হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—ল্যাণ্ড এলটমেণ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রায়রিটির ভিত্তিতে ভূমি দেওয়া হয়। আমাদের ল্যাণ্ড এলটমেণ্ট রুলসে ৫ কাণি পর্যান্ত জমি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আবার শহরগুলির আশে পাশে ৮ কিলোমিটারের মধ্যে শুধু গৃহহীন ভূমিহীনদের ৩ গণ্ডা জমি দেওয়ার বিধান আছে, আবার টিলা হলে ৫ গণ্ডা জমি দেওয়ার বিধানও আছে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান ভূমি সংস্কার আইনের বিধান।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে মোট ৮,২২৬ জন গৃহহীন এবং ভূমিহীনকে জমি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে মোট কি পরিমাণ জমি বণ্টন করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সিলিং এর এ্যাকসেস ল্যাণ্ড কতটুকু জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—স্যার, এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কারণ বর্ত্তমান প্রশ্নে জমির পরিমাণ চাওয়া হয়নি। জমির পরিমাণ সংগ্রহ করতে হলে অনেক সময়ের দরকার, তাই আমরা অনেক চেষ্টা করেও সেটা সংগ্রহ করতে পারি নি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সিলিং এর অধিক যে সমস্ত জোতদারের জমি আছে, সেই জমি উদ্ধার করে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—প্রথম দিকে কিছু জোতদার অবশ্য আবেদন করেছিল যে এই সব খাস জমি তাদের, কারণ তারা অনেক দিন ধরে সেগুলি দখল করে আছেন। কিন্তু ভূমিহীনদের পক্ষ থেকে যখন বলা হয় যে না এগুলি পতিত জমি, কারো দখলে ছিল না, তখন আমরা রেভিনিয়ু অফিসার্সদের পাঠিয়ে যখন প্রকৃতই সেগুলি খাস জমি বলিয়া প্রমাণিত হয়েছে, তখন আমরা সেগুলি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেই। কাজেই ভূমিহীনদের সংগঠনের আন্দোলনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে যদিও জোতদারেরা প্রথম দিকে সেগুলি নিজেদের দখলে রাখার জন্য নানা রকমে চেষ্টা করেছিলেন। যাহউক আমরা প্রত্যেক তহশীলে প্রত্যেক রেভিনিয়ু অফিসারকে সার্কুলার জানিয়ে দিয়েছি যে সিলিং এর উপর অতিরিক্ত জমি যদি কারো থেকে থাকে, তাহলে তার জন্য যেন একটা তালিকা তৈরী করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই রকম পুনর্বাসন দেওয়ার পর আর কত সংখ্যক ভূমিহীন বা গৃহহীন পরিবার বাকী রয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার হিসাবটা দিতে পারেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের কাছে ১,৮২,০০০ দরখাস্ত এসেছিল, তার মধ্যে স্ক্রুটিনি করে আমরা প্রায় ৭০ হাজারের মত প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার পেয়েছি। আবার তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মতো লোক আছে, যারা তাদের জমি আছে বলেও দেখিয়েছেন। বর্তমানে পুনর্জরীপের কাজ চলার ফলে আমরা আমাদের অফিসারদের আরও বেশী সংখ্যায় পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য পাঠাতে পারি নি। অবশ্য আমরা পুনর্জরীপের কাজটা এই বছরের মধ্যে সেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। কাজেই ঠিক আর কত সংখ্যক ভূমিহীন পুনর্বাসন পাওয়ার বাকী আছে, তা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ — শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৫৯।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---কোয়েশ্চান নং ৫৯

প্রশ্ন	উত্তর
১. রাজ্যে মোট কয়টি সিনেমা হল আছে ?	রাজ্যে মোট ১৯টি সিনেমা হল আছে।
২. সিনেমা হলগুলির মধ্যে কয়টি স্থায়ী এবং কয়টি অস্থায়ী হল রয়েছে ?	১০টি স্থায়ী ও ৯টি অস্থায়ী হল আছে।
৩. ত্রিপুরায় সমস্ত সিনেমা হলে মোট কতজন শ্রমিক/কর্মচারী কাজ করছেন ?	মোট ১৮৪ জন শ্রমিক/কর্মচারী কাজ করছেন।
৪. সিনেমা হলগুলি থেকে ত্রিপুরায় মোট কত টাকা বাৎসরিক রাজস্ব আয় হয়ে থাকে ?	মোট ১৬,১৮,৬৫০ টাকা রাজস্ব আয় হয়।
৫. সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে কোন সিনেমা হল করার পরিকল্পনা বর্তমানে আছে কি ?	না, বর্তমানে পরিকল্পনা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সিনেমা হলগুলিতে সাধারণত সিনেমা দর্শকেরা টিকিট কিনতে পারে না—সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য টিকিট কিনতে পারে না এই ঘটনা সরকারের জানা আছে কি না এবং সেটা বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার এটা রেভিনিও ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার নয়—এটা পলিশ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরাতে কতগুলি সিনেমা হল বন্ধ আছে এবং এর কারণ কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন সিনেমা হল বন্ধ নাই তবে অস্থায়ী কোন সিনেমা হল বন্ধ থাকার খবর আমাদের জানা নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কৈলাসহরে রাজলক্ষ্মী সিনেমা হলটি স্থায়ী এবং সেটি দীর্ঘ দিন যাবত বন্ধ আছে কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি অনুসন্ধান করে পরে জানাব।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আগরতলা সহরে কয়'টি সিনেমা হলের পরিবেশ খুবই অস্বাস্থকর এর ফলে দর্শকেরা সেই সব সিনেমা হলগুলিতে আনন্দ উপ-ভোগ করার পরিবর্তে নানা ভাবে তাদের অসুবিধা ভোগ করতে হয় এবং তাদের আনন্দ নষ্ট হয়। এই অস্বাস্থকর পরিবেশ দূর করার জন্য সরকার কোন রকম চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, সিনেমা হলগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য সিনেমা হল শ্রমিকদের ধমঘটের সময় এই অবর্ণনীয় অবস্থার কথা সরকারের গোচরে আনা হয়। এবং আমরা তারপর রেভিনিও অফিসার এবং পি. ডাবলিও. ডি.র অফিসারদের ডেকে তাদের এই সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বলি এবং তারপর দুটি সিনেমা হল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমরা নোটিশ দেই। তখন দেখা গেল যে কিছু সংখ্যক দর্শক আমাদের এসে বললেন যে এমনিতেই সিনেমা হলগুলি ওভার ক্রাউডেড এর পর যদি দুটি হল বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের অসুবিধা হবে। বর্তমানে এই সিনেমা হলগুলি ইন্সপেকশান করে বিচারের পর লাইসেন্স রিনিও করার আইন থাকা সত্বেও তাদের লাইসেন্স নিতে বধ্য করা হয় নাই।

এখন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর লাইসেন্স দেওয়ার জন্য, ক্লীয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য, আমরা নোটিশ দিয়েছি এবং একটি মাত্র সিনেমা হল—রূপসী—ছাড়া আর সবগুলি সিনেমা হলই ডিফল্টার। ইতিমধ্যে আগরতলা শহরে আরও 8টি সিনেমা হল আধুনিক সাজসরঞ্জাম সহ খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং আমরা সেই অনুসারে দরখাস্ত কল করেছি। যদি আমরা সেই হলগুলি চালু করতে পারি তাহলে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা দূর করতে আমরা সক্ষম হব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে বলা হয়েছে যে যারা সিনেমা দেখে এই রকম কিছু লোক এসে অনুরোধ করেছিলেন—এই যে কিছু দর্শক এরা কারা এরাকি নিছক দর্শক না মালিকের ভেষ্টেড ইন্টারেণ্ট রক্ষা করার জন্য প্রেরিত লোক ? আর কি কি কণ্ডিশান ফুলফিল করতে হয় এই লাইসেন্স পেতে গেলে ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে একটি মাত্র সিনেমা হল আছে যে সব কণ্ডিশান ফুলফিল করেছে আর বাকীগুলি সময় চেয়েছে—

আমরা চেষ্টা করব যেন তারা কনডিশান ফুলফিল করে চলে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার

শ্রীমতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নং ৮৯

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ৮৯

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কয়টি শূন্যপদ ছিল ?	৪৮টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানমূলে ১৯৭৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৩,০৮৫টি।
২। ১৯৭৯ সনের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এই সকল শূন্য পদের মধ্যে কয়টি পূরণ করা হয়েছে ?	১৯৭৯ সনের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত উক্ত শূন্য পদগুলির মধ্যে ১,৩৬১টি পদ পূরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলি পূরণ করার জন্য ভূমাত্মক রিক্রুটমেণ্ট রুল সংশোধন করে কন্টিন্জেণ্ট কর্মী ও সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।
৩। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে কয়টি নূতন করে শূন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে ?	১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে সৃষ্ট নূতন পদের সংখ্যা ৪,৮০৭টি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে সকল শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে সেগুলি কিসের ভিত্তিতে পূরণ করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—পূরণ করার যে পদ্ধতি আছে প্রমোশনের, তার দ্বারাই করা হয়েছে, যেখানে প্রমোশনের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়, সেখানে রিক্রুটমেন্টের সাহায্যে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—এই সমস্ত পদে নিয়োগ করার সময় কোন মন্ত্রীর ছেলের নিয়োগের সময় নীতি মেনে করা হয়েছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—শূন্য পদ পূরণ করা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যের একটা ধারণা থাকা উচিত, যখন কোন শূন্য পদ পূরণ করা হয় তখন টাইপিষ্ট থেকে এল. ডি. সি., এল. ডি. সি. থেকে ইউ. ডি. সি. এই ভাবে করা হয়। মন্ত্রীর ছেলে যদি নীচে থাকেন, এবং তিনি যদি যোগ্য হন প্রমোশনের, তাহলে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কয়জন মন্ত্রীর কয়জন ছেলে আছেন এবং তারা কয়জন সার্ভিসে আছেন এটা

বিধান সভার সদস্য হিসাবে অবগত থাকা উচিত। যদি অবগত থেকে থাকে, তাহলে প্রমোশন নিয়ম মতেই হয়েছে। আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আপনি চেষ্টা করুন, তাদের নামিয়ে দিতে পারেন কিনা। আমরা খোঁজ করে দেখব, কোন মন্ত্রীর পুত্রের ব্যাপারে এ রকম হয়েছে কিনা।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন ৪৮টি দপ্তরে হয়েছে। এ ছাড়া আর দপ্তরে তথ্য সংগ্রহ বাকী আছে কি? এবং বাকী থাকলে তার কারণ কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—পূর্ণ দপ্তরের সংখ্যা বলেই মনে হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী আমার প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, তা স্পষ্ট হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি পরিষ্কার করে আবার বলবেন?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী পরিষ্কার ভাবেই জবাব দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—মিঃ রিয়াং আবসেন্ট। অ্যানি ওয়ান ইন্টারেস্টেড। কেহ ইন্টারেস্টেড কিনা? শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আমি দ্রাউ কুমার রিয়াং-এর প্রশ্নটা করছি। ১০২।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার। আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে, বিজনেস যা থাকবে তা সব শেষ হবার পর যদি কেহ ইন্টারেস্টেড থাকেন, তাহলে তিনি করতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার ইচ্ছা করলে অনুমতি দিতে পারেন। তাছাড়া উনি বলেছেন, ইন্টারেস্টেড লোক আছেন কি না। উনি রুলিং দিয়েছেন। আমি জেনে শুনেই বলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—কেহ ইন্টারেস্টেড থাকলে আমি সুযোগ দেব। শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে কতগুলি সহরকে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?	সাতটি।
২। ঘনবসতি পূর্ণ অন্য কোন স্থানকে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?	হ্যাঁ। আর দুইটি।

৩। যদি থাকে তবে সেগুলি কোথায়? — সাব্রুম এবং অমরপুর এই দুইটি মহকুমা শহরের জন্য নোটিফায়েড এরীয়া বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—বিশালগড়, মেলাঘর, তেলিয়ামুড়া এই জাতীয় অঞ্চলকে নোটিফায়েড এরীয়া ঘোষণা করার কথা চিন্তা করছেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—আগরতলা ব্যতীত/সমস্ত মহকুমা শহরগুলিকে নোটিফায়েড এরীয়া ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলনীয়া, সাব্রুম ও অমরপুর এই ৯টি মহকুমা শহরকে নোটিফায়েড এরীয়া ঘোষণা কবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১৯৭৮ ইং সনের ১৬ই জানুয়ারী স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের No. F (16) L/Msc/79. এতে ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর ও বিলোনীয়া মহকুমা শহরগুলিকে নোটিফায়েড এরীয়া বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। খোয়াই ও সোনামুড়া শহর দু'টিকে ১৯৭৯ ইং সনের ২৫শে এপ্রিল তারিখে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী নোটিফায়েড এরীয়া বলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর কমলপুর মহকুমাকে নোটিফায়েড এরীয়া বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং অন্যান্য এলাকা সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—ত্রিপুরায় যে সব নোটিফায়েড কমিটি আছে বর্ত্তমানে, তারমধ্যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের কতগুলি বিষয় এই নোটিফায়েড কমিটিগুলি অ্যাক্সেটেন্ট করতে পারে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—বর্ত্তমান ৬টি গুরুত্বপূণ ধারাকে আমরা অ্যাকসটেন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ৬টি ধারার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল এরীয়ার ভেতর প্ল্যানিং অথরিটি এবং নোটিফায়েড এরীয়া কমিটি যাতে ঠিক সার্ভে করে একটা প্ল্যান তৈরী করতে পারে তারজন্য প্রথমতঃ যে অধিকার বলা হয়, সেই অধিকার নোটিফায়েড এরীয়াকে দেওয়া হয়েছে। দু' নাম্বার হচ্ছে, ড্রেনেজ, রাস্তা-ঘাট সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতে পরিকল্পনা মত এটা করা যায় বর্ত্তমান নিজস্ব জোতের উপরে, নোটিফায়েড এরীয়ার ভেতর যাতে তাদের বাড়ী ঘর তৈরীর জন্য পারমিশন নিতে হবে এটা আপনারা সকলেই জানেন যে আগরতলা শহর সহ সমস্ত জায়গাগুলিতে অপরিকল্পিত ভাবে ঘর তৈরী করা হচ্ছে। কাজেই এইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়—অর্থাৎ দালান কোঠা করা, বা পুকুর কেটে ফেলা, কিংবা সেনিটারী পায়খানা করতে হলে অনুমতি নিতে লাগবে, এক জায়গা থেকে জল ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় অসুবিধার সৃষ্টি না করা তার জন্য আপাততঃ আগরতলায় প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের ৬টি ধারাকে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং এটা অলরেডি গেজেটেড। পাবলিকেশান হওয়ার পর নোটিফায়েড এরীয়া কমিটি এই অধিকার ভোগ করতে পারবে।

শ্রীনরেশ ঘোষ ঃ—নোটিফায়েড এরীয়ার কাজের জন্য ভোট অন এ্যাকাউন্টে যে টাকা ধরা হয়েছিল সে টাকা কি ঠিকভাবে পাচ্ছে, এবং ওখানকার কর্মচারীরা কি ঠিক মত মায়না পাচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—নোটিফায়েড এরীয়া কমিটি বাজেট রচনা করা এবং সেই বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্বে কোন বিধি বিধান না থাকাতে নোটিফায়েড এরীয়া ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর সরকার গ্রান্টিং এইড হিসাবে প্রথম বৎসরের জন্য যে ৪টি নোটিফায়েড এরীয়াকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এবং এইবারও ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। এখন সেই টাকা খরচ করা, তার হিসাব রাখা এবং বিধি সঙ্গত ভাবে প্রতিটি প্রস্তাবের অনুমোদন নেওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের এল, এস, জি, এর সেক্রেটারী সহ আমাদের একটা আলোচনা হয় সেই আলোচনায় আমরা কিছু অবগত হই। অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে অবগত হই যে, বিভিন্ন নোটিফায়েড এরীয়া কমিটি থেকে বিভিন্ন সময়ে কিছু প্রস্তাব আসে। সেই প্রস্তাবে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এরীয়াতেও ১৪,০০০ টাকার বেশী খরচ হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এ্যাপ্রুভেল লাগে। এইরকম যে সব প্রশ্নগুলি ছিল, নোটিফায়েড এরীয়া ঘোষণা হওয়ার পর, তার যে বিধি নিয়ম, তার যে রুলস্ অ্যান্ড রেগুলেসন এল, এস, জি এর সঙ্গে এগুলি করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। গত বছরের ব্যয়ের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, এটাকে পরিচালিত করা হয়েছে এবং এটাকে প্রাথমিক স্তরে নিয়মিত করার জন্য অবৈতনিক নোটিফায়েড এরীয়া কমিটির চেয়ারম্যান সহ টাউন প্ল্যানিং অথরিটি, পি, ডাব্লু, ডি, ইরিগেশন, হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিসিটি সহ আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপার তার একটা পদ্ধতি এইখানে ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে সেইখানে এই সব স্টাফরা একদিন মিউনিসিপ্যালিটিতে বসবেন এবং সেই সমস্ত কাজগুলিকে এপ্রুভেল দেওয়া এবং ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করবেন। আমরাও এই সমস্ত নোটিফায়েড এরীয়া কমিটিগুলির চেয়ারম্যানকে নিয়ে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মত একটি কমিটি করা হবে। এবং এই কমিটির ফাংশান জন্য করার আমাদের এপ্রুভ নেওয়া হয়ে গেছে। এই বিধান সভার পরই আমরা সেই মিটিং করব, এবং অসুবিধা দূর করার জন্য চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২৫ স্যার।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) এই বছর বন বিভাগের অধীন রেঞ্জার প্রশিক্ষণের জন্য তপশীল উপজাতির জন্য কয়টি পদ খালি ছিল ;

২) এই পদের জন্য কতজন উপজাতি প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, এবং

৩) এই সকল পদে কতজন উপজাতি প্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন ?

উত্তর

১) ১৯৭৯-৮১ইং রেঞ্জার পাঠক্রমে তপশীল উপজাতির জন্য ৪(চার) টি আসন সংরক্ষিত ছিল।

২) এই সকল পদের জন্য ৩জন প্রার্থী ইন্টারভিউতে উপস্থিত হন কিন্তু একজন প্রার্থী উপজাতি বলিয়া স্বীকৃত না হওয়ায় বাদ পড়েন।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলছেন যে রেঞ্জার প্রশিক্ষণের জন্য তপশীল উপজাতির জন্য ৪টি পদ খালি ছিল। এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে ৩ জন প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। তারপর বলেছেন যে সেই ৩ জনের একজন প্রার্থীর নকল ট্রাইবেল সার্টিফিকেট ছিল বলে ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না। কিন্তু একজন পরীক্ষার্থী বাতিল হয়ে গেলেও তো আরও দুজন পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি আমরা জানতে চাই

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৩ জন প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন, শ্রীভুষণ দাস লস্কর কমিউনিটি হওয়ার টি, পি, এস, সি, তাকে বাদ দিয়ে দেন। আর বাকী দুই জন উপজাতি একজন হলেন জোম্মিং থাংপা লুসাই, অন্য জন হলেন রঞ্জন দেববর্ম্মা। এই দুইজন ট্রাইবেল পরীক্ষায় পাশ করেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইন্টারভিউতে সরকারী নিয়ম নীতি কি, কি ভাবে প্রার্থী নির্ণয় করা হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ—টি. পি, এস, সি পরীক্ষায় যারা পাশ করেন তারাই যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই। টি. পি. এস সি হলো নিজস্ব বডি। তার উপরে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই রেনজার প্রশিক্ষণের জন্য সর্ব্বমোট ট্রাইবেল এবং ননট্রাইবেল মূলে কতটি পদ খালি ছিল ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ৪টি পোষ্ট কি এখনও খালি আছে না কি পূরণ করা হয়ে গেছে।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—৪টি পোষ্টই এখন খালি রয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসবোধ দাস ঃ কোয়েশ্চান নং ২১০ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—কোয়েশ্চান নং ২১০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর নির্ব্বাচিত গাঁও সভাগুলির পরামশ ছাড়া ভুমি রাজস্ব দপ্তরের কোন কোন অফিসার নিজেদের ইচ্ছামত জোত-দার ও মহাজনদের পরিবার কিংবা নিকট আত্মীয়দের নামে খাসভুমি বন্টন করেছেন বলে কোন অভিযোগ সরকারের হাতে এসেছে কিনা ?

২) অভিযোগ থাকলে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৩) ধর্মনরের উত্তর পদমবিল মৌজায় এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা ?

উত্তর

১) ল্যাণ্ড সেটেলম্যান্ট নিয়মানুযায়ী ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং এস.ডি.ও ঐ জমি বন্দোবস্ত দিতে পারেন। অসঙ্গতভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) সরকার জ্ঞাত নয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার জানা আছে, ধর্মনগর গাঁও সভার গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এই গাঁওসভাটি ধর্মনগর এর রামনগর তহশিলের অন্তর্গত তহশীল এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার বৃন্দ গাঁও সভার কোন পরামর্শ ছাড়াই. তারা একজন জোতদারের পরিবারের নামে ভূমি বন্দোবস্ত দিয়ে দেন এবং এটা ধর্মনগর গাঁও-সভার এস ডি.ওকে লিখিত ভাবে জানানো হয়। কাজেই জানানো সত্ত্বেও এখন সরকারের জানা নেই বলে যে জবাব পাওয়া গেছে, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তথ্য সংগ্রহ করবেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত স্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মাহোদয়দের অনুরোধ করছি।

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1979-80.

Mr Speaker :—The next business before the House is discussion and voting on Demands for Grants for the year 1979-80. There are 17 Demands for grants in to-day's list of business to be disposed of by the House. The Demands for grants and the name of the Ministers to whom the Demands relate are shown in the list of Business. The Ministers concerned will move the Demands for Grants standing in their names when called upon by me. Details of the demands and Cut motions relating there to are shown in the Appendix to the list of busisess already circulated to the Members. I shall take all the cut motions as shown in the Appendix as moved. First there will be discussion on the demands and cut motions and after diseussion I shall dispose of the demands to vote. Now I would request the Revenue Minister to move his motion one by one.

Sri Biren Dutta Mr Speaker, Sir, on the recommendation ofteG vq-eor nor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 85,86,000 [inclusive of the sumes specified in column 3 of the schedule to the Appropiiation (Vote on Account) Bill, 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 4 (Major head 220-Collection of Taxes on Incone and Expenditure Rs. 33,000) (Major head 229 Land Revenue Rs. 75,94,000) (Major head 230 Stamps and Registration Rs. 5,79,000) (Major head 240 Sales Tax Rs. 3,80,000).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 2,51,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 5 (Major head 239-State Excise Rs.2,49,000) (Major Head 245 other Taxes and Duties on commodities and Services Rs. 2,000)

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 71,80,000 exclusive charges expenditure of Rs. 3,70,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accouht) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 10. (Major head 253-District Administration Rs. 71,80,000).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 95 12,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill), 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 25 (Major Head 280 Relief on Account of Natural Calamities Rs. 18,00,000) (Major Head 295 other Social and Community Services (Upkeep of Shriness Temple etc) Rs 2,62,000) Major Head 304 Other General Economic Services (Land Ceiling and Reforms) Rs. 74,50,000

Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,20,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 46, (Major Head 695 Loans for other Social and Community Services Rs. 2,20,000)

Mr. Speaker- -Now I would request the Hon'ble Industry Minister to move his motion one by one.

Sri Anil Sarkar—Mr. Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 18,61000 exclusive of charged expenditure of Rs. 44,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 1. (Major Head 211-Parliament, State/Union Territory Legislature Rs. 16,61,000) (Major Head 288—Social Security and Welfare (Pension to M.L.As) Rs. 2,00,000).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 46,52,000 [inclusive of the sums specified

in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No.21 (Major Head 285—Information and Publicity Rs. 39,07,000) (Major Head 339—Tourism-Rs. 7,45,000).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,36,63,000] inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 34. (Major Head 299—Special and Backward Areas (N.E.C. Scheme for village and Small Industries) Rs. 2,47,000) (Major Head 320—Industries Rs. 5,87,000) (Major Head 321—Village and small Industries Rs. 1 28,29,000).

Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respec of Demand No.38 (Major Head 483—Capital outlay on Housing (Subsidised Housing Scheme Rs. 7,00,000) (Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institutions (Industries) Rs. 8,00,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 35,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropration (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 44. (Major Head 526—Capital Outlay on Consumer Industries) (Jute Mill, Paper Mill & Tea Industry) Rs. 34,00,000) (Major Head 530—Investment in Industrial Financial Institutions)Rs. 1,00,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,59,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 47. (Major Head 698—Loans to Co-operative Societies (Industry) Rs. 41,000) (Major Head 720 Loans for Industrial Research and Development Rs. 13,000) (Maior Head 721—Loans for Village and Small Industries Rs. 3,05,000).

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Panchayat Minister to move his motion one by one.

Shri Dinesh Deb Barma :— ***

Sri Dinesh Deb Barma :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 47,25,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appro-

*** Rescinded as par order of theSpeaker on the 7th June, 1979.

priation (Vote on Account] Bill, 1979), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 32, (Major Head—314—Community Development—Rs. 47,25,000).

Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,25,93,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1879], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 33, (Major Head 314—Community Development (Water Supply & Sanitation) Rs. 1,25,93,000).

Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 19,05,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 45, (Major Head 683—Loans for Housing—Rs. 19,05,000).

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Health Minister to move his motion one by one.

Sri Vivekananda Bhowmik :— Mr. Speaker Sir. On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,01,34,000/- [inclusive of the sums pecifed in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, in 1980 respect of Demand No. 18 (Major Head 265—Other Administrative Services—(Vital Statistics)—Rs. 1,36,000/- (Major Head 280 —Medical Rs. 2,50,06,000/-) (Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply—Rs. 48,90,000/- (Major Head 295—Other Social and Community Services—Rs. 2,000) (Major Head—299 Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes) Rs. 1,00,000/-).

Mr. Speaker Sir, on the recommondation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 23,45,000/- [inclusiver of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980, in respect of Demand No. 19. (Major Head 281—Family Welfare—Rs. 23,45,000/-)

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Departmet to move his motion.

Sri Arabar Rahaman :— Mr. Speaker, Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,45,15,000/:

[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1979[. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No 31 (Major Head 299—Special and Backward Areas (N. E C. Schemes for control of Shifting cultivation) Rs. 8,10.000) (Major Head 307—Soil and Water Conservation (Forest) Rs. 46,00.000) (Major Head 313—Forest Rs. 1,91,05,000).

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাকে তার বক্তব্য রাখতে বলছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বাজেট বিতর্ক শুরু হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমি দুয়েকটা কথা বলছি। আমি দেখছি বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট গতবার এনেছিলেন তাতে একটা লক্ষণীয় বিষয় ছিল। এবারেও যে বাজেট এনেছেন সে বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি যে. গরীব মানুষের, অর্থাৎ যারা গ্রামের গরীব কৃষক, শ্রমজীবি মানুষেরা যাতে উপকৃত হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটি ডিমাণ্ড এখানে উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে ল্যাণ্ড রেভেনিউ। এখানে আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের এবং গ্রামের কৃষকের জমি জরিপের ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে এনেছেন। এই জরিপের কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু করা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কমপ্লীটও করা হয়েছে। বস্তুতঃ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই জমি জরিপের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং জমির মালিককে তার নির্দিষ্ট জমি দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি এও দেখছি যে যারা অন্যের জমিতে বাস করেন তাদেরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব সরকার করেছেন যে জিনিষটা এর আগে ছিল না। অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের. তাদের খেয়ে পরার যে পথ সেই পথের প্রস্তাবও বামফ্রন্ট সরকার এনেছেন। এই জিনিষটা আমি লক্ষ্য করতে পারছি। তার ফলে অন্তত: গরীব ভূমিহীন যারা, যারা এত দিন বঞ্চিত ছিলেন ও শোষিত হয়েছিলেন বড়লোক ও মহাজনদের দ্বারা তাদের শোষণ একটু মাত্র কমে যাবে তবে শোষণ যে একেবারে বন্ধ হবে সেটা আমি বলতে পারছিনা। তবে শোষণমুক্ত করার যে প্রয়াস সেটা আমরা এই বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে লক্ষ্য করতে পারছি। বিশেষ করে এডমিনিস্ট্রেশন খাতে আমি লক্ষ্য করছি যে এস. ডি. ওদের কাছে এবং ডিস্ট্রিকট মেজিস্ট্রেটের কাছে মানুষদের সহায়তা করার জন্য যে সুযোগ সুবিধাগুলির প্রস্তাব বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন তাদের হাতে যে দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা সত্যিই অভূতপূর্ব কারণ এর আগে কোন সরকার মানুষের এমন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন নাই। প্রশাসনের এই আমলাকে কমিয়ে যে প্রশাসন ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার চালু করতে চেয়েছেন তাঁর সেই নীতি তাঁর ঘোষণার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। বাজেটেও সেই প্রস্তাব আমরা লক্ষ্য করতে পারি। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সিটিজেন-বাই-রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা সত্যি উৎসাহ ব্যঞ্জক কিন্তু তা যে সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে সে কথা আমরা বলতে পারছিনা। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন ঘটনার অভিযোগ আমরা এখনও

পাচ্ছি। যেখানে সিটিজেন বাই রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি দেখছি সেখানেই আমরা দেখছি আমলাতন্ত্রের অবস্থা। আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তিত অবস্থা এনেছেন তার ক্ষুদ্র ক্ষমতার মধ্যে। আমাদের সরকার লক্ষ্য রেখেছে যাতে কোথাও অযথা কোন লোককে হয়রানি করা না হয়। আমরা আরও দেখছি নেচারেল কেলামিটি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ সেই ক্ষেত্রে জি. আর. দ্বারা তারা কাজ করাচ্ছেন যাতে মানুষের কোন দুর্ভোগ না থাকে। কারণ ততে মানুষের দুঃখ কষ্ট বেড়ে যায়. মানুষ ঘর বাড়ী ছাড়া হয়ে যায়। তখন ঐ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান। ঐ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার প্রয়াস নিয়েছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি; এই প্রয়াস আমরা বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এত দিন যে শোষণের রাজত্ব চলছিল তা কমিয়ে আনতে বামফ্রন্ট সরকার প্রয়াসী হয়েছেন তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সীমিত আর্থিক ও সম্পদের মধ্য দিয়ে মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মেটানো প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। কিন্তু সাধারণভাবে এত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব না হলেও বর্তমান সরকার পূর্ণ মাত্রার সঙ্গে তা লক্ষ্য রাখছেন।

এখন আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২১ সম্বন্ধে বলতে চাই। ইনফরমেশন এবং পাবলিসিটি এটাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে যাওয়ার তাদের শিল্প ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়। এ ছাড়া গ্রামের মানুষের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ও তার উন্নতি সম্ভব হয় এর মাধ্যমে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামাঞ্চলে তার প্রসার ঘটেছে। এর আগে আমরা এমনটি আর দেখিনি। গ্রামের মানষের সংস্কৃতি জীবনের সম্প্রসারণের প্রয়াস এর আগে আর নেওয়া হয়নি। আমরা এর আগে বহুবার এই বিধানসভায় এরূপ প্রয়াস নেওয়ার জন্য দাবী করেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে যাওয়ার, মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনকে জানা এবং তাদের সংস্কৃতির উন্নতির কোন ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের মানুষের সংস্কৃতির উন্নতির জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন। গান, বাজনা, ড্রামা এবং সঙ্গে সঙ্গে কালচারেল ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে যাতে রাজ্যের সকল খবর অতি সহজে এবং অতি দ্রুত পৌঁছাতে পারে তার জন্য মাতৃ ভাষার মাধমে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত করা হচ্ছে। এই গুলির মধ্যে রয়েছে কক্-বরক্, মণিপুরী ভাষায় বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা। বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে বিভিন্ন খবর গ্রামের জনসাধারণের কাছে পৌছে দিলেও সকলেই যে খবর পাচ্ছেন এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা লেখাপড়া জানেন না। তবে মোটা মোটি ভাবে বলা যায় যারা কিছু লেখাপড়া শিখেছে তারা অন্ততঃ এই সকল খবরের কাগজ পড়বে। আবার দেখা যায় মণিপুরী ভাষায় যে পত্রিকা বের হয় তার ভাষা আবার সকলে বুঝেন না। কারণ মণিপুরীদের মধ্যে আবার দুইটি ভাষা আছে। ফলে মণিপুরি ভাষায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা আবার অন্য

ভায়া-ভায়ীর মণিপুরিরা বুঝতে পারেন না। সুতরাং এই দুই ভাষার লোকজন প্রকৃত পক্ষে কোন উপকার পাচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না। বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন গাঁও সভায় লোকরঞ্জন শাখা, তথ্য কেন্দ্র, রেডিও সেন্টার, চর্চা মজলিস ইত্যাদি ফোরাম এর ব্যবস্থা করেছেন। আজ যে গ্রামগুলিতে ইনফরমেশন সেন্টারগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন খবরাদি পাচ্ছেন তারা এ রকম সুযোগ সুবিধা পাবেন বলে এর পূর্বে আর আশা করেন নি। জনসাধারণের যে সমস্যা সে সমস্যাগুলি কি ভাবে সমাধান করা হবে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে পারছেন। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার যে গ্রামের সাধারণ গরীব জনসাধারণের জন্য তাদের উন্নতির জন্য দৃষ্টি দিয়েছেন তা প্রতিফলিত হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। ইহা ছাড়াও বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে এই শিল্পগুলির মাধ্যমে নিজেদের বাচার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শতকরা ৭৫ ভাগ সাবসিডি দিয়ে তাঁতীদের মধ্যে সুতা বিতরণ করা হচ্ছে। এবং শতকরা ১০০ ভাগ সাবসিডি দিয়ে মৎস্যজীবিদের মধ্যে সুতা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে গ্রামের গরীব বহু তাঁতী এবং মৎস্যজীবিরা উপকৃত হচ্ছেন এটা নিশ্চয়ই লক্ষনীয় বিষয়। এর ফলে তাঁতীরা এবং মৎস্যজীবিরা স্ব-নির্ভরশীল হতে পারেন। তবে আমাদের দেখতে হবে যে, গরীব তাঁতীরা এবং মৎস্যজীবিরা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে সুতা পেতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

মাননীয় উপ-অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিরাট কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি এবং তাদের অধিনস্ত ব্লক কমিটিগুলো যাতে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বামফ্রন্ট সরকার করছেন। এর ফলে আজকে আমরা প্রতিটি গাঁও সভার প্রধানরা তাদের নিজেদের তদারকিতে গ্রামের যে উন্নতি করছেন তা আর কখনও দেখা যায় নি। প্রতিটি গ্রাম জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য যে ভাবে রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে তা এর আগে তার হয়নি। এই উন্নয়নমূলক কার্য হতে বিরোধী নেতারা বা তাদের গাঁও প্রধানরা অস্বীকার করতে পারবেন না যে তাদের অধিকৃত কোন গ্রাম বাদ গিয়েছে। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন এটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি।

সেই রামনগর এরিয়া, যেখানে পানীয় জল এর কোন রকম ব্যবস্থা হয় নি সেই অঞ্চলগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এই জিনিষটা আমরা অন্ততঃ লক্ষ্য করতে পারছি। যে মানুষগুলো দুঃখী ছিল সেই অবস্থা থেকে তাদের রক্ষা করার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি। গ্রামে যে শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র লোক বাস করে থাকে তাদের স্বার্থে এই বাজেট রচিত হয়েছে এবং সেই বাজেটে একটা সুষ্ঠু প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে [illegible] জিনিষটা আমরা অন্ততঃ লক্ষ্য করতে পারছি।

মেডিকেলের ডিমাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা মনে রাখতে হয়। ডাক্তারের যেমন [illegible] তেমনি হাসপাতালেরও অভাব। এই অভাব বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হয় নি। [illegible] আগে [illegible] ছিল।

বরং আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কিভাবে এটা দূর করা যায়, তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের ব্যবস্থা আজও করা যায় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়াস আছে এবং তার কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে হাসপাতালে ডাক্তার এবং ঔষধপত্রের অভাব যেখানে আছে, সেখানে অবিলম্বে যেন ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল পুরনো অবস্থায় যেন ফিরে না যায়। কারণ দুর্গন্ধ যুক্ত অবস্থার মধ্যে কোন কোন রোগীকে থাকতে হয়। রোগীরা বেরিয়ে এসে বলেন যে হাসপাতালে না গেলে ভাল করতাম। এটা যেমন আগরতলা হাসপাতালে আছে, তেমনি মহকুমা হাসপাতালগুলিতেও আছে। হাসপাতালে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এই দিকে সরকারের নজর আছে এটা ঠিক। আমি ধর্মনগরের কথা উল্লেখ করতে চাইছি। ওখানে আউটডোরে যে পরিমাণ রোগী হয়, একজন ডাক্তার সকালে কিছুক্ষণ এবং বিকেলে আর একজন কিছুক্ষণ ডিউটি দিয়ে ভালভাবে রোগীদের সেবা করতে পারে না। রোগীর যেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে হাসপাতাল সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পৃথক ভাবে যদি একটা এমারজেন্সী ওয়াড রাখা যায় তাহলে জনসাধারণ'এর প্রচুর সুবিধা সুযোগ পেতে পারে। এটা শুধু একটা মহকুমা শহরে নয়, বিভিন্ন মহকুমা শহরে এর প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

বহু আগে থেকে স্কুল হেলথ্ সার্ভিসেস বলে একটা সার্ভিস ছিল যেখানে জুনিয়ার মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি ছিল। আমরা দেখেছি এর আগেও এরা ছিল, এখনও আছে। এটাকে পৃথক করে একটা হেলথ্ সার্ভিস করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। যেখানে ডাক্তারের প্রয়োজন সেখানে ডাক্তার নেই। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। তা না হলে সঠিকভাবে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। নূতনভাবে এ ক্ষেত্রে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে বাজেট ভাষণে জুট মিল, পেপার মিল, টী ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং পেপার মিল তৈরীর ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া যায় নি। এই দিক দিয়ে যে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে গেছেন এর প্রকাশ আমরা বাজেটে পেয়েছি। সুতরাং সাধারণ মানুষের স্বার্থে, শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে এই ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, এটা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিকভাবে দৃষ্টিভঙ্গী এই বাজেটে নেওয়া হয়েছে। এর আগেও আমি বিধানসভায় ছিলাম, কোনদিন এই দৃষ্টিভঙ্গী আমি দেখতে পাই নি। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করছি। এই বাজেটের মধ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত এই বাজেট করা হয়েছে এবং সেগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট। যেদিন থেকে মানব সভ্যতা সুরু হয়েছে সেদিন থেকে শোষক শ্রেণীরা সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে শুরু করেছে এবং

তাদের মজুরে পরিণত করে সেই মজুরীর সুফল তারা ভোগ করে। সাধারণ মানুষের প্রতি বিশেষ করে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দেখা যায় যে কত মহারাজ, কত যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ করে গ্রামগঞ্জের মানুষেরা কত জন্তু জানোয়ারের সংগে যুদ্ধ করেছে, তবুও তারা বেঁচে আছে। কত রাজা, মহারাজা এসেছেন, কিন্তু গ্রাম গঞ্জের মানুষের কথা কি তাঁরা একবারও চিন্তা করে দেখেছেন? তাদের যে খাদ্য নেই, তাদের পরণে যে বস্ত্র নেই, সেই কথা কি তারা একবারও চিন্তা করেছেন? কিন্তু অন্য দিকে আমাদের ফ্রন্টের লক্ষ্য হল যারা ক্ষেতে খামারে খেটে উৎপাদন করে, সেই মানুষগুলিকে রক্ষা করতে হবে। আর এই বাজেটের মধ্যে সে জন্যই তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে শোষণের ব্যবস্থা চলে আসছিল তারা তো তখন এই মানষগুলির জন্য কোন রকম খুঁজ খবর রাখেন নি। এমন কি ঐ সময়ে ঐ মানুষগুলির নাম পর্যন্ত ভোটার লিস্টে উঠে নি, তারা প্রায় ১০০ বছরের পুরানো বাসিন্দা, সেই একই গ্রামে আছে, তারা এতদিন রেসন পায় নি, তাদের রেসন পাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই সরকার আসার পর তাদের নাম ভোটারলিস্টে উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ২৯ শতাংশ উপজাতি আছে, সেই উপজাতিদের জন্য কংগ্রেস আমলে যে কাণ্ড কারখানা করা হয়েছে, আমি তার একটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরতে চাই। সেটা হচ্ছে কলমছড়াতে উপজাতিদের জন্য একটা উপজাতি আদর্শ পুনর্বাসন কলোনী আছে, সেখানে নাকি অনেক উপজাতিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে সেই কলোনীর চার দিকে ইতের ঘাসনি লাগানো আছে, সেই কলোনীতে যে মানুষ ছিল, তার কোন চিহ্ন নাই। অথচ তাদের ছাড়া ভিটিতে যে সব আগাছাগুলি হয়েছে, তার মধ্যে এখন শিয়াল আর খরঘোস বাস করছে, আর একটা সাইন বোর্ড আছে, তাতে লেখা আছে উপজাতি পুনবাসন আদর্শ কলোনী। অথচ তারা এখানে এই বাজেটের কট্টর বিরোধীতা করছেন তারা কেন যে আজ পর্যন্ত সেখানে এক দিনও গেলেন না, তার কারণ আমি কিছু বুঝি না। কাজেই আপনাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি আর আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে অনেক তফাত আছে। বিরোধীতার নামে কট্টর বিরোধীতা করছেন বটে, কিন্তু সেই যে দুবল অংশের উপজাতি মানুষ তাঁদের খবর পর্যন্ত আপনারা রাখলেন না। কিন্তু আমরা এটা জানি যে সেই মানষগুলি হচ্ছে সমাজের মেরুদণ্ড, কাজেই যে মানুষগুলি সমাজের বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন করে, তাদেরকে যদি এভাবে অবহেলিত করে রাখা হয়, তাহলে তাদের তো কল্যাণ হয় না, অন্য দিকে সমাজেরও কল্যাণ হয় না। কাজেই এই মানুষগুলির পুনর্বাসনের জন্য এই বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে, তা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই রাখা হয়েছে, কেন না তারা এই বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে পুনর্বাসন পাবে। আজকে যদি রি-সেটেলমেন্ট হয়, তাহলে যে অতিরিক্ত জমি বের হয়ে আসবে, সেগুলি ঐ মানুষগুলিই পাবে, আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা কি ঠিক নয়? কাজেই কাদের স্বার্থে আপনারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন? অন্য দিকে যে ভূমিহীনদের নামে তাদের যে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা করা হয়েছে এবং ভূমিয়া

ভুমিহীনদের নাম করে যারা প্রচুর পরিমাণ টাকা পয়সা লুটপাঠ করেছে, যার ফলে সেই সব ভুমিহারা কলোণী ছেড়ে অনাত্র চলে গিয়েছিল, তার কোন প্রতিবাদ আপনারা করলেন না বরং উল্টো নীরবে চোখ বুজে রইলেন। আর তাই আমার মনে হয় যে এত দিন প্রতিবাদ করেননি বলেই আজকের এই বাজেটের ডিমাণ্ড-গুলির উপর আপনারা কাটমোশান এনেছেন। এনেছেন, এই কারণে যে আপনাদের একটা সো দেখাতে হবে। তাও আবার কেমন, না—ডিমাণ্ডের একটা কমানো হউক। (বিরোধী পক্ষ —এটা যে নিয়ম) হ্যাঁ, বিরোধীতা করাটাও তো নিয়ম। কাজেই কট্টর বিরোধীতা করলে কোন মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা যায় না, কল্যাণ যদি কিছু করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে সহযোগীতার মাধ্যমে। কাজেই সহযোগীতা ভিন্ন কোন মনুষেরই কল্যাণ করা যাবে না। তাই আমি বলছি যে এত দিন ধরে ট্রাইবেলদের উন্নতির নামে এতগুলি টাকা পয়সা খরচ করা হল অথচ তাদের প্রকৃত কোন উন্নতিই হল না। আজকে যারা ট্রাইবেল বলে চিৎকার করেন, ট্রাইবেল কল্যাণ সমিতি করেন, কৈ তারা তো, একবারও এই কথার উল্লেখ করলেন না। শুধু বিরোধীতাই করলেন। আর যখন ইলেকশান আসবে, তখন দেখা যাবে তারা সবাই এক যোগে হয়ে ঐ বড় বড় রিয়াং বস্তিগুলিতে গিয়ে রিয়াং সর্দারদের সংগে বন্ধুত্ব করবেন। কিন্তু এর আগে তারাও যে সমাজের মধ্যে পিছিয়ে পড়া, একটা গ্রামে থাকেন, তারা এখন পর্যান্ত খবর জানে না যে তাদের নামে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে গ্রাম প্রধানদের কাছে লিস্ট দেওয়া হয়। এই হচ্ছে ঐ বিরোধী ভূমিকা যারা আছেন তাদের কল্যাণের নমুনা। কাজেই বিরোধীতা করার নিয়ম বলে আপনারা যে কথা বলেছেন, সেটা হয়তো আপনাদের কাছে নিয়ম হতে পারে, কিন্তু আমাদেরও একটা নিয়ম আছে। আমরা ঘরে ঘরে মানুষের কাছে যাই, এবং তাদের কিভাবে কল্যাণ করা যায়, তার জন্য চেষ্টা করি। আপনারাই বুকে হাত দিয়ে বলুন তো যে অন্যের বাড়ীতে থেকে অন্যের জমিতে হাল চাষ করছে, সে কি একবারও ভাবে না যে যদি তার নিজের সামান্য জমি থাকতো, তাহলে সে নিজের জমিতেই হাল চাষ করতে পারত। আর যে রাখাল ছেলেটি অন্য লোকের বাড়ীতে থেকে লেঙটি পড়ে অন্যের গরুগুলি দেখাশুনা করছে, তার কি একবারও মনে হয় না যে তার যদি একটা গাভী থাকতো, তাহলে সে নিজের গাভীটি চড়াতে পারত। কাজেই মানুষের সমন্ধে এই যে চিন্তা করা, যেমন কাউকে লোন দেওয়া আবার কাউকে সামান্য জায়গা দেওয়া, এ জিনিসগুলির উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আগের দিনে তো এগুলি ছিল না, এখন অবশ্য এগুলি হচ্ছে। কাজেই আমরা আপনাদের বিরোধীতা করার যে নিয়ম আছে, সেটা মনে করি না। অতএব যে বাজেট এখানে এসেছে, সেটাকে আমরা সবাই সমর্থন করি। সমর্থন করি এজন্য যে তপশীল জাতি/উপজাতি যারা পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের কথাই, এই বাজেটে আছে, হয়তো বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছে, তাদের কথা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগে কোন সরকার তারা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নিজেই ধর্মঘট করেছে? অনেক দিন ধরে ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণের যে দাবী এবং যে আন্দোলন চলে আসছিল, তার তো কোন সুরাহা হয় নি। বরং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার

সুখের সঙ্গে তার একটা সুরাহা হয়ে গেল। কেন এত দিন এর সুরাহা হল না, তার কারণ হল এখানে যারা বড় বড় ব্যবসায়ী আছে, গাড়ীওয়ালা আছে, তাদের রাজত্ব কায়েম ছিল। যদি রেল লাইন হয়ে যায় তাহলে ঐসব গাড়ীওয়ালাদের যে আড়াই হাজারের মত ট্রাক আছে এবং তারা যে একটা মনোপলি বিজনেস চালাচ্ছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আজকে যে বিরোধী পক্ষ থেকে তেল নেই, ডাল নেই, নুন নেই বলে যে চীৎকার তুলছেন, রেল লাইন যদি ত্রিপুরাতে সম্প্রসারিত হত, তাহলে এই অসুবিধাটা অনেক লাঘব হয়ে যেত। কাজেই এর জন্য আর চেঁচানো যাবে না। কাজে কাজেই দীর্ঘ দিনের কায়েমী স্বার্থবাদীদের যে একটা শোষণের ব্যবস্থা ছিল, সেই শোষণ ব্যবস্থা এই সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখেই তারা এই বাজেটের বিরোধীতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাই আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব, যে ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। কেননা, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন গুজরাট রাজ্যে এখনও হরিজনদের কাছ থেকে কোন জমি কেনা বা তাদের কাছে বিক্রি করা পাপ বলে গণ্য হয়। অথচ এই রাজ্যের মধ্যে সেই রকম কোন প্রথা প্রচলিত নাই। কাজেই মানুষের প্রতি শুধুমাত্র দরদ দেখালেই হবে না, তাদের কল্যাণের জন্য কাজও করতে হবে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের বাজেটটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। আজকে আমরা আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে এই যে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার যখন চেষ্টা করছেন, তখন এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোক, সরকারের প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য নামে বে-নামে, এমন কি দেবত্তোর সম্পত্তির নামে জমিগুলি আত্মসাৎ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু কি তাই, তারা এই বিষয়টা নিয়ে একটা লড়াই চালিয়ে যেতে চাইছে। সেই লড়াইয়ের জন্য হঠাৎ করে একটা সংগঠনের সৃষ্টি হয়ে গেল---যেমন আমরা বাঙ্গালী সংগঠন, তার সঙ্গে ত্রিপুরা উপজাতি সমিতিও রয়েছে। তবে তারা যত রকম চেষ্টাই করুক না কেন, বামফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করবেই করবে। আর সেজন্য ফটিকরায় অঞ্চলে মাত্র ২টি পরিবারের নামে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, মাছমারা অঞ্চলে ২১টি পরিবারের নামে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বর্গাদারদের যে অধিকার আছে, সেটা তাদের দিতে হবে। কিন্তু তাদের সেই অধিকার যাতে রক্ষা না হয়, সেজন্য সমস্ত গ্রামে গঞ্জে স্বার্থান্বেষীরা একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের এই চেষ্টা শুধু এখন থেকেই শুরু হয় নি, বৃটিশ আমলেও তাদের এই ধরনের চেষ্টা আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। তারা সেই সময়ে তাদের অতিরিক্ত সম্পত্তি রক্ষার জন্য গোপনে পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করত এবং বৃটিশ সরকার চলে যাওয়ার পর তারা তাদের সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেসকে মদত দিয়েছিল। কাজেই এই সমস্ত সুবিধাবাদীরা সব সময়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবেই, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং প্রয়োজন হলে তারা গোপনে গোপনে সন্ত্রাস চালাতেও পিছপা হবে না। তাই আমরা দেখলাম যে কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে ঐ গ্রামে যারা বাস করত তাদের নাম ভোটার লিস্টে উঠে নি। কিন্তু আজ তারা যখন জানতে পারল যে তাদের নাম ভোটার লিস্টে উঠেছে, তখন তারা বুঝতে পারল যে হংসধ্বজ দেওয়ানের কাছে আর তদ্বীর করে কোন লাভ হবে না, সে এতদিন ধরে তাদেরকে ফাঁকি দিয়েই

এসেছে। তাহলে বুঝুন যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা কি ছিল। আর সেজন্যই তো আমাদের বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, তারা তাদের সম্বন্ধে কোন সারা শব্দ করলেন না, তাই এখানে একটা সাম্প্রদায়িক ভাব আমদানী করতে চাইছেন। কিন্তু এটা তাদের মনে রাখা দরকার যে সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে কোন জাতির উন্নতি করা সম্ভব নয়, উপজাতিদের উন্নতি করা তো দূরের কথা।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পর রাখতে পারবেন। এখন সভা বেলা দুটো পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(আফটার রিসেস)

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার আপনার অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ করুন।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে—৪,৫,১০,২৬,৪৬ ইত্যাদি যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি একটি ঘটনার কথা বলছি যে বিগত দিনের ঘটনাগুলির মধ্যে আমরা দেখেছি যে গ্রামের সাধারণ মানুষ গরীব কৃষক রৌদ্র বৃষ্টির জল উপেক্ষা করে তারা মাঠে যে ফসল ফলায়, যখন মাঠের মধ্যে ধান উঠল, তখন দেখা যায় যে তাদের মনে একটা আশার আলো দেখা দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের মনে একটা হতাশার ভাব দেখা দেয় কখন এই সরকারের লেভী আইন তাদের উপর চেপে বসবে। কখন তাদের পরিশ্রমের ফসল ঐ. বি. ডি ও. এবং এস. ডি. ও. এসে নিয়ে যাবে। তারপর কত বাবুকে খোসামোদ করতে হবে কত আবেদন নিবেদন করতে হবে। কাজেই এই সরকার সেই লেভীকে উঠিয়ে দিলেন। কারণ শতকরা ৯০ জন কৃষককে আইনের ফাঁকে বিভিন্ন ভাবে বিভ্রান্ত করা হতো। আর গ্রামের মানুষ যারা এখন এই খরা পরিস্থিতির মধ্যে ধানের গোলা রেখেছে সেই মানুষগুলিই আজকে চক্রান্ত-এর মধ্যে লিপ্ত। যারা মাঠে কাজ করে ঐ সব খেটে খাওয়া মানুষ যারা কল কারখানায় কাজ করছে যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মাঠে ফসল ফলাচ্ছে তাদেরই কথা যখন আজকে চিন্তা করা হচ্ছে তখন ঐ বিরোধী পক্ষ থেকে চিৎকার শুরু করা হচ্ছে কি ভাবে ধনীগুলিকে রক্ষা করা যায় এই যে চক্রান্ত তারা মানুষকে এমন ভাবে ধোকা দিয়ে চলছে যে যখন অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর করা ঘোষণা দেওয়া হল তখন তারা বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল করেছিলেন। তখন আমরা দেখলাম যে ৩০শে ডিসেম্বর তারা ঘোষণা দিলেন যে ২৬শে জানুয়ারী থেকে তারা নিজেরাই শাসন করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, মাননীয় সদস্য কত নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখুন। (ইন্টারাপশান)।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ---তখন করমছড়াতে আসন---কিন্তু মানুষের মনে ধারনা হয়েছিল---আমরা বলেছি যে এটা নিয়ম নয়। কিন্তু তারা এখনও মুখ খোলে কথা

বললেন না। তারা বাজারে ঢোল দিয়ে দিলেন কেড়ে নেবেন। এটাকি দুর্বল মানুষ গুলিকে রক্ষা করার জন্য। এই যে ভীতি মানুষের মনে ঢুকান হচ্ছে এতে মানুষের মন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আজকে যে প্রশ্ন মানুষের মনের মধ্যে আসছে---আজকে বলা হচ্ছে যে বর্গাদারদের জায়গা আমরা নিয়ে যাব আজকে গ্রামের মধ্যে এই ধরণের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ গ্রামের সাধারণ মানুষগুলিকে রক্ষা করার স্বার্থে তাদের উন্নতি কল্পে যখন কাজ করা হচ্ছে তখন বিরোধীদের দেখা যাচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে প্রশাসনের কাজকর্মের মধ্যে ত্রুটি থাকে তাকে সঠিক ভাবে কিভাবে চালনা করা যায় সে দিকে লক্ষ্য করে সহযোগীতা করার জন্য তারা এগিয়ে আসছেন না। তার না করে তারা চাইছে মানুষের মনে আতংক সৃষ্টি করতে। যখন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় তখন বাধ্যতামূলক ভাবে আর একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি বলব যে এই বাজেট হচ্ছে ভূমিহীনদের বাজেট এই বাজেট হচ্ছে গ্রামের অশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষার আলো এনে দেওয়ার বাজেট এই বাজেট হচ্ছে গ্রামের গরীব কৃষকদের তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার বাজেট। এই দিক দিয়ে আমরা যতটুকু সম্ভব সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে আসব। আমরা একটা জিনিষ শুনছি যে টাকা বাজেটে বেশী হয়েছে।

বাজেটে টাকা বেশী এ রকম কথা আমরা আগেত কখনো শুনি নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ রকম কথা শুনছি। আগে ১০ কোটি, কখনো বা ১৬ কোটি টাকার বাজেট হত। এখন দেখা যায়, সীমানা অনেক ছাড়িয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর্থিক নিয়ম নীতি, আমাদের পাওয়ার যে দাবী, এটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রকাশ করছি। কিন্তু বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে, শুধু কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করলে চলবে না। কেন্দ্র না দিলে আমরা কোথায় পাব। টাকা তো গাছে ফলে না। আজকের দিনে যেখানে যেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, ভুল ভ্রান্তি ছিল সেগুলি থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এবং যারা কাজ করছেন তারা চেষ্টা করছেন। তারা স্বীকার করছেন, জঙ্গল, জঞ্জাল এখনও আছে। আমরা দেখেছি, ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারে কি ভাবে সাধারণ ট্রাইবেলদের টাকার ছিনি-মিনি খেলা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার, এইখানে আজকে আলোচনার নিয়ম হচ্ছে, যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে তার উপর বক্তব্য রাখা। বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা কালই শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখানে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা না রেখে, ত্রিপুর সেনার কথা বলছেন, ৩১শে ডিসেম্বরের কথা বলছেন? তা কি করে বলবেন? আমি আপনার কাছে দাবী জানাচ্ছি, আপনি তাঁকে বলুন, তিনি যেন ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আপনি আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তার উপর বলুন।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ— সেই ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়েই আমি বলছি, এবং আমার এইগুলি বলা প্রধান লক্ষ্য নয়, প্রসঙ্গক্রমে এসে যাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ হয়েছে সেগুলির উপর বলুন।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ--- এই অবস্থায় টাকার যে ছিনিমিনি খেলার প্রশ্ন আসছে, সেই কথা আমি বলছি। আমি বলতে চাই, এইখান থেকে মুক্ত হতে হবে। আর এখান থেকে মুক্ত হতে বাজেটে টাকার দরকার আছে। সেই সঙ্গে আমরা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিতে চাই, বিগত দিনের অবস্থাকে। এটা যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে আগামী দিনের কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হবে না, সঠিক হবে না। আজকে বাজেটের ছাঁটাইয়ের যে প্রস্তাব বিরোধী দল থেকে এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে এগুলিকে সমর্থন করে আমি এই কথা বলতে চাই, এই ডিমাণ্ড এখানে আনা হয়েছে সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে। কাজে কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশান এনেছিলাম ডিমাণ্ড নং ১৮---মেজর হেড---২৮২। সেখানে অফিস এক্সপেন্স-এর জন্য ২,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকাটা আমি মেনে নিতে পারছি না। কারণ অফিস এক্সপেন্স যাদের জন্য করা হল, তারা জনগণের সেবার নামে গত দেড় বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে কাজ দেখিয়েছেন এতে আমরা মনে করি, এই টাকা মিসিউজ হয়েছে। আমরা গতবার বাজেটে একটা কথা বারে বারে বলেছিলাম সে কথাটা হচ্ছে, শুধু টাকা বরাদ্দ করলেই চলবে না। যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেটার সুষ্ঠুভাবে বন্টন করার জন্য পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তোলা দরকার। টাকা বরাদ্দের দ্বারাই শুধু জনগণের উন্নতি হয় না। আমরা সেই জন্যই এই বাজেটের সমালোচনা করে বলেছিলাম, সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনিক কাঠামো ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠে নি। আমাদের সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার আমাদের একটু কটাক্ষ করে বলেছেন, উনারা ১৭ বৎসরের বাজেট ভাষণে এ রকম সমালোচনা শুনেন নি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার জগাখিচুড়ি সরকার। এই সরকারের মধ্যে আছে, সি. পি. এম., আর. এস পি., ফরোয়ার্ড ব্লক। সরকার যেমন জগাখিচুড়ি, তাঁদের কাছে আমাদের সমালোচনাও জগাখিচুড়িই লাগবে। বাজেটটা যদি বিশুদ্ধ মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হতো, তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারতাম। সেই জন্যই আমরা সমালোচনা করছি, আমরা বলছি, প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর জন্য। উনারা বলেছেন, পল্লী বেতার গোষ্ঠী করেছেন, আরো অনেক কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, সি. পি. এম. বন্ধুরা যদি একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন, ঘর সাজানো রেডিও ছাড়া আর কিছু নেই। যারা জনগণের নামে, শাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করার নামে বাজেটকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা বিচার করে দেখুন কমিউনিটি ডেভলাপমেন্টের জন্য যা যা দরকার তা আছে কিনা। আমি জানি, আমার এলাকার কিছু হয় নি। একটা চিঠি দিয়ে বলা হয়, অমুক দিন আসবেন, কিন্তু গেলে পর বলা হয়, এখন হবে না দু দিন পরে আসবেন। কাজেই আমরা বলছি প্রসাশন ব্যবস্থাকে সমন্বয়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে

জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তারপর স্যার, ইরিগেশানের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তাতেই উনারা বাপের নাম না জেনে ঠাকুর দাদার নাম জানার একটা ব্যবস্থা করেছেন। ছোট জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারছেন না, অথচ কোটি কোটি টাকার জলসেচের স্বপ্ন আপনারা দেখছেন। আমরা গত এক বছরে আপনাদের কাজকর্ম দেখছি। ইরিগেশানের নামে সীজন্যাল বাঁধ তৈরী করেছেন। কিন্তু বৃষ্টি না আসতেই সেই বাঁধ ভেংগে গেছে। এই ভাবে উনারা স্মল ইরিগেশানের নামে বাজেট তৈরী করছেন। কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের নামে একটা রেডিও বা একটা পত্রিকাওতো পাওয়া যেতে পারে। যার মাধ্যমে এডুকেশান পেতে পারে। তারা বলেছেন বাজেটে আমরা ভীষণভাবে টাকা রেখেছি। জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। বুর্জোয়া সি. পি. এম মন্ত্রী এবং এম. এল. এদের দাপটে এই টাকা জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না। আমি একটা ঘটনা জানি-তুইজং নগরে জল-সেচের জন্য ৯ হাজার টাকা সেংশান হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা এই ৯ হাজার টাকা দিয়ে নিজের পুকুর কেটেছেন। এখানে মাছ থাকবে। কাজেই আমরা এখনও বলছি, আগেও বলেছি প্রশাসন ব্যবস্থা শুধু সি. পি. এম কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে জনগণের উন্নতি হবেনা, সুবিধা হবে না। আমরা জানি মনুতে, মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়ার এলাকায় একটা রাস্তা হচ্ছে ফুড ফর ওয়ার্কে। আমি সেখানে গিয়ে আসছিলাম। তখন একটা গণ্ডগোল চলছিল। মাননীয় এম. এল. এর ছেলে করেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে, উপজাতি যুব সমিতির লোকদের কাজ করতে দেওয়া হবে না। শুধু সি. পি. এম-র লোকদের কাজ করতেদেওয়া হবে। তখন আমি প্রধানকে বললাম, উপজাতি যুব সমিতির লোকরাও তো গরীব খেটে খাওয়া মানুষ। তারা কাজ পাবে না কেন। সেই জন্য বলছি প্রসাশন যদি তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় জনগণ কাজ পাবে না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি কাটমোশানের উপর উনার আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে, মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—যারা দুর্নীতির সংগে যুক্ত তাদের কথাই উনি বলেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এখানে কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করবেন না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন যে, স্মল ইরিগেশান করে, ডিপ টিউবওয়েল করে, ইলেক্ট্রিফিকেশান করে জনগণের হাতে বামফ্রন্ট সরকার তাদের পরিকল্পনাগুলি পৌঁছে দেবেন। একটা নয়া পয়সা শুদ্ধ তাদের হাতে পৌঁছে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি উনারা দিয়েছিলেন। আমি সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে ঘুরে দেখলাম কয়টা নুতন ইরিগেশান হয়েছে, কয়টা ওভার ফ্লো হয়েছে ! যা কয়টা হয়েছে তো ঐ কংগ্রেসের আমলেই হয়েছে। বগাফাতে যেটা হয়েছে সেটা তো কংগ্রেসের আমলেই হয়েছে। জিরানীয়াতে যেটা হয়েছে সেটাও তো কংগ্রেসের আমলে। গত এক বছরে বাজেটের টাকা যারা খরচ করতে পারেন নাই, তারা আবার করবেন জনসেবা ? এই বাজেটের দ্বারা যদি অমর চক্রবর্তীর ক্ষতি হয় হোক, কিন্তু আরেক জন সি. পি. এমের তো

লাভবান হচ্ছেন। ৩০০টি পাম্পসেট কেনা হয়েছে, এটা মনে হয় কলকাতা চৌরঙ্গী থেকে অকপানে কেনা হয়েছে এবং আরও পাম্পসেট উনারা আনবেন। এই পাম্প-সেটের জলের দ্বারা সমস্ত জমি ভাসাইয়া দেবেন। তারপর বলা হয়েছে এই পাম্পসেট দিয়ে কি হবে। এই পাম্পসেট দিয়ে কৃষক ঘন্টার সাড়ে সাত টাকা করে জলসেচের সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমরা বলেছিলাম এই পাম্পসেট দিয়ে...

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস ঃ---পয়েণ্ট অব অডার স্যার, আজকে হাউসে আলোচনার জন্য যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ এসেছে, তাতে এগ্রিকালচার সম্পর্কে কোন ব্যয় বরাদ্দ হাউসে আসে নি। কাজেই মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারেন কিনা, এটা আমি জানতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি হাউসে এসেছে, সেগুলির উপর যেন উনারা উনাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---বামফ্রণ্ট সরকার বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য, পেপার মিল করার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। তারা প্রমাণ করতে চাইছেন যে কংগ্রেস পেপার মিল করতে পারেন নি, আমরা সেটা করে তাদেরকে দেখাব। কিন্তু আমরা দেখছি, একবার উনারা বলছেন আমেরিকা বুর্জোয়া দেশ, সুতরাং সেখান থেকে পেপার মিল-এর জন্য সাহায্য আনা হবে না। চীনের সঙ্গে ভারতের বেশী মাখামাখি নাই, সুতরাং চীন থেকেও আনা হবে না। তবে কোথা থেকে আনা হবে, না সুইজার-ল্যাণ্ড থেকে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। অর্থাৎ এখন গোঁফে তেল দিচ্ছি, কাঁঠাল পাকলে তবে খাওয়া হবে। পেপার মিল যদি না আসে তবে তাহলে এই সমস্ত টাকা লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া যাবে। উনারা এখানে বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক ধাচের বাজেট তৈরী করেছেন। এই বাজেট মার্কসীয় ধারায় রচনা করা হয় নি। তারা যেমন জগা খিচুরি। আমি বেশী সমালোচনা করে সরকারকে বিব্রত করতে চাই না। কাজেই আমার শেষ কথা হচ্ছে উনারা যে আজকে কাজ করতে পারছেন না, সেটা প্রমাণিত হচ্ছে। এই পাম্পসেট দিয়ে জলসেচ হবে না, ওভার ফেলা ছাড়া জলসেচ হবে না, তারা আজকে সেটা বুঝতে পারছেন না। এই বামফ্রণ্ট সরকার যদি আমাদের কথামত বাজেট করতেন তাহলে জনগণের উপকার হত। এই বাজেট বামমুখী হয়ে গেছে। কলা দেখিয়ে বানর ধরার মত অবস্থা হয়েছে কংগ্রেসরা টাকা খায়, সি. পি. এম টাকা খায় না, আর উপজাতি যুব সমিতি সেতো ভীষণ ভাবে টাকা খায়: এই দৃষ্টি ভংগী উনাদের বাজেটের মধ্যে আছে। কাজেই তাঁদের এই দৃষ্টি ভংগীকে সমালোচনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

Shri Biren Dutta : Mr, Deputy Speaker Sir, I would request you to expunge such aspersion. I have never heard in the history of the Parliament such expression.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন, সেটা পরে দেখা হবে . এবং দেখে যদি একসপাঞ্জ করার মত হয়, তাহলে একসপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং এখানে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বাজেট গরীবের জন্য তৈরী হয়েছে তার জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আমাদের এখানে কয়েক মাস আগে ত্রিপুরার উপর দিয়ে দু দু'টি ঝড় তাণ্ডব হয়ে গেছে। এই ঝড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এই ঝড়ে যারা বিধ্বস্ত হয়েছেন তাদের সাহায্য করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার। সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তার তুলনা বিগত কংগ্রেসী রাজত্বে দেখা দেয়নি। সেখানে দৈনিক কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা জানি সাধারণতঃ ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করা হয়ে থাকলে দৈনিক ৫ টাকা করে মজুরী দেওয়া হয়। কিন্তু সেই এলাকাতে সেই বিধ্বস্ত এলাকাতে ৯ টাকা করে মজুরী হিসাবে দৈনিক কাজ করানো হয়েছিল। যাদের ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার সাহায্যের জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন। এটা যুক্তিসঙ্গত। এদের সাহায্য করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তাদের সঙ্গে এসে দাড়িয়েছিলেন। এখানে যে মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বা নষ্ট হতে চলেছে, তার ঠিক করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যারা বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচক সাধারণতঃ তারাই বলে থাকে, বামফ্রন্ট সরকার ধর্মকে বিশ্বাস করে না। তারা ধর্মের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ রাখে নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পুরোহিতের ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রেখেছেন। মন্দিরের জন্য, বা পুরোহিতের ভাতা বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, এইরকম ব্যবস্থা এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের নীচের তলার যে অংশ তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা সুস্পষ্ট রয়েছে। ডিমাণ্ড নং ৪৬ এ আছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, তাদের রিসেটেলমেণ্ট করার জন্য তাদের রিন দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ভাল ব্যবস্থা করেছেন এরাই উপকৃত হচ্ছে, যারা কংগ্রেস আমলে অর্থাৎ বিগত ৩০ বছরে তাদের কেউ দেখেনি। যাদের কেউ দেখেনি, তাদেরই উপকার হবে এই বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের মধ্য দিয়ে। ব্যয় বরাদ্দে তা সুস্পষ্ট দেখা গেছে। বর্গাদারদের জমি সুরক্ষিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার হাত দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেক হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের জন্য উপযুক্ত যন্ত্র সরবরাহ করা তাদের পাম্পসেট বিলি করা, ইত্যাদি ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করেছেন।

গত ৩০ বছর ধরে জমিদাররা, জোতদাররা প্রচুর জমি নিয়ে বসে আছেন। তাদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে এনে বর্গাদারদের সরক্ষিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার হাত দিয়েছেন। বর্গাদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রোভিশান রাখা হয়েছে। এই জন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। ডিমাণ্ড নং ৩৪ এ তাঁত শিল্পীদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগে যারা তাঁতী ছিল তাদের সুতো দেওয়া হত না। তারা কোন রকম ভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের সুতো দেওয়া হত না। বামফ্রন্ট সরকার এসে তাদের মধ্যে সুতো বিলি করেছে। তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ করে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এসে তাদের মনে উৎসাহ দিয়ে তাদের প্রেরণা দিয়ে তাদেরকে কাজে লাগিয়েছে। কাপড় বোনার জন্য তাদের

হাতে সুতো বিলি করতে আরম্ভ করেছে। বিধানসভায় সত্য কথা না বলে যতই সেটাকে ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু কংগ্রেসের মানুষ তা কিছুতেই অস্বীকার করবে না। তাবা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে বলে তারা, এই এত কম দিনের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার এতটা করবে তা আমরা আশা করতে পারি নাই। বিশালগড় ব্লকে ৭৫ ভাগ সুতো দেওয়া হয়েছে। সেই তাঁত বোনার জন্য এই প্রথম সুতা তারা পেল। আগে যারা ঠিক ঠিক তাঁতী ছিল না তাদের সুতো দেওয়া হত। কিন্তু এখন তা হয় না। এখন কিন্তু গ্রামের দালাল যারা তারা তাঁতীদের কাছ থেকে সুতো নিয়ে যেত। কিন্তু তা আর এখন হয় না। এখন তাঁতীদের হাতে সুতো দেওয়া হয়। কাজেই দালালরা আর সুতো মারতে পারে না। এইটা দূরীভূত হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার এসে এই অবস্থা দূর করে দিয়েছে। গ্রামের মধ্যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তারা গরীব মানুষের স্বার্থে এই বাজেটটি তৈরী করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার এসে যারা তাঁত বুনতে জানে না তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তারা ভালভাবে কাপড় বুনতে পারে। তাঁতশিল্পীদের জন্য এই ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার সব কিছু গরীব মানুষের, দরিদ্র মানুষের মেহনতী মানুষের স্বার্থেই তৈরী করেছেন।

এই তাঁতশিল্প নিয়ে আমরা দেখেছি, তাঁত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখানে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁতীদের জন্য ট্রেনিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যদি ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে তা না থাকে, যা গত দিনে ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছরে ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে তারা কি পেয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ এর জন্য যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সেখানে ট্রেনিং-এর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কাচামাল যাতে রাখা হয় তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হল। আজকে ভারতবর্ষে বা ভারতের বাহিরে এই ব্যবস্থা আছে এবং মানের দিক দিয়ে যদি আরও বেশী করে নেওয়া যায়, গোটা ভারতবষ এর শিল্প মানুষের কাছে যেতে পারে, তার জন্য এখানে ত্রিপুরার ভিতরে ও বাহিরে এই সকল ব্যয় বরাদ্দের ধারাকে সমর্থন করছি। ডিমাণ্ড নং ৩২ এ আমরা দেখেছি কমিটি করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এ কথা বলতে গিয়ে আমি একটা জিনিষ এখানে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে বিগত দেড় বছরে যে ধান পেয়েছে তা দিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। সেটা থেকে বামফ্রন্ট মন্তব্য করেছে যে এক বছরে একটা গাঁও সভায় দশটা টিউবওয়েল হবে। আজকে বিধানসভায় যারা সমালোচনা করেছেন তারা গ্রামে গিয়ে যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশে সেটা বুঝে নেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি রিংওয়েল, টিউবওয়েল প্রভৃতি তৈরীর জন্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার খুব পরেছে, কোন কোন পত্র পত্রিকায় বলছে বা কোন কোন দলের থেকে বলছে যে মাছের দাম বেড়ে গেছে, দেশে খরা বেশী, সরকার পরিস্থিতির অবস্থা বুঝে সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে উপযুক্ত সময় মানুষ কাজ করতে পারে। তার জন্য আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে আমরা দেখেছি যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট অর্থ বরাদ্ধ রেখেছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ত্রিপুরাতে যে চিকিৎসক দরকার তার তুলনায় অনেক কম, হাসপাতালে যে পরিমাণে প্রয়োজন তার তুলনায় এখানে আছে অনেক কম। বিগত দেড় বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষনীয়। হাসপাতালে সিটের অভাবে মাটিতে থাকতে হচ্ছে তবু সেখানের পরিবেশ যে রূপ পরিষ্কার রাখা হয়েছে, তার ফলে রোগী কিছুটা শান্তি পায়। যেখানে প্রয়োজনীয় শয্যা নাই, আমি দেখতে পেয়েছি যে ব্যয় বরাদ্ধ এখানে রাখা হয়েছে তাতে এই অবস্থার আরও সুন্দর হবে আগামী দিনে। মানুষ প্রয়োজন মিটাতে পারবে এই ব্যয় বরাদ্ধ থেকে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যয় বরাদ্ধের মধ্যে যে ডিমাণ্ড (গণ্ডগোল) কর্মচারীরা ঠিকভাবে তাদের কাজ করে। ঠিক সময়ে অফিসে আসে। কর্মচারীরা যে ভাবে সরকারের কর্মসূচীকে রূপায়নের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা দেখেছি নীচের তলার মানুষের মধ্যে সারা জেগেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের পাব্লিসিটি বা প্রচার বিভাগ জনগণের এমন কাছে চলে যাচ্ছে যা বামফ্রন্টের সময় ছাড়া আর কোন দিন ত্রিপুরার মানুষ দেখেনি। এমনকি সেটি আমরাও দেখিনি। আমরা দেখেছি যে একটা সিনেমা দেখতে হলে তার জন্য ঐ এলাকার এম. এল. এ ধরাধরি, মন্ত্রী ধরাধরি এবং তা নিয়ে আবার যারা সরকার পক্ষের সমর্থক ছিলেন তাদের মধ্যেও ধরাধরি। গ্রামের কথা বাদ দিয়ে শহরের মধ্যেও সিনেমা নিয়ে ধরাধরি চলত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আজকের প্রচার বিভাগ সরকারের ও জনগণের যে কর্তব্য এবং জনসাধারণ ও সরকারের যে সম্পর্ক তা বিস্তৃতভাবে প্রচার বিভাগ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে আমার মনে হয় উপজাতি যুব সমিতি বা ওনাদের যে বন্ধুরা আছেন তারা অনেক অসুবিধায় পড়েছেন। আজকে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কি কি কাজ করছেন তা এই প্রচার বিভাগ মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তাতে উপজাতি যুব সমিতি ও ওনাদের বন্ধুরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হেণ্ডলুম সেন্টার সম্পর্কে যে প্রস্তাব আমি দেখছি তাতে হেণ্ডলুম সেন্টার মানুষকে সত্যিই শিল্প কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা সীমিত, সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও আমাদের সরকার যে ব্যায় বরাদ্ধ ধরেছেন তাতে প্রাইরিটির ভিত্তিতে কোথায় কি ভাবে কাজ করা যায় তা দেখছেন। তাতে যদি কেউ মনে করেন যে আমার বাড়ীর কাছে বা আমার গ্রামে কিছু হয় নাই তবে বামফ্রন্ট সরকারের কিছু করার নাই কারণ বামফ্রন্ট সরকারকে প্রাইরিটি ভিত্তিক কাজ হাতে নিতে হচ্ছে। কাজেই এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে আমি বর্তমানে এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আমি আশা করছি যে এই ব্যয় বরাদ্ধ মানুষকে নূতন সাড়া ও নূতন জাগরণের পথে নিয়ে আসতে পারবে। আর যারা ত্রিপুরার মানুষকে পিছে হটাবার কাজে লিপ্ত থাকবেন, সেই সাধারণ মানুষ এই ব্যায়

বরাদ্ধ দেখে এবং তার সুফল পেয়ে যারা হিংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে তাদেরকে পিছনে হটিয়ে দিতে পারবে বলে আমি আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,

কক্-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আং পুটলা, চাউ কুমার রিয়াং যে Cut motion তুবুমানি, বন' আং চাজাগী। কারণ অর'নিঅ যে রাং বরক ব্যবস্থা খৌলাইমানি আববাই কোন ছামুং নাংয়া। আং অম্পি অ নকুখা। আর নি অ তাবুক পর্যান্ত তৌইরক মানথকয়া। current কৌরাই হীনৌই water supply চলেয়া, আবতৌই অবস্থা চলেয় তংগ। কাজেই শুধু রাং কাইছা নি ব্যবস্থা খৌলাইখেইন অংয়া। আবন' ছামুং তাংনানি লামা ব ঠিক খৌলাইনা নাংগানু।

হীনখে, আনি Cut motion আবন' তৌয়ই আং কিছা ছানা নাইঅ। অরনি অ আং ৈক নাইছা ছানা নাই অ যে, মান গৌন ও বিধুভূষণ মালাকার হীন' যে Cut motion নানখে ছুরুফাই ? যে procceedure conduct of business। আব যে ত্রিপুরা বিধান সভানি আব' ব পদা পড়েখা ? ব আবন' ফিয়গৌই কান নাইয়া আং বা বুচিমানি জনা কাংছা কাংছা 'Copy রহজাগথা অ বিধুভূষণ মালাকার নি আর' যে copy থাংমানি আব' রাই মরিচ ঠোঙা ছীনামজাগখা। আব' আগেন দোকান' ছগৌইখা। ব পছে পড়েয়া, বাহাইনে ছিনাই ? Policy Cut motion আর topic Cut motion আরও কতগুলি নিয়ম তংগ। আইন তংগ। কাজেই আইন যা মানেনাই। খরকছা নি কেইব হের-ফের য়া। অরনি অ আং ইনেখা disapproval Govt. policy of the publicity. তাম অংখা, কামি কামিঅ থাংগৌলাক, টাউন্ ন ছিমিংছ থাংনাই। টাউন্ অ অথবা রাস্তা যেটা কাহাম যেটা পিচ করা আর ছিমি ছে থাংনাই। যখন, চৗও হীনুন' যে এটা, অর' publicity কুনুক কাইছি। হীনখা, হীনখে গাড়িদে থাং ? আংগু আবত' থাংগু। আবতৌইছে ছীংনাই। কিন্তু যেখানে কামিনি লামা চলেয়া আরখে থাংয়া। কিন্তু তাবুক যখন ওমাইমানি সময় হ'নখেলাই, বা কীচাংমানি জরা অ হীনখে লামা কাহামতংগ আছাই হীনখে কামি কামি তৌলাং থাংমান্ অ। আর মেংনি ফনুকমানি আনি আইন' থাংনা-লা [illegible] রক এছাড়া, হিন্দি হামিয়া, বাংলা [illegible], বড়ৌইরমনছে কুনুকছিনাই, আববাই তাম অংনাই। যেটা ছীরীও জাননানি মহ' [illegible] বরক বুচিনাই যে, তিনি রাজ্য অ অমতৌই ব্যবস্থা অং অংখা, এবং তাবুক চৗও হাই খৌনাই না নাই অ—অ জাগা অ হাই খৌলাই তংগ। আবৌতই কুনুকনা নাংয়া। কিন্তু হিন্দি Film ঐ যে 'আনার কলি' কুনুক এই তাই আবনি বাগৌই ব্যয় বরাদ্ধ রাং খৌলাই তংখা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আনি তাই কাইছা Cut motion অংখা Disapproval of the advertisement policy of the Govt. (গণ্ডগোল) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অর নি অ চৗও নকুখা যে অরনিঅ চৗও Cut motior

খীলাইখা। আবনি বাং বরক সি Advertisement percentage অাংখা বীরাই চিবা এবং তংগ কাংনাই ( ) ত্রিপুরা দর্পণ কাইছা (২) দৈনিক সংবাদ কাইছা। আবর বীরাই চিবা ২ব' pereentage আদায় খীলাই খাংমানছিনাই। তাই রগ যে বীরাই কাংছিনি তংমানি আব হীনখে মাত্র খলপে-ছা মানছিনাই। আর তাই চিচুকক অংখা ক.ংছিনি, আর নি অ বরগ রীখা মাত্র মাত্র থামছি চাকরীই। হীনখে তাম অংখা অর' এই যে group 'C' অ তংনাইরগ বরক কাইছা percentage ফান মানয়া। ও যে বিনি বলেন কাহামখে ছাইখা হনাখে আব' খে Advertisement মানছিনাই। এছাড়া, অর এই যে, কীবাংমা, আছাক কীবাংমা হীনখে মানয়া তংছিনাই। আর এই যো কীংছিনে তংমানি আব রগ মানাই খকবা। এই বাদ বাকী ছাই তংনাই রগ আবরগ ন Advertisement রীছে রীলিয়া। লেখা শুধু কীরাই। তাছাড়া এই যে Advertisement policy rule আব কিছা, মাত্র খকবারাই। তারপর, এই যে display, অর' যে display, যে Advertisement রীমানি আব তামতাই। 'A' হীনখে হাই, আব খে কীবাংখে মানছেনাই। 'B' মানাই ছিদি। হীনখে 'C' অ মানাই বনি ছাই অর্দেক ব'নি কিছা মানছি নাই ব। হাই অবস্থা। আর যে গুলি পত্রিকারক space যেমন, 'ত্রিপুরা কগতুন' যেমন 'ত্রিপুরা বার্তা' বরগ ত সরকারনি বেতন মান' কাগজনি দাম রা অ এক পুইস্যা কান বরগ-নি নিজস্ব খবর কীরাই। বরগ–ন খে বরগ display Advertisement রীই তংখা। তাম ? অরনি অ, আব' বয়ক নি দল, চেলা, আর কিছা বাংরানানি আব'দা ? তারপর চাও নুগত্য যে দিল্লী, যেটা, B. A.B.T. আব নি যেটা circulation যে আর' ১৯৯৯ আব' কখি নি যে টাকা আর Charter account নি কোন circulation মানয়া। তারপর অরনি যে কোন পার্টি আর নি অ. আ Charter account মানয়া যে, আয় বন' রাং রানাই কীবাং মানছেনাই, আবতাইখে কাইছা কাইছা যে রীই তংখা। আর তাবুক যে circulalion নি ব্যাপায়াই যে নম্বর খীলাইমানি ব ছাইখা বন place খীলাইনি দরকার। এই যে p'ace মানখেলাই ছাব নি বিছিং আব তং চিক কীর ই। কাজেই এটা দরন' ছ'নাম নানি। এবং আনি কক্ ছানানি, আব ন তেইয় কীবাং নে তিখীরাইননি বরক নাই অ। তাই কাইছা দলনি সাপ্তাহিক দলনি বর্জর, ভাল থাম পড়েই ন Advertisement মানাই। জার্নাল হীনখেইন তারদক পড়ে মানাই। হীনখেন। 'আমার দেশ' আব তামখে লাইন সংখ্যা আর নি তামখে Advertisement মানখা বা ? কারণ আব খেইন বরকনি দলনি বরক। আবন খে রাছি নাই। কিন্তু তাই কাইছা 'আগরতলা' হীনীয় যে জার্নাল। হীনকে তামনি বাগাই কাইছা নবা হামজাক তাই কাইছা এ যে হামজাকয়া। কাইছান খেই বা ছাটামাই রীখা কাইছা ন খেইবা রীয়া। কাইছা খাংতাং তাই কাইছা খাইতাং। আব' তাম Adverment policy যতন নীতি সমান যে রাদি। নীতি কাহাম খীলাই যতন মীথাংনা নাইদি। এরপর এই 'যুব সংগ্রাম' আব ব জার্নাল। আব যে First issue অ-হে। আং Chal'enge খীলাই-অ াব' বাহাইখে মান ?

আব Advertisement Policy বুবুতাই খে ? কিন্তু বরং কক যে ছানাই। কাজেই বরং বন' যে রীছিনাই। আবত জার্নাল, It is not occasional তারপর চাও নুত্ত তর :—

(গণ্ডগোল)

কাজেই, মাননীয় বুবাগ'রা, চৌঙ হীনন যে advertisement policy খীলাই ফিদি। 'A' Group এ স্থান ৩৬%. 'B' Group ন ব ৩৬%. পারসেন্ট 'C' Group ন ব কম তা খীলাইছি। কারণ, 'C' বিনি ব থাংনানি দরকার তংগ। হাইথেইন চৌঙ হীন অ তে Verities তা খীলাইছি খওন সমান যে Advertisement রীঅই, বরক থাংথীং আবন ব্যবস্থা খীলাইদি।

মাননীয়, মানগীনাঙ স্পীকার, তাই কাইছা অর নি অ আমি cut motion অংথা। Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Share Capital Contribution to Tripura Jute Mill''

যে, আব যে Govt. Contribution মানি ৩২ লক্ষ টাকা অরনি অ বাজেট অ রি জাকখা। আব কিন্তু বাজেট Revised হীনখেইন Revised খেইন বছীক জরা থাংনাই আর আর ছিয়া। এই শিল্পমন্ত্রী ব ছাই ফাই অ Jute Mill তাবুকলে অংনাইখা। অরনি অ ছামুং অংনাইলাহা। হাজার কাইনীই আকন্ চাকরি মানাইলাহা, তারপর পাট চাষ খীলাই নাইরগ, বরং দাম কীবাং মানাইখা। আবার একটা সাংঘাতিক অবস্থা হীনীই তাবুক খরচবীছীক চাকরী মানখা? অরনি অ? রীছীক পাট, তীংছামুংদা অরনি অ Industrialised অীংখা? কাইছা তীংছাফান' অীংয়া? হীনবে যে পাট অরনি অ গুদাম অ রুংমানি আব তাবুক তামখেই তংনা? কীরাই তংনা। আর' খাবাই পাই যে তংক্ষনি বনি ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকানি ক্ষতি অংনাই। হীনখেই বা অম' তাম' Policy তাবুক ৩২ লক্ষ টাকা ছুংছাজাগখা হীনওয়ানু। খালি হীনণেই ন চলেয়া, না, চলেয় মানলিয়া। অম যারা চাষ খীলাই-নাইরক, যারা নাইল্যা খীলাইনাই রক বরকছে হামলিয়া হাই অীংওনাই? যারা অব' হাই, কাজেই যদি খরানি বাগই অ Jute Mill চালু অংয়া হীনখে তীমানি বাগ'ই ৩২ লক্ষ টাকা? What is the garantee for association of this 32 Lakhs? কাজেই অ হ'ইনে অ রাং খরচ খীলাই লাভ কীরাই। অব একটা wasteful হাইনি বাগীই ন অ বিল ন আং বিল ন অসর্থন খীলাই মানয়া! হীনথে মান গীনাঙ স্পীকার স্যার, আনি যে Cut motion অমনি কাতার অ আও আলোচনা খীলইয়ানু। মান গীনাও রেভিনিউ মিনিষ্টার, তাই আলাদা Demand— তাবুক একটা মোটামুটি একটা অর্থনৈতিক Figure অর' ছুংছানা নাই অ।

(Voice-Demand এর বাইরে আলোচনা করতে পারবেন না স্যার)

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—উনার যে Cut motion তার উপরে তিনি বলবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, হীনখে তাম' তাকীনাই রেভিনিউ আয় কিছা বাংখা। তাকনাই চংজাকখা ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ, ২৫ হাজার। গতবার থীকা ৪ কাটি ২০ লক্ষ ১৬ হাজার। হীনখে আর কিছা বাংখা ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার। হীনাখ Non Tex কিছা বারেখা। আব' অীংখা অরসি অ ৩ কোটি

৯৮ লক্ষ টাকা। থাংনাই বিছি অ আংখা ৩ কোটি ১৯ লক্ষ। মোট ৮১ লক্ষ কিছা বারেখা। Contribution যেটা Central Govt. রহমানি তাকীনাই ৫৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার। থাংনাই বছর অংখা ৫২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৫ হাজার কিছা বারেখা। অবশ্য ৫২ কোটি ৫৪ লক্ষ অম' বারা। হানখে যেঠা ৫৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার আর রাজাকয়া। কাজেই অ বিছি পড়ে হানখে কেছা বারেওয়ান্। কিন্তু ইয়াং খবর ব বারেখা। যে খানে Non Tex বেভিনিউ ৩৮ লক্ষ, ১৯ হাজার বারেমানি জাগা খরচ বারেখা ১১ কোটি ৯৭ হাজার। হানখে অর্থনীতি তাম আংখা ? আগগয়া। Non Tex অ যেখানে আয় কেছা বারেখা ৮৫ লক্ষ, খরচ বারেই থাংখা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৯৮ হাজার। তারপর এই যে Central Govt. Contribution আব ন' বাদ রাঅই শুধু-ন চাঙ নুগ অ যে অরনি অ Revenue আর ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার। থাংনাই বিছি অংখা ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৮ হাজার হাজার। হানখে কিছা বারেখা ১কোটি ২০ লক্ষ ৭ হাজার। আর' খরচ বারেখা বাছাক, ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার। ১৭ কোটি, ১৩ লক্ষ, ৮৬ হাজার তার মানে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার। কাজেই অনেক বাংগাই তংখা ? এ ছাড়া চাং নুগ অ সামগ্রিক অর্থনীতি হানাই যে হানমানি আব' বাবয়া। এ ছাড়া প্রশাসনিক বাগ অানি ৩১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩২ হাজার। অবশ্য Social এবং Community আং বাদ রাখা। হানখেইন তাই কাইছা চাঙ নুগ অ, গত থাংনাই বিছি অ কা' অ ১৮ কোটি ৩১ লক্ষ ৭০ হাজার আরনি বিছিং খরচ খালাইখা মাত্র ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৩ হাজার। ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার নিরক খরচ খালাইনিয়া। তামনি ? কাজেই এই Revenue ব্যাপার অ উন্নতি আংখা হানাই Revenue Minister ব ছামানি আর' আব' আং গছেই না মানয়া। এছাড়া Revenue Minister 'দৈনিক গণ সংবাদ' অ ছাকা যে এই প্রশাসনিক বায় বারা আমানে আব নি কারণ তামা বা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আর কয় মিনিট চান ? সময় বেশী নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আমি সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। আমাদের দ্রাউ কুমার রিয়াং যা বলেছেন তা সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আচ্ছা আপনি আর পাঁচ মিনিট সময় নিন। আর পাঁচ মিনিট পাবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—হানখে মিয়াকুল "দৈনিক গণসংবাদ" অ তাম' কাছাখা। মন্ত্রীগণি রাং অ কিছা লোভ বানেবাই খা। মামংগাই Administration অ রাং বারে বা ? কারণ, আব' আনি সন্দেহ হানাই।

কারণ কিছা কিছা লোভ বারেখা। আব' আনি সন্দেহ হানাই মাননীয় Revenue Minister পরিষ্কার স্বীকার খালাই ন হয় নং ওয়ার্ড অ একটা অনুষ্ঠান অংমানি আর নি অ ব ছাকা মন্ত্রীগণ ব কিছু কিছু লোভ অংবাই খা আবন' বাদ খালাই না দরকার। হানখে তাই কাইছা কিছা কিছা অংখা—আব' বর নি গণসংবাদ পড়েদি।

কাজেই, অম' Revenue Minister ব নিজে যখন স্বীকার খীলাই তংগ সুতরাং অব চীও বুচি নানি অসুবিধা কীরীই যে Administration ন তাংগীই কিছামিছা খরচ বারেই তং ?

তাই কাইছা আংখা মান গীনাও স্বীকার এই যে Paper Mill হীনীই যে কক কাছামানি। অ Paper মিল অ তাবুক ১ লক্ষ টাকা মাত্র বাজেট খীলাইখা। একবার হীনখা ইরানবাই যোগাযোগ খীলাই ২৩১ কোটি রাং ছককাই নাই, একবার হীনখা Central Govt. বাই অম' খীলাইয়ানু, চালু আংছিনাই। ওবা, ছন, থা তংমানি আব' দাম বারেছিনাই, সমগ্র অর্থনীতি কুচুক কানাইখা। কিন্তু তাবুক ১ লক্ষ টাকা তাংগীই ? হীননে উত্তর ত্রিপুরা নি Head quarter অম' যখন চীও কুমারঘাট অ নারীক দি হীনখা আফুরু নরক তাম হনীখা শিল্পাঞ্চল খীলাই নানি হীনখা, আব কুমারঘাট অ নারী কয়া Paper Mill খীলাইনি বাগীই। হীনে তাবুক তাম' Paper Mill পায়া, পীছকাং ৫ (বছর) বছা অংনাই ? তাব ক যে একটা বাজেট তুবুন নি আবনাই তাম অংনাই ? ১ লক্ষ টাকা বাজেট বাই তাম অংনাই ? Paper Mill ব অয়া। কিছু ফা' অংয়া। আব' কুমারঘাট কোন উন্নতি অরয়া। হীনখে মান গীনাও সদস্য হরিনাথ দেববর্মা হীনখা, । অ যে জাগা জাগা অ বীরীই রানি ইন্ডাস্ট্রি খীলাইনি হীনানি এ অংখা। ইণ্ডাস্ট্রি অংয়া অর রাং বাজেট খীলাই তাম অংনাই। হীন খে water supply আং ছানা নাই অ যে অম্পিনগর অ যে তংমানি আব তাবুক পর্য্যন্ত water supply অংয়া। অংফান মাঝে মাঝে কারেন্ট কীরীই। হীনখে Medical তাথ অংখা হীন যালে প্রত্যেকটা Medical Dispencary Compounder বাই সে চালক ও। এ Compounder যে Prescription রীমানি আও অ ফার্মেসী বিথি গদাগথক গথকয়া অরনি Prescription বা গদাগথে গথক গথকরা আন ছাই মানয়া। কিন্তু এই যে Compounder বরং, ম অনেক সময় গথকয়া ববক থীই পর্য্যন্ত থাংগু। হাইরক অংগীই তংগু। কাজেই মান গীনাং স্বীকার এই বা অরনি অ অব তুমমানি আং আর রাং কিছা সমথন খীলাই অ। কিন্তু সেই Policy তংমানি ছামুং হামযা তংমানি আর আং গচিই না মানয়া। কাজেই মান গীনা স্বীকার আং হীন এই যে চিনি Cut motion তুবুমানি আং বচন গচিই না বাই নি। অব ছাইকে বাজেট কাহামখে কীতাল খে নালাইয়ানু। আর যে নীতি তংমানি আবন Hospital রগ হাময়া বরকরক ভেইছা কাহাম চীকিৎসা অংখা বার্থাং বিনি তাই কিছা ফাই থীং আব তীই রকন যতন মিলি ওই ছীলাম লাইয়ানু, দেশ ন ছীনাম নানি ব তাং নীং আং ? যতন ফাইনি ? অরনি অ তাবুক কাইবাইখা, চীং দেশ ন, রাজ্য ন ছীলাম নানি যতন কাহাম খে খীলাই নানি। কিন্তু কামি কামি অ বিথি রীই মানয়া হীন খেলাই কানি কামি বরক রকনি অসুবিধা হীনখেইন সময় কীরীইখা। কাজেই আবতীই নাই মান লিয়া হীনীই রীই রহরখা ডাক্তারনি সংখ্যা কিছিছা বা ? তামখে নাই নাই, যদি অর ডাক্তার কীবাং ন অংখা হীনখেত হাইন নাই রীই মান অ কিন্তু ডাক্তারছে কীরীই কাজেই যে বরক Duty রীমানি আব অনেক সময় রীবার অ কিন্তু ডাক্তার নি সংখ্যা কম। কাজেই ডাক্তার নি সংখ্যা বারি রীই Medical স্থাপন খীলাই না হীনমানি Medical ব রীইয়া

অর উল্লেখ সে ক'র'ই। কাজেই কাহাম কাহাম হানা বাই ত অংয়া ছামুং তাংনা না'গ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে cut motion এনেছেন তাকে সমর্থন করি। কারণ এখানে যে টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এর দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আমি অম্পিতে দেখেছি, সেখানে এখন পর্য্যন্ত পানীয় জলের অভাব। বিদ্যুতের অভাবে Water Supply চলে না। কাজেই শুধু একমাত্র টাকা দিলেই, সেই টাকাগুলোকে কাজে লাগাবার পথ খুঁজে দিতে হবে। তাই, এই Cut motion কে নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। এখানে আমি আগেই একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো—মাননীয় বিধুভূষণ মালাকার বলেছেন, কি করে Cut motion আসে? যে procedure conduct of business, যেটা ত্রিপুরা বিধানসভার, সেটা তিনি পড়েছেন কি? তিনি বোধহয় ওটা খুলেও দেখেন নি। আমি যতদূর জানি সবাইকে একটা একটা করে copy দেওয়া হয়েছে। ঐ বিধুভূষণ মালাকারের কাছে যে copy-টা গেছে তা দিয়ে মরিচ ঠোঙ্গা হয়েছে। ওটা আগেই দোকানে চলে গেছে। তিনি পড়েই দেখেন নি, কি করে জানবেন? Policy cut motion আর Topic cut motion এর কতগুলি নিয়ম আছে, আইন আছে। কাজেই আইন মানতে হবে। একের চেয়ে অপর কেউ হের-ফের নয়। এখানে আমি বলছি, Disapproval Govt. Policy of the Publicity. কারণ, ওরা গ্রামে গ্রামে যাবেন না, টাউনেই যাবেন। অথবা গ্রমেও যেখানে রাস্তা ভাল, পিচ করা সেখানে যাবেন।

যখন আমরা বলি যে, ওখানে Publicity দেখান, তখন উনারা জিজ্ঞাসা করবেন ভালো রাস্তা আছে কি? রাস্তা কি পিচ করা? গাড়ী চলে কি? ইত্যাদি। কিন্তু যে সব গ্রামে গাড়ী যেতে পারে না সেখানে যায় না। কিন্তু এখনকার মতো গরম কালেতো রাস্তা ভাল থাকে, আর শীত কালেও পথ ঘাট শুকনো থাকে—তখনও তো গ্রামে গ্রামে সিনেমা নিয়ে যেতে পারে। আর যেগুলো দেখানো হয় সেগুলোও বাজে, লেংটা-লেংটি। এছাড়া বাজে হিন্দি ছবি, বাজে বাংলা ছবি ওসব দেখানো হয়। যেটা শেখার মতো, যেটা মানুষেরা বোঝে, আজকে রাজ্যে এই কাজটি হচ্ছে—ওটা হবে অথবা এর জন্য আমরা এমনটা করছি বা করবো এগুলি সেখানো উচিত। কিন্তু হিন্দি ফিল্ম ঐ যে 'আনার কলি" দেখানোর জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর একটি cut motion হলো Disapproval of the advertisment Policy of the Govt. (গণ্ডগোল) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা cut motion এনেছি—সরকারের যে Advertisment Percentage তা হলো ৫৪ (চুয়ান্ন) টাকা এবং আর দুইটা কাগজ। (১) ত্রিপুরা দর্পণ ও (২) দৈনিক সংবাদ। ওরা ৫৪ টাকা Percentage আদায় করতে পারবেন। আর বাকী যারা আছেন তারা তা পাবেন না। বাকী যারা আছেন তারা কেউ কেউ পাবেন ২১ (একুশ) টাকা, কেউ কেউ ৩৪ (চৌত্রিশ) টাকা হারে।

আর গ্রোপ 'সি' তে যারা আছেন তারা একটা Percentage ও পাচ্ছেন না। তাদের দলের উপর ভালো করে লিখলে Advertisement দেওয়া হয়। এ ছাড়া বাকী অনেকগুলিকে দেওয়া হয় না। কোন কোন পত্রিকাতে দেওয়া হয় পাঁচ টাকা হারে। বাদ বাকীদের Advertisement দেওয়া হয় না। তাছাড়া এই যে Advertisement Policy rule এটা অল্প, মাত্র ৪ টাকা। তার পরে এই যে display যে Advertisement দেওয়া হয় এটা কি রকম? A গ্রোপের হলে বেশী করে দেওয়া হয়। B গ্রোপকে কম করে এবং C গ্রোপকে আরও কম করে দেওয়া হয়। এই রকম অবস্থা। আর যে সব পত্রিকা যেমন 'ত্রিপুরা কগতুন' যেমন 'ত্রিপুরা বার্তা' সরকার তাদের বেতন দেয়। কাগজের দাম দেয়, এক পয়সাও নিজেদের খরচ করতে হয় না। এখানে display Advertisement দেওয়া হয় কেন? এখানে তাদের দলের লোক, চেলা বেশী করে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে? তারপর আমরা দেখি যেটা দিল্লী থেকে A. B T. A. Circulation থাকে না। তার এখানকার যে কোন পার্টি সেই charter Account না পেলে টাকা বেশী করে যেখানে ১৯৯৯ কপির জন্যে Charter Account এর কোন circulation দেওয়া হচ্ছে। এখানে Circulation এর ব্যাপারে যে Number করা হয়েছে এটাকে Place করা দরকার। কাজেই এটা হল দলকে তৈরী করার। এবং আমার বক্তব্য যারা এই সুবিধাটা বেশী করে গ্রহণ করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ দলের সমর্থক যে কোনো কাগজ তিন মাসের মধ্যেই বিজ্ঞাপন পায়। জার্নাল হলে পরে ছয় মাস পরে পাবে। তাহলে 'আমার দেশ' কি করে নবম সংখ্যাতে পায়? কারণ এটা হল তাদের দলের মানুষ। কিন্তু আর একটা "আগরতলা" নামে যে জার্নাল বের হয় এটাকে দেওয়া হয় না। এটাও ত জার্নাল। তাহলে কেন একটাকে দেওয়া অপরটাকে দেওয়া হয় না। একটা বাচুক, একটা মরুক এটা কেমন Advertisement Policy নীতি সবাইকে সমান করে দিতে হবে এবং সমান নীতি দিয়ে সবাইকে বাচার সুযোগ দিতে হবে, এর পরেই যে "যুব সংগ্রাম" এটাতে প্রথম সংখ্যাতেই। আমি Challenge করছি। এটা কি করে বিজ্ঞাপন পায়। এটা কেমন Advertisement Policey? কিন্তু এটা তাদের কথা বলে। কাজেই এটাকে দেওয়া হবে। এটাও জার্নাল, It is not occasional তারপর আমরা দেখি—(গণ্ডগোল) কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বলি এই Advertisement Policy বদলানো হোক। 'A' Group এ যেমন ৩৬./- 'B' Group কেও ৩৬./- দেওয়া হোক, 'C' Group কেও কম দেওয়া না হোক। কারণ 'C' এরও বাঁচার দরকার-আছে। এর জন্যই আমরা বলি varieties করা না হোক। সকলকেই সমান করে Advertisement দিয়ে তাদের বাঁচার সুবিধা করে দিতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমার আর একটি Cut motion হলো Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Share Capital Contribution on Tripura Jute mill, এখানে Govt. Contribution money ৩২ লক্ষ টাকা এখানে বাজেট ধরা হয়েছে। এটা কিন্তু বাজেট Revised. এভাবে Revised করে করেই আরও কতদিন চলে এটা আমি বলতে পারিনা।

আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেছিলেন, এইবার আমাদের Jute Mill চালু হচ্ছে এখানকার কাজ শুরু হচ্ছে, উৎপাদন শুরু হচ্ছে, দু হাজারের মতো চাকরী দেওয়া হচ্ছে। তারপর পাট চাষীরা বেশী দাম পাবেন, এমন একটা সাংঘাতিক অবস্থা বলে। এমন কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এখানে? কত পাই, এক কণাও কি এখানে Industrialise করা হয়েছে? এটাও হয় নাই।

তারপর যে সকল পাট এখানকার গুদামে ভর্তি করা হয়েছে সেগুলো এখন কি অবস্থায় আছে? এমনিতেই পড়ে আছে। এইভাবে প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাহলে এটা কেমন ধরণের Policy এখন আবার বলবেন, ৩২ লক্ষ টাকা বাজেট করা হয়েছে ইত্যাদি। শুধু বললেই তো চলো না, না চলতে পারে না। এটা তো যারা পাটচাষ করেন, যারা পাট উৎপাদন করেন তাদেরই দোষ। কাজেই, খরার কারণে যদি Jute Mill চালু না হয় তাহলে কেন ৩২ লক্ষ টাকা? What is the guarantee for association of this 32 Lakhs? কাজেই এইভাবে টাকা বাজেট করে লাভ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে Cut motion তার বাইরেও আমি কিছুটা আলোচনা করতে চাই। মাননীয় Revenue Minister আর আলাদা Demand -- (নীরবতা)

এখন মোটামুটি একটা অর্থনৈতিক Figure দাঁড়া করাবো। (Voice—Demand এর বাইরে আলোচনা করতে পারবেন না স্যার।)

মিঃ স্পীকার ঃ---উনার যে Cut motion তার উপরে তিনি বলবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে কি হলো, এবার Revenue আয় কিছু বেড়েছে এবার ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার। গতবার হলো, ৪ কোটি ২০ লক্ষ ১৬ হাজার। তারপর আয় কিছু বেড়েছে তাহলো ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার। Non-Tax ও কিছু বেড়েছে। এটা হলো ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা গত বছরে ছিলো ৩ কোটি ১৩ লক্ষ। মোট ৮৫ লক্ষ কিছুটা বেড়েছে। Contribution যেটা Central Govt. দিয়েছেন।

এবার ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৯১ হাজার। গত বছর হলো ৫২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৫ হাজার কিছু বেড়েছে। অবশ্য ৫২ কোটি ৫৪ লক্ষ এটা অতিরিক্ত। তারপর যেটা ৫৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার এখানে ধরা হয় নি। কাজেই এই বছরের পরে আরও কিছু বাড়বে। কিন্তু এদিকে খরচও বেড়েছে। যেখানে Non-Tax রেভিনিউতে বেড়েছে ৩৮ লক্ষ ১৯ হাজার এ জায়গায় খরচ বেড়েছে ১১ কোটি ৯৭ হাজার। তাহলে অর্থনীতি কি হলো, এগোয়নি। Non-Tax এ যেখানে আয় কিছু বেড়েছে ৮৫ লক্ষ, সেখানে খরচ বেড়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৯৮ হাজার। তারপর এই যে Central Govt. Contribution কে বাদ দিয়ে আমরা দেখি যে, এখানে Revenue তে আয় হয় ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার। গত বৎসরে আয় ছিল ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৮ হাজার। তার কিছু বেড়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৭ হাজার। আর খরচ বেড়েছে কত—১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার তার মানে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার।

কাজেই অনেক বেড়ে রয়েছে। এছাড়া আমরা দেখি যে সামগ্রিক অর্থনীতি বলে যে একটা আছে কিন্তু তা বাড়ছে না। এছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় এখানে ৩০ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩২ হাজার। অবশ্য আমি Social এবং Community বাদ দিয়েছি। আরেকটা আমরা দেখি গত বৎসরে ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার এর মধ্যে খরচ হয়েছে মাত্র ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৩ হাজার, ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৭ হাজার খরচ করা হয়নি কেন? কাজেই Revenue বিষয়ে উন্নতি হয়েছে বলে Revenue Minister বলছেন তা আমি মানতে পারিনা। এছাড়া Revenue Minister "দৈনিক গণ সংবাদে" বলেছেন প্রশাসনিক ব্যয় বাড়ার কারণ--

মিঃ স্পীকার :—আপনি কত মিনিট সময় চান?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। আমাদের দ্রাউকুমার রিয়াং যা বলেছেন তা সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা আপনি আর পাঁচ মিনিট সময় নিন, আর পাঁচ মিনিট সময় পাবেন।

তাহলে গতকালের "দৈনিক সংবাদে" উঠেছে মন্ত্রীদেরও টাকার উপর কিছু কিছু লোভ বেড়েছে। কেন Administration এ টাকা বেড়েছে আমার সন্দেহ নেই। কিছু কিছু লোভও বেড়েছে। এটা আমার সন্দেহ বলে Revenue Minister ৬নং ওয়ার্ডে একটা অনুষ্ঠানে পরিষ্কার করে বলেছেন মন্ত্রীদেরও কিছু কিছু টাকার লোভ বেড়েছে এটা বাদ দেওয়া দরকার। দৈনিক গণসংবাদ পড়লে তা বুঝা যায়। কাজেই এখানে Revenue Minister নিজেই স্বীকার করেন। এটা আমাদের বুঝতে বাকী নেই। Administration কেন টাকা বাড়ছে। মাননীয় স্পীকার—এই যে পেপার মিল বলে যে কথা উঠেছে এখানে মাত্র ১ লক্ষ টাকা বাজেট করা হয়েছে। একবার বলেছেন ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২৩১ কোটি টাকা আসবে, একবার বলেছেন Central Govt. এর সথে যোগাযোগ করে চালু করা হবে। বাশ, ছন ইত্যাদির দাম বাড়বে। সমগ্র অর্থনীতি উন্নত হবে কিন্তু এখন ১ লক্ষ টাকা কেন? উত্তর ত্রিপুরার হেড কোয়ার্টার যখন আমরা কুমারঘাটে রাখতে বলেছিলাম তখন আপনারা বলেছেন এটাকে শিল্পনগরী করা হবে। এখানে Paper Mill বসবে। তাহলে এখন কেন Paper Mill হচ্ছেনা? আগামী পাঁচ বৎসরে হবে? এই ১ লক্ষ টাকায় কিভাবে হবে? Paper Mill হবে না। কিছুই হবে না। তারপর মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা বলেছেন, স্থানে স্থানে মহিলাদের জন্য শিল্প স্থাপন করা হউক। Industry যেখানে হয় না সেখানে বাজেট করে কি হবে। তারপর আমি বলতে চাই Water Supply যেটা অম্পিনগরে আছে সেটা এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে চলে না। তারপর Medical ও Compounder দিয়ে চালানো হয়। Compounder এর Prescription সঠিক হয় কিনা আমি জানিনা। অনেক সময় রোগী মারাও যায়। এমন ঘটনাও ঘটে। কাজেই মাননীয় স্পীকার এইবার এই বাজেটকে আমি সমর্থন করলেও যে Policy এখানে আছে এটাকে আমি মেনে নিতে পারি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার আমরা যে Cut motion এনেছি, এগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া

হোক, এবং আমরা সকলে নূতন করে বাজেট তৈরী করব। এখানে যে সমস্ত দুর্নীতি আছে Hospital গুলি ভালো নয়, মানুষেরা আরও ভালো চিকিৎসা লাভ করুক। এ ব্যবস্থা আমরা করব। দেশকে তৈরী করার জন্য আমরা সকলেই এক, আমাদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলব। কিন্তু গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঔষধ দিতে না পারলে গ্রামে গ্রামে অসুবিধা বাড়বে। ডাক্তারের সংখ্যাও অল্প, কি করে সবাইকে চিকিৎসা করা সম্ভব, তব তারা যে duty করেন তা অতিরিক্ত। কাজেই ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে Medical স্থাপনের যে কথা এখানে সেই উল্লেখ নেই, কাজেই শুধু কথা বললেই চলে না কাজ করতে হয়।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের দ্বারা আনীত ২৯ নং ডিমাণ্ডের ২৮৫ যে মেজর হেড আছে, তার উপর যে কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করি। ফিল্ড পাবলিসিটি অ্যাণ্ড টুরিজম ডিপার্টমেন্ট। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা এই কাটমোশন আনলেন? কি তার যুক্তি? কার স্বার্থে তাঁরা এটা এনেছেন? সত্যি যদি ফিল্ড পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে বাজেট কমিয়ে দেওয়া যায় এই বাজেট থেকে তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ কে হবে, লাভবান কে হবে, সেটাই আমি আলোচনা করছি। আমরা বার বার বলি এই পর্যায়ে কনস্টিটিউশন্যাল ফ্রেমওয়ার্ককে স্বীকার করে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনকে ব্যবহার করছে জনস্বার্থে। যারা শ্রমজীবি মানুষের বিরোধী তাদের কাছে এটা একটা বিপদ। আজকে ৩০ বছর যাবত এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট কোন কাজ করছিল না। আজকে এটা ডিপার্টমেন্ট ছিল। বহু ট্যালেনটেড লোক শিল্পী তাদের শিল্প প্রতিভাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। আজকে তারা আতঙ্কিত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন তখন থেকেই সুরু হয়েছে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের একটা নতন এবং অভূতপর্ব অনুপ্রেরণা লংথ্রাই পাহাড়ের যে রিয়াং মেয়েটা যে লেখাপড়া জানত না আজকে সে ককতন পড়ে। যে বিচ্ছিন্ন ছিল তাকে টেনে আনা হয়েছে সকলের মাঝে। আজকে কতগুলি কাগজ খোলা হয়েছে, যেমন—'ত্রিপুরা বার্তা', 'ত্রিপুরা ককতন' 'ত্রিপরা টুডে'। এইসব কাগজ-পত্রের মধ্য দিয়ে বিদেশে পর্যন্ত ত্রিপুরার খবর পৌছে। কিছুদিন আগে আমি কর্ণাটকে গিয়েছিলাম। তখন তারা বলেছিল হোয়াট ডু ইউ নট সেণ্ড 'ত্রিপুরা টুডে' টু আস? আজকে আমি বলতে পারি যে মণিপুরীদের ৩০ বছর যাবত কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছিল। আজকে সেই পত্রিকার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মণিপুরীদের ভাষাটা প্রকাশ পাচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেই ভাষাটাকে পুনরায় শিক্ষা দীক্ষার দিকে চালু করছে এবং এদের মধ্যে সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট স্কীমগুলো চালু করছে।

ককবরক ভাষা, যেটা ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের ভাষা, এই ভাষাটাকে একদিন এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং এই দেশ থেকে এই ভাষাটাকে উৎপাটন করতে চেয়েছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আজকে এই ভাষাটাকে পনরায় শিক্ষা দীক্ষায় সর্বত্র চালু করেছে এবং এই ভাষার ডেভলাপমেন্টের জন্য অনেকগুলি স্কীম নিয়েছেন। আজকে এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ যখন নিজেদের গর্ব বোধ করছে, সেই সময়ে মুষ্টিমেয় কিছু বুর্জোয়া শ্রেণীর দালাল আতঙ্কিত এবং আতঙ্কিত হয়ে তারা ওকালতি করবার জন্য কিছু কিছু কাগজ বের করছেন এবং তারা তাদের কাগজের মধ্যে বেশ কিছু

অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন মানুষদিগকে বিভ্রান্ত করবার জন্য। আমি তারই কিছু নমুনা এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই যেমন দৈনিক সংবাদ, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা পুরোনো পত্রিকা, ঐতিহ্য মণ্ডিত পত্রিকা। আমরা স্বীকার করি যে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার একটা দায়িত্ব আছে, একটা কর্তব্য আছে এবং ত্রিপুরার দৈনিক পত্রিকা-গুলির মধ্যে দায়িত্বশীল পত্রিকা হিসাবে এর একটা ভূমিকা আছে। এতদিন ধরে আমরা দেখে আসলাম যে এই পত্রিকা তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে গিয়েছে। এক সময়ে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের পরে, এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকার খবর জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, আমরা দেখেছি এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ত্রিপুরার মানুষের কাছে সত্য খবর পরিবেশন করেছে। মাও সেতুং বলেছেন সংবাদপত্র হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, গান্ধিজী বলেছেন সংবাদপত্র হচ্ছে সত্য উদঘাটনের একটা হাতিয়ার। যে যাই বলুক না কেন, আজকের দিনেও সংবাদপত্রের একটা বিরাট ভূমিকা আছে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য, মানুষের মৌলিক অধিকারকে রক্ষার জন্য। কিন্তু সংবাদপত্রের অধিকার মানে মানুষের মধ্যে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন নয়। আজকে আমরা দেখছি এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকা তার সেই দায়িত্ব থেকে ক্রমশঃ হঠে যাচ্ছেন এবং সে জনগণের স্বার্থ বিরোধী ফ্যাসিস্ট গ্রুপের হাতে চলে যাচ্ছে। আর সেজন্য আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। কিছুদিন আগে এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকাতে তিন কলম হেড লাইন দিয়ে একটা নিউজ বেরুল—সেটা হল---কমলপুরের অগ্নি কাণ্ডের ফলে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি। স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা কমলপুরের মানুষ এবং আগরতলায় যারা থাকেন তারা এই দিক সে দিক ছুটাছুটি করে টেলিগ্রাম করতে লাগলেন কমলপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়ে। কিন্তু দেখা গেল যে সেই রকম কোন অগ্নিকাণ্ডই সেখানে ঘটে নি। আবার কিছু দিন আগে একই সংবাদ পত্রিকা লিখলেন যে মাছিমা গাঁওসভার নির্দল প্রধান নিহত। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল যে মাছিমা নামে কোন গাঁওসভা সেখানে নেই। আর যে লোকটা নিহত হয়েছে বলে লিখলেন, সে কস্মিন কালেও কোন গাঁওসভার প্রধান ছিলেন না, তিনি কংগ্রেসের গাঁওসভার প্রধান ছিলেন না, তিনি সি. পি. এমের গাঁওসভার প্রধান ছিলেন না, তিনি উপজাতি সমিতির গাঁও প্রধান ছিলেন না। খবর নিয়ে আরও জানা গেল যে তিনি একজন গরু চোর ছিলেন, তার বাবা তার এই গরু চুরি করার জন্য তাকে ধরবার জন্য অনেক রকমে পুলিশকে পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। তারপরে আরও যে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলেন, যেমন বিলাসছড়া এবং লেবছড়া গাঁওসভায় ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চলছে না। পত্রিকার এই সংবাদকে সত্য মনে করে যখন আমরা কমলপুরে গিয়ে দেখলাম, কারণ এই পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন করার মধ্যে একটা দায়িত্ব আছে—

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে, সেটা হচ্ছে এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি ওয়ানের সাবজেক্ট হচ্ছে এ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট। কিন্তু তিনি এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য না রেখে শুধু কোন পত্র পত্রিকা কি রকম খবর পরিবেশন করছে, তার সম্পর্কেই বক্তব্য রেখে যাচ্ছেন। কাজেই এটা তিনি বলতে পারেন কিনা, আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ--স্যার, এই সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমরা যখন বিলাসছড়া গাঁওসভাতে গিয়ে দেখি যে ঐ গাঁওসভার মধ্যে তখনও ১৭টা বাঁধের কাজ চলছে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। কাজেই এই ধরণের অসত্য সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তা মোচন করার জন্য সরকারের প্রয়োজন সরকারী ভাবে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করবার জন্য সরকারী সংবাদপত্র চালু করা। সরকারের উচিত মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চলছে সেই বিভ্রান্তি থেকে জনগণকে মুক্ত করবার জন্য জনগণের সামনে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার জিনিসটা তুলেধরা। তারপরেও কিছুদিন আগে তারা সংবাদপত্রের এডিটরিয়েল কলমে এখানকার জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের জামিন দেওয়ার সম্পর্কে খুব সুন্দর এবং সাজিয়ে গুছিয়ে গদগদ কণ্ঠে লিখলেন যে সি. পি. এমের কোন কমিশনার ইনফ্লুয়েন্স করে ম্যাজিষ্ট্রেটকে জামিন দিতে বাধ্য করেন। তার মানেটা কি? আমাদের বিচার বিভাগ একটা নিরপেক্ষ গতিতে চলছে, তার উপরও হস্তক্ষেপ করে বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা এই দৈনিক সংবাদ করেছে। কারণ সেখানে কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে ম্যাজিষ্ট্রেট যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দৈনিক সংবাদ কোর্টের রায়টা তার সংবাদপত্রে ছাপলেন না। তার অর্থ তারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ আর এভাবে বোকা সাজবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে এই দৈনিক সংবাদ একটা খবর ছাপলেন যে কমলপুরে ফায়ার ব্রিগেড ওপেন করার জন্য এন. ইউ. এস. আই এবং যুব কংগ্রেস যৌথভাবে এস. ডি. ওর কাছে ডেপুটেশান দেন---দৈনিক সংবাদ ১১ তারিখে এই সংবাদটা ছাপলেন। কিন্তু দেখা গেল ঐ মাসের ৩ তারিখে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কমলপুরে ফায়ার ব্রিগেড ওপেন করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং অলরেডী ফায়ার ব্রিগেড ওপেনও করেছেন। কমলপুরের লোক এটা জানলো, কিন্তু আগরতলার লোক এটা জানল না, আগরতলার লোক ভাবল বুঝি এই রকম কিছু একটা হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই রকম একটার পর একটা অসত্য সংবাদ ছাপানো হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য, তাই আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। আর তারই প্রমাণ স্বরূপ আমি কয়েকটা সংবাদের ফটো ষ্টেট কপি মাননীয় স্পীকারের সামনে হাউসের অবগতির জন্য তুলে ধরতে চাই। অবশ্য মাননীয় বিরোধী সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলছেন যে এ বি. সি. ইত্যাদি ক্যাটেগরী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধের ব্যবস্থা করছেন, ইত্যাদি - তাই আমি এই সব ফটো ষ্টেট কপিগুলি মাননীয় স্পীকারের সামনে তুলে ধরে প্রমাণ করতে চাই যে উনার বক্তব্যের মধ্যে যে ভুল রয়েছে, সেগুলি ভুল জেনেও তারা কেন সেগুলির বিচার করতে চান না। আর সেজন্য আমি তাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে কি রকমের একটা ব্লেক মেলিং চলছে এই সব সংবাদপত্রগুলিকে কেন্দ্র করে। যেমন একটা নিউজ পেপার, নাম হচ্ছে স্যান্দন, তার হেড লাইন হচ্ছে---স্বাধীনতা রক্ষা করুন, ঐক্য বজায় রাখুন ইত্যাদি---ঠিক সেই হেড লাইন দিয়ে আর একটা নিউজ

পেপার আদালত নাম দিয়ে। একই ব্যাপার,একই মেটার শুধু নামটা পাল্টিয়ে দিলেন। এরা এভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতারণা করে এ্যাডভারথাইজমেন্ট পেতে চায়। কাজেই একই লোক ৫/৬টা পত্রিকা বের করলেন, সংখ্যায় এক একটা করে ছাপলেন, আর প্রচার করলেন আমরা তো এত কাগজ ছাপাচ্ছি. আমরা কেন এ্যাডভারটাইজমেন্ট পাব না। আমি বুঝতে পারি না আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পাবলিসিটি মন্ত্রী মহোদয় কেন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, ত্রিপুরার রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই সব কাগজগুলি কিভাবে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করছেন এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন, তার বিরুদ্ধে কেন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তারপরে আর একটা কাগজ আছে নাম হচ্ছে সন্তান—তারই একই হেড লাইন, একই কনটেন্স, একই মেটার অর্থাৎ সংবাদ একটা অথচ কাগজ ভিন্ন। তারপরে আরও আছে যেমন ত্রিপুরা প্রকাশ. সুকুমার পত্রিকা, ভাবী ভারত ইত্যাদি----

তারপর নূতন করে (ইন্টারাপশান) অনারেবল স্পীকার স্যার, শুধু তাই নয় আজকে এই পত্রিকাগুলি কিভাবে গভর্ণমেন্টকে সকুইজ করছে। যদি এডভার্টাইজ না দেওয়া হয় তাহলে বলা হবে যে পত্রিকাগুলি বিপদে পরছে। বামফ্রন্ট সরকারের এডভারটাইজমেন্ট নীতির মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। অথচ তারা চাইছে কিভাবে গভর্ণমেন্টকে ঠকান যায়। এটা সুখময়বাবুর আমল নয় তোমরা যা খুশী নিয়ে যাও শুধু আমার পক্ষে লিখলেই হল। এটা আমরা হতে দেব না। তারপর আছে এই লিটিল মেগাজিন এই রকম অসংখ্য মেগাজিন আছে। তারা জন্মের অল্প কিছু দিন পরে মারা যায়। এটা কোন পত্রিকাই নয় এটার প্রতি ১০০টা বানানের মধ্যে ৯০টা বানানই ভুল। আর কন্টেনস যা লিখছেন সেটা সম্পর্কে না বলাই ভাল। (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট প্রায় ৫ লাখ টাকা শুধু মাত্র এডভার্টাইজমেন্টের জন্যই দিয়ে যাচ্ছে। হিসাব করুন যারা এই হাউস চলাকালীন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে, যারা রোদ বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে. তারা পায় মাসে ৫০ টাকা। তারা সারা দিন ঘুরে ঘুরে ঐ সব বেকার যুবকেরা তারা তাদের বুদ্ধি দিয়ে তাদের পরিশ্রম দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে তাদের জন্য একটা এপয়েন্টমেন্ট লেটারও জোটে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আর এক মিনিট। (ইন্টারাপশান) একজন রাজনীতিবিদের সারা জীবনের ইতিহাস লিখা হল মাত্র ১০ লাইনে। আজকে তাদের একটা এপয়েন্টমেন্ট লেটার নেই। অথচ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে স্কুইজ করে ৫ লাখ টাকা নিংড়ে নিয়েছে। এই ৫ লাখ টাকা দিয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার বেকার যুবকদের আমরা কাজ দিতে পারতাম। অথচ তাদের কোন পরিচয় নেই, তাদের পরিচয় শুধু ছোট একটি কথা 'সাংবাদিক'। আজ তাদেরই পক্ষ হয়ে উকালতী করছেন উপজাতি যুব সমিতি (ইন্টারাপশান)।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি উম্মাদ হয়ে গেছেন উনি উম্মাদের মত কথা বলছেন (ইন্টারাপশান—রুলিং পার্টি থেকে শেম্ শেম্ ধ্বনি)

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশান ছিল হ্যাণ্ডলুমের উপর ডিমাণ্ড নং ৩৪ হেড অব অকাউণ্টস ৩২১। কাজেই হ্যাণ্ডলুমের উপর যে সমস্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছিল আগামী বছরের জন্য, সেটা বিভিন্ন অবস্থায় আগামী বছরের জন্য যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেই সমস্ত টাকাগুলি খরচা করতে গিয়ে, যে সমস্ত ব্যাপার ঘটছে, তাতে আমরা এটা দেখছি না যে এতে গ্রামের জনগণের উপকার হয়েছে। আমরা দেখছি যে গত এক বছর হ্যাণ্ডলুম বা বিভিন্ন ইনডাষ্ট্রী গড়ে তুলেন গ্রামের বেকারী দূর করার জন্য এবং আমরা শিল্পমন্ত্রীর ভাষণেও দেখেছি-- কিন্তু সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা হয় নাই। কাজেই আমরা যে সমস্ত কার্যকলাপ দেখছি তাতে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করতে পারছি না। কাজেই এই সমস্ত ব্যয়ের ব্যাপারে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ যে বরাদ্দকৃত টাকা গত বছর ছিল শিল্প কারখানা গড়ে, বেকারী দূর করার জন্য, বাস্তবে আমরা সেগুলির কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য আমরা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না তবে আংশিক সমর্থন করছি। গত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার ডিমাণ্ড নং ২১-এর উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে কাটমোশান এনেছেন তার উপর আমি কিছু আলোচনা করছি। তাহল বিভিন্ন ভাবে আমাদের সমালোচনা করা হয়েছে, আমরা ত্রিপুরা সংবাদগুলিকে সমর্থন করি এবং তাদের হয়ে আমরা উকালতী করি। কিন্তু এটা ভুল। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে আমি বলতে পারি, তাঁর বুঝার যথেষ্ট ভুল রয়েছে। কারণ তিনি এমন কোন প্রমাণ দিতে পারবেন কি, ত্রিপুরা রাজ্যের কোন পত্রিকাকে উপজাতি যুব সমিতি সমর্থন করেছে বা পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে? নগেন্দ্র বাবু বলেছেন, অল ইণ্ডিয়া বেসিসে অ্যাডভারটাইজমেণ্ট নির্ধারণ করারযে পলিসি আছে সেই সম্পর্কে নিয়ম নীতি মানা উচিত। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ভাবে কথা বার্তা বলাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার পক্ষের সদস্যরা যে বলছেন, বিরোধীতা করার জন্যই আমরা বিরোধীতা করি এবং সমালোচনা করতে হবে বিরোধী পক্ষের আসনে বসে, এই সমস্ত বক্তব্য গতকাল থেকে বলে বলে আমাদের কটাক্ষপাত করা হচ্ছে। কথাটা খুবই দুঃখ-জনক। কারণ, আমরা কতকগুলি তথ্য, কতকগুলি বাস্তব ঘটনা আমরা এই সেসানের মধ্যে গত তিন দিন ধরে তুলে ধরেছি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বিচার করবেন আপনি, বিচার করবে হাউস। একজন সদস্যকে এই ভাবে বলা উচিত হয় নি। বিভিন্ন স্বার্থের দিক দিয়ে, বিভিন্ন পলিসির দিক দিয়ে আমরাত সমালোচনা করবই। আমরা তো আর বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষের লোক নই যে বামফ্রণ্ট সরকারের দৃষ্টি কোন থেকে আমরা কথা বলব। কাজেই আমাদের যে জিনিষটা ভাল লাগে নি তার সমলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নম্বার ২৬ মেজর হেড ২৮৯--রিলিফ অন একাউণ্ট অপ্ নেচারেল ক্যালামিটিস। আমি এখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, দেশের জনগণ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঝড়ে তুফানে, রোগে শোকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এটা শুধু বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে নয়, যে কোন সরকারের আমলেই তা

দেওয়া হয়। দেশের যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিপন্ন হয়েছে, তারা আজকে সমান ভাবে পাচ্ছে না। তাই আমরা সমালোচনা করছি। আমি এখানে বলছি, গত ১৫ই মে, লেম্বুছড়ার কৃষ্ণধন চৌধুরী পাড়ার কুসুম দেববর্মা নামে একজন ব্যক্তি কিছুদিন আগে যে ঝড় হয়েছিল এবং ঐ ঝড় লেম্বুছড়ার উপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় ঘর ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে গেছে। সে যখন পঞ্চায়েৎ সদস্যের কাছে আবেদন করেছিল, আমরা পাব কিনা—সেখানে কিছু কিছু লোক পেয়েছে। তখন তার ছেলে চিত্ত দেববর্মা এবং উষা দেববর্মা দিন দুপুরে লাঠি পেটা করে ক্ষত বিক্ষত করে। সে তখন আমাদের উপজাতি যুব সমিতির কাছে এসেছিল। আমি নিজে সেদিন গিয়েছিলাম কোতোয়ালী থানায়। কিন্তু সেখানে কেস লিপিবদ্ধ করে নি। কুসুম দেববর্মা জি. বি হাসপাতালে ছিল। সকল মানুষ কেন পাবেনা? এই টাকা কি বাম ফ্রন্টের টাকা এই লক্ষ লক্ষ টাকা বামফ্রন্টের তহবিলের টাকা নয়। সকল মানুষের এই টাকার অধিকার আছে। ভারতের সংবিধানে কি লেখা আছে? ভারতের ফাণ্ডামেন্টাল কি বলছে? বলছে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার, বসবাসের অধিকার আছে সকল স্থানে, পাওয়ার অধিকার থাকবে সম ভাবে। কিন্তু আমরা কি দেখছি? শুধু এখানেই নয়, আমি কাঠালছড়ায় গিয়েছিলাম, কাঞ্চনছড়ায় গিয়েছিলাম, সেখানে একজন উপজাতি ছেলে বন কেটেছিল জুম চাষ করার জন্য কিন্তু তাকে জুমের বীজ দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেওয়া হয়েছে তাকেই, যার এক দ্রোন নাল জমি আছে, যে জোতদার তাকে। সে জন্যই আমরা বলছি, বরাদ্দ হয় ঠিকই, কিন্তু সেই বরাদ্দের যথাযথ বণ্টন হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয়, ডিমাণ্ড নং ৩৮—হাউসিং স্কীম। এই সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমি বলতে পারি, এই স্কীমে যেটা রাজস্ব মন্ত্রী পেশ করেছেন, গতবারও আমরা শুনেছি, গরীবদের লোন দিয়ে বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হবে। যে সব লোক এই ঋণ বা সাহায্য পাবার কথা তারা পায় নি। । পেয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক। আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতে পারি, বিশালগড় ব্লকে, সেখানে ৫০ থেকে ৬০ হাজার লোকের বাস, কিন্তু সেখানে ৩ থেকে ৫টি পরিবারকে মাত্র সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি বলতে চাই, এ দিয়ে কি হবে। ব্যাপক পরিকল্পনা যদি আমরা এখানে না করতে পারি, তাহলে কিছুই হবেনা। কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে তিনি স্বীকার করেছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বড়ই দুর্বল। কিন্তু আমরা যখন এই কথা বলতাম, তখন আমাদের বলা হত আমরা নাকি হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু এখানে যে লিখিত ভাষণ পেশ করছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সমালোচনা ঠিকই করা হয়েছিল। হ্যাঁ, প্রশাসন যদি দুর্বল হয়, তাহলে আমাদের হতাশ হতেই হবে। তাহলে এই লক্ষ লক্ষ টাকা এই দুর্বল প্রশাসনের জন্য খরচ না করে সে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হউক। আমরা যদি হতাশ হয়ে পড়ি তাতে অযৌক্তিকতার কিছু থাকতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় মহাশয় বলেছিলেন, এই বাজেট যুব সমিতির দৃষ্টিকোন থেকে তৈরী হয় নি। এই বাজেট তৈরী হয়েছে বামফ্রন্টের দৃষ্টি কোন থেকে। এটা তো আমরাও স্বীকার করি, এই বাজেট বামফ্রন্টের দৃষ্টিকোন থেকে তৈরী করা

হয়েছে। কারণ বামফ্রন্টের দৃষ্টি ভঙ্গী হচ্ছে, শতকরা ৩০ জন মানুষকে সাহায্য করার দৃষ্টিভঙ্গী। উপজাতি যুব সমিতির মত সকলের উপকারার্থে এই বাজেট নয়। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী ঠিকই আছে। কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী গরীব, চাষী মজুর শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানেই সরকারের দৃষ্টি ভংগার সহিত আমাদের পার্থক্য। কেন না, হাউসকে স্মরণ করিয়া দিতে চাই, বর্ত্তমানে আমরা দেখেছি যে চাকুরীর ক্ষেত্রে, কৃষকদের ঋণ দানের ক্ষেত্রে, ঘর তৈরীর ক্ষেত্রে, ফুড ফর ওয়ার্কের ক্ষেত্রে, যারা কংগ্রেস করে, জনতা, উপজাতি যুব সমিতি করে, আমরা বাঙালী করে, তারা দেশের মানুষ নয়, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। এই ২৮ কোটি টাকা যে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে তাদের কোন অংশ নেই। এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই আমরা চাই মানুষ হিসাবে আপনারা তাদেরকে সাহায্য করুন। আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন করছি মানুষ হিসাবে তাদেরকে সাহায্য করুন, পার্টি হিসাবে নয়। আজকে গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মরছে, রাজ্যে খরা চলছে, ভীষণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— না আপনি অনেক সময় নিয়েছেন বসুন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর সময় দিচ্ছেন না। আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে এটুকু বলতে চাই যে এই হাউসে যে কাটমোশান আনা হয়েছে, সেই কাটমোশানগুলি যুক্তি সংগত এবং ন্যায় সংগত। আজকে গ্রামাঞ্চলে তীব্র পানীয় জলের সংকট, খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, রাস্তাঘাটও ঠিকমত নেই। ফুড ফর ওয়ার্কে যাহারা যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, সেখানে এক হাজার দেড় হাজার টাকা খরচ করে একটা খাল করেই বাকী টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এই ত্রিপুরায় দিনের পর দিন অশান্তি, সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে। এই দেড় বৎসরে ৪২টি ছিনতাই হয়েছে। বহু রেইপ হয়েছে। বহু যুবকের প্রাণহানি ঘটেছে। এই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তবুও বলছেন —ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই হচ্ছে সবচেয়ে শান্তিপর্ণ রাজ্য। প্রশাসন ব্যবস্থায় এখানে কোন হেঁচে নাই। কাজেই আমরা শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং আমি যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এনেছি, সেগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই হাউসে যে কাটমোশান এই হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলির কোন যৌক্তিকতা নাই। এখানে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯-৮০ইং সালের যে ব্যায় বরাদ্দ পেশ করেছেন, এই ব্যায় বরাদ্দ ত্রিপুরার নিপীড়িত, শোষিত মানুষ এর দিকে চেয়েই উপস্থিত করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি এই ১৭ মাসে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার শোষিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য যে কাজ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। কারন আমরা দেখেছি কংগ্রেস রাজত্বে কত লোক অনাহারে মারা গেছে, কত লোক খয়রাতি সাহায্যের

জন্য অফিসে অফিসে ধর্ণা দিত বলক, এস-ডি-ও অফিসে গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাত খেতে হয়েছে। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানে রাজ্যে যে অবস্থাগুলি চলঃছ, সেগুলি লক্ষ্য করে নিজেই বলেছেন, আমরা এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। তাতে আমরা জনসাধারণের সাহায্য চাই। কাজেই এখানে বিরোধী দল যে কাটমোশান এনেছেন, সেগুলির কোন যুক্তিকতা নেই। কেননা, উনারা, উনাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এমন কোন পরিষ্কার যুক্তি উপস্থিত করতে পারেন নি। উনারা বলেছেন, অর্থ যথেষ্ট ধরা হয়েছে, কিন্তু এটা বাস্তবে রূপায়িত হবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন; কিন্তু কোন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান তারা দিতে পারেন নি। আজকে হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপিত করা হয়েছে, এটা জনকল্যাণ-মুখী। কাজেই জনসাধারণের কল্যাণ হোক, এটা উনারা চান না। চান না বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নিরীহ মানুষকে উনারা উস্কানি দিচ্ছেন। উস্কানি দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সরকারের যে কর্মসূচী এগুলিকে নষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গত মে মাসের ১৩ তারিখে কাঞ্চনপুরে গিয়েছিলাম। কাঞ্চনপুরের লুসাই এলাকার মধ্যে উপজাতি যুব সমিতি পোষ্টারিং করেছেন। সে পোষ্টারের মধ্যে লেখা আছে, তোমরা যারা চাকুরী চাও, ৫ টাকা ফি দিয়ে আমাদের কাছে দরখাস্ত কর।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি এই পোষ্টারগুলি এখানে এনে দেখাতেন তাহলে ভাল হত।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং-এর বাড়ী দশদায়। উনি একটু কষ্ট করে একটা পোষ্টার নিয়ে নেবেন। পোষ্টারগুলি এখনও আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল দালালরা তারা আজকে গ্রামের মানুষকে ভুল পথে চালু করে বিভ্রান্ত করছে। এই বামফ্রন্ট সরকার গরীবের সরকার। গত ১৮ তারিখে জম্পুইজলার সোমবার বাজারে উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য জমি দখলে নামল। আর আওারষ্টেতিং এর মধ্যে আমরা বাঙ্গালীরাও প্রস্তুত ছিল। আমরাও দেখেছি, যে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া পিত্রার কিল্লাতে মিটিং করে ত্রিপুর সেনাকে বলছেন জমি দখলের জন্য তোমাদের জম্পুই-জলাতে যেতে হবে। এইভাবে তারা উস্কানীমূলক প্রচার চালাচ্ছে। এই ভাবে গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আনন্দ মার্গীর মহাব্রত পত্রিকাতে ৭৩তম সংখ্যার প্রথম কলামের শেষাংশে "শান্তি সেনার অশান্তি" হেডিং দিয়ে লিখেছেন সি, পি, এম এর শান্তি সেনার দল মাথায় লাল টুপি দিয়ে লাঠি নিয়ে জমি দখলে নেমেছেন। ঐ এলাকার লোকেরা সবাই জানে জমি দখলে উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা নেমেছে। আর গত ২৩শে মে তারিখে বিশালগড়ে যে বন্ধ ডাকা হয়েছিল, সেই বন্ধকে কেন্দ্র করে আমার নামে এবং সি. পি. এমের নামে মহাব্রত পত্রিকায় উস্কানি-মূলক অসত্য কথা লিখেছে। মহাব্রত পত্রিকা উপজাতি যুব সমিতির নামে কিছু

লেখেনি। কারণ ভাসুরের নামে বলতে নেই। উপজাতি যুব সমিতি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন' আমরা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পত্রিকায় শুধু বিবৃতি দিয়ে যাবেন। উনারা আমরা বাঙালীর বিরুদ্ধে বলতে পারেন না। উনারা পত্রিকার আন্দোলন করবেন অর্থাৎ কাগজের আন্দোলন করবেন। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ আস্তে আস্তে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ওরা গ্রামের লোকদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আনন্দমার্গীদের মহাব্রত পত্রিকা কেবল মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। আনন্দমার্গীদের মহাব্রত পত্রিকা উল্লেখ করছে যে গত ২০শে মে জম্পুই জলার কলোনীতে বাজার বন্ধ হয়েছে। আমি চেলেঞ্জ দিয়ে বলছি কলোনী বাজার বন্ধ হয় নি। কি ভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে গ্রামের লোককে বিভ্রান্ত করছে এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আজকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশান এনেছে তাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, I would request Hon'ble Minister for Industry, Parliamentary Affairs, etc. Department to give his reply.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে পার্লামেন্টারী এফেয়াস দপ্তর এবং প্রচার দপ্তরের বিভিন্ন ডিমাণ্ড এখানে আমি পেশ করেছি, সেগুলি রাখতে গিয়ে আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে বলেছেন এবং এটা খুব পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও নানাদিক থেকে বিরোধিতা আসছে। বিশেষ করে প্রচার দপ্তরের বিরোধীতা করতে গিয়ে, উনারা বলেছেন যে ফিল্ড পাবলিসিটি ওটাকে ডিসক্রিট করতে চায়না। আমরাও ওদেরকে একটি তথ্য দিতে চাই যে ফিল্ড পাবলিসিটি ১৯৭৭ এ যে কাজ হয়েছিল, ১৯৭৮-৭৯ যে কাজ হয়েছে সেটা ক্যাটাগরিকেল অনেক বেশী। সেটা আমাদের আশাতীত হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ এ গ্রুপ ঠিক হয়েছে ৮৪১ টা আর ৭৮-৭৯তে হয়েছে ১ হাজার ৩৫০টি। ১৯৭৭ এবং ৭৮ এ সিনেমা শো হয়েছে ৯৩২টা আর ৭৮-৭৯ তে হয়েছে ১ হাজার ৪৫০টি, গ্রুপ মিটিং ৭৭-৭৮এ খুব একটা হয়নি কিন্তু ৭৮-৭৯তে হয়েছে ৪৬৩টি। এছাড়া তারা আরও বলেছেন যে আমরা আনারকলি চালাচ্ছি। আমাদের সরকার আসার পর আমরা যে বইগুলি কিনেছি, ইচ্ছে করলেইতো সব কেনা যায় না। কারণ আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে পাম্পসেট দেওয়ার কথাও আছে, পাম্পসেট দেব না সিনেমা দেব। এই দুটোর ভীষণ দরকার। আনুপাতিক কোনটা বেশী দরকার সেটা বিচার করে আমরা সেই জিনিষটা দেব গতবছর আমরা যে বইগুলি দেখিয়েছিলাম সেগুলি হচ্ছে রামের সুমতি, নিমন্ত্রণ, বিন্দুর ছেলে। একটাও হিন্দি বই দেখানো হয়নি। কাজেই ঐ সব বই প্রাক্তন মালিকেরা কিনেছেন। পার্বত্য এলাকার লোকেদের রামের সুমতি পাঠা বললে তারা না করে দেয়। উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা হিন্দী বইটাই বেশী ভালবাসে। কারণ লম্বা চুল, মার্কিনী সভ্যতা, ইত্যাদি তারা অর্থাৎ পার্বত্য এলাকার মেয়েদের সব দায়িত্ব। পার্বত্য এলাকার পুরুষদের দায়িত্ব নেই। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আমেরিকা থেকে সভ্যতা বোম্বে থেকে লম্বা লম্বা চুল আর পরওলা লাগানো এই সমস্ত

হচ্ছে পুরুষদের দায়িত্ব। আমরা এই বছর যে বইগুলি কিনব সেগুলি হচেছ মহাকবি গিরিশচন্দ্র, বড়দিদি, কাজেই আমাদের সাধ্যমত আমরা বই কিনছি। আমরা খারাপ বই কিনি নাই। আমি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পরে, আমি প্রত্যেক এম. এল. এর কাছে পত্র দিয়েছি যে আপনাদের এলাকার সেই ইনফরমেশান সেন্টার, লোকরঞ্জন শাখা, পল্লী বেতার গোষ্ঠির ৩টা করে ইউনিট পাঠান। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন নাম আসেনি। আমরা সিনেমার মোশানগুলি আগরতলা থেকে নেই। দেখা গেছে, বিগত দিনে অফিসারের বাড়ীতে দেখানোর জন্য ফিল্ম ইস্যু হয়েছে, মন্ত্রীর বারান্দায় বসে দেখার জন্য ফিল্ম ইস্যু হয়েছে। আমরা মন্ত্রীত্বে আসার পরে আমরা বলেছি যে মিউনিসিপ্যালটি এলাকায় আর সিনেমা দেখানো হবে না। এবং গত এক বছর ধরে একটি বই দেখানো হয় নি। গ্রামাঞ্চলে সব বই দেখানো হয়েছে। (গণ্ডগোল) আগে ত্রিপুরা বার্তা ছাপানো হয় ৭৫০ কপি। এখন সেই পত্রিকা ছাপানো হয় ৩ হাজার ২৫০ কপি। সমস্ত গাঁওসভার যেখানে যেখানে, যারা যারা চায়, তাদের কাছে ত্রিপুরা বার্তা যায়। গোমতি মাসিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৫০০ করে ছাপা হয়। ককতুন পত্রিকাটি আগে ছাপা হতো না। ককতুনের কোন চিহ্ন ছিল না। সেই ককতুন পত্রিকা এখন ২০০০ কপি করে ছাপানো হয়। ত্রিপুরাতে আগে গ্রিটিং কার্ড করা হত, অনেক পয়সা খরচ করে দামী কাগজে, ১লা বৈশাখে মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানাবার জন্য। এখন আমরা সেটা করি না, পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা ফিল্ড পাবলিসিটি করেছি। আমরা বাংলা কেলেণ্ডার করেছি, তাছাড়া আমরা এ বছর ৩৯টি একজিবিশান করেছি। ডিসপ্লে এডভাইজমেন্ট দিয়েছি ২০৭টা, অল ইণ্ডিয়া একজিবিশানে আমরা অংশ গ্রহণ করেছি আমাদের সংস্কৃতি দল, ট্রাইবেল, মণিপুরী নাচ নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের প্রায় জায়গায় দিল্লীতে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। আসামে গৌহাটিতে আমাদের ট্রাইবেল নাচ করে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছি। এই সব দিক থেকে তারা যদি মনে করেন যে পাবলিসিটি কিছু করছে না। পাবলিসিটির আগে কাজ ছিল মন্ত্রীদের ছবি তোলা, তাদের খেয়াল খুশীমত সিনেমা দেখানো হত, এখন সেগুলি আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এখন সেখানে অলরেডি চার্ট করা থাকে, এখানে ছয়, সাতটা গাঁওসভার কথা আমরা চিন্তা করেছি। প্রতিটি গাঁওসভায় বৎসরে একটা করে সিনেমা দেখানো হবে। আমাদের যে স্কীম আছে সেগুলিকে আমরা দুর্গম এলাকায় সি-ডি ব্লক পর্য্যন্ত গাড়ী করে পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রতিটি দুর্গম এলাকায় গাড়ী, সিনেমার সরঞ্জাম প্রভৃতি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি প্রতিটি গাঁওসভায় একটা করে পূর্ণাঙ্গ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করব এবং তাতে দুটো করে কলকাতার পত্রিকা এবং স্থানীয় পত্রিকা থাকবে। লোকরঞ্জন শাখা ও পল্লী বেতার গোষ্ঠীকে আরও সম্প্রসারিত করতে পারে। এ পর্য্যন্ত ২০৩টা উপতথ্য কেন্দ্র, ১৫২টি নূতন পল্লী বেতার গোষ্ঠী, ১৫৩টি লোকরঞ্জন শাখা খোলা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আরও ৪৪টা পল্লী বেতার গোষ্ঠী, ১০টা উপ-তথ্য কেন্দ্র খোলা হবে সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেটাতে আপনারা বেশী আতঙ্কিত হয়েছেন, সেটা হল রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তকে নিয়ে আমরা মহকুমা ভিত্তিক, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত, জয়ন্তী করতে উৎসাহ দিচ্ছি। এই জন্য আগের সরকারের কোন উদ্যোগ ছিল না। আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্য ৫০০ টাকা, নজরুলের জন্য ৫০০ টাকা, সুকান্তের জন্য ৫০০ টাকা করে দিয়েছি।

প্রতিটি মহকুমায় কেন্দ্রীয় হারে এগুলি করার জন্য ব্যবস্থা করেছি। কাজেই সাংস্কৃতিক দিক থেকে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত এটা একটা সুস্থ সাহিত্য চেতনা সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। যেটা আগে ছিল না। (ভয়েজেস—মধুসূদনের জন্য কি কিছু করা হবে না ?) হঠাৎ মধুসূদনের জন্য এত দরদ কেন ? যাক গে আপনার প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে আপনারা বলেছেন যে এ-বি-সি করে দেওয়া হয় কি না। আমি ঠিক বলতে পারছিনা যে তিনি ঠিক কার পক্ষে কথা বলছেন, তিনি কোন পক্ষের ওকালতি করছেন ? যে সব পত্রিকাগুলি ওনার পক্ষের কথা বলে সেগুলি কি ? আমি আরও বলছি যে, সর্ব্বভারতীয় নিয়মে, যে পত্রিকার সারকুলেশান বেশী, সে পত্রিকা বেশী বিজ্ঞাপন পায়। যেমন পশ্চিম বাংলায় দেখবেন যে আনন্দবাজার বেশী বিজ্ঞাপন পেয়েছে, তার সারকুলেশান বেশী। সে যুগান্তরের চেয়ে বেশী বিজ্ঞাপন পেয়েছে, যেমন এখানে যুগান্তর গণশক্তির চেয়ে বেশী বিজ্ঞাপন পেয়েছে। হরিনাথবাবু বলেছেন যে, সর্ব্বভারতীয় ডি-এ-ডি-টি'র রেট মানা হচ্ছে কিনা। সর্ব্বভারতীয় ডি-এ-ডি-টি'র যে রেট পায়, তার চাইতে আমাদের রেট অনেক বেশী। সর্ব্বভারতীয় ডি-এ-ডি-টি'র রেট কোথাও এক টাকা, দেড় টাকা, সাড়ে ছয় টাকা এ রকম আছে। যেখানে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা কম পক্ষে তিন হাজার রয়েছে, তারা প্রথম শ্রেণীর, আর যে পত্রিকার প্রচার দুই হাজারের মত সে পত্রিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এর নীচে যারা তারা তৃতীয় শ্রেণীর। মাননীয় বিধায়ক বিমল সিংহ তা দেখিয়েছেন। যে একই পত্রিকা একই সংবাদ এক প্রেসে বিভিন্ন নামে ছাপাচ্ছে। তাতে একই বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত বিজ্ঞাপনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী তাদের নিয়ম রীতি নাই। তাদের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দিয়ে দাও তাদের তো অন্য কিছু দিতে পারলাম না। এই ভাবেই সমস্ত পত্রিকার জন্ম হয়েছে। শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে আমাদের বিজ্ঞাপন তালিকায় ৪৩টা পত্রিকার নাম আছে, তার মধ্যে আমাদের সরকারকে সমর্থন করে মাত্র তিনটা পত্রিকা, বাকী 40টা পত্রিকা আমরা বাঙ্গালীকে সমর্থন করে।

কিন্তু আমরা দেখলাম গত কয়েক মাস ধরে দেখলাম আপনাদের সংবাদপত্রও ঐ সংবাদপত্রগুলির মত নিকৃষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। বিগত ১০ বছরের মধ্যে পাপের যে ভূমিকা ওরা নিয়েছে ওরা ঘৃণ্য জন ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উচ্চারণ করার মত কোন ভাষা আমার জানা নাই, এত ঘৃণ্যের ভূমিকা ওরা নিয়েছে, ওরাই সাংবাদিক। ওদের জন্য বিজ্ঞাপনের ওকালতি করতে আসছেন আপনারা। যারা মাইনরিটি, ট্রাইবেলদেরকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ দেওয়ার পর ওরা সমস্ত অগ্রসর জাতি-সত্বার অধিকারকে জাত্যাভিমানকে ব্যবহার করছে ওদের সাংবাদিকতার নামে। আমরা দেখছি আপনাদের পত্রিকার সম্পাদক তাদের গোষ্ঠীর একজন সম্পাদক। যারা সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই রাজ্যে। যে সমস্ত সংবাদপত্রের মালিক এবং সাংবাদিক তাদের এসোশিয়েশনের সেক্রেটারী চেষ্টা করছে আপনাদেরকে ওদের সঙ্গে ভোগাতে সেখানে আপনাদের পত্রিকার সাংবাদিক গিয়ে মিশছে তাদের সঙ্গে। কাজেই এই ধরণের বিপদগামী নিকৃষ্ট ভূমিকা কোন দিকে যাচ্ছে সেই আপনারা জানেন। কাজেই আমি আমারা বাঙালির মত উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে আমি সবচেয়ে সমকালীন সক্রীয় পথ বলে

আমরা মনে করি। আমরা দেখছি এই রাজ্যের পত্রপত্রিকার চালাচালির কৌশল। যাদের প্রশংসা আপনারা করছেন, যাদের কথা আপনারা বলছেন, তা কেন, আজ আপনাদের মত ত আমরা জানি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা নিরপেক্ষ।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—নিরপেক্ষতার/আরেক নাম ভণ্ডামি। তাই নিরপেক্ষ বলে কিছুই নেই। আমরা দলবাজি করি, হ্যাঁ, আমরা গরীবের দলবাজি করি। আমরা গরীবের পক্ষে দলবাজি করি, আমরা তাদের জন্য ওকালতি করি। টাউডার, বাটপার সাংবাদিকদের জগতে যারা ব্লেকমেইল করে, যারা এ রাজ্যে কালবাজারির পুঁজি করে যারা বিগত ৩০ বছরের অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর পা চেটে চেটে শেষ করে ফেলেছে। সংবাদপত্রকে পারিবারিক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করেছে যারা আপনারা তাদের ওকালতি, করছেন। আমি যখন বলে দিয়েছি যে ৩ হাজার পর্যন্ত যাদের সারকুলেশন আছে তারা বিজ্ঞাপন পাবে, কিন্তু আপনারা বলছেন না ১ হাজার পর্যান্ত যাদের সারকুলেশন আছে তারাও বিজ্ঞাপন পাবে, তাদেরকেও বিজ্ঞাপন দিতে হবে কিন্তু আমি বলি কেন? আমি আপনাকে দায়িত্ব দিলাম কিন্তু আপনাকে দায়িত্ব দিতে পারি না তবুও আমি আপনাকে বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব দিলাম। আপনি আগরতলা শহরের যে কোন ৩টি পত্রিকা রাত ১২টার পরে চেক-আপ করে দেখবেন কয়টি পত্রিকা ছাপা হয়। তারপর আপনি যে রিপোর্ট দেবেন আমি তা গ্রাহ্য করে নেব কারণ ৪ জন বিরোধী দলের সদস্যের মধ্যে আপনি হলেন দল নেতা। সেই হিসাবে আপনার দায়িত্ব আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি "আপনার" বলছেন, চেয়ারকে লক্ষ্য করে বলছেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি চেয়ারকে লক্ষ্য করে কথা বলুন।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় হরিনাথ দেববর্মা যে কথা বলছেন প্রত্যেক গ্রামে হ্যাণ্ডলুমের ইউনিট খোলা দরকার তা খোলার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ওটা আমি চেক-আপ করে দেখব যদি ভাইয়্যাবল হয় নিশ্চয়ই আমরা দেখব। এই রাজ্যে যোগাযোগের সংকট আছে, বাজারের সংকট আছে, তবুও ট্রাইবেল এলাকায় এই ধরনের জিনিষ করা যায় যদি ভায়েবল কণ্ডিশন হয় নিশ্চয়ই আমরা দেখব। কাজেই সব মিলিয়ে আমি যে ডিমাণ্ডগুলি রাখলাম সে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং যে কাটমোশানগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি ঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় রেভেনিউ মিনিস্টার কিছু বলবেন। আমাদের হাতে সময় খুব কম।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রেখেছি তাতে কোন কাট মোশন দেখছি না। আমি তার থেকে ধরে নিয়েছি যে আমার ডিমাণ্ডগুলিকে এই হাউসের সদস্যরা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আলোচনার প্রশ্নে আমি সরকার তরফ থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি উত্থাপন করেছি এবং বামফ্রন্ট সদস্যবর্গরা যেভাবে

বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন তাতে আমার আর বলবার কিছু নেই। তবু বিরোধী দল থেকে উত্থাপিত যে কয়টি প্রশ্ন, তার উত্তরে কয়েকটা কথা বলছি। আমাদের সেই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা বড় জিনিষ, সেটা হল ভূমি সংস্কার। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, আজ সারা ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কার সব চেয়ে জরুরি। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বর্গা চাষিকে বর্গা রেকর্ড দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা ভূমিহীনদেরকে ভূমি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের রাজ্যে ছোট ছোট জোতদারদের, যারা অল্প জমির মালিক, তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তাদের জোত জমিগুলি নিরাপদে নথিভুক্ত করার জন্য রেকর্ডের আপ-গ্রেডিং কাজ শুরু করছি। তার জন্য আমরা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি যাকে বলা হয় পাট্টা পাশ বই। সেটাকে আমরা প্রচলিত করতে চাই। পাট্টা পাশ বই হাতে থাকলে অতি সহজে ব্যাঙ্ক কো-অপারেটিভ সোসাইটি সব অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষকগণ অতি সহজে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। আমরা সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য পাহাড় অঞ্চলে টিলা ভূমিতে কিভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায়, তার জন্য আমরা কতগুলি পরিকল্পনা নিয়েছি। আমরা জাতি উপজাতিদের জমি সংক্রান্ত যে বিরোধের প্রশ্ন আছে, তা উভয় সম্প্রদায়ের সদিচ্ছার ভিত্তিতে মীমাংসার দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। আমরা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে নুতনভাবে জমি জমা বিক্রি করার ব্যাপারে যে ঝামেলা পোহাতে হয় রেজিস্ট্রেশনের যে কপি সেটি পেতে অনেক অসুবিধা হয়, জমিজমাতে যতদিন ব্যক্তিগত মালিকানা শর্ত থাকে সেটাকে অতি সহজ করার জন্য একটাবিশেষ ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এস.ডি.ও. অফিস ডি.এম. অফিস বি.ডি.ও, অফিস আজকে জনগণের অতি নিকটে। আজ এই অংশের যে কর্মচারি তাদের ক্ষেত্রে কাজকর্ম করার যে শক্তি সেটাকে বৃদ্ধি করা, সার্ভের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং আইন আদালত প্রভৃতি অফিস যাতে শর্ত সম্পর্কিত বিষয়ে অল্প খরচে অতি দ্রুত নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তার জন্য আমরা এই বাজেটে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করেছি। এখানে প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি জোতের মালিক এবং অন্যান্য যারা আছে এবং আমাদের অফিসাররা যাতে জোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে শর্ত নবীকরণের ক্ষেত্রে মাঠেই সমস্ত সমাস্যার সমাধান করতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। গত ৩০ বছরে বহু চালাকি অমুক সমক নানা রকমভাবে নিজেদের জোতজমিগুলিকে পরিস্কার করতে তারা পারেনি, যার জন্য ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাতে বিগত দিনের সরকার পারেনি তা করতে আমরা কতগুলি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা আছে যে, সমস্ত এ.ডি.সি, রেভিনিউ অফিসার এবং সাব-রেজিস্ট্রারদের শিক্ষিত করার জন্য তাদের ট্রেইনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে এর ফলে জরীপ বিভাগকে শক্তিশালী করে পুনরায় জরীপের কাজ শুরু করে জমির সত্বকে ঠিক করতে হবে। এবং জমির উপর থেকে যে খাজনা প্রথাটা তুলে দিয়ে জমির আয়কর অর্থাৎ ল্যাণ্ড ট্যাক্স প্রবর্তন করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আজকে এখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে জমির খাজনা প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে এ পর্যন্ত কত লোক উপকৃত হয়েছেন। আমি এর জবাবে বলব যে, লক্ষ লক্ষ লোক—বিশেষ করে গ্রামের গরীব কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। আর এখন যে

ল্যাণ্ড ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে তা হবে আয়ের ভিত্তিতে। সেই আয়ের উপর কি ভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে তা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তাই আমি আশা করি রাজস্ব খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তা এই হাউসের মাননীয় সদস্যগণ সমর্থন করবেন এবং এই ব্যাপারে যে টাকা চাওয়া হয়েছে তা মঞ্জুর হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ড নম্বর ৩২, ৩৩, ৪৫। এখানে আমি যে ৪টি ডিমাণ্ড হাউসের সামনে পেশ করছি—সেগুলি হচ্ছে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট, হাউসিং লোন এবং ওয়াটার সাপ্লাই এ্যাণ্ড স্যানিটেশান সম্পর্কিত ব্যাপারে। হাউসিং লোন গরীব জনসাধারণকে সাহায্য করা হবে, এটা আমি আমার ডিমাণ্ড-এ উপস্থিত করেছি। ডিমাণ্ড নম্বর ২৭ এ যা আমি উপলব্দি করেছি সেটা হচ্ছে যে, পঞ্চায়েতের আরো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে যদিও আমরা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন-এর কাজ শেষ করেছি। আগে যেখানে পঞ্চায়েত'এর সংখ্যা ছিল ৪১৭ বর্তমানে তা থেকে উন্নীত হয়ে পঞ্চায়েত গাঁওসভার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮৯টি গাঁওসভাতে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের দৃস্টিভঙ্গী অনুসারে প্রতিটি গাঁওসভার প্রধানদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদেরকে ট্রেইনিং ইন্‌সটিটিউটে এনে ট্রেইনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য মিনিমাম ৭ দিনের একটি আলোচনাচক্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে যারা ছোট খাটো বিচার আচার করবেন তাদেরকেও অনেকটা শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই জন্য বর্তমান মাসের ৯ তারিখ হইতে ট্রেইনিং ইন্‌সটিটিউটে ট্রেইনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ৩৯১ জন প্রধানদের এই ট্রেইনিং দিতে মোট চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে, যার জন্য সরকারকে এ বাবদে একটু বেশী খরচ করতে হবে। এ ছাড়াও বর্তমানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। তাছাড়া প্রতিটি গাঁওসভাতে একটি করে পঞ্চায়েত অফিস ঘর নির্মাণ করতে হবে। গাঁওসভার অধীনে ছোট ছোট লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য বইপত্র, খেলাধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করতে হবে। কাজেই হাউসের কাছে আমি যে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য চেয়েছি আমি আশা করব হাউস তা মঞ্জুর করবেন। দ্বিতীয়তঃ কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট এর জন্য আমি যে অর্থ চেয়েছি আমি আশা করব হাউস তা মঞ্জুর করবেন। আরেকটি হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাই এবং সেনিটেশান। আজকে বিভিন্ন জায়গায় অনেক নূতন নূতন বাজার, হাট গড়ে উঠেছে যেখানে পানিয় জল সরবরাহ এবং সেনেটারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এ ছাড়া কৃষি জমিতে জল-সেচের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। এগুলির উন্নতি করা দরকার। এ ছাড়া আছে হাউসিং লোন। এই হাউসিং লোন তিনটি ক্রাইটীরিয়নে দেওয়া হয়। এগুলি হচ্ছে এল, আই, জি এম, আই, জি, এবং ভিলেজ হাউসিং, এই ভাবে দেওয়া হয়। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গরিব মানুষদের সাহায্য দিয়ে তাদের ঘর বাড়ী তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন। প্রতিটি গাঁও সভার আওতায় যারা গরীব—ঘরবাড়ি তৈরী করার মত সামর্থ তাদের নেই, বামফ্রন্ট সরকার সেই

সব গরীবদের হাউসিং লোন দিয়ে তাদের বাড়ি ঘর তৈরি করতে সাহায্য করবেন। আর গ্রাম পঞ্চায়েত হচ্ছে গণতন্ত্র গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারনের একমাত্র মাধ্যম। সেই হিসেবে আজকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লক পঞ্চায়েত কমিটির কাজও, তাদের সংগঠন সরকার-এর মধ্যেই শেষ করতে চেষ্টা করছেন। কাজেই আমি আশা করছি হাউস, আমি যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছি তা মঞ্জুর করবেন। ডিমাণ্ড নং ৩২ এ আমি চেয়েছি ৪৭,২৫,০০০ টাকা, ওয়াটার সাপ্লাই এবং সেনিটেশনি বাবদ আমি চেয়েছি ১,২৫,৯৩৭ টাকা। ডিমাণ্ড নম্বর ৪৭ এ চেয়েছি---১৯,৫৭,০০০ টাকা।

আমি আশা করি হাউস এই ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এটা দেখলাম যে শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ডিমাণ্ড নম্বার ১৮---মেজর হেড ২৮২---এতে কাটমোশন এনেছেন ১০০ টাকা কমাবার জন্য ফর ফেলুয়র টু কন্ট্রোল ওয়েষ্টফুল একসপেন-ডিচার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮---মেজর হেড ২৮০ মেডিকোল-এতে আমি ২,৫০,৬০০ টাকা মঞ্জুরী চেয়েছি। এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজকর্মের প্রসার বিগত দেড় বছরে আগের অন্যান্য বছরের তুলনায়, বলতে পারি গত ৩০ বছরে যা ঘটেছে তার তুলনায় অনেক বেশী বেড়েছে। এক সময় ছিল যে সমস্ত হেলথ ডিপার্টমেন্টটা ডি. এম হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে ছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে ডি. এম. হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট দিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা হত। এদিক থেকে এখন বিভিন্ন ডিসট্রিকট হসপিটালগুলি অন্যভাবে চলছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার ত্রিপুরায় আমি একটা তথ্য তুলে ধরতে পারি যাতে বুঝা যাবে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পপুলেশান গ্রোথটা যেমন আছে, সেই অনুযায়ী চণ্ডীগড়ে প্রতি ১২৭ জনে একজন ডাক্তার আছে, অন্ধ্র প্রদেশে ২,২৪০ জনে একজন ডাক্তার আছে, কেরালায় ২,২৮৫ জনে একজন ডাক্তার আছে। সেই ক্ষেত্রে ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরার পপুলেশান অনুযায়ী প্রতি ৮,৫৬২ জনে একজন ডাক্তার আছে। তাহলে এই ভাবে যদি বাজেট হয় তা হলে সেই বাজেট দিয়ে ত্রিপুরার চাহিদা মেটানো যাবেনা। সেটা বিরোধী পক্ষের যিনি কাটমোশান এনেছেন তিনি বুঝবেন। তিনি নিজেও বলেছেন যেখানে হাসপাতাল এবং ডাক্তারের আরও বেশী প্রয়োজন রয়েছে সেখানে আমরা ডাক্তার-দের বলতে পারি না যে বিনা বেতনে তোমরা ত্রিপুরার জনগণের জন্য কাজে যোগ দাও। আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অভাব তা সত্বেও আমরা সাব-ডিভিশন লেভেলে পর্যন্ত চেষ্টা করব যাতে রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা যায়। এমন কি ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেওয়ার ব্যাপারটা কার্যকরী করা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। আমরা পোষ্ট গ্রাজুয়েট পড়ার জন্য কোয়ালিফিকেশান পর্যন্ত রিল্যাকস করে দিয়েছি বিশেষ করে এদের পাওয়ার জন্য। এমনও ডিসপেন-সারী ত্রিপুরায় আছে যেখানে এখনও ডাক্তার এমন কি কম্পাউনডার পর্যন্ত দিতে পারছি না।

কম্পাউণ্ডারের অভাব দূর করবার জন্য আমরা ক্ষমতায় আসার পরে ২২টা ছেলেকে নিয়ে একটা ট্রেনিং চালু করেছি। স্বাস্থ্যের জন্য যে কাটমোশান এনেছেন সেটা যদি এদের ভাষায় ওয়েস্টফুল এক্সপেনডিচার হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে ই আমি বলব যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যে খরচ সেটা ওয়েস্টফুল এক্সপেনডিচার নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন জনসাধারণের শতকরা ৮০ ভাগ সমর্থন আমরা পেয়েছি এবং তখন দেখেছি মুমূর্ষু অবস্থায় একটা স্বাস্থ্য দপ্তর। সেটাকে খাড়া করে নিয়েছি। যেখানে গ্রামাঞ্চলে গ্রামের মানুষ ২০।২২ মাইল রাস্তা হেঁটে পীচের রাস্তার সন্ধান পায় সেখানেও আমরা চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়েছি। এই অবস্থায় যে টাকা ধরা হয়েছে ২,৫০,৬,০০০ টাকা, আমি মনে করি এই টাকা এই খরচের জন্য যথেষ্ট। অতএব এখান থেকে কোন টাকা কমাবার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। অতএব স্বাস্থ্য খাতে যে টাকা আমি চেয়েছি তার উপর যে কাটমোশান এনেছেন সেটাকে তুলে নিতে প্রনি অনুরোধ করব (এ ডায়েজ —অফিস এক্সপেন-ডিচারকে ওয়েসটফুল বলেছি) এখানে শুধু অফিস এক্সপেনডিচারের জন্য টাকা ধরা হয়নি। এখানে সমস্ত খাতেই ধরা হয়েছে। শুধু অফিস এক্সপেনডিচারের জন্য আমি কোন পৃথক হেডে টাকা এখানে রাখি নি সুতরাং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যেসব কাট মোশান এসেছে, সেগুলি অবৈধ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, কোন ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান রাখাটা বৈধ কি অবৈধ হয়েছে তা বলার অধিকার কোন মন্ত্রীর আছে কি?

মিঃ স্পীকার ঃ —না, কাট মোশানটা অনুপযুক্ত হয়েছে, এই কথাই উনি বলতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—যা হউক, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাট মোশান দিয়েছেন, সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং সংগে সংগে আশা করছি যে হাউস আমার ডিমাণ্ডগুলির মঞ্জুরী দিবেন।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১ এই হাউসের মঞ্জুরীর জন্য সভার সামনে রেখেছি। এই ডিমাণ্ডে বরাদ্দকৃত টাকা ত্রিপুরা রাজ্যে যে অন্যান্য মানুষগুলি আছে, তাদের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে ধরা হয়েছে। উত্তর পূর্ব অঞ্চল পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ১৯৭৮-৭৯ সালে ৪০০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই ডিমাণ্ডে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই ডিমাণ্ডের মেজর হেড ২৯৯এ স্পেশাল এ্যাণ্ড ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াস (যেখানে শিফটিং কালটিভেশান কন্ট্রোল অব সিফ্‌টিং কাল্‌টিভেশান) মাধ্যমে ত্রিপুরাতে রাবার ও কফি চাষের উন্নতির জন্য মোট ৮,৬০,০০০ টাকা উত্তর পূর্ব অঞ্চল পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছে, এর মধ্যে রাবার প্লেনটেশান এবং নার্সারীর জন্য ৫,৬০,০০০ টাকা এবং কফি নার্সারীর জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত অর্থের দ্বারা ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশান বর্তমান আর্থিক বছরে ৩,৫০০ হেক্টর জমিতে প্লাই উড এবং রাবার নাসারী তৈরী করবে এবং ৩৩৯ হেক্টর জমিতে কফি নার্সারী তৈরী করা হবে। সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কঞ্জার্ভেশানের মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বছরে

জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার যে কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে, তাও এই ডিমাণ্ডের মধ্যে রয়েছে। এর ফলে নদী অববাহিকায় বন ও ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত প্রায় ৫৫০ হেক্টার এলাকায় বনায়ন ও জলাধার ইত্যাদি তৈরী করে ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া বিধ্বংসী জুম প্রথা থেকে তাদেরকে সরিয়ে এনে, উৎপাদনমূলক কাজে নিযুক্ত করবার জন্যও এই ডিমাণ্ডের মাধ্যমে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কঞ্জারভেশান এর সাহায্যে উদ্ধৃত জলাধারে যে পলিমাটি জমি এবং জলাধার অববাহিকায় যে ভূমিক্ষয় হয় তার সংরক্ষণের কার্যসূচীও এই ডিমাণ্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি ভারত সরকারের ১ শত পার্সেন্ট অনুদান অনুযায়ী ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে নেওয়া হয়েছে এবং পরিকল্পনার সাহায্য ১০০টি ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কাজেই আমি আশা করি আমি এই যে ডিমাণ্ড হাউসের সামনে রেখেছি, তা এই হাউস মঞ্জুরী দিবেন।

মিঃ স্পীকার---এখন ডিমাণ্ড ও কাট মোশানের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের হাতে মাত্র ৪ মিনিট সময় আছে, কাজেই আমাদের যে সমস্ত কাট মোশান এবং ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে, সেগুলি ভোট দিতে হ'লে হাউসের সময় আরও এক ঘণ্টা বাড়াতে হবে। আমি আশা করি হাউস আমার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হবেন।

Mr. Speaker—Now the discussion is over. Now I am putting the Demands to vote

Now the question before that the motion moved by the Minister for Revenue etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 85,86,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980, in respect of Demand No. 4 (Major Head 220-Collection of Taxes on Income and Expenditure-Rs. 33,000/-) (Major Head 229-Land Revenue-Rs. 75,94,000/-), (Major Head 230 Stamped and Registration Rs. 5,79,000/-) (Major Head 240 Sales Tax Rs. 3,80,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Minister for Revenue and Labour etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 2,51,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 5 (Major head-239-State Excise Rs. 2,49,000/-) (Major Head-245 Other Taxes and Duties on Commodities and Services-Rs. 2,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Minister for Revenue etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 71,80,000/- exclusive charges expenditure of Rs. 3,70,000/-[inclusive of the sums specified

in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 10 (Major Head 253-District Administration Rs. 71,80,000/-)

It was put to voice and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Minister for Revenue etc. Departments that sum not exceeding Rs. 95,12,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill,1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 26 (Major Head 289-Relief on Account of Natural Calamities-Rs. 18,00,000/-) (Major Head 295-Other Social and Community Services (Up-keep of Shrines, Temples etc. Rs. 2,62,000/-) (Major Head 304-Other General Economic Services (Land Ceiling and Land Reforms)-Rs. 74,50,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Minister for Revenue etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 2,20,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 46 (Major Head 695-Loan for Other Social and Community Services-Rs. 2,20,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Minister for Industry etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 18,61,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 44,000/- [inclusive of the sums specified in cloumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1980 in respect of Demand No. 1 (Major Head 211-Parliament State/ Union Territory Legislature—16,61,000/-) (Major Head 288-Social Security and Welfare (Pension to M.L. As.)—Rs. 2,00,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 21 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlaying the demand-Disapproval of Government policy in respect of Field Publicity, was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Demand No. 21 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy under'aying the Demand—Disapproval of the Advertisement Policy of the Government, moved by Shri Nagendra Jamatia was put to voice vote and lost

Now the question before the House is the motion moved by the Minister for Industry etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 46,52,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come-in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 21 (Major Head 285-Information and Publicity—Rs. 39,07,000/-) (Major Head 339—Tourism-7,45,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting the cut motion on Demand No. 34. Major head—321.

The question before the House is the motion moved by Shri Harinath Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that Need to establish a Handloom Centre at Ramnagar village under Bishalgarh Block.

The motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,36,63,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1979-/] be granted to defray the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 34 (Major Head 299-Special and Backward Areas (N. E. C Schemes for Village and Small Industries) Rs 2, 47,000 (Major Head 320-Industries Rs. 5,87,000) (Major Head 321-Village and Small Industries. Rs. 1,28,29,000) was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceedings Rs. 15,00,000/[-inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduld to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 38 (Major Head 483-Capital outlay on Housing Subsidised Housing Scheme)-Rs. 7,00,000) (Major Head 500-Investment in General Financial and Trading Institutions (Industries)-Rs. 8,00,000), was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting the cut motions on Demand No. 44.

The question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Reang that the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlaying the Demand viz.

Disapproval of the Government policy in respect to paper mill.

The motion was put to voice vote and lost.

The question before the House is the motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on share capital contribution to Tripura Jute Mill.

The motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 35,00,050 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979.] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 44. (Major Head 526 Capital Outlay on Consumer Industries) (Jute Mill, Paper Mill & Tea Industry)-Rs. 3[illegible]). (Major Head 530-Investment in Industrial Finacial Institution)-Rs. 1[illegible],000), was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister is that a sum not exceeding Rs. 3,59,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 47.

(Major Head 698-Loans to Co-operative Societies (Industry Rs. 41.000) (Major Head 720-Loans for Industrial Research and Development Rs. 13,000) (Mojor Head 721-Loans for Village and Small Industries Rs. 3,05,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble C. D. & Panchayat Minister is that a sum not exceeding Rs. 47,25,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 32.

(Major Head 314-Community Development Rs. 47,25,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble C. D. & Panchayat Minister is that a sum not exceeding Rs. 1,25,93,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to

the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 33.

(Major Head 314-Community Development (Water supply & Sanitation)- Rs. 1,25,93,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is pas ed.

Mr Speaker—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble C. D. & Panchayat Minister is that a sum not exceeding Rs. 19,05,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 45.

(Major Head 683-Loans for Housing Rs, 19,05,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

* * *

Mr Speaker :—Now I am putting the cut motion on Demand No. 18 to vote

The question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Reang "that the amount be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses."

The cut motion was put to voice vote and lost.

Mr Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble C D. & Panchayat Minister is that a sum not exceding Rs. 3,01,34,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979]. be granted to defray the charges which will come in course payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 18.

(Major Head 265—other Administrative Services-(Vital Statistics)- Rs. 1,36,000) (Major Head 280-Medical-Rs. 2,50,06,000) (Major Head 282 Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 48,90,000) (Major Head 295 other Social and Community Services-Rs. 2,000) (Major Head 299- Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes)-Rs. 1,00,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Health and Family Welfare Minister is that a sum not exceeding Rs. 23,45,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted

* * * Foot Note—Rescinded as ordered by the Speaker on 7.6.79.

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Marchr, 1980, in respect of Demand No. 19.

(Major Head 281 Family Welfare Rs. 23,45,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Forest Minister is that a sum not exceeding Rs. 2,45,15,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 31.

(Major Head 299—Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes for control of shifting cultivation) Rs. 8,10,000) (Major Head 307 Soil and water Conservation (Forest) Rs. 46,00,000) (Major Head 313 Forest Rs. 1,91,05,000) was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

মিঃ স্পীকার ঃ—হাউস আগামী বৃহস্পতিবার ৭ই জুন, ১৯৭৯ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Starred Question No. 6 Annexure—'A'

By Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। আগরতলা সহ রাজ্যের সকল মহকুমা শহরের রিক্সা শ্রমিক ও দরিদ্র গৃহহীনদের জন্য ঘর তৈরী করার জন্য জমি ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। যদি থাকে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন শহরে কত জনকে জমি ও কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রিক্সা শ্রমিকদের জন্য আলাদা ভাবে ঘর তৈরী করার জন্য জমি ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয় নাই। তাহারা দরিদ্র ভুমিহীনদের পরিকল্পনার আওতায় আসিবে।

২। রিক্সা শ্রমিকদের জন্য আলাদা হিসাব রাখা হয় না।

Admitted Starred Question No. 47 By Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য সি, এম, ডি এর (সি, এম, ডি, এ) কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে কি না ?

২। পাওয়া গেলে তা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে এবং কি কি পরিকল্পনার জন্য পাওয়া যাবে ?

উত্তর

১। সি, এম, ডি এর নিকট আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য পৌর সংস্থা থেকে কোন রকম আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 60 By Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased state :—

১। ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৮ ইং থেকে ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত রাজ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। অনাহারে জনিত কারণে মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ সংবাদ সরকারের গোচরিভূক্ত নহে।

Admitted Starred Question No. 77 By Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ফরেষ্ট লোক্যাল কমিটি টি, জি, ই, এর পক্ষ থেকে ১৯৭৮ ইং সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা জুলাই যথাক্রমে ৪৪টি ও ১৯টি দাবী সম্বলিত সনদ সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে ঐ দাবীগুলি পুরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ৪৪ দফা দাবী সম্বলিত সনদ ফরেষ্ট লোক্যাল কমিটির পক্ষ টি, জি, ই, এর নিকট হইতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ১৯৭৮ ইং সনের ১লা জুলাই তারিখের কোন দাবী সনদ পাওয়া যায় নাই।

২। উপরোক্ত ৪৪ দফা দাবী সনদ নিয়া টি, জি, ই, এর প্রতিনিধিদের সাথে ৬, ৭, ৭৮ ইং ও ৭, ৯, ৭৮ ইং তারিখে বনমন্ত্রী, বন দপ্তরের সচিব এবং প্রধানদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনার বিষয়বস্তু তাহাদের যথাক্রমে ৬-৯-৭৮ ও ৩০-১০-৭৮ ইং তারিখে জানানো হইয়াছিল। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি বিষয়ে বিবেচনার জন্য পাশ্ববর্তী রাজ্য হইতে তৎসংক্রান্ত নিয়মনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ সংগ্রহ করা হইতেছে এবং কতকগুলি বিষয় এখনও বিবেচনাধীন আছে। কতকগুলি বিষয়ে আবার টি, জি, ই, এর নিকট হইতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চাওয়া হইয়াছে এবং কতগুলি বিষয় নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Starred Question No. 87.

By :—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার কোন কোন চা বাগানের মালিক বাগান সম্প্রসারণের নাম করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি দখল করে রেখেছেন,

২) সত্য হইলে সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা,

৩) ত্রিপুরায় কোন কোন চা-বাগানের দখলে খাসভূমি আছে,

৪) থাকিলে এইরূপ বাগানের সংখ্যা কত এবং তাদের দখলীকৃত মোট খাস-ভূমির পরিমাণ কত ; এবং

৫) ঐ ভূমির বন্দোবস্ত সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিবেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) চা-বাগানগুলিকে সিলিংএর আওতা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার সময় ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার নিয়মাবলীর ২১১ নং নিয়ম মতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য ভূমি দেওয়া হইয়াছে। যদি বাগান মালিকগণ নির্দিষ্ট সময় মধ্যে ঐ ভূমি ব্যবহার না করেন তবে উক্তরূপ অব্যাহতি তুলে নেওয়া হবে।

৩) ক) রাম দুর্লভপুর, খ) রাণীবাড়ী, গ) মহেশপুর ঘ) বিক্রমপুর, ঙ) হাফলংছড়া, চ) সরলা, ছ) ব্রজেন্দ্রনগর, জ) গোপালনগর।

৪) ৮টি বাগানের দখলে মোট ১২২৪·৪৫ একর খাস জমি আছে।

৫) হ্যাঁ, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডি, এম এবং এস, ডি, ও গণকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত রিপোর্ট পাইলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Starred Question No. 91.

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ভূমি ছাড়া আর কি কি সুযোগ দেয়া হয়েছে বা হবে ?

উত্তর

ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুযোগ দেওয়া হয় :—

১) ভূমিহীন কৃষকদের (সিডিউল্ড কাস্ট/ট্রাইব ব্যতিত) আর্থিক সাহায্য, পূর্বে স্কিম অনুযায়ী কৃষি ভূমি উন্নয়ন, গৃহ নির্ম্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৯১০ টাকা ঋণ ও গ্রান্ট হিসাবে দেওয়া হইত। পরবর্তী সময়ে স্কিমটি সংস্কার

করিয়া যাহারা লোঙ্গা জমিতে এলটমেন্ট পাইবে তাহারা ১০০০ টাকা ও যাহারা টিলা ভূমিতে এলটমেন্ট পাইবে তাহারা ২৯০০ টাকা হিসাবে সাহায্য পাইবে। যে সব ক্ষেত্রে পূর্বের স্কিম অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির সাহায্য পাইয়াছে তাহাদিগকে নূতন স্কিমে দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ৫০০ টাকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাদ দিয়া সাম্য রক্ষা করা হয়।

২) মিনিমাম্ নিডস্ প্রগ্রাম অনুযায়ী ঐ প্রকার পরিবার দিগকে বাসভূমি সংস্কারের জন্য এককালীন ১৫০ টাকা দেওয়া হয়।

৩) এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় স্কীমে ও ভূমি উন্নয়ন ও চাষের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়।

Starred Question No. 100

By—Shri Drao Kr. Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য রাজ্য সরকার দেশী মদ আমদানীর কোন নূতন লাইসেন্স মঞ্জুর করেছেন কি;

২। করে থাকলে তা কার কার নাম, এবং

৩। এই লাইসেন্স কি টেণ্ডার এর ভিত্তিতে না নেগোসিয়েসানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। না,

২ |
৩ | প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—102

By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কি, যে রাজ্যের সীমান্তবর্তী চা-বাগানগুলি স্থানীয় শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বাংলাদেশের নাগরিকদের কম পারিশ্রমিকে বাগানের কাজে নিয়োগ করে চলেছেন ; এবং

২। যদি অবগত থাকেন তাহলে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

১। সীমান্তবর্তী চা-বাগানে স্থানীয় শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া কোনও বাংলাদেশ শ্রমিককে নিয়োগ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 129.

By—Shri Gautam Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ফরেষ্টার ও ফরেষ্টগার্ডদের ট্রেনিং এর সময়ে কত টাকা করে মাসিক ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়,

২। এই হার বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমান সরকারী নিয়মানুসারে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে ফরেষ্টারদের মাসিক ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা এবং ফরেষ্টগার্ডদের মাসিক ২০ (বিশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

২। হ্যাঁ, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Starred Question No. 146.

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল ও দক্ষিণ পদ্মবিল গাঁওসভার কিছু ভূমিহীন পরিবার নিজেরাই দুটি কলোনী স্থাপন করে বসবাস করছেন এবং সরকারের নিকট ঐ ভূমিতে পুণর্ব্বাসন পাওয়ার জন্য আবেদন করেও তা পাচ্ছেন না ;

২। ঘটনা সত্য হয়ে থাকলে এই ব্যপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, উত্তর পদ্মবিল ও দক্ষিণ পদ্মবিল মৌজায় প্রায় ৭০টি ভূমিহীন পরিবার খাসের জমি দখল করিয়া বসবাস করিতেছেন,

২। ক্রমে ক্রমে ঐ পরিবার দিগকে ঐসব জমির উপযোগিতা এবং পরিমাণ বিবেচনা করিয়া তাহাদের নামে এলটমেণ্ট দেওয়া হইতেছে।

Starred Question No. 152.

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর বিভাগের রাহুমছড়া গাঁওসভার সুন্দিবাসা গাঁওসভায় কতটি ভূমিহীন পরিবারকে কবে পুণর্বাসন দেওয়া হয় ;

২। পুণর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা কত এবং প্রত্যেক পরিবার তাদের নিজ নিজ ভূমি সমঝে পেয়েছেন কিনা ,

৩। না পেয়ে থাকলে কারণ কি এবং জমি সমজে না পাওয়া সত্বেও তারা বিভিন্ন কিস্তিতে টাকা পেলেন কি করে?

উত্তর

১। মোট ৬১ জন ভূমিহীনকে ১৯৭২-৭৩ ইং সনে এবং ১৯৭৪-৭৫ সনে ৩০ জন ভূমিহীনকে পুণর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। মোট ৯১টি ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি এলটমেণ্ট দেওয়া হয় প্রত্যেক পরিবারকে ভূমি সমজে দেওয়া হয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 154.

By—Shri Rudreswer Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

১) কমলপুর, মোহনপুর ও উদয়পুর ব্লকে এ পর্যন্ত কতজন বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২) বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার জন্য জোতদার মহাজনরা বল প্রয়োগ করেছেন এই রকম কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত সরকারের গোচরে এসেছে কিনা;

৩) এসে থাকলে ঐ সব ক্ষেত্রে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

ANSWER.

১) মোহনপুর ব্লকে—১৮০ জন বর্গাদার।
কমলপুর ব্লকে—৩০৯ " "
উদয়পুর ব্লকে—২০৬ " "

২) হ্যাঁ।

৩) ত্রিপুরা লেণ্ড রেভেনিউ ও লেণ্ড রিফর্মস আইনের ধারা সংশোধন করিয়া বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্গাদারগণকে আইনের সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

STARRED QUESTION NO. 155.

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Ministr in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state:—

১) সাড়ে সাত কাণি জমি নিষ্কর ঘোষণা করার ফলে কত কৃষক পরিবার উপকৃত হবেন;

২) পাঁচ কাণি জমির নীচে আছে এমন কৃষক পরিবার সংখ্যা ত্রিপুরাতে কত ?

ANSWER.

১) প্রায় ২,৪৭,০০০ পরিবার।

২) প্রায় ২,২৩,০০০ পরিবার।

STARRED QUESTION NO. 157.

By Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

১) সরকার পরিচালিত মন্দিরগুলোতে মোট কতজন পুরোহিত আছেন ;

২) তারা কত টাকা করে বর্ত্তমানে মাসোহারা পান ;

৩) এ ব্যাপারে সরকারের বাৎসরিক কত টাকা খরচ হয় (১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯ সনের হিসাব) ;

৪) মন্দিরগুলো থেকে সরকারের আয় হয় কিনা ;

৫) যদি হয় তাহলে ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে মোট কত আয় হয়েছে ?

ANSWER.

১) ৩০ জন পুরোহিত আছেন।

২) ১০০্ টাকা হইতে ২২২্ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন হারে মাসোহারা পান। কিন্তু উদয়পুরে মাতাবাড়ী ও জগন্নাথ বাড়ীর পুরোহিতগণ মাসোহারা পান না। তাঁহারা ধর্ম্মার্থিদের দেয় প্রণামীর অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

৩) ১৯৭৭-৭৮ইং এ মোট ব্যয় হয় ১২,১৮২ টাকা ও ১৯৭৮-৭৯ইং এ মোট ব্যয় হয় ২৩,০৬৪ টাকা।

৪) হ্যাঁ।

৫) ১৯৭৭-৭৮ইং অর্থিক বৎসরে মোট আয় হয় ৮,৪৩১'৯৬ পয়সা ও ১৯৭৮-৭৯ইং আর্থিক বৎসরে আয় হয় ৯,০৬০'৬৩ পয়সা।

STARRED QUESTION NO. 163

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। গত ১৯শে মার্চ-এর রাতের ঘূর্ণিঝড়ে মোট কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল,

২। ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের কি ধরনের সরকারী সাহায্য দেয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৮ ইং মার্চের ঘূর্ণিঝড়ে মোট ২০৩১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২। ঘূর্ণিঝড়ে মৃত ৭ ব্যক্তির পরিবারদিগকে এককালীন অনুদান হিসাবে প্রতি পরিবারকে ৫০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়া, শিবিরে থাকাকালীন সময়ে দুঃস্থদের মধ্যে শুষ্ক খাদ্য (যথা চিড়া, গুড়) গুড়া দুধ এবং ডোল হিসাবে নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহাদি মেরামত বা পুনঃ নির্মাণের জন্য বিনা মাশুলে বনজ সম্পদ (যথা বাঁশ, ছন, কাঠের খুটি) এবং গুনা বা রসি বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প অনুযায়ী বিনষ্ট গৃহাদি সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের কাজ করার জন্য দুঃস্থ ব্যক্তিদের কর্ম সংস্থান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের অনুর্দ্ধ ৫০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম বেতন মঞ্জুর করা হয়েছে।

Admitted Starred question No. 178

By—Shri Keshab Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deptt. be pleased to state—

১। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং পর্যন্ত রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কয়টি ফরেষ্ট ভিলেজ ছিল,

২। এই গ্রামগুলির মধ্যে কয়টিতে পূর্ণ এবং কয়টিতে আংশিক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, (১৯৭৭ ইং পর্য্যন্ত)

৩। বর্তমানে (বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর) বন বিভাগের অন্তর্গত কোন জায়গায় নতুন গ্রাম সৃষ্টি হচ্ছে কিনা,

৪। হয়ে থাকলে কোন বিভাগে কয়টি হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত "সংরক্ষিত বনাঞ্চলে" ৬৩টি এবং "প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলে" ১৪টি ফরেষ্ট ভিলেজ ছিল।

২। ১৯৭৭ ইং পর্যন্ত বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ১টি ফরেষ্ট ভিলেজ পূর্ণ ভাবে এবং ৪২টি ফরেষ্ট ভিলেজ আংশিক ভাবে রিজার্ভমুক্ত করা হয়। বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বিষয়টি রাজস্ব দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে।

৩। বামফ্রন্ট সরকার ৫. ১. ৭৮ ইং সনে ক্ষমতায় আসার পর বন বিভাগের তত্বাবধানে তিনটি জায়গায় "জুমিয়া পুনর্বাসন কেন্দ্র" স্থাপন করা হইয়াছে।

৪। এই তিনটি জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনীর দুইটি ধর্মনগর মহকুমায় এবং অপরটি সাব্রুম মহকুমায় অবস্থিত।

Starred Question No. 180

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের মোট সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক ভাবে);

২। বাজারগুলোর মধ্যে কয়টি প্রাত্যহিক, কয়টি অর্দ্ধ সাপ্তাহিক, কয়টি সাপ্তাহিক ;

৩। অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত বাজার ত্রিপুরায় আছে কিনা;

৪। থাকিলে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কয়টি বাজার নিয়ন্ত্রন করেন ?

উত্তর

১।	রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত—	১৬৬টী
	ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত --	৯৫টী
	অন্যান্য সংস্থার নিয়ন্ত্রিত—	৫৫টী
		৩১৬টী
২।	প্রাত্যহিক বাজার—	১২টী
	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক বাজার —	২৬৪টী
	সাপ্তাহিক বাজার—	৪০টী
		৩১৬টী

৩। হ্যাঁ

৪। সদর বিভাগে মোট ৫৩টি বাজার অন্যান্য সংস্থার যথা চা-বাগান, সর্ব্বার্থ সাধক কো-অপারেটিভ সোসাইটি নিয়ন্ত্রন পুর্ণবাসন দপ্তরের অধীন খাস ভূমির উপর (কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়) আছে এবং ধর্ম্মনগর বিভাগে ২টি বাজার (কদমতলী ও প্রেমতলা) গাঁও পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রনে আছে।

Admitted Starred Question No. 206

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ভাটি অভয়নগরের শ্রীওয়ালী উল্লাহ মোল্লার বাড়ীতে সরকারী

যে টিউব ওয়েলটি ইনষ্টল করা হইয়াছে তাহা জনসাধারণ ব্যবহার করিতে পারিতেছে না।

২। ইহাও কি সত্য উক্ত, টিউব ওয়েলটি স্থানান্তরিত করার জন্য আগরতলা পৌরসভার স্থানীয় কমিশনার সহ উক্ত এলাকার কয়েকজন প্রতিনিধি পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে কিছুদিন পুর্ব্বে ডেপুটেসান দিয়েছেলেন ?

৩। সত্য হলে স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে উত্তর টিউব ওয়েলটি এখন পর্যন্ত স্থানান্তরিত না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

২। না।

৩। স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইহয়াছে।

Starred Question No. 212.

By—Shri Swarijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। পরিত্যাক্ত খোয়াই বিমান বন্দর অধিগ্রহনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোন পত্রালাপ হয়েছে কি ?

২। ইহা কি সত্য অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র যোগে উক্ত বিমান বন্দরটি রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছেন ;

৩। সত্য হইলে পত্রের বয়ানটি প্রকাশ করিবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। পত্রের নকল এতদ সঙ্গে দেওয়া হইলে।

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

STARRED QUESTION NO. 214 By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১) বর্গাদারকে উচ্ছেদ করার জন্য মিথ্যা মামলা, হয়রানি, ভাড়াটে লোক দিয়ে বলপুর্ব্বক জমির ধান কেটে আনা এবং আক্রমন চালানো হচ্ছে অভিযোগ করে কত

আবেদন দরখাস্ত বর্গাদাররা করেছেন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

২) এই সকল দরখাস্ত বা অভিযোগের কত সংখ্যক রেভিনিউ অফিসার, তহশীল এবং কত সংখ্যক অন্যান্য দপ্তরে জমা পড়েছে;

৩) সরকার বর্গাদারদের রক্ষা করতে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER.

১)
২) } বর্তমান আইনানুযায়ী যদি খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ করা থাকে তবে বর্গা-দারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে ক্রিমিনেল ও সিভিল আইনানুযায়ী বর্গাদারদের হয়রানী, উচ্ছেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার একমাত্র ব্যবস্থা আছে। রাজস্ব অফিসারদের এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার করার ক্ষমতা নাই। উক্ত কারণে, বর্গাদারদের হয়রানী, উচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে দরখাস্ত রাজস্ব অফিসারদের গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠে না।

৩) ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ ও লেণ্ড রিফরমস (পঞ্চম সংশোধনী) বিল ১৯৭৯, ত্রিপুরা বিধানসভা কর্তৃক পাশ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই বিলে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা ও বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধার বিধান চাওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্গাদারদের বে-আইনী ভাবে উচ্ছেদের প্রতিরোধ ও জমি পুনরুদ্ধার করার বিধানও এই বিলে চাওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা বর্গাদার ও মাজিনেল ফার্মার (পেজেন্ট অব লিগেল এক্সপেন্স) রুল ১৯৭৯ এ বর্গাদারদেরও মার্জিনেল ফার্মারদের ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ ও লেণ্ড রিফরমস্ এক্ট ১৯৬০ এর যে কোন ধারা প্রয়োগের ফলে উদ্ভত সিভিল রেভিনিউ অথবা ক্রিমিনেল কেইস্ পরিচালনা করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 238

By—Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বে-সরকারী মটর শ্রমিকদের জন্য কোন নিম্নতম মজুরী বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে কি ? হয়ে থাকলে সেই বোর্ড কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ? এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকলে সেগুলো পালন করা হচ্ছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। ত্রিপুরা রাজ্যে বেসরকারী মটর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৭৯ ইং সনের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটির সুপারিশক্রমে ১৫।৪।৭৯ইং তারিখ হইতে মাসিক মং ৩৫ টাকা অন্তরবর্ত্তী কালীন বর্দ্ধিত মজুরী চলতি বেতনের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্ত

কোন সংস্থা কর্তৃক পালিত হয় নাই বলিয়া কোন প্রতিবেদন শ্রম-দপ্তরে আসে নাই। কমিটির কাজ এখনও চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 242

By—Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble minister in-charge of the Local Self Government be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পৌর সভার মত রিক্সা নিয়ামক আইন নোটিফাইয়েড এরিয়াগুলিতে চালু করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা;

২। চিন্তা করে থাকলে কবে নাগাদ তা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ। সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করিতেছেন।

২। ঠিক কোন্ তারিখ হইতে এই আইন এবং নিয়মাবলী চালু করা হইবে তাহা সরকার নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন।

STARRED QUESTION NO. 243

By—Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জোলাইবাড়ীর জোতদার বরদা রায় সুকুমার বৈদ্য, বিলোনীয়ার জোতদার হিরালাল সাহা এবং শান্তির বাজারের জোতদার গৌরাঙ্গ দাম এদের সিলিং বহির্ভূত অনেক জমি আছে;

২) সত্য হইলে এদের প্রত্যেকের মোট জমির পরিমাণ এবং সিলিং বহির্ভূত জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছেন কি?

উত্তর

১) বিলোনীয়া বিভাগে জমির উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারণ করার সময় বরদা রায়, সুকুমার বৈদ্য, হিরালাল সাহা এবং গৌরাঙ্গ দাম এদের দখলে সিলিং (উর্দ্ধসীমা) বহির্ভূত কোন জমি ছিল না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 262

BY—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department to be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ভূমিহীনদের যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে উক্ত ভূমিতে বসবাসকারীগণ স্বহস্তে রোপিত ফলবাগান (আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি)

বৃক্ষগুলির উপর বন বিভাগ কর্তৃক যে মাশুল ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা মুকুব করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। না। বন বিভাগ কোন প্রকার মাশুল আদায় করে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 267.

By—Shri Mandida Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deparment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর এলাকার মনু ছৈলেংটাব ফরেষ্টারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উক্ত এলাকার জনগণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছেন, এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর এলাকার মনু ছৈলেংটা নামীয় কোন ফরেষ্ট অফিস নাই। অতএব ঐ অফিসের ফরেষ্টারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রশ্নই আসে না।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন আসে না।

Annexure "B"

UN-STARRED QUESTION NO. 1.

By—Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯-র ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কোন দপ্তরে কত লোককে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ এবং পুর্নবহাল করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব);

২। এখনও পর্য্যন্ত কোন্ দপ্তরে কতপদ শুন্য পড়ে আছে ; (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৩। যদি শুন্য পড়ে থাকে শুন্যপদ কবে নাগাদ পুরণ করা হবে ?

উত্তর

১। ৫২টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান মূলে ১৯৭৯ ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত সময় মধ্যে ১,৮৮৩ জন এবং ৩১-১২-৭৮ইং সন পর্য্যন্ত শিক্ষাদপ্তরে ২৯৫০। মোট ৪,৮৩৩ জন।

প্রাপ্ত সংখ্যার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	চাকুরী প্রাপ্তের সংখ্যা
১	২	৩
১)	অগ্নি নির্বাপক	৩৪
২)	ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার (পশ্চিম)	৩
৩)	মূল্যায়ণ সংগঠন	—
৪)	পরিসংখ্যান বিভাগ	১৪
৫)	স্টেট প্লেনিং মেশিনারী দপ্তর	৫
৬)	কারা বিভাগ	—
৭)	পশুপালন বিভাগ	৯১
৮)	স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ	১
৯)	মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়	৬
১০)	উপজাতি কল্যাণ দপ্তর	৬৩
১১)	রাজ্য সৈনিক বোর্ড	৫
১২)	মহাকরণ	৪২
১৩)	লোকসেবা আয়োগ	১
১৪)	টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং	১
১৫)	আয়কর বিভাগ	৮
১৬)	ছাপাখানা দপ্তর	৩২
১৭)	জেলা বিচারকের কার্য্যালয়	১৯
১৮)	পরিবহন বিভাগ	২
১৯)	অসামরিক প্রতিরক্ষা	—
২০)	ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প	১
২১)	শ্রম দপ্তর	৪০
২২)	স্বাস্থ্য বিভাগ	১৯০
২৩)	পুলিশ প্রশাসন (Police)	২৩৩
২৪)	বন বিভাগ	৪৩
২৫)	এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিসেস্	২৪
২৬)	জরীপ বিভাগ	৫২
২৭)	খাদ্য ও জন সংভরন বিভাগ	৩৫
২৮)	মুখ্য নির্বাচন অধিকার	১
২৯)	গবেষণা বিভাগ (রিসার্চ)	৮
৩০)	আবগারী কর বিভাগ (দ)	১
		৯৫৪

(১)	(২)	(৩)
		৯৫৫
৩১)	পঞ্চায়েত রাজ	২৩
৩২)	ডিস্ট্রিক্‌ট রেজিস্টার (দক্ষিণ)	—
৩৩)	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (দ)	৩১
৩৪)	কৃষি বিভাগ	৮
৩৫)	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (পশ্চিম)	২২
৩৬)	সমবায় দপ্তর	৮১
৩৭)	জনসংযোগ ও পর্যটন	৭২
৩৮)	আইন বিভাগ	১
৩৯)	দুর্নীতি দমন বিভাগ	—
৪০)	আবগারি কর বিভাগ (পশ্চিম)	—
৪১)	হাইকোর্ট	—
৪২)	ডিস্ট্রিকট্‌ রেজিস্টার (উ)	২
৪৩)	আবগারি কর বিভাগ (উ)	—
৪৪)	জনশক্তি ও কর্মবিনিয়োগ	৭
৪৫)	কেবিনেট এবং কনফিডেন্‌শিয়েল বিভাগ	—
৪৬)	শিল্প বিভাগ	১৩৫
৪৭)	পুনর্বাসন বিভাগ	১
৪৮)	নির্বাহি বাস্তুকার (জল সরবরাহ)	—
৪৯)	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (উ)	৪৮
৫০)	মৎস্য দপ্তর	৮৭
৫১)	পূর্ত দপ্তর	৪৫৭
৫২)	উচ্চ-শিক্ষা বিভাগ	—
৫৩)	সমাজ শিক্ষা দপ্তর	২,৯৫০ { ৩১-১২-৭৮ ইং পর্যন্ত শুধু নিয়োগ বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন
৫৪)	বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর	
		মোট—৪,৮৩৩টি

৫২টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান মূলে শূন্য পদের সংখ্যা ৫,৩২৯টি। বাকী দপ্তরগুলির তথ্য সংগ্রহাধীন। প্রাপ্ত সংখ্যার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ---

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা
(১)	অগ্নি নির্বাপক	১৪টি
(২)	ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার (প)	—
(৩)	মূল্যায়ণ সংগঠন	৮
(৪)	পরিসংখ্যান বিভাগ	৩৪
(৫)	স্টেট প্লেনিং মেশিনারী	১৪
(৬)	কারা বিভাগ	১২৬
(৭)	পশু পালন বিভাগ	৩৪০
(৮)	স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ	১
(৯)	মূখ্যমন্ত্রী সচিবালয়	—
(১০)	উপজাতি কল্যাণ দপ্তর	১৫০
(১১)	রাজ্য সৈনিক বোর্ড	২
(১২)	মহাকরণ	১৩২
(১৩)	লোকসেবা আয়োগ	১
(১৪)	টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং	৬
(১৫)	আয়কর বিভাগ	৩৩
(১৬)	ছাপাখানা দপ্তর	৩৬
(১৭)	জেলা বিচারকের কার্য্যালয়	৪
(১৮)	পরিবহন বিভাগ	৬
(১৯)	অসামরিক প্রতিরক্ষা	৬
(২০)	ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প	—
(২১)	শ্রম দপ্তর	১৩
(২২)	স্বাস্থ্য বিভাগ	২৯০
(২৩)	পুলিশ প্রশাসন	৫২৫
(২৪)	বন বিভাগ	৬৫৯
(২৫)	জরিপ বিভাগ	১০৭
(২৬)	খাদ্য ও জনসংভরণ	৩৩
		২,৫৪০

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা
		২,৫৪০টি
(২৭)	মুখ্য নির্বাচন অধিকার	৯
(২৮)	এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিসেস	১৫
(২৯)	গবেষণা বিভাগ (রিসার্চ অধিকার)	৯
(৩০)	আবগারি কর বিভাগ (দ)	২
(৩১)	পঞ্চায়েত রাজ	৪৮০
(৩২)	ডিষ্ট্রিকট রেজিষ্টার (দ)	—
(৩৩)	জেলাশাসক ও সমাহর্তা (দ)	৫৩
(৩৪)	কৃষি বিভাগ	৮৪২
(৩৫)	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (প)	৭
(৩৬)	সমবায় দপ্তর	৮৯
(৩৭)	জনসংযোগ ও পর্য্যটন দপ্তর	৮৮
(৩৮)	আইন বিভাগ	---
(৩৯)	দুর্নীতি দমন বিভাগ	---
(৪০)	আবগারি কর বিভাগ (প)	১
(৪১)	হাই কোর্ট	—
(৪২)	ডিষ্ট্রিকট রেজিষ্টার (উ)	---
(৪৩)	আবগারি কর বিভাগ (উ)	—
(৪৪)	কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি	২৫
(৪৫)	কেবিনেট এবং কনফিডেনশিয়েল	---
(৪৬)	শিল্প বিভাগ	৪০০
(৪৭)	পুনর্বাসন বিভাগ	১
(৪৮)	নির্বাহি বাস্তুকার (জল সরবরাহ)	২৯
(৪৯)	জেলাশাসক ও সমাহর্তা (উ)	৫৪
(৫০)	মৎস্য দপ্তর	২৩
(৫১)	পূর্ত্ত দপ্তর	৪৮৮
(৫২)	উচ্চ-শিক্ষা বিভাগ	১৪
(৫৩)	সমাজ কল্যান দপ্তর	তথ্য
(৫৪)	বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর	সংগ্রহাধীন
		মোট-৫৩২৯ টি

৩। উক্ত পদগুলি যথাশীঘ্র পূরণের জন্য ব্যবস্থাদি গৃহীত হইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অফার (Offer) ছাড়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 7.

By—Shri Drao Kumar Riang.

Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩০শে এপ্রিল ৭৯ ইং পর্যন্ত সদর মহকুমায় কতজন উপজাতি বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছে (নাম ও ঠিকানা সহ)

২) ফেরৎ পাওয়া জমির পরিমাণ কত, এবং

৩) জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য কতজন অ-উপজাতি ব্যক্তিকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১)
২) } বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেয়েছেন এমন উপজাতির নাম ও
৩) ঠিকানা সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 24.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কোন মহকুমায় কত সংখ্যক রায়ত পরিবার লেও টেক্স আইনানুসারে প্রতি একরে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২৫ পয়সা হারে টেক্স দেওয়ার অধিকারী হয়েছে।

২) এই সকল পরিবারের হাতে মহকুমা ভিত্তিক মোট কত পরিমাণ জমি রয়েছে, এবং

৩) এই জমির সেই মহকুমার মোট জোত জমির কত অংশ।

উত্তর

১-৩। লেণ্ড টেক্স আইনানুযায়ী লেণ্ড টেক্স ধার্য্য হওয়ারই উপরোক্ত তথ্যাদি পাওয়া যাইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 25.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased state :—

1) The number of holdings Sub-Division wise which are transferred or partitioned (any of their land) within the state on or after 24th January, 1971 ;

2) The particulars of the persons who transferred or partitioned their land before their excess land beyond ceiling limit was determined under T L.R. & L.R (2nd Amendment) Act, Sub-Divisionwise.

ANSWER

1) | Government is not in a position to furnish the information as re-
2) | cords are not maintained on such particular item

UNSTARRED QUESTION NO. 26.

By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Revenue Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরাতে কত সংখ্যক চাবাগান আছে এবং ঐ বাগানগুলির (প্রত্যেকটির) ভূমির পরিমান কত ?

২) প্রত্যেকটি বাগানে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ ভূমিতে চা-গাছ আছে এবং খালি ভূমির পরিমাণ কত ;

৩) খালি ভূমি সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা কি ?

ANSWER

১)
} সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য ।
২)

৩) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার নিয়মাবলীর ২১১ নং নিয়ম মতে সিলিং সীমা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার সময় ফেক্টরী লেবার সেড্ জ্বালানীর জন্য সংরক্ষিত বন, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে ।

যদি বাগান মালিকগণ আইনুযায়ী ভূমি ব্যবহার না করেন তবে ঐ অব্যাহতি তুলে নেওয়া হবে ।

UNSTARRED QUESTION NO. 26

Name of the tea garden land exemption order issued.

SL. No.	Name of the garden	Area allowd for retention.	Planted area	Area used for factory, labows quarter fuel reserve etc. including vacant land for future expansion.
1.	Adarini T. E.	348.78	105.26	243.32
2.	Ramdurbpur.	636.53	286.74	349.79
3.	Mahabir	1054.15	220.23	83.92
4.	Maglibond	1000.00	407.74	592.26
5.	Ranibari	1209.75	535.39	674.36
6.	Maheshpur	830.68	254.56	576.12
7.	Pearachhèra	881.80	360.92	520.88
8.	Sarala	255.64	153.78	101.86
9.	Brajendranagar	93.15	67.73	25.42
10.	Harendranagar	644.17	475.57	168.69
11.	Mantala	850.81	481.28	369 53
12.	Pearless	1050 00	353.98	696.02
13.	Huplong	751.95	338.39	413.56
14.	Bikrampur	701.61	278.02	423.59
15.	Lakshmilonga	572.87	381.05	191.82
16.	Gopalnagar	172.80	151.83	20.97
17.	Dilkhosh	2100.00	439.69	1660.31
18.	Manuvally	1223·94	295.88	928.06
19.	Sova	195.51	142.00	53.51
20.	Kalyanpur	481.81	227.57	254.24
21.	Lilaghar	353.73	83.44	270.29
22.	Darangtilla	292.78	98.75	194.03
23.	Binodini	575.68	370.11	205.57
24.	Kalkali south (Haridaspur)	80.68	45.23	35.45
25.	Kalkalia North	112.85	28.13	84.72
26.	Harishnagar	763.18	157.28	605.90
27.	Tufania Lunga	419.12	345.33	73.79
28.	Natingchhera	252.87	24.29	228.58
29.	Kalishasan	500.00	147.70	352.30
30.	Sarajini	210.61	114.96	95.65
31.	Sonamukhi	390.28	135.89	253.39
32.	Rangrung	524.82	205.77	319.05

1	2	3	4	5
33.	Meglipara	925.34	337.62	587.72
34.	Krishnapur	686.54	179.14	507.40
35.	Brahmakunda	371.24	125.56	245.68
36.	Simnachhera	795.66	214.63	581.03
37.	Malabati	188.67	92.18	96.49
38.	Golukpur	1023.11 /	373.30	649.81
39.	Halaichhera	582.52	196.53	385 99

Tea Garden for which no order for retention issued.

		Area recorded	Planted area
1.	Debasthal	562.30	144.35
2.	Silkot (Hirachara)	726.03	377.38

Tea Garden where retention order issued but not yet exempted.

		Area allowed	Planted area
1.	Jagannathpur	700.00	94.82
2.	Nripendranagar	522.35	23.40
3.	Kalachhera	242.08	98.63
4.	Khowai	632.79	313.86
5.	Mohanpur	723.31	404.99

List of tea garden where no retention/exemption given.

		Area recorded	Area allowed.	Planted Area.
1.	Pratapgarh	224.16	71.64	Nil
2.	Rajlakshi	136.11	—	,,
3.	Barsurma	58 26	—	,,
4.	Garad tilla	95.23	—	,,
5.	New Durgabari 126.41	214.91	—	126.41
6.	Internationl Tea Trading	65.88	—	Nil
7.	Jadabnagar	49.35	—	,,
8.	Ludhua 111.02	1386.31	—	111.02
9.	Ishanpur	969.71	—	Nil
10.	Jamthung	140.90	—	,,

Admitted Unstarred Question No. 29.

By—Sri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগরের পেঁকুছড়া গাঁও সভায় কতটি উপজাতি পরিবার ফরেষ্ট এলাকায় দখলীয় নাল জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার আবেদন করিয়াছেন ?

২। আবেদন কারীদের মধ্যে কতজন বন্দোবস্ত পেয়েছেন ?

৩। বন্দোবস্ত না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। পেঁকুছড়ার ১০০টি পরিবার জুরি সংরক্ষিত বনের অন্তর্গত নাল জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য ১৯৭৮ ইং সনের ২রা জুলাই তারিখে আবেদন করিয়াছিলেন।

২। এখন পর্যন্ত কাহাকেও রীতিসিদ্ধ বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই।

৩। ১নং উত্তরে বর্ণিত আবেদনের বিষয়টি বন বিভাগীয় অফিসার ও মহকুমা শাসকের সম্মিলিত তদন্তক্রমে বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Unstaraed Question No. 36.

By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। জম্পুই পাহাড় এলাকায় কত পরিমাণ ভূমি সংরক্ষিত বনের আওতাভুক্ত এবং কত হেকটর ভূমি রিজার্ভ মুক্ত ;

২। এই এলাকায় কয়টি ফরেষ্ট বিট অফিস ও রেঞ্জ অফিস আছে ?

৩। ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে এই বনাঞ্চল থেকে বন বিভাগের আয়ের পরিমাণ কত ?

৪। জম্পুই পাহাড় অঞ্চলে নতুন কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। জম্পুই পাহাড় এলাকায় ৮৯.৬৩ বর্গকিলোমিটার অর্থাৎ ৮৯৬৩ হেকটর ভূমি সংরক্ষিত বনের আওতাধীন এবং ২৪৪.৭৫ বর্গকিলো মিটার অর্থাৎ ২৪৪৭৫ হেক্টর ভূমি সংরক্ষিত বনের আওতার বাইরে আছে।

২) বর্তমানে জম্পুই পাহাড়ে "ভাঙ্গমনু" নামে একটি ফরেষ্ট বিট অফিস আছে। সাম্প্রতিক কালে এই স্থানে একজন ফরেষ্ট রেঞ্জারকে সেখানে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩) ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে ডাঙ্গমুন ফরেষ্ট বিট অফিস হইতে মোট ৪৫,৬৪৩ টাকা ৮৪ পয়সা মাশুল পাওয়া গিয়াছিল।

৪) জম্পুই পাহাড়ের ডাঙ্গমুনে ৩০টি পরিবার ও বেলিয়ানচীপের ২০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য প্রাথমিক কার্য্যাবলী হিসাবে তাহা-দিগকে ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে প্রাথমিক পর্য্যায়ে বাড়ী তৈরীর জন্য সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৭৯-৮০ ইং সনে তাহাদের জন্য ৬২·৫ হেক্টর ভূমির উপর পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়াদের জন্য কমলা বাগান করার প্রাথমিক কার্য্যাদিও ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY AS ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, June 7, 1979.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11-00 A. M. on Thursday, the 7th June, 1979.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, 10 ministers, Deputy Speaker and 43 Members.

QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যাগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২১ স্যার।

১। ধর্মনগর বিভাগের উপ্তাখালী (শান্তিপুর) এলাকায় ডিসপেন্সারীতে কোন ডাক্তার না থাকার কারণ।

২। কবে পর্যন্ত ডাক্তার দেওয়া হবে বলে আশা করা যেতে পারে ?

উত্তর

১। প্রয়োজনের তুলনায় ত্রিপুরাতে ডাক্তার কম থাকায়।

২। পর্যাপ্ত সংখ্যক নতুন ডাক্তার নিয়োগ হলে।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে ঐ উপ্তাখালিতে ডাক্তার দেওয়া হয়েছিল এবং ৫ বছর পরে তুলে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—এটা কবে দেওয়া হয়েছিল জানা না থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই রকম কতগুলি ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নেই মন্ত্রী মহাশয় তার হিসাব দেবেন কি ? (গণ্ডগোল)

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় সদস্য যখন জানতে চাইছেন, তখন আমি বলছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে ১১৮টি ডিসপেন্সারী আছে, তার মধ্যে ৫৫টিতে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যে সমস্ত ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নাই সেই সমস্ত ডাক্তারখানা-গুলিতে ডাক্তার দেওয়া উচিত কিনা এবং যদি উচিত বলে মনে করেন, তাহলে তারজন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক : —উচিতের প্রশ্ন উঠে কি করে ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উক্তাখালিতে আগে কোন ডাক্তার ছিল কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—প্রশ্ন থাকলে নিশ্চয় জানাতাম। আমার প্রশ্নে নেই বলে তথ্য সংগ্রহ করিনি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—আগে ছিল কিনা এটা আমাদের জানতে হবে।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্বাস্থ্য দপ্তর চলছে আজকে টি, টি, সি, আমল থেকে। কবে পর্য্যন্ত ছিল আলাদা প্রশ্ন করলে জানাতে পারব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—তাহলে কি বুঝতে হবে, কংগ্রেস সরকারের আমলে ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নাই। এটা শুনতে আশ্চর্য্য লাগে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মন্তব্য করবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত ডাক্তার খানাতে ডাক্তার নেই, সেগুলিতে ডাক্তার নেওয়ার জন্য কি উদ্যোগ করছেন সেটার উত্তর দেননি।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশ্নের পরিবর্তন করেছেন। আগে বলেছেন উচিত কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি দেইনি। উদ্যোগের প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে নিশ্চয় বাধ্য হতাম। উদ্যোগের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার, প্রত্যেক ডিস্পেনসারীতে যাতে ১ জন করে ডাক্তার দেওয়া যায় সেজন্য ৮০ জন ডাক্তারের জন্য টি, পি, এস, সিতে আমরা পাঠিয়েছি এবং ইনটারভিউ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে, ডাক্তারের অভাবে ডিস্পেনসারীতে ডাক্তার দেওয়া হচ্ছেনা। তাহলে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার পর এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা সরকার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য তাঁর সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ নিয়েছে। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছেনা ততক্ষন পর্য্যন্ত এটা করা সম্ভব হচ্ছেনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি দিতে পারছেন না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগে উশ্তা খালিতে ডাক্তার ছিল কিনা এটা তিনি তদন্ত করে জানাবেন কিনা এটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এর উপরে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭ স্যার।

১। বর্তমান বৎসরে লক্ষীনগরে কোন ডিসপেন্সারী খোলার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা,

২। না থাকলে তার কারন কি, এবং

৩। থাকলে কবে পর্যান্ত খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। না

২। বর্তমান বৎসরে ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে ডিসপেন্সারী খোলা হবে সে সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীউমেশ নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিসের উপর ভিত্তি করে ডিসপেনসারী বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয়।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা জায়গা নির্ব্বাচন করি এর উত্তর আমরা আগেও দিয়েছিলাম। যে আমরা জায়গার দুর্গমতা লোকসংখ্যা কাছাকাছি অঞ্চলের ডিসপেন্সারী, কিংবা হাসপাতালের দূরত্ব এগুলি হিসেব করে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, লক্ষীনগরে নিয়ারেস্ট ডিসপেন্সারী কোথায় আছে তা জানতে পারি কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—প্রশ্ন পেলে আমরা তার উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩২

শ্রীঅনিল সরকার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩২ স্যার।

১। কি কি কারনে ত্রিপুরা জুট মিলের (চটকল) বয়ন কাজ এখনও শুরু করা যায়নি?

২। কবে নাগাদ ত্রিপুরা জুট মিল চালু হবে বলে আশা করা যেতে পারে?

উত্তর

১। প্রধানতঃ অর্থ লগ্নীকারী সংস্থা ও ব্যাংক প্রভৃতির নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ, মূলধন বাবদ পাইতে বিলম্ব, মেশিন সরবরাহকারী সংস্থাগুলি সময়মত সমস্ত মেশিন সরবরাহ করিতে না পারায় এবং সর্বোপরি সিমিন্টের অপ্রতুলতা হেতু জুট মিলের কাজ এখনও শুরু করা যায় নাই।

২। ১৯৭৯ ইং সেপ্টেম্বর নাগাদ জুট মিলের পরীক্ষা মূলক কাজ (ট্রায়েল রান) আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে, অর্থ লগ্নীকারী সংস্থাগুলি এবং যারা মাল সরবরাহ করতে পারে নাই, এখানেও তারা সরবরাহ করেন নাই ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এগুলির ইউনাইটেড ব্যাংক আছে, কর্মাশিয়েল ব্যাংক আছে। ব্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউওগুলি সব ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ লগ্নী করে থাকে। যেসমস্ত কোম্পানী দায়িত্ব নিয়েছিল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য ওয়ার্কশপ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা গেল তাছাড়া এখন বিদ্যুতের সমস্যা আছে, এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে। নতুন করে চুক্তি করতে হয়েছে। এই সব কারনে কিছু দেরী হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয় :—সাপ্লিমেটারী স্যার, সিমেণ্ট অসুবিধা আছে। কিন্তু তা কত পার্সেণ্ট চাহিদার তুলনায় পেয়েছেন আর কত পার্সেণ্ট অসুবিধা ছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমরা সেপ্টেম্বর নাগাদ জুট মিল চালু করতে পারব। আর ৩/৪ মাস আছে, তার থেকে পারসেনটিজ আমরা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই ত্রিপুরার জুট মিল নির্ধারিত সময় কবে পর্যান্ত ছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা আমরা এসে যে অবস্থাতে পেযেছি তাতে এটা না হওয়ার অবস্থা ছিল। আমরা সরকারে এসে এটাকে শেষ করারা চেষ্টা করছি। তবে কবে নাগদ শেষ হবে এই তথ্য আমার কাছে নেই। সম্ভবত এট ৭৭ এ শেষ হয়ে যাবে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেটারী স্যার. জুট মিলে কাজ শুরু হলে কত পরিমান জিনিষ উৎপন্ন হবে এবং কি কি জিনিষ উৎপন্ন হবে এবং কত লোকের কর্মসংস্থান হবে তা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—চট উৎপন্ন হবে। ফাইন্যালি প্রায় ২০০০ এর মত লোকের কর্মাসংস্থান হবে।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা বেসরকারী ভাবে জুট মিল কাজ করছে তাদের সরকারী ভাবে চাকুরী দেওয়ার সরকারের আছে কি না।

শ্রীঅনিল সরকার :—বিভিন্ন কণ্ট্রাক্টরের অধীনে ওরা কাজে করে থাকে কণ্টাক্টররা যে কোন লোককে যে কোন জায়গায় তাদের নিয়োগ করতে পারে। তাতে জুট মিলের কর্ত্ত-পক্ষের আণ্ডারে তারা কাজ করে না। তাদের যে যোগ্যতা আছে সে যোগ্যতা অনুসারে তারা কাজ পেতে পারে। এখানে কোন আণ্ডারস্টেণ্ডিং দেওয়া যায়না যে তাদেরকে আমরা কাজে নেব।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে তা কি প্রতি শিফটেক অথবা কয়েক শিফটে করে চালু হবে। যদি তা হয় তাহলে প্রতি ৩ শিফটে কাজ চলার মত মেটেরিয়েল আছে কিনা ত্রিপুরাতে আর যদি তা না থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার :—৩ শিফটে কাজ হলে, সে কাজ চালু করার মত পাট ২টি জুট মিলে আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—জুট মিলের যে দেরী হচ্ছে তার জন্য কোন অন্তর্ঘাত পূর্ণ কাজ হচ্ছে কি না তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—কতগুলি বাস্তব অবস্থার মধ্যে থেকে আমাদেরকে যে সময়ের মধ্যে এ কাজ গুলি শেষ করার কথা ছিল, সেটা আমরা করতে পারিনি। তা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু দেরী হওয়ার জন্য কোন অন্তর্ঘাত মূলক কাজ কর্ম আছে কি না, সে সম্পর্কে আমরা এ টুকু বলতে পারি কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যেমন কিছু দিন আগে জুট মিলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে ৪ লক্ষ টাকার পাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুই লক্ষ টাকার গুদাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই দুষ্ট হাওয়াকে অন্তর্ঘাত মূলক কাজই বলে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এই যে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দুই হাজার এর মত কর্মী নিয়োগ হবে তা এটা কি স্থানীয় লোকের দ্বারা নিয়োগ হবে না বাহিরের থেকে জুট মিলে কর্মী নিয়োগ করানো হবে। জুট মিলের কাজের জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমি আগে যে তথ্য দিয়েছিলাম, সেটাকে সংশোধন করে নিচ্ছি। ৩১,৭৮ এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। আর মাননীয় সদস্য রিয়াং যে প্রশ্ন করলেন, এখান থেকে মানে আমাদের রাজ্য থেকে শ্রমিক রিক্রুটমেণ্ট করা হবে। তবে জুট মিলের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। কজেই কলকাতা থেকে ষ্টিম, ওয়ার্কার সদার এ সব আনতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টেকনিক্যাল লোকের যে আমাদের অভাব সেটা সরকার বাহাদুরের এর আগে থেকে জানা ছিল কিনা ? এবং সেই ভাবে প্রস্তুতি ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার :—সেটা আগের সরকারের জানা ছিল কিনা সেটা আপনারা জানেন। তবে আমরা আসার পর থেকে তার দরকার আছে। মনে করেছি। এবং তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এই যে ষ্টিম, ওয়ার্কারকে আনানো হবে তার মধ্যে কত জনকে আনা হবে সেটা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—তা প্রায় ১৫০ এর চাইতেও বেশী হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আগুন লাগানোর ফলে ত্রিপুরায় পাটের যে ক্ষতি হয়েছে, তাতে কি জুট মিলের অসুবিধা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমাদের যে পাট আছে, তার সাথে আরও ১৫ শত মেট্রিক টন পাট সংগ্রহ করলেই আগামী বছর পর্য্যন্ত চালু করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী খগেনদাস।

শ্রীখগেন দাস :—কোয়াশ্চান নং ৩৫,

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ৩৫,

১) সরকার থেকে ধান নিয়েছে এ রকম ক্ষুদ্রতম শিল্প সংস্থার সংখ্যা কত,

২) ধান প্রাপ্ত কতগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্দী হয়ে আছে।

৩) শিল্প প্রসারের নামে ধন নিয়ে সেই টাকা অন্য কাজে খাটাচ্ছে কি না?

৪) ধন প্রাপ্ত কত গুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা হয়েছে?

উত্তর

১) ১২৩২ টি (১০,৫,৭৯ ইং তারিখ পর্যন্ত)।

২) ৩৬৭ টি ধন প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে।

৩) এই রূপ তথ্য আমাদের জানা নাই।

৪) ৫২৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস (সংসিদ মামলা) দায়ের করা হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস :—১২৩২ টি শিল্পের মধ্যে ৩৬৭টি বন্ধ হয়ে আছে, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। এ গুলি কেন বন্ধ হয়ে আছে। এর কোন কারন মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এ রাজ্য ব্যাক ওয়াড' নানা দিক থেকে। তার বাজারের সমস্যা ছাড়াও যারা ধন নেয় তাদের মধ্যে কিছু মতলববাজী লোক আছে। কাজেই দুটো মিলের ব্যক্তিগত লোক বা টাকা নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের জন্য পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য যে অবস্থা গুলির প্রয়োজন সে গুলির অপ্রতুলতা দুটো মিলেই এ গুলি হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ধন নিয়ে অন্য কাজে লাগিয়েছে সেটা তার জানা নাই। তবে আমি একটা নির্দিষ্ট তথ্য জানতে পেরেছি। শ্রী মতি রেনুকা চক্রবর্ত্তী তিনি প্রেসের নামে ১০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকায় প্রেস হয়তো খোলা হয় নি। এই রকম যে সব কেস আছে, তার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন কেস আমাদের কাছে নাই। থাকলে আমরা তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করার চেষ্টা করব।

শ্রীখগেন দাস :—এই শিল্প গুলির বিরুদ্ধে যে সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা হয়েছে। টাকা আদায়ের জন্য মোট কত টাকা ইনভলব করা আছে। সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং অনেক ক্ষন যাবত চেষ্টা করছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এই ক্ষুদ্রতম শিল্পের মধ্যে কোন কোন শিল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে, জানতে পারি কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা তো বিরাট তালিকা, তাছাড়া এ তালিকা আমার কাছে এখন নাই। ভিন্ন প্রশ্ন করুন।

মি: স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—এ সমস্ত ঋণ নিতে গিয়ে এখনও অফিসের মধ্যে এক শ্রেণীর আমলা কর্মচারী আছেন যারা ঋণ গ্রহীতাগণকে হয়রানি করেন এবং তাদের কাছে থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—ঠিক এ ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। যদি এম, এল. এ মহাশয়ের জানা থাকে তবে তার লিস্ট দেবেন, তাহলে আমরা সেই অনুপাতে এনকোয়ারীর ব্যবস্থা করব।

শ্রীখগেন দাস :—যে ৫২৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সার্টিফিকেট করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটা কেসেরও ফয়সালা হয়েছে কি না, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—টাকা আদায় হয় নি বলেই সার্টিফিকেট গুলির ফয়সালা করে টাকা আদায় করা যাচ্ছে না।

মি: স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতি লাল সরকার :—কোয়েশ্চন নাম্বার ১১০।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন কোন কর্মচারী বদলীর আদেশ পেয়েও স্থানান্তরে যাচ্ছে না ?

২। সত্য হলে, এ রূপ কর্মচারীর সংখ্যা কত,

৩। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৬ (ছয়) জন।

৩। অবিলম্বে বদলীর আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, যারা বদলির আদেশ পেয়েছেন তারা কেন স্থানান্তরিত হচ্ছেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? তারা কি কারণে যাচ্ছেন না সে রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে ৬টি নাম বললাম তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আলাদা আলাদা তথ্য দিচ্ছি। এর মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁকে বিশ্রামগঞ্জ থেকে কৈলাসহরে জি, ডি, ৫-২ করে ট্রান্সফার করা হয়েছে কিন্তু তিনি প্রথম দিকে মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছুটির আবেদন জানান। এরপরে

নূতন করে আবার বদলির আদেশ স্থগিত রাখার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তার বদলির আদেশ রদ করা হবে না। তাঁকে নূতন জায়গায় যেতে হবে একজন কম্পাউণ্ডারকে চড়িলাম ডিসপেন্সারি থেকে ১৯৭৯ইং এর জানুয়ারি মাসে ট্রান্সফার করা হয় তেলিয়ামুড়া পি, এইচ, সি-তে কিন্তু জল বসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় মেডিকেল গ্রাউণ্ডে ছুটিতে আছে। ছুটির পর তাকে নূতন জায়গায় যোগদানের কথা বলা হয়েছে। তুষার কান্তি চক্রবর্ত্তী তেলিয়ামুড়ার কম্পাউণ্ডার রিলিভার জয়েন না করাতে তিনি আসতে পারছেন না, রিলিভার জয়েন করলে তিনি চলে আসবেন। লেডি হেলথ ভিজিটার সুনন্দা সেন (ভট্টাচার্য্য) ভি, এম, হাসপাতাল তাঁকে ১৬ বছর পরে আগরতলা থেকে কাঁকরাবনে বদলি করা হয়েছে। তিনি প্রথম দিকে মেডিকেল গ্রাউণ্ডে ছুটিতে ছিলেন। ছুটিতে থেকেই তিনি তার বদলির আদেশ পুনরায় বিবেচনা করার আবেদন করেন সে আবেদন সরকারের কাছে আছে। ভাগ্য লক্ষ্মী গোস্বামিকে ট্রেন্সফার করা হয়েছিল জি, বি, তে কৈলাসহরে থেকে কিন্তু তিনি বদলির আদেশ স্থগিত রাখতে আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, তাকে বদলি করা হয়েছিল তিনি মিউচিয়েল ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করেছেন যদি মিউচিয়েল ট্রেন্সফার করা হয় তবে সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সমস্ত কাজে বদলি করা হয়েছিল সে বদলির আদেশ পালন না করার ফলে ঐ সমস্ত কাজ স্থগিত রয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে জায়গায় একাধিক কর্মি একই ধরণের কাজে আছেন সেখানে বাড়তি চাপ পড়ে তবে কোন কাজ বন্ধ হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ৫৭।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য একমাত্র ইটের অভাবে ত্রিপুরার কয়টি রাস্তার কাজ বিগত আর্থিক বছরে শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

২। ত্রিপুরায় ইটের অভাব পূরন করার জন্য কয়টি বে-সরকারী ইট প্রস্তুত কারক সংস্থাকে বিগত আর্থিক বছরে অর্থ সাহায্য করেছেন এবং

৩। ইটের অভাব পূরণের জন্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে ইট ভাটা খোলার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি,

৪। নিয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৫২টি রাস্তার কাজ ইটের অভাবে বিগত আর্থিক বছরে শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

২। বিগত আর্থিক বছরে কোন বে-সরকারী ইট প্রস্তুত কারক সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

৩। বর্ত্তমানে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে কোন ইট ভাঁটা খোলার পরিকল্পনা নাই। তবে ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে ইট ভাঁটা খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪। ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন আগামী মরশুমেই আগরতলার কাছেই একটি ইট ভাঁটা খোলার ব্যবস্থা নিয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিগত আর্থিক বছরে কোন বে-সরকারী প্রস্তুত কারক সংস্থাকে লোন দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আমি জানতে চাই যে তার আগের আর্থিক বছরগুলিতে বে-সরকারী প্রস্তুতকারক সংস্থা বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে ইট ভাঁটা খোলার জন্য সরকারী ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে ১৯৫৭ সনের থেকে ১৯৬৭ সন পর্য্যন্ত ৩৩ জনকে ব্যক্তিগত ইট ভাঁটা খোলার জন্য ৫ লক্ষ্য ২৭ হাজার ৬২ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলছি যে বিক্রম দেববর্মা ১০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি করেন নি, জ্যোতির্ময় মজুমদার আমাদের কাছে যে সুপরিচিত নাম কালা মজুমদার তিনি ১০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। প্রিয় দাস চক্রবর্তী উনি ১০ হাজার নিয়েছেন ১৯৫৮ সনে ইটের ভাঁটা করেন নি। শ্রীহরেন্দ্র কুমার চৌধুরী ১৯৫৮ সালে ১০ হাজার টাকা নিয়েছেন ইটের ভাঁটা নেই। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রাক্তন মন্ত্রী সোনামুড়া তিনি নিয়েছেন ১০ হাজার ৮০ টাকা ইটের ভাঁটা নেই। গোপাল চৌধুরী, আগরতলা তিনি নিয়েছেন ৮ হাজার টাকা ইটের ভাঁটা নেই। গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি, সাব্রুম তিনি ৮ হাজার টাকা নিয়েছেন তাঁর কোন ইটের ভাঁটা নেই বলে আমরা জানি। শ্রীরাই হরণ সাহা, বিশালগড় তিনি নিয়েছেন ১০ হাজার টাকা ইটের ভাঁটা নেই। শ্রীহরেন্দ্র কুমার পাল, নিয়েছেন ১০ হাজার টাকা তারও কোন ইটের ভাঁটা নেই। গোপাল চন্দ্র দাস, বিলোনীয়া নিয়েছেন ১০ হাজার টাকা ১৯৬২ সালে তারও ইটের ভাঁটা নেই। জ্ঞানেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী সাব্রুম সম্ভবত: তার ইটের ভাঁটা আছে। শ্রীঅমল নন্দী, সাব্রুম ১০ হাজার টাকা নিয়েছেন। শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, আগরতলা তিনি নিয়েছেন ৮ হাজার টাকা। শ্রীমনিন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, আগরতলা তিনি ইটের ভাঁটা করেন নি তিনি নিয়েছেন ৯ হাজার টাকা। শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিয়েছেন ৫ হাজার টাকা, তিনি করেছেন কিনা জানি না। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ভৌমিক আগরতলা তিনি নিয়েছেন ১ হাজার ৫শ টাকা। শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনি নিয়েছেন ১০ হাজার টাকা তিনি সম্ভবতঃ করেছেন। শ্রীশরৎ চন্দ্র দেববর্মা, ৭ হাজার ৫ শ টাকা নিয়েছেন ১৯৬৩ সনে ইটের ভাঁটা করেন নি। শ্রীঅনিল কুমার মুখার্জী আগরতলা তিনি নিয়েছেন ১০ হাজার টাকা, আবার নিয়েছেন ২০ হাজার টাকা তিনি ইটের ভাঁটা করেছেন। শ্রীসুধাংশু কুমার পাল, উদয়পুর তিনি টাকা ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি ইটের ভাঁটা করেছেনও। তারপর নন্দলাল সাহা সোনামুড়া তিনি নিয়েছেন ১৫ হাজার টাকা ওনারও ইটের ভাঁটা নেই। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ১০ হাজার টাকা। শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, আগরতলা ১০ হাজার টাকা। শ্রীব্রজেশ চন্দ্র দেব, আগরতলা ১০ হাজার টাকা তারা সকলেই করেছেন। শ্রীসুনিল মুখার্জী, আগরতলা ১০ হাজার টাকা ইটের ভাঁটা করেছেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর লস্কর চৌধুরী ১৫ হাজার টাকা। শ্রীক্ষিরোদ চন্দ্র দত্ত ১০ হাজার টাকা উনারা

ইটের ভাঁটা করেছেন। মেসার্স ইষ্টার্ন দেব কর্পোরেশান ৬৫ হাজার টাকা, মেসার্স ডি. এম. ব্রিকস-বিল্ডার্স ২৫ হাজার টাকা, শ্রীযজ্ঞেশ্বর সরকার ২৫ হাজার টাকা, শ্রীসুধাংশু কুমার দত্ত সেই বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী তিনি নিয়েছেন ২৫ হাজার টাকা তিনি ইটের ভাঁটা করেন নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ইটের ভাঁটার কোন কাজে লাগে নি। এটাকা যারা নিয়েছেন তারা কি করেছেন আমি তা জানি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে স্বনাম-ধন্য ব্যাক্তিদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন এদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার ক্ষেত্রে, যারা শিল্পের নামে জোচ্চুরি করেছেন তার জন্য সরকার ১৫।২০ বৎসর যাবৎ কি ব্যবস্থা করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— বিগত ১৫।২০ বৎসর যাবৎ যারা ঋণ নিয়েছিলেন তারাই ক্ষমতায় ছিলেন। সুতরাং তারা কি করেছিলেন সেটা আপনাদের জানা আছে তবে সেই ঋণের টাকা যাতে তাঁদের নিকট থেকে আদায় করা যায় তার ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার 'এই সমস্ত ঋণের প্রদানের সময় লেণ্ড বা ঐ জাতিয় কোন সম্পত্তি মর্টগেজ নেওয়া হয়েছিল কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— এরকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। এ বিষয়ে চেক করে দেখা হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে, বর্ত্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।	না।
২। সত্য হইলে, গত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কত।	প্রশ্ন উঠে না।
৩। এই রোগ নির্মূল কল্পে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	জাতীয় কলেরা নিবারণ কার্য্যক্রম (কলেরা কমবেট) অনুযায়ী ত্রিপুরাতে একটি কলেরা প্রতিরোধকারীদল (কলেরা কনট্রল) আছে। তাহাদের দায়িত্ব প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় কলেরার টিকা, পানীয় বিশুদ্ধিকরন ও অন্যান্য পালনীয় জনস্বাস্থ্য বিধিগুলির বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করেন যে, ত্রিপুরা থেকে কলেরা নির্মূল হয়ে গেছে?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—ত্রিপুরা থেকে কলেরা একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে কিনা তা আমি বলতে পারছি না কারন এটা দেখার দায়িত্ব এই দপ্তরের নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

শ্রীঅনিল সরকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য সরকার আনারস ফল সংরক্ষনের কোন ক্ষুদ্র বা মাঝারি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করবেন কি।	হ্যাঁ।
২। যদি না করেন তাহলে রাজ্যের আনারস উৎপাদকদের স্বার্থে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আনারস সংরক্ষনের জন্য ত্রিপুরাতে কতগুলি কারখানা স্থাপন করা হবে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন?

শ্রীঅনিল সরকার :—অরুন্ধতিনগরে আমাদের স্মল ইনডাষ্ট্রিজ এর পরিচালনাধীনে একটি ইউনিট আছে। এ ছাড়া ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় ২০ মে. ট. উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি কারখানা কুমারঘাটে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন এবং এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কুমারঘাটে যে আনারসের কারখানা স্থাপন করা হবে তাতে কত জন লোকের কর্ম সংস্থান হবে এই কারখানাতে বৎসরে কি পরিমাণ আনারস বা অন্যান্য ফল এর প্রয়োজন হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—উক্ত কারখানাতে কি পরিমান ফল লাগবে তার সঠিক হিসাব এখন আমি দিতে পারছি না, তবে আনুমানিক বলতে পারি—দৈনিক আনারস লাগবে ২২৫০ মে. টন, লিচু ১০ মে. টন, কাঁঠাল লাগবে ১০ মে. টন।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, সরকার উক্ত কারখানার জন্য সরাসরি উৎপাদকের নিকট থেকে ফল সংগ্রহ করবেন না অন্য কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফল সংগ্রহ করবেন?

শ্রীঅনিল সরকার :—সরকার কো:অপারেটিভের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকের নিকট থেকে ফল সংগ্রহ করবেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কারখানার জন্য যে আনারস সংগ্রহ করা হবে, তা কি মূল্যে সংগ্রহ করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রতি কে. জি. আনারসের মূল্য ২৫ পয়সা হিসেবে দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফ্যাক্টরীর কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—একটির কাজ তো শুরু হয়ে গিয়েছে। আরেকটি প্রজেক্ট এর কাজ এখনও বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবেধ চন্দ্র দাস :—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৭।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৭, স্যার।

প্রশ্ন

১। উত্তর পদ্মবিলের (ধর্মনগর বিভাগ) পুরান বাজারে বর্ত্তমানে আর্থিক বছরে ডিসপেন্সারী স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। এখনো সিদ্ধান্ত হয় নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—স্যার, প্রায় ছয় হাজার জন সংখ্যা বিশিষ্ট ধর্মনগর উত্তর পদ্মবিল গাঁও সভার পক্ষ থেকে এই জন বসতিপূর্ণ পুরান বাজারে একটি ডিসপেনসারী স্থাপনের দাবী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানান হয়েছিল কি-না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—স্যার, এ রকমের কোন প্রশ্ন এখানে না থাকায় আমি উহার উত্তর দিতে পারছি না। তবে মাননীয় সদস্য যদি লিখিতভাবে প্রশ্ন দেন তবে উহা পরে জানাব।

স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিং।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। (ক) কাপড় ও জাল বুনার জন্য বিগত ১৯৭৮ ইং ও বর্ত্তমান ১৯৭৯ ইং এর মে পর্যান্ত কত টাকা মূল্যের সুতা সাবসিডিতে বিলি করা হইয়াছে, এবং	(ক) ১৯৭৮ইং এপ্রিল হইতে মার্চ, ১৯৭৯ইং আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত সাবসিডিতে সুতা বাবদ ৬, ৬৬, ৬০০ টাকা নাইলন সুতা বাবদ ৮০, ৫০০ টাকা যথাক্রমে তাঁত-শিল্পী ও জেলেদের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।
১। (খ) কত জনকে দেওয়া হইয়াছে,	৬, ৬৬১ জন তাঁতশিল্পীকে এবং ১, ১৫০ জন জেলেকে উপরোক্ত সুতা বিলির জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।
২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরো কত টাকা মূল্যের সুতা কতজনকে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে,	বর্ত্তমানে ১৯৭৯-৮০ ইং আর্থিক বৎসরে ২, ৭৮, ০০০, টাকা মূল্যের তাঁত ও সুতা এবং ৫০, ০০০, টাকা মূল্যের নাইলন সুতা অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। কত জনকে দেওয়া হইবে তাহা বিবেচনাধীন আছে।

৩। উপরিউল্লিখিত সূতা বিলি করিতে ত্রিপুরা সরকারকে কত টাকা ভর্তুকী দিতে হইয়াছিল ?	সূতা বাবদ মঞ্জুরীকৃত ৬, ৬৬, ৬০০, টাকার মধ্যে ত্রিপুরা সরকারকে ৪, ৯৯, ৯৫০. ৯৫০, টাকা এবং নাইলন সূতা বাবদ ৮০, ৫০০, টাকা ভর্তুকী দিতে হইয়াছে।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সূতা যাদের নামে ১৯৭৯-৮০ সালে সেংকশন হয়েছিল তারমধ্যে সাবসিডিতে যে সূতা দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছিল, তার জন্য এই সকল লোকেরা টাকা জমা দেওয়ার পরও সূতা পায়নি, এমন কোন ঘটনা সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—টাকা জমা দিয়ে সূতা পায়নি এ তথ্য ঠিক নয়। হয়তো সূতো পেতে একটু দেরী হতে পারে। সূতো পায়নি বা কেনসেল হয়ে গেছে এ ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, লক্ষীপুর গাঁও সভার (পয়েরপুর ? কন্সটি-টিউয়েন্সীর) উপজাতী যুব সমিতীর গাঁওপ্রধান ব্লকের মাধ্যমে সূতা পাইয়ে দেওয়ার জন্য তিনজন উপজাতীর নাম সিলেক্ট করেন। সেই প্রধান জালিযাতী করে উক্ত তিনজনের নামে রিকমেণ্ড করে সূতা আদাযের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদযের জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এটা একটা জালিযাতীর ঘটনা। এ ধরনের কোন তথ্য আমাদের কাছে বর্ত্তমানে নেই তবে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে। তবে এ বৎসর—এইগুলি ব্লকের মাধ্যমে বিলি করা হযেছে।

শ্রীনকুল দাস :—যে সমস্ত জেলেদের সূতা বিলি করা হয়েছে এটা প্রযোজনের তুলনায় কতটুকু এবং বরাদ্দ আরও বাড়ানোর মত পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং সরকার সেটা অনুভব করেন কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—ওদের যা সূতা দরকার সেই তুলনায় কম, কিন্তু আমাদের সাধ্য অনুসারে আমরা দিচ্ছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সরকার কি বাজার থেকে সূতা কেনেন নাকি কিছু অফিসারের গাফিলতির জন্য এখন পর্যন্ত অনেকে সূতা পান নি, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—সূতা আমরা অরিজিন্যাল কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করি এবং সেটা অফিসারের গাফিলতির জন্য নাকি অন্য কোথায় গাফিলতি সেটা ঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে সূতা দিতে দেরী হচ্ছে। গত বছর বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব সুপারিশ আসে সূতার জন্য, এটা মার্চ্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে আসে। কিন্তু কি ধরণের সূতা লাগবে তার বিস্তৃত বিবরণ সঠিকভাবে আসে নি। তাছাড়া ডিসেম্বরের মধ্যে কিছুটা চলে আসে যদি তাহলে আমাদের ২২০ সূতা লাগে। এটা শীতকালে সংগ্রহ করার পক্ষে সুবিধা—মোটা সূতা। দ্বিতীয়ত: মাঝখানে রঙের দাম খুব বেড়ে যায় এবং আমাদের এখানে এনে সূতা রঙ করতে হয়। সেজন্য একটু দেরী হয়ে যায়। তাছাড় আমরা ঠিক করেছি আমরা নিজেরাই একটা ডাইয়িং হাউস খুলব হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশনে। এই সমস্যাগুলি আছে। ভবিষ্যতে যাতে এই সমস্যাগুলি না হয় সেটা আমরা দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এটা কি ঠিক কথা যে সরকার যে গোডাউনে সুতা রাখেন সেই গোডাউন থেকে বার বার সুতা চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে গত আর্থিক বছরে সুতা দিতে বিলম্ব ঘটে ?

শ্রীঅনিল সরকার—সেখানে চুরি হয়েছে ঠিক। কিন্তু তাতে সুতা বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার—গত আর্থিক বৎসরে কি পরিমাণ সুতা চুরি হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার—সেই তথ্য আমার কাছে এক্ষুনি নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—উদয়পুরে মাতাবাড়ী ব্লকে দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগরে অমরেন্দ্র জমাতিয়া সি, পি, এম, গাঁও প্রধান যে সমস্ত মহিলার নামে সুতা বণ্টন করেছেন সেটা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের বাদ দিয়ে বটন করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং অমরপুরে কররুক গাঁওসভার সি, পি, এম, প্রধান এবং মালবাসাব সি, পি, এম, প্রধান তারাও কিভাবে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার—কাকে সুতা দিতে হবে সেটা মার্কসবাদী কি উপজাতি যুব সমিতি সেটা গায়ে লেখা থাকে না। তবে যদি কোন জালিয়াতি করে থাকে ফলস নাম দিয়ে থাকে তাহলে এটা ধরা যায়।

শ্রীমতিলাল সরকার—গো ডাউনে বার বার সুতা চুরির পেছনে কোন রহস্য আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার—আমরা চেষ্টা করছি চোর ধরবার জন্য। চোর এখনও ধরতে পারিনি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সাবসিডির মাধ্যমে যে সুতা দেওয়া হয় এটা বর্তমান কোন কোন মন্ত্রীদের নিকট আত্মীয়দের কাছে বিলি করা হয়েছে কিনা, এইরকম কোন সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার—মন্ত্রীর আত্মীয় যদি পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই পাবে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—ইহা কি সত্য যে হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশনে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা থেকে যে সুতা আসে তা অত্যন্ত নিম্ন মানের যার জন্য তাঁতশিল্পীদের হয়রানি হচ্ছে ?

শ্রীঅনিল সরকার—এইগুলি সম্পর্কে আমরা তদন্ত করব।

মিঃ স্পীকার—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমার পূর্ব বামনছড়া এবং আভাঙ্গাতে ডিস্‌পেনসারী তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১) না। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যকে বলি যে কমলপুর মহকুমার পূর্ব বামনছড়া এবং আভাঙ্গার নিকটবর্তী শান্তির বাজারে একটা ডিস্‌পেনসারী তৈরী করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং আমরা সেখানে ৫০,৭০০ টাকার আর্থিক অনুমোদন দিয়েছি। সেখানে জায়গা ঠিক করা হয়েছে। সেটা স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে এলেই কাজ আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতহরি চৌধুরী।

শ্রীমতহরি চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৮।

শ্রীঅনিল সরকার—প্রশ্ন নাম্বার ১৮৮।

প্রশ্ন

১) সাক্রমে গুটিপোকা চাষের জন্য, সাক্রম ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিটি তুবার দুইটি স্থান নির্বাচন করেছিল, সে দুইটা স্থানের মাটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা করে গুটাপোকা চাষের ব্যবস্থা সরকারের আছে কি;

যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্যান্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) হাঁ।

২) চলতি আর্থিক বৎসরেই কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীমতহরি চৌধুরী—যে দুইটা স্থানের কথা বলা হয়েছে সেগুলি কোথায় স্থির করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার—গুটাপোকার ইণ্ডাষ্ট্রিজের জন্য সাক্রম ইণ্ডাষ্ট্রিজ সমিতি প্রাথমিকভাবে দুটী স্থান নির্বাচন করেছিলেন গত ২৭।৭।৭৯ ইং তারিখে হরিণা বক্‌ল রাস্তার পাশে গরিথা গাঁওসভার অধীন এলাকায় রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উক্ত স্থানের মাটি পরীক্ষা করার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে অতি শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে। অন্যথায় অন্য কোন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে বর্তমান আর্থিক বৎসরে রেশম সম্প্রসারণের কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুমন্ত কুমার দাস

শ্রী সুমন্ত কুমার দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে মোট কয়টী হ্যাণ্ডলুম আছে (সরকার পরিচালিত);

২) ইহা কি সত্য যে শ্রমিকগণ বেসরকারীভাবে সূতা নলি ও ববিন করে, তাহারা মোড়া প্রতি ১৫ (পনর) পয়সা করে মুজুরী পায়?

উত্তর

১) শিল্প দপ্তরের পরিচালনায় মোট ৯টী হ্যাণ্ডলুম পাইলট সেণ্টার বর্তমানে চালু আছে।

২) হ্যাঁ।

শ্রীসুমন্ত দাস—১৫ পয়সা করে যদি হয় তাহলে তারা সারাদিনে ১ টাকা ২৫ পয়সার বেশী পায় না। সেদিক থেকে সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিভংগী নিয়ে এটা ১৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, কি করা যায়, তা আমরা দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই যে হ্যাণ্ডলুম এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট সেণ্টারগুলি আছে বলে বললেন, সেগুলি কোথায় কোথায় এবং এটা ঠিক কিনা যে সেই সব সেণ্টারগুলিতে নানা রকম অব্যবস্থা চলছে, যেমন সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম আর যে সমস্ত তাঁতগুলি আছে, সেগুলি সেগুন কাট দিয়ে তৈরী হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা গিয়েছে যে সেগুন কাটের পরিবর্তে গর্জন কাট দিয়ে তৈরী করে সেগুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে?

শ্রীঅনিল সরকার—আমি মাননীয় বিধায়ককে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই ধরনের তথ্য আমার কাছে দেন, যাতে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ৯টি সেণ্টারের কথা বললেন সেগুলি কোন কোন জায়গায় আছে আমরা জানতে পারি কি?

শ্রীঅনিল সরকার—পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়—গান্ধিগ্রাম, ব্রজপুর, নলচর এবং চাকমাঘাট। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়—জোলাইবাড়ী, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং অমরপুর। উত্তর ত্রিপুরা জেলায়—কমলপুর এবং ধর্মনগর।

শ্রীসুবল রুদ্র—প্রশ্ন নং ২৩৬।

শ্রীঅনিল সরকার—প্রশ্ন নং ২৩৬, স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ এর মার্চ থেকে বর্তমান আর্থিক বছরের মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট করপোরেশান মোট কত পরিমাণ বাঁশ বেতের জিনিষ বাইরের দেশে বিক্রি করেছেন? এবং

২) এতে মোট কত টাকা আয় হয়েছে এবং কতজন শ্রমিক পরিবার উপকৃত হয়েছেন?

উত্তর

১) ও ২) ত্রিপুরা হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস করপোরেশান নিজে বাইরে সরাসরি কোন মাল বিক্রি করে না। তবে কিছু কিছু বে-সরকারী কোম্পানি বিদেশে রপ্তানি করার জন্য আমাদের কাছ থেকে কিছু জিনিষপত্র কিনে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে বি, কে, ধানধানিয়া নামে একটা কোম্পানি ৩৬ হাজার টাকার টেবিল ল্যাম্পের জন্য একটা অর্ডার দিয়েছিল এবং তার দ্বারা আমাদের ২০০ জন আর্টিশান উপকৃত হয়েছিল। তারপর কে, সি নাথার (মিসার্স সি, ক্রাফ্‌ট এ্যাণ্ড কোম্পানি) তিনি বাঁশের ফুলের জন্য ১,১০০ টাকার একটা অর্ডার দিয়েছিলেন, তাতে আমাদের ৩ জন আর্টিশান উপকৃত হয়েছিলেন, এই সমস্ত জিনিস পশ্চিম জার্মানিতে গিয়েছে। তারপর বিজয় কুমার ব্রাদার্স এর মাধ্যমে পশ্চিম জার্মানীতে গিয়েছে ৭০০ টাকার বাঁশের পানকি তাতেও আমাদের ৫ জন লোক উপকৃত হয়েছেন। তারপর এস, কে, ধরের মাধ্যমে টেবিল ল্যাম্প এবং বাসকেট গিয়েছে ১,৩৫০ টাকা। মোট ৩৮,৩৫০ টাকার জিনিস গিয়েছে বিদেশের বাজারে তাদের মাধ্যমে এবং তাতে আমাদের মোট ২৩৮ জন আর্টিশান উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া আমরা ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট ৫,৫৩,০০০ টাকার বাঁশের ও বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করেছি, আর এই বছরে এখন পর্যন্ত আমরা বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করেছি ৬,২১,০০০ টাকার — যার মধ্যে ত্রিপুরার বাইরে বিক্রি হয়েছে ৩,৮৮,০০০ টাকা, ত্রিপুরার মধ্যে বিক্রি হয়েছে ২,২৭,০০০ টাকা আর বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে ৩৮,৩৫০ টাকা। এর দ্বারা আমাদের ৩০০ জন আর্টিশানের মধ্যে ১৪৫ জন ব্যক্তিগতভাবে এবং ১৮টি ইউনিট উপকৃত হয়েছে।

শ্রীসুবল রুদ্র—বর্তমান আর্থিক বছরে এই করপোরেশান সরকারী বা বে-সরকারীভাবে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন অর্ডার পেয়েছে কি এবং পেয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত ?

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, এই ধরনের বিস্তারিত তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে সব সময়ে বাইরে থেকে কিছু কিছু অর্ডার আমাদের কাছে আসছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—ত্রিপুরার বাইরে আমাদের এখানকার যে সমস্ত হ্যাণ্ডলুম এবং হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টের জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে যেমন দিল্লীতে ত্রিপুরার যে ইম্পোরিয়াম আছে, তাতে ত্রিপুরাতে যে দরে জিনিসপত্রগুলি বিক্রি হয়, তার চাইতে অনেক কম দরে বিক্রি হয়ে থাকে, এই কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মশাইর জানা আছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, এটা সঠিক নয়। কারণ ত্রিপুরাতে যে দরে বিক্রি হয় তার চাইতে অনেক বেশী দরেই সেখানে বিক্রি করতে হয়, কেন না, এই সব জিনিসপত্র সেখানে নিতে গেলে অনেক বেশী ভাড়া লাগে। অন্ততঃ একটা মোড়া ৫০ টাকার কমে সেখানে বিক্রি করা যায় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—প্রশ্ন নং ২৭৭।

শ্রীঅনিল সরকার—প্রশ্ন নং ২৭৭, স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে কতজন মৎস্যজীবিকে জাল তৈরীর সূতা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে, ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

২) বিভিন্ন ব্লকের মৎস্যজীবিদের হাতে সূতা এখনও পৌছায়নি এটা সত্য কিনা এবং সত্য হইলে সূতা সরবরাহের ক্ষেত্রে দেরীর কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে ১১৫০ জন মৎসজীবিদের জাল তৈরী করার জন্য ১০০% অনুদান হিসাবে নাইলন সূতা দেওয়ার জন্য হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। নিম্নে ব্লক ভিত্তিক সূতা বণ্টনের তালিকা দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	সূতা বরাদ্দকৃত মৎস্য জীবির ব্লক ভিত্তিক হিসাব	৩১শে মে পর্যান্ত বিলিকৃত মৎস্য জীবির সংখ্যা
জিরানিয়া	৬৫	৩৫
বিশালগড়	৯৫	৯৫
মোহনপুর	৭৫	৭৭
খোয়াই	৭৫	২০
তেলিয়ামুড়া	৭০	৫০
মেলাঘর	৮৭	৬৫
পৌর এলাকা	৩০	১৩
উদয়পুর	৮০	৬০
অম্বুরনগর	৬৫	৬৫
রাজনগর	৬২	৬২
শাস্তিচান্দ	৫০	৫০
অমরপুর	৭৫	৭৫
বগাফা	৫৫	৪০
কুমারঘাট	৬০	৬০
কাঞ্চনপুর	৪০	৪০
কমলপুর	৮০	আমরা এখন পর্যান্ত দিতে পারি নি।
পানিসাগর	৬০	ঐ
ছামনু	৪৫	২৫

২) অধিকাংশ ব্লকেই মৎসজীবিদের সূতা সরবরাহ করা হইয়াছে। পরিবহনের অসুবিধায় কোন কোন ক্ষেত্রে সূতা সরবরাহে দেরী হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—প্রশ্ন নং ২৮৩।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—প্রশ্ন নং ২৮৩, স্যার।

প্রশ্ন

১) অম্পি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিদ্যুত ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কিনা?

২) না থাকলে, তার কারণ কি?

উত্তর

১) জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। / বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা শীঘ্রঃ চালু করা হইতেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই অম্পি হসপিটালে বেড লক আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— বেড—লক বলে কোন জিনিস নেই, তবে বেড সীট থাকতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। এখন যে সমস্ত স্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং আন—স্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি।

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে, রঘুরামাইয়ার আত্মার
স্মৃতি তর্পণ।

মিঃ স্পীকার :—প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্ত্তমান সংসদ সদস্য কে, রঘুরামাইয়া গত পরশু অপরাহ্নে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহন করেন। অন্ধ্র প্রদেশের খৃষ্টীয়ন কলেজে পড়া শেষ করে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদেন এবং সেখান থেকে এম, এ, ও আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করার পর লণ্ডনের "মিডিন টেম্পল" থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৯৩২-৩৬ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৭৭ সালে ভেঙ্কটেশ্বরণ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টোরেট উপাধি প্রদান করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবং পরবর্ত্তী সময়ে তিনি মাদ্রাজ সরকারের আইন বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে সুপ্রীমকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি বহু সামাজিক এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। রেলওয়ে, ডাক ও তার এবং ইনস্যুরেন্স বিভাগের কর্মী সংগঠনের সাথে তিনি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি "প্রথম লোক সভার" সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিটি লোক সভার তিনি সভ্য ছিলেন। লোক সভার সদস্য হিসাবে তিনি বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ঐ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে

তিনি শ্রম ও চাকুরী, শিল্প, সরবরাহ, পেট্রোলিয়াম ও ক্যামিক্যেল, উন্নয়ন এবং পরিবহন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে কেবিনেট মন্ত্রীরূপে তিনি সংসদীয় বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হন এবং সেই সঙ্গে প্রচার ও পর্যটন বিভাগের দায়িত্বও পালন করেন। ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সভ্য হিসাবে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিচক্ষন রাজনীতিবিদকে হারাল। আমি প্রস্তাব করছি যে এই সভা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করা হউক। (তারপর সভায় দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)।

Mr. Speaker :—Before I enter into the question of disposal of the Demands, I would like that the motion on Demand No. 27 be rescinded. I hope that the House concedes it. I shall put the cut motions on the Demand as well as the Demand itself as per to-day's List of Business in due time.

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1979-80

Mr. Speaker :—The next business before the House is discussion and voting on Demands for Grants for the year 1979-80 There are 16 (sixteen) Demands for Grants in to-day's list of business to be disposed of by the House. The Demands for Grants and the name of the Ministers to whom the Demands relate are shown in the list of business. The Ministers concerned will move the Demands for Grants in their names called upon by me. Details of the Demands and Cut Motions relating thereto are shown in the Appendix to the List of Business already circulated to the Members. I shall take all the cut motions shown in the Appendixas moved. First there will be discussion on the demands and cut motions and after discussion is over I shall dispose of the cut motions first and thereafter I shall put the Demands to vote separately Now I would request the Hon'ble P.W.D. Minister to move his motion one by one

Shri Baidyanath Majumdar :—Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I to beg move that a sum not exceeding Rs. 10,10,000/-- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accounts) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1980 in respect of Demand No. 6 (Major Head 241-Taxes on Vehicles Rs. 2,10,000/-) (Major Head 344—Other Transport and Communication Services-Rs. 8,00,000/-)

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,66, 94 000 exclusive charged expenditure of Rs. 3 00,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Deman No. 14 (Major Head 259-Public works Rs. 7,41,49,000) (Major Head 277—Education Rs. 3.40,000) (Major Head 278—Art and Culture Rs. 2,00,000) Major Head 280-Medical Rs. 3,10,000) (Major Head 282-Public Health Sanitation and Water Supply Rs 2,63,000/-) (Major Head 281-Family Welfare Rs. 55,000) (Major Head 287-Labour & Employment (Craftsman Training) Rs. 60 000) (Major Head 288-Social Security & Welfare Rs. 65.000) Major Head 299-Special and Backward Areas N.E C S-heme Rs. 3,92.000) (Major had 310-Animal Husbandry Rs. 50.000) Major Head 321-Village and Small Industries Rs. 8,10,000).

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Sp aker, Sir, on the recmmendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,10, 82,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979 be granted to defray the carges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 20 (Major Head 283-Housing (Govt Residential Buildings) Rs. 1,24,87,000) (Major Head 284 Urban Development (To and Regional Planning) Rs. 2,47,000) (Major Head 337-Roads and Bridges Rs. 1.83,48.000)

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1.72,81.000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980, in respect of Demand No. 35 (Major Head 245-Other Taxed and Duties on Commodities and Services Rs. 2,78,000) (Major Head 306 Minor Irrigation Rs. 13,68,000/- (Major Head 331-Water and Power Development Scheme Rs. 1,25,000) (Major Head 333-Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects Rs. 31,38 000) (Major Head 334-Power Projects Rs. 1,23,72,000).

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,33 4[illegible],000/-inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980 in respect of Demand No. 36 (Major Head 459-Capital Outlay on Public Works Rs. 51,05,000) (Major Head 477-Capital Outlay on Education, Art and culture Rs. 26,30,000) (Major Head 480-Medical Rs. 47,25,000) (Major Head 481-Capital outlay on family Welfare Rs. 1 00,000) (Major Head 482 Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 1,48,21,000) (Major Head 488-Capital outlay on social security and Welfare Rs. 2,20,000) (Major Head 510-Capital outlay Animal Husbandry Rs. 15,25,000) (Major Head 509-Capital outlay on Food and Nutrition Rs. 1,00 000) (Major Head 511-Capital outlay on Dairy Development Rs. 4,50,000) (Major Head 512-Capital outlay on Fisheries Rs. 5,30.000) (Major Head 521-Capital outlay on village and Small Industries Rs. 30,55,000) (Major Head 499-Capital outlay on Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes) Rs. 80,000).

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,14, 81,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 39 (Major Head 483—Capital outlay on Housing Rs. 42, 31, 000) (Major Head 499 Capital outlay on Special and Backward Areas (NEC scheme for Roads and Bridges) Rs. 1, 11, 00 000) (Major Head 537-Capital outlay on Roads and Bridges Rs. 5, 61, 50,000).

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 7, 74, 56,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980 in respect of Demand No. 43 (Major Head 506-Capital outlay on Minor Irrigation Soil Conservation and Areas Development Rs. 1, 53, 06, 000)

(Major Head 533-Capital outlay on Irrigation Navigation, Drainage and Flood Control Projects Rs. 1,70,00,000) (Major Head 534-Capital outlay on Power Projects Rs. 4, 51, 50, 000).

Shri Baidyanath Majumder :—Mr. Speaker Sir, on the recommondation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 80,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1980, in respect of Demand No. 15. (Major Head 338-Road and Water Transport Service—Rs. 80,000).

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Minister for Statistics, Printing & Stationery Etc. departments to move his motion.

Shri Braja Gopal Roy :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 21, 50,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 12 (Major Head 296-Secretariat Economic Services (Evaluation Organisation)—Rs. 2,75,000) (Major Head 304—Other General Economic Services (Economic Advice and Statistics)—Rs. 18,75,000).

Mr. Speaker : -Now, I would request Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department to move his motion.

Shri Jogesh Chakraborty :—Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,21,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1979), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 12 (Major Head 256—Jails—Rs. 25,21,000).

Mr. Speaker :—Now, I would request Hon'ble Minister in-charge of the Labour, Revenue etc department to move his motion.

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 88,30,000) inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979), be granted to defray charges which will come in couice of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 15 (Major Head 259—Public Works—(Collection of Housing and Buildings statistics)-Rs. 30,000) (Major Head 283—Housing Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers)—Rs 3,00,000) (Major Head 284—Urban Development (Assistance to Municipality, Corporation etc.)—Rs. 60,00,000) (Major Head 281 Urban Development (Notified Areas)

—Rs. 10,00,000(Major) Head—287—Labour and Employment—Rs. 15,00,000).

Shri Biren Datta :—Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,55,000 (Inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 22. (Major Head 283—Housing (House sites—Minimum Needs Programme)—Rs. 1,00,000) (Major Head 288—Social Security and Welfare—Resettlement of Landless Agricultural Labourers —Rs. 12,55,000).

Shri Biren Datta :--Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,20,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill, 1979), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 28 (Major Head 304 Other General Economic Services. (Regulation of Weight and Measures) Rs. 5,20,000).

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,00,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Sehedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979) be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 37, (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (L. S. G. Department)—Rs. 40,00,000).

Mr. Speaker :—Now I would request Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative, Agriculture etc. department to move his motion.

Shri Bajuban Riang :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 59,24,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979), be granted to defrav the charges which will came in cource of payment during the year ending on the 31st March. 1980, in respect of Demand No. 27 (Major Head 298—Co-operation—Rs. 59,24,000).

Shri Bujaban Riang :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979), granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 37 (Major Head 511-capital outlay on Dairy Development—Rs, 2 50,0 0).

Shri Bajuban Reang :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,28,11,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill), 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 29. (Major Head 299-Special and Backward Areas (N. E. C. schemes for Agri., Soil Conservation and Fisheries)— Rs. 18,41,000) (Major Head 305-Agriculture-Rs. 2,76,92,000) (Major Head 306-Minor Irrigation (Agri.)-Rs. 23,000) (Major Head 307-Soil and water Conservation (Agri)-Rs 73,02,000) (Major Head 312-Fisheries Rs. 59,53,000).

Shri Bajuban Reang :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,67,45,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1980, in respect of Demand No. 30. (Major Head 299-Special and Backward Areas- (N. E. C. Schemes for Animal Husbandry and Dairy Development)- Rs. 9,55,000) (Major Head 310-Animal Husbandry Rs. 1,18,75,000) (Major Head 311- Dairy Development—Rs. 39,15,000).

Shri Bajuban Reang :— Mr, Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,61,70,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, is respect of Demand No. 41. (Mjor Head-500-Investment in General Financial and Trading Institution (Agri,) Rs. 14,00,000) (Major Head 505-Capital Outlay on Agriculture Rs. 1,40,20,000) (Major Head 705-Loans for Agriculture Rs. 1,00,000) (Major Head 512-Capital outlay on Fisheries Rs. 6, 50, 000).

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Minister-in-Charge of the C. D. & Panchayat Deparment to move his motion.

Shri Dinesh Deb Barma :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,15,69.000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1980, in respect of Demad No. 27. (Major Head 314-Community Development (Panchayat) Rs. 1,15,69,000).

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Industry Minister to move his motion.

Shri Anil Sarkar :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,20,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Acconnt) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respcct of Demand No. 28 (Major Head 287—Labour and employment (Training of Craftsman) Rs. 11,20,000).

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Forest Minister to move his motion.

Shri Araber Rahaman :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 37. (Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institution (Forest) Rs. 10,00,000).

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Health Minister to move his motion.

Shri Bibekananda Bhowmik :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 19,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 37. (Major Head 482-Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (Medical) Rs. 10,00,000) (Major Head 499—Capital Outlay on Special and Backward Areas (N.E C. Schemes for construction of Pharmacy Institute) Rs. 9,00,000).

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Revenue Minister, as authorised by the Chief Minister, to move his motion.

Shri Biren Dutta :— Mr. Speaker Sir, on behalf of the Chief Minister I beg to move his motion. On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,83,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 22. (Major Head 265—other Administrative Services Rs. 16,000) (Mojor Head 288—Social Security and Welfare (Rajya Sainik Board) Rs. 1,67,000).

Shri Biren Dutta :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation oft he Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2;40,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote

on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of paymkent during the year ending on 31st March, 1980, in respect of Demand No. 28. (Major Head 314 Community Development (State Planning Machinery) Rs. 2,40,000).

মি: স্পীকার :— এখন আমি ডিমাণ্ড এবং কাটমোশানের উপর আলোচনা আরম্ভ করছি। মাননী সদস্যরা ডিমাণ্ড এবং কাটমোশানের আলোচনা এক সাথেই করবেন। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ আজকে হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন, সেগুলিকে আমি সমর্থন করি, আর সংগে সংগে মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর আমি তার বিরোধিতা করি। এই ডিমাণ্ডগুলি সাধারণ মানুষের স্বার্থে তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন, তার মধ্যে ৩৫,৪৫ নং ডিমাণ্ডে যে ব্যয় ধরা হয়েছে, তাতে বিশেষ করে গরীব মানুষের স্বার্থ দেখা হয়েছে। আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে যে টাকা খরচ হয়েছে, সেটাকা গরীব মানুষের স্বার্থে খরচ করা হয়নি। কিন্তু আমরা সেগুলি গরীবের জন্য তৈরী করেছি। পাম্পসেটের জন্য কংগ্রেস সরকার প্রকল্প নিয়েছিল সেই প্রকল্প সেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে তৈরী করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি অমরপুরে সেই স্কীমের কথা, ডাইভারসান স্কীম সেখানে করা হয়েছিল, ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে, এবং সেই স্কীমে ৫০ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাবে। এখন সেখানে কৃষকেরা ১ ফোটা জল পাচ্ছেনা। অমরপুর ডিভিশানে ময়নাছড়া স্কীমে ৫০০ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাবে। অনেকগুলি লিফটইরিগেশান এবং ডাইভারসান স্কীম আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা দেখেছি ২ একর জমিতে কৃষকেরা বুরো ধান রোয়া তুলতে পারেনি। এমন অবস্থা হয়েছিল সেই ঘাসগুলি গরুতে পর্য্যন্ত খায় নাই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, মন্ত্রীসভা গঠন করার পরে সেখানে কৃষকেরা বুরো ধান করতে পেরেছে, আউস ধান করতে পেরেছে, তবে এবার খরার দরুন সেখানে বিপুল ভাবে ফসল করা যায় নাই। আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকা সাধারণ মানুষের স্বার্থে খরচ করা হয়নি। সেখানে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে খরচ করা হয়েছে। কান্দি ছড়াতে সেখানে আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে জনৈক বিধায়ক মহাশয়ের সেখানে নির্দিষ্ট এলাকা অল্প জায়গায়, উপকৃত হবে এই ধারনাতে তিনি ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে তিনি ডাইভারসান স্কীমের প্রকল্প নিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেখানে কিছুই উপকার হয় নাই। এইবার সেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থে খরচ করা হয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বন্যা নিরোধের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট টাকা খরচ করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কৈলাসহর, কমলপুর, বিলোনীয়াতে সাধারন মানুষের উপকারের জন্য, সাধারণ মানুষকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই বছরে আমি মনে করছি কমলপুরে বন্যায় মানুষের ক্ষতি করতে পারে। কাজেই আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবো, যে উনি

যেন কমলপুর, অমরপুর লোকদের যাতে বন্যায় ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য একটা সুবন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য। তা না হলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ভাবে দেখা যায় যে কৃষিখাতে যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি আমি এই কারণে ভারতবর্ষ কৃষি নির্ভরশীল দেশ। বিশেষ করে ত্রিপুরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। কাজেই কৃষিখাতে অধিক বরাদ্দের প্রয়োজন আছে। এটাকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ধরা হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি গ্রামাঞ্চলে পাহাড়ী অঞ্চলে যে উৎলা জমি, লুঙ্গা জমি, সেগুলিতে কৃষকরা চাষ করতে পারছে। অনেক জায়গায় পাহাড়ের থেকে জল নামার ফলে জমিতে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। কমমপুরেও কতগুলি জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। বলরামপুরের জমিতেও সেই ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে, সেখানে কোন প্রকল্প নেওয়া যায় কিনা সে ব্যবস্থা করতে। কাজেই আমি ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, এখানে যে ডিমাণ্ড নং ২৭ মেজর হেড ২১৪ এ যে ব্যয় বরাদ্দ তৈরী হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এখানে পঞ্চায়েত ডেভলাপমেণ্ট এর খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। তার জন্য আমি কাটমোশান এনেছি। এখন আমরা গত দেড় বছরে বামফ্রণ্ট এর আমলে দেখেছি যে গ্রামের উন্নয়নের নামে সি, পি, এম প্রধানরা বিশেষভাবে, তাদের সদস্যরা বিশেষভাবে চেষ্টা করছে। কারণ গত ৩০ বছরে তারা ক্ষমতায় আসতে পারে নি। আজ দেড় বছর হল তারা ক্ষমতায় এসেছে। কোন দিন এইভাবে ক্ষমতায় আসার কথা তাদের জানা ছিল না। বা আশা ছিল না। তাই তাদের ক্ষমতার লোভ রয়ে গেছে। কাজেই খমতায় এসে তারা চেংগিস খাঁর মত ক্ষমতা প্রচার করতে শুরু করেছে এবং তাদের তলেই এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা সত্যি যে জনগণের কাজে তা লাগবে না। অবশ্য সি, পি, এম এর যারা আছেন তাদের কাজে লাগতে পারে। যারা শান্তি সেনা করে, নারী সমিতি করে তাদের সঙ্গে সি, পি, এম এম এল এ রাও যুক্ত থাকলে, তাতে আশ্চার্য্য হওয়ার কিছু নাই, কারণ আমরা দেখেছি যে তারা যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন যারা সি, পি, এম করবে তারাই সব রকমের সুবিধা পাবে। সি, পি, এম কর্মীরা যে কোন কাজের সুবিধা পাবে। যে কোন উন্নয়নমূলক কাজ সি, পি, এম কর্মীদের মাধ্যমে যদি করা যায় তাহলে উন্নতি হবে। যারা সি, পি, এম করে না তারা কোন সুবিধা পাবে না। এই ভাবে আমাদের গ্রাম প্রধানরা বঞ্চিত হয়েছে। আর সি, পি, এম গ্রাম প্রধানদের বেশী করে সুবিধা দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমরা অনেক অভিযোগ করেছি। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা অনেক অভিযোগ করেছি। অবশ্য তিনি তার তদন্ত করেছেন কি না জানিনা। বিভিন্ন রকমের সি, পি, এম কর্মীরা বা সদস্যরা প্রধানরা যেভাবে জনগণের অপচয় করছেন

এবং তাদের জনাই এটা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই জন্য আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমাদের ভয় আছে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা তাদের পকেটেই যাবে অন্যদের পকেটে যাবে না। গতকাল আমরা বলেছি যে বিভিন্ন বাঁধের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই টাকা দিয়ে গ্রামের প্রধানরা তাদের পুকুর খনন করার জন্য সেটা ব্যবহার করেছে। আমরা জানি ফুড ফর ওয়ার্কের নামে নিজের রান্না ঘরে পর্যন্ত রাস্তা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এটা সত্যি কি না গ্রামে ঘুরে বেড়ালে দেখতে পাবেন, যারা সি, পি. এম করে /তাদের এলাকায় কি রকম কাজ হচ্ছে, আবার যারা সি, পি, এম করে না তাদের এলাকায় কি রকম কাজ হচ্ছে। আমরা মন্ত্রী বাহাদুরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে সাবসিডির মাধ্যমে কোন ধনী বা মন্ত্রী বাহাদুরের আত্মিয় স্বজন পেয়েছেন কি না? ওনারা জানেন এই সাবসিডির প্রথা হচ্ছে, যারা ৫০ টাকা দেবে তারাই ১০০ টাকার সুতা পাবে। তাহলে যারা ধনী বা মন্ত্রীর কাছাকাছি তারাই এটা পাচ্ছেন এই সম্পর্কে আমরা অনেক অভিযোগ এনেছি এবং বামফ্রন্ট এর কিছু এম এল এর নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এ জন্যই আমি এ বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারি না, কারণ এই বরাদ্দের যে টাকা সেটা সঠিকভাবে খরচ হবে না। এই টাকা সি, পি, এমদের পকেটে যাবে। এছাড়া আমরা জানি প্রধানরা কি ভাবে দুর্নীতি করছে সেটা আমি আর বলছি না কারণ সেটা আপনারা পত্রিকায় পাবেন। তাছাড়া আমি ডিমাণ্ড নং ৬ এর ২৪১ মেজর হেডের যা দেখানো হয়েছে। আমরা জানি আমাদের ট্রেন্সপোর্ট মিনিষ্টার, তিনি ক্ষমতায় এসেই এই হাউসকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে টি আর টি সির গাড়ীগুলি ঠিক মত চলবে। যত অচল টি আর টি সি আছে সেগুলিকে চালু করানো হবে। যে সব টি আর টি সি গুলি অচল হয়ে গ্যারেজে পরে আছে সেগুলিকে ঠিক করা হবে। অথচ এই টি আর টি সি কিসের জন্য জনগনের সুবিধার জন্য ঠিকমত অফিসে যাওয়ার জন্য টি আর টি সি গাড়ী ব্যবহার করা হয়। অথচ যে গাড়ী সাড়ে ছয়টায় ছাড়ার কথা সেটা দেখা যায় যে সাত টায়, আটটায়, নয়টায় ছাড়ে, ফলে গ্রামের লোকেরা ও কর্মচারীরা কাজ করতে পারে না। তার ফলে সরকারী কর্মচারীরা ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারে না। আমরা আশা করি ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার এ দিকে লক্ষ রাখবেন। বামফ্রন্ট এর আমলে এটা অত্যান্ত দুঃখের কথা যে কি ভাবে গাড়ীগুলি এক দিন পর পর নষ্ট হয়ে যায়। এখানে কতগুলি মোটর মেকানিকস্ ফ্রার্ম আছে, যারা গাড়ী মেরামত করতে পারে বলে তার জন্য তারা দরখাস্ত করেছিল। তারা আরও বলেছিল যে আমরা যদি গাড়ী ঠিক করতে না পারি তবে এক লাখ টাকা বা দুই লাখ টাকা যা ইঞ্জিনের দাম তা আমরা ফেরত দিতে রাজি আছি এই বলে আগরতলা কয়েকটা ফার্ম দরখাস্ত দিয়েছিল। তাছাড়া যে গাড়ী গুলিকে আগরতলাতে ঠিক করানো যায়, সেগুলিকে ঠিক করানোর জন্য বোয়িংএ করে কলকাতায় পাঠাচ্ছে আবার আনাচ্ছে। অথচ যদি তাতে কোন ডিফেক্ট থাকে তবে এখানের ফর্মগুলি ধরিয়ে দেয়। এই ভাবে তারা সরকারী টাকা নষ্ট করছে কাজেই আমরা মনে করি যে এই সমস্ত বিলে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেই টাকা জানিনা বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের পকেটে যাবে কি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— যাই হউক তাদের কাজের সমালোচনা করতে গেলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাবে। এর জন্য আমি আর এর সমালোচনা করলাম না। আমি আশা করি সদস্যরা বুঝতে পারছেন যে একটা ঘটনা উল্লেখের মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয় যে বামফ্রন্ট এর কর্মীরা এবং সি, পি, এম এর কর্মীরা কি ভাবে সরকারী টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই টাকাকে রক্ষা করার জন্যই আমি এই কাটমোশানের মাধ্যমে সরকারকে সজাগ করে দিতে চেষ্টা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, আমি প্রথমেই এই বাজেটকে সমর্থন জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার বভিন্ন রাস্তাঘাটের কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাই। আজকে দেখা যায় ডিমাণ্ড নং ৩৪ এ পি, ডব্লিউ, ডি ডিপার্টমেণ্ট এর কাজের জন্য বরাদ্দ করেছেন, সেই বরাদ্দে আমি আশা করব যে সারা ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট গড়ে উঠবে। উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি লক্ষ করেছি যে গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরায় বহু রাস্তাঘাটের কথা শুধু নামেই ছিল, কিন্তু তা কোন দিন হয়ে উঠে নাই। রিক্সা গাড়ী চলাচলের মত কোন রাস্তাঘাট ছিল না। আজকে বামফ্রন্ট সারা ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে শহরে সমস্ত জায়গায় রাস্তাঘাটের উপর যে নজর দিয়েছেন, এবং কাজ করে যাচ্ছেন, তা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। সারা ত্রিপুরায় আজকে শুধু নজরে পড়ে নুতন নুতন রাস্তাঘাট। আমি সাধারণ লোকের কাছে শুনতে পাই যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গত দেড বছরে যে সব রাস্তাঘট গড়ে উঠেছে—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বিসেসের পরে আপনার বক্তব্য রাখবেন। এখন সভা ২ টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বর্ত্তমান বাজেটকে পূণ সমর্থণ করে আমি পি. ডাবলিও ডিপার্টমেণ্টের উপর আনিত দৃষ্টি আকর্ষণি প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার। আমি জানতে চাই যে কোন সদস্য লিখিত কোন বক্তব্য পড়তে পারে কিনা? উনি (উমেশ নাথ) যে লিখিত বক্তৃতা করতেছেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য না পড়ে রাখুন।

শ্রীউমেশ নাথ—বর্ত্তমান বামফ্রণ্ট সরকার গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য রাস্তা ঘাট বানিয়ে গ্রামের উন্নতি করতে চলেছেন। তা বিগত সরকারের আমলে আমরা দেখিনি। তাই এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করছি কারণ সময় বেশী নেই। পুনরায় বর্ত্তমান বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীমতি হরি চৌধুরী।

শ্রীমতি হরি চৌধুরী—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ১৯৭৯-৮০ সালের যে

বাজেট তা আমি পূর্ণ সমর্থণ করি। পূর্ণ সমর্থন করি এই কারণে. আমরা বিগত ৩০ বছরে যা দেখিনি বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তা দেখছি। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ল্যাম্পস্ কো-অপারেটিভ খুলে গ্রামীণ জনসাধারণের অনেক উপকার করেছেন। ল্যাম্পসের মাধ্যমে অনেকগুলি প্রকল্প বর্ত্তমানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন। তাতে গ্রামের জনসাধারণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ন্যায্য দামে ল্যাম্পসের মাধ্যমে পাবে। গ্রামের মানুষের উৎপাদিত দ্রব্য এই ল্যাম্পসের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে এনে বিক্রি করারও সুযোগ তারা পাবে। ল্যাম্পসের দ্বারা গ্রামের মানুষদেরকে' বিনা পরিশ্রমে ঋণ দেওয়া হয় আবার গ্রামের মানুষ যাতে ন্যায্য দামে নিত্য প্রয়োজনিয় জিনিষ কিনতে পারে সেই ব্যবস্থাও আছে। কাজেই এসব কারণে আমি ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটকে পূর্ণ সমর্থণ করি। গত ৩০ বছর ধরে গ্রামের গরীব কৃষক জোতদার ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছিল কিন্তু বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে রক্ষা করার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করছেন যেটা বিগত দিনের সরকার চিন্তাও করেন নি। বর্ত্তমানে গরীবদের জন্য সমবায় খোলা হয়েছে, সে সমবায়ের পরিচালক মণ্ডলি নির্ব্বাচন করা হয় ভোটের মাধ্যমে আর ঐ সমবায়ের লোক দিয়ে পরিচালনা করা হয় ল্যাম্পস্। বর্ত্তমানে সরকার যে ভাবে গরীবদের জন্য একটার পর একটা প্রকল্প তৈরী করছেন তা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু আমাদের বিরোধি দলের বন্ধুরা কাট-মোশন এনে খেটে খাওয়া মানুষের কি উপকারের কথা চিন্তা করছেন আমি বুঝতে পারছি না। যাই হউক এই বাজেটকে সমর্থণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে আমার কাট-মোশনের উপর বক্তব্য রাখছি। আমার কাট-মোশনের ডিমাণ্ড নাম্বার ২০-৩৩৭। মাননীয় ডেপুটি স্যার, আমার কাট-মোশানটা হচ্ছে তৈদু এলাকার উপর। তৈদু এলাকায় তৈদু বাজারটি হচ্ছে একমাত্র বাজার যেখানে তহশীল রয়েছে, পোষ্ট অফিস রয়েছে. ডিসপেন্সারী রয়েছে। যেখানে গাড়ী থামার স্ট্যাশন আছে আর যেখানে প্রায় ১০।১২ হাজার মানুষ বাস করছে সেই তৈদুলফ রাস্তায় একটা ব্রীজ নাই। যে রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষেরা তৈদু বাজারে আসে। বর্ষায় ব্রীজের জন্য মানুষ বাজারে আসতে পারে না। কিন্তু সেখানে ডিস্পেন্সারি রয়েছে সেটা অতি প্রয়োজনীয়। যেটা এ অঞ্চলের মানুষের একমাত্র যোগাযোগের পথ সে রাস্তায় ব্রীজ দেওয়া কি বিশেষ প্রয়োজনিয় নয়। জাম্বছড়াতে সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। সেই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা বর্ষার সময়ে যেতে পারেনা যেতে হলে অনেক বিপদের ঝুঁকি আছে। কিন্তু সেখানে ব্রীজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এ বছরের বাজেটে আমি সেটা দেখতে না পেয়ে খুব দুঃখিত।

এছাড়া তৈদুর উত্তর দক্ষিণ অঞ্চলের যে বাসিন্দা তারা সালেমা থেকে অমরপুর পর্যান্ত যে রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু এভাবে বর্ষাকালে চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর। কারণ সেখানকার রাস্তা ঐ সময় খুবই খারাপ হয়ে যায়। এ তথ্য আমি বার বার এই হাউসে এনেছি। তৈদুর বাজারের আশে পাশের অঞ্চলসমূহের যোগাযোগ ব্যাবস্থা একেবারে নেই অথচ সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যাবস্থা নেননি। বা তাতে কোন গুরুত্ব দেননি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চল এর মানুষ ভাল রাস্তা ঘাট না থাকায় তারা কিভাবে

যে শহরের বা বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন তা ভাবতে অবাক হতে হয়। এবং এটা যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যর অর্থনিতীর উপর দারুন চাপ সৃষ্টি করছে এ আমি বলতে পারি। কারণ বাজারের কমুনিকেশন যদি ভাল না হয় তবে বাজারে জিনিস পত্র আনা নেওয়া খুবই কষ্টকর। যে জিনিস দুই দিন পরে পচে যাবে এগুলিকে অবিলম্বে বাজারে বিক্রির জন্য আনা প্রয়োজন সে সব জিনিস পত্র ও যোগাযোগ এর অভাবে উপযুক্ত সময়ে বাজারে আনা যাবে না। তাই এই সকল অসুবিধার দরুন আমরা দেখি গ্রামের মানুষ তাদের উৎপাদিত পণ্যাদি মহাজনদের নিকট অতি জলের দামে বিক্রি করে দেন। গ্রামাঞ্চলে যারা পাট, তিল, সরিষা প্রভৃতি উৎপাদন করেন তারা তাদের সেই উৎপাদিত জিনিসপত্রের নায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারেন না। এখনও এমন জায়গা আছে যেখানে তিন দিনেও পোছা যাবেনা তাও শীতের সময়ে কিন্তু বর্ষাকাল হলে তো আর কথাই নেই। সে সব জায়গায় আর পৌছাই যাবে না। ফলে যে সব অঞ্চলে বাজারে যোগাযোগ ব্যাবস্থা ভাল সে সব অঞ্চলের যে দামে জিনিস পত্র পাওয়া যায় ঐ সব অঞ্চলে তার চেয়ে অনেক বেশী দামে জিনিস কিনতে হয়। যেমন শহরে যে সান লাইট সাবানের দাম ২ টাকা ৩০ পয়সা সেখানে ২ টাকা ৫০ পয়সা দামে বিক্রি হয়। এ রকম সব জিনিসপত্রের দাম অন্যান্য জায়গা থেকে বেশী দামে জনসাধারণকে কিনতে হয়। কবে যে এই সব অঞ্চলে সুদিন আসবে শহরের লোকেরা যে সুযোগ-সুবিধা পায় সে সুযোগ-সুবিধা পাবে তা আমি বলতে পারছিনা। আমি এখানে তাই এই কাট মোশন আনতে চাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তার পর আমার আরেকটা কাট মোশন আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২, মেজর হেড ২৬৫ ।(ফেইলুর টু কনট্রোল এণ্ড এলিমিনেট ওয়েষ্টফুল একস্‌পেণ্ডিচার অন দ্যা ভিজিট অফ দ্যা প্রাইম মিনিষ্টার)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময়তো শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কিন্তু আমাকে কি কিছুই বলতে দেওয়া হবে না? এখানে যে ডিমাণ্ড প্লেস করা হয়েছে আমাকে ইহার সম্বন্ধে বলতে তো হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে আরো পাচ মিনিট সময় দিলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একজন প্রাইম মিনিষ্টার এর আগমন উপলক্ষে সরকারের কোষাগার থেকে ১৬ হাজার টাকা খরচ করা হল। উচিত ছিল ত্রিপুরার দরিদ্র জনসাধারণ কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তা প্রধান মন্ত্রী এসে দেখবেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করবেন। কিন্তু তা আর করতে দেওয়া হয়নি। কাজেই এই যে ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করা হল তা সমর্থন যোগ্য নয়। আমি উহাকে সমর্থন করতে পারিনা। তাই আমি এই কাট্ মোশন এনেছি। আমি অবশ্য আশা করব যারা এই হাউস আছেন তারা এই কাট মোশনকে সমর্থন করবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমার আরেকটি কাট মোশন আছে। ডিমাণ্ড নম্বর—৩০, মেজর হেড্—৩১০। (ফেইলুর টু কনট্রোল এণ্ড এলিমিনেট ওয়েষ্টফুল

এক্সপেণ্ডিচার অন মেটেরিয়ালস্ এণ্ড সাপ্লাই মেডিসিন ভেকসিন্ কেমিক্যাল)। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই এখনও গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা ব্যাবস্থার সুফল পৌছায়নি। তার কারন হল গ্রমাঞ্চলে যে সব ডিসপেনসারী বা হসপিট্যাল আছে সে সেখানে যারা স্টাফ আছেন অর্থাৎ ডাক্তার এবং নাস আছেন তাদের সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের কোন পারস্পরিক মিল নেই। তার ফলে গ্রামবাসীরা তাদের নিকট থেকে ভাল চিকিৎসার আশা করতে পারেনা। আমার মতে এই সকল হসপিট্যাল বা ডিসপেনসারীতে গ্রামের অল্প শিক্ষিত বেকার লোকদের চাকরী দিলে তবেই গ্রামের লোকেরা ভাল চিকিৎসার সুযোগ হয়তো পাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে এখনও আধুনিক চিকিৎসার সুফলতা পৌছায়নি। এখনও কোন অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজ ডাকা হয়, শুকর, মুরগ ইত্যাদি দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে এখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিসপেনসারী বা হসপিট্যাল নেই। এই হাউসে প্রশ্নোত্তরের সময় ডিমাণ্ড করা হয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হসপিট্যাল স্থাপন করা হোক্। কিন্তু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এ সম্পর্কে কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক সময় দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে-আমার যে অম্পি, সেখানে যে ডিসপেনসারী আছে সেখানে রোগীদের বিছানাপত্র, ঔষধপত্র এবং ঐ সব জিনিস পত্র ভালভাবে রাখবার জন্য কোন জিনিসপত্র সেখানে সময়মত পৌছায় না। ফলে রোগীদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। সাধারণ মানুষ যাতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল পেতে পারে তার জন্য আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণ করতে হবে। সেই দিক থেকে আমি বলব যে বাইরে থেকে অ্যাডভারটাইজমেণ্ট করে এনে এই ডিমাণ্ড মীট করা যাবে না। আমাদের ছেলেদের ডাক্তারী পড়াতে হবে। তার জন্য ক্যালকাটা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি জায়গায় মেডিকেল কলেজে সীট চাওয়া হবে, তারপর তার জন্য দরবার করতে হবে, এটা হতে পারে না। তাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারছে না এবং তার জন্য আন্দোলনও হচ্ছে। কাজেই এখানে মেডিকেল কলেজ দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে মেডিকেল কলেজ হলে তারা ডাক্তারী পড়তে পারবে এবং আমাদের হাসপাতালগুলিতেও ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে এবং তারা হবে ত্রিপুরার মানুষ। তাদের সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষের আত্মীয়তা রয়েছে। তাদের মারফত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা পৌছবে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বর্তমান যুগেও আমরা চিকিৎসার অভাবে মরছি, তার কারণ আমাদের এখানে মেডিকেল কলেজ নেই। আমাদের ছেলেরা মেডিকেল পড়তে পারছে না। কাজেই মানুষের উপর রোগের যে আক্রমণ তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় এই বাজেটে নেই। সেদিক দিয়ে এই বাজেট আমাদের হতাশ করেছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর একটা কাটমোশান রয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬, মেজর হেড ৪৫৯—ফেল্যুর টু কণ্ট্রোল অ্যাণ্ড এলিমিনেট ওয়েষ্টফুল একস্পেন ডিচার অন স্টেশনারী অ্যাণ্ড প্রিণ্টিং। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিকেশান, এই ক্ষেত্রে অনেক ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার হচ্ছে। কাজ সুষ্ঠুভাবে

সম্পাদন হচ্ছে না। এই যে গভর্ণমেন্ট প্রেস রয়েছে ত্রিপুরায়, আমরা জানি নর্থ ইষ্টার্ণ এরিয়াতে এতবড় গভর্ণমেন্ট প্রেস নাই। এতবড় গভর্ণমেন্ট প্রেস থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখছি অন্যান্য কথা বাদই দিলাম, এই ত্রিপুরার বিধানসভায় যে সমস্ত সিটিং হয়ে গেছে তার প্রসিডিংস কোথায়। সেই ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী মাসে যে প্রথম সিটিং হয়েছিল সেটা আমাদের হাতে এতদিনে এসেছে। তাও ভুল। তাও দ্বিতীয়বার সংশোধন করতে হয়েছে। কেন প্রসিডিং পেলাম না? কেন এতবড় একটা গভর্ণমেন্ট প্রেস রেখে এতগুলি কর্মচারী রেখে এত ভুল করছে? এই বিধানসভায় মানুষের আশা আকাঙ্খা স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সেগুলি মানুষকে জানাব কি করে? জানানোর উপায় নেই। মানুষ দেখছে একটা বিরাট গভর্ণমেন্ট প্রেস বিরাট। ঢুকতেও সাহস করে না। অথচ এর এই অবস্থা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আরও একটা জিনিষ দেখাচ্ছি। এই যে বাজেট পাশ ছিল, ভলিউম ওয়ান —এখানে ১২ পৃষ্ঠায় আছে, প্রেস যে এক্সপেনডিচার, তার এখানে বলা হয়েছে ১০৮, ৩০, ৪৯০০০ টাকা। আর ভলিউম টুতে এটার হিসাব দেওয়া হয়েছে ১০৮, ৩১, ৪৯,০০০ টাকা। কোনটা ঠিক? মাননীয় স্টেশনারী মিনিস্টারকে প্রশ্ন করতে চাই এই অবস্থা কেন হল?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উনি প্রশ্ন করতে পারেন কিনা। সেই বিষয়ে আপনার রুলিং চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আপনি রিপ্লাই দেবেন তো। আমরা কার কাছ থেকে রিপ্লাই পাব?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য রেখেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার রিপ্লাই দেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ভলিউম টু প্রথমে ছাপানো হয়েছে অনেক ভুল। ভুলের সংশোধনে একটা লিস্ট তৈরী করা হয়েছে। তারপরেও ভুল রয়েছে। এখানে আমি দেখছি ভলিউম টু পেজ ৮১৩। সেখানে পাওয়ার প্রজেক্ট হেডে বলা হয়েছে ২৩৪। আপনাদের বিজনেস লিস্টে বলা হয়েছে ৩৩৪। কোনট ঠিক? এমন আরও আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে অবস্থা, এটা বিধান সভার কাজ, এখানেও যদি হিসাব নিকাশে এমন ভুল তথ্য দেওয়া হয় তাহলে কি এটা হাউসকে মিসলীড করা হবে না?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার কাটমোশন সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি। আমি আমার দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন রয়েছে সেগুলিও সমর্থন করে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এনিমেল হাজবেণ্ড্রীর মিনিষ্টার বাজুবান রিয়াং যেটা পেশ করেছেন তার উপর আমি একটা বক্তব্য রাখছি। যে সমস্ত হালের বলদ এবং দুগ্ধবতী গাভী আমাদের গ্রামাঞ্চলে আছে, আমি দেখছি তাদের অধিকাংশই বাতরোগে ভুগছে অথবা নানা রোগে মরে যাচ্ছে। এদের কোন চিকিৎসা

হচ্ছে না। আমার গর্জনখলা এলাকায় উদয়পুরে প্রত্যেকটি হালের গরু এখন অচল। হাল চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। এটা একটা ইনফেকশান রোগ। যার জন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা অসহায় হয়ে পড়েছে। আমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখেছি। এই গরুর মড়ক ত্রিপুরাতে বহুবার হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কাজেই এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার না নেওয়ায় এই রকম হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭, মেজর হেড ৩১৪—কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট, পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি সংক্ষিপ্তভাবে রাখছি। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সরকার গ্রামাঞ্চল মানুষের উপকার করবেন, যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হবে সেগুলি তাদের মাধ্যমে করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে যারা

কিন্তু আমরা দেখছি যে যারা সি, পি, এমের গাঁও প্রধান আছে, তারাই সব চাইতে বেশী সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং সেই সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে তারা নিজেদের দলের স্বার্থে কাজ করছে। এর বহু নজীর আমার কাছে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু উপজাতি সি, পি, এম গাঁওসভার সদস্য, সি, পি, এম দল ত্যাগ করে উপজাতি যুব সমিতিতে যোগ দিচ্ছে। এই রকম ১ হাজার সদস্য তাদের দল ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, অথচ তারা সারা জীবন ধরে ঐ কমিউনিষ্টদের সেবা করে এসেছেন। কিন্তু অন্য দিকে উপজাতি যুব সমিতির কোন সদস্যকে বামফ্রণ্ট তাদের দলে টানতে পারছে না। এটা আপনারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে দেখতে পাবেন এবং আমাদের কাছেও এই ধরণের বিভিন্ন দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনাকে ৬ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, অথচ আপনি ৮ মিনিট বলেছেন। কাজেই আপনি আপনার বক্তৃতা এখানে শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন। তার পরে আছে, ট্রেন্সপোর্ট, এই ট্রেন্সপোর্ট সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে শতকরা ৪০ ভাগ গাড়ী প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে থাকে, সেগুলি চলছে না। তার মানে গাড়ীগুলি মেরামতের অভাবে পড়ে আছে, সেগুলি মেরামত করা হচ্ছে না, ফলে সেগুলি ধীরে ধীরে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে যে নূতন গাড়ী নাকি কেনা হবে। গাড়ীগুলি মেরামতের অভাবে পড়ে আছে, রাস্তায় বেরুতে পারছে না, অথচ নূতন গাড়ী কিনে রাস্তায় নামানো হবে, তাতে লাভ কি হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। আমাদের যে ক্যাপিটেল রয়েছে, তার থেকে আমার একটা আউট টার্ণ আসার দরকার, অতএব সেই আউট টার্ণ আনতে গেলে আমার যা করনীয়, সেটা আমি করছি না, উপযুক্ত আরও ক্যাপিটেল বিনিয়োগ করছি ঐ নূতন বাস কেনার মাধ্যমে। ত্রিপুরা রাজ্যে সেই আউট টার্ণ পাওয়ার মত যথেষ্ট সুযোগ এবং সুবিধা রয়েছে, যেমন আমাদের প্রাইভেট বাসের মালিকেরা করছে। কাজেই সরকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ হওয়ার মত যথেষ্ট সুযোগ আছে, এবং সেই সুযোগকে আমাদের সদ্ব্যবহার করা দরকার। অথচ সরকার এই দিকে কোন রকম চেষ্টা করবেন না, আবার এর

জন্য দায়ী হবেন না, এটা হতে পারেনা। তাছাড়া বর্তমানে সচল যে গাড়ীগুলি আছে সেগুলি চলতে গেলে যে একটা টাইম-টেবিল মেন্‌টেইন করার দরকার, সেটা তারা মেণ্টেনই করছেনা। যদি বা একটা গাড়ী কোথাও যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে আধা পথে গিয়ে খারাপ হয়ে পড়ে রইল, তাকে মেরামত করে আবার চালু করার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করছি যে বহু ক্ষেত্রেই সরকারের যে সম্পত্তি আছে, সেটা তারা ভাল ভাবে মেণ্টেইন করতে পারছেনা, তার করণ হল সেগুলি মধ্যে অনেক দুর্নীতি রয়েছে। অতএব ভালভাবে মেণ্টেইন করতে হলে সেগুলি থেকে আগে দুর্নীতি দূর করতে হবে। গভর্ণমেণ্ট তাদের প্রশাসনকে গণমুখী করার যে পলিসি নিয়েছে বলে বলছে, সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে এরজন্য দায়ী যে সমস্ত অফিসার আছে অথবা কো-অর্ডিনেশান কমিটির সংগে যুক্ত যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করতে চায়না, তাদের উপর কাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে বাজেটে শুধু অর্থ বরাদ্দ করলেই চলবে না। কাজেই আমি আমার কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সব ডিমাণ্ড এখানে আনা হয়েছে, সেগুলিকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমথন করছি, আর তার সাথে সাথে ঐ সব ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাট মোশান আনা হয়েছে, সেগুলিকে আমি বিরোধীতা করছি। তার কারণ হচ্ছে এই যে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরোধীরা জনগণ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, রন্যদিকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার মাত্র দেড় বছর হল ক্ষমতায় এসেছে এবং এরই মধ্যে যে যে সমস্ত জনকল্যাণ মূলক কাজে হাত দিয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কাজেই এই সরকার তার কাজ কর্মের মাধ্যমে যতটা সফলতা লাভ করছে আমাদের বিরোধীরা ঠিক ততটা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর সেজন্যই তারা আজকে এই বাজেটের বিরোধীতা করছে। এই বাজেটের মধ্যে কৃষি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, মাইনর ইরিগেশানের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, কাজেই আমরা আশা করছি যে আগামী বছরে মধ্যে আমরা খাদ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারব। কাজেই এই টাকাটার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে, তা সত্বেও আমরা দেখছি যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ মাইনর ইরিগেশানের মত একটা ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করছে। আজকে যদি জলসেচের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল না দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে তারা কিভাবে তাদের জমিতে বেশী ফলন ফলাবে। এটা কি তারা বুঝতে পারছেন না? না, বুঝেও না বুঝার ভাণ করছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস আমলে কৃষকদের জমিতে জল সেচ করার মতো কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি, তারা মাত্র ১৫ ভাগ জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তাদের ৩০ বছরের রাজত্বকালে মাত্র ১৫ ভাগ জমিতে জলসের ব্যবস্থা করাটা কি একটা লজ্জাকর বিষয় নয়? কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বাজেটের এই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে আশা করছে যে অন্ততঃ ২৯ ভাগ জমিতে আমরা আগামী বছরের মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারব। এটার বিরোধীতা করা কি ত্রিপুরা

রাজ্যের কৃষকদের প্রতি শত্রুতা করা নয়? জলসেচের সুযোগ সুবিধা পেলে কৃষকেরা যেখানে তাদের জমি বেশী বেশী ফসল ফলাতে পারবে, কৃষকদের সেই সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারেও তারা যে বিরোধীতা করছে, তার পিছনে নিশ্চয় অন্য কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, কিছু দিন আগে 'আমরা বাঙ্গালী' বলে একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং তারা ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে যেমন অমরপুর, তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াইতে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এই দল গণতান্ত্রিক কোন রকম পদ্ধতি মানতে রাজি নয়, তাদের চিন্তা হল বামফ্রন্ট সরকার আগামী ৫ বছরের মধ্যে এখন যে ভাবে কাজ কর্ম করছে এভাবে যদি কাজ করে, তাহলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরাতে তাদের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ত্রিপুরার মানুষ আর তাদের ফিরতে দেবে না। তাই তারা এখন থেকে বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যান মূলক উদ্যোগকে বাধা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা বিভিন্ন রকমের আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে ইতিমধ্যে তাদের সেই আন্দোলন কিছুটা দমে গিয়েছে, কারণ জনসাধারণ তাদের এই হেন কার্য্য কলাপকে আর পছন্দ করছেন না, কাজেই তারা ক্রমশঃ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ বামফ্রন্টকে সরকারী গদীতে বসিয়েছে এই আশা নিয়ে যে বামফ্রন্ট তাদের জন্য কিছু কাজ করবে। তাই বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সেই সব গরীব মানুষদের যাতে উপকার হয়, তারজন্য কতগুলি পরিকল্পনা নিয়েছেন। হয়তো এই বাজেটের ফলে কিছু মুষ্টিমেয় পুজিবাদী মানুষ আঘাত পেতে পারে, কিন্তু সাধারণ গরীব মানুষ যারা, তারা এই বাজেটের ফলে সত্যি সত্যি উপকৃত হবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। কাজেই আমি এই ডিমাণ্ডগুলিকে পুরাপুরি তামার সমর্থণ জানাই, আর বিরোধী পক্ষ থেকে চক্রান্ত করার জন্য যে কাট মোশানগুলি এসেছে, সেগুলি আমি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রীরাধারমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি ডিমাণ্ড নং ২৭-এর উপর আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি গত ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে এই কোপা-রেটিভগুলিতে একটা লুঠের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এর পরিবর্তন করেছেন। আজকে আমরা বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করেছি যে কোপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির মাধ্যমে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কি ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করেছে। তেমনি ভাবে জিরানিয়া মার্কেটিং সোসাইটিতেও টাকা লুঠ করা হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজকে এর পরিবর্তন হয়েছে। এই সব সোসাইটিগুলিতে নির্বাচন হত না কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই সব সোসাই-টিতে নির্বাচন হয়েছে। আমরা অডিট রিপোর্ট চেয়েছিলাম তারা সেখানে অডিট রিপোর্ট দিতে পারছে না। যারা কংগ্রেসের পেটোয়া এই ভাবে তাদের পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা গিয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এগুলির পরিবর্তন করে যাচ্ছে, কৃষকদের— দেশের গরীব অংশের মানুষের সুবিধা হয় সেজন্য লেম্পসের মাধ্যমে বিভিন্ন সমবায় সমিতিকে

সুন্দরভাবে ঢেলে সাজান হচ্ছে। সেজন্যই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে ছাড়া গ্রামে কৃষির উন্নতি থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজেই সমবায় সমিতিকে কাজে লাগান যায়। কিন্তু সেখানে আমরা দেখছি যে বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যগন বামফ্রন্ট সরকারের এই সব ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করছেন। আমি বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বলব যে গত ৩০ বছর কংগ্রেস কি করেছে—তারা শুধু লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের চারদিকে ঐ খৃষ্টান মিশনারী ও আনন্দমার্গ মিলে চক্রান্ত আরম্ভ করেছে। তারা অমরপুর, মোহনপুর—আমরা মোহনপুর থেকে (ইন্টারাপশান) উপজাতি যুব সমিতি থেকে আমরা বাঙ্গালীর বিরোদ্ধে কোন কথা বলেন না। অথচ এই আনন্দমার্গীরা এই ত্রিপুরাতে সি, আই, এ,র এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। সেই হিসাবে খৃষ্টান মিশনারীর ত্রিপুরায় কাজ করছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ আছে কাজেই এই সব কংগ্রেস: সি, এফ, ডি, জনতা, আমরা বাঙ্গালী এরা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আজকে আমরা বাঙ্গালী কি করছে তারা লাঠি, দা, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে খতম করার জন্য চেষ্টা করছে অথচ এই উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে কোন দিন একটি কথাও বলেন নাই। এই বলে এই ডিমাণ্ড নং ২৭কে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডে: স্পীকার—শ্রীগৌতম দত্ত।

শ্রীগৌতম দত্ত—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সব ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি প্রথমে Demand No. 22 Major Head 288-Social Security & Welfare (Re-settlement of Landless Agricultural Labourers)—এর উপর আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে জোতদারদের স্বার্থে যে সমস্ত ভূমি সংস্কার আইন করেছে এর ফলে সেই সমস্ত জোতদাররা সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করেছেন। এবং সেখানে ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেন নাই। এর ফলে গ্রামের জোতদারদেরই সাহায্য করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন হাজার হাজার কৃষক ভূমিহীন ক্ষেত মজুরে পরিণত হচ্ছে এবং তাদের উপর অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম তাদের পাশে দাড়িয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সভা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সরকার এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি প্রায় ১১শ উদ্ধার করেছেন। এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫০ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছে। আজকে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে বামফ্রন্ট সরকার তার [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] করবে এবং বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসের যে ধনতান্ত্রিক নীতি বামফ্রন্ট সরকার তার [illegible] ক্ষমতায় [illegible] দিয়ে সেই নীতিকে পরিবর্তন করে সম্পূর্ন নিজস্ব দৃষ্টি ভংগী দিয়ে [illegible]

তার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমরা আজকে আরও লক্ষ্য করেছি যে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে তাদের নিজেদের সরকার হিসাবে মনে করছে এবং আমরা এও লক্ষ্য করছি যে সরকার যখন এই বাজেটের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছেন। তখন গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদীরা সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত, তখন তারা বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছে। ঐ সব কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা বিগত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল ঐ কংগ্রেস, সি, এফ, ডি, জনতা এরা ঐ আনন্দমার্গের নেতৃত্বে গ্রামের মধ্যে আমরা বাংগালী নাম দিয়ে জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত।
যেভাবে আজকে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের কল্যাণে, গ্রামের নীচুতলার মানুষের কল্যাণে, ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আতঙ্কিত। কিন্তু গরীব কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ আজকে সচেতন। তাই তারা আজকে এই সরকারকে সমর্থন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের এই উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র উদয়পুর, অমরপুর, বতনবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসের কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের যারা কর্মী তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, এই দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের মানুষ রোখে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা বাঙ্গালী এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জনসাধারণ সতর্কভাবে প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই অবস্থার মধ্যে, বামফ্রন্ট সরকার গত দেড় বছরে যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা যেমন জুতদার, জমিদাররা সামন্ততন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই সরকারের বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকার গ্রামাঞ্চলের গরীব বর্গাদারদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। যেটা বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার গ্রামের গরীব বর্গাদারদের জীবনের কোন গ্যারেন্টি দিতে পারে নাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাই দিচ্ছে। বর্গা আইন অনুসারে বর্গাদারদের অধিকার, নথিভুক্ত করার জন্য আজকে দেখা যায় বর্গাদাররা এগিয়ে আসছেন এবং এটা দেখে জুতদার, জমিদাররা আজকে আতঙ্কিত হয়েছেন। আমরা আজকে এই বিধানসভায় দেখছি উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। আমরা লক্ষ্য করছি যে জুতদার, জমিদাররা এই গরীব বর্গাদারদের উপর আক্রমণ করার জন্য সংগঠিত হচ্ছে যাতে বর্গাদাররা তাদের অধিকার না পায়। আজকে এটা স্পষ্ট যে এই উপজাতি যুব সমিতি কার স্বার্থে চীৎকার করছেন ঐ বিগত ৩০ বৎসরের রাজত্বে কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রকে ফিরে আনবার জন্য, সেটাকে রক্ষা করার জন্য, তাঁরা এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিকিৎসা ইত্যাদির অনেক কথা বলেছেন। আমি মনে করি দেওয়ালের মধ্যে যারা স্লোগান লিখেন যে যীশুর কাছে এস তিনি আমাদের মুক্তি এনে দেবেন, দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবেন তাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, চিকিৎসার কথা বলার কোন অধিকার নেই। তারা বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছেন। সেই জন্যই আমি বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক আনীত বিভিন্ন দাবীগুলিকে সমর্থন করছি এবং উপজাতি যুব সমিতি কর্তৃক আনীত বিভিন্ন কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। ইনকেলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীরা যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করেছেন, যে সব ডিমাণ্ড এনেছেন, আমি তা সমর্থন করছি। আর বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশনগুলি এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। আমি বলতে চাই এই পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সবচাইতে অবহেলিত এবং এখানকার নাগরিকবৃন্দ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জড়িত। তাই আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তার উপর যে ছাটাই প্রস্তাব এসেছে তা আসতে পারে না। আমরা যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসি তখন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে সেখানে কাজ করার মত সুযোগ সুবিধা ছিল না। তাই ৭ম অর্থ কমিশনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন বাবু আগামী বৎসরের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার ব্যয় হিসাবে ৩১৫ কোটি চাহিদা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানে ৭ম ফাইনেন্স কমিশন ১৭০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েছেন। আমরা দেখেছি বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য মাত্র ৭০ কোটি টাকা চেয়েছিল। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে কম হলেও একটা আশা তাদের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে, আগামী দিনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এই ৯২ কোটি টাকার বাজেট যখন ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কাছে, শ্রমিক কৃষক দরিদ্র মানুষের কাছে এই বাজেটের প্রতিফলন, গিয়ে পৌছবে ঠিক তখনই যারা গত নির্বাচনে এই ত্রিপুরা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল তারা চেষ্টা করছে কিভাবে এই সরকারকে হেয় করা যায়। কারণ আমরা দেখছি, এইবারকার বাজেট একটা আশা পূর্ণ বাজেট একটা কর শূন্য বাজেট। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেস সরকার এক বৎসরও এই রকম আশা পূর্ণ বাজেট পেশ করতে পারেন নি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই আশা পূর্ণ বাজেট জনগণের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাই আজকে ওরা আইন শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে চাইছে। এই জন্য আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় খুন খারাপি করে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারকে জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে চাইছে। আমরা দেখছি, আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস, জনতা, সি. এফ. ডি, এর ছায়ায় তাদের লেজুর এই উপজাতি যুব সমিতি। এই জন্যই এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে, সেগুলিকে তাঁরা সমর্থন করতে পারছে না। আবার অন্য দিকে তাঁরা বলছে, বিভিন্ন জায়গায় স্কুল নেই, যোগাযোগের অসুবিধা রাস্তা ঘাট নেই, কৃষি ব্যবস্থা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। খরার মোকাবিলার জন্য ডীপ টিউব-ওয়েল নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে জায়গায় এই সব নেই সেগুলি সেখানে করতে হলে তো টাকার দরকার আছে। এই টাকার জন্য এখানে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে সেগুলিকে তাঁরা বিরোধীতা করছেন। একটা জিনিস এখানে হাউসের কাছে পরিষ্কার ভাবে দেখা দিচ্ছে, তা হলো, কৃষকের স্বার্থের বিরোধীতা, শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধীতা ছাড়া এগুলি আর কিছু হচ্ছে না। কাজে কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার, এখানে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। আজকে আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন বলে যারা চিৎকার করছেন, তাদের

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার দিকে তাকাতে বলছি। আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের কংগ্রেস জনতা, আন্না ডি, এম, কে এবং পশ্চিমবঙ্গও ত্রিপুরা এই মাত্র দুটি জায়গায় বামফ্রন্ট শাসন করছে। আমরা যদি অন্যান্য দেশের আইন শৃঙ্খলার দিকে নজর দিই, তাহলে দেখব, বিহারে হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছে, আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় প্রচুর মুসলমান মারা গিয়েছেন

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান ব্যাঙ্ক-বক্সনগরের কথা বলুন)

সেখানকার সরকার গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করল। আজকে রাষ্ট্রপতির শাসন যারা চাইছে, তাদেরকে বলব রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি হবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী। আমরা যদি সমগ্র ভারতবর্ষের বিচার করি, তাহলে দেখব, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতেই শান্তি বিরাজ করছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—স্যার, আজকে তাঁরা বিরোধীতা করছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—তাই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, সেগুলিকে আমি সমর্থন জানাই, এবং বিরোধী দলের থেকে যে ছাটাই এর প্রস্তাব এসেছে, সেই ছাটাই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশান ছিল ডিমাণ্ড নং ৪৩—মেজর হেড ৫৩৪ ফেলিউর টু কণ্ট্রোল অ্যাণ্ড এলিমিনেট ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার অন রুরাল ইলিকট্রেফিকেশন। এটা আমি কেন এখানে এনেছি, তা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, যখন আমি গত বছরের এই খাতের চিত্রটা তুলে ধরব। গত বছর ১৯৭৮—৭৯ সালে বরাদ্দ ছিল রিভাইজড বাজেট সহ—৪ কোটি, ২৭ লক্ষ টাকা। এইবার ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৫১, লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত হয়েছে ২৪, ৫০,০০০ টাকা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। এইখানে মেজর হেডে এত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য। কিন্তু গত বছরের চিত্র দেখলে দেখা যাবে, গ্রামাঞ্চলের যে সব জাগায় বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে সেখানে এখনও বিদ্যুতের কানেকসন দেওয়া হয় নি। তাই বলেছিলাম, গত বছর যে টাকা ধরা হয়েছিল সেটাই সম্পূর্ণ খরচ হয় নি, এবার আরো এত বেশী আনার কোন কারণ ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া এবং কেরোসিনের সংকট দূর করা সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে রাস্তা ঘাটের অসুবিধার জন্য যেখানে ১·৫০ টাকা কি ১·৬০ টাকা লিটার দরে কেরোসিন পাওয়া যায়, সেখানে সেটা লিটার প্রতি ৫।৬ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের পরিকল্পনা মত যদি বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া যেত, তাহলে ভাল হত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের এই পরিকল্পনায় গলদ রয়েছে, তাই এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমি এইখানে ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব এনেছি।

ঐই খাতের টাকা জনগণের কল্যাণের জন্য অন্য খাতে বরাদ্দ করলে ভাল হয়। টাকা শুধু বরাদ্দ করলে হবে না সেই টাকা যাতে ঠিকভাবে খরচ হয় সেটা দেখতে হবে। এখানে পি ডাব্লু. ডি. মিনিস্টার এখানে ১৪ নাম্বার যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন, সেই ডিমাণ্ডের মেজর হেড ১৫৯—পাবলিক ওয়ার্কস্ এটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয়। গতবার এই খাতে ছিল ১১, ৪১,০০০ টাকা। এইবার ধরা হয়েছে ৭,৪৪,৪৯,০০০ টাকা কিন্তু পাবলিক্ ওয়ার্কস্ বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝি গ্রামের যে সমস্ত সেনিটেশন, রাস্তাঘাট, স্কুল ঘর নির্মান এই সব পাবলিক্ ওয়ার্কসে পড়ে। কিন্তু আমরা দেখেছি গ্রামে এবং বিশেষভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে সমস্ত 'ডিপ টিউব ওয়েল,' আর. সি সি. ওয়েলে খনন করা হয়েছে, সেগুলির অবস্থা হতাশা ব্যাঞ্জক। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের কর্মীরা এবং যে সমস্ত অফিসার আছে. তারা আর. সি. সি ওয়েলের মাটি খুড়ে সেখানে সিমেন্ট আছে কিনা থাকলে সিমেণ্টের পরিমাণ কত, এই সমস্ত পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই বিশ্রামগঞ্জে আমরা দেখেছি আর. সি. সি. ওয়েল গুলিতে তিন ভাগের এক ভাগও সিমেণ্ট নাই। জানুয়ারী মাসে দেওয়ান বাজারের উপ প্রধান গাজী দেববর্মা তিনি আর সি. সি. ওয়েল করেছিলেন। পি. ডাবলিউ. ডি, থেকে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল ঐ ভাবে শুধু বালু দিয়ে রিং ওয়েল না করার জন্য। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। সেগুলি এখন অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এই ভাবে হাজার হাজার টাকা খরচ করে লুট পাট করা হয়েছে। শুধু নয়, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার দেখা গেছে সারা ত্রিপুরায় পি, ডাবলিউ. ডি থেকে যে সমস্ত রাস্তাঘাট করার কথা ছিল, সেগুলি ঠিকভাবে করা হয় নি। কিন্তু আজকে অনাবৃষ্টি চলছে, যা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। কেননা কোন জল না থাকাতে জমিগুলি শুকিয়ে গেছে. যার উপর দিয়ে মানুষ, গাড়ী ঘোড়া অবাধে চলাচল করছে। কাজেই এই অনাবৃষ্টি বামফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করেছে! যদিও এটা আমাদের কাম্য নয়। কেননা এই অনাবৃষ্টি ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৭৭ এডুকেশান সম্পর্কে বলছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে বাজেট ভাষণ দিয়েছেন সেটা দেখতে গিয়ে দেখেছি এডুকেশন সম্পর্কে সমস্ত কিছুই সেখানে আছে, কিন্তু একটা জিনিষ নেই। সেটা হল মেয়েদের শিক্ষা। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত মেয়েরা রয়েছে. বা যে সমস্ত বৃদ্ধরা রয়েছেন তাদের শিক্ষা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয় নি। তাদের শিক্ষার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। এখানে বামফ্রন্টের মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য রয়েছেন। উনাকে আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখুন যে, গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না দেখে উনি নিরাশ হয়ে বসে আছেন। এবং বাজেট ডিসকাশনে কোন অংশই উনি গ্রহণ করেন নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটা কাটমোশান এনেছিলেন মেডিসিন এবং ভেকসিনেশান সম্পর্কে। এখানে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি স্বাস্থ্যের ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত টাকা শুধু শহরাঞ্চলের জন্য। গ্রামাঞ্চলের জন্য নয়।

কারণ গ্রামাঞ্চলে কলেরা, বসন্ত, ইত্যাদির জন্য যে প্রতিষেধক ভেকসিনেশান দেওয়া হত, যেখানে ৪।৫ বৎসর আগেও দেওয়া হত, সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আজকে আর নেই। তবে কিছু কিছু ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু এই যে কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্তর প্রাদুর্ভাবের ব্যাপক প্রতিষেধক হিসাবে কোন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে নেই। আজকে রাজ্যে অনাবৃষ্টির ফলে, পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যার ফলে মানুষ দূষিত জল খেয়ে নানা রোগে ভোগে মারা যাচ্ছে। সেই দৃষ্টি কোন থেকেই আমরা এই কাটমোশান এনেছি। কাজেই গ্রামাঞ্চলের দিকে যে বামফ্রন্ট সরকার নজর দিচ্ছেন না; এটা অত্যন্ত দুঃখের।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার একটা কাটমোশান ছিল ডিমাণ্ড নং ২৭, মেজর হেড ৩১৪। "ডিসএপ্রোভাল অব গভার্নমেন্ট পলিসী ইন রিগার্ড টু টি. এ.। ডি. এ. ফর গাউন প্রধানস এণ্ড আদার্স"। "এখানে ১৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কিন্তু কোন গাঁও প্রধানকে টি. এ, ডি. এ দেওয়া হয়না ব্লক থেকে। এই হাউসে আমরা আগেও একবার প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান এনেছিলাম যে গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্যদের টি. এ., ডি. এ. দেওয়া হোক।" কিন্তু আমাদের এই দাবী স্বীকৃত হয়নি এই হাউসে। গাঁও প্রধানদের মত মেম্বারদেরও কাজ করতে হয়, ব্লকে যেতে হয় এবং গ্রামের কোন জায়গায় কোন সমস্যার উদ্ভব হলে, মীমাংসার জন্য যেতে হয়। কিন্তু তাদের টি. এ., ডি. এ. দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। যার ফলে মেম্বার বা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে, নিজের অর্থ-নৈতিক দুরবাস্থা টেনে আনছেন। কাজেই আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, যখন তারা অফিসে যাবে, তখন তাদের টি. এ., ডি. এ. দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তবেই সদস্যদের মর্যাদা দেওয়া হবে বলে আমি মনে করি। বিরোধীতা আমরা নিশ্চয় করব। কারন জনসাধারণের কল্যাণের বিরুদ্ধে সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি করা হচ্ছে, যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে, সেগুলি জন কল্যাণমুখী নয়। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বিরোধীতা করব। গভর্ণমেণ্টের পলিসী আমরা ঠিকভাবে পাই না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কাটমোশান এনেছিলাম ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড ২৮৭। "ডিস এ প্রোভাল অব এমপ্লয়মেণ্ট পলিসী অব দি গভর্ণমেণ্ট।" সরকারের যে সমস্ত এমপ্লয়মেণ্ট পলিসী, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই বিধান সভায় বলেছিলেন, এই সমস্ত নিয়োগ নীতি অনুসারে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই তার বিরুদ্ধে আমরা কাটমোশান এনেছি। আমরা এখানে গত কয়েক দিনে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম যে সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবদের জন্য রক্ষিত যে সমস্ত আসনগুলি পুরণ করার কথা, সেগুলি বিগত দেড় বৎসরেও কার্য্যকরী করা হয় নি। যার ফলে সিড্যুয়েল কাষ্ট এবং সিড্যুয়েল ট্রাইবসদের জন্য সংরক্ষিত কোটা থেকে উপযুক্ত ছেলেমেয়েরা চাকরী পাচ্ছে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এখানে বলছেন যে উপজাতি ছেলে-মেয়ে একটিও বেকার নেই। বিভিন্ন সভা সমিতিতেও তারা ঐ কথা বলেছেন। কিন্তু উনারা অসত্য কথা পরিবেশন করছেন। এখনও বহু সংখ্যা এইচ. এস., এস. এফ. পাস করা, এমন কি কলেজে পড়া বহু উপজাতি ছাত্র আছে যারা চাকুরী পায়নি। পক্ষান্তরে বামফ্রন্ট সমর্থকরা, যারা ক্লাস টু, থ্রি পর্য্যন্ত পড়েছেন, তারা চাকুরী পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বদলী নীতি এবং নিয়োগ নীতি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করা হয় সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে সমস্ত বাজেট পরিকল্পনার উপরে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটা কথা বলেছেন, সেই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। উনি এই বাজেটের মধ্যে একটা জিনিষ ধরেছেন সেটা হচ্ছে, বাঁশের লাঠির জন্য বরাদ্দ করা। ভাল কথা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাঁশের লাঠির জন্য টাকা বরাদ্দ করুন। বাঁশের লাঠি ত্রিপুর সেনা যারা, যারা শান্তি সেনা, তাদের জন্য দরকার হয়। সুতরাং সেই বাঁশের লাঠি আনতে হলে মনিপুর আসাম থেকে আনতে হবে। সেইজন্য টাকার বরাদ্দ দরকার। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে বাজেটের যে কাটমোশান এনেছে সেটাকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। এবং আর একটা জিনিষ আমরা দেখি, এইবারের বাজেটে ফেমিলি ওয়েলফেয়ার একটা ডিমাণ্ড প্লেস করা হয়েছে। সেখানে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গতবছর এই বরাদ্দ ছিল ১০ হাজার টাকা। এবার ৪০ হাজার টাকা বাড়লো। আমরা জানি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেটে ফেমেলি ওয়েলফেয়ারে এই বাজেট ধরা হয় নাই। কিন্তু কি করে যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এত টাকা ধরলেন তা বুঝতে পারলাম না। তিনি কি এই টাকাকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করবেন, নাকি টাকাকে ঘুমিয়ে রাখবেন বুঝতে পারলাম না। তাই আমি বলছি সরকারের একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা করুক। তা না হলে বেকার সমস্যার সমাধান আর কোনসময় হবে না। এই টাকা গ্রামের গরীব মানুষের জন্য বরাদ্দ করা হোক। গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হোক। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হোক। মেডিকেল স্থাপনের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হোক। তাই আমি বলছি মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, সাধারণ মানুষের স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরী করা হোক এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার—শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের মন্ত্রীমহোদয় যেসমস্ত ডিমাণ্ডগুলি রেখেছেন হাউসের সামনে, তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যারা কাটমোশান এনেছেন তাদের আমি বিরোধিতা করছি। আজকে আমার প্রথমেই বলতে হয়, বিরোধী দলের সদস্যরা কিভাবে এই বাজেটের উপর কাট মোশান আনলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তারা এটাকে বিরোধিতা করছেন। সেইদিক থেকে আমি বলতে চাই যে, আজকে ত্রিপুরার অর্থাৎ ১ বছরের মধ্যে যে উন্নতি হয়েছে, গত ৩০ বছরেও সেই উন্নতি করতে পারেনি। গত ১ বছর যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল সেই বাজেট ছিল গ্রামকে ভিত্তি করেই। ত্রিপুরার গ্রামের কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল সব কাজই যতখানি সম্ভব ততখানি করা হয়েছে। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস রাজত্বে যে অবস্থা আমরা দেখলাম, এবং ডেভলাপমেন্ট দেখলাম সেই দিকে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি যে, বিগত দিনের তুলনায় সেই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে ১ বছরের যে কাজ হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে পরিষ্কার বলা যায় ফ্রন্ট ১ বছরে অনেক কাজ করতে পেরেছেন। আমার বিগত দিনের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে

পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই অল্প সময়ের মধ্যে, এই ১ বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সেটা বিগত দিনের সঙ্গে তুলনা করলে, এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছে বামফ্রন্ট সরকার। আজকে গ্রামাঞ্চলে কৃষিবিভাগের কথা যদি বলি, জলসেচের কথা যদি বলি যে কথাই বলিনা কেন, সবদিক দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এই ১ বছরের মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছেন। আজকে ১ বছরের মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে, আমার জানা বাধারঘাট অঞ্চলে গত ৩০ বছরে যেখানে কংগ্রেস সরকার কিছুই করতে পারেনি, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তা করতে পেরেছে। উল্লেখিতভাবে আমরা বলতে পারি, যে এই বাধারঘাট অঞ্চলে কয়েকটি বাঁধ করতে পেরেছে। সাধারণ মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রচুর করেছে। সেটা আমরা কেন, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেই পরিষ্কার বলে দেন, আমরা আশাও করতে পারি নাই যে বামফ্রন্ট সরকার এই ১ বছরের মধ্যে এত কিছু করতে পারবেন। আজকে সেখানকার অবস্থা দেখুন। গ্রামে রাস্তাঘাট, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, তারপর কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন এবং কৃষকদের মধ্যে সার, বীজ, স্প্রে মেশিন, ইত্যাদি বিনা পয়সায় বিক্রি করছে। কৃষকদের মধ্যে সেই একটি কথা যে আমরা ভাবতে পারি নাই, যে বামফ্রন্ট সরকার এই ১ বছরের মধ্যে এত কাজ করতে পারবে। এখানে একটি কথা বিগত দিনের যে কংগ্রেসী যে সমস্ত ভদ্রলোকেরা আছেন, তাদের গাত্রদাহ ত হবেই। কারণ কংগ্রেস আমলের মত তারা টাকা লুট করতে পারছেন না। তাই তারা বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমরা রাস্তা করতে যাই, স্কুল করতে যাই, ব্রীজ করতে যাই, সব কিছুতেই তারা প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকে। তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তারাই আজকে একটা আমরা বাঙ্গালী দল করেছে। আগে যখন গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচার হত তখন আমরা দেখেছি, ঐ সময় কংগ্রেসী ভদ্রলোকেরা দস্তুরমত সেখানে কিছুটা টাকা উপার্জন করতে পারত একটা পক্ষ নিয়ে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে তারা তা পারছেনা। তাই তাদের এটা গাত্রদাহ। আমরা লক্ষ্য করেছি, সেই সমস্ত বিগত দিনের কংগ্রেসী বাবুরা হালে পানি পাননা। তারাই আজকে অন্ধকারে মিটিং করেন।

আমি দেখেছি যে যারা আমরা বাঙ্গালী করে তারা অনেকেই বলেন যে, সরকার কি কাজ করছে। আমরা বসলে ভাল কাজ করব। আমি দেখেছি যে অনেকেই বলে যে, আপনি তো বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছে, কিন্তু কি কাজ করছে। আমি বলেছি যে, আগামী ছয় মাসে আমরা অনেক কাজ করব। আমরা অনেক কাজের উন্নতি করার চেষ্টা নিয়েছি। যারা আজকে আমরা বাঙ্গালী করছেন তারাই তো বিগত দিনে কংগ্রেস করেছেন। বিগত দিনে যারা কংগ্রেস করেছেন তারাই আজকে টুকরো টুকরো হয়ে গেছেন। সি, এফ, ডি, জনতা, আমরা বাঙ্গালী। এইভাবে নানা রূপ নিয়ে আপনারা চেষ্টা করছেন যে কিভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে নষ্ট করা যায়। যারা বিগত দিনে এই ত্রিপুরার মানুষের উপর অত্যাচার অবিচার করেছেন তারা কারা। যাঁরা আজকে দৈনিক মজুরী করছেন তাদেরকে ডাকলে আজকে বলেন বাবু কাজ আছে পরে করব। বিগত দিনের কংগ্রেস পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বলতো আমরা বসলে এটা করব, ওটা করব। কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীযাদব মজুমদার :— কাজেই আজকে জানা দরকার যে যারা কিনা এতদিন ধরে অত্যাচার করেছে। তারা ভাবছেন যে এই অত্যাচারের জায়গায় যে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে কাজ করছেন। এইভাবে যদি তারা আগামী দুই বছর কাজ করে তাহলে আর ত্রিপুরার বুকে তারা ফিরে আসতে পারবে না। এই কথা ভেবে তারা ভয় পেয়ে। আমরা বাঙ্গালীরূপে সমাজের মধ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ডায়েরীর দুধের কথা বলছি। আমি দেখেছি কংগ্রেস আমলে ডায়েরীতে যে দুধ আসতো সেই দুধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতো না। সেগুলি মন্ত্রীদের বাড়ীতে আসতো এবং সেই দুধ দিয়ে মিষ্টান্ন, দই, ছানা প্রভৃতি তৈরী হত। কাজেই যে ডিমাণ্ড এখানে এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ তাতে ডায়েরীর দুধ দেওয়ার জন্য সুব্যবস্থা আছে। যে দুধ দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ গঠন হয়, সেই দুধ আজকে সাধারণ মানুষ পাবে। গরীব মায়ের শিশুরাও আজ সেই দুধ পাবে, তার শিশুকে খাওয়াবার জন্য। এই দুধ খেয়ে শিশু আজ তার ভবিষ্যৎ গঠন করবে। আর একটা বিষয়ে আমি বলব, যে হরিনাথ বাবু বলেছেন যে আমি নাকি মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। উঁাকে আমি বলে দিতে চাই যে গৌরী কোন শ্রেণী নিয়ে কাজ করেনা। আমি এই বিধান সভায় এসেছি শ্রেণীহীন মনোভাব নিয়ে। এখানে কোন জাতি উপজাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করছে এই গৌরী। তিনি এখানে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখানে আসেনি। আজকে ৩০ বছর কংগ্রেস শাসন করে গেছে। তাই আজকে উপজাতি ভাইদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তারা মানুষের সমর্থনে এখানে এসেছেন, বিরোধী গ্রুপ হিসাবে। আর এই জন্যই তারা বিরোধীতা করছেন। কিন্তু কেন তারা বিরোধীতা করবে। একটা বাজেটকে নিয়ে তারা বিরোধীতা করছে। আমার মনে হয় তারা বিরোধী দলের, তাই তারা বিরোধীতা করছেন। কিন্তু এটা খুবই লজ্জার কথা যে, কোন বাজেটের বিরোধীতা করা যায় না। কারণ বাজেট ছাড়া কোন কাজ করা যায় না। তবে বাজেটের সমালোচনা করা যায়। বাজেট ছাড়া কোন কাজ সুন্দর হয় না। আমি তাদেরকে আহ্বান করছি যে হরিনাথ বাবু আপনারা যুব সমিতি ছেড়ে সি, পি, এম এ আসুন এবং সমাজের জন্য কাজ করুন। তাহলে সমাজের জন্য ভালই হবে। কাজেই আমি এই বিধানসভায় উত্থাপিত সমস্ত বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

হাই জাগা অ এরকম টাউন হাই হাচাল উদয়পুর বাই কম বাই কম হীন ফান ১৬।১৭ মাইল কাওয়ানো। আর তাবুক পর্য্যন্ত কোতাল থীলাই ওই ছেনামি কোন পরিকল্পনা নাজাক কৌরাই। পড়িই ছিনানি কোন পরিকল্পনা কৌরাই। আং চিনি মান গীনাং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ন অনুরোধ থীলাই নাই। যদি অ Cut motion পুরাপুরি বারোকয়া হীন খেলাই অব নীং—গচিয়া হীন খেলাই কোতাল থীলাই তিনি কক ছাই না রোগ দি যে, ডম্বুর তীর্থ ছামনু অ রইস্যা বাড়ী ভেষ্ট আং ছামানি উদয়পুরে সেই ছগড়িয়া বতাই হাই জাগা অ তিনি ন কক নারোক রৌফিদি। হাইখে যদি কক ছাই নারোক রৌই মানথা হীন থীলাই আং গচিনাই তাই আনি Cut motion ন আং with draw খে নানা গচি ও। কিন্তু ব মানয়া। কারন অর বাজেট অবনি ছাই জাক কৌরাই। বাজেট ককছে মা চলে নাই। কাজেই মান গীনাং সভানি বুবাগ্রা তিনি অমন লগে লগে ন, Cut motion নি লগে লগে অর যারা তং নাই যতন ওয়ানছক ওই কোতাল থীলাই পাজিরৌই নাফিদিবে অমন গচিই নানানি দরকার কৌরাই আনি Cut motion নি লগে লগে আং ছাই থরকছানি Cut motion ন আলোচনা থীলাই ফিনাই অব অংথা মান গীনাং হরিনাথ দেববর্মা বিনি Demand No. 15 Major Head 287 অরনি অ ছোজাক তংগ যে, সরকার হীনাই দাবী গৌলাই নাই রক কোতাল থীলাই ওই ক্লংথীং। আগিনি জাগা থাংনাই ক্লং থীং রমি থা থীলাই নাই, অরনি—

থাংকা হনৈ কাথাই আবন তৌরাই বার বার ওয়াই থাম ওয়াই বৌরাই জরা অর বিধান সভাঅ কক থংগ। কক ছাই নারাক জাক্কয়া তল এক তরফা ভাবে পাজিই তংগ কারণ এই যে কয়েকদিন ছোকাং Tribal Supervisor নি যে চাকুরী তৌলাং জাক থানি আব Intervew নাজাকয়া। বাহাই খে আং ছি ও সরূপানন্দ জমাতিয়া হদ্রা কামিনি কিরীট কিশোর জমাতিয়া খোয়ার কামিনি অবিনাশ চন্দ্র জমাতিয়া শীল ঘাটনি বরক ১৯৭৪ সাল হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ থীলাই থা। পাশ থীলাই থানি পরে কলেজ অ রড়িই মান লিয়া। Part—I পরি খে ন ভাব পরে Tribal Supervisor দরখাস্ত রৌই তংগ, প্রমান দা থান কিন্তু বরং তাবুক পর্য্যন্ত থানয়া। অবহাই অনেক জাগ অংগৌই তংগ। কিন্তু চাং ছিয়া Tribal Supervisor হীন ওই ২১ জনা তৌলাংজাক পানি কিন্তু বাহাইকে চলিথা নিয়োগ নীতি? যেখানে Interview ছে নাজাকয়া বাহাইকে রৌই থান। ২১ জনা রৌওই ছে যারা ১৯৭৪ সাল পাশ থীলাই নাই হায়ার সেকেণ্ডারী বরক চাকুরী মানয়া অবশ্য আং ছিলে ছিনিয়া—

এই যে রণজিৎ দেববর্মা, পিতা দশরথ দেববর্মা ঠাকুর পল্লী রোড, আগরতলা অবস্থ ছিয়া চিনি দশরথ দেব শিক্ষা মন্ত্রিনি বোছা দা বোছায়া কেননা, চিনি শিক্ষা মন্ত্রী দশরথ দেব ছে ছাই অ। অব অংথা দশরথ দেববর্মা যে। ব বা বিনি বোছা দা বোছায়া আব আং ছাই ছাই মানয়া অবস্থ আ রণজিৎ দেববর্মা ছেয়া ছে পাশ থীলাইঅ হায়ার সেকেণ্ডারী ব বাহাইকে সিনিয়ারিটি কৌরাই কান চাকুরী মান। বর সিনিয়ারিটি তং? কাজেই মান গীনাং বুবাগ্রা অবহাই নিয়োগ নীতি পালতকদি হীনাই, কোতাল থীলাই চংফিদি হীনাই আং আবেদন নারাক ও। তাই শুধু হাইমা এই যে চাকুরী রৌলাই তংমানি শক্তিপদ জমাতিয়া ক্লাস IV

(ফোর) পর্যন্ত পড়িয়াক সেনিয়ার বেসিক নিব নম্বরি খালাই তং নাইব বাহাইকে কক-বরক মাষ্টার মান ?

(স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি Conclude করুন না।—)

রতিমোহন—তিন মিনিট.

স্পীকার ২ (দুই) মিনিট ?

বক্তা তিন মিনিট।

মান গীনাং বুবাগ্রা, এচ যে হদ্রা অ পূর্ণ মোহন জমাতিয়ানি বিহিক কক বরক কাহাম খে ছাওই মানয়া ব ইন্টারভিউ ব রিয়া অবশ্য ব কৃষ্ণ নগর নি দেববর্মা, তাবুক জমাতিয়া অংখা তা জমাতিয়া নি বিহিক বা, জমাতিয়া ন ছাই নাখা বা। অম তীমানি মালাং ইন্টার ভিউ যে রায়া র তীমাণি মালাং চাং ছিয়া। পূর্ণ বাবু গত গাঁও সভা অ গর্জি মূড়া অ গাঁও, প্রধান অ বাচা ওই ফেন সংমানি বনি বোখান খুশী খালাই ওনানি বাই. তং থক রীনানি বাগোই বনি বিহিক ন চাকুরী মা রই অ, কিন্তু তাই কাইছা নাহার দি ইশান চন্দ্র দশান জমাতিয়া S F. Pluck. বিছিক বীরাই পর্যন্ত বেকার কালাই তংখা, ব মানয়া। অম তাই নিয়োগ নীতি গচিই নাই মান য়া ব কিন্তু ইন্টারভিউ পর্যন্ত মানয়া বনি কারন তীমা? । অবহাই নিয়োগ নীতি চাং গচিই নাই মান য়া। তাই মাছ নাই দি এই যে দশীরাম পাড়া গাঁওসভা কর্ণ মনী রিয়াং গাঁও প্রধান ব তাম খে Tribal Supervisor মান? ব Interviw মা রীয়া বাহাইকেব Tribal Supervisor মান? কাজেই অম অংখা দল ন তু য়াই সমর্থন খালাই মানি। কাজেই মান গীনাং সভা বুবাগ্রা (স্পীকার:— তিন মিনিট হয়েগেল) (গণ্ডগোল) বক্তা আড়াই মিনিট। কাতাল খে চংফি রীই অমহাই জাতি গোষ্ঠী আত্মীয় ন চাকুরী রীমানি আব অংয়া।(অন্য সদস্য—মাননীয় স্পীকার স্যার অন্যান্যরা Demand এর উপর বক্তব্য রাখছেন অথচ আমাদের বেলায় সেই সুযোগ দিচ্ছে না।

স্পীকার :—আমি অনেক সময় দিয়েছি বক্তা আড়াই মিনিট। তাই কাইছা কক্ অাংখা হাই, এচ যে Non forwal education Staff চাকরী খালাই তংনাইরক ১০০ জন আর নি অ খালাইজাক মানি আর নিরক ছিয়াদে ? কাজেই, অরনি অ. চাং তুরু অ। মুটামোটি আংঅর এ মাথাক নাই, আগরতলা সেন্টার থ শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রুসন বালা দাস হাইখেলাই ১৭ জনা তং অ, জিরানীয়া Block অ শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা, জোৎস্না সাহা, অঞ্জলী চৌধুরী, হাই খেলাই অর নি অ—তেলিয়া মুড়া Block অ শ্রীরনজিৎ দাস গুপ্ত। শ্রীকামিনী কুমার দেবনাথ হাইখে মুটামোটি ১৬ জনা, তেই মোহনপুর Block অ শ্রীমনোজয় দাস সহ ১৬ জনা, বিশালগড়অ তংগ তাই শ্রীমতী কল্পনা দেববর্মা। জয়কুমার দেববর্মা হাইখে ১৭ জনা তংগ। তেই, তংগু মেলাঘর Block অ ৭ জনা তংগ। হাইখে মোটামুটি ১০০ জনা ছাটাই খালাই জাকবা। বনি পড়ে কাতাল খালাই যারা মান্ নাইরক বরক অংখা শ্রী ফরিদ আহমেদ। শ্রী সুভাষ চন্দ্র চৌধুরী, হাইখে মুটামোটি ৫৮ জনা কাজেই আর নি অ সরকার নি নিয়োগ নীতি অম চাড গছেয় নামানয়া। কাজেই অমন পরিবর্তন খালাইপই, অ আনি Cut motion ন তংমানি আবন গছেই না দি হীনাই, বও

Cut motion তংমানি আকন গছেই নাবাইদি হৌনাই । সব পরিবর্তন থৌলাই নাবাইনি নাবাইদি হৌনাই । যাতে সুন্দর ভাবে নিয়োগ নীতি কার্যকর আংথোং হৌনাই আং মোথাকথা ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ বছরের Budget এর উপরে আমরা Cut motion এনেছি । তার জন্যই আমি এখানে বলবার জন্য দাঁড়িয়েছি । আমার Cut motion হচ্ছে Demand No. 14. Major Head 299 Fallure to Control and Climinate Wasteful expenditure on Seri Culture (Building) Special and Backward Areaতে তসর চাষ করবার জন্য বিল দেখি যে, জায়গা জায়গায় কিভাবে তসর চাষ করতে হবে তার জন্য ব্যবস্থা । কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে বিশ্রাম গঞ্জে তসর চাষ করার একটা জায়গা আছে । কিন্তু ঐখানে এখনও তার কোন পরিকল্পনা নেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই । তার জন্য অনেক টাকা মঞ্জুর আছে । কিন্তু এখন ওখানে গিয়ে দেখেন, তসর চাষ করার পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয় নাই এবং গিয়ে দেখুন কোন ব্যবস্থা নেই এইখানে যা বলছেন তার সঙ্গে মিলছে না । তার জন্যই আমরা মেনে নিতে পারছি না । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার Cut motionটিকে সমর্থন করে যাতে এই হাউসে যারা আছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সবাই এই Cut motionকে মেনে নিয়ে মনে প্রাণে মিলেমিশে সমর্থন করুক—তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি । আমার আর একটি Cut motion হল Demand No. 15 Major Head 284. Fallure to Control and Climinate Wasteful expenditure Agartala Town Development (Urban Development) ওখানে আমরা দেখি যে গতবৎসরে মঞ্জুরের বাজেটে ৪২ (বিয়াল্লিশ লক্ষ) ৮০ (আশি) লক্ষ । এ বছরে ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে ৭০ লাখ টাকা । গত বছরের তুলনায় এবার কত টাকা বেশী হয়েছে, যদি সঠিক ভাবে অংক জেনে থাকেন তাহলে এখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সমান ভাবে ভাগ করে দিবেন বলে আমি আশা করি । কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়— আমরা দেখি যে, আমাদেরদিগকে এইভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করবেন যা দিয়েছেন তা আমাদের উন্নতি হবে না । আনাচে কানাচে যেখানে এই রকম অপ ব্যবহার আছে এবং এটাকে কাজে রূপায়ণ করতে না পারে, তাহলে খারাপ হবে । এবং যারা এই শহর অঞ্চলে থাকেন তাদের উন্নতির জন্য যেরকম দুঃব্যবহার চলছে আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না । তার জন্যই আমি এখানে Cut motion আনতে বাধ্য হয়েছি । আমার একটি Cut motion হচ্ছে— Demand No. 36. Major Head 480 Need to establish a Hospital in rural areas Chhamanu. Tirtha, Dhambar, Raishya Bari ডম্বুর রইস্যা বাড়ী, খোয়াই, ছামনু তীর্থমুখ, ঔষধ পত্র আনার জন্য এই রকম এমন একটা জায়গা যোগাযোগ করার এবং শহরে আসতে সাংঘাতিক কষ্ট পেতে হয়, ওখানকার জনসাধারণের চিকিৎসার অভাবে রোগ শোক হচ্ছে এবং মরেও গিয়েছে । যেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ঔষধ পত্রাদি না পাওয়ার ফলে জনসাধারণের মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে । কাজেই এই রকম একটা নূতন

Dispensary খুলবার জন্য এইরকম একটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। এখানে আরও মিল নাই এরকম একটা জাগা যেমন--রইস্যা বাড়ী, তীর্থমুখ জাগাতেও ঠিক সেই রকমই। দূর দিকে গেলে পাবে। যেরকম দেখছি, উদয়পুরের একটি জায়গা ওখান থেকে ছ গড়িয়ার মত একটি জায়গা, টাউনের মতই দূর উদয়পুর হইতে কমছে কম ১৬।১৭ মাইল হবে। আর এখন পর্যন্ত ওখানে নূতন ভাবে গত বৎসরের কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু এটাতে গ্রহণ করে নিলেও কিছু কাজে আসবে না। আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করি যদি এই Cut motion কে পুরাপুরি গ্রহণ করে নতুন করে স্বীকার করে নিন। ডম্বুর, তীর্থমুখ, রইস্যাবাড়ী, আর উদয়পুরের সেই ছগড়িয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলে নূতন করে ভেবে দেখুন। এইভাবে কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারেন আমি স্বীকার করে নেব এবং আমার Cut motion কে withdraw করে নিতে রাজী আছি। কিন্তু তিনি দিতে পারেন না। কারণ এই বাজেটে সেটা উল্লেখ করা নেই। বাজেটের কথা মানতে হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের এই Cut motion এর সঙ্গে সঙ্গে এখানে যারা আছেন তারা সকলেই নূতনভাবে চিন্তা করে আবার আলোচনা করুন। এবং নূতন করে শুরু করুন। আমার এই Cut motion এর সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের Cut motion কে আলোচনা করব। সেটা হলো—মাননীয় হরিনাথ দেববর্মা ওনার Demand No. 15. Major Head 287 সেখানে বলা আছে সরকার বলে যারা দাবী করেন তারা নূতন করে সেই জিনিসটাকে ভেবে দেখুন। সেটাকে নিয়ে এই বিধানসভায় তিন চার বার আলোচনা হয়েছে। অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কথাই রাখা হয় নাই। কয়েকদিন আগে Tribal Supervisor পদে যে লোক নেওয়া হয়েছিল, সেখানে Interview নেওয়া হয় নাই আমি জানি হদ্রা পাড়ার শ্রীস্বরূপানন্দ জমাতিয়া, কুয়ার পাড়ার শ্রীকীরিট কিশোর জমাতিয়া অবিনাশ চন্দ্র জমাতিয়া, শীলঘাটী গ্রামের ওরা ১৯৭৪ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। পাশ করার পরে Part I পড়ে College এ পড়তে পারেন নি। তাড়াও দরখাস্ত করেছিল কিন্তু তারা পায় নাই। এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমরা জানি না Tribal Supervisor পদে ঠিক করে একুশ জন নেয়া হল। এটা কি রকম ধরণের নিয়োগ নীতি। Interview যেখানে নেওয়া হয় নাই সেখানে কিভাবে চাকুরী দেওয়া হয়। একুশ জনকে চাকুরী দেওয়া হলেও ১৯৭৪ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছেন তারা পায় নি। আমি জানি না রনজিৎ দেববর্মা, পিতা দশরথ দেববর্মা, ঠাকুরপল্লী রোড, আগরতলা, উনি কি আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দশরথ দেবের ছেলে কিনা। কারণ আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী হলেন দশরথ দেব আর এখানে লেখা আছে দশরথ দেববর্মা। এই রনজিৎ দেববর্মা, অবশ্য মাত্র গতবৎসর পাশ করেছে। উনি কি করে Seniority ছাড়াই এই চাকুরী পেতে পারেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,—এই নিয়োগ নীতির পরিবর্তন করে নূতন করে গঠন করুন বলে আবেদন করি। চাকুরীর দেওয়ার ঘটনা শুধু এটাই নয়, শ্রীশক্তিপদ জমাতিয়া চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া, একটা Senior Basic এর Daftory উনি কি করে কক-বরক মাষ্টারী পান। স্পীকার (মাননীয় সদস্য আপনি Conclud করুন—তিন মিনিট স্পীকার দুই মিনিট—বক্তা তিন মিনিট)। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,—এই যে হদ্রাবাড়ীর পূর্ণমোহন জমাতিয়ার স্ত্রী উনি

কক বরক বলতে জানেন না। Interview ও দেন নাই উনি অবশ্য কৃষ্ণনগরের দেববর্মা, এখন জমাতিয়া হয়েছেন, জমাতিয়া সঙ্গে বিয়ে হবার পর—উনি কি করে পেলেন ? উনি যেখানে Interview দেন নি। উনি কি করে পেলেন ? পূর্ণবাবু গত গাঁওসভা নির্বাচনের সময় প্রধানের পদে দাঁড়িয়ে ফেল করিয়েছেন। এখন পূর্ণবাবুকে খুশী করার উদ্দেশ্যে উনার স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দেখুন ঈশ্বর চন্দ্র জমাতিয়া উনি চার বৎসর যাবৎ বেকার উনি পেলেন না। এইরূপ ধরনের নিয়োগ নীতি আমরা মানতে পারি না। কিন্তু উনি Interview পর্য্যন্ত পান নাই, আর একটা দেখুন কর্ণমনি রিয়াং দনীরাম পাড়ার গাঁও প্রধান উনি কি করে Tribal Supervisor পেয়েছেন। উনি ও Interview ও দেন নাই। কাজেই এটা হল দলকে শক্ত করার নীতি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়—(স্পীকার—তিন মিনিট হয়ে গেল, বক্তা আড়াই মিনিট—গণ্ডগোল বক্তা ন তুন করে চিন্তা করে দেখুন, এইভাবে জাতি গোষ্ঠী আত্মীয়কে চাকুরী দেওয়া এটা হয় না। (অন্য সদস্য মাননীয় স্পীকার, স্যার—অন্যান্যরা Demand এর উপর বক্তব্য রাখছেন অথচ আমাদের বেলায় তা দেওয়া হচ্ছে না, বক্তা আড়াই মিনিট। স্পীকার আমি অনেক সময় দিয়েছি) আরেকটি কথা হল এই যে Non formal Education Staff. তাদের ১০০ জনকে ছাটাই করা হয়েছে। আমরা জানি আগরতলা Centre এ শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রত্নবালা দাস এইভাবে সতেরজন। জিরানীয়া Block এ শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাহা, বুধুলক্ষী দেববর্মা, অঞ্জলী চৌধুরী তেলিয়ামুড়া Block এ শ্রীরণজিৎ দাসগুপ্ত, শ্রীকামিনী কুমার দেবনাথ এইভাবে ১৬ জন। এবং মোহনপুর Block এই মনোরঞ্জন দাস সহ ১৬ জন। বিশালগড় Block এ শ্রীমতী কল্পনা দেববর্মা, হরকুমার দেববর্মা, এইভাবে ১৭ জন আরও আছে মেলাঘর Block এ ৭ জন। এইভাবে ১০০ জনকে ছাটাই করা হয়েছে। এইভাবে যারা নূতন করে পেয়েছেন তারা হলেন, শ্রী হরিপদ আহমেদ, সুভাষচন্দ্র চৌধুরী এইভাবে মোটামুটি ৫৮ জন কাজেই সরকারের এই রকম নিয়োগ নীতি আমরা মেনে নিতে পরি না। কাজেই এটাকে পরিবর্তন করে আমাদের Cut motion কে স্বীকার করে নিয়ে যাতে সুন্দরভাবে কার্য্যকর হয়। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কক-বরক

শ্রীকামিনী দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার—চিনি যেসব মন্ত্রীরগ বিধানসভা অ যে বিল তুবুমানি অ বিলন আং সম্পূর্ণ সমর্থন খীলাইকা। তাছাড়া তিনি অর মিটিং অ যে সব উপজাতি যুব সমিতিনি বন্ধুরক যেসব বিলনি উপরে Cut motion খীলাইমানি আবন আং সম্পূর্ণ বিরোধীতা খীলাই অ। চিনি ল্যাণ্ড রিফমস্ যারা ত্রিপুরা রাজ্য খীলাই নানি বাগাই বর্তমান সরকার যে বাজেট খীলাইমানি অ বাজেট ন চোং কার্যকরী খীলাই মানগা হানকাই গরীব যারা মাচায়া মাতুংয়া তংনাই বরকনি বাগাই চোং কিছুটা কাহাম কাহাম খীলাই মান নাই। কাজেন আ কাজন চোং খীলাই নানি বাস্তা, তাংগাই চিনি সব বরক মা চাইয়া মা মুংয়া কাম মানয়া বরং ন সরকারনি যোগনি রুত্তিই মানাই খীনাই রুতই চোং বরং ন সুযোগ সুবিধা খীলাই মানগা হানকাই যে সব গরীব মাচায়া মাতুংয়া বরংনি বাগাই সুবিধা

হুংনাই। কাজেই অ বাজেট খীলাই মানি খুবই কামাব অংগ্রা। কাজেই অ বাজেট -এ - আং কুবুইন সমর্থন খীলাই অ। গত যে মাসনি ৯ (নয়) তারিখ অ শিক্ষামন্ত্রী ছাময় থাংওই বে একটা হাইস্কুল opening খীলাই নামি ব্যাপারে তারিখ খীলাইমানি পরে আফুর চাং ছৈইলেংটা বাজার অ জনসভা খীলাই নানি বাগীই পোগ্রাম খীলাইমানি আদিন অ "আমরা বাঙালী" হীন নাই রক অন্তত: ৮০-৯০ জনা বরক থাংওই চিনি মিছিল অ হামলা খীলাইকা। আফুর চিনি লগি যে বরর তংনাই রক আফুর বরংনইট বাই গিতানানি আরম্ভ খীলাই অ। তখন নিজিনি বিছিংগ ন আত্মরক্ষা খীলাই নানি বাগীই বরং ন প্রতিরোধ খীলাই নানি বাগীই মা থাংকা। কাজেই অম হাই খীলাই ওই ন সারা ত্রিপুরা রাজ্য অ ন যে সব "আমরা বাঙালী" হীন নাই কক বরক অনেক জাগা অ ন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বামফ্রন্টনি মুংগীই যেসব জাগা মিটিং খীলাই অ যেসব মিছিল অ অনেক জাগা হামলা খীলাই না নি চেষ্টা এবং অনেক জাগা অ ন হামলা ব হুংগা। কাজেন অ জিনিস ন তেইব দিন চলি রীখা হীনকাই। ত্রিপুরা রাজ্য তেইব হামখা ফাই ছক ফাই নাই। কাজেই আবনি বিরুদ্ধে তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকন যারা গনতন্ত্র বিশ্বাস খীলাই নাই বরংনি বিছিং অ ন চেতন তুই আগুক ওই থাংমা পেই বরং ন প্রতিরোধ খীলাই নানি বাগীই। হাই কাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ন তেইব বরং হামখা খীলাই নানি চেষ্টা খীলাই নাই। তারপরে তিনি উপজাতি যুব সমিতিনি যে সব বন্ধুরক যে সব কক ছামানি যে Cut Motion তুবুমানি তাংগীই চিনি ছাতমন্ত্র

রক অ যে অবস্থা সুকৃপা উপজাতি যুব সমিতিনি একজন প্রধান উত্তর ধ্বমাছড়ানি তারিন্দ্র ত্রিপুরা যে ফুড ফর ওয়ার্ক ৩ (তিন) কিলোমিটার লামা খীলাইনানি টাকা কমানি আজাগা ৩ কিলোমিটার ৫ (পাচ) হাজার লামা খীলাইয়া ওই ন যেখানে দেড় ফার্লং লাবা বাই (পাচ হাজার টাকা কারাই মানখা হীনকাই কাজেই আব হাই ন কংগ্রেস সরকার নি আমল যারা বাং নি বুই মান ইরক অম তিনি বামফ্রন্ট সরকার নি আমল ব চেষ্টা খীলাই তংখা হীনকাই যে সব দুর্নীতি বামফ্রন্ট সরকার ন খীলাই না নাই বরক রক ন হামজাক ওই মান গীলাক। কাজেন আবনি বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নরকম কঠোর ব্যবস্থা খীলাই-নানানি চেষ্টা খীলাই নানানি নাং নাই। কাজেই ন তিনি উপজাতি যুব সমিতিনি বন্ধুরক তিনি বাহাইকে সমর্থন খীলাইয়া বা। তিনি যেসব অ রাং পুইছা বাজেট খীলাই মানি আব নিজেরা তারমন্য খীলাই ওই আ রাংন সুবিধা খীলাই নানি চিনি আব অসুবিধা ন তারপর খাল ছড়ানি গাঁওসভা অ এমন একটা ঘটনা হুংখা যে B.D.C. মিটিং অ আলোচনা হুংখামে তাম "Food for Work" নি যে কাম খীলাই না থাং নাইরক বরক কমছে কম ১০০ মি: হা তানখা যে সাল ৫ (পাচ) টাকা মান গীলাংখ আজাগা উপজাতি যুব সমিতিনি কয়েক জনা যে মেম্বার বরক ছাকা যে কমছে ৫ বৎসর, ৬ বৎসর, ১০ বছর সেরাই রকন কাজ অ খেপাই রীখা বরক ন ব তিনি জন ৫ (পাঁচ) টাকা বাগাখে যে তিনি বামফ্রন্ট নি গাঁও সভানি মেম্বার রকন তিনি বগরক ফাতিনাই বুনাই আবতাই প্রচার খীলাই অ। অবতাই আর অনেক গোলমাল হুংখা। তুমুং উপজাতি যুব সমিতিনি মেম্বার য়া ফান অ সমস্ত জিনিস ন তিনি বরক সমর্থন বাহাই খীলাই মানাই বা। কাজেই অমতাই নীতিনি বিরুদ্ধে আনি বামফ্রন্ট সর্বমোট নি অনেক কিছু (Point of order) নগেন্দ্র জমাতিয়া—

ব ছাকা লাংছড়া অ উপজাতি যুব সমিতি ছংরক বরক নি কৌলাম্ ছাব ছাব খৌলাই খা বুমুং রক ন কিছা ছানি। স্পীকার :—এটা Point of order হয় না।

শ্রীদশরথ দেব—এটা পরিস্কার বলেছেন তারিনী দেববর্মা উপজাতি যুব সমিতির গাঁও প্রধান রাস্তার জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা খরচ করে নি। এজন্য জনগণ তার বিরোধীতা করছে। এর বক্তব্য পরিস্কার। স্পীকার :—এটা Point of order হয়না। কামিনী দেববর্মা তাবুক আ জিনিস ন

যে সব কাজেই মার অব ছানানি ককয়া। আনি বরক ন ফাকী রীনাছে আহাইছে কক। আনি বরক তংগ, কাজে অ কক মর ছানানি ককয়া। ছাওমনু ব্লকনি B. D C. মিটিং অ তিনি যসব গাঁওপ্রধান তারিনী প্রধান কাজনি ভিতর দিয়া আক্রমণ খৌলাইমানি য ইনকড়ি কমিটিনি মাগ যে মাফারোই রীখা অ ইনকড়ি মা খৌলাই নাই লালছড়ানি প্রধান গত বছর অ মাই চৌলাই রীখা যে সব মাই চৌলাই রীখা আব (ববাক ন বিনি বৌছালা, বৌচামারি রক ন বাগোই নাবাইখা। কাজেই আব বামফ্রন্টনি বরক কীবাই খা গাজা। কাজেই আবতোই ঘটনা তুংখাই বাহাইকে তুংনাই বা। কাজেই উপজাতি যুব সমিতিনি যে সব প্রতিনিধিরক কক তুবুনাই রক দুর্নীতি খাঁলায় তংখা। অ জিনিস ন বুইনি ছীকাং কুছুবু মানছকখা, কাজেই বরক দরদী যেসব পাশ কাটিই থাংগানো তবু কোনদিন অ মংমানয়া। কাজেই চেতনা সম্পন্ন বৌছাক তং, চিন্তা খৌলাই নাংগানো। আনি নগিছুং বুব তাই চরিত্র বুচিনা নাংগানো। কাজে ন চিনি মিটিং অ যখন "আমরা বাঙালী" হামলা খৌলাই খা আবনি পরে উপজাতি যুব সমিতিনি নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা গত মে মাসনি ৯ (নয়) তারিখ অ গোপন খৌলাই খা। আ মিটিং অ ছাখা য দালনাই "আমরা বাঙালী" বাই কমিউনিষ্ট পার্টি মারপিট তুংলাই না নাইখা, হয়তো কোনো জাগা অ ছাকা তাম হানাই থানমা ন সমর্থন খৌলাইদি। কোনো জাগা অ চিনি বাক ন সমর্থন খৌলাইদি। কাজেই অ জিনিস ন উপজাতি যুব সমিতিনি নেতারক ন তিনি বরংনি যেসব মিটিং অ কক ছামানি তাই কাইছা তুংখা তাম, গ্রাম বিছিং অ মিটিং খৌলাই খে তাম ছাই তং সাবা ত্রিপুরানি ওয়ানসা রকন রীখালাই রহরনাই ওয়ান সা রক ন রহর থৈ চোং মালিক তুংনাই। আবন সমর্থন রীই ত্রিপুরা ছারক যত, ন এক তুংদি। কাজেই বরং জনসাধারণন ছাকা তাম তিনি ওয়ানসা বাই ত্রিপুরা রাজ্য এক খে তংনাই কাজেই চিনি অম গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কাজেই এই দুইটা কক তুইছে বিনি সংগঠন। কাজেই তিনি উপজাতিনি নেতারক তিনি বরংনি গণতান্ত্রিক সমর্থিত আন্দোলন হানাই খৌইনামানি আব বুবতোই ধরণের আন্দোলন চোং কিছা বুচিনানি দরকার। চোং ব তিনি বুচিনানি দরকার। কাজেই তিনি এই যে মন্ত্রীরক বিধানসভা অ বিল তুবুমানি আবন তুমুংন চোং কার্যাকরী খৌলাই মানপে সারা ত্রিপুরানি বরক মাচায়া, মানুংমা বরকরকনি পক্ষে বিল সার্থক—তুংনাই। কাজেন বন সাহায্য রীনা বাগোই আং তিনি সমর্থন খৌলাই ন আং আনি বক্তৃতা শেষ খৌলাই অ।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীকামিনী দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের মন্ত্রী মহোদয়গণ আজকে বিধান সভায় যেসব বিল এনেছেন, এই বিলকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তাছাড়া এই বিলের উপর যেসব উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুগণ Cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। আমাদের Land Reforms, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রয়োগ করার জন্য বর্তমান সরকার যে বাজেট করেছেন, এই বাজেটকে যদি আমরা কার্যকর করতে পারি তাহলে যারা দরিদ্র, খেতে পারে না, তাদের জন্য আমরা কিছুটা ভাল করতে পারবো। কাজেই ঐ সমস্ত কাজগুলো আমাদের করা দরকার। যেহেতু আমাদের লোকেরা খেতে পড়তে পায় না, কাজ পায় না তাদেরকে সরকারের যোগান দিয়ে, জিনিষপত্র দিয়ে, তাদের জন্য আমরা যদি সুযোগ সুবিধা এনে দিতে পারি তাহলে মেহনতী মানুষের মঙ্গল হবে। কাজেই, এই বাজেট ভালো হয়েছে। কাজেই, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি।

গত মে মাসের ৯ (নয়) তারিখ আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ছামনুতে গিয়ে একটা স্কুলের উদ্বোধন করেছিলেন। সেদিন ছৈলেংটা বাজারে আমরা একটি জনসভা করা Programme করেছিলাম। ঐদিন "আমরা বাঙ্গালী" সমর্থক প্রায় ৮০ ৯০ জন সেখানে গিয়ে আমাদের মিছিলের উপর হামলা করে। সেই সময় আমাদের যে সকল মানুষেরা ছিলেন, তাদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে, তখন নিজেদের মধ্য থেকেই আত্মরক্ষা করার জন্য কিছু লোকদের তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয়। কাজেই এইভাবে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা "আমরা বাঙ্গালী" দলের সমর্থকরা, অনেক জায়গায় মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি বা বামফ্রন্টের মিটিং-মিছিলের উপর হামলা করার চেষ্টা করেছে এবং করেছেও। কাজেই, এই জিনিসটাকে আরও দীর্ঘদিন চলতে দেওয়া হলে, কাজেই, ত্রিপুরা রাজ্যের আরও অমঙ্গল ঘনীভূত হবে। কাজেই, এর বিরুদ্ধে আজকে সারা রাজ্য-বাসী যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ চেতনা নিয়ে ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে বিশ্বাসীদের প্রতিরোধ করতে হবে। এটা করা না হলে তারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আরও খারাপ করার চেষ্টা করবে। তারপর, আজকে যেসব উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা, যেসব কথা এখানে বলেন, Cut motion এনেছেন কেন, আমাদের ছামনুতে আমরা দেখেছি। ঐ ছামনু ব্লকে আমরা দেখেছি উপজাতি যুব সমিতির নির্বাচিত প্রধান শ্রীতারিন্দ্র ত্রিপুরা যে Food for Work এর তিন কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করার জন্য যে ৫০০০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিন কিলোমিটার রাস্তা না করে মাত্র দেড় ফার্লং রাস্তা তৈরী করেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা আদায় করেছে। এই অবস্থা আমরা দেখতাম কংগ্রেস সরকারের সময় এবং এখন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ও এই ধরণের টাকার জুচ্চুরি চেষ্টা চালানো হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। কাজেই আজকে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা কেন এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। আজকে যেসব টাকা পয়সা বাজেট করা হয়েছে সেগুলোকে তারতম্য করে নিজেদের মধ্যে সুবিধা করে নেয়া এটা অসুবিধাজনক। তারপর লালছড়ার গাঁওসভায় এমন একটা ঘটনা ঘটেছে B. D. C. মিটিং যেটা আলোচিত হয়েছে যে, যারা Food for work এর কাজ করতে যায়, তারা কম পক্ষেই

১০০ মিঃ মাটি না কাটলে দিনে ৫ (পাঁচ) টাকা পায় না। সে জায়গায় উপজাতি যুব সমিতির কয়েকজন সদস্যরাও ৫ বৎসর, ৬ বৎসর অথবা ১০ বৎসরের ছেলেদের কাছে ঢুকিয়ে দেয় এবং ঐ সমস্ত ছেলেদেরও দিন ৫ (পাঁচ) টাকা হারে দেওয়া না হলে বামফ্রন্ট সদস্যদের মাথা কাটিয়ে মারধোর করা হবে বলে হুমকী দেয়। এই নিয়ে সেখানে অনেক গণ্ডগোল হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির সদস্য না হলেও এই সমস্ত জিনিসকে কি করে সমর্থন করা যায়। কাজেই এই ধরণের নীতির বিরুদ্ধে আমার বামফ্রন্টের সর্বমোট অনেক কিছুই (নগেন্দ্র জমাতিয়া Poin of order তিনি বলেছেন, লালছড়ায় উপজাতি যুব সমিতিরা এই সমস্ত কাজ করেছেন, কে কে করেছেন তাদের নাম বলুন।)

মিঃ স্পীকার :—এটা Point of order হয় না।

শ্রীদশরথ দেব :—এটা পরিষ্কারই বলেছেন যে, উপজাতি যুব সমিতির গাঁও প্রধান রাস্তার জন্য ৫০০০ হাজার টাকা খরচ করেনি—এরজন্য জনগণ তার বিরোধিতা করছেন এর বক্তব্য পরিষ্কার।

মিঃ স্পীকার :—এটা Point of order হয় না।

শ্রীকামিনী দেববর্মা :—কাজেই এই জিনিসটাকে এখন অন্যের সামনে তুলে ধরতে পারছে না। কাজেই এটা এখানে বলার মত কথা নয়। ছামনু ব্লকের B. D. C. মিটিং-এ আজকে প্রধান তারিণী দেববর্মার বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছে সেটা Enquiry authority-র কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা ইনকোয়ারী করতে হবে। লালছড়ার গাঁওপ্রধান গত বছর ধানের বীজ সরবরাহ করেছেন। যে সকলকে ঐ বীজ দেওয়া হয়েছিলো, তারা সবাই ঐ প্রধানের ছেলে, জামাই ইত্যাদি আত্মীয় পরিজন। কাজেই, সেখানে তো বামফ্রন্টের মানুষেরাও দরিদ্র। কাজেই, এই ধরণের ঘটনা কি করতে চলতে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই, উপজাতি যুব সমিতির যেসব প্রতিনিধি আছেন তারা সকলেই দুর্নীতি করে যাচ্ছেন। এই জিনিসটাকে তারা অন্যের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। কাজেই, তারা মুখে বলে দরদী। কাজেই তারা কতটুকু চেতনা সম্পন্ন একথা চিন্তা করতে হবে। আমাদের মিটিং এ যখন "আমরা বাঙালী" হামলা করে, এরপরে উপজাতি যুব সমিতির নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঐখানে গিয়ে রাত্রে, গত ৯ই মে, গোপনে মিটিং করেন। ঐ মিটিং এ তিনি বলেছেন, "আমরা বাঙালীদের" সঙ্গে যেখানে বামফ্রন্টের মারামারি লাগে, সেখানে কোন কোন জায়গায় আমাদের সমর্থন করুন, আবার কোন কোন জায়গায় বাঙালীদের সমর্থন করুন। কাজেই, এই জিনিসটাকে উপজাতি যুব সমিতির নেতাগণ, মিটিং মিছিলে, আর কি কথা বলছেন, সারা ত্রিপুরা থেকে বাঙালীদের তাড়িয়ে দেবো বাঙালীদের তাড়িয়ে দিলে আমরা মালিক হবো। এটাকে সমর্থন করে ত্রিপুরীরা সকলেই এক হও। কাজেই, বাঙালীদের আবার তারা বলছেন আমরা বাঙালীদের সঙ্গে এক করে থাকবো—আমাদের এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই দুই ধরণের কথা নিয়ে তাদের সংগঠন। কাজেই, উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলন কি ধরণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এটা আমাদের বুঝতে হবে।

আমাদের ও আজ বুঝতে হবে। কাজেই আমাদের মাননীয় মন্ত্রীগণ যে সমস্ত বিল এ বিধানসভায় যে সমস্ত বিল এনেছেন। এটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে, দীন-দরিদ্র, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মেহনতী মানুষের পক্ষে এই বিল সার্থক হবে। কাজেই এটাকে সাহায্য করার জন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বর্তমান বাজেটে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এখানে আনা হয়েছে, তার সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশনগুলি এনেছেন, আমি সেগুলির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। বিশেষ করে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭—মেজর হেড ২৯৩তে ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই যে রাজ্যে এন. ই. সি. স্কীমে যথেষ্ট কাজ হয়েছে বিশেষ করে উপজাতিদের মধ্যে। ধর্মনগরে একটা জায়গা আছে ধুমাছড়া সেই সমস্ত জায়গাতে এবারে যে লুঙ্গা ডেভেলাপমেণ্ট হচ্ছে তাতে প্রচুর পরিমাণে দিন-মজুর, উপজাতি জুমিয়া দিনরাত্র কাজ করে লুঙ্গাকে সমান করেছে এবং আবাদ করেছে। প্রথমে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা সেখানে বাধা দিয়েছিল। তারা কাজ করবেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা ভুল বুঝে কাজে অগ্রসর হয়েছে। সেখানে রাস্তা হওয়ার ফলে দেখা গেছে প্রত্যেক বছরে মিজোরাম অথবা জম্পুই অঞ্চলে দিনমজুরী করতে যেতে হত তাদের রুজি রোজগারের জন্যে বর্তমানে বামফ্রণ্ট সরকার যে সমস্ত কাজ গ্রহণ করেছেন তাতে তাদের আর সেখানে যেতে হয় না। এখন তারা তাদের এলাকাতেই কাজ করে চলছে। এছাড়া ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯, মেজর হেড ৩১২—ফিসারীর ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে ইতিপূর্বে যে ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসন ছিল ফিসারী স্কীমের জন্য আমরা যতটা কাজের গতি দেখেছি বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে যেভাবে আমারা ফিসারীর কাজে অগ্রসর হয়েছি সেই অগ্রগতির ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে হারে কাজ হয়েছে তা সত্যিই লক্ষ্যণীয়। গত আর্থিক বৎসরে যে হারে ফিসারী ট্যাঙ্ক এবং পুষ্করিণী খনন করেছে তা অপূর্ব বলা চলে। যে ফুড ফর ওয়ার্কের দ্বারা আমরা কাজগুলি করিয়েছি সেটা কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে নিজেদের শ্রমের দ্বারা একটা পুষ্করিণী খনন করতে পারবেন। এটা ছিল তাদের কল্পনাতীত। এজন্য আমি এটা সমর্থন করছি। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭, মেজর হেড ২৯৮—কো-অপারেটিভ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে কংগ্রেস আমলে ৩০ বছর আমরা দেখেছি সমবায় সমিতিগুলির কি অবস্থা। গত ৩০ বছর যাবত তারা দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণের নীতি চালিয়েছিল। যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে। বর্তমানে আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে যে পাহাড়ী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, সেখানে আমরা কতগুলি কো-অপারেটিভ করেছি। এদের মধ্যে ৩২টা চালু আছে এবং যে সমস্ত নন-ট্রাইবেল আছে সেখানেও দেখা যায় ১৩৫টা পুরাতন সোসাইটিকে নতুন ভাবে করা হয়েছে এবং আরও ৭২টা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ল্যাম্পস্ গঠন করা হয়েছে এবং সেগুলি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠন করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের উপজাতি ভায়েরা অনেক দুঃখের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং সরকার থেকে যে ৪০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আমাদের বিভিন্ন উপজাতি ভায়েরা উপকৃত হয়েছেন।

অনেক জায়গাতে এবারে আমরা তাদেরকে লোন দিতে পারব বলে আমাদের ধারণা। এমন কি আমরা এই ল্যাম্পসের সাহায্যে যে সমস্ত সরকারী রেশন সপ আছে, সেগুলিও যাতে পরিচালনা করা যায়, তার জন্য আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার এর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তার সম্পর্কে চিন্তা করে দেখতে হবে, আর তা যদি করা সম্ভব হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে সব চাইতে ভাল কাজ হতে পারে। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমাদের অনেকগুলি কাটমোশান রয়েছে, যেগুলির উপর আমরা সময়ের অভাবে কোন বক্তব্য রাখতে পারিনি। কাজেই আমাদের বক্তব্য রাখার জন্য আরও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি প্রথমেই আপনাদের যতগুলি কাটমোশান আছে, সেগুলির উপর বক্তব্য রাখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম। এখন আপনারা যদি আপনাদের বক্তব্য রাখার সময় সেগুলি সম্পর্কে কিছু না বলে থাকেন, তাহলে এখন নূতন করে আবার আপনাদের সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, প্রয়োজন হলে তো এ্যাক্সটেনশান করা যেতে পারে। কাজেই কিছু সময় এক্সটেনশান করে আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমার মনে হয় এক্সটেনশান করলেও, এটা করা সম্ভব হবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমার অনুরোধ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি আমরা তা জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, কাটমোশান যতই থাকুক না কেন, সবগুলি সম্পর্কে তো বলা সম্ভব নয়। কারণ আমি পার্লামেন্টেও দেখেছি যে একবার আমি ২৫০টার মতো কাটমোশান দিয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্বেও আমাকে মাত্র ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল। কাজেই উনি যে কথাটা বলছেন, সেটা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করিনা।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং—স্যার, আমরা তো আপনার রুলিং চেয়েছি ?

মিঃ স্পীকার—আমি তো প্রথমেই আপনাদের নির্দেশ দিয়েছি যে আপনাদের যতগুলি কাটমোশান আছে, সবগুলির উপর বক্তব্য আপনারা রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমরা তো আপনার বক্তব্য শুনতে চাইছি। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়, যেভাবে বলতে চাইছেন, সেটা কি উনি বলতে পারেন ?

শ্রীদশরথ দেব - স্যার, আমি তো এমন কিছু বলি নি। আমি পার্লামেন্টে কি প্রেকটিস আছে সেটার কথাই এখানে তুলে ধরে আপনাকে সাহায্য করেছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি তো বার বার বলছি যে আমি আগেই আপনাদের নির্দেশ দিয়েছি যে আপনারা আপনাদের যতগুলি কাটমোশান আছে, সবগুলির উপর আপনাদের বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখছি, কারণ সময় খুব কম। আমি এই হাউসের সামনে ৮টা ডিমাণ্ড রেখেছি, তার ৭টার উপর বিরোধী পক্ষ থেকে কাট মোশান রাখা হয়েছে। কাজেই আমার বক্তব্য রাখার আগেই আমি এই কথাটা বলতে চাই যে বিগত নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের কাছে আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে কোন জায়গায় এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি যে বর্তমান

বুর্জুয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শোষক ও শোষণের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্য থেকে আমরা যদি সরকারে যাই তাহলে ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর রাজ্য করে গড়ে তুলবো। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলাম যে যদি আমাদের হাতে রাজ্য চালানোর ক্ষমতা আসে, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত ক্ষমতা আছে, তা দিয়েই আমরা কাজ করে যাব। সেজন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করেছিলাম। বিগত দিনে এখানকার সরকার যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন, তার চাইতে অনেক বেশী শিল্প উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেশী পরিমাণ টাকা আদায়ের জন্য দাবী করব এবং আমাদের দাবী মত টাকা পেলে সেই টাকার প্রতিটি পয়সা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের উন্নতির কাজে লাগতে পারে, তার জন্য আমরা সচেষ্ট থাকব। তাই আমরা সরকারে আসার পর আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের সহযোগিতা ও সহানুভূতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এবং আমরা আমাদের কর্মসূচীগুলি তাদের সামনে রেখে এটুকু বলতে চাই যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে শোষক আছে আবার যেখানে শোষণও আছে, তার মধ্যে থেকে মানুষের যে অভাব অভিযোগ এবং তাদের সর্বাঙ্গীন চাহিদা, তার সবটার সমাধান করা যাবে না। তবে আমরা যখন সরকারে এসেছি, তখন আমাদের সীমিত ক্ষমতা ও অর্থনীতির মধ্যে বরাদ্দকৃত প্রতিটি পয়সা যাতে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগে, তার জন্য আমরা সততার সঙ্গে কাজ করে যাব। আজকে যেহেতু আমি পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, এই দপ্তরের আওতায় যে সমস্ত কন্সট্রাকশান ওয়ার্কস আছে সেগুলি আমাদের করতে হয়, তাছাড়া সরকারের অধীন অন্যান্য যে সমস্ত দপ্তর আছে, এবং তাদের যে সমস্ত কন্সট্রাকশান ওয়ার্কস আছে, সেগুলিও আমাদেরই করতে হয়। যেমন শিক্ষা দপ্তরের আছে, হেলথ দপ্তর আছে আরও অন্যান্য যে সব দপ্তর আছে, তাদের যে সমস্ত কন্সট্রাকশান ওয়ার্কস আছে, সেগুলিও আমাদের করতে হয়। আমরা আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত যে সব কর্মসূচী নিয়েছি, তাতে আগামী বছরের মধ্যেই আমাদের ৩টি কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলির কাজেও আমাদের শীঘ্রই হাত দিতে হবে। তারপর, ১২ ক্লাশ পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানো হয়েছে, অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে, অনেকগুলি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে আপ-গ্রেডেড করা হয়েছে। কাজেই আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তারপর আছে শিল্প উন্নয়ন— এই ক্ষেত্রে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটু বলে গিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে সেরিকালচার করার প্রভূত সম্ভাবনা আছে এবং তার জন্য একটা সমীক্ষা করা হচ্ছে। কাজেই এই ব্যবস্থা করতে গেলে তার জন্য যে সব অফিসার থাকবে অথবা স্টাফ থাকবে, তার জন্য অফিস এবং কোয়ার্টার তৈরী করতে হবে, আর এগুলি করতে হবে আমাদের পি ডবলিউ. ডিপার্টমেণ্টকেই। তারপরে হেলথ, আমাদের ৩৩টি উপকেন্দ্রের মধ্যে গত বছরই ৮টি উপকেন্দ্র চালু হয়েছে, ৫টি উপকেন্দ্রের কাজ শেষ হতে চলছে এবং আরও ২৯টি সাব-সেণ্টারের কাজ এগিয়ে

চলছে। আবার বর্তমানে যেসব প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেগুলিকে এ০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপিটালে পরিণত করার কথা আছে, সেগুলির মধ্যে একটির কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকীগুলির কাজ এগিয়ে চলছে। কাজেই আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা মানুষকে যতটুকু সুযোগ সুবিধা দিতে পারি, তার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। সেগুলি করতে গেলে, নূতন সাব সেন্টার করতে গেলে, নূতন প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার করতে গেলে, তার জন্য কনসট্রাকশান অবশ্যই করতে হবে এবং টাকাও মঞ্জুর করতে হবে। আমি বুঝতে পারছিনা বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য কি করে কাটমোশান আনতে পারেন। আমি অবাক হই—আগেও তারা ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ হউক তা চান নাই এবং এখনও চাইছেন না। তাদের কোন দরদ ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য আছে কিনা আমার মনে সন্দেহ আছে। তার কারণ হচ্ছে—আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমরা জানি যে তারা কাদের সঙ্গে বসবাস করেন। সেটা আমরা খুব ভাল ভাবেই জানি। যারা আমাদের ঘোর বিরোধী তারাও বলতে পারবেন না যে এই দেড় বছরে কোন কাজ হয় নাই। যে টাকা আমরা পেয়েছি তার প্রতিটি পয়সা আমরা ব্যয় করেছি। আমি আমার পি, ডাবলিও, ডি, সম্পর্কে বলছি যে গত দেড় বছরে অনেক কাজ করা হয়েছে। রাস্তার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কোন গ্রাম যেখানে রাস্তা হয় নাই। শুধু রাস্তার কাজই নয় সেই সব রাস্তার কাজে হাজার হাজার গ্রামের গরীব অংশের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি আমরা আর কিছুদিন সময় পাই তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কোন গ্রাম থাকবে না যেখানে রাস্তা থাকবে না (ইন্টারাপশান রুলিং গ্রুপ থেকে হাততালি) আমি জানি কত দিন পরিশ্রম করে তারা গ্রামকে সুন্দর করেছেন। সেজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আর তারা বিভিন্ন জায়গায় যে সব ডেষ্ট্রাকটিভ পলিসি নিয়েছিল—আমরা দেখেছি যে রাস্তার পুল পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাস পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম এমন একটি ঘটনার কথাও তারা বলতে পারবেন না যেখানে পুল পুড়ান হয়েছে, বাস পুড়ান হয়েছে। আজকে যারা বিরোধিতা করছেন তাদের কণ্ঠে কোন সুর—তাদের আতঙ্ক এই জন্য যে আজকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি - বামফ্রন্ট সরকারের বড় শরিক—তারা যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি পালন করছেন যদি তারা ঠিক ঠিক ভাবে আর কিছুদিন কাজ করে যেতে পারেন তাহলে তাদের পায়ের নীচে আর মাটি থাকবে না তাহলে তাদের আর ত্রিপুরায় দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। সে জন্যই তাদের এই বিরোধিতা। আমি রাস্তার ক্ষেত্রে যে কাজ করেছি তা কাউকে বলে দিতে হবে না। যদি কেউ চোখ বুঝে হাটেন—যদি কেউ জেগে ঘুমান তাহলে তাকে আর জাগান যায় না। (ইন্টারাপশান) ইলেকট্রিফিকেশানের কথা বলেছিলেন—আমি ষ্ট্যাটিসটিকস্ দিয়ে বলতে পারি—আমি এখানে তার হিসাব দিচ্ছি। যখন আমরা ছিলাম না ১৯৭৬-৭৭ সালে—এক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে ১১২টি গ্রামে ইলেকট্রিফায়েড করা হয়েছিল। তার ১৯৭৭-৭৮ সালের আমরা মাত্র তিন মাস পেয়েছি তাতে ৯২০টি গ্রাম ইলেকট্রিফায়েড করা হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে আমাদের টার্গেট ছিল ১৫০টি গ্রাম সেখানে আমরা ইলেকট্রিফায়েড করেছি ১৫৬টি গ্রামে। এবার আমরা টার্গেট নিয়েছি যে আমরা ২০০ গ্রামে ইলেকট্রিফায়েড করব। এর পর যদি এর উপর কাটমোশান আনেন—

সেটা দেখে আমি অবাক হচ্ছি। আমরা গোমতিতে ইরিগেশান প্রজেক্ট করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন ছড়াতে ছোট ছোট স্কীম করে ৫০০ কিলোওয়াট হতে পারে এই রকম ছোট ছোট স্কীম করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই বিরোধিতা করার জন্য যদি এই বিরোধিতা করেন তাহলে করতে পারেন। আর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কেউ চিন্তা করেন তাহলে এই বাজেটকে কেউ সমর্থন না করে পারবেন না। যে অর্থ আমাদের আছে—ফ্লাড প্রটেকশানের খাতে যদি আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রজেক্ট ধরেছি। ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কনট্রোল সম্পর্কে আপনারা জানেন আমরা গোমতী প্রজেক্টে এই পরিকল্পনা নিয়েছি। গত ৩০ বছর কংগ্রেস ছিল এখানে। আমি বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যদের বলছি যে, ত্রিপুরাতে কংগ্রেস ছিল শুধু ত্রিপুরাতে নয় সারা ভারতবর্ষেই কংগ্রেস ছিল এসব করার কোন অসুবিধা ছিলনা—কেন করা হল না? ত্রিপুরার মানুষের অর্থ-নৈতিক মানোন্নয়ন যদি করতে হয় তা হলে প্রথম কাজই হচ্ছে ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কনট্রোল তার মাধ্যমেই ত্রিপুরার কৃষকদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন হবে। কিন্তু বিগত ৩০ বছরে কিছু করা হয়েছিল কি? আমরা সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে PWD কে দুই ভাগে ভাগ করেছি এবং গোমতীতে ইরিগেশান প্রজেক্টের কাজ সুরু করেছি। খোয়াইতে ইনভেষ্টিগেশানের কাজ শেষ হলে সেখানে আমরা ড্যাম করব এবং ব্যারেজ করব। তারপর মনু, মুহুরী, আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটাকে ধ্বংস করা যাবে না। আমি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষ তাদের চোখ খোলা রেখেই হাঁটেন। আমি এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ বললাম—এই সঙ্গে আমি আত্ম বিশ্বাস রেখে বলছি যে আমরা প্রতিটি পয়সা আমরা অত্যন্ত সঠিকভাবে খরচা করেছি। এই দেশের উন্নতির জন্য এবং আগামীতে যেভাবে তৈরী করেছি সেই বাজেট দিয়ে আমরা রূপায়িত করব। এবং যে সব স্কীম নিয়েছি, সেগুলিকে কাজে লাগানো হবে এবং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ আমাদেরকে সমর্থন করবে। আজকে বিরোধী দলে যারা আছেন এবং আগে যারা ছিলেন, যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের দালালী করেছে আজকে দেশে এবং বিদেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থনে এবং অর্থানুকূল্যে যারা আছে তারা শুভ চিন্তাকে বাদ দিয়ে আমরা বাঙ্গালী এবং আমরা পাহাড়ী এই দুইটা জাতীয়তাবাদকে টেনে এনে রাজ্যব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদের সেই চেষ্টা বিফল হবে এবং আমরা জানি এখানে যে বাজেট পেশ করেছি এবং সেই বাজেটের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীকে আমরা রূপায়িত করতে পারব এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন আমরা পাব। আজকে বিরোধী গ্রুপে যারা আছেন তারা আমাদেরকে যদি সমর্থন করেন আমরাও তাদেরকে সমর্থন করব।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া Demand No. 22, Major head 265—Other administrative services, Political Department. এর উপরে একটা কাট মোশান এনে বক্তব্য রেখেছেন যে, Failure to control and eliminate wasteful expenditure on the visit of the Prime Minister.

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই বক্তৃতি ঠিক জায়গায় বক্তব্যটি রাখেন নি। কারণ এই খরচটা হয় ২.১-১-৭২ তারিখে যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগরতলায় এসেছিলেন এবং এখানে তাকে আসাম রাইফেল গ্রাউণ্ডে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেই সময়েতে তখনকার সরকার লোক জমায়েত করার জন্য, টি, আর, টি, সির ৫৫ খানা ট্রাক ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই ট্রাকের ভাড়া বাবদ যে টাকা, সেই টাকা এখনও টি, আর, টি, সি পান নি। এখন আমাদের সরকারকে সেই টাকা দিতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অন্যান্যব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বলছি না যখন সেগুলি এখানে উপস্থিত করা হবে তখন বলব। একটা আলোচনা মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া এখানে করেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে আমাদের নিয়োগ নীতির কথা বলেন নি। তপশিলী উপজাতিদের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছেন সেটার উপরে কিছু সমালোচনা করেছেন। আমি এই কথা বলতে পারি যে গত ৩০ বছর এই তপশিলী উপজাতিদের চাকুরীর ক্ষেত্রে নির্দয় ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি সামান্য সংখ্যক কিছু তপশিলী উপজাতি ছেলেমেয়ে চাকরী পান নি। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা যে কয়টা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেগুলি আমি বলছি যে এক নং হচ্ছে যে এমন কি মান নীচু করে দিয়েছি। যেখানে স্কুল ফাইন্যাল পাশ হওয়া দরকার সেখানে আমরা বলছি পাশ দরকার নেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিলেই হবে এবং বহু ক্ষেত্রেতে আমরা মান নীচু করে দিয়েছি। আমাদের সেক্রেটারিয়েটের কথা বলছি যে সেখানে টাইপিষ্ট পাওয়া যায় না। আমরা বলেছি যে পরীক্ষা দিয়েছে তাকেই আমরা নেব, ইন সার্ভিস ট্রেনিং নিয়ে নেব। টাইপ যদি না শিখে থাকেন তাহলে ৬ মাসের মধ্যে শিখে নেবে। ওদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ২৫০। এর মধ্যে সাড়ে পাচ যিনি পেয়েছেন তিনি চাকুরী পেয়ে যাচ্ছেন। এই ধরণের যারা নাকি নীচু কোয়ালিফাইড আছেন তাদের পরিবারের যদি ৩-৪-৫ জনও চাকুরী করে আমরা সেটা ইগনোর করে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে নন ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে আমরা অফার তুলে নিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য। কারণ সেখানে অনেক প্রার্থী, অনেক ছেলেমেয়ে আছেন যাদের পরিবারে একজনও কাজ করার মত লোক নেই। কিন্তু যেহেতু ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের কোটা পুরণ করার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না সেইজন্য আমরা ওটা ইগনোর করছি। তারপর একজন এক জায়গায় চাকুরী করছেন আমরা তাকে বলছি যে আপনি ইন্টারভিউ দিতে পারবেন এবং চাকুরী পেলে আসতে পারবেন। এ রকম অনেক ককবরক টিচার এক চাকুরী ছেড়ে আরেক চাকুরীতে আসছেন। আমরা বলছি যে তারা যদি ভাল চান্স পান, তাহলে এক চাকুরী থেকে আরেক চাকুরীতে আসতে পারবেন। আমি জানি না মাননীয় সদস্যর কোন আত্মীয় বাকী আছেন কি না। যদি থাকে নাম দিন। স্কুল ফাইন্যাল পাশ বা তার উপর যাদের কোয়ালিফিকেশন আছে, সেই রকম ট্রাইবেলদের মধ্যে যদি থাকে নাম দেন আমরা এক্ষনি চাকুরী দিয়ে দেব তারজন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে আপনার আত্মীয় স্বজন যদি কেউ থাকে তাকে বলুন ইন্টারভিউ দিতে। তারপরেও আমরা দেখছি অনেক পোষ্ট খালি পড়ে থাকবে কারণ লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চাকুরীর সুযোগ আমরা যেভাবে সৃষ্টি করেছি গত ৩০ বছরে কেউ সৃষ্টি করতে পারে নি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত—মানীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা কাট মোশনের উত্তর ইতিমধ্যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। তথাপি আমি সামগ্রিকভাবে বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখছি। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নূতন ভাবে ঘোষিত নিয়োগনীতির ভিত্তিতে অল্প দিনের মধ্যে আনুমানিক আট হাজার বেকারের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর বিশেষ করে তপশিলী উপজাতি এবং আর্থিক দৈন্যতা এবং প্রায়রিটি লিষ্টের ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার নিয়োগনীতির ভিত্তিতে চাকুরী পাওয়ার বয়ঃসীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ করা হয়েছে। দৈহিক বিকলাঙ্গ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক, কার্যরত অবস্থায় যেসব কর্মচারী মারা গেছেন, তাদের পুত্র কন্যাদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া, সর্বোপরি চাকুরীর ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও অনগ্রসর এলাকার লোকদের সর্বতোভাবে অগ্রাধিকার দানের ভিত্তিতে নিয়োগ চলছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখতে পান, এ্যামপ্লয়মেণ্ট এক্‌চেঞ্জে ৬০.০০০ বেকারের নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে। অবশ্য এটা সঠিক নয়। কারণ অনগ্রসর এলাকার লোকেরা এই রেজিষ্ট্রেশনের মধ্যে আসেন নি। এ ছাড়াও কণ্টিনজেন্ট কর্মীর সংখ্যা কম ছিল না। এই পরিস্থিতিতে নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্প, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, কাজের বদলে খাদ্য, শিক্ষিত বেকারদের কন্ট্রাকট বেসিসে কাজের ব্যবস্থা করে কম পক্ষে ১০,০০০ লোককে কর্মে নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামের শ্রমজীবি দিকটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়েছে। তাই আমি বলতে চাই, এখানে যে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেইখানে বলা যায়, কর্ম বিনিয়োগকে বেশী করে বাড়ানোর জন্য আমরা যা চেষ্টা করছি, যিনি মোশান এনেছেন তিনি হয়ত ঠিক বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। তাই আমরা যে হেডে টাকা বাড়ানোর চেষ্টা করছি সেই হেডে যে কাট মোশন আনা হয়েছে, তাকে আমি এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সেই কাট মোশনটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করব। আমরা যে নীতির ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কর্মক্ষম করতে আগ্রহী এবং শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী দিতে পারি তার জন্য সহায়তা করুন

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্বিতীয় কাট মোশন হল, আগরতলা শহর ডেভেলাপ করা সম্পর্কে। এই সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে, এন. জি, যখন এইখানে আসে তখন আগরতলা শহরটি অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে। এই কাজ আমাদের দ্রুত হাতে নিতে হয়। যাতে আগরতলায় সুষ্ঠ নাগরিক জীবন গঠন করতে পারি। এই ক্ষেত্রে একটি ছাটাই মোশন এসেছে। আমরা ইতিমধ্যে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়ে আগরতলা শহরের যেসব অঞ্চল মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় থাকা সত্বেও রাস্তা ঘাট ছিল না, আজকে সেখানে ১২,০০০ রাস্তা করা হয়েছে। রাস্তার উন্নতি হয়েছে, যেখানে জল ছিল না সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে. প্ল্যানকে কার্যকরী করার জন্য যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হত, তা দূর

করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, এই রকম একটি খাতে ছাটাই মোশন আনা হয়েছে, যাতে এই ব্যাপারে আরো সংকটের মধ্যে চলে যেতে পারা যায়। আগে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি একজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল। তার পরিবর্তে আমরা প্রথমে নির্বাচন করি। নির্বাচন করার অর্থই হল, এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কাজ করবেন প্রতি এলাকায় এবং যে এলাকায় কাজ হবে, সেখানকার নাগরিকরা লক্ষ্য রাখবে যাতে খারাপ মাল দিয়ে কাজ না হয়। এই জন্য আমরা পাড়ার শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিই নন, সেই পাড়ার নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিই। এক বৎসরের মধ্যে আমরা যে কাজ সম্পন্ন করেছি, এতে আমরা এই অবস্থায় পৌছে এখন আর এই কাজকে স্থায়ীভাবে ছোট করে করলে হবেনা। আগরতলা শহরের যেসব ড্রেনেজ, সোয়রিস জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চালু ছিল, আগরতলা লোকসংখ্যা ১,১২,০০০ হাজার কিন্তু আগরতলার পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা ভাল নয়। এইসব ময়লা জল সার্ভিস খালের ভেতর দিয়ে যায়। এর ফলে এখানে পেটের রোগ বেশী। আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলেচনা করি এবং আলাপ আলোচনা করার পর আমরা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করার ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ইরিগেশন এ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেণ্টের চীফ ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডব্লিউ. ডি. এর ইঞ্জিনীয়ার তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছি। তারা আমাদেরকে ড্রেনের ব্যাপারে ও প্ল্যানের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন ও সুপারিশ করেছেন। সেই পরামর্শ ও সুপারিশ অনু-যায়ী আমরা সি. এম. ডি. এর সহায়তা চাই। ইতিমধ্যে প্রাথমিকভাবে সি এম. ডি আলোচনা করে গেছেন। এখন আমাদের সঙ্গে সরকারী স্তরে চিঠি লেখা হচ্ছে। এরপর আমরা এই কাজ শুরু করতে পারব। একদিকে জনগণের প্রতিনিধি যেমন আছেন তেমনি আছেন এলা-কার জনসাধারণ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবীরেন দত্ত :—শেষ করছি। এইখানে যে কাট মোশন আনা হয়েছে এটা একেবারে শিশু সুলভ হয়েছে। যিনি এনেছেন তিনি হয়ত এটার গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন নি। আমার উত্তর শোনার পর আশা করি এর উপর যে কাট মোশন আনা হয়েছে সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং প্রত্যাহার করে নিয়ে আগরতলা উন্নয়নের কাজে সহায়তা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় পঞ্চায়েৎ মিনিষ্টার।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ডিমাণ্ড নং ২৭ মেজর হেড ৩১৯ এর জন্য ১,১৫,৬৯০০০ টাকার অনুমতি হাউসে চেয়েছিলাম, তার বিরুদ্ধে একটা কাট মোশন এসেছে এটাকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও এখানে আর একটি কাট মোশন এসেছে এই ডিমাণ্ড নাম্বারের উপরেই। আমি এখানে পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কে অর্থাৎ ৬,৮৯,০০০ টাকার অনুদান চেয়েছিলাম। এর বিরুদ্ধে কাট মোশন এনে বলা হয়েছে এই টাকার অপব্যয় করা হয়েছে। আমি এখানে প্রথমটার কথাই আগে বলছি যে, প্রধানদের কেন বামফ্রণ্ট সরকার অনারিয়াম এবং টি. এ. বাবদ ১০০ টাকা মঞ্জুর করেছে।

কাজেই আজকে তারা উল্টা দিকে বিরোধীতা করছেন। বিগত বিধানসভায় তারা বলেছিলেন যে প্রধানরা যদি ভাতা পায়, তাহলে মেম্বাররা কেন ভাতা পাবেন না? উনারা এই ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। আমরা একটা দৃষ্টিকোন থেকে প্রধানদের জন্য ভাতা রেখেছি। আমি কোন দল হিসাবে বলছি না, সেই প্রধান উপজাতি যুব সমিতির হোক, জনতা হোক, কংগ্রেসের হোক, সি, পি, এমেরই হোক আমি প্রধান হিসেবেই বলছি যে বামফ্রন্ট সরকার চান তারা দুর্নীতি মুক্ত থাকুন। নিরলস বসে না থেকে গ্রামোন্নয়নের কাজ করে যাবেন। কারণ তারাই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্রের চাবিকাটি। কাজেই সেই হিসাবে সরকার তাদের যত্ন করা দরকার। আমরা যদি তাদের দুর্নীতি গ্রস্ত করে তুলতে চাই, তাহলে তাও করতে পারি। ভাতা বন্ধ করে দিলেই তো তারা দুর্নীতি করবে। ফুড ফর ওয়ার্কে যে সমস্ত টাকা আসে, কাপড় আসে, সেগুলি তারা চুরি করবে। অতীতে প্রধানরা কি করতেন? তারা খয়রাতি টাকা পাইয়ে দেবার নাম করে গরীব মানুষের কাছ থেকে ৫০ পয়সা, এক টাকা করে ঘুষ খেতেন। যে ৫।১০ টাকা গরীব মানুষ পেত, তার থেকেও অংশ নিতে প্রধানরা কসুর করতেন না। আমি চাইনা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দুর্নীতি করুক। অফিস আদালতের সংগে তাদের সব সময়েই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়, গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। কাজেই এই সমস্ত কাজ করতে গেলে অন্ততঃ পক্ষে সরকার থেকে তাদেরকে একটা ভাতা দেওয়া দরকার। আমরা মন্ত্রীসভায় বলে সিদ্ধান্ত করে, তারপর গেজেট নোটিফিকেশান করি। সেই হিসাবে এই কাজটা আমরা করে থাকি। আজকে উনারা এখানে প্রধানরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করুক, দুর্নীতিগ্রস্থ হোক, সমস্ত নিয়ম লংঘন করে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধ করুক এই সুপারিশ গুলিই করছেন। আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে, কয়েক দিন আগে বিভিন্ন ব্লক থেকে মেম্বাররা একটা দাবী করে দরখাস্ত করে যে প্রধানরা ভাতা পেলে আমরা কেন পাব না। আমরা যদি ভাতা না পাই, তাহলে সরকারের সংগে আমরা সহযোগিতা করব না আজকে এটা প্রমানিত হয়ে গেছে যে, উনারাই তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছেন। এই কথা বলবার জন্য যে—আমরা তোমাদের ভাতা দেব না। কিছু দিন আগে কুমারঘাটে একটা পঞ্চায়েত সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে অনুরূপ একটা আভাষ পাওয়া গেছে। তখন আমি তাদেরকে ভাল করে বুঝিয়ে বলায়, তখন তারা তাদের দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আরেকটা সংবাদ এখানে পরিবেশন করেছিলেন—পঞ্চায়েতের খরচ সম্পর্কে। এটা ভুল তথ্য উনারা পরিবেশন করেছেন। এই টাকা আদৌ খরচ হয় নি। এই টাকা ফিনান্স সেক্রেটারীর কাছে জমা আছে। ১৯৭৯-৮০ ইং সালে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন করতে হবে। সেখানে টাকা লাগবে। সুতরাং ৮০ হাজার টাকা সেখানে খরচ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর বাকী টাকা ফিনান্স সেক্রেটারীর কাছে জমা আছে। না বুঝে না শুনে উনারা এখানে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন, সেগুলি ভিত্তিহীন। এই ভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করে জন-প্রতিনিধির দায়িত্বকে লংঘন করছেন। আমরা আশা করতে পারি না যে, উনারা এই ধরনের ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশন এখানে করবেন। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে

চাই, যেসব বন্ধুরা আপনাদেরকে এই সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, তাদের কাছে গিয়ে আপনারা পরিস্কার হউন। আপনারা যে সমস্ত ভুল তথ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমন করার চেষ্টা করছেন, তাতে বামফ্রন্ট সরকারের কিছু আসবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে অনুদান চাইছি, ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা হাউসের কাছে মঞ্জুরের জন্য, সেটা মঞ্জুর করা হউক এবং বিরোধী পক্ষ যে সমস্ত কাট মোশান গুলি এনেছেন, সেগুলির আমি বিরোধীতা করে আমার মন্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের হাতে আর মাত্র ৫ মিনিট সময় আছে। ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দিতে হলে টাইম একসটেনশানের প্রয়োজন হবে। কাজেই এই ব্যাপারে আমি হাউসের সেনস চাচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আগে থেকে নোটিফিকেশান দিয়ে রেখেছি যে ৫টার পর এসেমব্লী ভাংগলে পড়ে, আমরা কমিটি মিটিং—এ বসব। কাজেই ৫টার পর যদি এসেমব্লী চলে তাহলে আমাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হয়। সেই ব্যাপারে আমি আগেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করেছিলাম। যা হোক আজকের জন্য নির্দ্ধারিত কার্যসূচী আগামী দিন চলতে পারে না। তাছাড়া আগামী কাল যে বিজনেস আছে, তাতে সারা দিন চলে যাবে। কাজেই ডিমাণ্ডগুলি পাস করাতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু সময় বাড়ানো হউক।

মিঃ স্পীকার :— টাইম একসটেনশান করার ব্যাপারে হাউসের সেন্স আমি পেয়েছি। কাজেই ডিমাণ্ডগুলি পাস করাতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু সময় আমি বাড়িয়ে নিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমর একটি অভিযোগ আছে, টাইম একসটেনশানের ব্যাপারে হাউসের সেন্স নেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— টাইম একসটেনশনের ব্যাপারে হাউসের সেন্সর আমি নিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় যদি বাড়ানো হয়, তাহলে কাট-মোশানের সমর্থনে আমাদেরকে বলার সুযোগ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা নিয়মের বাইরে। কাজেই এটা হয় না। কাট-মোশানের কোন উত্তর নেই। নাউ ডিসকাশন অন ডিমাণ্ডস ইজ ওভার। নাউ আই এ্যাম পুটিং দি ডিমাণ্ডস এণ্ড কাটমোশানস টু ভোট ওয়ান বাই ওয়ান।

Mr. Speaker—Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Transport and P. W. Department that sum not exceeding Rs. 10,10,000-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on vehicles—Rs. 2,10,000) (Major Head 344—Other Transport and Communication Services—Rs. 8,00,000.)

It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand No. 14 be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Sericulture (Buildings)"

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Harinath Deb Barma that the amount of the Demand No. 14 be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on construction."

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister for Transport and P. W. Department that a sum not exceeding Rs. 7,66,94,000 exclusive charged expenditure of Rs. 3,00,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 14 (Major head 259—Public Works—Rs. 7,41,49,000) (Major Head 277—education—Rs. 3,40,000) (Major Head 278—Art and Culture—Rs. 2,00,000) (Major Head 280—Medical Rs. 3,10,000/-) (Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply—Rs. 2,63,000) (Major Head 281—Family Welfare Rs. 55,000) (Major Head 287—Labour & Employment (Craftsman Training)—Rs. 60,000) (Major Head 288—Social Security & Welfare—Rs. 65,000) (Major Head 299—Special and Backward Areas—N E. C. Scheme—Rs. 3,92,000) (Major Head 310—Animal Husbandry—Rs. 50,000) (Major Head 321—Village and Small Industries—Rs. 8,10,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before House is that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 20 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that—Need to construct a road from Taidu School to Twicholong village."

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble minister for Transport and P. W. Department that a sum not exceeding Rs. 3,10,82,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979]be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st Marche, 1980 in respect of Demand No. 20 (Major Head 283—Housing (Govt. Residential Buildings) Rs. 1,24,87,000) (Major Head 284—Urban Development (Town and Regional Planning)—Rs. 2,47,000) (Major Head 337-Roads and Bridges—Rs. 1,83,48,000)

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Transport and P. W. Department that a sum not exceeding

Rs. 1,72,81,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No 35 (Major Head 245—Other Taxes and Duties on Commodities and Services—Rs. 2,78,000) (Major Head 306—Minor Irrigation—Rs. 13,68,000) (Major Head 331—Water and Power Development Scheme—Rs. 1,25,000) (Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects—Rs. 31,38,000) (Major Head 334—Power Projects—Rs. 1,23,72,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 36 be reduced by Rs. 5/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Stationery and Printing.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of Demand No. 36 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that—"Need to establish a Hospital on rural areas like Chhamanu, Tirtha Dhambhur, Rashiabari."

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the cut motion moved by Shri Harinath Deb Barma that the amount of the Demand No. 36 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that—"Need to establish a Law College at Agartala.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Transport and P. W. Department that a sum not exceeding Rs. 3,33,41,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 36 (Major Head 459—Capital Outlay on Public Works—Rs. 51,05,000) (Major Head 477—Capital Outlay on Education, Art and Culture—Rs. 26,30,000) (Major Head 480—Medical—Rs. 47,25,000) (Major Head 481—Capital Outlay on Family Welfare—Rs. 1,00,000)(Major Head 482—Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water upply—Rs 1,48,21,000) (Major Head 488—Capital Outlay on Social Security and Welfare—Rs. 2,20,000) (Major Head 510—Capital Outlay on Animal Husbandry Rs. 15,25,000) Major Head 509—Capital Outlay on Food

and Nutrition-Rs. 1,00,000) (Major Head 511—Capital Outlay on Dairy Development—Rs. 4,50,000) (Major Head 512—Capital Outlay on Fisheries—Rs. 5,30,000) (Major Head 521-Capital Outlay on Village and Small Industries—Rs. 30,55,000) (Major Head 499—Capital Outlay on Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes)—Rs. 80,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the P. W. D. Minister that a sum not exceeding Rs. 7,14,81,000/. inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 39. (Major Head 483—Capital Outlay on Housing—Rs. 42,31,000) (Major Head 499—Capital Outlay on Special and Backward Areas) (N. E. C. Scheme for Roads and Bridges)—Rs. 1,11,00,000) (Major Head 537—Capital Outlay on Roads and Bridges—Rs. 5,61,50,500).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker —Now the question before the House that the motion moved by Shri Harinath Deb Barma that the amount of the Demand No. 43 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on rural electrification under M.N.P.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble P.W. Deptt, Minister that a sum not exceeding Rs. 7,74,56,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 43 (Major Head 506-Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Areas Development Rs. 2,53,06,000) (Major Head 533-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects—Rs. 1,70,00,000) (Major Head 534—Capital Outlay on Power Projects—Rs. 4,51,50,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Statistics Minister that a asum not exceening Rs. 21,50,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 12 (Major Head 296—Secretariat Economic Services (Evaluation Organisation) Rs. 2,75,000) (Major Head 304—Other General Economic Services (Economic Advice and Statistics) Rs. 18,75,000)

It was put to voice vote and Passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Jail Minister that a sum not exceeding Rs. 25,21,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 12 (Major Head 256—Jails—Rs. 25,21,000).

It was put to voice vote and passed.

"Now the question before the House that the cut motion moved by Shri Harinath Deb Barma that the amount of the Demand No. 15—287 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz.

Disapproval of employment policy of the Government."

It was put to voice vote and lost.

"Now the question before the House that the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand No. 15—284 be reduced by Rs. 100/-to represent the economy that can be affected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Agartala Town Development (Urban Development)."

It was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Revenue, Labour etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 88,30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 15 (Major Head 259--Public Works--(Collection of Housing and Buildings Statistics Rs. 30,000) (Major Head 283—Housing (Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers Rs 3,00,000) (Major Head 284-Urban Development (Assistance to Municipality, Corporation etc. Rs. 60,00,000) (Major Head 284—Urban Development (Notified Areas—Rs. 10,00,000) (Major Head 287—Labour and Employment Rs. 15,00,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the Motion moved by the Hon'ble Minister for Transport & PW Departments that a sum not exceeding Rs. 80,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 15 (Major Head 338-Road and water Transport Service—Rs. 80,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the Motion moved by the Hon'ble Minister for Co-operative, Agriculture etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 59,24,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 27 (Major Head 298—Co-operation Rs. 59,24,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Harinath Deb Barma that the amount of the Demand No 27 (Major Head 314) be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlaying the Demand viz.

Disapproval of Government policy in regard to T.A./D.A. for Gaon Pradhans & Others.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the cut-motion moved by Shri Drao Kumar Reang that the amount of the Demand—27 (Major Head—314) be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on works.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for C. D. and Panchayat Departments that a sum not exceeding Rs. 1,15,69,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1979]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development (Panchayat)—Rs. 1,15,69,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the cut-motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 22 (Major Head—265) be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on the visit of the Prime Minister.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 1,83,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote

on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 22 (Major Head 265—Other Administrative Services —Rs. 16,000/-) (Major Head 288—Social Security and Welfare (Rajya Sainik Board)—Rs. 1,67,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Labour, Revenue etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 13,55,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropr ation (Vote on Account) Bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 22 (Major Head 283—Housing (House Sites—Minimum Needs Programme), Rs. 1,00,000/-) (Major Head 288—Social Security and Welfare—Resettlement of Landless Agricultural Labourers—Rs. 12,55,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker : Now the question before to House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister, that a sum not exceeding Rs, 2,40,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development (State Planning Machinery Rs. 2,40,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister, that a sum not exceeding Rs. 5,20,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980. in respect of Demand No. 28 (Major Head—304 Other General Economic Services (Regulation of Weights and Measures Rs. 5,20,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Industries, that a sum not exceeding Rs. 11,20,000, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 28 (Major Head 287— Labour and Employment (Training of Craftsman) Rs. 11,20,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Revenue, L.S.G. etc. Department that a sum not execeeding Rs. 40,00,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 37, Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply, L.S.G. Department Rs. 40,00,000.

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Animal Husbandry etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 2,50,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 37- Major Head 511—Capital outlay on Dairy Development Rs. 2,50,000

It was put to voice vote and passed.

Now the Question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Forest, that a sum not exceeding Rs. 10,00,000 inclusive of the sums specified in the column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending in the 31st March, 1980, in respect of the Demand No. 37 (Major Head 500 Investment in General Financial and Trading Institution (Forest) Rs. 10,00,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Health & Family Welfare, that a sum not exceeding Rs.19,00,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979, in respect of Demond No. 37, (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply (Medical)—10,00,000) (Major Head 499—Capital outlay on Special and Backward Areas (N.F.C. Schemes for construction of Pharmacy Institution) 9,00,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—There is one Cut Motion on Demand No. 29 Major Head 306 moved by Shri Harinath Deb Barma. 'that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be affected on the particular matter viz. failure to control and eliminate wasteful expenditure on maintenance cost of existing pumpsets'.

(The motion was put and lost by voice vote.)

Mr. Speaker—Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 4,28.11,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill,1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 29 (Major Head 299-Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes for Agri., Soil Conservation and Fisheries) Rs 18,41 000) (Major Head 305-Agriculture Rs. 2,76.92,000) Major Head 306-Minor Irrigation (Agri.) Rs. 23,000) Major Head 307-Soil and Water Conservation (Agri.) Rs. 73,02,000) (Major Head 312-Fisheries—Rs. 59,53,000).

(The Motion was put and carried by voice vote)

Mr. Speaker—There is one Cut Motion on Demand No. 30-Major Head 310 by Shri Nagendra Jamatia—that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be affected on the particular matter viz. failure to control and eliminate wasteful expenditure on material and supplies (Medicine, Vaccine, chemical).

(The Cut Motion was put and lost by voice vote).

Mr Speaker—Now the question before the House that a sum not exceeding Rs 1,67,45,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 30 (Major Head 299-Special and Backward Areas—(N.E.C. Schemes for Animal Husbandry and Dairy Development) Rs. 9,55,000) (Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 1,18,75,000) (Major Head 311—Dairy Development)—Rs. 39,15,000).

(The Demand was put and carried by voice vote).

Mr. Speaker—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,61.70,000 (inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 41 (Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institution (Agri.) Rs. 14,00,000) (Major Head 505—Capital Outlay on Agriculture—Rs. 1 40,20,000) (Major Head 705-Loans for Agriculture Rs. 1,00,000) (Major Head 512—Capital outlay on Fisheries—Rs. 6 50,000).

(The Demand was put and carried by voice vote.)

মিঃ স্পীকার—এই সভা আগামী ৮ই জুন শুক্রবার ১৯৭৯ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—A

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Starred Question No. 22
By—Shri Ram Kr. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। সরকার অবগত আছেন কি, যে তিলথৈ ডিসপেনসারীর শয্যা সংখ্যা এলাকার অধিবাসীদের প্রয়োজনের অপ্রতুল, অবগত থাকিলে আরও ৪টি শয্যা বাড়াইয়া তাহলে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালে পরিণত করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১। না।

Admitted Starred Question No. 34
By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। অরুন্ধতীনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট-এ শিল্প বিভাগের কোন ঘর বা সেড প্রাইভেট ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি ?

২। সত্য হইলে, তবে সেই ব্যবসায়ীদের নাম ও ঠিকানা.

৩। সেই ব্যবসায়ীদের ঘর ভাড়া বাবৎ কোন টাকা বাকী আছে কি এবং থাকলে সেই টাকার পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রযোজ্য নহে।

Admitted Starred Question No. 52
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় নির্মীয়মান পাট কলের জন্য এ পর্যান্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ;

২। বর্ত্তমানে এ.ত কত কর্মচারী কাজ করছেন ;

৩। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে এই পাটকলে আরও কত লোক নূতনভাবে নিযুক্ত হতে পারবে ;

৪। পরিকল্পনা অনুসারে কত বৎসরে এই কারখানায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদন হবে ?

উত্তর

১। গত ১৯৭৯ইং ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পাটকল স্থাপনের জন্য প্রায় ৪১৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২। বর্তমানে এই পাটকলে ১০৭ জন লোক কাজ করিতেছেন।

৩। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে আরও প্রায় ৫০০ জন লোক নিযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে এই কারখানায় ১৯৮৩-৮৪ সাল হইতে উল্লেখযোগ্য পরিমানে উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted starred Question No. 56—Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর মহকুমার টিলাবাজার, বড়বন্দ, ধলিয়ারকান্দি, খাওরাবিল, রাঙাউটি, কালীপুর, দেবীপুর, গোপিনাথপুর, সফরীকান্দি, লাটিয়াপুর, এই বিস্তীর্ণ এলাকার জন্য কোন সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছরে আছে কি না?

২। না থাকিলে [illegible] কারণ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে কোথায় কোথায় দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হবে তা এখনও ঠিক হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 58—by Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৮ ইং থেকে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা কত?

২। ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উত্তর

১। ৩৩ জন।

২। ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু বন্ধ করার জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন :—

(ক) বৎসরে দুই ধাপে নির্দিষ্ট মাত্রায় ডি.ডি. টি. বা এই জাতীয় মশা ধ্বংস করার ঔষধ ত্রিপুরার প্রতিটি বাড়ীতে ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(খ) Survillance Worker—গণ নিজ নিজ এলাকায় জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা করার জন্য গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় Antimalarial ঔষধ দিয়া Presumptive treatment করিতেছেন।

বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতেও এই রক্ত পরীক্ষার এবং Presumptive treatment এর ব্যবস্থা আছে।

(গ) জনসাধারণের সহযোগীতায় ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় ২০৭টি জ্বর চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং ৩১৬টি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(ঘ) কোন এলাকায় জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সেই মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া কিনা তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু হইয়া থাকিলে উক্ত এলাকায় উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ জোরদার করা হয়।

(ঙ) ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে যাহাতে যথাযথভাবে D. D. T ছড়ানো এবং বাড়ীতে D. D. T ছড়ানোতে অনিচ্ছুক এর সংখ্যা যাহাতে কম হয় তাহার জন্য এ রাজ্যের সমস্ত গ্রাম প্রধানদের নিকট ম্যালেরিয়া দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা ব্যক্তিগত আবেদন জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ও গ্রামপ্রধান ও M. L. A. —দের নিকট ব্যক্তিগত পত্রে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়ীতে যাহাতে D. D. T. ছড়ানো হয় এবং D. D. T. ছড়ানোতে অনিচ্ছুকের সংখ্যা যাহাতে কম হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে জানান।

D. D. T. ছড়ানোর কাজে নিযুক্ত সকলস্তরের কর্মীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে প্রতিটি বাড়ীতে D. D. T. ছড়ানো হইয়াছে কিনা তাহার Certificate সংশ্লিষ্ট গ্রাম প্রধান/উপপ্রধানদের নিকট হইতে জোগাড় করিয়া দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

D. D. T, ছড়ানোতে অনিচ্ছুক বাড়ীর সংখ্যাগুলিও গ্রাম প্রধান/উপপ্রধানদের গোচরে আনিতে হইবে এবং তাহার লিখিত নিদর্শন পেশ করিতে হইবে।

১৯৭৯ সালের ২৮শে মে D. D. T. ছড়ানোর প্রথম ধাপের কাজ শেষ হইবে। তাহার পর এই বৎসর D. D. T. ছড়ানোতে অনিচ্ছুক বাড়ীর সংখ্যা অনুমান করা সম্ভব হইবে।

Admitted Starred Question No.—72 By Shri Niranjan Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর এলাকায় অবস্থিত টাকার জলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির শয্যা সংখ্যা কত ?

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বর্ত্তমান শয্যা সংখ্যা ৬টি।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে একটি ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে পরিণত করার পরিকল্পনা আছে এবং নির্মান কার্য্যের সমস্ত দায়িত্ব পূর্ত্ত দপ্তরকে দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 73 by Shri Niranjan Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। টাকার জলার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স দেওয়ার জন্যে লিখিত এবং অলিখিত ভাবে সরকারের নিকট কোন আবেদন করা হয়েছিল কিনা ?

২। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে এ সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। কোন লিখিত আবেদন পাওয়া যায় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 108 By—Mati Lal Sarker.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Public Relations & Tourism, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার প্রচার বিভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে কি কি প্রচার পত্র বিলি করা হচ্ছে।	ত্রিপুরা প্রচার বিভাগ থেকে ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকা বিলি করা হচ্ছে। যথা : ক) ত্রিপুরা বাংলা (সাপ্তাহিক) খ) ত্রিপুরা টু-ডে (পাক্ষিক). গ) ত্রিপুরা কগতুন (সাপ্তাহিক). ঘ) ত্রিপুরা চে (সাপ্তাহিক) এবং ঙ) গোমতী।
২। জনসাধারণের কাছে এইগুলি পৌছে দেবার কি ব্যবস্থা রয়েছে ?	জনসাধারণের কাছে এইগুলি সরাসরি বিনা পয়সায় ডাকযোগে পৌছে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া জেলা জনসংযোগ মহকুমা জনসংযোগ ও উপজাতি জনসংযোগ আধিকারিকের মাধ্যমে এই পত্রিকাগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন সংস্থার কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩। এদের প্রচার সংখ্যা ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৭-৭৮ এর তুলনায় ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে কি হারে বেড়েছে?

সরকার পরিচালিত পত্র-পত্রিকা প্রচার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় এখন নিম্ন হারে বেড়েছে :—

ত্রিপুরা বার্তার প্রচার সংখ্যা পূর্বে যেখানে ছিল ১,০০০, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,২৫০।

পাক্ষিক ত্রিপুরা টু-ডে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে তখন এর প্রচার সংখ্যা ছিল ১,০০০। গত আর্থিক বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ এ বছরের মার্চ মাস নাগাদ ত্রিপুরা টু—ডের প্রচার সংখ্যা ছিল ২,০০০। এবং বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৩০০।

১৯৭৬-৭৭ সালে এই পত্রিকা প্রকাশিত হতনা।

সাপ্তাহিক ত্রিপুরা কগতুন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। ঐ সময় এর প্রচার সংখ্যা ছিল ১,৫০০—বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,000। ত্রিপুরা চে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। বর্তমানে এর প্রচার সংখ্যা ২,০০০। তাছাড়া, গোমতী সাহিত্য পত্রিকাটির প্রকাশিত সংখ্যা ৫০০।

৪। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে সিনেমা প্রদর্শনের জন্য ত্রিপুরা সরকার নূতন ফিল্ম তৈরী করিয়েছেন কি না?

১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে সরকার একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করিয়েছেন।

৫। করিয়ে থাকলে তার দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার

ফিল্মটির দৈর্ঘ্য ১৩৫ মি:

৬। কি কি বিষয়ে এই ফিল্ম তৈরী হয়েছে?

পঞ্চায়েত নির্বাচন পদ্ধতির উপর এই ফিল্ম তৈরী হয়েছে।

Admitted Question No. 122 By—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বিশ্রামগঞ্জ প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায় না।

২। যদি সত্য হয়, তাহলে উক্ত হেলথ্ সেন্টারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

উত্তর

১। সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 148 By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দামছড়াতে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার (স্বাস্থ্য কেন্দ্র) খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

২। বর্ত্তমানে উপজাতি অধ্যুষিত দামছড়া এলাকায় জনগণের চিকিৎসা ব্যাপারে কি ধরণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে?

উত্তর

১। না।

২। দামছড়াতে একটি ডিসপেনসারী আছে।

Admitted Starred Question No. 167 By—Shri Tarani Mohan Singh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মিতৈং এই দুই ভাষায় আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সূচী বর্ত্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূর্ব্বেই গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Question No. 230 Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা জুট মিল চালু করতে কতজন টেকনিকেলম্যান প্রয়োজন;

২। টেকনিকেল পোষ্টগুলোতে ত্রিপুরায় বেকার যুবকদের নিয়োগ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জুটমিলগুলোতে ট্রেনিং দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা,

৩। এই পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবককে দক্ষতা অর্জনের জন্য ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়েছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা জুট মিল চালু করিতে প্রায় ১৬৩ জন টেকনিকেলম্যান-এর প্রয়োজন হইবে।

২। হ্যাঁ।

৩। ১২ জন।

Admitted Question No. 237 By—Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮ইং এর মার্চ মাস থেকে ১৯৭৯ইং এর ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন দুঃস্থ তাঁতী ও জেলেদের কত পরিমাণ ভর্তুকী দিয়ে মোট কত সূতা এদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৭৮-এর এপ্রিল হইতে ১৯৭৯-এর মার্চ পর্যন্ত ৬,৬,৬৬ (ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি) জন দুঃস্থ তাঁতীকে ৭৫% শতাংশ ভর্তুকীতে ১০০ টাকা মূল্যের সূতা এবং ১১৫০ জন জেলের প্রত্যেককে ১০০% শতাংশ ভর্তুকীতে ৭৫০ গ্রাম নাইলন সূতা অনুদান মঞ্জুর করা হইয়াছে। এ বাবদ মোট ৬,৬৬,৬০০ (ছয় লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত) টাকা মূল্যের সূতা এবং ৮০,৫০০ টাকা মূল্যের নাইলন সূতা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২,৫২৯ জন তাঁত শিল্পী এবং ৬০৫ জন জেলের সূতা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হইয়াছে। অবশিষ্ট সূতা হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন কর্তৃক সত্বর পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

Admitted Question No. 250 By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে,

(ক) রাজ্যের দুর্গম এলাকার ডিস্‌পেন্‌সারীগুলোতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই।

(খ) উক্ত ডিস্‌পেন্‌সারীগুলিতে প্রয়োজন সংখ্যক ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার নাই এবং

(গ) পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ পত্র নাই,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে সরকার উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

ANSWER

১। (ক) না, একথা সত্য নয়, যে দুর্গম এলাকায় সবগুলি ডিস্‌পেন্‌সারীতেই কর্মরত কর্মচারীদের জন্য সরকারী স্থানের ব্যবস্থা নাই।

(খ) এ কথা সত্য যে ঐ সমস্ত এলাকায় ডিস্‌পেন্‌সারীতে ডাক্তার নাই ; তবে প্রত্যেকটিতে কম্পাউণ্ডার রয়েছেন।

(গ) সত্য নয়। প্রয়োজনীয় Indent এর মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

২। (ক) প্রত্যেক ডিস্‌পেন্‌সারীতে যাতে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যায় বর্তমান সরকার তা বিবেচনা করছেন।

(খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডিস্‌পেনসারীগুলিতে ডাক্তার নিয়োগ করা হইবে।

(গ) কোথাও ঔষধ পত্রের অভাবের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

QUESTION

Admitted Question No. 276 By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে বিভিন্ন বি আই. ডি. সির রিকমেনডেশান অনুযায়ী যে সমস্ত তাঁতীদের সূতা (৭৫% সাবসিডিতে) সরবরাহ করার কথা ছিল, তা সরবরাহ করা হয়েছে কি না;

২। করা হলে, কবে এবং কোন কোন ব্লকে হয়েছে;

৩। না করা হয়ে থাকলে, কারণ কি?

ANSWER

১। সরবরাহের কাজ চলিতেছে।

২। ব্লকভিত্তিক বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	মঞ্জুরীকৃত তাঁতীর সংখ্যা	এ পর্যন্ত বিলির জন্য সূতা বিভিন্ন ব্লকে প্রেরিত তাঁতীর সংখ্যা
১।	জিরানীয়া	৫০০	৫০০
২।	বিশালগড়	৯০০	৯০০
৩।	মোহনপুর	৩০০	৩০০
৪।	খোয়াই	৪৫০	—
৫।	তেলিয়ামুড়া	৫৫০	—
৬।	মেলাঘর	২০০	১৫০
৭।	উদয়পুর	৬০০	৪০০
৮।	পার এলাকা	২০০	১৪
৯।	ডম্বুরনগর	২৫০	২০০
১০।	রাজনগর	২০০	২০০
১১।	সাতচাঁদ	৩৫০	৩৫০
১২।	বগাফা	২৭৫	২৭৫
১৩।	কুমারঘাট	২৫০	—
১৪।	অমরপুর	৫০০	৫০০
১৫।	কাঞ্চনপুর	৬০০	—
১৬।	কমলপুর	২৭৫	—
১৭।	পানিসাগর	৪০০	—
১৮।	ছামনু	১০০	৯০
১৯।	রিজার্ভ	৬৬	—
		৬,৬৬৬	৩,৮৬৯

(৩) সুতা ক্রয় করিবার জন্য সরকার হইতে ৪,৯৯,৯৫০ টাকা ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনকে প্রদান করা হইয়াছে। ২/২০s নং সুতা বাজারে দুঃপ্রাপ্যতার দরুন সরবাহের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছে অধিকন্তু ১লা এপ্রিল হইতে রং এর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রং পাওয়া যাইতেছে না। এতদসত্বেও চলতি মাসের মধ্যে সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 286 By Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

১। টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের শয্যা সংখ্যা কত ?

২। রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যবহার যোগ্য বিছানা পত্র ও খাট আছে কিনা ?

ANSWER

১। টি।

২। রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যবহার যোগ্য বিছানা ও খাট আছে।

PAPER LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 11 By—Shri Gutam Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে ২রা জানুয়ারী ৭৮ থেকে ৭৯-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত :—

ক) কত নূতন ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে ;

খ) কত সংখ্যক শয্যা বিভিন্ন হাসপাতালে বাড়ানো হয়েছে এবং এগুলি কোথায় কোথায় ;

গ) কতগুলি নূতন এম্বুলেন্স বাড়ানো হয়েছে এবং এগুলি কোথায় ;

ঘ) নূতন ডিসপেনসারী করা হয়েছে কিনা ,

ঙ) হয়ে থাকলে কোন কোন স্থানে ?

ANSWER

১। ক) ৯৮ জন ডাক্তার নিয়োগ করা হইয়াছে।

খ) গোমতী হাসপাতালে— ২০টি

অমরপুর হাসপাতালে — ১০টি

আগরতলা ভি, এম. হাসপাতালে— ২২টি

গ) ৭টি এম্বুলেন্স বাড়ানো হইয়াছে।

১। জি, বি, হাসপাতাল।

২। ভি, এম, ,,

৩। উদয়পুর ,,
৪। ধর্মনগর ,,
৫। কৈলাসহর ,,
৬। কমলপুর ,,
৭। D H. S. Office.

ঘ) না।

ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 40 By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

সিপাহীজলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হবে?

উত্তর

সিপাহীজলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হবে :—

১) চলতি বৎসরের জুন মাসের মধ্যে ক্যান্টিন বিল্ডিং নির্মাণ।

২) পর্যটকদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নৌকাবিহার স্থানে সুদৃশ্য উন্মুক্ত বিশ্রামাগার নির্মাণ।

৩) পর্যটকদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে হেলান দেওয়া পাকা বেঞ্চ, ছনের ছোট ছোট উন্মুক্ত কুটির ইত্যাদি।

৪) বোটানিক্যাল গার্ডেন ও সিপাহীজলার অন্যান্য স্থানের বাগানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুন্দর করে সাজানোর উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশ থেকে মূল্যবান ও আকর্ষণীয় নানা জাতের গাছ আমদানী করে রোপন করা, অবসারিকার চারিদিকে সিপাহীজলা জলাশয়ের সন্নিকটবর্তী রাস্তার ও বনকুমারী থেকে মৃগোদ্যান অবধি বনপথের উন্নয়ন।

৫) 'সিপাহীজলায় রেলের কাজের প্রাথমিক পর্ব'।

৬) সিপাহীজলার রেলওয়ে লাইনের পূর্বদিকে নূতন একটি জলাশয় খনন। এই জলাশয় বিদেশী পাখিদের আকৃষ্ট করবে।

৭) বিশ্রামাগারের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত ছোট দ্বীপটির উন্নতি সাধন ও সেটিকে কাঠের ক্যান্টিলিভার পুল দিয়ে সংযুক্তি-করণের প্রকল্প।

৮) সমগ্র কমপ্লেক্সের ভিতরে বিক্ষিপ্ত-ভাবে জায়গায় জায়গায় ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে সবুজের সুষমা ছড়িয়ে দেওয়া এবং পুরাণো ঘাসের লনগুলোর সংস্কার ও উন্নতি সাধন।

চিড়িয়াখানা :—

ক) বিশেষ করে শিশুদের আনন্দ বিধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের ষ্টক, ক্যালিফোর্নিয়ান সারস ও অন্যান্য মূল্যবান পাখী আনার ব্যবস্থা।

খ) রাজস্থান থেকে ময়ূর আনয়ন প্রভৃতি।

Admitted Un-Starred Question No. 42 By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভাগ ভিত্তিক কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কত ;

২। কুষ্ঠ রোগীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১। ত্রিপুরায় কোন বিভাগ নাই। ১৯৭৮ইং সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জিলা ভিত্তিক তালিকাভুক্ত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) উত্তর জিলা— ৮০৪ জন

খ) দক্ষিণ ,, ১০৮৪ ,,

গ) পশ্চিম ,, ৯১৩ ,,

মোট— ২৮০১ জন।

২। কুষ্ঠ রোগীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের অধীনে, একটি প্রকল্প আছে। উক্ত প্রকল্পাধীন সাত্রুব মহকুমার হরিণায় একটি নর্ব্বাসন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

FRIDAY, JUNE, 8TH 1979.

The House met in the Assembly House (Ujjaynta Palace), Agartala at 11-00 A.M. on Friday, the 8th June, 1979.

Present.

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Ministers 11, Deputy Speaker and 41 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

মিঃ স্পীকারঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৭. এনিমেল হাজবাণ্ডি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সিলিং এ পশু হাসপাতালের জন্য দুই তিন বৎসর পূর্বে সরকার কর্তৃক ভূমি এলট করা সত্বেও এখন পর্যন্ত ঐ হাসপাতালের ঘর তৈরী না করার কারণ কি ?	১) মালিক কর্তৃক ভূমি দান পত্রের কাগজ ত্রিপুরা সরকারের নামে হস্তান্তর না হওয়ার দরুণ ঐ কেন্দ্রটিতে বাড়ী তৈরী করার প্রশ্ন উঠে না।
২) এই হাসপাতালটি চলতি আর্থিক বৎসরে তৈরী করার জন্য বাজেট বরাদ্দ ধরা হবে কি ?	২) ভূমি দান পত্রের কাগজ এখন পর্য্যন্ত না পাওয়ার দরুণ চলতি আর্থিক বৎসরে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয় নাই।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি এই পশু হাসপাতালের জন্য সিলিং বহির্ভুত জায়গা সরকার এই হাসপাতালের নামে রেকর্ড করেছেন। তাহলে এটা সরকারের জায়গা এবং সরকারের জায়গা হাসপাতালের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। কাজেই এটা রেজিষ্ট্রির প্রশ্ন কি ভাবে আসছে আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জায়গাটা এই দপ্তরের নামে অ্যালট না হওয়া পর্য্যন্ত এই দপ্তর মালিক স্বত্ব পেতে পারে না সেজন্য এখন কন্সট্রাকশন করা যাচ্ছে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তিনধে হাসপাতালের জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন সেই জমির জন্য মালিক কি কোন ক্ষতিপূরণ পেয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখনও ঘর তৈরী করা হল না তাহলে পশু চিকিৎসা কোথায় চলছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং —প্রাইভেট বাড়ী ভাড়া করে কাজ চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় হিসাব দেবেন কি যে, এই পশু হাসপাতালে কয়টি গরু এবং পশুর চিকিৎসা হয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং — মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা রিলেটেড নয়। এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার —শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬, পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৬ থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যান্ত পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছিল এবং

২) এর মধ্যে কত কিলোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণ হয়েছিল,

৩) ১৯৭৮-৭৯ সালে কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং

৪) এর মধ্যে কত কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ?

উত্তর

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কত ধরা হয়েছিল, টারগেট কত ছিল এবং কত করেছে। আমি প্রথমে মাটির কাজ ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ ধরা হয়েছিল।

মাটির কাজ	১০৩৪.৬৮ কি.মি.
সলিং	৫৬২.৯৫ কি.মি.
মেটালিং	১৭৮.৬০ কি.মি.
কারপেটিং	৫২.৫০ কি.মি.

আর কমপ্লিট হয়েছিল মাটির কাজ—

মাটির কাজ	৫২৫.৯৫ কি.মি.

সলিং	৩২১·১৮ কি.মি.
মেটালিং	১২১·৯৫ কি.মি.
কারপেটিং	৪৪·৮৫ কি.মি.
কাজ আমরা টার্গেট করে আরম্ভ করি—	
মাটির কাজ	৮৩২·৪০ কি.মি.
সলিং	৪৩৪·১৪ কি.মি.
মেটালিং	৬৩.১৫ কি.মি.
কারপেটিং	২৬·৬০ কি.মি
আর এসিভমেন্ট হচ্ছে —	
মাটির কাজ	৪৪৯·০৩ কি.মি.
সলিং	২৩৯ ২৯ কি.মি.
মেটালিং	৩১·২৫ কি.মি,
কারপেটিং	২৪.৫০ কি.মি.

শ্রীখগেন দাস ঃ—১৯৭৮-৭৯ সালে রাস্তা করার যে টারগেট ছিল, তাতে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে ৫১ পারসেন্ট কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বাকী কাজ কেন সম্পূর্ণ হল না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে সমস্ত রাস্তার কাজ ধরা হয়, একই বছরের মধ্যে সেগুলি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন সময়ে মেটিরিয়েলসের অভাব, কোন কোন সময় রাস্তা এত দীর্ঘ থাকে যে, একই বছরের মধ্যে কমপ্লিট করা সম্ভব নয়। অনেক সময় আবার টেকনিক্যাল লোকের অভাবে কাজ সম্পূর্ণ হয় না। এই সব নানা কারণে টারগেট ফুল-ফিল করা সম্ভব হয় না। তবে একটা জিনিস পরিস্কার হওয়ার জন্য আমি বলছি, আমাদের বরাদ্দ-কৃত টাকা ঠিক মত ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে আমরা দেখতে পাই, অনেক রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই অসম্পূর্ণতার পেছনে কন্ট্রাকটারদের কোন কারসাজি আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই হাউসের, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মাটির কাজের টারগেট ছিল ১০৩৪·৬৮ কিলোমিটার। আমরা এক বছরে টারগেট ঠিক করেছিলাম এবং তার যা এচিভমেন্ট হল, ৩২৫·৯৫ কিলোমিটার। আমাদের এক বছরের ৮২৫·৪০ কিঃ মিঃ কাজ ধরে আমরা ৪৪৯·৩ কি. মি. রাস্তা করি। এখন যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য

করেছেন সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কন্ট্রাকট্‌র আছেন যারা এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজ করছেন, তাই সব দিকে সমান নজর দিতে পারছেন না। আবার এমনও অনেক কন্ট্রাকটর আছেন, কাজ নিয়ে সে কাজ করতে দেরী করছেন অযথা তাও বিরল নয়। এই সব কথার মাঝখানে আমি আর একটু বলতে চাই, যখন ভেতরের রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছিল, তখন উপজাতি যুব সমিতির থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন চালু করা না হয়, তাহলে উনারা প্যারারাল গভর্ণমেন্ট করবেন এবং সমস্ত প্ল্যান বাঞ্চাল করে দেবেন। যারা কাজ করছিল, তাদেরও নানা ভাবে ভয় দেখানো হয়, যার ফলে কাজ সম্পূর্ণ হয় নি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---১৯৭৮-৭৯ সালের যে টারগেট ছিল, তার অর্ধেকও সম্পূর্ণ হয় নি। এই কাজের জন্য পি· ডাবল্যু. ডি· ডিপার্টমেন্ট দায়ী, না মন্ত্রী দায়ী, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এটা জোরের সঙ্গে বলতে চাই, স্টেট প্ল্যানে যে ট'কা বিগত আর্থিক বছরে বরাদ্দ ছিল অর্থাৎ ৪,৫১,০০,০০০ টাকা তার অনেক বেশী টাকা আমরা খরচ করেছি। আমি এখানে একটু হিসাব দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন, ১৯৭৬-৭৭ সনে পি, ডাব্ল্যু, ডি, মারফৎ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং নিজস্ব ডিপার্টমেন্টে যে কাজ করবেন তা হচ্ছে, ১৮,৭৯,৭৫,০০০্ টাকার। সে ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রাথমিক হিসাব এখনও স্টোন মেটেলিং কম্‌প্লিট হয় নি, আমরা ২৬,৭৪,৪৫,০০০্ টাকা এখন পর্যান্ত খরচ করেছি আরো পারসেন্টটেজ বেড়ে যাবে। এটা কম্‌প্লিট হলে প্রায় খরচ দেড়া বেড়ে যাবে। আর আমরা ১৯৭৭-৭৮ যদি ধরি, তাহলে ঐ আর্থিক বছরে তিন মাস সময় আমরা পেয়েছিলাম, ঐ সময়ে আমরা একদম যুদ্ধ কালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে রাস্তা করার কাজ আরম্ভ করেছিলাম। ঐ সময়ে আমাদের যে বরাদ্দ ছিল ২১,৮,৭৭,০০০্ টাকা, সে সময়ে আমরা কাজ করি ২২,৮৬,০০০ টাকার। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আমরা সেই সময়ে ১০৫ পারসেন্ট খরচ করেছি। এই বছর এখনও ফাইন্যাল হয় নি, তাহলে দেখা যাবে পারসেন্টজ আরো অনেক বেড়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি একটা কথাই বলতে চাই, টাকা ঠিক মত ইউটিলাইজ হচ্ছে না একথা ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনের ফলে কাজ হয়নি। উনি কি প্রমাণ দিতে পারবেন যে, কোন্ কোন্ জায়গায় উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনের ফলে কাজ হয় নি ? আর উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনের জন্য যদি কাজ বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে এত টাকা উদবৃত্ত খরচ হল কি করে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে এখন কোন তথ্য নেই। তবে যারা শিক্ষিত লোক ত্রিপুরায় আছেন, যারা দৈনিক কাগজ পড়েন, তারা দেখে

থাকবেন, উপজাতি যুব সমিতির মিছিল, মিটিং এবং প্রকাশ্য বক্তৃতা মঞ্চের যে বক্তৃতা কি প্রমাণ করেছিল। এই সব ঘটনাই প্রমাণ করবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * *

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— * * *

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনেক অসুবিধার কথা বলেছি, মেটিরিয়েলসের অভাব, কাজের লোকের অভাব এবং এর মধ্যে উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনও আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * *

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অত্যন্ত আপত্তিকর এবং আন-পার্লামেন্টিরিয়ান ওয়ার্ড ইউজ করেছেন। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ, মাননীয় সদস্যদের এই সব আপত্তিকর কথা অ্যাক্সপান্স করা হউক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * *

মিঃ স্পীকার আমি বলছি আপনি বসুন। আমি এখানে বলছি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মহোদয় এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে সব আপত্তিকর কথা বলেছেন সে সব কথা অ্যাক্সপান্স করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—কোয়েশ্চান নং ৫০ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নং ৫০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধমনগর হুরুয়া মৌজার কাক্ড়ী নদীর পারে যে বালির স্তূপ আছে (বন্যার ফলে) তাহা সরানোর ব্যাপারে বর্ত্তমান সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?	১। হ্যাঁ। এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগরে কাকড়ী নদীর পাড়ে কি পরিমান জমি বালিতে নষ্ট হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীর স্পীকার স্যার, ধর্মনগরে কাক্ড়ী নদীর উভয় পারে কত জমিতে বালি পড়েছে, সেগুলি এখন এষ্টিমেট চলছে। এই কাজগুলি ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি এবং প্রধানদের সহযোগিতায় ফুড ফর ওয়ার্কে এই বছরেই করানো হবে।

* * * Expunged as orderd by the Chair.

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কাক্‌ড়ী নদীর উত্তর পারের বালির স্তূপ সরানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে। কিন্তু শুধু হড়ুয়া গ্রামেই বালির স্তূপ জমা হয় না, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই বালির স্তূপ জমা হয়। বন্যাই হল তার প্রধান কারন। কাজেই এই বন্যা নিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বন্যা নিরোধের ব্যাপারটা নিয়ে আমি ডীল করিনা। মাননীয় সদস্য যদি আলাদা প্রশ্ন করেন, তাহলে অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই উত্তর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৬ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৬ স্যার

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে চোরাইবাড়ী আসাম গেইটে ভেটেনারী হস্‌পিটালে পশু রোগীর সংখ্যা খুব কম হয়,	১। চোরাইবাড়ী আসাম গেইটে কোন ভেটেরিনারী হস্‌পিটেল নাই।
২। সত্য হইলে সরকার এই হস্‌পিটেলটি অন্যত্র জনবহুল স্থানান্তরীত করিবেন কি?	২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই চোরাইবাড়ী ত্রিপুরার সীমান্তে, আসাম সংলগ্ন। সেখানে যে ভেটেরিনারী হস্‌পিটাল আছে, তাতে রোগীর মাসিক গড়ে কত হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে যেটা আছে, সেটা হস্‌পিটাল নয়। সেটা ভেটেরিনারী ইউনিট। বহিঃ ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত গরু ত্রিপুরাতে আসে, সেগুলি কঠিন কোন সংক্রামক রোগ নিয়ে আসে কিনা, সেখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ--শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৯ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কতটি গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন।

২। কিসের উপর ভিত্তি করে এই সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়ে থাকে?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ সালে সেচের জন্য ২৬ টি গভীর নলকূপের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২। সেচের জন্য গভীর নলকূপ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপযোগিতাগুলি থাকা প্রয়োজন।

ক) যেখানে ভূগর্ভে প্রয়োজনীয় জল পাবার সম্ভাবনা আছে এবং ভূপৃষ্ঠে জল (সারফেস ওয়াটার) পাওয়া যাবে না।

খ) এক লটে ৩০ হেকটর চাষের উপযোগী জমি পাওয়া যাবে এবং জমির আকৃতি এমন হবে যাতে ব্যয় বহুল পাইপ লাইন লাগিবে না।

গ) খনন করিবার রিগ যাইবার উপযুক্ত রাস্তা থাকা চাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখন পর্যন্ত যে সমস্ত গভীর নককূপ-গুলি খনন করা হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্ত কনডিশান ফুলফীল করা হয়েছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা এখানে নেই। যদি থাকত, তাহলে আমার পক্ষে তালিকা দেওয়া সম্ভব হত। তবে যেগুলি এ বছর নেওয়া হবে, তার তালিকা আমি দিতে পারি। জেনারেল আরেকটা কথা আমি বলি, ডিপ টিউব ওয়েল গুলি বেশীর ভাগই সাকসেস ফুল হয়েছে। ২।১ টা আনসাকসেসফল হয়েছে। যেমন ধর্মনগরে আনসাকসেসফুল হয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমান জল পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা :--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কতগুলি সর্ত্ত থাকবে ডিপ টিউব ওয়েল খননের জন্য। একটা হল যেখানে পাইপ লাইন লাগবে না, এই সমস্ত জায়গাতে বসানো হবে। কিন্তু আমি জানতে চাই পাইপ লাইন বসিয়ে জলসেচ ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গাতে নেওয়ার কোন ব্যবস্থ থাকবেনা কেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি পাইপ লাইন বসানোটা যাতে ব্যায় বহুল না হয়। কারণ পাইপ লাইন দীর্ঘ হলে তাতে অনেক খরচ পড়ে যায়। যদি মাঠের মাঝখানটা গর্ত্ত হয় এবং সাইড গুলি উচু হয়, তাহলে জল ছড়ানো সুবিধা হয়। মাঠের গঠনের উপরেই নির্ভর করে সেটা সাকসেসফুল হবে কি না। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড, ত্রিপুরায় মাটির নীচে কোথায় কোথায় জল পাওয়া যাবে সেটা পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য গুলি সব সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করে ডিপ টিউব ওয়েল গুলি করি।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ২৬টা নলকূপ খননের কথা বলেছেন, সেগুলি কোথায় করা হবে ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ২৬টি নলকূপ নিম্ন-লিখিত জায়গাগুলিতে বসানো হবে।

সদর—৫টি	—রউতখলা, ব্রজপুর, দমদমিয়া, ঢাকাইয়াপুরী।
খোয়াই—৩টি	—বীরচন্দ্র বাড়ী কুঞ্জবন, দুপ্তি।
সোনামুড়া—২টি	—কালিকৃষ্ণ নগর, পুড়ামাটিবাঁধ।
উদয়পুর—১টি	— কপিলং।
বিলোনীয়া—১টি	—পূর্ব চরগবাড়ী।
সাব্রুম—৩টি	—উত্তর বটতলী, মাছবাড়ী, মেরুছড়া।
কমলপুর — ৩টি	—মোহনপুর, মলয়া, মহারানী, পূর্বনওগাঁও।
কৈলাশহর—২টি	—ভুবন নগর, কনকপুর।
ধর্মনগর—৬টি	—বটরশি, হুরুয়াকান্দি, জলেবাসা, উত্তর হুরুয়া, পূর্ব রাজনগর, তিলথৈ।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে জায়গাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, সেগুলি সিলেকশানের জন্য বি, ডি, সির সাথে কোন যোগাযোগ করা হয়েছিল কিনা? কারণ প্রায়রিটির ভিত্তিতে কোন্ জায়গাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেটা কি ডিপার্টমেন্ট করবে, নাকি বি, ডি, সি বা জন প্রতিনিধিদের দায়িত্ব থাকবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বি. ডি. সি. বা জনপ্রতিনিধি-দের সংগে যোগাযোগ করতে পারলে ভাল হয়। গেলবারে আমরা সরকারে আসার আগেই, সমস্ত স্কীমগুলি ফাইনালাইজ হয়ে গেছে, আগের সরকারের আমলে। ৭৮-৭৯ ইং সনে আমরা যেগুলি ফাইনাল করেছিলাম, সেগুলি আগের ইনভেস্টিগেশানের ভিত্তিতে আমরা করেছি। নেকস্ট ইয়ারে ৮০-৮১ ইং সনে আমরা যখন করব, তখন বি. ডি. সি বা জনপ্রতিনিধিদের সাজেশান নিয়েই করব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ২৬টি টিউব ওয়েলের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এই খরার দিনে এই ডিপ টিউবওয়েলগুলি থেকে জল পাওয়া গিয়েছিল কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ২৬টি টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা আমাদের আছে ১৯৭৯-৮০ইং সনে। আমরা এগুলি করব এবার।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৪

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নং-৮৪

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন কোপারেটিভ সোসাইটির নিকট ত্রিপুরা সরকারের মোট কত টাকা ঋণ অনাদায়ী রয়ে গেছে,

২। এ সব ঋণ আদায় না হওয়ার কারণ কি,

৩। ঐ সকল কারণের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য বর্তমান সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। মোট টাঃ ৪৯, ৫২, ৩৬৭-০০ পঃ

২। অতীতে সমবায় সমিতিগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা, উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থার অভাব, ক্রমাগত ক্ষতি ঋণ আদায় না হওয়ায় প্রধান কারণ।

৩। ঐ সকল কারণগুলি দূরীকরণে সমবায় সমিতিগুলির পুনর্গঠন করা হইতেছে। নতুন সমবায় নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষীরা যাহাতে সমবায় সমিতিগুলিকে কুক্ষিগত না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং উপযুক্ত ম্যানেজার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নিয়োগের দ্বারা পরিচালন ব্যবস্থা জোরদার করা হইতেছে। বিভাগীয় কর্মচারীগণের মাধ্যমে ঋণ আদায় করা হইতেছে। তাহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে আইনানুগ ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি ঠিক যে, যারা সোসাইটি থেকে ঋণ নিয়েছিল তাঁরা সোসাইটির কর্তৃপক্ষের কাছে সে ঋণ ফেরত দিয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ সোসাইটির সে ঋন ফেরত দেননি। এইরকম ঘটনা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং এইসকল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা জানতে পারি কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীর স্পীকার স্যার, ঘটনাগুলি আমরা পরে তদন্ত করে দেখব। তা যদি সত্য হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৯ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই বকেয়া ঋণের পরিমাণ মন্ত্রী মহোদয়ের জানা নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্য্যন্ত, মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তা জানতে পারি কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে টাকা সরকারের পাওনা আছে, এই গভর্ণমেন্টের ক্ষমতায় আসার পরে, সেগুলি হল মৎস্য বিভাগের, শিল্প বিভাগের এবং সমবায় ব্যাংকের কাছে অনাদায়ী হয়ে আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যে উদ্দেশ্যে এই ঋনগুলি দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেই সেই উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে উদ্দেশ্যে ঋন দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় নাই। এই টাকা যথেচ্ছ ভাবে খরচ হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে যেসব সোসাইটিজগুলি আছে। অনেকগুলি থেকে ঋন নেওয়া হয়েছিল সেইসব সোসাইটিগুলি এখনও জীবিত আছে কিনা বা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিনা? যদি না চালিয়ে থাকে, তাহলে সরকার থেকে টাকা নিয়ে কাজ গুটিয়ে বসে আছে, এরকম কটা সোসাইটি আছে?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার তার সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারবোনা। তবে আমি এটা জানি যে অনেকগুলি সোসাইটি অচলা অবস্থায় আছে। অনেকগুলি ঢিমেতালে চলছে। আবার অনেকগুলি ভাল ভাবেই চলছে। এবং তাতে যে বকেয়া ঋন সরকারের কাছে এবং ব্যাংকের কাছে রয়েছে। এই টাকাগুলি বন্টন করে নতুন করে নতুন ধরণের সোসাইটিজ, সমবায় সমিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা আমরা আরো সুন্দর ভাবে করবো।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—বিভিন্ন কোপারেটিভগুলিকে রেজিস্ট্রেশান দেওয়া হয়েছে কিনা। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলিকে রেজিস্ট্রেশান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—এটা ঠিক বলতে পারবনা।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সাধারণভাবে কিসের জন্য সরকারের কাছে ঋন্ গ্রহন করা যায়, মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—কোপারেটিভ সোসাইটিগুলি তাদের মেম্বারদের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্কীমে তারা ঋন্ দিয়ে থাকেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববমা ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১২৩।

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর বিভাগের কাঞ্চন ছড়ার উত্তর পার দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে বাঁধ নিৰ্ম্মানের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, এবং

২। উক্ত বাঁধ তৈয়ারীর কাজ কবে নাগাদ শেষ হয়েছে?

উত্তর

১। এ রকম কোন বাঁধ পূর্ত্ত ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্ত্তৃক তৈয়ারী করা হয় নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কাঞ্চনছড়ার উত্তর পার দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে গাঁওসভার মাধ্যমে যে বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, হয়ত হতে পারে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু পি. ডব্লিউ. ডি. ডিপার্টমেণ্ট থেকে এরকম কাজ করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---১৯৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—প্রশ্ন।

১। ধর্মনগরের কুত্তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কি না ?

২। না নিয়ে থাকলে, কারণ কি ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার কুত্তী নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। কুত্তী নদীটি আসাম ও ত্রিপুরার সীমানা দিয়া প্রবাহিত। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এর নীতি অনুযায়ী অন্তরাজ্য নদী দুই রাজ্যের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পন্থা স্থির করিতে হয়।

শ্রীনকুল দাস ঃ---এই যে উত্তর ত্রিপুরার কুত্তী নদী বিধ্বস্ত অঞ্চল, এই অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে সরকার কত দিনের মধ্যে হাত দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, কয়েক বৎসর পূর্বে কুত্তী নদীতে খনন কার্য্য এবং বামতীরে একটি বাঁধ দেওয়ার কার্য্যসূচী গ্রহন করা হইয়াছিল। তখন আসাম গভর্ণমেণ্ট থেকে আপত্তি তোলা হয় যে এদিকে হলে পরে ঐ রাজ্যের অপর পারে যে আসামের অংশ, সেটা এফেকটেড হবে। তারপর ঠিক হয় উভয় রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা বসে এটা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন এবং যাদের যে এলাকা সেই গভর্ণমেণ্ট সেটার জরীপ করবেন। আসাম সাইডের যে জরীপ, তারা শেষ করেছেন কি না জানা যায়নি। তাদের সঙ্গে আমরা সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করছি। এবং সর্বশেষ খবর যেটা, ওখানকার যে মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শীঘ্রই ত্রিপুরা সফরে আসবেন। তখন উভয় পক্ষের ইঞ্জিনিয়াররা বসে এটা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসবেন। যতক্ষন পর্যন্ত যৌথ সিদ্ধান্ত না হচ্ছে, ততক্ষন পর্যন্ত এটার কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছেনা।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ—এই কুন্তী বাঁধের সমস্যার মধ্যে তখনকার দিনে কুন্তীতে কংগ্রেসী নেতা শ্রী নীরেন্দ্র ধরের বাড়ী ভেঙ্গে যায় দেখে ঐ বাঁধ-এর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, এমন কোন তথ্য সরকারের কাছে আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমনার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগে উল্লেখ করেছি যে, একটা পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করার জন্য তৈরী হয়েছিলেন তদানীন্তন সরকার। এবং পরে আমরা আসার পরে যখন এই প্রশ্নটা এলো তখন আমরা এটাকে উপলব্ধি করেছি এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যে নির্ধারীত রীতি আছে তার মাধ্যমে আমাদেরকে এগুতে হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষে ফাইনান্স করে এটাকে টেকেল করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--১৬৪

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--

প্রশ্ন

১) খোয়াই হালাহালি ফটিক রায় রোড মানিক ভাণ্ডার এর নিকট ধলাই নদীর উপর স্টীল ট্রাস ব্রীজের কাজ এ বর্ষার প্রাককালেই সম্পূর্ণ হবে কি না ?

২) যদি না হয় তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) ঠিকাদার স্টিলট্রাস ব্রীজের নির্মানের কাজ ধীর গতিকে চালু করার দরুন আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--এই কাজটা যে কনট্রাকটর নিয়েছেন, সেটা কত টাকার কাজ এবং এ পর্যান্ত কনট্রাকটার কত টাকা নিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলছি যে, ১৯৭৮ ইং সনের জুলাই মাসে ব্রীজের সাবস্ট্রাকচারের কাজ শেষ হইয়াছিল, ব্রীজের সুপারস্ট্রকচারের কাজটি দুইজন ঠিকাদারকে পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছিল। একটি স্টীল ট্রাক ব্রীজ নির্ম্মান ও সেটা বানানোর জন্য মেসার্স অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, আগরতলা এবং অপরটি স্টীল ট্রাসে পাটাতন দ্বারা আচ্ছাদনের কাঠ বসানোর জন্য শ্রী গীতিভূষণ গুপ্ত ধর্মনগর স্টীল ট্রাসের নির্মান ও ফেব্রিকেশনের কাজটি ৩০.৬,৭৬ইং তারিখে দেওয়া হইয়াছিল আনুমানিক ব্যয় ৯৪,০৭৭ টাকা এবং দরপত্রে উল্লেখিত মূল ১,৬৯,৮৮০ টাকা) ১৫,৭.৭৬ ইং হইতে গননা করিয়া কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য চার মাসের সময় দেওয়া হইয়াছিল এবং ৮,৪,৭৫ ইং তারিখ হইতে হিসাব ধরিয়া দুই মাস সময়ে টিম্বার ডেকিং বসানোর কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য দেওয়া হইয়াছিল (আনুমিত ব্যয় ৪৫.৭৩০ টাকা এবং দর পত্রের উল্লেখিত মূল্য ৯০,৭১১ টাকা)।

তিনটি প্ল্যান এর জন্য লৌহ বস্তুর ফেব্রিকেশনের কাজটি ঠিকদরি কর্তৃক তাদের ওয়ার্কসপে প্রায় শেষ হইয়াছে। তিনটি প্ল্যান এর মধ্যে দুইটির জন্য ফেব্রিকেটেড্ লৌহবস্তু নিম্মার্ন কাজের জন্য কার্য্যস্থলে নেওয়া হইয়াছে। একটি স্প্যান এর স্টীল ট্রাস্স বসানোর কাজটি আংশিক ভাবে শেষ করিয়াছে এবং অপর প্ল্যানটি স্থাপনের উদ্দ্যেশ্যে প্রস্তুতির কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কাজটি খুব ধীরগতিতে চলিতেছে। তা ছাড়া স্প্যানটি বসানোর কাজে হাত দেওয়া এখন বিপদজনক, কারণ যে কোন সময়ে বর্ষা শুরু হইতে পারে। কাজটি দ্রুত করার জন্য ঠিকাদারকে অনবরত তাগিদ দেওয়া হইতেছে যাতে স্টিল ট্রাস ব্রিজটির মধ্যম স্প্যানটি বর্ষার আগেইশেষ করা যায়। বর্তমান অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে বর্ষার আগে স্টিল ট্রাস ব্রীজের নিম্মার্ন ও চালু করার কাজ শেষ করা যাইবে না। আগামী সুদিনে ব্রীজের কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা রায়।

শ্রীবিমল সিংহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন, যে বর্ষার জন্য কাজ হচ্ছে না এটা ঠিক না। বর্ষা এখনও আসে নি। খরার জন্য আমরা হেঁচে করছি। তা জানেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে গাফিলতি। কিছু আমলারা এবং যিনি কনট্রাকট নিয়েছেন ওনাদের গাফিলতি। আমি জানি--আমি নিজে দেখে এসেছি স্টিলট্রাক্চার এর সমস্ত রকম মেটারিয়েল সেখানে পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু সেখানের লেবার ডিসপিউটের জন্য সেটা দেরী হচ্ছে। এগুলি তাদের বানানো কাহিনী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কাজটা অনেক আগে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনা হচ্ছে দুটো প্ল্যানের ফেব্রিকেটেট স্টিল সেখানে নেওয়া হয়েছে। আর একটা প্ল্যানের ফেব্রিকেটেড স্টিল এখানে কারখানায় রয়ে গেছে। যে পরিমান সময় হাতে আছে, সেই সময়ের মধ্যে এই কাজটি কমপ্লিট করার সম্ভাবনা খুব কম। এ কথা ঠিক যে, এই কাজ বিলম্বিত হওয়ার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী ঠিকাদার। যেহেতু আমরা অগ্রিম স্টিল ওর হাতে দিয়েদিয়েছি, এখনও সেই স্টিল তার হাতে আছে। অতএব ঠিকাদাররা আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য কারখানার স্ট্রাইক গেছে, এটা ঠিক। এখন সেই স্ট্রাইক নাই। সেখানে যে কনট্রাকটার, তিনি ইচ্ছা করেই এটা করছেন এবং আমাদের অসুবিধায় ফেলেছেন। এখন যদি আমরা তার কাজটাকে ফিরিয়ে নিই, তাহলে আমাদের অসুবিধা আছে। কারণ আমাদের অনেক মেটেরিয়ালস ওর হাতে রয়ে গেছে। এই দিক থেকে আমরা একটু অসুবিধায় আছি সরকার পক্ষ থেকে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— স্যার একটা স্প্যান ওখানে নেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মিডল স্পানটি কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মিডেল স্পানটি একটা টেম্পোরারী ব্রিজের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে। এই বর্ষার জলে এই টেম্পোরারী ব্রিজটি যখন ভেঙ্গে নিয়ে যাবে, তখন ঐ স্পানটা নদীর জলে পড়ে যাবে। তাতে

সরকারের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না? আর একটা প্রশ্ন স্যার, এই কনট্রাকটার মহাশয় ত্রিপুরাতে এ রকম কয়টা ব্রীজএর কাজ নিয়েছেন এবং অন্যান্য ব্রীজগুলিরও কাজ এ রকম ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সমস্ত মেটারিয়েলস্ আমরা আগেই ওদের দিয়ে দিয়েছি। আমরা খবর নিয়ে জেনেছি যে ঐ কন্‌ট্রাকটারকে কাঞ্চনপুরের ব্রীজের যে স্টীল এবং মহুরি নদীর উপরে যে ব্রীজ হবে, তার স্টীলও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহুরি নদীর উপরে যে ব্রীজ হবে, তার কিছু জিনিষ অন্য একটা জায়গাতে লাগান হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারটা নিয়ে পূর্তে দপ্তরকে ফাইনাল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই যে দেওয়া নেওয়ার কাজ, সব কিছুই আমাদের গভর্ণমেন্ট এসে করেছে। এখন ঐ কন্‌ট্রাকটার কাজে ডিলে করছে এবং আমাদেরকে অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করছে। আর মাননীয় সদস্য যেটা বললেন যে স্প্যানটা সেখানে আছে, সেটা যাতে খুলে না নেওয়া হয় এবং রক্ষা করা যায় তার দিকে নজর রাখতে ইঞ্জিনিয়ারকে বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কন্‌ট্রাকটার ইচ্ছা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্ন হলো ঐ কন্‌ট্রাকটারের বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমিত আগেই বলেছি ওর গুদামে স্টীল পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তাই ও এখন তালবাহানা করছে। অবশ্য আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করছি কাজটা সেরে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সে তার হাতের মুঠোয় স্টীল নিয়ে রেখেছে। তাই সে আমাদের এখন ভোগাচ্ছে, এই হল বর্তমান অবস্থা।

মিঃ স্পীকার ঃ--শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার।

শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। হরিজলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা (বর্তমান আর্থিক বছরে) সরকার করেছেন কিনা?	১। হ্যাঁ
২। যদি না করে থাকেন তবে কবে নাগাদ তা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যেতে পারে?	২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের যে সকল সারপ্লাস কর্মচারীকে পাবলিক ওয়াকস ডিপার্টমেন্টে এল, ডি, সি, পদে এবজরবড করা হয়েছিল, সিনিয়রিটি ও ইন্টিগ্রিটি থাকা সত্বেও তাদেরকে এখন পর্য্যন্ত কনফারমেশন এবং প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না?

২। যদি সত্য হয় তবে তাদের প্রতি এই ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ করার কারণ কি?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, সার্ভে সেটেলমেন্ট বিভাগের ১৯ জন সারপ্লাস পেস্কার ও বেঞ্চ-ক্লার্ক এবং একজন এস, ডি, সি পূর্তদপ্তরে এস, ডি, সি, পদে এবজরবড হয়েছে। কিন্তু সঠিকভাবে তাদের সিনিয়রিটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে উক্ত পেস্কার ও বেঞ্চ-ক্লার্কদের এল, ডি, সি, পদে কন্‌ফারমেশন ও উচ্চপদে প্রমোশন স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে তাদের কন্‌ফারমেশন ও প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ খালি রাখা হয়েছে।

২। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কোন প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রশ্ন উঠেনা এই জন্য যে, ওরা কোর্টে কেইস করেছে। এখন ওদের জন্য প্রয়োজনীয় পোষ্ট ভেকেন্ট রাখা হয়েছে। কোর্টের রায় বেরোলে পরেই ওদের প্রমোশনের ব্যাপার ফাইনালাইজ করা হবে।

শ্রী গোপাল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কি কারণে কোর্টের রায় বের না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে প্রমোশন বা কন্‌ফারমেশন দেওয়া হবে না? পোষ্টগুলি কি ভেকেন্ট থাকবে?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত বলেছি যে ওনারা কোর্টে কেইস করেছেন এবং এখন পর্য্যন্ত আমরা কোর্ট থেকে কোন ভাডিক্ট পাইনি। কাজেই আমরা কোর্ট থেকে ভাডিক্ট পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। কাজেই পোষ্ট ভেকেন্ট রাখার আমাদের সরকারের কোন মাত্র উদ্দেশ্য বা চেষ্টা নেই এবং ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছা বা চক্রান্ত নেই।

শ্রী গোপাল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন সারপ্লাস এমপ্লয়িকে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ওরিজিন্যাল

কোয়েশ্চন, যেটা এসেছে, সেটা হচ্ছে বেঞ্চ-ক্লার্ক এবং পেস্কার এল, ডি, সি, ক্যাটাগরিতে ট্রিটেড হবে কিনা ? মোট ২০ জন সারপ্লাস এমপ্লয়িকে পি, ডাব্লিও দপ্তরে এবজরবড করা হয়েছে। এদের মধ্যে খুব সম্ভবতঃ রঞ্জিত পাল নামে এক ভদ্রলোককে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। তিনি সার্ভে সেটেলমেন্টে এল. ডি. সি. পোষ্টে ছিলেন। ওখান থেকে এসে তিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছেন এবং এখানে এসে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রমোশন পেয়ে গেছেন। আর বাকী যে ১৯ জন আছেন, ওনারা ফিল্ডেও কাজ করেন, আবার অফিসেও কাজ করেন। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে পি. ডাব্লিও ডিপার্টমেন্টে যারা রেগুলার স্টাফ আছেন, তাদের সিনিয়ারিটি লিষ্টের মাঝখানে ওনাদের সিনিয়রিটি ঢোকানো যায় কিনা ? এই লিগেল কোয়েশ্চনটা সেখানে ইনভলবড্। যারজন্য কোন ডিসিশান না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাদের প্রমোশন দিতে পারছিনা বা কন্ফারম করতে পারছিনা। তবে পোষ্ট ভেকেন্ট থাকবে, ডিসিশান না হওয়া পর্য্যন্ত।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রমোশনের জন্য একটা ডিসিশন দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ডিসিশন বলে সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করা হয়েছিল। কাজেই এখানে প্রমোশনের বেলায় আবার সিনিয়রিটির প্রশ্নটা উঠে কেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে এ সার্কুলার দেওয়া হয়নি। এটা দেওয়া হয়েছিল সার্ভিস এণ্ড এপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। কিন্তু এখানে সর্বশেষ যে কথাটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ওনারা কোর্টে কেইস করেছেন। কাজেই কোর্টের রায় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এটা ফাইনালাইজ করতে পারছি না।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক নিয়োগ করেছে। কিন্তু ঐ সকল ডিপার্টমেন্ট যখন প্রমোশন দিয়েছে, তখন অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আগতদেরকেও প্রমোশন দিয়েছে। একই সরকারের আণ্ডারে থেকে, কেন এখানে এ ধরণের আচরণ করা হল ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত আগেই বলেছি যে, এসব ব্যাপার এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ডিল করেন। এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে, অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট লোক এবজরব করে থাকতে পারেন, আমরাও করেছি। আমরা যাদেরকে এবজরব করেছি তাদের সম্পর্কে আমাদের কোন বিরূপ মনোভাব নেই। গত ৬ মাস ধরে আমরা পোষ্টগুলি ভেকেন্ট রেখেছি এবং এভাবে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্যকে এটা জানিয়ে দিতে চাই যে, সিমিলার কেইসে জুডিসিয়ারি মন্তব্য আলাদা। সিনিয়রিটির ক্ষেত্রে অন্যদেরকে মাঝখানে ঢোকানো যায় কিনা, এ ব্যাপারে জুডিসিয়ারি

রায়ের ক্ষেত্রে আলাদা মন্তব্য করেছেন। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বা অন্য ডিপার্টমেন্ট কিভাবে করল, তা আমরা জানিনা। তবে এখানে আমরা জুডিসিয়ারি রায় পেলেই আমরা ডিসিশান নেব এবং ফাইনালাইজ করব।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আগত একজনের ক্ষেত্রে প্রমোশন হল, কিন্তু সেই একই ডিপার্টমেন্টে, অন্য ডিপার্টমেন্ট, থেকে আগত অন্যদের ক্ষেত্রে প্রমোশন হলনা সিনিয়রিটির জন্য, এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সঠিক কোন জবাব দিতে পারবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ত বলেছি যে বেঞ্চ-ক্লার্ক এবং পেস্কার আসলে এল. ডি. সি. হিসাবে ট্রিটেড হবে কিনা, এ প্রশ্নটার মীমাংসা আগে হতে হবে। রঞ্জিত পাল এল. ডি. সি. হিসাবে সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ছিল এবং আমাদের এখানে এসে এবজরবড্ হয়েছিল, কাজেই ওনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে কোর্টের ডিসিশান হয়ে গেলে পরে আমরা ওদেরকে প্রমোশন দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ হল। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের অনুরোধ করছি।

CALLING ATTENTION

(দৃষ্টি আকষণী নোটিশ)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমার কাছে কয়েকটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আছে। তারমধ্যে আমি শ্রীসুনিল চৌধুরী, এম. এল. এর নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি হল ঃ—

"গত ৪ঠা জুন আমলীঘাটে বাবুল সেন (গাঁও প্রধান) এর বাড়ী চড়াও হইয়া আক্রমণ সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্য, শ্রীসুনিল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর আমি সম্মতি দিয়েছি। এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজকে অপারগ হন তবে কোন তারিখে দিতে পারবেন সে তারিখটি জানাতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১১ তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১১ তারিখে বিবৃতি দেবেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কর্তৃক একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি পেয়েছি। নোটিশটি হল ঃ—

"গত ৩০শে মে ১৯৭৯ ইং খোয়াই বিভাগের পূর্ব রামচন্দ্রঘাট নিবাসী

শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদ চন্দ্র দেববর্মা পিং শ্রীসুখরঞ্জন দেববর্মা কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত ও আহত হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আমি সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে (স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত) এটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি আজকে বিবৃতি দিতে অপারগ হন তবে কোন তারিখে দিতে পারবেন সেই তারিখটি জানাতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ১১ তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১১ তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে. উনি ৮ তারিখে বিবৃতি দেবেন বলে জানিয়েছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৯শে মে. ১৯৭৯ ইং তারিখে আমরা বাঙ্গালী দল অমরপুর. তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াই এর ঘটনার প্রতিবাদে ২৩শে মে, ১৯৭৯ ইং তারিখ সেকেরকোট হইতে বিশ্রামগঞ্জ পর্যন্ত ১২ ঘন্টার হরতাল পালন করার আহ্বান জানায়।

গত ২৩শে মে, ১৯৭৯ ইং তারিখ আনুমানিক ৭-৪০ মিঃ এর সময় বটতলা টি, আর, টি, সি, বাস স্ট্যাণ্ড হইতে তিনটি টি, আর, টি, সি'র বাস এবং চারটি বে-সরকারী বাস সমেত সাতটি বাসের প্রথম সারিটি পুলিশ প্রহরায় বিশালগড় এর দিকে রওয়ানা হয়। আনুমানিক সকাল ৮টা ৫ মিঃ এবং ৮টা ১৯ মিঃ এ বাসের সারিটি হাতীর লেটার নিকট পৌঁছলে টি, আর টি, সি'র একটি বাসের উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে বাসের সম্মুখের গ্লাস ভেঙ্গে যায় এবং বাসের কণ্ডাক্টার আহত হয় ঘটনার ফলে সেখানে বাসগুলি থামিয়া যায় এবং পুলিশ নিকটবর্তী টিলায় আরোহন করে দুবৃত্তদের খোঁজ করে। আহত কণ্ডাক্টারকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আগরতলায় আনা হয়। তারপর বাসগুলিকে সেকেরকোট বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় যাহাতে সেখান থেকে পুলিশ প্রহরা আরও জোরদার করা যায়। কিন্তু বাসের চালক সেকেরকোট পর্যন্ত যাইতে রাজী হয় নাই। এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে সেকেরকোট এর নিকটবর্তী গ্রামসেবক অফিসের নিকট তিন নম্বর টাউন সার্ভিসের দুইটি বাসের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলেও বাসগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়ীর চালক পরবর্তী হামলার আশংখায় ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিতে চায় নাই।

ছনের বোঝা ভর্তি একটি ট্রাক যতনবাড়ী হইতে আগরতলা অভিমুখে আসার পথে সকাল নয়টার সময় সেকেরকোট এর নিকটবর্তী উক্ত ঘটনার স্থলে আসিয়া থামে।

ট্রাকের ড্রাইবার এবং অন্যান্য আরোহীগণ এই স্থানে কি ঘটেছিল তাহা জানবার চেষ্টা করে। স্থানটি নীচু এবং পাশে একটি টিলা। এই সময় কয়েকজন অজ্ঞাত দুস্কৃতকারী ছনের বোঝায় আগুন লাগাইয়া দেয়। পুলিশ এবং উপস্থিত জনসাধারণের চেষ্টায় আগুন নির্ব্বাপন করা হয়। ঘটনার প্রায় আধ ঘন্টা পরে ফায়ার বিগ্রেট আসিয়া উপস্থিত হয়। ট্রাকটির কোন ক্ষতি হয় নাই তবে এক চতুর্থাংশ ছন ভষ্মীভূত হইয়া যায়।

এই ঘটনার পরে বেলা প্রার ৩০টা ১৫মিঃ এ চারটি বেসরকারী বাস পুলিশ প্রহরাধীন অবস্থায় আগরতলার দিকে রওয়ানা হয়। প্রায় এক ফার্লং অগ্রসর হওয়ার পরেই ১০।১২ জন দুর্ব্বৃত্ত দা, লাঠি, ইত্যাদি সহকারে এই বাসের সারিটিকে আক্রমণ করে একটি বাসের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। এই ঘটনার সাথে সাথেই বাসের যাত্রী, ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টারগণ পিছন দিকে দৌড়াইয়া যেখানে সমস্ত বাসগুলি পুলিশ প্রহরায় ছিল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পুলিশকে খবর দেয়, পুলিশ আসিয়া নিকটবর্তী বাড়ীগুলিতে দুর্ব্বৃত্তদের খোঁজ করে কিন্তু তাহাদিগকে পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনাগুলি আমরা বাঙ্গালী দল কর্ত্তৃক ২৩ তারিখে সেকেরকোট হইতে বিশ্রামগঞ্জ পর্য্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান এর সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিশালগড় থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা নিজ থেকেই জাতীয় সড়কে যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং যানবাহনের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেন এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগে দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯, ৩৩৭, ৪৩৫ এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর ১১ ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করে।

দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান করে পুলিশ গত ২৪ এবং ২৫শে মে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে ২৫ তারিখেই চীফ্ জুডিসিয়্যাল ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হয়। তথা হইতে তাহারা গত ২৬শে মে জামিনে মুক্তি পায়।

আমরা বাঙ্গালী কার্য্যকলাপের উপর সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং তাহাদের কয্যকলাপ দমনের জন্য সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন বর্ত্তমানে সেকেরকোট বিশ্রামগঞ্জ অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, হরতালের দিন দুস্কৃতকারীরা যে অগ্নিসংযোগ্ ঘটায়, গাড়ী ভাঙ-চুর করে তার আগের দিন থেকেই এই ধরনের কাজে তারা লিপ্ত ছিল এবং শান্তি সেনার মিছিলের উপরে তারা হামলা চালায় এবং হরতালের দিন তারা সি, পি, এম কর্মীদের উপর দা, লাঠি, ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ চালায়। এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করলেও তারা কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি, এমনকি খবর পাওয়া গেছে যে, পুলিশ আমরা বাঙ্গালী সমর্থকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে

এমনকি আগরতলা থেকে যে আম সেখানে গিয়েছিল সেগুলি তারা নাকি একসঙ্গে বসে খেয়েছিল। হরতালের সময় পুলিশের ভূমিকা হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পুলিশ তাদের সঙ্গে একটা যোগসাজস রাখিয়াছিল বলিয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ ধরনের কোন তথ্য আমি এখন দিতে পারছিনা। তবে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি প্রদানের জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার গত ২৯শে মে অমরপুর বামফ্রন্ট এক জনসভা আহ্বান করেছিলেন। এই সভায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার আরও তিনজন মন্ত্রী ভাষণ দেবেন বলে পূর্বেই প্রচার হয়েছিল।

এই সভাকে বানচাল করার জন্য অমরপুর এবং উদয়পুরের আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থকবৃন্দ অমরপুর, উদয়পুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গোপন মিটিং এবং প্রচার পত্রিকার মাধ্যমে ২৯শে মে অমরপুর এর জনসভাকে বয়কট করার জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করে। এছাড়া আমরা বাঙ্গালীদল গত ২৯শে মে সকাল ছয়টা হইতে উদয়পুর মহকুমায় ১২ ঘন্টার হরতাল পালনের আহ্বান করে। তাহারা ঐদিন জীবন যাত্রা বিপর্য্যস্থ করিতে এবং রাস্তা ঘাটে অবরোধ সৃষ্টি করে যান-বাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে মনস্থ করে।

গত ২৮শে মে অধিক রাত্রে আমরা বাঙ্গালী দলের কিছু সমর্থক এবং সদস্যবৃন্দ যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তার উপরে তৈছাংছড়ায় এবং তেতেবাড়ীতে ২টি কাঠের পুলে আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে তৈছাং-ছড়া পুলটি সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয় অন্যদিকে তেতেবাড়ী পুলটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তেতেবাড়ী পুল উত্তর দিকে অমরপুর হইতে ১০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত এবং তৈছাংছড়া পুলটি উত্তর দিকে অমরপুর হইতে ১৭ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০,০০০ টাকা।

এই দুইটি ঘটনা ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৩৬, ১২০-বি ধারায় এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর ১০-বি এবং ১০-ডি ধারায় একটি মামলা গত ২৯শে মে অমরপুর থানায় নথিভুক্ত করা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল। ধৃত ব্যক্তিগণ আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক।

গত ২৯শে মে বিকালে অমরপুরে জনসভায় সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থকবৃন্দ যাতে যোগদান করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্থ করার জন্য

২৯শে মে রাত ১টা থেকে ২টা মধ্যে আমরা বাঙ্গালী দলের কিছু সমর্থক নুতনবাজার থানায় দেড় মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ঝড়ঝড়িয়ায় কাঠের পুলটিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। বেলা প্রায় ১টার সময় পুলিশ এবং পূর্ত বিভাগের সহায়তায় পুলটিকে মেরামত করে যান বাহন চলাচলের উপযোগী করা হয়। এই ঘটনাটি নুতনবাজার থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৩৫, ১২০-বি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর ১০-বি ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হইয়াছে। তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালতে চালান দেওয়া হইয়াছে। ঐই ধৃত ব্যক্তিরাও আমরা বাঙালী দলের সমর্থক। ক্ষতির পরিমান প্রায় ৫,০০০ হাজার টাকা।

গত ২৯শে মে সি, পি, আই (এম) দলের কিছু সদস্য এবং সমর্থক চেলাগাং অঞ্চল হইতে অমরপুর জনসভায় আসার পথে নতন বাজার থানায় ১৫ কি মি পশ্চিমে চেলাগাং এর নিকট বেলা প্রায় ২টায় সময় কিছু আমরা বাঙালী দলের সমর্থকগণ কর্তৃক অবৈধভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। পুলিশ অবশ্য তাহাদিগকে উদ্ধার করে। এই ঘটনাটি নতন বাজার থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৪১/৫০৬ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। ৮জন আমরা বাঙালী দলের সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হইয়া ছিল এবং তাহাদিগকে থানা হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

২৯ শে মে আমরা বাঙালী দল সকাল ৬টায় হইতেউদয়পুর মহকুমায় ১২ঘন্টা হরতাল পালনের ডাক দেয়। এই হরতালের মূল উদ্দেশ্য উদয়পুর অমরপুর রাস্তার যানবাহন বিপর্যস্ত করে বামফ্রন্টের আহূত ঐ দিনের অমরপুরের জনসভাকে বানচাল করা। আমরা বাঙ্গালী দলের সদস্য এবং সমথকবৃন্দ কিছুদিন পুর্ব থেকেই উদয়পুর অমরপুরে ঐ জনসভাকে বানচাল করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল। এর ফলে অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহারা বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। হরতালের দিন যানবাহন রীতিমত চলাচল করেছে এবং সরকারী অফিসের কাজও রীতিমত চলিয়াছিল। তবে হরতালের সময় কিছু গোলযোগ সংঘটিত হয়েছিল। এইগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ---

(১) ২৯শে মে বেলা ৮টা ৩০ মিঃ থেকে ৯টার মধ্যে মাতারবাড়ীতে দোকান খোলার ব্যাপার নিয়ে একদল আমরা বাঙালী সমথক লাঠি, দা নিয়ে সি,পি, আই (এম) দলের স্বেচ্ছাসেবকদের আক্রমণ করে মাতাবাড়ীর সি, পি, আই (এম) কর্মী শ্রীভানু দত্তকে গুরুতররূপে আহত করে। আহত দত্তকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২০/৩০৭ ধারায় নথিভূক্ত করা হইয়াছে। এই পযন্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

(২) এই দিন বেলা ১০টা ৩০ মিঃ থেকে ১১টার মধ্যে একদল লোক (সি, পি, আই (এম) সমর্থক বলে অভিহিত) মাতাবাড়ীর কংগ্রেস (ই) সমর্থক শ্রীহীরালাল দেবনাথের বাড়ীতে প্রবেশ করে মারধোর করে আহত করে। আহত দেবনাথকে চিকিৎসার জন্য উদয়পুর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/১৪৮/১৪৯/৩৭৯/৩২৪ ধারায় নথিভূক্ত করা

হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

(৩) ঐ দিনই বেলা ১২টা ৩০ মিঃ থেকে ১টার মধ্যে ফুলকুমারীতে সি, পি, আই, (এম) এর দলের সমর্থক এবং আমরা বাঙালী দলের সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে। ফলে চার ব্যক্তি আহত হয়। আহত ব্যক্তিগণ সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক। এদের মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর বিধায় উদয়পুর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। অপর ২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩২৪ ধারায় নথিভুক্ত করা হইয়াছে। এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

(৪) অমরপুরে আহুত জনসভাটি ২৯শে মে অমরপুর স্কুল মাঠে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। প্রায় ৫০০০/৬০০০ লোক এই জনসভায় যোগদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং অপর ৩ জন মন্ত্রী উক্ত জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মখ্যমন্ত্রী যে রিপোর্ট এখানে রাখলেন, তাতে আমরা দেখছি যে সি, পি, এম, সমর্থক একজন লোক হীরালাল দেবনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিল। উক্ত হীরালাল দেবনাথ ভান দত্তকে যারা আক্রমণ করেছিল দা, লাঠি, লোহার স্প্রিং এইসব নিয়ে, সেই আক্রমণকারীদের সংগে ঐ হীরালাল দেবনাথও ছিল এবং ভানু দত্তকে এইভাবে দোকানের ভিতরে আহত করার পরে ঐ আক্রমণকারীরা বেরিয়ে যখন যায়, তার পেছনে ওখানকার জনসাধারণ ক্রুদ্ধ তাকে তাড়া করে নিয়ে যায়, সে তখন হীরালাল দেবনাথের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ওখানে বাড়ীর মেয়েরা ও হীরালাল দেবনাথের সঙ্গে এক সংগে লাঠি, দা নিয়ে আবার, যারা তাড়া করে সেখানে, তাদের আকমণ করেছে। সেখানে ঐ সংঘর্ষে ঐ হীরালাল দেবনাথও আহত হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, সমগ্র বিষয়টা এখন তদন্তাধীন আছে এবং বিচারালয়ে আছে। কাজেই এই সম্পর্কে হাউসে কোন তথ্য প্রদান করা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন বলেছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, গত ২-৬-৭৯ইং তারিখ আনুমানিক রাত্র ৯ ঘটিকার সময় ধর্মনগর থানার অন্তর্গত তিলথৈ গ্রামের সি, পি, আই, (এম) সমর্থক শ্রীনিরঞ্জন নাথ তিলথৈ বাজারে মনমোহন নাথের চাউলের মিলে অন্যান্যদের সাথে বসিয়াছিলেন। তিলথৈ গ্রামের আমরা বাঙালী সমর্থক শ্রীসুনীল নাথ নিরঞ্জন নাথকে মিল হইতে বাহিরে আসিতে বলেন। শ্রীনাথ বাহিরে আসার সংগে সংগে সর্বশ্রী সুনীল নাথ, প্রসন্ন নাথ (তিলথৈ এর গাঁও প্রধান) ঠাকুরধন দেবনাথ, অরবিন্দ দেবনাথ, সুরেন্দ্রচন্দ্র

নাথ, পুতিবিন্দু দেবনাথ, দিগেন্দ্র চন্দ্র নাথ, অশ্বিনীকুমার নাথ, সতীশ চন্দ্র নাথ, অমরেশ নাথ, বিজয় নাথ, এবং ভুপেশ দেবনাথ সকলেই ধর্মনগর থানা অধীন তিলথৈ গ্রামের বাসিন্দা ও আমরা বাঙালী দলের সমর্থক। শ্রীরজনী কুমার নাথ, ধর্মনগর এস, ডি, ও, অফিসের কেরাণী এবং শ্রীঅশ্বিনী কুমার নাথ, এস, ই, ডব্লিউ তাহাকে লাঠি, লোহার রড ও চেইন দ্বারা আক্রমণ করে মারাত্মকভাবে আহত করে। ঘটনার সময় শ্রীনাথের হাতঘড়ি ও কিছু টাকা আক্রমণকারীদের মধ্যে কেহ নিয়া গিয়াছে। শ্রীবিশ্বাম্ভর নাথ ও আরও কয়েকজন শ্রীনিরঞ্জন নাথকে রক্ষা করে এবং শ্রীনাথ সেই মিলে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুস্কৃতকারীরা পুনরায় চাউলের মিলটি আক্রমণ করে। সেই মিলের স্ত্রীলোক কর্মীরা তাহাতে বাধা দিলে তাহারা ও অত্যাচারিত হয়। দুস্কৃতকারীরা সি, সি, আই, (এস) দলের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে সেই স্থান হইতে চলিয়া যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২।৬।৭৯ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১১টা ৫০ মিঃ এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৪/৩৭৯ ধারামতে ধর্মনগর থানায় মোকদ্দমা নং ২(৬) ৭৯ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তের সময় এবং বার বার অভিযান চালাইয়া গত ৪।৬।৭৯ ইং তারিখে শ্রীভুপেশ দেবনাথ ভিন্ন অন্যান্য আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দেন ও সেখান হইতে তাহারা জামিনে মুক্ত হইয়া যায়। শ্রীভুপেশ দেবনাথকে গ্রেপ্তারের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে! আহত শ্রীনিরঞ্জন নাথ এখনও ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

তদন্ত কায অগ্রসর হইতেছে এবং চার্জশীট সহসাই দেওয়া হইবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, রাত ৯টা সাড়ে ৯টায় শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথের উপর বাজারে আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণের পর, শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ যখন আহত হলেন, তখন একখানা ট্যাক্সি করে সেখানকার লোক প্রথমে তাকে থানায় এবং থানা থেকে পরে হসপিটালে নিয়ে যান। রাত্রি প্রায় সোয়া বারোটায় পানিসাগর বি, ডি, সি,-এর চেয়ারম্যান খবর পেয়ে পুলিশকে দেরী না করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। যারা অভিযোগ করতে গেলেন, তাদের থানা থেকে বলা হল, আমাদের গাড়ী নেই। সুতরাং তারা রাত্রিবেলা যেতে পারবেন না। তারা থানার লোকদের বলল যে, আমরা ট্যাক্সি এনেছি, সেই ট্যাক্সিতেই তারা যেতে পারেন। থানার লোক একজন অফিসারের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত গেলেন। গিয়ে তিলথৈ গাঁও প্রধান প্রসন্ন নাথ—যিনি নিরঞ্জন দেবনাথকে আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার সংগে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলেন। সেদিন রাত্রে কোন অ্যারেস্ট হল না। পরের দিন ৩ তারিখে দেখা গেল সারা দিন আর কোন অ্যারেস্ট নেই। দিনের বেলা বা সকাল বেলা তাঁরা গেলেন না। ঐ ৩ তারিখে পরেশ নাথ বলে একজন লোক, তিলথৈ অঞ্চলে ২ তারিখে যারা নিরঞ্জন দেবনাথকে আক্রমণ করেছিল, তাদেরই দুই একজন পরেশ নাথকে আক্রমণ করল। তাকে মারপিট করল। পরেশ নাথ এরপর থানায় ডায়েরি করল। আমরা দেখলাম যে ৩ তারিখ পর্যন্ত কোন ধরণের অ্যারেস্ট নাই।

পুলিশ নিশ্চুপ বসে আছে। ৪ তারিখে কখন তাদেরকে এরেল্ট করা হল এবং তারা কখন আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেল, এটা ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। এতে পুলিশ কিছুটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলেই মনে হয়। আর সেজন্যই আমি এখানে এই কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। কারণ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তারা ৩১শে মে তারিখে ধর্মনগরে আমরা বাঙালীর যে মিছিল হয়েছিল, লাঠি সহকারে, সেই মিছিলে তারাও অংশ গ্রহণ করেছিল এবং শ্লোগান দিয়েছিল যে, সি, পি, এমকে খতম কর।

তার মধ্যে ভূপেশ দেবনাথ, যিনি তেলিয়ামুড়াতে একজন শিক্ষকতার কাজ করেন, তিনিও ঐ সংগঠনের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য ধর্মনগর এবং তিলথৈ অঞ্চলে উস্কানিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। কাজেই আমি যে সমস্ত অভিযোগগুলি এখানে করলাম, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে, ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদি আমাদেরকে জানান, তাহলে আমরা খুশী হব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় সদস্য, এখানে অনেকগুলি অভিযোগ এনেছেন, এগুলি যদি সত্যি হয়, তাহলে সত্যি একটা উদ্বেগের কথা। কাজেই আমরা এই সব অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত করব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দুইজন অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা আছে, একজন হল রজনী নাথ, এস, ডি, ও অফিসের ক্লার্ক অন্যজন হল অশ্বিনীকুমার নাথ, এস, ই, ডবলিউ, তারা দুইজনই প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা বাঙ্গালী সংগঠনের সংগে জড়িত। কাজেই দুইজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমরা সব ব্যাপারটাই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই সমস্ত লোক, যারা ধর্মনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে গত ৩।৪ মাস ধরে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে, তারা প্রকাশ্য দিবালোকেই এই সব কাজগুলি করে যাচ্ছে। কাজেই যারা এই ধরণের সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, তা আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, যদি কেউ সন্ত্রাসমূলক কাজ কর্ম করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সরকার নিশ্চয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—পরবর্ত্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন, মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় এবং মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আজই তার সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিবেন বলে রাজি হয়েছিলেন। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে, মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঘটনাটি ছিল গত ৩১শে মে তারিখে টাকার জলা থানার অধীন জম্পুই (কালীকান্ত) বাজার শ্রীবলাই সরকারের পাট গুদামে আগুন লাগা সম্পর্কে।

টাকারজলা থানার একটি পুলিশ টহলদারী দল গত ৩১শে মে, ১৯৭৯ইং তারিখ রাত্রে জম্পুইজলা বাজারে কর্ত্তব্যরত ছিল। ঐ দলের কনেষ্টবল নির্মল দেববর্মা পরের দিন অর্থাৎ ১লা জুন সকাল সাড়ে ছয় ঘটিকায় থানায় খবর দেয় যে গত রাত্রে ১০টার সময় জম্পুইজলা বাজারে বলাই সরকারের পাটের গুদামে আগুন লেগে পাটের গুদাম এবং সমপূর্ন পাট ভস্মীভূত হইয়া গিয়েছে। কি করে আগুন লাগল তাহা কেহ বলিতে পারে নাই। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ভার প্রাপ্ত দারোগা ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে আসেন এবং মালিক বলাই সরকার এবং স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা বাদ করেন। গুদাম ঘরটি তরজার বেড়া এবং পাতি টিনের ছাউনি একটি চৌচালা ঘর। ঘরটিতে প্রায় তিন শত মন পাট ছিল। এই ঘরের প্রকৃত মালিক সংবটারাম পাড়ার অনন্ত কুমার জমাতিয়া। শ্রীবলাই সরকার ভারাটিয়া হিসাবে এই ঘরে ব্যবসা বাণিজ্য করে। ঘটনাবপর দিন বাজার বার ছিল। তদন্তে জানা যায় যে বলাই সরকার রাত সাড়ে-৭ টায় দোকানের কাজ সেরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ী চলে যায়। রাত ১০টার সময় আগুন লাগার খবর পেয়ে সে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে। স্থানীয় লোকজনও ছুটিয়া আসিয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। তদন্তকালে দোকানের মালিক শ্রীসরকার এবং স্থানীয় জনসাধারণ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ সমন্ধে কিছুই বলিতে পারে নাই। কোথায় প্রথম আগুন লেগেছিল, তাও কেউ বলিতে পারে নাই। তদন্তকালে স্বাক্ষ্য প্রমাণে আগুন লাগার প্রকৃত কারন নির্ণয় করা যায় নাই।

ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০০ টাকা। এর মধ্যে পাটের মূল্য প্রায় ১৫,০০০ টাকা এবং ঘরের মূল্য প্রায় ১,০০০ টাকা এর মধ্যে কাহাকেও কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই। বিস্তারিত তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—স্যার, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন। এই এলাকাতে, এছাড়া আরও ৫টি আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে এবং এই সব ঘটনাগুলি পরি-কল্পিত। এই ঘটনা ঘটার আগে গুজব রটানো হয়েছে যে, আড়াই দিন গঙ্গা থাকবেনা কাজেই এর আগের দিন যার যা জলের পাত্র ছিল, সবই জল ভর্তি করে রাখা হয় এবং জলের জন্য চারিদিকে একটা ছুটা ছুটি শুরু হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এজন্য ৩০শে মে তারিখে গঙ্গাপূজা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়। এই আগুন লাগার আগেই পাত্রে জমানো জল নিয়ে যার যার চাইলে ঘরের চালে জল দেওয়া কাজে ব্যস্ত ছিল। কাজেই এই ধরনের যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার সমন্ধে খোজ করে দেখা হবে কিনা এবং যে সব দুস্কৃতকারী এই সব ঘটনার জন্য দোষী তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা এটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি বলতে পারি যে আমাদের পুলিশ নিশ্চয় দুষ্কৃত কারীদের খুঁজেবের করার জন্য চেষ্টা করবে।

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1979-80

Mr. Speaker—Next business before the House is discussion on Voting on Demands for Grants for the year 1979-80. There are 14 demands for grants in to-day's List of business to be disposed of by the House. The Demands for Grants and the names of the Ministers to whom the Demands relate are shown in the List of Busienss. The Ministers concerned will move the Demands for Grants in their names called upon by me. Details of the Demands and the Cut Motions relating thereto, are shown in the Appendix to the List of Business already circulated to the Members. I shall take all the Cut Motions shown in the Appendix as moved. First there will be discussion on the Demands and the Cut Motions, and after discussion is over, I shall dispose of the Cut Motions first and thereafter I shall put the Demands to vote separately. Now, I would request the Ho 'ble Chief Minister to move his motion one by one.

Sri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,54,000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 4,88,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 2(Major head—213—Council of Ministers—Rs. 4,54,000).

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 47,83,000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 4,82,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 3 (Major Head 214-Administration of Justice Rs. 38,08,000/-) (Major Head 215-Election- Rs. 7,88,000/-) (Major Head 265-Other Administrative Services-Rs. 1,87,000/-).

Mr. Speaker, Sir, on the reeommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,40,000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 2,30,000/-[inclusive of the sums specified in culumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 7 (Major Head 254-Treasury and Accounts Administration Rs. 11,40,000-/).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 67,17,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979]

be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 9 (Major Head 252-Secretariat General Service-Rs. 58,19,000/-) (Major Head 265-Other Administrative Services--(Vigilance & Enquiry Commission)-Rs. 3,65,000/-) (Major Head 265-Other Administrative Services (Guest House, Govt. Hostel etc.)-Rs. 4,73,000/-) (Major Head 295-Other Social and Community Services (Celebration of Repulic Day) Rs. 60,000/-)

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 14,42,19,000/- [inclusive of the sums specified in culumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 11 (Major Head 255-Police Rs. 13,17,31,000/-) (Hajor Head 260-Fire Protection and Control-Rs. 34,50,000/-) (Major Head 265-Other Administratie Service (Civil Defence) Rs 2,63,000/-) (Major Head 265-Other Administrative Services (Home Guards)-58,35,000/-) (Major Head 344-Other Transport and Communication Services (Wireless Planning & Co-ordination) Rs. 29,40,000/-).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,08,04,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropiation (Vote on Account) Bill, 1979] be granted to defray the chaages which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demaad No. 13 (Major Head 247-Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings)-Rs. 94,000/-) (Major Head 265-Other Administrative Services (Addl. D A and Pay Commission)-Rs. 2,00,00,000/-) (Major Head 265-Other Administrative Services (State Lottery Estt. Charges)-Rs 1,11,000/-) (Major Head 266-Pension and Other Retirement Benefits-Rs. 75,00,000/-) (Major Head 268-Miscellaneous General Services (State Lottery Payment to Agent, Prize Money etc.) 26,49,000/-) (Major Head 288 Social Securiy and Welfare-(Insurance Scheme) Rs. 1,00,000/-) (Major Head 295-Other Social and Community Servicees Rs. 3, 50,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,57,00,000 exclusive charged expenditure of Rs.5,44,70,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979/,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 48 (Major head 766-Loans to Government Servants-Rs. 1,57,00,000).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1980, in respect of Demand No.25 (Major head 268-Miscellaneous General Services (Payment of allowances to the families and dependents of ex-rulers) 2,50,000).

Mr. Speaker :—I would now Requst the Education Minister, to move his motions.

Shri Dasharath Deb :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 11,77,69,000,- [inclusive of the sums specified in culumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account] Bill 1979) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No 16 (Major Head 265—Other Administrative Services (Gazetter and Statistics Memoirs)-Rs. 85,000/-) (Major Head -277 Education Rs. 11 54,28,000/-) (Major Head 278-Art and Culture Rs. 7,56.000/-) (Major Head 299-Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes)-Rs. 15,00,000/-.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,62,43,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No 17 (Major Head 277-Education Rs. 92,41,000/) (Major Head 278-Art and Culture-Rs. 10,83,000/-) (Major Head 288-Social Security and Wellfare (Social Welfare)-Rs. 59,19,000/-).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,44,93,000,- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 23 (Major Head 276-Secretariat Social and Community Services (Directorate of Tribal Research)-Rs. 1,60,000/-) (Major Head 288-Social Security and Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes inclucding Autonomous District Council) Rs. 3,03,50,000/-) (Major Head 309-Food and Nutrition (Special Nutrition Programme)-Rs.39,83,CC0/-).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,000/- (inclusive of the sums specified

in column 3 of the sehedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 40 (Major Head 677 Loans for Education, Art and Culture)- Rs. 20,000/-).

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,00,00,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980 in respect of Demand No. 42 (Major Head 509-Capital outlay on Food and Nutrition Rs. 6,00,00,000/-.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,90,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 24 (Major Head 288-Social Security and Welfare (Civil Supply) Rs. 4,20,000/-. (Major Head 309-Food and Nutrition Food Section Rs. 36,70,000/-.

Mr. Speaker :—Now I request the Minister in charge of Stationery & Printing Deptt. to move the Demands.

Shri Braja Gopal Roy :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs. 34,45,000/- [inclusive of the sums specified in colamn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980 in respect of Demand No. 13 (Major Head 258-Stationery and Printing Rs. 34,45,000/-.

Shri Braja Gopal Roy :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs.4,60,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980 in respect of Demand No.25 (Major Head 288-Social Security & Wealfare (Relief and Rehabilitation of displaced persons) Rs. 4,60,000/-

Mr. Speaker :—Now I request the Hon'ble Minister in charge of the Co-operative Deptt. to move the Demand.

Shri Bajuban Reang :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,91,000/-

[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) bill 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1980, in respect of Demand No. 40 (Major Head 498-Capital outlay on Co-operation Rs 21,25,000) (Major Head 698-Loans to Co-operative Societies Rs. 4,66,000/-.

Mr. Speaker :—Now I request the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. to move the Demands.

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 69,20,000/ [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) bill 1979] be granted to defray the charges whice will ccme in cours payment during the year ending on the 31st March 1980 in respect of Demand No. 42 (Major Head 538-Capital outlay on Roads and Water transport Services Rs. 69,20.000/-)]

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে ৪৪ ডিমাণ্ডের উপর আমাদের একটা কাট মোশন আছে কিন্তু এটা এখানে দেখছি ইন্ট্রোডিউস করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা ডেলিটেড হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে একটা সার্কুলেশন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে সকালে যখন বি, এ, সির মিটিং হয় তখন ঠিক হয়েছিল যে, যেহেতু ১২৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, সেইহেতু উনারা কাট মোশন মোভ করবেন আর মিনিস্টার ইনচার্জ তার জবাব দিয়ে দেবেন। এটা আলোচনা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, সেই বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট হাউসে পাশ করতে হবেতো। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে আমার কাট মোশন মুভ করছি। আমার কাট মোশন, ডিমাণ্ড নং ১১ এর উপর, Major Head 255 ; এখানে আমি দেখছি ৩৯ লাখ এই হেডে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি কোন ক্রিমিনেল কেসের ইনভেসটিগেশন প্রোপারলি হয় না। যেখানে খুন হচ্ছে, সন্ত্রাস হচ্ছে, কালোবাজারী চলছে ছিনতাই হচ্ছে, সেই সমস্ত ঘটনার ইনভেষ্টিগেশন করার কথা। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখতে চাই, সেই ইনভেষ্টিগেশান সঠিক ভাবে হচ্ছেনা। অনেক খুনের ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, প্রকৃত খুনীকে ধরতে না পেরে নির্দোষীকে ধরে অযথা হয়রানী করা হচ্ছে। এছাড়া আমরা আরো দেখেছি, খুনের ঘটনা কিংবা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত রয়েছে কর্তৃপক্ষ কিংবা মন্ত্রীর আত্মীয় স্বজন। এই সব ঘটনা আমরা অনেক দিন থেকে দেখছি। এইসব ঘটনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ইনভেষ্টিগেশান হয় না। না এই কারণে, কর্তৃপক্ষ কিংবা

মিনিস্টারকে খুশী রাখতে হবে। কাজেই এই কারণে যারা অন্যায় করছে তাদের ক্ষেত্রে সেই অন্যায়ের সঠিক বিচার হচ্ছেনা। কাজেই ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ইনভেস্টিগেশন প্রপার হবে না। সেজন্য আমি কাট মোশন এনে বলছি, দোষী ব্যক্তিরা যাতে শাস্তি পায় এবং দেশ থেকে অন্যায় অবিচার দূর হয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমার আর একটা কাট মোশন ছিল :—

Demand No. 11 Major Head-255 "Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on travel expenses". এই কারণে এনেছি, কোন ঘটনা ঘটলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে একশন্ নিতে পারছে না বলে। আমি দেখেছি যতনবাড়ীতে ৮ই এপ্রিল সিংগিই গ্রামে একটা হাতীর পায়ে পিষ্ঠ হয়ে একটি রিয়াং ছেলে মারা যায়। সকালে পুলিশকে খবর দেওয়া সত্বেও পুলিশ সেখানে সকাল দুপুর পার করে সন্ধ্যায় আসে। জলাইতে স্বরবিকাশ চাকমা নামে একজনকে গুলি করে হত্যা করেছিল। পুলিশ রাত প্রায় তিনটায় খবর পেয়েও সেখানে গিয়ে পৌঁছে ১০টা নাগাদ। অবশ্য ঐ দিন রাত ১১টা পর্য্যন্ত নিহত পরিবারের ওখানে ছিল। কিন্তু তার পরদিন অর্থাৎ ১ তারিখ সেখানে কোন পলিশ ছিলনা। ২ তারিখে একবার ঘুরে যায়। তারপর থেকে ৬ তারিখ পয্যন্ত সেখানে কোন পুলিশ ছিলনা। অথচ খুনীরা সেই গ্রামেই তাদের বাড়ীতেই ছিল। কাজেই সেখানে খুনীদের ধরা হয়নি এবং পুলিশরা ট্র্যাভেল এক্স্পেন্সস্ প্রপারলি কাজে লাগাননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি মনে করি টাকা ওয়েস্ট হচ্ছে, অপব্যয় হচ্ছে যার জন্য আমি কাট মোশন এনেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আমার আর একটি কাট মোশন আছে, Demand No. 16--277.

"Need to establish a new secondery school or high school at Taidu (Amarpur)"। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার তৈদু অঞ্চলে গত ৩০ বছরে বিশেষ কিছু হয়নি। একটি রাস্তা হয়েছিল, তবে সে রাস্তা রাজ্য সরকার করেননি, ঐ রাস্তা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। আমার তৈদু অঞ্চলে ১০ হাজার লোক রয়েছে। কিন্তু সেখানে একটি মাত্র সিনিয়র বেসিক স্কুল। আমি এখানে প্রস্তাব এনেছিলাম, এটাকে হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য। ঐখানে ক্লাস এইট পাশ করলে যাতে উচ্চ শিক্ষা পেতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার উচ্চ শিক্ষা বলতে আমি বুঝতে চেয়েছি এইটের পর যে শিক্ষা। ক্লাস নাইনে পড়তে হলে, তাকে আগরতলা, তেলিয়ামুড়া কিংবা অম্পিতে যেতে হয়। অম্পি তৈদুর নীয়ারেস্ট তৈদু থেকে অম্পি ৮ কিলোমিটার দূরে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে যে সরকার এইখানে ক্ষমতার রয়েছেন এই সরকার বাম সরকার, সাম্যবাদী সরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইখানে আমি এই প্রশ্ন তাঁদের সামনে রাখতে চাই, তাঁরা যে সমান সুযোগ সুবিধার কথা বলে থাকেন, যে সম বন্টনের কথা বলে থাকেন তার কোন গ্যারান্টি দিতে পারবেন কিনা। আগরতলার যে চেহারা, যে সুযোগ সুবিধা এখানকায় লোক ভোগ করছে তৈদু অঞ্চলের একজন মানুষও কি সেই

সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। আমি যখন বলি, তৈদু গ্রামাঞ্চলে স্কুল করতে হবে, তখন মাননীয় মন্ত্রী বলবেন, অর্থ নেই। মাননীয় মন্ত্রীর পুত্র কন্যারা যারা তুলসীবতী, উমাকান্ত স্কুল-অবশ্য আমার এই কথা থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং কতিপয় সদস্য বাদ যাবেন। মাননীয় মন্ত্রীর পুত্র কন্যারা যারা উমাকন্ত তুলসীবতী স্কুলে পড়ছে, তাদেরকে কি তাঁরা বলতে পারবেন তোমাদের স্কুল উঠিয়ে তৈদুতে নিয়ে যাব টাকা কম বলে সেখানে নুতন স্কুল খুলতে পারছি না। এটাতে রাজী আছেন বলে আশা করতে পারছিনা। আজকে আগরতলা শহরের যে চেহারা, তৈদুতে কেন একই চেহারা থাকবে না, প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে কেন একই চেহারা থাকবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের ত্রিপুরার এই যে চেহার, আজকে আগরতলা থেকে যতই গ্রামাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে সেখানে দেখা যাবে রাস্তা-ঘাট নেই, স্কুল নেই, যানবাহনের অসুবিধা, হাসপাতাল নেই, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই এইসব চেহারাই দেখতে পাওয়া যাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে বাজেটের মধ্যেও একই চেহারা। এর কোন পরিবর্ত্তন আসছে না। বড় বড় অফিরার ও মাননীয় মন্ত্রীদের সেবার জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদের সেই রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়নি। তাহলে সাম্যবাদ কোথায়? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইখানে সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ৪,৭৮,৪১, ৯০০ টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার আর একটি কাট মোশন ছিল, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩-মেজর হেড ২৮৮। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখতে পাই, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট্র কাউন্সিল বিলের জন্য প্ল্যাণে ৫,০০,০০০ টাকা এবং নন-প্ল্যানে ৫,০০,০০০ এই মোট ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আমাদের উপজাতি যুব সমিতির দাবী ছিল সিক্স সেডিউলের কারণ, সমাজের যে নিয়ম সেটা হচ্ছে বড় জাতি ক্ষুদ্র জাতিকে গ্রাস করবে। কাজেই আমরা অফিস আদালতে, কিংবা সাংস্কৃতিতে দেখি উপজাতি সংখ্যালঘু বলে তাদের সমস্ত কিছুই গ্রাস করা হচ্ছে। সমন্বয় যতই বলুক আমরা উপজাতিদের ভালবাসি, আমি তাঁদের বলতে চাই, ট্রাইবেল যখন বিজনেস্ করার জন্য পারমিটের জন্য যায়, তখন বলা হয়, এটা হবেনা। ট্রাইবেল অঞ্চল থেকে স্কুলের দাবী উঠলে তখন বলা হয় টাকা নেই। কাজে কাজেই এ রকম দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও একতা, বন্ধুত্বতা আসতে পারেনা। উপজাতিরা যখন নিজেরাই অ্যাডমেনিসট্রেটর হবে, যখন নিজেরা বড় ব্যবসায়ী তখনই এই একতা ও বন্ধুত্বতা হতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেস এর পর আপনার বক্তব্য শেষ করবেন। মাননীয় সদস্যগণ সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

At 2 P. M. office reces

মিঃ স্পীকার :—আমি শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে, উনার অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নং ২৩, মেজর হেড ২৮৮ এর উপর আনীত কাটমোশানের সমর্থনে বক্তব্য রাখছিলাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা হিউম্যান সাইকোলজির ব্যাপার যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিক্ষিত ব্যাক্তিরা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের সংগে আলাপ করতে চায় না। সামাজিক পরিবেশে তাদের মধ্যে একটু হেরফের হবেই। ঠিক তেমনি ভাবে সমাজের বিবর্তনে, মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে উন্নত সমাজ, অনুন্নত সমাজকে একসপেল্ করছে। তাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় না। সুতরাং আজকে আমাদের ত্রিপুরায় যে অনুন্নত উপজাতি সমাজ রয়েছে, তাদের পাশাপাশি উন্নত সমাজ, বাংগালী যে রয়েছে, তাদের সংগে যে ভাবে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সেই ভাবে হচ্ছে না। অনুন্নত উপজাতিরা, তাদের সংগে তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে তখনই, যখন তারা শিক্ষা, দীক্ষায় বুদ্ধিতে বাংগালীদের সমকক্ষ হবে। তারই জন্য আমরা আটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল দাবী করেছিলাম। মাননীয় আমাদের (উপজাতি যুব সমিতি) যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের সমর্থন ছিল। এবং বামফ্রন্ট সরকারও আমাদের এই আন্দোলনের চাপে নতী স্বীকার করে সেভেনথ্ সিডুয়েল অনুযায়ী অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল হাউসে পাশ করাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনও এই বিলটা কার্যকরী হলো না। এমন কি এই বিলটাকে যে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছে, তাতেও আমরা এই বামফ্রন্ট সরকারের নানা রকম টালবাহনা দেখেছি এবং অনেক বিলম্বে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা কি অবস্থায় আমরা জানিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্যাটেল বলেছেন যে, সিকস্থ সিডুয়েল অনুযায়ী অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল চালু করার ব্যাপারে নাকি রাজ্য সরকার কিছু অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। যখন নাকি সিকসথ্ সিডুয়েল অনুযায়ী অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল গঠনের দাবী করা হয় তখন এই বামফ্রন্ট সরকার নানা অসুবিধার কথা তুলেছেন। তারা বলেছেন যে—কেন্দ্রীয় সরকার এতে গররাজী হবেন। কিন্তু পার্লামেন্টে প্রসিডিংস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, তাদের এই কথা ঠিক নয়, কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহী ছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের মাধ্যমে ত্রিপুরার উপজাতিরা যে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করবে, ফলশ্রুতিতে তারা বাংগালীদের সহিত সমানতালে চলতে পারবে এবং তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু উনারা তা চান না উনারা চান উপজাতিরা আজও অনুন্নত অবস্থায়ই থাকুক। উপজাতি এবং অউপজাতিদের মধ্যে যাতে সুসম্পর্ক কোন দিনও গড়ে না উঠে তার জন্য উনারা গড়িমসি করছেন। সেটাই আমাদের নজরে এসেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আরেকটা কাটামেশান আছে। ডিমাণ্ড নং ২৩, মেজর হেড–২৭৬। ত্রিপুরায় ট্রাইবেল রিসার্চ খাতে ১৫,০০০ টাকা রিডিউসের কাটমোশান আমি এনেছিলাম। তার কারন এই রিসার্চ সেন্টারে কোন কাজ হচ্ছে না। উপজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতি বা অন্যান্য কিছু নিয়ে কোন রিসার্চ হয় না। আজ পর্যন্ত কোন রিসার্চ রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, এখানে রিসার্চ করার মত কিছুই নেই।

শুধু ২।১ জন অফিসার দিয়ে একটা অফিস খুলে রাখা হয়েছে। অথচ তার জন্য বছরের পর বছর এই খাতে ডিমাণ্ড চাওয়া হচ্ছে। কাজেই এটাকে আমি কোন মতে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৩, মেজর হেড-২৮৮ এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে---সেটা হল-ফেইলুর টু কনট্রোল এণ্ড ইলিমিনেট ওয়েস্টফুল একসপেণ্ডিচার অন রেস্ট হাউস ইকুইপমেনটস। আমি বলতে পারি যে এ গুলির কোন সদ্ব্যাবহার হয় না। বাকীগুলির কথা বাদই দিলাম, এই আগরতলায় যে ট্রাইবেল রেস্ট হাউস আছে, সেখানে যে সমস্ত ফারনিচার গুলি ছিল, সেগুলি এখন আর নেই। এগুলি উধাও হয়ে গেছে। আমি জানি জনৈক ট্রাইবেল মিনিস্টার এক দিন ঐগুলি চেক আপ করতে গিয়েছেন এবং বহু ফারনিচার সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বাড়ীতে পাওয়া গেছে। কিন্তু যাদের জন্য এই ট্রাইবেল রেস্ট হাউস তৈরী, তারা কি সেই ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ভোগ করতে পারেন? যারা কার্যোপলক্ষে আগরতলায় আসেন, তারা সেখানে থাকতে না পেরে বাড়ীতে চলে যান। পরের দিন আবার আসেন। এই ভাবে তাদেরকে প্রতিদিনই ৫০।৬০ কিঃ মিঃ পথ রান করে আগরতলায় আসতে হয় এবং তাদের প্রচুর টাকা খরচ হয়। কাজেই যাদের জন্য এই সমস্ত রেস্ট হাউস তৈরী করা হয়েছে, তারাই যদি সেখানে থাকতে না পারেন, তাহলে এই খাতে টাকা খরচ করার তো কোন অর্থ আমি দেখছি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত ট্রাইবেল রেস্ট হাউস গুলিতে কোন প্রপার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে না। একমাত্র ধর্মনগর ছাড়া, সেখানে কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, আর বাকী গুলির অবস্থা বরই করুন। অমরপুরের ট্রাইবেল রেস্ট হাউসের কোন অস্তিত্বই নাই। এবং সেটার বর্তমান অবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা আমি জানি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরেকটা কাটমোশান এনেছিলাম ডিমাণ্ড নং ২৫, মেজর হেড ২৬৮। "ফেইলুর টু কনট্রোল এণ্ড ইলিমিনেট ওয়েস্টফুল একসপেণ্ডিচার অন এ্যালাউন্স টু দি ফেমিলিস এণ্ড ডিপেণ্ডেন্টস অব একসরুলারস"।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনি অনেক সময় নিয়েছেন। আমাদের হাতে সময় কম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আর কিছুক্ষণ সময় দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে রাজপরিবারদের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে বর্তমানে আর রাজতন্ত্রের যুগ নেই। সেই রাজতন্ত্রের যুগকে আমরা ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। কারণ সেই রাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের কোন সুযোগ সুবিধা থাকে না। বরঞ্চ সেই ৯৯ পার্সেন্ট সাধারণ লোককে রাজরাজারা সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে গেছেন। আমি বলতে পারি এখানে মাননীয় মন্ত্রী এবং সদস্যরা যারা রয়েছেন, আজকে যদি সেই রাজতন্ত্রের যুগ থাকত তাহলে, তাদেরকেও সম্পদ হিসাবে রাজারা ব্যবহার করতেন। কাজেই তাদের জন্য এখানে যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, তার মধ্যে কি রাজতন্ত্রকে পুনরায় জাগরুক করা হচ্ছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে

চাই এই রাজ রাজারা, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে শোষিত, বঞ্চিত–মানুষের, তাদের জন্য যেন এই ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা না হয়। আমি সেই বঞ্চিত মানুষের উত্তর পুরুষ হিসাবে বলছি এবং দাবী করছি যে, সেই টাকা যেন তাদের হাতে তুলে দেওয়া না হয়। যারা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের হাতে যেন এই টাকা তুলে দেওয়া হয়। যে সব হতভাগ্য ঐ বন্দী শালায় বন্দী হয়ে আছে, যে সমস্ত মহিলারা রয়েছেন তাদের মুক্তি দেওয়া হউক। মাননীয় ডেপটি স্পীকার স্যার, কাজেই এই যে রাজন্য ভাতার জন্য টাকা ধরা হয়েছে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে জুট মিলের ব্যাপারে আমি একটা কাটমোশান এনেছিলাম যে, জুট মিল এখানে চালু হচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতেও চালু হবে বলে আমার মনে হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে বাইরে থেকে টেকনিক্যাল পার্স’স এনে এ মিল চালু করা হবে। আমরা বলেছি এবং দাবী করেছি যে, এখানে প্রচুর বেকার আছে, তাদের মধ্য থেকে এই জুট মিলে লোক নিয়োগ করা হউক এবং তাদের দিয়ে জুট মিল চালু করা হউক। বাইরে থেকে না আনার মানে এই নয় যে আমরা বাইরের লোকের প্রতি বিদ্বেসী। তবে আমরা অন্যান্য উন্নত দেশের লোকের মত উন্নত হতে চাই। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমরা বলেছি যে এখানকার বেকারদের চাকুরী দিতে হবে এবং তাদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার বলেছে যে, তারা বাইরে থেকে লোক আনবেন। তাহলে কখনও আমরা উন্নত দেশের সাথে তাল মিলাতে পারব না এবং কখনও আমাদের বেকাররাও চাকুরী পাবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার কাটমোশানের উপর বক্তব্য রেখে, হাউসের সমস্ত সদস্যদের সমর্থন আশা করে, এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে কয়েকটা ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য পেশ করব। যেমন ডিমাণ্ড নং ১১ মেজর হেড ২৪০। সেটা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে। ফায়ার সার্ভিস যাতে তেলিয়ামুড়াতে এবং অমরপুরে স্থাপন করা হয়। আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে শহরের মধ্যেই ফায়ার সার্ভিস সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু গ্রামের বাজারগুলির জন্য তেমন ব্যবস্থা ছিল না। এখন দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকারও সেই নিয়ম পালন করে চলছেন। আর সেই জন্যই কি তেলিয়ামুড়ার মত একটা ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় ফায়ার সার্ভিস গঠন করার প্রয়োজন মনে করেন না ? আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে তারা যেন তেলিয়ামুড়া ও অমরপুরের ফায়ার সার্ভিসকে আরও একটু উন্নত করেন। আর একটা কাটমোশান আছে সেটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৬, মেজর হেড ২৭৭ সেখানে আছে Control and eliminiate wasteful expenditure on Education (Sub-Plan) আমরা কংগ্রেস আমল থেকে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আসছি যে, গ্রাম অঞ্চলে, বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে লেখা পড়ার জন্য কোন উদ্যোগ ছিল না। সেখানে কোন দিন স্কুল করার সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয় নি। আমরা আশা করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে, পাহাড়ে, তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুল করবেন এবং গ্রামের স্কুলের উন্নতি করবেন, সেখানে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার দেবেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এই দেড় বছরে দেখেছি যে, তাঁরা তা করেন নি। গ্রামে এমন অনেক স্কুল পরে আছে, যেগুলির মধ্যে ফার্নিচার নাই। অবশ্য স্কুল ঘর তৈরী করার জন্য যাদের কনট্রাকটারী দেওয়া হয়েছে, তারা স্কুল ঘড় করছে না তারা সি. পি. এম এর লোক, তাই তাদের কাজে এত অবহেলা। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট পলিসি, সেই পলিসির মধ্যে এটাই আছে যে. শহরকেই তাঁরা সাজাবেন। গ্রাম দেশকে সাজাবার ব্যাপক প্রচেষ্টা তারা নিতে পারেন না। আর একটা আছে ডিমান্ড নং ১৬, মেজর হেড ২৭৭ তে যা ধরা হয়েছে সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে জনগণকে যদি শিক্ষিত করা না যায়, তাহলে সমাজের উন্নতি হয় না। আমরা আশা করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকার এসে গ্রামে পত্রপত্রিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা ঠিক হচ্ছে না, এখন আমরা দেখছি যে, তারা কংগ্রেসের মতই কাজ করছে। তাই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি যাতে কংগ্রেসের চেয়ে তাঁরা আরও একটু উন্নত ধরনের কাজ করেন। দেশের জনগণকে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দেশের কাজে তাদেরকে নিয়োজিত করে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন সেদিকে সচেষ্ট হবেন। আমরা আরও আশা করেছিলাম যে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের সব আশা পূরণ করবেন, গ্রামে গ্রামে পল্লীবেতার গোষ্ঠী স্থাপন করা হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসের আমলের মতই তাঁরা কাজ করে চলেছেন। কোন হাই স্কুলে কোন ফার্নিচার দেওয়া হয় নি। কোন রাস্তাঘাট করা হয় নি। অথচ তারা বলেছেন যে তারা জনগনের বা মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখবেন বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার প্রসার ঘটাবেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি, তারা পাহাড় অঞ্চলের দিকে ফিরে তাকান না। শহর অঞ্চলেই সব কিছু হচ্ছে। ডিমাণ্ড নং ১৬, এর মেজর হেড ২৭৭ এ আছে যে, হাই স্কুলে ফার্নিচার দেওয়া হবে। কংগ্রেস সরকার সব সময় পাহাড়ি অঞ্চলকে এভয়েড করত, কারণ তারা কমিউনিষ্ট ছিল বলে। তখন অধিকাংশ উপজাতি কমিউনিষ্ট ছিল। কাজেই তখন তাদের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। তখন আমরা দেখেছি যে পাহাড়ী অঞ্চলে কোন রাস্তাঘাট করা হয়নি। কোন হাই স্কুল করা হয়নি। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকারও শহরের দিকে ফিরে তাকান না। বামফ্রন্ট এর বাক্তব্য হল তারা উপজাতি যুব সমিতি করে কাজেই তাদের জন্য কিছু করা হবেনা। তাদেরকে স্কুল দেওয়া হবেনা, চাকুরী দেওয়া হবেনা। লংথরাই বাজারের দিকে কয়েকজন কমিউনিষ্ট কর্মীকে ডবল অফার দেওয়া হয়েছে। আমাদের একজন যুব সমিতির কর্মী খুব গরীব, তার নাম মঙ্গল দেববর্মা। আমি মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে কত করে বলেছি যে, তাকে অফার দেওয়া হউক, তাকে অফার দিলে খুব উপকার হবে। কিন্তু তাকে অফার দেওয়া হয়নি। কাজেই আমার মনে হয় যে যারা সি. পি. এম করবে তাকে ডবল অফারও দেওয়া যাবে। কিন্তু অন্য ক্যাডার বা দলের লোককে

কোন চাকুরী দেওয়া হবেনা। আর একটা কাট মোশান ডিমাণ্ড নং ২৩, মেজর হেড ২৮৮ এ আছে আমরা দেখেছি যে আই টি আইর স্টাইপেণ্ডের জন্য ৫০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই স্টাইপেণ্ড দিয়ে গ্রামের ছেলে মেয়েদের পক্ষে আই টি আই এ এসে পড়া সম্ভব নয়। এই টাকায় গরীব বাপ মায়ের পক্ষে ছেলে মেয়েদের বাড়ীর বাইরে রেখে পড়াশোনা করানো সম্ভব হয় না। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে বামফ্রন্ট সরকার যেন এই দিকে একটু লক্ষ্য রাখেন এবং স্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে দেন। সরকারের কাছে আমার এই আবেদন থাকবে যাতে অধিকাংশ উপজাতি যুবক যুবতী আই টি আই তে এসে পড়ার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করে দিবেন। টেইলারিং ইত্যাদি শিক্ষা নিয়ে, তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। ডিমাণ্ড নং ৪৪ এর মেজর হেড ৫২৬ এর উপর বলতে গিয়ে আমি বলব, সরকারের একটা পলিসি আছে, সেই পলিসিটা হল কি যে আগাম একটা কিছু সাজিয়ে রাখা। তাঁরা পেপার মিলের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পেপার মিলের কথা আমরা কংগ্রেস আমল থেকে শুনে আসছি। এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আরও বেশী করে শুনছি। তাঁরা প্রচার করে বলছেন যে, পেপার মিল কংগ্রেস করতে পারেনি। কিন্তু আমরা করতে পারব. তার জন্য আমরা বাজেটে ২ লক্ষ টাকা রেখেছি। এটা হবে কি হবে না সেটা ঠিক নাই। কিন্তু আগাম টাকা আটকিয়ে রেখেছেন। ঐ টাকাটা যদি উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবস্থার করা হত, তাহলে ভাল হত, সেইজন্য আমি বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বলেছিলাম যে, বামফ্রন্ট সরকারের এমন কতগুলি নীতি আছে যেগুলি একেবারে হাওয়ার উপরে নির্ভর করে কল্পনা করা হয়েছে। আমার এবং নগেন্দ্রবাবু, রতিবাবু ও হরিনাথবাবু যে কাটমোশান আছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি সি. পি. এম বন্ধুরা আমাদের যুক্তিগুলি মেনে নেবেন।

আমি আশা করি আমার সি. পি. এম বন্ধুরা আমার যুক্তি মেনে নেবেন, পুনঃ এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ২১টি কাট মোশন এখানে এসেছে। আমার ৫টি সহ আমাদের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, ও শ্রীহরি নাথ দেববর্মা যে কাটমোশ দিয়েছেন সেগুলো সহ একসাথে আলোচনা করব। কেন আমরা কাটমোশন আনতে বাধ্য হয়েছি? তার উদ্দেশ্য হল এই যে, বাজেট এবং পূর্ণাঙ্গ বাজেটের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। সে কারণে আমি কাটমোশন আনতে বাধ্য হয়েছি। আমার কাটমোশনের ডিমাণ্ড নাম্বার হল ১১, মেজর হেড ২৫৫। আমি দেখছি যে পুলিশকে দুষ্কৃত কারীদেরকে ধরার জন্য পুরোপুরি নিয়োগ করা যে সত্যি দোষ করে, তাকে না ধরে, অন্যদেরকে ধরে আনে। শুধু শুধু এভাবে হয়রানি করে অর্থ ব্যায় করা অনুচিত। এইসব ক্ষেত্রে বাজেটে রাখা হয়েছে ৩৯ লক্ষ টাকা। এখাতে গত বৎসরে রাখা হয়েছিল ১৯ হাজার টাকা, কিন্তু গত বছরের চেয়ে এবারে ৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা বেশী রাখা হয়েছে এবং ১৯৭৭-৭৮

সালে সে খাতে ধরা হয়েছিল ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮শ টাকা। তাহলে আমরা মোটামটি ধরে নিতে পারি ৭৭-৭৮ সাল থেকে এবারের ব্যবধান ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ২শ টাকা বেশী। ১৯৭৭-৭৮ সালে যেটা ধরা হয়েছে সেটা হয়েছিল সুখময় সেনগুপ্তের আমলে। সে সময় সি. পি. এম বক্তব্য রেখেছিল, দাবি করেছিল পুলিশ কমিয়ে আনতে কারণ এই পুলিশ মানুষকে শোষণ ও যাতনা করছে মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেঙ্গে দিচ্ছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি ওনারাই এইসব পুলিশের জন্য সুখময় সেনগুপ্তের আমলের চেয়ে ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ২ শত টাকা বেশী ধরেছেন কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না।

আমার দ্বিতীয় কাটমোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১১, মেজর হেড ২৫৫ এর উপর এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে আর. এ. সি. এবং সি. আর. পি. আমাদের রাজ্যে আনতে হলে তার সমস্ত খরচ আমাদের সরকারকে বহন করতে হচ্ছে, তাই ডেপুটেশানিষ্টদের জন্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আর. এ সির জন্য ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা এবং সি. আর. পির জন্য ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা সর্ব্বমোট ৮ কোটি ৬১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই আমি দেখছি এই যে ৮ কোটি ৬১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সেটা বাড়তি ব্যয়। বর্ত্তমানে যে বাজেট তাতে ১১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার উপর ঘাটতি দেখানো হয়েছে। সেখানে পুরাপুরি ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা সি. আর. পি. খাতে ধরা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন মন্ত্রী বক্তব্য রেখেছিলেন যে সি. আর. পি. আনা হয়েছে সীমান্ত রক্ষা করার জন্য। বিশের করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী যিনি, তিনি বলেছিলেন যে আমরা সি. আর. পি. এনেছি সীমান্ত রক্ষা করতে, আর. এ. সি এনেছি চুরি বন্ধ করার জন্যে, যাতে গরু পাচার করতে না পারে। কিন্তু তিনি একথা বলতে ভুলে গেছেন যে গত ৮ই মে-তে তেলিয়ামুড়াতে আমাদের বিধানসভার সি. পি. এম. সদস্য শ্রীজিতেনবাবুর মাথা ফাটিয়েছে। সেজন্য আমি এখানে প্রস্তাবে রাখছি যে ৮ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হোক এবং সেখানে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা সি. আর. পি. এবং আর. এ. সির জন্য রাখা হোক। তা যদি না করা হয় তবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সরকার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছবেন যে তাকে দেউলিয়া সরকারে পরিণত হতে হবে। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে ৮ কোটি ৬১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকা কমিয়ে রাখা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার আর কত সময় দরকার বলুন, আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আরেকটা কাট মোশন নাম্বার হচ্ছে ১৬ মেজর হেড ২৭৭।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—এখানে আরেকটি কাটমোশান আছে, সেটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৬, মেজর হেড ২৭৭ এর উপর। আমরা দেখেছি যে ফার্নিচারের জন্য ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিগত বছরেও দেখেছি এবং

এখনও দেখছি, এর মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নাই। দেখা যায় সেই আমলে যেমন অবস্থা ছিল, এই আমলে ঠিক অনুরূপ অবস্থায় আছে। ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করার পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকারের নাই। এখনও অনেক স্কুলে ঠিক ঠিক ভাবে ফার্নিচার দেওয়া হয় নাই। যেমন উদয়পুর সাব-ডিভিশনের তচইহরসাং স্কুলে ফার্নিচারের প্রয়োজন। কিন্তু সেই স্কুলে ফার্নিচার দেওয়া হয় নাই। তাই আমি আবেদন রাখছি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, তিনি যেন এই ফার্নিচারের ব্যবস্থা করেন।

আরেকটি ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছি, সেটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ২৩ মেজর হেড ২৮৮। সরকার ট্রাইবেল রোগীদের জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমার শেষ কাটমোশানটি হচ্ছে, ডিমাণ্ড নং ২৩ মেজর হেড ২৮৮ এর উপর। জুমিয়াদের বীজ বন্টন করার জন্য ১ কোটি ৮০ হাজার টাকা এখানে রাখা হয়েছে। আমি যখন গত ৮-১০ মে-তে এরিয়াগুলিতে যাই, তখন দেখেছি, যে সমস্ত জুমিয়া গ্রামে বীজ দেওয়ার কথা ছিল, ওরা পুরোপুরি বীজ পায়নি। এখানে বলা হয়েছিল, যারা সি, পি, এম সমর্থক শুধু তাদেরকে বীজ দেওয়া হবে। আর যারা সি, পি, এম সমর্থক না বা সি, পি, এমের হয়ে কোন কাজ করবে না তাদেরকে বীজ দেওয়া হবে না। এইভাবে তারা বীজ বন্টনে পক্ষপাতিত্ব করেছিল। ঐ এলাকাগুলিতে প্রত্যেককে ৬০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে দেওয়ার কথা ছিল ৯০ টাকা করে। কিন্তু তারা তা দেয়নি। কংগ্রেস আমলে রাস্তা তৈরী করার নামে টাকার বাজেট দেখিয়ে যে টাকা আত্মসাৎ করেছে, ট্রাইবেল কোন এরীয়াতে কোন রাস্তাঘাট করা হয় নি। কাজেই আমি আবেদন রাখবো সমস্ত ভুল ভ্রান্তি দূর করে, বাজেটের টাকা যেন ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হয়। আমরা যে কাটমোশান এনেছি, সেগুলিকে সমর্থন করে, ডিমাণ্ডগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—আজকে প্রিন্টিংএ যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা দেখলেন যে এই বিভাগে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে। কর্মচারীদের ছাটাই করা হচ্ছে, সাসপেনসন করা হচ্ছে, বিভিন্ন কাজকর্মগুলি বাইরে থেকে করিয়ে আনা হচ্ছে। কোন কাজের অজুহাত দেখিয়ে কলকাতায় অফিসার পাঠান হচ্ছে। এই ভাবে সরকারী অর্থের অজস্র অপচয় ঘটছে। এই বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্য আমরা সংকল্প নেই। আমরা যখন এই প্রেসের দায়িত্ব নেই তখন এখানকার কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা এবং অন্যান্য অসুবিধা ছিল, যেমন কর্মচারীদের সাসপেনসন, ছাটাই ইত্যাদি রদ করে আমরা এখন একটা সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছি। এবং আমরা যে সমস্ত কাজ করছি তার কিছু আমি এখানে বলছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের হাতে নিশ্চয়ই এই ধরনের বই আছে। এই ধরনের বই, এই ভলিউমের বই আমরা এখানে ছাপাই। এছাড়াও আমরা এখন গেজেট, বাজেট, জেনারেল ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড, এক্সপ্লেনেটরী

মেমোরেণ্ডাম এবং এপ্রোপিয়েশন এবং বিভিন্ন রকমের বিল, বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট এসেম্বলি প্রসেডিংস্ ফাইন্যানশিয়াল বুক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বই এখানে ছাপা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর প্রয়োজনীয় ফরম আমরা এখানে ছাপাচ্ছি। তাছাড়া আমরা নতুন কতগুলি পত্রিকা বের করেছি, যেমন ত্রিপুরা টুডে, ইংরাজী পত্রিকা, ত্রিপুরা বার্তা, বাংলা ভাষায় পত্রিকা, ত্রিপুরা কক্তুন, ত্রিপুরী ভাষায় পত্রিকা, ত্রিপুরাতে, ত্রিপুরা চে মনিপুরী ভাষায় পত্রিকা এই পত্রিকাগুলি নিয়মিত এখানে ছাপা হচ্ছে। এ ছাড়া পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপালিটির ইলেকশন এর বেলট পেপার ইত্যাদি এখানে ছাপা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও সেকেণ্ডারী বোর্ডের বিভিন্ন ফরম এবং প্রশ্ন ও উত্তর পত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম আমরা এখানে ছাপাচ্ছি। আবার আছে নানা রকমের পাব্লিকেশন। গত বৎসর আমরা ৫টি বই ছেপেছি। এবারও আরও আট খানা বই ছাপাচ্ছি। সুতরাং চিলে কান নিয়েছে বলে চিলের পেছনে পেছনে ছুটতে হবে এটা আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যদের না করতে অনুরোধ জানাই। এখানে কাজ হচ্ছে কি না তা তারা নিজে যাচাই করে দেখে আসুন। মাননীয় সদস্য তা করেন নি। তিনি শুধু স্থানীয় পত্র পত্রিকায় দেখেছেন। কিন্তু পত্র পত্রিকায় তো অনেক কিছুই ছাপা হতে পারে। তবে এটা ঠিক কি-না তা' মাননীয় সদস্য একজন দায়িত্বশীল ব্যাক্তি হিসেবে যাচাই করে দেখে তবে তা হাউসে উপস্থিত করা উচিৎ ছিল। এছাড়া তিনি বলেছেন প্রিন্টিং এ নাকি অনেক ভুল আছে। তবে কেন এই ভুল হল তা আমি তদন্ত করে দেখব। কিন্তু মাননীয় সদস্যের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রিন্টার্স্ ডেভিল বা মুদ্রাকর প্রমাদ বলে একটা কথা আছে। তাছাড়া বাজেট সাধারনত অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাপাতে হয়। তাই ভালভাবে দৃষ্টি না দিলে ভুল থেকে যেতে পারে। এগুলি অবশ্য সমালোচনার বিষয়। আর যাতে এরকম ভুলভ্রান্তি না হতে পারে তার প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে এখানে কিছুই কাজ হচ্ছেনা তা ঠিক নয়। বর্তমানে এসেমবলি প্রসিডিং এর কাজ চলছে। আমি তাই মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তারা যেন ছাপাখানায় গিয়ে দেখেন যে সেখানে কাজকর্ম হচ্ছে কিনা। এই বলে এই বাজেট কে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে বাজেটের উপর তার বিবৃতি প্রদান করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতির উপর আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখব। বর্তমানে আপনারা দেখেছেন যে বর্তমান বাজেটে খাদ্য দপ্তর এর পক্ষ থেকে কিছু টাকার বাজেট এসেছে। আগামী বছরে যাতে ৪0,000 হাজার টন চাল এবং গম খাদ্য নিগম থেকে কিনতে পারে। এছাড়া ১,000 মে. টন চিনি, ৬৫0 মে. টন ডাল, ২00 মে. টন সরিষার তেল, ৩,000 হাজার টন লবন ক্রয় করার বাজেট রাখা হয়েছে। এছাড়া আপনারা দেখেছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলি রেশনসপের মাধ্যমে দেওয়া হয়,

সেগুলির সরবরাহ যাতে আমরা ঠিক রাখতে পারি তার জন্য অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আমরা পারি না। না পারার কারণ হল।

(ভয়েস, না পারার কারণ হল ওয়াগনের অসুবিধা।)

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা শুধু উপহাস করতে জানেন। কিন্তু এটা উপহাসের বিষয় নয়। কারণ ওয়াগন পাওয়া যায়নি এটা বাস্তব এবং এই সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব শুধু মাত্র ত্রিপুরা সরকারের একার নয়, এটা তাদের বুঝা উচিত। এবার ৪৩ হাজার মে. টন চাউল আমাদের জন্য এলোটমেণ্ট হয়েছিল সেই ৪৩ মে. টন চাউলের মধ্যে অনেক চেষ্টা করে ২২ হাজার মে. টন এর ব্যাবস্থা হয়েছে বাকি চাউল পাইনি। তাহলে অর্ধেকের বেশী চাউল যদি কেন্দ্র থেকে না পাওয়া যায় তবে রেশনসপে চাউল সরবরাহ করা যে কত কঠিন তা বুঝা দরকার। ১৬ হাজার মে. টন গম এলোটমেণ্ট হয়েছিল। আমরা পেয়েছি মাত্র ৩,৭০০ মে. টন। তার মানে এক চতুর্থাংশও নয়। কাজেই আমাদের সদিচ্ছা থাকলেও আমরা ঠিক মত রেশনে চাউল গম সরবরাহ করতে পারিনা। তবে এ অসুবিধা যাতে দূর করা যায় তার জন্য আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক বারই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। কেন্দ্র ইদানিংকালে ১৫টি চাউলের Special train দিতে রাজী হয়েছেন এবং এর মধ্যে কয়েকটি নাকি এসে গেছে। গতকাল আমরা খবর পেলাম যে ৫টি চাউলের Special train নাকি চাউল বোঝাই হয়ে ত্রিপুরার দিকে আসছে। এই চাল যদি এসে যায় তবে আমাদের চাউলের জন্য বেশী একটা ক্রাইসিস হবেনা। এরমধ্যে যদি রাস্তায় আবার কোন গোলমাল হয়ে যায় তাহলে কিছুটা অসুবিধা হবে।

ইদানিংকালে সারা ভারতবর্ষের সিভিল সাপ্লাই মিনিষ্টারদের যে কনফারেন্স হয়ে গেল তাতে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অনেকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ রেশনসপ বা ফেয়ার প্রাইস্ সপ্ এর মাধ্যমে কন্জিউমারস্‌দের নিকট ন্যায্য মূল্যে পৌঁছে দেবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা উহাকে ওয়েলকাম করছি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলেছি যে এই সকল নিত্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র রেশনসপের মাধ্যমে বা কো-অপারেটিভ্ এর মাধ্যেমে অথবা গাঁওসভার মাধ্যমে আমরা ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করার চেষ্টা নেব। আমাদের আরো ৮০০ রেশনসপ হলেই আমরা সারা ত্রিপুরা জিনিষপত্র সরবরাহ করতে পারি। এবং আমরা তার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো বলেছি যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ যদি গতবারের মত ইরেগুলারভাবে আমাদের দেওয়া হয় তবে আমরা রেশনসপের মাধ্যমে এই জিনিষগুলি জনগণের নিকট ঠিক ভাবে দিতে পারব না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি আপনারা আমাদের গ্যারাণ্টি দিন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের সরবরাহ আপনারা ঠিক ভাবে দিয়ে যাবেন, আপনারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য ত্রিপুরায় বাফারষ্টক গড়ে তুলুন, আমরা আপনাদের সাহায্য করব, একটা অংশ চাউল বারাউনি পর্য্যন্ত এনে দিন তারপর আমরা নিজেদের

ব্যাবস্থাপনায় সে জিনিষপত্র ত্রিপুরায় নিয়ে আসব আমরা আমাদের ট্রাকে করে জিনিষ পত্র গুলি নিয়ে আসব ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে আমরা এটা করব। এটা আমরা পরিষ্কার ভাবেই বলেছি। এবং এই এসেনসিয়্যাল জিনিষপত্রের মধ্যে রয়েছে যেমন চাউল, গম, ইত্যাদি। আমরা এটাও বলেছি যে আমাদের বারোনি পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনে চাউলগুলি পেঁাছে দিন এবং আমরা সেখান থেকে ট্রাকে করে চাউল আনব। আমরা ট্রাকের মাধ্যমে আনতে রাজী আছি, অবশ্য সেই ভাড়াটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে দেন এটাও আমরা অনুরোধ রেখেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে চাউলের বরাদ্দ আমরা চেয়েছি তা ছাড়াও ৫ হাজার মেট্রিক টন ধান বা চাউল যাতে ত্রিপুরায় প্রকিউর করা যায় তার জন্য আমরা বাজেটে প্রভিশান রেখেছি।

আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আমাদের পারফরমেন্স আমাদের আরও হওয়া উচিত আমরা জানি। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যাতে উপজাতিদের কল্যাণ দপ্তরে কাজকর্ম আরও বেশী গতিশীল হয়। গত আর্থিক বৎসরে ১৯৭৮-৭৯ সনে ১৭৯৫ জন জুমিয়া এবং ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ৬,৫১০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৪,২৩৬ পরিবারকে যাদের পাওনা বকেয়া ছিল সেগুলিকেও পাওনা বকেয়া দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৯১০ টাকার স্কীমে চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে যারা পুনর্বাসন পেয়েছিল তাদেরও অনেক দিন পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয়নি। এবার চতুর্থ পরিকল্পনা এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় ৫৪৬টা পরিবারকে তাদের পাওনা আমরা মিটিয়ে দিয়েছি। ১৯১০ টাকার কাজে মোট ১৯১টি তপশীল জাতিভুক্ত ভূমিহীন কৃষিজীবি পরিবারকে এবং ১৮৫টা তপশীলি জাতিভুক্ত অকৃষিজীবি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও চতুর্থ পরিকল্পনায় পুনর্বাসন প্রাপ্ত ৩৬৫ পরিবারকে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দপ্তর থেকে এটা আমরা খবর নিচ্ছি যে আগে যেসব পুনর্বাসন হয়েছিল তাদের পুনর্বাসনের অবস্থা কি হালে আছে। সেগুলির মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এবার আরও যাতে ব্যাপকভাবে আমাদের কাজ চালাতে পারি সেই দিকে আমরা দেখব।

আরও একটা জিনিষ এই বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি। বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা অবশ্য বলেন যে অবহেলিত উপজাতিদের জন্য যতটুকু করা দরকার, যা আশা করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে জনগণ তা পায়নি। যা আশা করেছিলেন সবটা আমরা দিতে পেরেছি এই কথা আমরা বলিনা। মানুষের অনেক কিছু আশা থাকে, অনেক প্রয়োজন আছে। কিন্তু ,অনেক দিক দিয়ে আমরা আরও অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছি সেটা বলতে পারি। এই সর্ব প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ সরকারের বাজেটে একটা অংক তাঁরা শুনলেন তিন কোটি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বাজেট বরাদ্দ করা হল স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্যে। সেই জেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য এই বাজেট করা হল

একটা নিঃসন্দেহে এটা অগ্রগতি। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামে এখনও পর্যন্ত কোন বাজেট হয় নি। তারপর এতদিন পর্যন্ত ট্রাইবেল এবং সিডিউলড কাস্ট ছাত্র-ছাত্রীদের যেখানে তাদের স্টাইপেণ্ড ছিল দিনে দুই টাকা, বামফ্রন্ট সেটা তিন টাকা করেছেন। কিন্তু এতেও যে তাদের প্রয়োজন মিটবে আমরা তা বলি না। কিন্তু আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি অনেক। কাজেই তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নি তা নয়। এবারও আপনারা দেখেছেন যে পুনর্বাসনের কাজ অতীতে ব্যর্থ হয়েছে। সেটা রূপায়ণের পদ্ধতি ছিল আমলাতান্ত্রিক প্রধান। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর প্রথমতঃ নির্বাচনের ভিত্তিতে গাঁওসভাগুলি গঠিত হল। বি, ডি, সি, এর কমিটিগুলি হল। এখন জুমিয়া পুনর্বাসনের নতুন যে লিস্ট তৈরী করবে সেটা কারা করবে? প্রত্যেক গাঁওসভাতে একটা পুনর্বাসন কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। যারা গাঁও সভার মেম্বার, সবাই সেই কমিটির মেম্বার হবেন। তাছাড়া ও জুমিয়াদের তরফ থেকে যদি কেউ গাঁও সভায় প্রতিনিধি না থাকে তাদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে। তিন জন প্রতিনিধি নেওয়া হবে। সেই ভিত্তিতে প্রায় সমস্ত ব্লকেই কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে। সেই কমিটি কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবিত সেটা আমরা দেখি নি। আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচার বিবেচনার উপর বামফ্রন্ট সরকার শ্রদ্ধা রাখেন সেটাই প্রমাণিত হল। (এ ভয়েস্—পুরো মিথ্যা) একটা উদাহরণ দিন কোন্ কোন্ গাঁও সভায় জুমিয়া পুনর্বাসন কমিটিতে ট্রাইবেল সদস্য থাকা সত্ত্বেও সেই কমিটিতে নেওয়া হয় নি। আমি কালকেই তা দেখব। শুধু বললেই হবে না। এটা অ্যাসেম্বলী। দায়িত্ব গ্রহণ করে কথা বলতে হবে। তারপর চাকুরীর কথা যেটা বলা হয়েছে, চাকুরীর ক্ষেত্রে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সর্ব প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের যে সিডি-উল্ড ট্রাইবস এবং সিডিউল্ড কাস্ট এর কোটা আছে, তা পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেভাবে সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং সিডিউল্ড কাস্টদের লোকেরা চাকুরী পাচ্ছে। সিডিউল্ড ট্রাইবসদের জন্য শতকরা ২৯ ভাগ আর সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য শতকরা ১৩ ভাগ কোটা চাকুরীর ক্ষেত্রে রিজার্ভ রয়েছে আমাদের। প্রতিটি নিয়োগের সময় তা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। আর যে সব ক্ষেত্রে সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং সিডিউল্ড কাস্ট এর লোক পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলি খালি রাখা হচ্ছে এবং যেদিন তারা পাশ করে বেরিয়ে আসবেন, সে দিনই তাদের চাকুরী দেওয়া হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সমালোচনা করার আগে এই সব ব্যাপার ভাল করে জেনে শুনে তাঁর বক্তব্য রাখলেই ভাল হত। আমার বক্তব্য হচ্ছে সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স এবং সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য যে রিজার্ভ কোটা আছে, তা পূরণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। আর যে সব ক্ষেত্রে প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলি খালি রাখা হচ্ছে, যাতে তারা পাশ করে বেরিয়ে আসলে চাকুরী পেতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে কখনও এই সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স এবং সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য যে কোটা ছিল সেটা পূরণ হয় নি এবং এমন কি তাদের প্রার্থী পাওয়া গেলেও তাদেরকে সেই চাকুরী

দেওয়া হয় নি, তাদের বঞ্চিত করে অন্যদের দেওয়া হয়েছে। কাজেই উনি হয়তো এই ব্যাপারটা স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তা স্বীকার করবে। (এ ভয়েস ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ এখনও অনেক সিডিউল্ড ট্রাইব্স বেকার আছে, আপনি এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জে খুঁজ করে দেখুন) আমি কি বলেছি যে কোন বেকার নেই? বেকার আছে। তারপর ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে আগে ড্রেস দেওয়া হত, আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেটা অনেক ক্ষেত্রে সুইটেব্যল হয় না, তাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সর্ব প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তাদেরকে আমরা ক্যাশ টাকা দিয়ে দেব। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার আরও যাতে প্রসার ঘটে, তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছে—যেমন গত বছর ১৫৪ টা প্রাইমারী স্কুল আমরা নুতন করে করেছি, সেগুলির শতকরা ৯০টিই ইন্টেরিয়ার এলাকাতেই করা হয়েছে যেখানে নাকি প্রাইমারী স্কুলের কোন সুযোগ সুবিধা আগে ছিল না। এবারও আমরা আরও ২৫৫টি স্কুল করব বলে বাজেটে বরাদ্দ করেছি, এবং আশা করছি যে সেগুলি কারেন্ট ইয়ারের মধ্যে আমরা করতে পারব। তারপরে সিনিয়র বেসিক স্কুল গত বছরে ১২টি দেওয়া হয়েছে এবারে আমরা ২৫টি জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করতে পারব। লাস্ট ইয়ারে আমরা ১৯টি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করেছি, তার মধ্যে ১৪টি করা হয়েছে একেবারে গ্রামের মধ্যে। কাজেই যদি কেউ বলে যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের দিকে নজর দিচ্ছে না, তা ঠিক হবে না, (শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া তৈইদুতে হয় নি) হ্যাঁ, সেখানেও হবে। আমরা আরও কয়েকটা স্কুল দিচ্ছি, তৈদু কেন, তৈদুর মত আর যে জায়গা আছে, যেমন দামছড়া, সেখানেও হবে। আমরা আরও ঠিক করেছি যে আমরা একটা নাইট কলেজ করব। এছাড়া আমরা ৩টা ডিস্ট্রিক্টে ৫টা কলেজ করব, অবশ্য এগুলির জন্য ঘরের অভাব আছে, তবুও আমরা ঠিক করেছি যে টেম্পোরারী হলেও আমরা এই বছরের মধ্যে সেগুলি স্টার্ট করব। তারপরে এডাল্ট লিটারেসি--গত বছরে এজন্য আমরা ১৫টা দিয়েছি এবারও আরও কিছু দেওয়া হবে, আই, সি, ডি, এসের দুটো স্কীম খোলা হয়েছে সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশী করে করা যায় কিনা। ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্যেও আমরা কিছু কাজ করিয়েছি, আমরা ৫০০এর মত বালোয়ারী স্কুল স্থাপন করেছি। এই ক্ষেত্রে ট্রাইবেল মেয়েদের জন্য আমরা ১২,৩৪০ টাকা খরচ করেছি, এবারেও আমরা রাখছি যাতে করে তাদেরকে বেশী করে এন্কারেজ করা যায়। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে গরীব মানুষ যারা, যারা সবচেয়ে অবহেলিত, তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা আমাদের পরিকল্পনাগুলি করেছি এবং পরিকল্পনা মত-আমরা সেগুলি এই বাজেটের মধ্যে রেখেছি, যাতে কাজগুলি করতে পারি। তবুও তারা কাট মোশানের বলতে উপর গিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন যেমন চার ঘরিয়া স্কুলের ফার্ণিচারের জন্য স্পেশাল টাকা দিয়েছি। যদি এখনও সেই টাকা খরচ না হয়ে থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্যকে আমি বলব, তিনি যেন আমাদের উদয়পুর অফিসে এই সম্পর্কে খুঁজ খবর নেন। (শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—উপজাতিদের

জন্য এই কি আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে খরচ করার জন্য টাকা দেওয়া হল, অথচ সে টাকা আদৌ খরচ করা হল না, আর আমরা তার জন্য খোঁজ নেব ?) ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছেন, উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংগে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক প্রার্থক্য। সাম্যবাদ এত তাড়াতাড়ি আসে না, কেন না, রাতারাতি তো সব কিছু করে ফেলা যাবে না। সারা পশ্চিমবঙ্গকে তো রাতারাতি কলকাতায় পরিণত করা যাবে না, তেমনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যেও রাতারাতি আগরতলায় পরিণত করা যাবে না। কাজেই সাম্যবাদের অ, আ, ক, খ সমন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, তাদের সেটা উচ্চারণ না করাই ভাল। সাম্যবাদের কর্মসূচী রূপ দিচ্ছেন না বামফ্রন্ট সরকার সমাজের মধ্যে যারা নীচের দিকে পড়ে আছে, তারা যেন আর নীচের দিকে না যায়। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারও সে দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাচ্ছে, আর আমাদের প্রতিটি কাজই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর বলা হয়েছে যে ইন্টারভিয়ু ছাড়াই চাকুরী হয়ে যায়। ইন্টারভিয়ু ছাড়া কোথাও চাকুরী হয় না। এবার আমাদের শিক্ষা বিভাগে যে প্রাইমারী স্কুল টিচার নেওয়া হয়েছে, তাদের জন্যও ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয়েছে। শুধু পরীক্ষা আর টেষ্ট নিলেই ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয় না। আমরা রেডিও এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করেছি যে দরখাস্তের মধ্যে যে বিষয়গুলি চাওয়া হয়েছে, সেগুলি ভাল ভাবে পূরণ করতে হবে, তাতে নানা রকমের তথ্য চাওয়া হয়েছিল। কাজেই ইন্টারভিয়ু দুই রকমে নেওয়া যেতে পারে, একটা হচ্ছে মেরিট টেষ্ট করে অথবা পরীক্ষা নিয়ে আর একটা হচ্ছে প্রার্থীদের কাছে কতগুলি বিষয় জানতে চেয়ে। কাজেই ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয় নি এই কথাটা ঠিক নয়, আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইন্টারভিয়ু নেওয়ার সমস্ত কাগজ পত্র আছে। (শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া--ইন্টারভিয়ু নেওয়া হবে তো আপনার ছেলের চাকুরী হবে কি করে ?) এটা ঠিক নয়। কোন ট্রাইবেল ছেলেই মেট্রিক পাশ করে বসে থাকবে না, আগামী এক বছরের মধ্যেই সবার চাকুরী হয়ে যাবে।

কিছু ট্রাইবেল মেট্রিককে আমরা ইচ্ছা করে নেই নাই। যেমন বালোয়ারী স্কুলে মেয়েদের নেওয়া হয়েছে। এমন কি মেয়েদের যারা মেট্রিক পাশ বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ তাদের নেওয়া হয় নাই। আলাদা পোষ্ট তৈরী করা হয়েছে এবং সেখানে নন-মেট্রিকদের নেওয়া হয়েছে। এর কারণ আমাদের ৭২টি ককবরক মাষ্টারের পোষ্টে হায়ার সেকেণ্ডারী নয় রেড ইন ক্লাস টেন ওয়াজ এলিজেবল কাজেই সেখানে আমরা মেট্রিক পাশ ইচ্ছা করেই নেই নাই। পরবর্তী সময়ে প্রাইমারী টিচার এবং সুপারভাইজার, ইনস্ট্রাকটার এইসব পোষ্টগুলো যা আমার এডুকেশান ডিপার্ট-মেন্টেও আছে তখন তাদের নেওয়া হবে। কাজেই এই হচ্ছে আমাদের পলিসি। কাজেই মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের জানাচ্ছি যে ট্রাইবেলদের সম্পর্কে তাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। আজ যে ট্রাইবেল বলে চিৎকার করছেন তাদের জানা উচিৎ যে দল আজকে বামফ্রন্ট সরকারে বসে আছেন তাদের চেয়ে বড় ট্রাইবেল দরদী ত্রিপুরা রাজ্যে আর কেউ নেই। আর বাকী যে দলগুলি আছে তাদের ভুমিকা অনেকটা মাসীর দরদের মতো। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী হতে পারেনা। নইলে ট্রাইবেল

অটোনোমাস ডিস্টিক্ট কাউন্সিলকে বানচাল করার জন্য আমরা বাঙ্গালী দল যখন মিছিল করে তখন জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাদের প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য বামফ্রন্ট মিছিল ও জনসভায় সরকারী বক্তব্য হাজির করতে চান জনগণের সামনে। যখন বামফ্রন্টের ডাকে জনসভা ও মিছিল হয় তখন ট্রাইবেল দরদী উপজাতি যুব সমিতি থেকে বলা হয় যে তোমরা মিছিলে যেও না। একটা গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য এইসব বলা হয়েছে। এই ভাবে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন না। এই ভাবে ট্রাইবেলদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের ভেঙ্গে টুকরা টুকরো করে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন না। আমার ডিমাণ্ডের উপর সমস্ত কাটমোশানের বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডগুলি পাশ করার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে ডিমাণ্ডগুলি উপস্থিত করেছি, তার সমর্থনে এবং বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা যেসব বক্তব্য রেখেছেন, সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। পুলিশের কাজ খুব কঠিন কাজ। আগে পুলিশের প্রধান কাজ ছিল মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপদে রাখা। কিন্তু তখনকার ক্রাইমসের যে চেহারা ছিল, এখনকার দিনের ক্রাইম তার চেয়ে অনেক ব্যাপক। রাজনৈতিক অপরাধ দিন দিন বাড়ছে, অর্থনৈতিক অপরাধ দিন দিন বাড়ছে এবং সামাজিক অপরাধও দিন দিন বাড়ছে। এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কুফল। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের জীবনের নৈতিক দিক সেটাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক অপরাধ সর্বত্র বাড়ছে। এরজন্য খুব দূরে যেতে হবেনা। আগরতলা সহরে যারা এই সমস্ত ছিন্তাই করছে বা বিভিন্ন রকম সামাজিক অপরাধ করছে, তারা কিন্তু ঐ রিক্সা শ্রমিক নয়। তারা হচ্ছে আমাদের ঘরের ছেলে, শিক্ষিত বেকার যুবক। সেই সমস্ত ছেলেদের অপসংস্কৃতি আঘাত করেছে তাদের সমস্ত জীবনকে। তারাই এই সমস্ত অপরাধ করছে। সেই দিক থেকে পুলিশকে বিরাট দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। বৃটিশ-এর আমলে পুলিশ যে কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করত, পরবর্তী সময়ে কংগেস সেই শোষক গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পুলিশ সাহায্য করেছে। সেজন্য পুলিশের জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অনেক কদর্য্য কাজের মধ্যে পুলিশকে লিপ্ত করানো হয়েছে। তাদের সরকার ছিল কংগ্রেস। তাদের সমস্ত নোংরাকাজে সাহায্য করে পুলিশ তাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট করেছে। সেখান থেকেই বামফ্রন্টের কাজ সুরু হয়েছে। বামফ্রন্টকে একটা বিপরীতমুখী কাজ দিয়ে সুরু করতে হয়েছে। সেজন্য আজকে সবচেয়ে গরীব অংশের মানুষের মধ্যে যেমন পুলিশ জনপ্রিয় হচ্ছে, তেমনি কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের শোষনের রাস্তাগুলি নষ্ট হচ্ছে। আগের মত পুলিশকে ব্যবহার করতে পারছেনা বলেই আজকে তারা ক্ষিপ্ত হচ্ছে। এটাই বাস্তব সত্য। নীচের তলার পুলিশ যারা কনস্টেবল, তারা অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। ইল পেইড তাদের অত্যন্ত

অল্প পয়সায় রাখা হতো। তাদের কোন রকমের বাসস্থানেরও ব্যবস্থা ছিলনা। আজকে অমুক জায়গায় যেতে হবে, চট করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, তার ব্যবস্থা শাসক গোষ্ঠী করতেন না। এমন কি পুলিশ রিজার্ভ -আগরতলা সহরে গিয়েও দেখতে পাবেন। আমরা তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারি নাই। সেখানে ন্যূনতম যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত, সেগুলিও আগেকার সরকার পুলিশকে দিতেন না। শুধ তাই নয়, ব্যক্তিগত কাজে চাকরের মত তাদের ব্যবহার করা হত। আবদালী আইনে আছে যেটা আমি আগে জানতাম না যে, তাদের জুতা সাফ করা, এটাও তাদের অফিসিয়েল ডিউটি। কংগ্রেস সরকার ইংরাজ রাজত্বের আইন চালু করে, সাধারণ পুলিশ দিয়ে অফিসারদের জুতা সাফ করিয়েছে। এই অবস্থায় রাখা হয়েছিল পুলিশকে। আমরা সেখান থেকে পুলিশকে টেনে তুলেছি। তাদের আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। সম্ভবত আমরাই প্রথম তাদের ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস থ্রী স্টেটাস দিয়েছি। অবশ্য আমি বলছি না যে ক্লাস ফোরদের কোন মর্যাদা নেই। মর্যাদা তাদের আছে। কিন্তু সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক যে মর্যাদাবোধ—আমরাও নাগরিক—সেগুলি আমরা তাদের দিয়েছি। আমরা তাদের লিভিং কণ্ডিশানগুলি যতটুকু সম্ভব সার্ভিস রুলে ইনক্লুড করার ব্যবস্থা করেছি।

আমি কয়েক দিন আগে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে এই পুলিশের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দিক, বিভিন্ন অধিকারের দিক, এটা ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই যে সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এটার একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল। ব্যাকগ্রাউণ্ড হল সারা ভারতবর্ষে একমাত্র ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এবং আরও দুই একটি ছোটখাট এলাকা ছাড়া, সমস্ত জায়গায় পুলিশের বিক্ষোভ বিভিন্নভাবে সেখানে প্রকাশ পাচ্ছিল। কোন কোন জায়গায় নিয়ম শৃঙ্খলার বাহিরে পুলিশ চলে গিয়েছিল। তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। বাম-ফ্রন্ট সরকার যে-সব সুযোগ সুবিধা এখানকার কনস্টেবলদেরকে, এখানকার পুলিশকে দিয়েছে, অনেক রাজ্যই সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা কল্পনাও করতে পারে না যে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পুলিশকে দেওয়া যায়। সেখানে অবশ্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটা এখনও আমরা কার্য্যকরী করতে পারি নি। আমরা সেগুলি খুব শীঘ্রই কার্য্যকরী করব। যেমন ছুটি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে পুলিশ কোন ছুটি পায় না। সপ্তাহে ছুটি নেই। কেজুয়েল লিভ নেই বা অন্যান্য কোন রকম লিভ নেই। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, একটা পুলিশ কমিশন বসেছিল। সেই পুলিশ কমিশন যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তাদেরকে ছুটি দিতে হবে। তাদেরকে কেজুয়েল লিভ এবং অন্যান্য লিভ তাদেরকে দিতে হবে। এটা আমাদের সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন। তেমনি তাদের থাকার ব্যবস্থা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, আমরা টাকা পেলেও, সেই টাকা খরচ করতে পারি না, সিমেন্ট, ষ্টিল ইত্যাদির অভাবে এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য। সেগুলি আমরা সম্মেলনে আলোচনা

করেছি যে, ঘরবাড়ী আমরা করাতে চাই। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অতিরিক্ত বরাদ্দ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তেমনি পুলিশের পোষাক ইত্যাদি ঠিক রাখার জন্য কোন ভাতা আমরা দিতাম না, অনেক রাজ্যই দিত না। সেখানে একটা ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব পুলিশ কমিশন করেছে এবং সেই সমস্ত প্রস্তাব আমরা আমাদের মন্ত্রীসভার বৈঠকে বসে বিবেচনা করে দেখব। কাজেই তাদের যে সমস্ত সুপারিশ, সেই সমস্ত সুপারিশ গুলি আমরা বিবেচনা করে দেখব। মাননীয় সদস্যদের জানা আছে, আমরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পুলিশকে দিচ্ছি, সেগুলি অনেক রাজ্যই দিচ্ছে না। একমাত্র পশ্চিমবংগ আর ত্রিপুরা ছাড়া এই রেশনিং অ্যালাউনস অথবা পশ্চিমবঙ্গের মত সস্তায় রেশন সাবসিডাইসড রেটে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা অন্য কোন রাজ্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত কর্মচারী আছেন, তাঁদের থেকে পুলিশকে আলাদা করে দিচ্ছি। পুলিশ কমিশন তার মন্তব্যে লিখেছেন, যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মত বা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মতন তাদের দায়িত্ব, তাদের কর্তব্য এইটা মনে করলে ভুল হবে। ওরা বলছে যে, এরা টেকনিকেল ওয়ার্কাসদের মত, কিন্তু যে সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে তাদেরকে টেকনিকেল ওয়ার্কাস হিসাবে গণ্য করে নি। কিন্তু নিশ্চয়ই অন্যান্য কর্মচারীদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে বিবেচনা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার কথা, সেই সম্মেলন থেকে ঘোষিত হয়েছে সেগুলি আমরা তাদের কাছে পেঁছাবার ব্যবস্থা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুব আনন্দের কথা, গৌরবের কথা যে এখানকার পুলিশ এবং এখানকার বামফ্রন্ট সরকার শুধু পুলিশকে নয়, কনেষ্টবলকেও ইউনিয়ন বা সমিতি করার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে। আমরা তাদের সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আগে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং তারা আমাদেরকে সমস্ত রকমের কাজে সহযোগীতা করেন। তাছাড়া আরও দুইটা পুলিশের সংগঠন রয়েছে, আই. পি. এস-এর সংগঠন রয়েছে, একটা গেজেটেড পুলিশ অফিসার-এর তাদের একটা সংগঠন রয়েছে। তাদের সাথে একনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা রক্ষা করে কাজ আমরা করছি। অতীতে পুলিশকে-বিশেষ করে কংগ্রেস সরকার, নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতেন। আমরা এই কথা জোর করে বলছি যে, বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে একমাত্র সরকার, যে পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করে নি। মাননীয় সদস্যরা একটা ঘটনাও উপস্থিত করতে পারবেন না যে, বামফ্রন্ট সরকার বা মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি, পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে পুলিশের সামনে আমাদের অফিস তচনছ করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে কোন জায়গায়, কোন রকমভাবে পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। এটা মনে রাখা দরকার মাননীয় সদস্যদের যে কোন সময় পুলিশের উপর কোন এম. এল. এ বা কোন পার্টির লোক হস্তক্ষেপ করুক, এটা বামফ্রন্ট সরকার চায় না। কোন জায়গায় যদি এই রকম ঘটনা বের করে দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ

করতে দিতে হবে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলছেন যে, অপরাধীদেরকে খোঁজে বের করা হচ্ছে না। আমি আগেও বলছি, এখনও বলছি, যে বিভিন্ন জায়গায় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু এত দ্রুত এই বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ আসামী-দেরকে খোঁজে বের করছে, গ্রেপ্তার করছে, সে যে কোন দলের হোক না কেন, এরকম এর আগে ঘটে নাই। একথা কেউ বলতে পারবেন না যে, সি. পি. এমের সমর্থক ধরা পড়ছে না, শুধু কংগ্রেস আর আমরা বাংগালী দলের আসামীরাই ধরা পড়ছে। এরকম কোন দৃষ্টান্ত তারা দিতে পারবেন না। পুলিশ আসামীকে ধরে আদালতে দিচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, গুরুতর অপরাধে অপরাধী আসামীকে আদালত জামীন দিয়ে দিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের করার কিছু নেই। কারণ বিচার বিভাগ হচ্ছে আলাদা। পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের হাতে তুলে দেওয়া। হয়তো মার্ডার কেসের আসামী, সে সংগে সংগে জামীন পেয়ে গেল। এখানে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই। বিচার বিভাগ আলাদা করে দিয়েছে। সেখানে আদালত যদি রেড্ কেসের আসামীকেও জামীন দিয়ে দেয়, রাজ্য সরকারের কিছু করনীয় নেই। রাজ্য সরকার শুধু হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। কাজেই আমাদের পুলিশ এখানে কাজ করছে না, এটা ঠিক নয়। অনেক অসুবিধার মধ্যে পুলিশকে কাজ করতে হয়।

একজন সদস্য এইখানে বলেছেন যে ধর্মনগরের মত জায়গায় পুলিশ অফিসার অ্যানকোয়ারীতে যেতে পারছেন না, গাড়ীর অভাবে। ধর্মনগর একটি দীর্ঘ শহর। সেখানে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সেখানে অপরাধের সংখ্যা অন্যান্য এলাকা থেকে বেশী। সেখানে গাড়ী না থাকাতে অ্যানকোয়ারীতে যেতে পারছেন না। অনেক জায়গায়ই হয়তো দেখবেন, একজন কি দুইজন অফিসার রয়েছেন। একজন অফিসার তদন্তে গেলে, আর কোন অফিসার থাকেন না। কাজেই তাড়াতাড়ি যেতে পারলেন না। যেখানে গাড়ীও নেই অফিসারও নেই, সেখানে যাবে কি করে? কাজেই মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে, সেখানে কিছুই ছিল না। আমরা সমস্ত অব্যবস্থাগুলি দূর করতে চেষ্টা করছি, যাতে প্রত্যেক থানায় একটি করে গাড়ী দিতে পারি। প্রত্যেক থানায় যাতে আরো বেশী নীচু তলার অফিসার থাকেন, তারা দ্রুত গিয়ে যাতে সেই সমস্ত জায়গার রিপোর্ট নিয়ে আসতে পারেন এবং দুমাসের মধ্যে ফাইন্যাল রিপোর্ট, সে খুনের ব্যাপারেই হউক, আর অন্য কোন ব্যাপারেই হোক যাতে রিপোর্ট তৈরী হতে পারে, সেজন্য পুলিশকে আরো ভালভাবে সাজানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, আগে কি হতো এইখানে। বিচারাধীন কয়েদীদের পড়ে থাকতে হত দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত। আজকে আমরা জোর গলায় বলতে পারি, ভারতবর্ষের যে চিত্র, তার তুলনায় ত্রিপুরার চিত্র অনেক ভাল। এখন আমরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচার করে কয়েদীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশের দুর্বলতা নেই সে কথা আমি বলব না। পুলিশের দুর্বলতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছে, থাকতে পারে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করেন, সেগুলোকে গুরুত্ব না দেওয়ার কোন কারণ নেই। এটা মনে রাখতে হবে, একটা অতীত থেকে পাওয়া জিনিস,

১৮ মাসের মধ্যে সংশোধন করা যায় না, যায় না তার দৃষ্টি ভঙ্গী পাল্টাতে। কাজেই পুলিশের যারা বামফ্রন্টের দৃষ্টি ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন, যারা মনে করেন, এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায়, এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা যায়, এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়, তারা সমস্ত রকমের চেষ্টা করছেন, যাতে এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। একদিকে যেমন আমরা দেখছি, বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তেমনি যে সমস্ত দপ্তর তুলে দেওয়া হয়েছিল, ক্রাইমস্ দপ্তর, এই দপ্তরকে আমরা ঢেলে সাজিয়েছি। আরো কয়েকটি দপ্তর তুলে দেওয়া হয়েছিল-ভিজিল্যান্স, এন্টি করাপশন, এই দপ্তরগুলিকে আমরা ঢেলে সাজাচ্ছি, যাতে করে ক্রাইমসের দিকে নজর দেওয়া যায়, ভিজিল্যান্সের দিকে নজর দেওয়া যায়, এন্টি করাপশনের দিকে নজর দেওয়া যায় তার জন্য। এই সমস্ত ব্রাঞ্চগুলি যাতে এক সঙ্গে কাজ করতে পারে, তার জন্য ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা যদি সময় ও সুযোগ দেন, তাহলে এই সমস্ত কাজের আরো উন্নতি দেখাতে পারব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে সমস্ত অভিযোগ পাই, মাননীয় সদস্যরাও লেখেন, লেখেন না তা নয়, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে, কোন অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে এলে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করা হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে যে কোন রিপোর্ট কাগজে বেরুলে, সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্ট সম্পর্কে সত্যিকারের যে খবর বেড়িয়ে আসে, সেগুলিকে আমরা সংবাদ পত্রে দিই, যাতে করে ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে জনগণ। পত্রিকার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তারা যাতে বিভ্রান্ত না হয়। কাজেই এই কথা নয় যে, বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব তথ্য আনেন, তার তদন্ত করা হয় না। এমন কি কংগ্রেস, কংগ্রেস আই, জনতা দল, যে সমস্ত রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠান, দিল্লী থেকে আমাদের কাছে সেই রিপোর্ট আসলে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করে তার রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠিয়ে দিই। কাজেই দলীয় ভিত্তিতে অপরাধীর বিচার করা হয় না, সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধীকে অপরাধী বলেই বিচার করা হয়, কোন্ দলের অপরাধ তা দেখে অপরাধীর বিচার করা হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—ত্রিভেন সরকারের নামে কি প্রচার করা হয়েছে? তাঁকে কে মেরেছে? প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কি বলা হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য ভুলে গেছেন, আমি তখন এইখানে ছিলাম না। আমি এইখানে আসার পর তথ্য আনিয়ে সেই তথ্য আমি প্রেস কনফারেন্সে দিয়েছি যে তাঁকে পুলিশ মেরেছে। মাননীয় সদস্য না জানতে পারেন। এটা পুলিশ জানে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। কাজেই সেই সংবাদকে মনে রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা মনে রাখতে হবে যে, আজকে শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা ভারতবর্ষে একটা লড়াই চলেছে। সে লড়াই চলছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী ও আধা ফ্যাসিস্ট বাদীর লড়াই। যে কোন রাজ্যের দিকে তাকান, তাহলেই দেখতে পাবেন, এই লড়াই চলছে রাজ্যে রাজ্যে। আজকে কেন দল ভেঙ্গে যাচ্ছে? জনতা কংগ্রেস কেন ভেঙ্গে যাচ্ছে? এই একটা প্রশ্নের উপরেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুই কংগ্রেসকে একত্র করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত

সঞ্জয় গান্ধী আসলো, যে মুহূর্ত নেতৃত্বের প্রশ্ন দাঁড়াল সে মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে সড়ে যাচ্ছে সবাই। তাঁরা বলছে, আর নয়, আর স্বৈরাচারীর হাতে পড়তে দেওয়া যাবে না। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যারা যাচ্ছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যারা হাত মিলাতে যাচ্ছিলেন, তাঁরা ফিরে এসেছেন। তারা বলছেন যে, তাঁরা আলাদা কংগ্রেস করবেন, তবু ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যাবেন না। কাজেই মাননীয় সদস্যকে বুঝতে হবে, সারা ভারতবর্ষে যে সংগ্রাম, তা হচ্ছে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কালকে আমরা একটা মিছিল করব মন্ত্রীরা সভা করবেন. তার প্রস্তুতি কি হচ্ছে? না কোথায় পুল ভাঙ্গতে হবে, কোথায় পাহাড় থেকে ঢিল ছুড়তে হবে, কোথায় লোকদের আটকাতে হবে, কোথায় লাঠি সোটা, তীর ধনুক নিয়ে মিছিলকে ভাঙ্গতে হবে। অমরপুরে রকম হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়। তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোনটা গণতন্ত্র? তাঁরা তো কালকে মিটিং করেছেন লাঠি নিয়ে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কোন কর্মী, সি, পি, এম এর কোন কর্মী তো সেখানে যায় নি। মাননীয় সদস্যরা লাঠি নিয়ে মিটিং করছেন, আগরতলা শহরে লাঠি নিয়ে মিটিং করছেন। সেখানে কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, আমরা বাঙ্গালী দল আক্রমণ করতে পারে। তার জন্য আমরা রাস্তায় রাস্তায় পাহাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তাঁদের লাঠি সোটা আনার জন্য পার্মিশান দিয়েছি। এরকম ঘটনা কেউ দেখেছেন এর আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে? কিন্তু কেউ যদি গণতন্ত্রকে অপব্যবহার করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায়, তাহলে বামফ্রন্ট সরকার তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাকে ক্ষমা করবেন না। যেখানে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা চাড়া দেবে, সেখানেই তাকে আমরা দমন করব। মনে রাখবেন, যে সমস্ত শক্তি এখানে কাজ করছে, নাশকতামূলক কাজ করছে, ধ্বংসাত্মক কাজ করছে, শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ করছে, যুব ফেডারেশনের কর্মীদের, অফিস থেকে টেনে এনে খুন করছে, তাদেরকে ত্রিপুরার মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। তারা গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়, বাঙ্গালীর স্বার্থে নয়, ত্রিপুরার স্বার্থে নয়, ত্রিপুরীর স্বার্থে নয়, তারা এখানে ফ্যাসিস্ট শক্তি কায়েম করার জন্য কাজ করছে। যে শাসন থেকে আমরা চলে এসেছি, তা কায়েম করার জন্য চেষ্টা করছে। এর পেছনে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কাজ করছে। মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা একটি সীমান্ত এলাকা। এটা একটা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাটি। মনে রাখতে হবে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘুমোচ্ছে না, সাম্রাজ্যবাদীরা কখনো ঘুমোয় না। তাদের চিনে রাখা উচিত। ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে আমরা দেখেছি, পাহাড়ের উপরে সেই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাটি করেছিল, সেখান থেকে গোয়েন্দগিরি করত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকা থেকে টাকা দেওয়া হত। এই সব কাজের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রীমতী গান্ধীকে টাকা দেওয়া হত আমেরিকা থেকে, যাতে কমিউনিস্টরা জিততে না পারে। আরও মনে রাখতে হবে যে ঐ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু শ্রীমতী গান্ধীকেই টাকা দেয় নি, সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলিকেই তারা টাকা দিয়েছে, এই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে রুখবার জন্য। এই সাম্রাজ্যবাদীরা

টাকা দেয় শুধু মুষ্টিমেয়-এর শোষণের রাজত্বকে কায়েম করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার, ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ-এর দায়িত্ব আছে তাদেরকে আঘাত করার। সেই দিক থেকে আমাদের পুলিশ আমাদেরকে সাহায্য করবে। সেই দিক থেকে গণতন্ত্র হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের শাসন যে নির্মম হবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ২।১ টি বিষয়, যেগুলি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা বলেছেন, সেগুলি আমি বলছি। একটা হচ্ছে সি, আর, পি সম্পর্কে। সি, আর, পি ত্রিপুরা রাজ্যে সব চেয়ে কম। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজ্য নেই যেখানে এক ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি আছে। একমাত্র ত্রিপুরায় এক ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি আছে। ১৯৭৪ইং সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে আমাদের টাকা দিতেন, ৭৪ইং সালের পর থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমরা দরবার করেছি যে, এই টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি আমরা বাজেটে রেখেছি এই আশা নিয়ে যে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দেবেন। বর্ত্তমানে যে আর, এ, পি আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সর্ত্তে টাকা দেন যে, অন্যান্য রাজ্য তাদের নিতে পারে। যেমন আগে আমাদের এখানে বিহার থেকে বি, এম, পি আসত। তেমনি রাজস্থান আর্মড পুলিশও আমাদের এখানে কাজ করছে এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের খরচও চেয়েছি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা দেন। কিন্তু আমরা একদিনও এই সমস্ত বাহিনী রাখার পক্ষপাতী নাই। আমরা বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, আমাদের নিজেদেরকে টি, এ, পি বাড়াবার সুযোগ দেওয়া হোক। আমাদের এখানে দুইটি ব্যাটেলিয়ান আছে। আমরা আরেকটি ব্যাটেলিয়ান খুলতে চাই। আমরা আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার সেই দিক থেকে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। মাননীয় সদস্যারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের বর্ডার এরিয়া দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ কি, মি,। বর্ডার ক্রাইমস, এই না যে, শুধু বর্ডার এরিয়াতে হচ্ছে। বর্ডার থেকে ১০ মাইল ভিতরে এসেও গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, ডাকাতি করছে, রাহাজানি করছে। খুন করে বর্ডার পার হয়ে চলে যায়। আমাদের অসংখ্য সমস্যা এই বর্ডারকে নিয়ে। কাজেই সমস্ত দিক থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব রয়েছে, আরও বি, এস, এফ দিয়ে বর্ডার এরিয়াকে শক্তিশালী করা। আরও বি, এস, এফ না দেওয়ার ফলে আমাদের বিরাট একটা শক্তিশালী বাহিনীকে এই বর্ডার এরিয়ার ক্রাইমস বন্ধ করার জন্য কাজে লাগাতে হচ্ছে। মাননীয় সদস্যারা নিশ্চয়ই জানেন যে দুটি বি, এস, এফ ব্যাটেলিয়ান-এর মাঝখানে আমাদের অনেক জায়গাতে আর, এ, পি ইউনিটকে লাগাতে হচ্ছে। যদি বি, এস, এফকে আরও শক্তিশালী করা যেত, তাহলে তাদেরকে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করা যেত। মাননীয় সদস্যারা বলেছেন যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল বিলটি এখন কোথায় আছে, আমরা জানিনা। ওটি যথাস্থানেই আছে। আমি বলে এসেছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রেসিডেন্ট'স এসেন্ট পাওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা আশা করছি শীঘ্রই এই বিলটি প্রেসিডেন্ট'স এ্যাসেন্ট পাবে। একস্ গ্রুজারস এলাউন্স সম্পর্কে মাননীয় সদস্যারা একটা ভুল জায়গা থেকে আক্রমণ

করার চেষ্টা করেছেন। এটাও তাদের অজ্ঞতার জন্য। কারণ তাঁরা জানেন যে, একস রুলারসরা যখন রাজ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেন, তখন তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই টাকা দেওয়ার পক্ষপাতী নই। আমরা বহুবার পার্লামেন্টে এই রাজন্য ভাতা বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব এনেছিলাম। কিন্তু যারা দিল্লীতে রাজত্ব করেন, তারা আগে কংগ্রেস ছিলেন, এখন জনতা। তাঁরা যদি সেই প্রস্তাব পাশ না করান, তাহলে রাজ্য সরকারের পক্ষে এই ভাতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তারপর তাঁরা ফায়ার সারভিসের কথা বলেছেন। অমরপুরে ফায়ার সারভিস নেই। আমার মনে হচ্ছে, তারা অমরপুরে গিয়ে ফায়ার সারভিস দেখতে পাবেন। ফায়ার সারভিসের জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি এসেছে। কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছে। বাড়ীও ঠিক হয়েছে। শুধু মাননীয় সদস্যদের উদ্বোধনের অপেক্ষায় এটি রয়েছে। তেলিয়ামুড়ায় যে ফায়ার সারভিস হবেনা, তা নয়। আমাদের সরকার পঞ্চায়েত পর্যন্ত ফায়ার সারভিস নিয়ে যাবার জন্য পরিকল্পনা করেছেন। ব্লক লেভেলে, বড় বড় বাজারগুলিতে যাতে ফায়ার সারভিস যেতে পারে, তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন অনুদান দেবেন, তেমনি আমরা পরিকল্পনাটি রূপায়ণ করব। মাননীয় সদস্যরা এখানে পেপার মিল সম্পর্কে বলেছেন। এটা ঠিকই যে পেপার মিল আগের মন্ত্রিসভা শুরু করেন। তার পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রজেকট রিপোর্ট, তাঁরা তৈরী করেন, তারজন্য প্রায় ১৩।১৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তারপর ইরাণের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়। ইরাণে গোলমাল হওয়ার ফলে সেই চুক্তি টারমিনেট হয়ে যায়। তারপর এটি একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছে। পেপার মিল সম্পর্কে যখন আমরা বলেছিলাম, তখন প্ল্যানিং কমিশন আমাদেরকে বলেছেন যে, এটা স্টেট লেভেলে করলে প্লানটি আপসেট হয়ে যাবে। ২০০ কোটি টাকা যদি একটা মিলে চলে যায়, তাহলে বাজেটের সমগ্র প্ল্যানের টাকাটা ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলবে। কাজেই তারা বলেছেন সেন্ট্রাল প্ল্যানে যাতে এইটা হয়, তারজন্য তারা চেষ্টা করবেন তারপর কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে যখন আমার সর্বশেষ দেখা হয়েছে, তখন তিনি আমাকে বলেছেন যে ৭ দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি আমাকে এ কথাও বলেছেন যে জিনিসটি এখন খুটিনাটি দেখবার পর্যায়ে রয়েছে। আমরা সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার আমলে যারা প্রজেকট রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন, সেই সমস্ত কনসালট্যান্টদের এগ্রিমেন্ট আমরা বাতিল করে দিয়েছি। এখন আবার নূতন করে আমাদের প্রজেকটটিকে আপগ্রেড করতে হবে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে এটিকে আপগ্রেড করতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষে বর্তমানে কাগজ সংকট চলছে। যে সমস্ত কাগজ কলগুলি আছে, সেগুলি চাহিদা মেটাতে পারছেনা। এই অঞ্চলে আরও নূতন করে তিনটি কাগজ কল হচ্ছে। কাজেই এমন নয় যে কাগজ কলের প্রয়োজন নেই। র-ম্যাটেরিয়েলস এর দিক থেকে এই অঞ্চল হচ্ছে ভাল। কাজেই ত্রিপুরায় একটি নয়, দুইটি কাগজ কল হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারনা। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যদি চান, তাহলে পরে আমরা নিশ্চয়ই এখানে কাগজ কল দেখতে পাব। আপনারা মন্ত্রিসভার

হাতকে শক্ত করুন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—ডিসকাশন অন ডিমাণ্ডস ইজ ওভার। নাউ আই এ্যাম পুটিং দি ডিমাণ্ডস এণ্ড কাটমোশানস টু ভোট ওয়ান বাই ওয়ান।

Mr. Speaker :—Now the Questions before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,54.000 exclusive of charged expenditure of Rs. 4,88,000/-inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979, be granted to depray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980. in respect of Demand No. 2. (Major Head 213—Council of Ministers-Rs. 4,54,000)

It was put to voice vote and passed.

Now the Question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 47,83,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 4,82,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 3. (Major Head 214-Administration of Justics Rs. 38,08,000) (Major head 215-Election-Rs. 7,88.000) Major Head 265-other Administrative Services-Rs. 1,87,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs, 11,40,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 2,30,00,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 7 (Major Head 254—Tresury and Accounts Administration—Rs. 11,40,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri "Harinath Deb Barma that the amount of the Demand No 9 be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Guest Houses Govt. Hostel etc."

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 67,17,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted the defray the charges which will come, in course of

payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand no. 9 (Major Head 252—Secretariat General Services—Rs 58,19,000) (Major Head 265—Other Administrative Services (Vigilance & Enquiry Commission)—Rs. 3,65 000) (Major Head 265—Other Administrative Services —(Guest House, Govt. Hostel etc. Rs. 4,73,000) (Major Head 295—Other Social and Community Services (Celebration of Republic Day)—Rs. 60,000)

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 11 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy under laying the Demand viz. Disapproval of the Criminal investigation policy of the Government.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 11 be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on travel expenses."

It was to voice vote and lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand No. 11 be reduced by Rs. 5/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on criminal investigation and vigilance."

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that amount of the Demand No. 11 be reduced by Rs. 5,00,00,000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to control ond eliminate wasteful expenditure on contribution.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Drao Kr. Reang that the amount of the Demand No. 11. be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that Need to establish or open a new Fire Service Centre at Teliamura and Amarpur".

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 14,42,19,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980. in respect of Demand No. 11 (Major Head 255—Police—13,17,31,000) (Major head 260—Fire Protection and control—Rs, 34,50,000) (Major head 265--other Administration Services—(Civil Defence)—Rs. 2,63,000) (Major Head 265—Other Administrative Services (Home Guards) Rs. 58, 35,000). (Major Head 344—Other Transport and Communication Services (Wireless Planning & Co-ordination) Rs. 29,40,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker ;—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that sum not exceeding Rs. 1,57,00,000 inclusive charged expenditure of Rs. 5.44,70,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 48 (Major Head 766—Loans to Government Servants—Rs. 1 57,00.000)

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House that the motion moved by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the Demand No. 16 (Major Head-277) be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Education. (Sub-plan)

It was put to voice vote and lost.

"Now the question before the House that the motion moved by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the Deamand No. 16 (Major Head-277) be reduced by Rs. 100/- to repressent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on books and Journals."

It was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker —"Now the question before the House that the motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand No. 16 (Major Head-277) be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that

Need to establish a new Secondary School or High School at Taidu (Amarpur).

It was put to voice vote and lost.

'Now the question before the House that the Notice moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand No. 16 (Major Head 277) be reduced by Rs. 100/- ventitolate the specific grievance that.

Need to supply furniture at Toihorchwng Jr. Basic school under Udaipur Sub-division.

It was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—"Now the question before the House that the motion moved by Shri Drao Kr. Riang that the amount of the Demand No. 16 (Major Head-277) be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to have furniture at Ampinagar High School,

It was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the that motion moved by the Hon'ble Education Minister that sum not exceeding Rs. 11.77.69,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 16 (Major Head 265 - Other Administrative Services (Gazetter and Statistics Memoirs) Rs. 85,000) (Major Head 277 Education Rs. 11,54,28,000) (Major Head 278-Art and Culture Rs. 7,56,000) (Major Head 299 Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes) Rs. 15,00,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker— 'Now the question before the House that the motion moved by Shri Drao Kr. Riang that the amount of the Demand No 17 (Major Head-277) be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be affected on the Particular matter viz:

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on special education

It was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Education Minister that sum not exceeding Rs. 1,62,43,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980 in respect of Demand No. 17 (Major Head-277 Education Rs 92,41,000) (Major Head 278 Art and Culture Rs. 10,83,000) (Major Head 288 Social Security and Welfare (Social Welfare) Rs. 59,19,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Nagendra Jamatia Demand No. 23 (Major Head 288) that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz.

Disapporoval of Government policy in respect of Autonomous District Council.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia Demand No. 23 (Major Head—288) that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz.

Disapproval of Government policy in respect of financil assistance to Tribal patients".

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Harinath Deb Barma, Demand No. 23 (Major Head 288) that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be affected on the particular matter : Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Boarding House stipends.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Harinath Deb Barma. Demand No. 23 (Major Head 288) that the amount of the Demand be reducted by Rs.1000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on R. C. C. wells and tube wells on tribal areas.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Drao Kumar Reang. Demand No. 23 (Major Head 288) that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be affected on the particular matter :—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on stipends to trinees at I. T. I.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion movod by Shri Ratimohan Jamatia, Demand No. 23, (Major Head—288) that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter :—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on settlement of Jhumia in Project.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 23, (Major Head—276) that the amount of the Demand be reduced by Rs. 15,000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter :—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on research and training and establishment of research wing (Centrally sponsored Scheme).

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 23 (Major Head—288) that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter .—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Rest House equiptments.

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Education, Food & etc. Departments that a sum not exceding Rs. 3,44,93,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account). Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 23 (Major Head 276) Secretariat. Social and Community Services—(Directorate of Tribal Research)—Rs. 1,60,000/- (Major Head 288—Social Security and Welfare—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes—including Autonomous District Council—Rs. 3,03,50,000/-). (Major Head 309—Food and Nutrition—Special Nutrition Progromme—Rs. 39,83,000/-).

It was put to voice vote and passed

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Minister for Education, Food and etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 40,90,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1979] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 24 (Major Head 288—Social Security and Welfare (Civil Supply)—Rs. 4,20,000) (Major Head 309—Food and Nutrition—Food Section—Rs. 36,70,000/-

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 3,08,04,000/- [inclusive

of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Actount), Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 13, (Major Head 247—Other Fiscal Services—Promotion of Small Savings—Rs. 94,000/-) (Major Head 265—Other Administrative Services—Addl. D. A. and Pay Commission Rs. 2,00,00,000/-) (Major Head 265—Other Administrative Services (State Lottery Estt. charges)—Rs. 1,11,000/-) (Major Head 266—Pension and other Retirement benefits—Rs. 75,00,000/-) (Major Head 268—Miscellaneous General Services (State Lottery—Payment to Agent, Prize Money etc.)—26,49,000/-)(Major Head 288—Social Security & Welfare (Insurance Scheme)—Rs. 1,00,000/- (Major Head 295—Other Social ond Community Services—Rs. 3,50,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Printing & Stationery Department, that a sum not exceeding Rs. 34,45,000, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 13, (Major Head 258—Stationery and Printing—Rs. 34,45,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the Cut-Motion moved by Shri Nagendra Jamatia that "the amount of the Demand No. 25—268, be reduced by Rs. 2,00,000 lakhs to represent the economy that can be affected on the particular matter viz. Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on allowances to the families and dependents of Ex-rulers".

It was put to voice vote and lost.

Now the Question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 2,50,000, [inclusive of the sums specifed in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 25 (Major Head 268—Miscellaneous General Services. (Payment of allowances to the families and dependents of Ex-rulers)— Rs. 2,50,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Relief & Rehabilitation Departments, that a sum not exceeding Rs. 4,60,000, [inclusive of the sums specified in

column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social Security & Welfare (Relief and Rehabilitation of displaced persons—Rs. 4,60,0(10).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Education Department, that a sum not exceeding Rs. 20,000, [inclusive sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill], 1979, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 4, (Major Haed 677—Loans for Education, Art and Culture—Rs. 20,000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Co-operative Department, that a sum not exceeding Rs. 25,91,000, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 40 (Major Head 498—Capital outlay on Co-operation Rs. 21,25,000) (Major Head 698—Loans to Co-operative Societies—Rs. 4,66,000).

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Food Department, that a sum not exceeding Rs 6,00,00,000, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1980, in respect of Demand No. 42 (Major Head 509—Capital outlay on Food and Nutrition-Rs. 6,00,00 000).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for P. W. Department, that a sum not exceeding Rs 6 20,000, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 t March, 1980, in respect of Demand No. 42 (Major Head—538-Capital outlay on Roads and Water Transport Services—Rs. 69,20,000).

It was put to voice vote and passed.

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (লেজিসলেশান)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকালচার‍্যাল ইনডেটনেস্ রিলিফ বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৭৯) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Biren Datta—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Agricultural Indebtness Relief Bill, 1979 (Bill No. 9 of 1979).

(The Motion was then put and carried by voice vote). The Bill was introduced.

মিঃ স্পীকার ঃ – আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি যে এই বিলের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্যে 'নোটিশ অফিস' থেকে।

বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির সংশোধিত

রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির সংশোধিত রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা। আমি এখন মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে রিপোর্টটি পেশ করতে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১লা জুন থেকে ১১ই জুন, ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি যে সংশোধিত সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট আমি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পিকার ঃ—এখন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(মোশনটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার— রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

ইনট্রডাকশান, কনসিডারেশান এ্যাণ্ড পাসিং অব দি এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৭৯)

মিঃ স্পিকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৭৯)" উত্থাপন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

মহোদয়কে অনুরোধ করছি। বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the 'Tripura Appropriation Bill, 1979 (Tripura Bill No. 7 of 1979).

(The Motion was put and carried)

মিঃ স্পীকার ঃ--- এই সভা অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো। সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৭৯) এর বিবেচনা। হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1979 (Tripura Bill No. 7 of 1979) be taken into consideration.

(The Motion was put and carried by voice vote)

মিঃ স্পীকার ঃ---প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হলো। আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি—বিলের অন্তর্গত ১নং ২নং এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার ঃ---অতএব উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হলো---বিলের অনুসূচীটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল)

মিঃস্পীকার ঃ—বিলের অনুসূচীটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল। এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার ঃ—অতএব বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে সভায় গৃহীত হলো। সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৭৯)' পাশ করার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিলটি পাশ করার জন্য হাউসে প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1979 (Tripura Bill No. 7 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

(The motion was put and carried by voice vote)

মিঃ স্পীকার—অতএব বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হলো। বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি।

লেয়িং অব কমিটি রিপোর্ট

মিঃ স্পীকার ঃ--সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—প্রিভিলেজ কমিটি ২৭ তম রিপোর্ট সভার সামনে পেশ করা।

আমি প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাকে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Amarendra Sharma—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 27th Report of the Committee on Privileges.

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি তারা যেন রিপোর্টটির প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেন।

রিপোর্ট টু দি হাউস রিগার্ডিং আনফিনিশড ওয়ার্ক অব দি কমিটি আণ্ডার রুল২২৯।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো---

ত্রিপুরা বিধানসভার নিয়মবিধির ২২৯ নং ধারা অনুসারে প্রিভিলেজ কমিটির অসমাপ্ত কাজ সম্পর্কে সভাকে জ্ঞাত করার জন্য আমি প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনরোধ করছি।

Shri Amarendra Sharma—Mr. Speaker Sir, in persuance of Rule 229 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, 1973, I, the Chairman of the Committee on Privileges for the year 1978-79, beg to report to the House that the Committee on Privileges for the year 1978-79 could not complete its work relating to the question of alleged breach of privilege raised by Shri Keshab Majumder M. L. A. against the Editor 'CHINIKOK' a local weekly newspaper which was referred to the Committee on 25-1-79 under Rule 191 ibid.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, এ্যাবসেন্স অব মেম্বার্স ফ্রম দি মিটিং অব দি হাউস কমিটির ১৫ শ (ফিফটিনথ) রিপোর্ট সভার সামনে পেশ করা। আমি ঐ কমিটির চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করছি সভার সামনে রিপোর্ট পেশ করার জন্য।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ্যাবসেন্স অব মেম্বার্স ফ্রম দি মিটিং অব দি হাউস কমিটির ১৫ শ (ফিফটিনথ) রিপোর্ট সভার সামনে পেশ করছি।

Govt. Business (Legislation) : Introduction of Bill.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্টস) বিল, ১৯৭৯ উত্থাপন। এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী

মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Bengal Agricultural Income-Tax (Tripura Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 8 of 1979).

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—

'দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক'

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে বিলটি উত্থাপন করার জন্য সভা অনুমতি দিলে বিলটি উত্থাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার—আমি সদস্য মহোদয়দিগকে এই বিলের প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, দি ইণ্ডিয়ান ষ্টাম্প (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯) উত্থাপন। এখন আমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্যে সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

Shri Biren Dutta—Mr, Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Indian Stamp (Tripura Second Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 10 of 1979)

মিঃ স্পীকার ঃ —এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—

'দি ইণ্ডিয়ান ষ্টাম্প (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯) হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।'

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে বিলটি উত্থাপন করার জন্য এই সভা অনুমতি দিলে বিলটি উত্থাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার – আমি সদস্য মহোদয়দিগকে এই বিলের প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, দি ত্রিপুরা এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স (এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে বিলটি উত্থাপনের জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker, Sir I beg to move for leave to introduce 'The Tripura Amusement (Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 11 of 1979).

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—

'দি ত্রিপুরা এ্যামুইজমেণ্ট (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯' হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।'

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে এই সভা বিলটি উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিলে বিলটি উত্থাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি সদস্য মহোদয়দিগকে এই বিলের প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস, থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল, সর্ট ডিস্কাশন অন মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্টস। আজকের সংশ্লিষ্ট কার্যাসূচীতে একটি সর্ট ডিস্-কাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়, বিষয়টি হল ঃ

—'রেশনে চাল, গম এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ত্রিপুরায় সরবরাহ অব্যাহত রাখতে এফ, সি, আইয়ের ব্যর্থতা সম্পর্কে'।

(এ ভয়েস—স্যার, মাননীয় সদস্য, হাউসে নেই)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সভায় অনুপস্থিত থাকলে, এই বিষয়ে আর আলোচনা করা সম্ভব নয়।

এই সভা আগামী ১১ই জুন, সোমবার ১৯৭৯ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 18.

By Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তিলথৈ পশু হাসপাতালে ঔষধ অনেক সময়েই থাকে না এই তথ্য সরকারের নিকট আছে কি না,

২। প্রায়ই ঔষধ না থাকার কারণ কি,

৩। পশু হাসপাতালগুলিতে ঔষধ সরবরাহের মাত্রা আরও বাড়ানো হবে কি?

উত্তর

১। তিলথৈ পশু হাসপাতালে ঔষধ সব সময়ই থাকে, তবে সব রকমের ঔষধ থাকে না এ কথা সত্যি।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ১৯৭৯-৮০ সনে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বেশী ঔষধ সরবরাহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 19.

By Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কি যে, আজ প্রায় মাসেক কাল যাবৎ দেওছড়া (পানিসাগর ব্লক অন্তর্গত) গ্রামের অনেক বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো সপ্তাহে দুই একদিনও জ্বলছে না,

২। রীতিমত বিদ্যুৎ সরবরাহ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিগত ঝড়ে পানিসাগর ব্লকের সমস্ত গ্রামের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুণ নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 37

By Sri Khagen Das

প্রশ্ন	উত্তর
১) সিপাইজলার উদ্যানে জল সরবরাহের জন্যে যে পলিথিনের পাইপ বসানো হয়েছে সেগুলি কোন কোম্পানী থেকে কোন সালে কেনা হয়েছিল ?	১) জল সরবরাহের পলিথিন পাইপ মেসার্স উড়িষ্যা প্লাস্টিক নামক প্রস্তুতকারক হইতে ডাইরেক্টর জেনারেল অব সাপ্লাইস্ ও ডিসপোজেলের মাধ্যমে ১৯৭৭ইং সনে ক্রয় করা হয়।
২) পাইপগুলি ক্রয় করার সময় লংজিভিটির ব্যাপারে কোম্পানী কোন গ্যারান্টি পত্র দিয়েছিল কি ?	২) না।
৩) ইহা কি সত্য যে পাইপগুলি বসানোর কিছুদিন পর কিছু কিছু পাইপ লিক করে জল বের হচ্ছে ?	৩) পাইপে কোন ছিদ্র বা ফাটল পরিলক্ষিত হয় নাই, তবে মাঝে মাঝে জয়েন্ট লিক করে জল বের হয়।

Admitted Starred Question No. 53

By Shri Khagen Das

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকার কি অবগত আছেন ধনাই নদীতে (শহরের পূর্ব দিকে) যে বাঁধ দিলে প্রায় দেড় হাজার থেকে দুই হাজার একর জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে?	১) এই সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধা এখনও হয়নি তাই বাঁধ দিলে কত পরিমাণ জমির ফসল রক্ষা পাবেএখন বল যাচ্ছে না।
২) সত্য হইলে এ বছর "ধনাই নদীতে" বাঁধ দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	২) এই বৎসর বর্ষার মধে সরেজমিনে অনুসন্ধান করিয় প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থ গ্রহণ করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 107

By .Sri Matilal Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries etc. Departmen be pleased to state—

১। প্রশ্ন—এ পর্য্যন্ত ডুম্বুর জলাশয়ে কত মূল্যের পোনা মাছ ফেলা হয়েছে। (বছর ভিত্তিক এবং মাছের প্রকার ভিত্তিক হিসাব)।

১। উত্তর—এ পর্যান্ত ডম্বুর জলাধারে মোট ৬৬,৩০৪ টাকা মূল্যের মাছের পোন ফেলা হয়েছে।

বছর ভিত্তিক ও প্রকার ভিত্তিক হিসাব নিম্নে এই প্রকার--

১৯৭৭-৭৮	সংখ্যা	মূল্য
ক) রুই, কাতলা ইত্যাদি—	১,৬৩,৯০০	৬,৫৫৬,০০
খ) সিলভার কার্প—	৪৬,১০০	৩,৬৮৮.০০
গ) সাইপ্রিনার্স কাপিও--	১৩,২৫,০০০	৪৯,৫০০.০০
	১৫,৩৫,০০০	৫৯,৭৪৪.০০
১৯৭৮-৭৯		
ক) রুই, কাতলা ইত্যাদি--	১,৬৪,০০০	৬,৫৬০'০০

১। প্রশ্ন— ইহা কি সত্য যে ঐ মাছ এখন ধরা যাচ্ছে না।

২। উত্তর— না ইহা সত্য নয়।

৩) প্রশ্ন ঃ—জলাশয়ের তলদেশের গাছপালা পরিষ্কার করার জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩) উত্তর ঃ—জলাশয়ের তলদেশের গাছপালা পরিষ্কার করার বাবদ মৎস্য দপ্তর হইতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয় নাই।

৪) প্রশ্ন ঃ—ইহা কি সত্য যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ অর্থ যথার্থ ভাবে ব্যয় হয়নি ?

৪) উত্তর ঃ—প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 126

By SRI HARINATH DEB BARMA M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries etc. Deptt. be pleased to state—

১) প্রশ্ন ঃ—ইহা কি সত্য যে গত ফেব্রুয়ারী ৭৯ইং সালে কৈলাসহর মহকুমার কাঞ্চনছড়া গাঁও সভার প্রধান মৎসচাষ উপলক্ষে বাঁধ নির্মানের জন্য মং ২২৫০ টাকা ব্লক হতে গ্রহণ করেছিলেন।

১) উত্তর ঃ—এরূপ কোন অর্থ মৎস্য দপ্তর হইতে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্ন ঃ—যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উক্ত বাঁধ নির্মানের ক্ষেত্রে গৃহীত সম্যক টাকা ব্যয় করা হয়েছে কি ?

২) উত্তর ঃ—প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 134. By Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লকাধীন সোনাতলাস্থিত পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র-টিকে অন্যত্র সরানোর সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এলাকার জনসাধারণগন দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন,

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকাধীন সোনাতলাতে কোন পশু চিকিৎসালয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 150.

By Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister, in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের কদমতলা কুর্ত্তি এবং প্রেমতলা—কুর্ত্তি রোড পাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকলে কবে পর্যন্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। প্রেমতলা—কুর্তি রাস্তায় 'ফ্ল্যাট ব্রিক সলিং-এর পরিকল্পনা আছে। কদমতলা—কুর্তি রাস্তা পাকা করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রেমতলা—কুর্তি রাস্তায় ফ্ল্যাট ব্রিক সলিং এর কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরের শেষ দিকে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। সীমিত অর্থ। লোকবল এবং দ্রব্য সামগ্রীর জন্য কদমতলা—কুর্তি রাস্তা পরিকল্পনা ভুক্ত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 168.
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার যেখানে যেখানে ওভার-লেফ্ট সিসটেম চালু নেই সেখানে ওভার-লেফ্টার মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারের কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিকল্পনা আছে কি না ?	১। হ্যাঁ
২। থাকিলে যে সমস্ত এলাকা শুষ্ক সেই সমস্ত এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে কি ?	২। হ্যাঁ

Admitted Starred Question No. 169.
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় যে সমস্ত ছড়া বা নদী আছে, তাহাতে স্থায়ীভাবে পাকা বাঁধ দিয়ে কৃষির জন্য জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১। হ্যাঁ, বিষয়টি সরকারে অনুসন্ধানে আছে।
২। থাকিলে কোন কোন নদী বা ছড়ায় উক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা হইবে ?	২। বিশদভাবে অনুসন্ধানের পর এবং কারিগরীক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনার পর নদী ও ছড়াগুলির নাম বলা যাইতে পারে। যে সব ছড়া ও নদীতে বাঁধ (বা ডাইভারশন) দেওয়ার কাজ রূপায়িত হইতেছে বা অগ্রগতির পথে তাহার একটি প্রতিবেদন দেওয়া হইল। (প্রতিবেদন—১)

প্রতিবেদন—১ (ক)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ছড়া বা নদী	সেচযোগ্য জমির পরিমাণ (হেক্টর)
	৫ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব কাজ নেওয়া হইয়াছে এবং সমাপ্তির পথে		
১।	সালেমা ব্লকের অধীন পঞ্চসীতে "ডাইভারশন" বাঁধ"	সুরমাছড়া	৮০
২।	সালেমা ব্লকের অধীন পিক্রাই ছড়াতে "ঐ" বাঁধ	পিক্রাইছড়া ধলাইর উপনদী	৮০
৩।	মাতাবাড়ী ব্লকের অধীনে বাগবাসাতে "ঐ" বাঁধ।	কাঁচিগাঙছড়া, নোয়াছড়ার উপনদী নোয়াছড়া আবার গোমতী উপনদী।	৮০
৪।	তারকা ম ছড়াতে "ঐ" বাঁধ।	তারফাদামছড়া গোমতী নদীর উপনদী।	১২০
৫।	অভয়াছড়াতে "ঐ" বাঁধ।	অভয়াছড়া মুহরীর উপনদী।	৮০
৬।	চান্দুকছড়াতে "ঐ" বাঁধ।	চান্দুকছড়া গোমতীর উপনদী।	৪০
৭।	ঈছালীছড়াতে "ঐ" বাঁধ।	ঈছালীছড়া খোয়াই নদীর উপনদী।	৪০

প্রতিবেদন—১ (খ)

যেসব প্রকল্প নূতন "ডাইভারসন" বাঁধ হিসাবে ১৯৭৯-৮০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তি হইয়াছে এবং তথ্যানুসন্ধানের কাজ চলিতেছে

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্লকের নাম	মন্তব্য
১।	ঘোড়াছড়া	রাজনগর	
২।	নলুছড়া	রাজনগর	
৩।	মহামায়াছড়া	রাজনগর	
৪।	মধ্যমাকারে গোমতী সেচ প্রকল্প।	মাতাবাড়ী	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্লকের নাম	মন্তব্য
৫।	ধলসীছড়া	পানিসাগর	
৬।	দেওছড়া	ঐ	
৭।	বালুছড়ী	কাঞ্চনপুর	
৮।	চন্দ্রসিং চৌধুরী পাড়া	ঐ	
৯।	চালিতাছড়া	কুমারঘাট	
১০।	কুকিনালা	ঐ	
১১।	কালাছড়া	ঐ	
১২।	বেড়ীছড়া	ঐ	
১৩।	শ্রীরামপুর সমষ্টি	ঐ	
১৪।	চন্দ্রপুর সমষ্টি	ঐ	
১৫।	কুলাইছড়া	সলেমা	
১৬।	পূর্ব ডলুছড়া	ঐ	
১৭।	ঝুমতুম ছড়া	ঐ	
১৮।	সবংছড়া	তেলিয়ামুড়া	
১৯।	আখালিয়াছড়া	মোহনপুর	
২০।	লাফ্রাছড়া	ঐ	
২১।	কাটাছড়া	ঐ	
২২।	নাগিছড়া	বিশালগড়	
২৩।	ভূধুরিপাথর ছড়া	মাতাবাড়ী	
২৪।	কুড়ালীয়াছড়া	মেলাঘর	
২৫।	সোনাইছড়া	ঐ	
২৬।	মাইলাকছড়া	অমরপুর	
২৭।	একজানছড়া	ঐ	
২৮।	বিলোনীয়াছড়া	রাজনগর	
২৯।	মধ্য আকারে খোয়াইনদীর উপরে সেচ প্রকল্প।	খোয়াই	

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 174.

By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishery Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার খাস ও সরকারী জলাশয়গুলো মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করছেন কি ?

উত্তর

১। প্রয়োজন সংখ্যক জলাশয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়া বাকীগুলা পর্য্যায়-ক্রমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির হেফাজতে দেওয়ার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রশ্ন

২। যদি করে থাকেন তবে এই বিষয়ে কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

২। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যে সব সরকারী জলাশয় ইজারা দেওয়া হয় তাহা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে অনাথায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি বিশেষকে প্রাধান্য দিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ সুবিধা সর্ত্তে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 175.

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public works Department be pleased to state—

১। কমলপুর মরাছড়া আমবাসা রোডে ধলাই নদীর উপর পাকা ব্রীজ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 185.

By—Shri Matahari Choudhury.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাব্রুম সাতচাঁদ ব্লকে বি. ডি. সি সভায় যে সমস্ত জায়গায় বা মাঠে জল সেচের	১। হ্যাঁ

প্রশ্ন	উত্তর
জন্য ডিপ টিউব ওয়েল, স্যালো টিউব ওয়েল ও স্লুইচ গেইট নির্মাণের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারের নিকট অনুরোধ রাখা হইয়াছিল সে সমস্ত জায়গা বা মাঠে মাইনর ইরিগেশন দপ্তর থেকে অতি সত্বর সার্ভে করার ব্যবস্থা হবে কি ?	
২। যদি হয় তাহলে বর্তমান বছরের মধ্যে ঐ সমস্ত মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কি ?	২। বর্তমান বৎসরে সমস্ত পরিকল্পনারই জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।

Admitted Starred Question No. 186.

By—Shri Matahari Chowdhury

প্রশ্ন	উত্তর
১। জমিতে জলসেচের উদ্দেশ্যে গত ১৯৭৮-৭৯ সালে ত্রিপুরায় সর্ব্বমোট কতটি ডিপ-টিউব-ওয়েল, কতটি শেলো টিউব ওয়েল এবং কত স্লুইস গেইট বাঁধ নির্মিত হইয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	১। গত ১৯৭৮-৭৯ সালে ত্রিপুরায় জল সেচের জন্য পাঁচটি ডিপ-টিউব ওয়েল খনন করা হইয়াছে।

১। সদর—২টা (ক) ঈশানপুর খ) কেলামিয়া মাঠ

২। বিলোনীয়া—২টা ক) সারাসীমা (খ) রাধানগর

৩। উদয়পুর—১টা ক) গর্জনমুড়া

১৯৭৮-৭৯ সালে কোন শেলো টিউব ওয়েল খনন করা হয় নাই।

১৯৭৮-৭৯ সালে ৩টা স্লুইস গেইট নিমাণ করা হইয়াছে।

১) উদরপুর—১টা ক) টার্ক ডুম ছড়া।

২। বিলোনীয়া—১টা ক) অভরাছড়া

৩। অমরপুর—১টা ক) চান্দুক ছাড়া

২। ১৯৭৯-৮০ সালে সর্ব্বমোট কতটি ডিপ টিউবওয়েল, শেলো টিউবওয়েল এবং কতটি স্লুইস গেইট বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকারী পরিকল্পনায় আছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৭৯-৮০ সালে ২৬টি ডিপ-টিউবওয়েল করার পরিকল্পনা আছে।

১। সদর—৫টা

ক) রাউতখলা
খ) ব্রজপুর
গ) জলীলপুর
ঘ) দুমদুমিয়া
ঙ) ঢাকাইয়াপল্লী

২। সোনামুড়া—২টা

ক) কালীকৃষ্ণনগর
খ) পুনামাটি মাঠ

৩। খোয়াই—৩টা

ক) দুষকি (মোহরছড়া)
খ) তুইচিন্দ্রাইবাড়ী
গ) কুঞ্জবন

৪। উদয়পুর—১টা

ক) কপিলং

৫। বিলোনীয়া—১টা

ক) পূর্ব্ব চড়কবাড়ী

৬। সাবরুম—৩টা

ক) উত্তর বটতলী
খ) শাখবাড়ী
গ) মেরুছড়া

৭। কমলপুর—৩টা

ক) মোহনপুর মলয়া
খ) মহারাণী
গ) উত্তর নয়াগাঁও

৮। কৈলাশহর—২টা

ক) গৌরনগর
খ) কনকপুর

৯। ধর্মনগর—৬টা

ক) বটরশি

খ) বরুয়াকান্দি

গ) জলেবাসা

ঘ) উত্তর হুরুয়া

ঙ) পূর্ব্ব রাজনগর

চ) তিলথৈ বেতাঙ্গী

ইহা ছাড়া সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড নিম্নলিখিত আরও ৯টি স্থানে ডিপ্‌টিউব-ওয়েল পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শেষ হইলে ত্রিপুরা রাজ্যের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে হস্তান্তরিত করিবে।

১। কমলপুর—২টা

ক) আভাঙ্গা

খ) ভাতখাউড়ি

২। খোয়াই—৩টা

ক) বাইজলবাড়ী

খ) বালুছড়া

গ) আশারামবাড়ী

৩। উদয়পুর—১টা

ক) তুলামুড়া

৪। বিলোনীয়া—২টা

ক) রাজাপুর

খ) রাজনগর

৫। সাবরুম—১টা

ক) সাতচান্দ

১৯৭৯-৮০ সালে মোট প্রায় ১০০টি Shallow Tube Well-গুলি সরকারের ৫০ শতাংশ ভর্তুকী ও কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৫০ শতাংশ SFDA সহযোগিতায় হইবে। ১০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটির জন্য ১১৩টি টিউবওয়েল করিবার স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। ৫৭টি টিউবওয়েলের টেণ্ডার Finalise হইয়াছে এবং ৪০টির টেণ্ডার বিবেচনা হইতেছে।

মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা ঃ—

পশ্চিম ত্রিপুরার সদর—		৯২
,,	,, সোনামুড়া—	৮
,,	,, খোয়াই—	১৩
		১১৩

১৯৭৯-৮০ সালে ২২টা স্লুইস গেইট করার পরিকল্পনা আছে।

১। সদর—৫টা
- ক) কালাছড়া
- খ) আখালিয়াছড়া
- গ) নাগিছড়া
- ঘ) কাটাছড়া
- ঙ) লাকড়াছড়া

২। খোয়াই—২টা
- ক) ইছালীছড়া
- খ) সরবংছড়া

৩। সোনামুড়া—২টা
- ক) কুড়ালিয়াছড়া
- খ) সোনাইছড়া

৪। বিলোনীয়া—৪টা
- ক) নতুয়াছড়া
- খ) মহামায়াছড়া
- গ) ঘোড়াছড়া
- ঘ) বিলোনীয়াছড়া

৫। উদয়পুর—১টা
- ক) ভৈরবী পাথরছড়া

৬। অমরপুর—২টা
- ক) মাইলকছড়া
- খ) একজানছড়া

৭। ধর্মনগর—২টা
- ক) ধলসীছড়া
- খ) দেওছড়া

৮। কৈলাশহর—১টা
- ক) চাতিভাছড়া

৯। কমলপুর—৩টা
- ক) কুলাইছড়া
- খ) পূর্ব দলছড়া
- গ) জম্বমছড়া

৩। কত একর মাঠে একটি ডিপটিউবওয়েল এবং কত একর মাঠে একটি শেলো টিউবওয়েল বসানো হয়।

৩। ৭৫ একর ধানী মাঠ হইলে ১টা ডিপটিউবওয়েল এবং ৯ একর ধানী মাঠ হইলে ১টা শেলো টিউবওয়েল বসাইবার উপযুক্ততা সাধারণতঃ স্বীকার করা হয়।

Admitted Starred Question No. 190.
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে ফুড ফর ওয়ার্ক-এ মোট কত একর জমি আবাদ করা হইয়াছে, এবং কত টাকা খরচ হইয়াছে?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ সনে ফুড ফর ওয়ার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে কোন জমি আবাদ করানো হয় নাই। অতএব টাকা খরচের প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 201.
By—Shri Matahari Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ল্যাম্পস কো-অপারেটিভগুলি জুট মিলের জন্য পাট ক্রয়ের ব্যাপারে জুট মিলের সরাসরি এজেন্ট নিযুক্ত হইতে পারে কিনা?

২। পারিলে তাহা নিয়ম কানুন মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

উত্তর

১। ল্যাম্পস কো-অপারেটিভগুলির মাধ্যমে পাট ক্রয় করিবার জন্য সরাসরি এজেন্ট নিযুক্ত করিবার পরিকল্পনা জুটমিলের আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 204.
By—Shri Tarani Mohan Singh.

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত (হাউর) এলাকায় বন্যা নিরোধের জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। যদি হ্যাঁ হয় তবে কখন হইতে কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

৩। এই কাজ সম্পন্ন করিতে সরকারের কত টাকা খরচ হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৯-৮০ সালে কাজ শুরু করিবার পরিকল্পনা আছে।

৩। পরিকল্পনাটির জরীপ ও তথ্যানুসন্ধান চলিতেছে। চুড়ান্ত পরিকল্পনা এখনও তৈয়ারী করা হয় নাই। সুতরাং কত টাকা খরচ হইবে ইহা এখন বলা যাবে না।

Admitted Starred Question No. 220.
By Shri Tarani Mohan Singh.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ ইং এর আগে/কৃষি জমিতে জলসেচের জন্য স্থায়ী ভাবে বসানো কারেন্টের মেসিন বর্তমানে কয়টি চালু ও কয়টি বন্ধ ?

২। যদি বন্ধ থাকে তবে বন্ধ মেসিন চালু করার জন্য সরকার কি চিন্তা করিতেছেন ?

উত্তর

১। ৪৩টি স্কীম চালু আছে ও ২টি স্কীম চালু নাই। যথাঃ—পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী স্কীম ও পানিসাগর স্কীম।

২। পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী প্রকল্পে নদী গতি পরিবর্তন করায় ও পানিসাগর প্রকল্পে ছড়াতে প্রয়োজনীয় জল না থাকায় বন্ধ আছে। পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী masonay well করার পরিকল্পনা আছে এবং উহা সম্ভব হইলে প্রকল্পটি আবার চালু করা যাইবে। পানিসাগর প্রকল্পটিকে অন্যত্র নিয়ে বসানোর পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 222
By—Shri Mohan Singh,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Work Department to pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর এবং ফটিকরায় মধ্যে এই দুই স্থানে মনু নদীর উপর পাকা সেতু করার সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরী না করার কারণ কি ?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই দুই সেতুর কাজ আরম্ভ হবে কি ?

উত্তর

২। ক) কৈলাসহরের কামরাঙ্গাবাড়ীর মনু নদীর উপর স্টীল ট্রাস পুলের সংযোগকারী রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার দরুন সরকারের সিদ্ধান্ত পূর্বে কার্যকরী করা যায় নাই।

খ) ফটিকরায়ে মনুনদীর উপর পাকা পুল নির্মাণের প্রস্তাব এখনও মঞ্জুর হয় নাই।

২। ক) চলতি আর্থিক বছরে কামরাঙ্গাবাড়ীতে ব্রীজ নির্মাণের কাজটি পুলের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের জমি পাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।

খ) ১ (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 223
By—Sri Subodh Ch. Das,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগরের ছেলেনবাড়ী পশ্চিম পানিসাগর ও তিলথৈ গ্রামে পাহাড়ের জলধারার কবল থেকে ভূমির ক্ষয়রোধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	১) হ্যাঁ
২। উপরোক্ত এলাকায় ভূমির ক্ষয়রোধ করার কোন দাবী এলাকাবাসী করেছেন কিনা।	২) হ্যাঁ
৩। দাবী করে থাকলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কোন ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে তার কারণ কি ?	৩) প্রস্তাবটি বিস্তৃত পরীক্ষাধীন আছে।

Ahmitted Starred Question No. 229
By—Shri SwarajanKamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই টি, আ'র, টি, সি, অফিস হইতে খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার পর্যন্ত খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার মেরামতের কাজ বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি ?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত রাস্তাটি প্রশস্ত না হওয়ায় রিক্সা, সাইকেল ও পথচারীদের ভীড়ে চরম দুর্ভোগ ও দুর্ঘটনা বাড়িতেছে।

৩। সত্য হইলে, এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে ?

উত্তর

১। সাধারণ মেরামতের কাজ বিলম্বিত হয় নাই।

২। সন্ধ্যারদিকে সুভাষ পার্কের বাজারের নিকটবর্তী রাস্তার উপর রিক্সা ও লোকের ভীড় থাকে। তবে ভীড়ের চরম কোন দুর্ঘটনার খবর জানা নাই।

৩। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে রাস্তাটি প্রশস্ত করা হইবে। সেইজন্য ল্যাণ্ড এক্যুজিসন অফিসারের নিকট জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে ৭-৫-৭৯ তারিখে পাঠান হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 240
By—Sri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries etc. Department be pleased to state—

১। প্রশ্ন ঃ—ডম্বুর জলাশয় ও রুদ্র সাগরের মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় কোন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কি? করে থাকলে কবে নাগাদ তার কাজ শুরু হবে?

১। উত্তর ঃ— না।

Admitted Starred Question No. 247. By Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture/Co-operative Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান মরশুমে কত কুইন্টাল আলু কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী দরে ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল;

২। (ক) গত ৭ই মে পর্য্যন্ত কত কুইন্টাল কেনা হয়েছে;

(খ) এবং এতে কতজন কৃষক উপকৃত হয়েছেন;

৩। (ক) কোন দুর্নিতির অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছিল কিনা;

(খ) অভিযোগ থেকে থাকলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

Answer

১। কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয় নাই;

২। (ক) ৬৬৪১'৩১ কুইন্টাল;

(খ) ১৩৫৫ জন কৃষক;

৩। (ক) সুনির্দিষ্ট কোন দুর্নীতির অভিযোগ নজরে আসে নাই;

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 252

By—Shri Swarajjam Kamini Thakur singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরেই খোয়াই—কালাছড়া রাস্তায় খোয়াই নদীর উপর স্থায়ী ব্রীজ নিমাণের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি?

২। যদি না হয়, তাহলে তার কারণ?

উত্তর

১। না।

২। যেহেতু ৬ কিঃ মি দূরত্বে একটি স্থায়ী পুল চেবরীতে হইয়াছে, সেইহেতু কালাছড়া পদ্মবীল রাস্তায় পাহাড়মুড়া ফেরির উপর অধিক খরচে আর একটি স্থায়ী পুল নির্মাণ করা আর্থিক দিক দিয়ে উপযোগী নয়।

Admitted Starred Question No. 253

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Work Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনাতলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহের বি, সি. আই সিটের ছাউনী পরিবর্তন করিয়া জি, সি, আই-সিট দেওয়ার জন্য অর্থ দপ্তর হইতে ১৯৭৭ ইংরাজীর ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখ ৩০,০০০ টাকায় মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছিল ?

২। সত্য হইলে আজ পর্যন্ত বি, সি, আই সিট পরিবর্তন করিয়া জি, সি, আই-সিট ছাউনী না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। পূর্তদপ্তর ইহা অবগত নহে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 255

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শ্রী কে, পি, দত্ত এবং অন্যান্য অবসর প্রাপ্ত পদস্থ অফিসারগণ তাদের চাকুরীতে নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ের নেয়া কত পরিমাণ টাকার আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিষ রাজ্য সরকারকে ফেরৎ দেন নি ; এবং

২। সরকার এইসব পাওনা সংগ্রহে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে একমাত্র শ্রী কে, পি দত্ত চাকুরীতে থাকাকালীন নেয়া মোট টা ১২০৭·৮০ টাকার আসবাব পত্র এখনো ফেরৎ দেন নাই।

২। সরকারী সম্পত্তি ফেরৎ বা বাজারদর অনুযায়ী মূল্য জমা দেওয়ার জন্য শ্রী কে, পি দত্তকে লিখা হইয়াছে এবং তাগিদও দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 256. By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস, শ্রীসমীর বর্মণ এবং শ্রীমনছুর আলী প্রভৃতি প্রাক্তন মন্ত্রীগণ মন্ত্রীত্বে থাকাকালীন সময়ে নেয়া কত পরিমাণ টাকা, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিষপত্র রাজ্য সরকারের নিকট এখনো ফেরৎ দেয়নি, এবং

২। এই সকল পাওনা আদায়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সংযোজনী—'ক' দ্রষ্টব্য।

২। সরকারী সম্পত্তি ফেরৎ বা বাজারদর অনুযায়ী মূল্য জমা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীদের লিখা হইয়াছে এবং তাগিদও দেওয়া হইতেছে ।

ANNEXTURE— A'

STATEMENT SHOWING THE PROPERTIES LYING THE HOUSFS OF EX-MINISTERS

SL. No.	Name of Ex-Minister	Nature of the Govt. properties	Cost	REMARKS.
1	2	3	4	5
1.	Sri S. Sengupta, Ex-Chief Minister.	(A) STRUCTURES		Sri S. Sengupta was requested by Department on 14-10-77 vide letter No. F. 18(11)—PWD(W)/74 dated 14-10-77 to intimate if he would like to retain the structures on Payment of the depreciated value amounting to Rs. 43,705/- A reminder was sent by Executive Fngineer Agartala Division No.—I on 5-6-78. A letter was received by the Executive Engineer on 5-7-78 signed by some-body else, other than Sri Sengupta on his behalf, intimating his willingness to retain the structures at value proposed by the Deptt. He however, wanted break up of cost for the item No. 5. The Execut ve Engineer wanted a confirmation on 10-7-78 from Sri S. Sengupta if the letter dated 5-7-78 had been issued by his authorised representative and reminder was also is ued on 3-4-79. Confirmation from Sri Sengupta was received by the Executive Engineer on 17-5-79 and the matter is under examination for early finalisation.
		(i) Guard shed (Visitors Room)	Rs. 6409·00	
		(ii) Guard shed	Rs. 8074·00	
		(iii) Iron gate with wheel rail	Rs. 1243·00	
		(iv) Lav. block, water supply, overhead tank, saptic tank, sanitary fitness & approach road.	Rs. 11305·00	
		(v) Extension of varendah security fencing of IRC GCI sheet.	Rs. 16674·00	
		Total	Rs. 43705·00	

1	2	3	4	5
		(B) FURNITURE		Regarding furniture Sri M. Sengupta on behalf of Sri S. Sengupta vide his letter dated 27-3-78 wanted to know the name of the person who received the articles for Chief Minister's Official residence. He also mentioned that all the furniture items were handed over to P W D. This was contradicted in our letter dated 6-5-78 clarifying that those particular items were carried from his official residence to his personal residence on 9-8-75 by Jeep No. TRA —1224. These items of furnitures have however not yet been returned by him.
		Foam matress (1 No.)	Rs. 601·70	
			Total Rs. 44306·70	
		(C) Furnishing materials.	Nil.	
2,	Shri P. K. Das Ex-Chief Minister.	(A) Structures : (i) Guard shed	Rs. 687 99	Shri Das was requested by Executive Engineer, Agartala DIVISION NO—I on 9-8-78 to intimate if he is willing to retain the structure by depositing Rs. 687·99 i. e. t. e highest bid amount. Shri Das intimated his willingness to retain the structure on 4-4-79, but requested to allow him to pay the cost in instalments. This is under consideration of the Govt.
		(B) Furnitures		Regarding furnitures, Shri Das was requested on 12-6-78 by the Executive Engineer, Agartala Division No-I either to return all the items furnitures or to deposit its value amounting to
		1. Dinning table (1 No)		
		2. Armless Chair (1 No)		
		3. Sofaset complete (1 No)	Rs. 1778 15	
		4. Doormat (1 No)		
		5. Godrej Almirah (1 No)		
		6. Site table (1 No)		

1	2	3	4	5
	(C) Furnishing materials :—			Rs. 2185·15. Shri Das expressed his willingness to retain furniture item SL. 1 to 3 & 5 also wanted to pay the cost in instalments, The balance items have also not yet been return by Shri Das. The Executive Engineer is taking action to receive back the furniture and furnishing articles or to realise the money from him.
	(i) Door Window Screen			
	(ii) Sofaset cover.			
	(iii) Chair cover etc.	Rs. 407 00		
		Total Rs. 2873·14		
3. S. R. Barman Ex-Minister.	(A) STRUCTURES			Shri Samir Ranjan Barman was requested by Executive Engineer, Agartala Division No. I under his letter No. 20(3)/FE(I)/(BW)/75/9812-18 dated 9-8-78 to intimate if he was willing to retain the structures by depositing highest bid amount of Rs. 795·98. Shri Barman under his letter dated 29-5-78 offered his willingness to retain the structures by making payment of highest bid amount, but he did not pay the amount though he was reminded by Executive Engineer under his letter dated 8-9-78 and 26-2-79. Shri Barman has, on the contrary threatened legal action if any action is taken to remove the structure from his residence without coming to a settlement about the claim preferred by him for keeping the structures in his premises. The matter is under consideration of the Govt. in consultation with the Law Department.
	i) Security shed	Rs. 475·99		
	ii) Garage	Rs. 319 99		
		Total Rs. 795 98		
	(B) FURNITURE	Nil		

1	2	3	4		5
			(C) FURNISHING MATERIALS i) Door & Window screen—67 Nos.	Rs. 2161·40	Regarding the furnishing items nothing has been returned by Shri Barman so far though he was asked to return the furnishing items or to deposit the value vide letter dated 1-3-78 and 12-6-78.
			Total	Rs. 2957·38	
4)	Shri D.K. Choudhury, Ex-Minister.		(A) STRUCTURES	Nil	
			(B) FURNITURE (i) Relaxion matress (1 No) (ii) Centre table (1 No) (iii) Dinning Chair (6 Nos)	Rs. 640.20	(B) Shri D. K. Choudhury was requested on 1-3-78 and 12-6-78 to either return the article or to make payment but the action is still awaited.
				Total Rs. 640 20	
5)	Shri H. C. Choudhury, Ex-Minister.		(A) STRUCTURES	NIL	
			(B) FUNITURES (i) Dunlop matress (1 No) (ii) Relaxion (1 No) (iii) Jute matress (1 No) (iv) Dressing tolls (1 No)	Rs. 1177.00	—do—
			(C) Furnishing materials	NIL	
				Rs. 1177.00	

6) Shri K. C. Das, Ex-Minister.		(A) STUCTURE	NIL	
		(B) FURNITURE		
		(i) Foam matress (1 No)	Rs. 440.00	—do—
		(ii) Coirmatress (1 No)		
		(C) Furnishing materials	NIL	
		Total Rs.	440.00	
		Grand Total Rs.	52394.42	—do
7) Shri R. R. Gupta Ex-Minister.	Nil	Nil	Nil	
8) Shri M. Ali, Ex-Minister.	Nil	Nil	Nil	

Admitted Starred question No. 258.

By—Shri Sumanta Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১। মেলাঘর উদ্বাস্তু মৎস্যজিবী সমবায় সমিতির কার্য্যভার সরকার অধিগ্রহণের পূর্বে সমিতির আয় কত ছিল। সরকার অধিগ্রহন করার পর সমিতির আয় কত হয়েছিল এবং বর্তমানে আয় কত?

২। এই সমিতির বিগত দিনের দুর্নীতি মূলক কাজ কর্মের তদন্তক্রমে যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না?

Answer

১। সমিতির হিসাব এখন পরীক্ষাধীন। পরীক্ষান্তে সমিতির আয় ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব পাওয়া যাইবে।

২। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted starred question No. 260.

By—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state—

১। ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনাধীন কতগুলি গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে এবং তাহাদের নাম কি?

২। ঐ কেন্দ্রেগুলিতে গাভীর ও ষাড়ের সংখ্যা কত?

৩। তাহাদের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য মাসিক খরচ কত? গো-ঘাস, খৈল, ভূমি ও পুষ্টিকর খাদ্য বাবদ।

৪। মাসিক দুগ্ধ সরবরাহ কত পরিমান হয় এবং তাহার বিক্রয়মূল্য কত?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনাধীন ১০টি গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে। তন্মধ্যে ১। আগরতলা, ২। উদয়পুর, ৩। ধর্মনগর, ৪। কৈলাশহর, ৫। কমলপুর, ৬। তেলিয়ামুড়া, ৭। মেলাঘর, ৮। বিশালগড়, ৯। বিলোনীয়া, ১০। জোলাইবাড়ী।

২। মোটে ১০টি প্রধান প্রজনন কেন্দ্র আছে। তাদের অন্তগত মোট ১০১টি উপ-কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রগুলিতে কোন গাভী নাই। শুধুমাত্র প্রজনন কার্য্যের জন্য ২৩টি উন্নত ধরণের ষাড় আছে।

৩। তাহাদের রক্ষনাবেক্ষনের মাসিক খরচ--৬৩৮৯'৭৩। গড়ে গো-ঘাস (খড়) -৫৬০'০০ ভূষি--৮৭৪'২০, খৈল---১৬৬৪.৩৩, পুষ্টিকর খাদ্য--৩২৮৩'২০

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred question No. 261

By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পূর্ত বিভাগ আগরতলা নং ১ দপ্তরের কর্মরত সুইচ বোর্ড অপারেটর শ্রীরবি কুমার দেববর্মা ১৯ বৎসর এক নাগাড়ে কাজ করা সত্বেও তার চেয়ে চাকুরীতে কনিষ্ট সহকর্মীদের পদোন্নতি হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রীদেববর্মার পদোন্নতি না হওয়ার করণ কি ?

উত্তর

১। পূর্তবিভাগ আগরতলা নং ১ দপ্তরে শ্রীরবি কুমার দেববর্মা নামে কোন সুইচ বোর্ড অপারেটার নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রযোজ্য নহে।

Admitted starred question No. 263,

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। জিরানীয়া ব্লক এলাকাতে সয়েল কনজারভেশান কোন কোন গাঁওসভাতে করা হয়েছে ? এবং

২। এই প্রকল্পের ফলে কত টীলা জমিতে আইল বাঁধানো হইয়াছে, এবং কতজন কৃষক উপকৃত হবে।

উত্তর

জোত জমিতে শতকরা ৫০./' ভাগ ভর্তুকীতে জিরানিয়া ব্লকের যে সব গাঁও সভাতে সয়েল কনসারভেশান কাজ করা হইয়াছে তাহাদের নাম ঃ---

বোরাখা

ওয়াকিনগর

মান্দাই

যে সব গাঁওসভাতে কৃষি জমি হইতে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে বালি সরানোর কাজ হইয়াছে সেই সব গাঁওসভার নাম ঃ---

খয়েরপুর

উত্তর চাম্পামুড়া

তুলাকোনা

মেঘলিপাড়া

বেলবাড়ী

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের জুমিয়া পুনঃর্বাসন প্রকল্পের অধীন যে সব গাঁও সভায় সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে সয়েল কনজারভেশান কাজ করা হইয়াছে তাহাদের নাম ঃ---

আশীগড়

জন্মেজয়নগর

রাধামোহনপুর

২। ১৪০·৫২৮ হেক্টর

এবং ৪৩৩টি পরিবার।

Admitted Starred Question No. 265. By—shri Mandida Reang, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries Deptt. be pleased to state—

১। প্রশ্ন ঃ—১৯৭৮-৭৯ সালে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত টাকা নতুন ফিসারী নির্মাণের জন্য খরচ করা হইয়াছে ?

১। উত্তর ঃ –

১। উত্তর ত্রিপুরা	নতুন ফিসারী সংখ্যা	১৯৭৮-৭৯ সালে ব্যয়ের পরিমাণ
(ক) পানিসাগর ব্লক	৪০৮টি	১,৮০,০৪৬·৮০ পঃ
(খ) কাঞ্চনপুর ব্লক		৭১,৩২৭·৯০ পঃ
(গ) কুমারঘাট ব্লক	১১৭টি	৭৭,২২০·৩৫ পঃ
(ঘ) ছামনু ব্লক		২১,১১৩·২০ পঃ
(ঙ) সালেমা ব্লক	৪৭টি	৫,২৫৫ ০০ পঃ
২। দক্ষিণ ত্রিপুরা		
(ক) উদয়পুর ব্লক	১টি	৭৭৯·০০
(খ) অমরপুর ব্লক	৬টি	১,৩৮,৬৫,০০
(গ) সাতচান্দ ব্লক	১১টি	২২.৪৬৩·০০
(ঘ) রাজনগর ব্লক	৫টি	৩,৬৪৭·০০
৩। পশ্চিম ত্রিপুরা		
(ক) খোয়াই ব্লক	৬টি	১৩,৯৭৮·০০
(খ) তেলিয়ামুড়া ব্লক	১৪টি	১৯,১৪৮·০০
(গ) জিরাণীয়া ব্লক	৩২টি	৪৪,৩২০·০০
(ঘ) মোহনপুর ব্লক	৬টি	১০,৩৩৫·০০
(ঙ) বিশালগড় ব্লক	৯টি	২১,৮৭২·০০
(চ) সোনামুড়া ব্লক	৩৭টি	৩১,৭১৬·০০

২। প্রশ্ন ঃ— এবং পানিসাগর ব্লকের বালিধুম, রাজনগর, জৈথাংবাড়ী, দক্ষিণ পদ্মবিল, জলেবাসা, পেকুছড়া ও পানিসাগর গাঁওসভার কি কি নির্মাণের জন্যে কত টাকা ফুড ফর ওয়ার্কে খরচ করা হইয়াছে ?

২। উত্তর ঃ---

	গাঁওসভার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	খরচের পরিমাণ
(ক)	বালিরধুম	১০৮টি	৭১,৯২৮·৭০ পঃ
(খ)	রাজনগর	১৯টি	৫,১৬৫·৭০ „
(গ)	জৈথাংবাড়ী	৭০টি	৪৪,১১৬·০০ „
(ঘ)	দঃ পদ্মবিল	১৩টি	১৩,২৫৩·০৫ „
(ঙ)	জলেবাসা	১৫টি	২,৩০৪·৬৫ „
(চ)	পেকুছড়া	১৪টি	৮,২২৭·৭৩ „
(ছ)	পানিসাগর	১১টি	১১,১০৭·৩৫ „

৩। প্রশ্ন ঃ— ঐ সব কাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জনসাধারণের আছে কি না ?

৩। উত্তর ঃ--- না।

৪। প্রশ্ন ঃ--- থাকিলে এই ব্যাপারে উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্তের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

৪। উত্তর ঃ---প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 268. By—Shri Mandida Reang, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries etc. Deptt. be pleased to state—

১। প্রশ্ন ঃ— ১৯৭৯-৮০ সনে ধর্মনগরের দশদা ও তৈছামা এলাকায় মৎস্য চাষের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

১। উত্তর ঃ ১৯৭৮-৭৯ সনে দশদায় মরা নদী সংস্কারের যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ১৯৭৯-৮০ সনে শেষ হইবে ও মৎস্য চাষের আওতায় আসিবে। এছাড়া দশদা ও তৈছামা এলাকায় উপজাতিদের দখলীকৃত খাস লুঙ্গা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য চাষের উপযোগী করা হইবে। উপরন্তু ঐ দুইটি এলাকায় মৎস্য বীজের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবার মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার তৈছামায় স্থাপিত করার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

২। প্রশ্ন ঃ— থাকিলে কত দিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর ঃ— সমস্ত নতুন কাজই স্থানীয় গাঁওসভার ও ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটিতে সুপারিশ অনুযায়ী বর্ষার শেষে আরম্ভ করার পরিকল্পনাও রহিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 278 By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্তদপ্তরে ও অন্যান্য দপ্তরে সরকারী তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের (কন্ট্রাকটর) সংখ্যা কত ;

২। তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে বর্তমানে কে কয়টি কাজের ঠিকাদারীতে নিযুক্ত আছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের সংখ্যা ৫২৯৬।

২। এই তথ্য সংগ্রহ করিতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। যথেষ্ট সময় হাতে থাকিলেই এই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

Admitted Starred Question No. 279. By—Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর শহরাঞ্চলসহ ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না ?	১। এখন পর্যন্ত বিশদ পরিকল্পনা তৈয়ারী হয় নাই।
২। গ্রহণ করা হলে প্রয়োজনীয় তথ্য ?	২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
৩। না করা হলে কারণ ?	৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সম্প্রতি তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার সীমিত সংগঠন ও সময়ের মধ্যে এই বিরাট ও জটিল সমস্যার সমাধানের তথ্যাদি ও সম্পূর্ণ হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 280.

By—Shri Rushi Ram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাণীর বাজার হইতে কবরা খামার হইয়া ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ রাস্তা ইটের সলিং কবে পর্য্যন্ত শেষ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

২। উক্ত রাস্তা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরেই কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। রাস্তাটির মাটির কাজ অগ্রগতির পথে।

Admitted Starred Question No. 282

By—Shri Gopal Ch. Das.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাগমার সমতল পাড়ার ডিপ টিউবওয়েলটি কোন সালে স্থাপিত হয় ?	১। ইংরাজী ১৯৭৬ সালে।
২। এটি স্থাপন করতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?	২। ১.৪৯,৭৯ ইং
৩। এই ডিপ টিউবওয়েল দ্বারা কত একর জমি জল সেচের আওতাভুক্ত করা যাবে বলে টারগেট ধরা হয়েছিল ?	৩। ৫০ একর।
৪। বর্ত্তমানে কত পরিমাণ জমিতে জলসেচ সম্ভব হয়েছে ?	৪। ১০ একর।

Admitted Starred Question No. 284

By—Shri Mandida Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ সালে মনু মনুপুই রোডের কাজ সম্প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, না ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ হবে, এবং

৩। না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে।

২। সলিং-এর জন্য ইট সরবরাহের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং কিছু ইট কাজের জায়গায় পৌঁছানো হইয়াছে। ইট বিছানোর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 286

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be please to state :—

১। পি. এ, সি, এস্ গঠনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন গাঁওসভাকে একত্র করা হয়েছে, তার ভিত্তি কি ছিল;

২। ধর্মনগরের (পানিসাগর ব্লক) বরুয়াকান্দি ও রামনা গাঁওসভায় ১টি পি. এ. সি এস্ গঠনের ক্ষেত্রে এসব ভিত্তিগুলোর সঙ্গে দু'গাঁওসভার মধ্যেকার দূরত্বকে বিবেচনা করা হয়েছিল কি ;

৩। না করা হয়ে থাকলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। পি, এ, সি, এস্ গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাঁওসভাকে একত্র করার ভিত্তি ছিল ১৯০০ একর সাবিক কৃষিযোগ্য ভূমির এলাকা বিশিষ্ট এক বা ততোধিক গাঁওসভা ভিত্তিক সমিতি গঠন করা যাহাতে তাহারা অন্তত প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দিতে সমর্থ হয়।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 15

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। কোন ব্লকে কত টাকার এবং কত জমিতে সয়েল কনজারভেশন-এর কাজ গত এক বছরে করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এই কর্মসূচীতে কত সংখ্যক জুমিয়া এবং দরিদ্রতম অংশের পরিবার কাজ পেয়েছেন। (ব্লক ভিত্তিক)।

৩। সয়েল কনজারভেশন কর্মসূচীর কত অংশ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং কত অংশ দপ্তর নিজ হাতে করেছেন ?

৪। সম্পূর্ণ কর্মসূচীর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফুড ফর ওয়ার্ক-এ কেন করা হয়নি তার কারণ সমূহ।

উত্তর

১। গত এক বৎসরে যে পরিমাণ জমিতে সয়েল কনজারভেশন-এর কাজ হইয়াছে এবং সেই বাবদ যে পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে ইহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ---

ব্লকের নাম	যে পরিমাণ জমিতে সয়েল কনজারভেশনের কাজ হইয়াছে---হেক্টরে	যে পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে (টাকায়)
১	২	৩
পানিসাগর	২৯·১৬	১১,৩৭৯·০০
কাঞ্চনপুর	২৪৩·১২	৪,৮৬,১৬৯·০০
কুমারঘাট	৪৬·০০	৬৩,২৫৫·০০
ছামনু	৩৪·৩০	৩৫,৩১২·০০
সালেমা	৪০·৫০	৩৭,৪৬২·০০
খোয়াই	১৫০·০০	২,১৪,২৫৫·০০
তেলিয়ামুড়া	১৬২·৬০	২,৫৭,৪৯৯·০০
জিরাণীয়া	১৪৪·৬৫	৫৮,৭৯৭·০০
মোহনপুর	৯১·৫৬	১৯,৮৪২·০০
বিশালগড়	১৭৩·০০	৭৮,১৬৫·০০
মেলাঘর	৪৬০·০০	৪,৯৩,২৪৬·০০
উদয়পুর	—	—
অমরপুর	১৫৩·০০	১,৭৯,৭৬০·০০
ডম্বুরনগর	২৪·০০	৩০,০০০·০০
বগাফা	৫৩·১০	৬১,৭৮৬·০০
রাজনগর	৬৮·০০	৬৯,০০০·০০
সাতচাঁন্দ	৬০·০০	৭৫,৩৭৬·০০
সর্বমোট—	১৯৭১·৯৯	২১,৭১,২৭৩·০০

২। সয়েল কনজারভেশন কর্মসূচীতে যে সংখ্যক জুমিয়া ও দরিদ্রতম অংশের পরিবার কাজ পেয়েছেন তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

ব্লকের নাম	যে সংখ্যক জুমিয়া ও দরিদ্রতম অংশের পরিবার কাজ পেয়েছেন সংখ্যায়
পানিসাগর	৯৩
কাঞ্চনপুর	৩৭৬
কুমারঘাট	৫৩০
ছামনু	৩০০
সালেমা	১২৮৬
খোয়াই	৩২৯
তেলিয়ামুড়া	৪৯৯
জিরাণীয়া	১৫০০
মোহনপুর	২৮৬
বিশালগড়	৫৪০
মেলাঘর	৪৩৫০
উদয়পুর	—
অমরপুর	২৮৯
ডম্বুরনগর	৫৫
বগাফা	৩৩৫
রাজনগর	৮০০
সাতচান্দ	২৪
সর্বমোট	১১,৫৯৭

৩। সয়েল কনজারভেশনের কাজ স্ব স্ব ব্লকের পঞ্চায়েত ও ব্লক উন্নয়ন কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে ও তাহাদের সক্রিয় সহায়তার কৃষি দপ্তর সরাসরি করিয়াছে।

৪। এই কাজের জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ বাজেটে বরাদ্দ ছিল। কাজেই এই কার্যসূচী 'ফুড ফর ওয়ার্ক' এ নেওয়া হয় নাই। সাধারণত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সংকুলান না হইলে অতিরিক্ত কাজের জন্য ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ নেওয়া হয়।

সাধারণভাবে সয়েল কনজারভেশন কাজ পঞ্চায়েতগুলির সহায়তায় রূপায়িত হয়েছে।

Admitted Starred Question No 20
By Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ইং সাল থেকে সোনামুড়া মহকুমার গ্রামবাসীগণ ভূমি দান করার পরিপ্রেক্ষিতে তুইবান্দাল পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইয়াছিল।

২। বর্তমানে ঐ কেন্দ্রটি কি অবস্থায় আছে।

৩। এই মহকুমার কোন কোন স্থানে কি ধরণের পশু চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে।

৪। গত এক বছরে কোন কোন কেন্দ্র থেকে কত পরিমান ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। এবং কত পরিমাণ কি জাতীয় ঔষধ ঐ কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ ইং সাল থেকে সোনামুড়া মহকুমার গ্রামবাসীগণ ভুমিদান করার পরিপ্রেক্ষিতে তুইবান্দালে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইয়াছিল।

২। ভুমিদান সংক্রান্ত দানপত্রাদি না হওয়াতে এখনও ঐ কেন্দ্রটি খোলা যায় নাই। তবে এই বৎসর মাটির ঘর তৈরী করার জন্য এই ব্যাপারে প্রধান মহাশয়কে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

৩। এই মহকুমার মেলাঘর ও বক্সনগরে একটি করিয়া পশু চিকিৎসালয় আছে। তদ্ব্যাতীত কলমছড়া, কুলুবাড়ী, সোনামুড়া, কাঠালিয়া, বৈরাগী বাজার, কালিরবাজার, টকসাপাড়া, দুল ভনারায়ন ও ভেলুয়ারচড়ে মোট ৯০টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। এবং মাছমা, রবীন্দ্রনগর, কামরাঙ্গাতলী, নলছড়, বাগমারা, মতিনগরে মোট ৬টি গো-প্রজনন উপকেন্দ্র আছে।

৪। সরকারের আর্থিক ক্ষমতা উপযোগী ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান বৎসর হইতে নিম্ন পরিমান অর্থের ঔষধাদি প্রতিটি কেন্দ্রে দেওয়া হইবে। যাহা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী পরিমান।

১। পশু চিকিৎসালয়---৭৫০০ বাৎসরিক

২। পশু চিকিৎসা কেন্দ্র
গো-প্রজনন উপকেন্দ্র } ---২৫০০ বাৎসরিক

Admitted Starred Question No. 22

Sri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন কোন এলাকায় সেচের জন্য ডিপওয়েল কিংবা ওভারফ্লো বসানোর পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	১। ১৯৭৯-৮০ সালে কোন কোন এলাকায় ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হবে উহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ওভারফ্লো টিউবওয়েলের জন্য কোন জায়গা নির্দিষ্ট করা এখনও হয় নাই।
ত্রিপুরা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের অধীন ঃ	
ধর্মনগর মহকুমায়	
(১) পানিসাগর ব্লক—৬টি	(ক) রাজনগর
	(খ) বটরসী
	(গ) বরুয়াকান্দি
	(ঘ) জলেবাসা
	(ঙ) উত্তর হুরুয়া
	(চ) তিলথৈ বেতাঙ্গী
সদর মহকুমায়	
(১) মোহনপুর ব্লক—৩টা	(ক) দুমদুমিয়া
	(খ) ঢাকাইপল্লী
	(গ) জলিলপুর
(২) বিশালগড় ব্লক—২টি	(ক) ব্রজপুর
	(খ) রাউতখলা
সোনামুড়া মহকুমায়	
(১) মেলাঘর ব্লক—২টি	(ক) কালীকৃষ্ণনগর
	(খ) পুনামাটি মাঠ
উদয়পুর মহকুমায়	
(১) মাতাবাড়ী ব্লক—১টি	(ক) কপিলং
সাব্রুম মহকুমায়	
(১) সাতচান্দ ব্লক—৩টি	(ক) মেরুছড়া
	(খ) উত্তর বড়তলী
	(গ) লাখবাড়ী

বিলোনীয়া মহকুমায়

(১) বগাফা ব্লক---১টি	(ক) পূর্ব চড়কবড়ী

খোয়াই মহকুমায়

(১) খোয়াই ব্লক---১টি	(ক) কুঞ্জবন
(২) তেলিয়ামুড়া ব্লক---২টি	(ক) দূর্ষকি
	(খ) তুইচিংদ্রাইবাড়ী

কমলপুর মহকুমায় ঃ

(১) সালেমা ব্লক—৩টি	(ক) মোহনপুর মলয়া
	(খ) মহারাণী
	(গ) উত্তর নওগাঁ

কৈলাশহর মহকুমায় ঃ

(১) কুমারঘাট ব্লক---২টি	(ক) গৌড়নগর
	(খ) কনকপুর

সেণ্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের অধীন ঃ

(১) সালেমা ব্লক (কমলপুর মহকুমা)---২টি	(ক) আভাঙ্গা
	(খ) ভাতখাউড়ী
(২) খোয়াই ব্লক (খোয়াই মহকুমা)---৩টি	(ক) বাইজালবাড়ী
	(খ) আশারামবাড়ী
	(গ) বালুছড়া
(৩) মাতাবাড়ী ব্লক (উদয়পুর মহকুমা)---১টি	(ক) তুলামুড়া
(৪) রাজনগর ব্লক (বিলোনীয়া মহকুমা)---২টি	(ক) রাজাপুর
	(খ) রাজনগর
(৫) সাতচান্দ ব্লক (সাব্রুম মহকুমা)---১টি	(ক) সাতচান্দ

Admitted Un-starred question No. 27

By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অদ্য পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরার কত সংখ্যক দুধের গাভী ভূমিহীন অথবা গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরন করা হইয়াছে।

২। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও প্রাপকের নাম তৎসঙ্গে ব্লক পর্য্যায়ে গাঁও সভাগুলির নাম।

৩। কোন পদ্ধতি অবলম্বনে গাভীগুলি বিতরণ ও তদারকি করা হয়।

উত্তর

১। পশুপালন বিভাগ হইতে সরাসরি কোন দুধের গাভী বিতরণ করা হয় নাই। যাহা করা হইয়াছে তাহা ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে করা হইয়াছে।

২। পূর্ণ বিবরণ ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্প হইতে পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম	প্রাপকের সংখ্যা	গভীর সংখ্যা
সোনামুড়া	২৬৫	২৮০
বিশালগড়	৩৪১	৩৪৪
মোহনপুর	৪৫	৪৫
জিরানীয়া	৪০	৪০
তেলিয়ামুড়া	৮৯	১১৯
খোয়াই	—	—
সেলেমা	২৭	২৭
কুমারঘাট	৩১	৩১
পানিসাগর	৬২	৬২
উদয়পুর	২২৩	২২৩
বগাফা	৮৩	৮৩
রাজনগর	৪২	৪২

৩। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মারফৎ লোন ও ভূর্তকি দিয়ে বিতরন করা হয়। গবাদি পশু চিকিৎসালয়ের পশু চিকিৎসক ও গুরুপদ কলোনীর স্টক সুপারভাইজার দিয়ে তদারকি করা হয়।

Admitted Un-starred question No. 28

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার চোড়াইবাড়ী-কৃষি ফার্ম নির্ম্মানের সময় যে সকল ভূমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন তার মূল্য বাবদ মালিকদের কাহাকে কত টাকা ক'রে দেওয়া হয়েছিল;

২। মালিকদের ক্ষতিপুরন দেওয়া না হয়ে থাকলে কারণ কি ; এবং

৩। তাদের ক্ষতি পূরন দেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

৩। ঐ

Admitted Un-starred question No. 32

By—Shri Mohanlal Chakma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries etc. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন জেলায় মৎস্য চাষের জন্য জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সনে ত্রিপুরার তিনটি জেলায়-ই মৎস্য চাষের জন্য জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। মৎস্য চাষের জন্য কতগুলি লুঙ্গা বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং পুষ্করিনী খনন করা হইয়াছে? (মহকুমা ভিত্তিক)।

উত্তর

২। মহকুমা ভিত্তিক লুঙ্গা বাঁধ ও পুকুর সংস্কারের খতিয়ান নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহকুমা	সংখ্যা
১। উদয়পুর—	১টি
২। অমরপুর---	৬টি
৩। সাব্রুম—	১১টি
৪। বিলোনীয়া---	৫টি
৫। ধর্ম্মনগর---	৪০৮টি
৬। কৈলাশহর---	২৭৭টি
৭। কমলপুর---	৪৭টি

প্রশ্ন

৩। কত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে ?

উত্তর

৩। মোট ৪,৬৬,৪২৮'৪০ পঃ খরচ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

৪। এই প্রকল্পের জন্য কত অর্থ বরাদ্দ ছিল ?

উত্তর

৪। এই প্রকল্পের জন্য মোট ১৩,৬৫,৪৩৯'২৫ পঃ বরাদ্দ ছিল।

Admitted Unstsrred question No. 33

By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে উপজাতিদের লুঙ্গা বা ভূমি উন্নয়নের জন্য কত অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং কত ব্যায় হইয়াছে ?

২। ভূমি বা লুঙ্গা উন্নয়ন বলিতে কি কি নিয়ম নীতি গ্রহণ করা হয়।

৩। মহকুমা ভিত্তিক লুঙ্গা উন্নয়ন বাবদ কত হেকটর ভূমি আওতায় আনা হইয়াছে ;

৪। খেদাছড়া এলাকায় কত হেকটর লুঙ্গা ভূমিতে এই স্কীম কাজ করা হইয়াছে ;

৫। যে সব শ্রমিক মাসাধিক এইরূপ লুঙ্গা উন্নয়ন কাজে লিপ্ত থাকেন তাহাদিগকে এক সপ্তাহে (৬) ছয়দিন না (৭) সাতদিন কার্যাদিন হিসাবে গন্য করিয়া বেতন দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। উপজাতিদের ভূমি বা লুঙ্গা উন্নয়নের বরাদ্দকৃত অর্থের এবং ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ ঃ---

ক) বরাদ্দকৃত অর্থ---রাজ্য প্রকল্প

৪৮.৫০,০০০ এবং

এন, ই, সি প্রকল্প

৫,৫০,০০০

খ) ব্যয়ের পরিমাণ কৃষি বিভাগে

৩৪,৫৩,৪০০ এবং

এন, ই, সি,

৫,৯০,০০০

২। সাধারণতঃ স্থানীয় গাঁওসভা এবং সমষ্টী উন্নয়ন কমিটির সহযোগীতায় প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা হয়। তারপর নির্বাচিত এলাকাটি soil survey party দ্বারা survey করা হয়। project report তৈরী করা হয়। এই project report এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শতকরা ৫ ভাগ পর্য্যন্ত ঢালে graded bunding শতকরা ৫ হইতে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ঢালে bench terracing এবং এর বেশী ঢালু এলাকাগুলিতে বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়।

ভূমি বা লুঙ্গা উন্নয়ন কাজ কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মাষ্টার রোল স্থানীয় শ্রমিকের দ্বারা কাজ করানো হয়।

প্রকাশ থাকে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের জমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে জিরানীয়া ব্লকের জম্মেজয়নগর, আলিগড় এবং রাধামোহনপুর গাঁওসভায় ভূমি উন্নয়নের কাজ কন্ট্রাক্টর মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমিকদের দ্বারা করানো হইয়াছে।

৩। মহকুমা ভিত্তিক লুঙ্গা উন্নয়নের পরিমাণ এইরূপ :—

মহকুমার নাম	লুঙ্গা উন্নয়নের পরিমাণ (হেক্টরে)
১। ধর্মনগর	২২৯·০৪
২। কৈলাসহর	৪৬·৩০
৩। কমলপুর	৪০·৫০
৪। খোয়াই	১৬·৩৫
৫। সদর ক) State Plan	৫১·৫৩
খ) N. E. C. Plan	৬১·০০
৬। সোনামুড়া	১৭২·৮০
৭। উদয়পুর	---
৮। সাব্রুম	৪৪·০২
৯। বিলোনীয়া	১০০·০০
১০। অমরপুর	১৩৯ ৪২

৪। ২২৯·০৪ হেক্টর।

৫। শ্রমিকগণকে প্রকৃত কাজের দিনের ভিত্তিতেই মজুরী দেওয়া হইয়াছে সাধারণতঃ কোন শ্রমিকই একনাগারে মাসাধিক কাল কাজ করেন নাই।

Admitted Un-starred Question No. 38.
By Shri Makhan Lal Chakraborty.

প্রশ্ন	উত্তর
(১) ১৯৭৮-৭৯ ইং সালে বন্যাজনিত কারণে সমগ্র ত্রিপুরার কৃষকের যে পরিমাণ জমি বালিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে কত পরিমাণ জমি উদ্ধার করা হইয়াছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।	(১) এই তথ্য সংগ্রহাদীন আছে।
(২) খোয়াই মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলি প্রস্তাব সরকারের নিকট আছে, এবং	(২) ছয়টি বিভিন্ন প্রস্তাব আছে।
(৩) ইহাদের মধ্যে কতগুলি কার্যকরী করা হইয়াছে ?	(৩) দুইটি কার্যকরী করা হইয়াছে।

Admitted Un-starred Question No. 39.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে যে সমস্ত রাস্তা এম. এন. পি. স্কীম হিসাবে ধরা হইয়াছিল ঐ সমস্ত রাস্তাগুলিতে কি ধরণের কাজ হইয়াছিল? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ সনে এম. এন, পি অধীন সড়ক প্রকল্পে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা হইয়াছিল।

ক) মাটির কাজ স্পান পাইপ কালভার্ট সহকারে।

খ) ইট বিছানোর কাজ।

গ) এস, পি. টি, ব্রীজের কাজ।

উক্ত কাজগুলির বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	মাটির কাজ	ইট বিছানোর কাজ	এস, পি, টি, ব্রীজের কাজ
ক) কৈলাসহর সাব-ডিভিসন	৩৪.৮৩ কিঃ মিঃ	১০.০০ কিঃ মিঃ	৮টি
খ) ধর্মনগর সাবডিভিসন	৬.৮০ ,,	২.৫০ ,,	—
গ) কমলপুর সাব-ডিভিসন	১২.২০ ,,	৩.৮৩ ,,	—
ঘ) সোনামুড়া সাব-ডিভিসন	১.৯০ ,,	—	—
ঙ) উদয়পুর সাব-ডিভিসন	২৮.৭০ ,,	২৪.২৪ ,,	৩টি
চ) অমরপুর সাবডিভিসন	১৩.২৫ ,,	—	—
ছ) বিলোনীয়া সাবডিভিসন	২১.০০ ,,	১৭.০০ ,,	৪টি
জ) সাব্রুম সাব-ডিভিসন	১৩.০০ ,,	১০.৩০ ,,	—
ঝ) খোয়াই সাবডিভিসন	২৩.৬০ ,,	১০.৫০ ,,	৫টি
ঞ) সদর সাব-ডিভিসন	৩৬.৫০ ,,	৩৭.৫০ ,,	৫টি
মোট—	১৯১.৭৮ কিঃমিঃ	১১৫.৮৭ কিঃমিঃ	২৫টি

Admitted Un-Starred Question No. 43,

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমায় দামছড়া খেদাছড়া রাস্তার কাজ করার জন্য টেণ্ডার গ্রহণ করার পর রাস্তার কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

২। চলতি আর্থিক বৎসরে এই রাস্তার কাজ শেষ করার জন্য সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

৩। না হইলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রাস্তাটি এন, ই. সি, প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এন, ই. সি, রাজী হইয়াছে। তদনুযায়ী এন, ই, সি মঞ্জুরী এবং অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, ০ কিঃ মিঃ হইতে ৮·৭৬ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত মাটির কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু এন, ই, সি'র মঞ্জুরী না পাওয়ায়, কাজটি আরম্ভ করার জন্য কাজের নির্দ্দেশপত্র দেওয়া যায় নাই।

২। ১৯৭৯-৮০ সনে এন, ই, সি কোন অর্থ বরাদ্দ করে নাই, সুতরাং ১৯৭৯-৮০ সনে কাজটি শেষ করার প্রশ্ন উঠে না।

৩। এন, ই, সি কর্তৃক মঞ্জুরী এবং অর্থ বরাদ্দ না করার জন্য। এন, ই, সি হইতে মঞ্জুরী পাওয়া মাত্র কাজটি হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Un-Starred Question No. 44

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কে, এন, রোড কুমারঘাট হইতে মাছমারা ব্রীজ পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কার করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। মনু মনপুই রোড পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ১৯৭৯-৮০ সনের বাজেট ২০,০০০ টাকার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে।

২। রাস্তাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয় নাই। বর্ত্তমানে সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে সলিং এর জন্য ইট সরবরাহের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং কিছু ইট কাজের জায়গায় পৌছানো হইয়াছে (০-৫ মাইল)। ইট বিছানোর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৫ মাইলের পর সলিং, মেটলিং এবং ব্ল্যাকটপিংএর কাজ ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে হাতে নেয়া হইবে মঞ্জুরী পাবার পর।

—(o)—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

MONDAY, THE 11TH JUNE, 1979. Part—I

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11—00 A. M. on Monday, the 11th June, 1979.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, 10 Ministers, Deputy Speaker, and 44 Members,

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে, তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্ন-এর নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নং ৯৭

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ৯৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে হ্লুল গাওসভার সীমানা লইয়া মিজোরাম সরকারের সংগে ত্রিপুরা সরকারের বিরোধ দেখা দিয়াছে ?	হাঁ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যদি বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে সরকার থেকে বিরোধ মীমাংসার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয় হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১০৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ১০৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। এই পর্যন্ত ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের কয়টি জনসভার উপর দুষ্কৃতকারীদের হামলার চেষ্টা হয়েছে ?	২টি ক্ষেত্রে।
২। এই হামলার পিছনে কাদের হাত রয়েছে বলে সরকার মনে করেছেন ?	উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থকদের হাত রয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যে সকল ক্ষেত্রে হামলার চেষ্টা হয়েছে. সব ঘটনা সম্পর্কে, ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কোন রকম মন্তব্য আছে কি না এবং তারা এই ধরণের গণতন্ত্র বিরোধী কাজের নিন্দা করেছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কিছু দল নিন্দা করেছেন, যেমন সি. পি. আই. আর. এস. পি., সি. পি. আই. (এম), এছাড়া অন্য কোন দল নিন্দা করছেন কি না, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীসুবোধ দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যারা এই সব হামলা করেছে, তাদের মধ্যে অনেক ইন্দিরা কংগ্রেসী এবং আনন্দমার্গী বলে পরিচিত এমন অনেক মুখ দেখা গিয়েছে, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হামলাকারীরা আনন্দমার্গী বলে পরিচিত এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের বহু লোক এই সব হামলার সংগে জড়িত ছিলেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়েশ্চান নম্বার ১৭২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৭২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯ইং সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় সমাজ বিরোধীদের দ্বারা কতটি স্কুল ঘর ভস্মীভূত হয়েছে ?	১৯৭৯ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ১৪টি বিদ্যালয়-এ অগ্নিসংযোগে ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে কতটি ঘটনা সমাজবিরোধীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহা তদন্তসাপেক্ষ।
২। এ পর্য্যন্ত কোথায়ও কোন আসামী ধরা পরেছে কি ?	হ্যাঁ মহাশয়, কৈলাশহরে ২জন আসামী ধরা পরেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৭৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৭৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বে-আইনী সম্পত্তির সঠিক কোন হিসাব সরকারের হাতে আছে কি না ?	বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বে-আইনী সম্পত্তির সঠিক কোন হিসাব নাই।
২। থাকিলে তার পরিমাণ কত ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। না থাকিলে তা জানার জন্য কোন তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না ?	বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এই সব সম্পত্তি নিরূপন করা কঠিন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপারে দুর্নীতির দ্বারা অর্জিত সম্পত্তির সমস্ত অভিযোগ তদন্ত করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এ পর্যন্ত কতজন অপর স্তরের কর্মচারীর বে-আইনী সম্পত্তি তদন্ত করে দেখা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী। (শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান)।

শ্রীসমর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নং ১

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ১

প্রশ্ন

প্রচণ্ড খরায় আক্রান্ত দুস্থ জুমিয়া ও অন্যান্য গরীব কৃষকদের জন্য এবং রাজ্যের কৃষি উৎপাদনে বিপর্যয় প্রতিরোধ-এ কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

রাজ্যে খরা পরিস্থিতির জন্য শস্যাদি বিনিষ্ট হওয়ায় জুমিয়া অন্যান্য দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশা নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নেওয়া হইয়াছে :—

ক) যে সব ক্ষেত্রে শস্য বিনষ্ট হইয়াছে সেখানে কৃষকগণ যাহাতে বিকল্প কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করেন ও পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে বীজ বপন করেন তাহার জন্য ফিলড ষ্টাফ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষত যে সব জমিতে জুম এবং আউস ফসলের বীজ বপন করা সম্ভব হয় নাই অথবা রোপিত ফসলের চারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে সে সব জমিতে কৃষকগণ উক্ত বিশেষ ব্যবস্থায় যাহতে বীজ বপন করেন তাহার জন্য তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খ) ইহা স্থিরিকৃত হইয়াছে যে কৃষকগণ বিশেষত জুমিয়াগণ যাহাতে বিকল্প শস্য

বীজ ক্রয় করিতে পারেন তাহার জন্য তাহাদিগকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হইবে অবিলম্বে এই সাহায্য দেওয়ার জন্য ডি. এম. এবং কালেকটারগণের নিকট ২০ লক্ষ টাকা সংস্থান করা হইয়াছে।

গ) ইহাও স্থিরিকৃত হইয়াছে যে বিক্রয়মূল্য হইতে ৩৩১/২/. কম মূল্যে কৃষকদিগকে সার দেওয়া হইবে।

ঘ) খরার জন্য উদ্ভুত পরিস্থিতিতে যে সব এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিবে সেই সব স্থানে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ঙ) কৃষকদের দেয়া খাজনা ইত্যাদি আদায় করা সাময়ীকভাবে স্থগিত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

চ) ইহা ছাড়া পুষ্করিণী আরও গভীর করাও কাঁচা কূপ খনন, সাময়ীক বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজ যেখানে যেখানে করা সম্ভব তাহা করার জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতি ব্লকে অতিরিক্ত ওভারফ্লো টিউবওয়েল বসানোর জন্য প্রতি ব্লকে ৫,০০০ টাকা হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিত দৈহিক এবং মানসিক অক্ষম ব্যক্তিগণকে সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ডি. এম. এবং কালেকটারদের নিকট ১ লক্ষ টাকা হিসাবে স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরায় বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতিতে যে খাদ্য সংকট চলছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন তাহলে পরে কি এই সমস্ত অঞ্চলে লংগড়খানা খোলার ব্যবস্থা করবেন?

শ্রীবীরেন দত্ত :—লংগড়খানার কোন প্রয়োজন নেই। কৃষকরা এখন চাষ মাঠে কাজে নামতে এবং বিভিন্ন ধরণের সার উৎপাদন করতে। কাজেই লংগড়খানা খোলার জন্য প্রশ্ন উঠে না। তাহা ছাড়া আরেকটা রিজোলিউশন এখানে আছে এটার উপরে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন। ত্রিপুরাতে কাজ করে খাওয়ার প্রবৃত্তি অধিকাংশ কৃষকেরই।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন জায়গায় উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা প্রচার করছে যে তোমরা ফুড ফর ওয়ার্কসে কাজ করো না লংগড়খানা খোলার জন্য আন্দোলন কর এই সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত :—এই সম্পর্কে কোন তথ্য নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতরণী মোহন সিং।

শ্রীতরণী মোহন সিং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৯, হোম ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে রাত্রিকালীন পাহাড়া দেওয়ার জন্য হোমগার্ড নিয়োগ করা হবে বলিয়া বর্ত্তমান সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন।

২। সত্য হইলে এ পর্য্যন্ত কোন কোন দপ্তরে কতজন হোমগার্ড নিয়োগ করা হইয়াছে?

৩। যদি না হইয়া থাকে তাহলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে নেওয়া হবে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কোন দপ্তরে কতজন নেওয়া হয়েছে তার হিসাব আমি দিচ্ছি।

Ditrector of Fire Services	—	28
Director of Education	...	136
Industry Department	...	37
Office of the Commissioner of Taxes	...	4
Department of Labour, Labour Commissioner	...	3
Director of Food & Civil Supplies	...	9
Director of Animal Husbandry	...	27
District Magistrate & Collectors (South)	...	12
Senior Statistical Officer.	...	1
Officer on Special Duty, S. A. Deptt.	...	6
Registrar, Co-operative Societies	...	5
Chief Engineer, PWD	...	55
Director of Health Services	...	44
Director of Public Relations & Tourism	...	23
Director of Employment Services	...	2
Director of Civil Defence	...	1
Director of Land Records and Settlement.	...	3
Dy. Chief Conservator of Forests	...	9
Secretary, Tripura Post Graduate Centre	...	4
District Magistrate & Collector (North)	...	56
District Magistrate & Collector (West)	...	55
Jt. Director, Fisheries, Tripura	...	1
Controller of Weights & Measures, Agt.	...	4
District Registrar Tripura, Agt.	...	4
Senior Statistical Officer. Director of Statistics & Evaluation	...	2
Controller, Printing & Stationery Deptt.	...	2
Director of welfare of Schedule Caste & Schedule Tribes.	...	19

এই ৫৫২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কাজেই তৃতীয় নং প্রশ্নের বেলা প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এর মধ্যে হাইয়ার সেকেণ্ডারী বা অন্যান্য স্কুলগুলি বা বাজারের মধ্যে পাহাড়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা বিভিন্ন দপ্তর বলতে পারে। তারা যদি চান আমরা দিতে পারি। অন্যান্য দপ্তর যদি বলেন আমাদের দরকার আছে, আমরা দিতে পারি। আমাদের কাছে আরও বেকার হোম গার্ড আছেন এবং যারা আমাদের কাছে অ্যাপলিকেশন করেন, আমরা তাদের কাছে পাঠাই।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—যেখানে এই বৎসরের মধ্যে যে সব দল-যেমন আমরা বাঙ্গালী বা

অন্যান্য দল যারা স্কুল ঘর ভষ্মীভূত করেছে সেখানে হোমগার্ড পাঠানোর দরকার সরকার মনে করেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটাতো বিভিন্ন দপ্তর বলতে পারে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ট্রেনিং প্রাপ্ত হোম গার্ডের সংখ্যা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটাতো এখানে উঠে না। তবে মোটামুটি হাজার তিনেক হোমগার্ড আমাদের কাছে আছে যারা ট্রেনড। তারা কিছু বর্ডারে চলে গেছেন, কিছু আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করনে এবং কিছু বেকার আছেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই হোমগার্ডরা যে যে দপ্তরে কাজ করছে, সেই দপ্তর অনুযায়ী তাদের ডেজিগনেশন হবে ? না হোমগার্ড নামটাই থাকবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমরা একটা পে কমিশন বসাচ্ছি। ওরা ওদের ভবিষ্যত কি হবে সেটা ঠিক করবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২১৫, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত ৬ই মে বনমন্ত্রী শ্রীআরবের রহমানের আগরতলাস্থিত কোয়ার্টারে যে দুষ্কৃতকারীরা হামলা করেছিল তারা বহু সংখ্যক গুরুতর অপরাধ মূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযোক্ত এবং কোন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা কর্মী।	১। গত ৬ই মে ১৯৭৯ ইং তারিখ সকাল ৮-৩০ মিঃ বনমন্ত্রী শ্রীআরবের রহমানের সরকারী বাড়ীতে হামলা অপরাধে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই হামলাকারীরা পূর্বে কোন অপরাধে অভিযুক্ত, সরকারের নিকট এমন কোন প্রমান পত্র নাই। তাহাদের মধ্যে ২ জন কংগ্রেস সদস্য এবং বাকীরা কংগ্রেস সমর্থক বলে খবরে জানা যায়।
২। যদি সত্য হয় তবে কি জাতীয় কত সংখ্যক অপরাধের জন্য কোন থানায় কতদিন যাবত অভিযুক্ত রয়েছে।	২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩। কোন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা কর্মী হিসাবে এই ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ?	৩। ২ জন কংগ্রেস সদস্য এবং বাকীরা কংগ্রেস সমর্থক বলে খবরে জানা যায়।

৪। এই সকল দুষ্কৃতিকারীদের দমনে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

৪। হামলাকারীদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বাকিবাকীদের খোঁজে বের করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কংগ্রেস কর্মীরা যারা এই আক্রমণ করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অতীতে আগরতলায় অনেকে অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত আছেন কিন্তু তা সত্বেও থানায় কোন অভিযোগ রাখা হয় নি, এটা সত্যি কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার এটা আমার জানা নেই।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হামলার কারণ কি জানা গেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটা তো বিচারাধীন রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৭৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ২৭৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য 'আমরা বাঙ্গালী' নামে যে, সাম্প্রদায়িক দলটি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে, তার পেছনে উপজাতি যুব সমিতি সহ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির মদত আছে,

২। ইহা কি সত্য যে আমরা বাঙ্গালী দল বিভিন্ন জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে যে বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে তারা সমস্ত প্রকার বে-আইনী কাজ কর্ম এবং আন্দোলন চালাবে।

উত্তর

১। উপজাতি যুব সমিতি আমরা বাঙ্গালী দলকে মদত দিচ্ছে এরূপ কোন তথ্য সরকারের জানা নেই তবে কংগ্রেস, কংগ্রেস (আই) সি. এফ. ডি এবং জনতা দলের এক অংশ আমরা বাঙ্গালী দলকে উৎসাহিত করিতেছে বলিয়া সরকারের নিকট খবর আছে। খবর পাওয়া গেছে আমরা বাঙ্গালী দলকে সাহায্য করার জন্য এই সমস্ত দল মোহনপুর ব্লকে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

২। হ্যাঁ মহাশয়।

৩। সত্য হইলে সরকার এই দলের এবং দলের নেতাগণের সমস্ত অপকৌশল বিভ্রান্তিমূলক এবং আন্দোলন, যা দ্বারা জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত হচ্ছে, প্রতিরোধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক মোকদ্দমা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অমরপুরে বামফ্রন্ট সরকারের জনসভাকে বিঘ্নিত করার জন্য 'আমরা বাঙ্গালী' দল যে ব্রীজ পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেই সম্পর্কে কংগ্রেস, জনতা এবং সি. এফ. ডি. সংগঠন কোন নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি, কোন কনডেম করেন নি, এই কথা সত্য কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—তাঁরা কোন নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই

শ্রীসমর চৌধুরী:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই, সেকেরকোট, এই সমস্ত জায়গায় ঘণ ঘণ, প্রতি বাজারে হরতাল ডেকে সমস্ত শান্তিকামী মানুষের শান্তিকে আমরা বাঙ্গালী দল বিঘ্নিত করার যে চেষ্টা করেছেন, ঐ সমস্ত রাজনৈতিক দল তার সামান্যতম প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করছেন না, এটা সত্য কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, এই সব দলগুলি প্রতিবাদ করছে এমন কোন তথ্য আমাদের জানা নেই।

শ্রীমতিলাল সরকার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সকল রাজনৈতিক দলে কংগ্রেস, জনতা এবং সি. এফ. ডি অংশ নিচ্ছে এবং তাঁরা মুখে ২।১ টা কথা যা বলছেন, তার দ্বারা 'আমরা বাঙ্গালী' দল এই আন্দোলন মদত পাচ্ছে. ইহা কি সত্য?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, এটাতো অনুমান সাপেক্ষ।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কয়েক মাস আগে বিশ্রাম গঞ্জের একটা জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী যোগদান করেছিলেন, এবং তার দুদিন আগে কংগ্রেস নেতা শ্রীমুনসর আলী সাহেব সেই মিটিংকে বানচাল করার জন্য বৈঠক করেছিলেন, এই কথা সত্য কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, কংগ্রেস নেতা শ্রীমুনসর আলী সাহেব বিশ্রামগঞ্জে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কি বলেছেন, সে সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন যে 'আমরা বাঙ্গালী' দল কোন রাজনৈতিক দল কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা বলা. খুব মুস্কিল। কারণ এই যে হিন্দু মহাসভা সেটাও রাজনৈতিক দল বলে পরিচিত ছিল। কাজেই সাম্প্রদায়িক দলগুলি রাজনৈতিক দল কি না বলা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, 'আমরা বাঙ্গালী' দল এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য বা অপসারণ করার জন্য রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেবেন, এ কথা সত্য কি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, বিভিন্ন জনসভায় তাঁরা (আমরা বাঙ্গালী) এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন সরকার তাঁদের সমস্ত বক্তব্য বিচার বিবেচনা করেছেন যথাসময়ে এই সম্পর্কে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী—'আমরা বাঙ্গালী' দলকে সাহায্য করার জন্য 'আনন্দ মার্গী'র' মাধ্যমে পাটনা থেকে টাকা আসে, এ কথা সত্য কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই সব সংগঠন, বিশেষ করে আনন্দ মার্গী সংগঠন, তাঁরা আন্তর্জাতিক সংগঠন। কাজেই বিদেশে তাঁদের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং এই রকম তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছিল বলে এই সংগঠন এক সময়ে বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল। কাজেই এটা ঠিক। কিন্তু পাটনা থেকে টাকা আসে কিনা বলা যায় না, তবে বাইরে থেকে তাঁরা সাহায্য পান, এই রকম তথ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন সূত্রে আসছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কথা ঠিক কিনা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকজন শিক্ষক এবং কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী এই 'আনন্দ মার্গী'র' সঙ্গে জড়িত এবং বর্তমানে এই সমস্ত উশৃঙ্খল কাজ-কর্মে লিপ্ত আছেন, এই কথা মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের রিপোর্ট সরকারের কাছে আছে। এই হাউসের সামনে তথ্য দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগরের যারা সরকারী কর্মচারী, তারা লাঠি নিয়ে মিছিল করেছিল। সরকার এই সমস্ত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— ধর্মনগরের একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নাকি আনন্দ-মার্গীদের নিয়ে সাইকেলে করে ঘোরাঘুরি করে এবং প্রকাশ্যে পত্রিকা বিক্রি করেন। এইরকম ঘটনা সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা সরকারের কাছে নেই। সেটা আমরা দরকার হলে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন বিভিন্ন জনসভা আনন্দমার্গীরা বানচাল করার জন্য চেষ্টা করে। শুধু কি বামফ্রন্টের জনসভা বানচাল করার জন্য তারা চেষ্টা করে, না অন্য জনসভাও তারা বানচাল করার জন্য চেষ্টা করে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— অন্য দলের জনসভা বানচাল করার চেষ্টা তারা করে, এরকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা বাঙালীর এই সমস্ত ষড়যন্ত্র, এবং তাদের সংঘঠিত দল নিয়ে, তীরধনুক, বাদা ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে তারা মিছিল করার জন্য এবং মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার এটা ঠিক।

শ্রীনকুল দাস :— আমরা বাঙালী সারা রাজ্যে যে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি হত্যার মাধ্যমে এবং সন্ত্রাসকে প্রতিষ্ঠীত করার জন্য তারা চেষ্টা চালাচ্ছে, এই সম্পর্কে সরকারের জানা আছে কি, থাকলে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, সরকার 'আমরা বাঙালী' দলের ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তারা যেখানে বে-আইনী কাজ করবে, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নং ২৭১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ২৭১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৭ জানুয়ারী ১৯৭৯ইং থেকে ২০শে মে পর্য্যন্ত আমরা বাঙালী দ্বারা রাজ্যের কোন কোন স্থানে কতটি নাশকতামূলক ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিল ?

২। এর ফলে সরকারী এবং বেসরকারী সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৩। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— অমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— কোয়েশ্চান নং ২৭৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ২৭৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৭৯ সালের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে ধর্মনগরের বরুয়াকান্দি গ্রাম থেকে দু'জন ভারতীয় (ত্রিপুরার আদিবাসী) নাগরিককে জোর করে বাংলাদেশে ধরে নিয়ে যায় এবং

২। সত্যি হইলে সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, গত ৫-৫-৭৯ইং তারিখে বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় ১০/১২ জন বাংলাদেশের বন বিভাগের কর্মচারী জুরি ফরেষ্ট অফিসের রেঞ্জ অফিসারের নেতৃত্বে ধর্মনগর থানার অন্তর্গত বরুয়াকান্দি গ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ ভারতীয় নাগরিক বঙ্কিত মালাকার, পিতা ললিত মালাকার, মনতোষ দে, পিতা মৃত মথুরা মোহন দে এবং সমীরণ মালাকার ; পিতা শচীন্দ্র নন্দ মালাকার প্রমুখকে আক্রমণ করে। উক্ত ব্যক্তিগণ সে সময় মাঠে গরু চরাইতেছিল। অতঃপর বাংলাদেশের বন বিভাগের কর্মচারীরা প্রনয় দাস, পিতা পুলিন দাস, এবং অজয় ধর, পিতা খরিন্দ্র ধর, এই দুইজন ভারতীয় নাগরিককে দুই বোঝা বাঁশ সহ অপহরণ করিয়া বাংলাদেশে নিয়া যায়। ভারতের বালিধুম বন হইতে অপহৃত ব্যক্তিগণ দুই বোঝা বাঁশ নিয়া ফিরিতেছিল।

২। ত্রিপুরা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ হইতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসককে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দিয়া বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট এক লিখিত অভিযোগ পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে অপহৃত ভারতীয় নাগরিকদ্বয়ের মুক্তি ও প্রত্যার্পন এবং বাংলাদেশের বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের শাস্তির দাবী করার জন্যও ঐ নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে। উক্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী, ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে মুক্তি ও প্রত্যার্পণ এবং বাংলাদেশের বন বিভাগের দোষী কর্মচারীদের শাস্তি দাবী করিয়া গত ২৯-৫-৭৯ইং তারিখে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট একটি পত্র পাঠাইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

উপরন্তু স্থানীয় ভারতীয়, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলসের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। উত্তরে, স্থানীয় সীমান্তরক্ষী অধিনায়ককে জানান হয় যে উক্ত ভারতীয় নাগরিকগণকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে বাঁশ কাটার জন্য ধরা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করিতে রাজী নয়। এমতাবস্থায় ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছে যে তাহারা যেন উক্ত দুইজন ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি এবং প্রত্যার্পনের দাবী জানাইয়া বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিষয়টি কুটনৈতিক পর্য্যায়ে উত্থাপন করে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— সাপ্লিমেটারী স্যার, ২ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের বন বিভাগের কর্মীরা যেদিন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন আরও কিছুসংখ্যক ছেলে সেখানে বাঁশ কাটছিল, গরু চরাচ্ছিল, সে অবস্থায় তাদের কাছ থেকে দা, কাটারী প্রভৃতি চুরি করে নিয়ে যায়। মন্ত্রী মহোদয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দা চুরি করে নিয়ে যায় বন বিভাগের কর্মীরা মন্ত্রীমহোদয়ের এ বিষয়ে জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— না এরকম তথ্য আমার কাছে নেই।

মি: স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নং ১৩৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৩৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের আদেশ নং ৬৭৩৪–৪১। ডিএম। জি২। ১-১৭-৭৮ ডেটের ২৪-১০ ৭৮ এর মোতাবেক উদয়পুরে জুডিশিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে ইউ. ডি. ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত শ্রীবেণীমাধব দেব-এর ট্রাইবেল সার্টিফিকেট বাতিল হওয়া সত্বেও তার বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে না।

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারন কি?

উত্তর

১। যেহেতু শ্রীবেণীমাধব দেব ট্রাইবেল কোটা থেকে চাকুরী পান নি, সেইহেতু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এতদ্ব্যতীত রাজ্য সরকার কোন কোর্টের কর্মচারীর বিরুদ্ধে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন না। কারন এই বিষয়টি বিচার বিভাগ তথা গৌহাটী হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত।

২। এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই যে বে-আইনী, এস, ডি, ওর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই বিচার হাইকোর্ট নিতে পারে, ত্রিপুরা সরকার নিতে পারে না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— সাপ্লিমেটারী স্যার, বেণীমাধব দেব এস. ডি. ওর নিকট ফলস্ সার্টিফিকেট নিয়েছে এবং সার্টিফিকেট নাম্বার হল ১৫৫।ডি.এম।১৬-১১-৭০ ডেটেড ২. ২. ৭৫-৭৬ সেটা কি সত্যি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে সরকার হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। যদি তিনি ফলস্ সার্টিফিকেট নিয়ে থাকেন, তাহলে ত্রিপুরা সরকার, গৌহাটী হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— স্যার, যে ডি. এম. ওয়েষ্ট ১৪-৩-৭৮ ডি. ডব্লিউ. ডি, ১-৯-৭৮-এ, এম, বি, বি, কলেজ ১৩-১২-৭৭ তারিখে জানান যে বেণীমাধব দেব সিডুল্ড ট্রাইব অথবা সিডুল্ড কাষ্ট কোনটাই না। এই ঘটনা সত্যি কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে বলেছি তদন্ত করা হবে। এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে গৌহাটী হাইকোর্ট তা তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ফলস সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই প্রশ্নের-জবাব আমি আগেই দিয়েছি, যে ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না। যে তথ্য মাননীয় সদস্য দিয়েছেন, সেটা গৌহাটী হাইকোর্টের কাছে পেশ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কয়টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নাই ?

২) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ঐসব আনকভার্ড গ্রামগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১) ১১১৯টি গ্রামে এখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ১১১৯টি গ্রামের মধ্যে ৩০০টি (তিনশতটি) গ্রামে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এইগুলি বাদ দিয়েও যে কয়টি আনকভার্ড গ্রাম রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাঞ্চনপুর, শাখান, লংথরাই এবং আঠারোমুড়ার মত যে সব বিভিন্ন উঁচু টিলা আছে, সেখানে অন্যভাবে আমরা স্কীম করেছি। কিন্তু যে সমস্ত আনকভার্ড ভিলেজ আছে—সেগুলো হচ্ছে বড়মুড়ার একটা অংশ, আঠারোমুড়ার একটা অংশ, লংথরাই একটা অংশ, এই ভাবে সমস্ত টিলার কাছে যে সব গ্রামগুলি, সেখানে রিংওয়েল, টিউবওয়েল বসানো সম্ভব নয় এবং বসালেও জল পাওয়া যাবে না। কাজেই বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ৩০০টি গ্রামে করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— ১৭১।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭১।

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমায় কত সংখ্যক টিউবওয়েল ও রিংওয়েল আছে।
(আলাদা হিসাব)।

২) ইহার সবগুলিই চালু আছে কি ?

৩) যদি না থাকে তবে অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের সংখ্যা কত এবং

৪) কবে পর্য্যন্ত ঐসব রিংওয়েল, টিউবওয়েল মেরামত করে চালু করা যাবে ?

উত্তর

১) কমলপুর মহকুমায় ৩৭৩টি রিংওয়েল ও ৪৬৫টি টিউবওয়েল আছে।

২) না।

৩) রিংওয়েল ৫০টি, টিউবওয়েল ৭০টি।

৪) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সব অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি মেরামত ও সংস্কার করা হইতেছে।

শ্রীসুবোধ দাস :— ত্রিপুরার ১৭টি ব্লকের মধ্যে কতগুলি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল আছে। এর মধ্যে কতটা সচল এবং অচল আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এটাতে কমলপুর এলাকার প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে কমলপুরে যে সমস্ত অকেজো রিংওয়েল আছে, কিসের ভিত্তিতে সেগুলির অগ্রাধিকার পাওয়ার সুবিধা হবে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমিতো জবাবে বলেছি, যে সমস্ত অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েল আছে, সেগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

প্রশ্ন

১) বিভিন্ন গণ আন্দোলনে ক'জন কর্মী ও নেতা সারা রাজ্যে কংগ্রেসী আমলে শহীদ হয়েছেন।

২) তাহাদের পরিবারবর্গের বিভিন্ন জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কতজনকে এ পর্য্যন্ত সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়েছে।

৩) কোন শহীদের পরিবারের লোক এখনো চাকুরী পান নাই, এ রকম আছে কিনা ?

৪) যদি থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) এই পর্য্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মোট ১৬ জন ব্যক্তি বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে কংগ্রেসী আমলে শহীদ হইয়াছেন।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে ১০ জনকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনজনকে Offer of appointment দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের সম্মতি এখনো জানায় নাই।

৩) আমাদের জানা নাই।

৪) এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার আমি জানি ১৯৬৭ সালের উদয়পুরের ছাত্র আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন গৌরাঙ্গ দাস এবং তার স্ত্রী এ বছর বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে চাকুরীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং তার পরিবারে রোজগারের মত অন্য কোন লোক নাই। কাজেই তার অফার গিয়াছে কিনা, অথবা তার চাকুরীর কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার আমি যতটুকু জানি, তাকে অফার দেওয়া হয়েছে, পরে আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীসুবোধ দাস :— এই যে কংগ্রেস আমলে ১৬ জন শহীদ হইয়াছিলেন, তার মধ্যে ধর্মনগরের শিবনগর গ্রামের ধর্মচরণ চাকমা, দক্ষিণ মাছমারার বিনন্দ রিয়াং, প্রত্যেক রায়ের নৃপেন চন্দ, ব্রজেন্দ্রনগরের পুতুল দাস, তাদের কোন নাম আছে কিনা, যদি থাকে তবে তাদের পরিবারে কোন চাকুরী হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, তাদের কাছ থেকে আমি কোন আবেদনপত্র পাইনি।

শ্রীসুবোধ দাস :— স্যার, যদি আবেদনপত্র পাওয়া যায়, তাহলে সরকার তাদের পরিবারে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আবেদনপত্র গেলে তার গুরুত্ব বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— জোলাইবাড়ীর মণিরামপুরের ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এবং তেলিয়ামুড়ার রবীন্দ্র দেববর্মা যে শহীদ হয়েছেন, তার পরিবার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ধনঞ্জয় ত্রিপুরার পরিবারকে আমাদের যতটুকু খবর, অফার অব্ এপয়েন্টমেন্ট যে দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত তার পক্ষে তা নেওয়া সম্ভব হয় নি। এখনও তেলিয়ামুড়ায় তাকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, কংগ্রেস আমলে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কি সাহায্য দেওয়া হবে?

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন থানা অঞ্চলে গত ছয় মাসে কয়টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে?

২। এর মধ্যে কয়টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা উদ্দেশ্যমূলক বা অন্তর্ঘাতমূলক বলে পুলিশ সন্দেহ করেছেন ?

৩। কতটি ক্ষেত্রে পুলিশ দোষী ব্যক্তিদের ধরতে পেরেছেন ?

৪। দোষী ব্যক্তিদের কতজন বিচারাধীন আছে এবং কতজনের শাস্তি হয়েছে ?

উত্তর

১। থানাভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল

থানার নাম		অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা
১। পশ্চিম আগরতলা	—	১১৬
২। পূর্ব্ব আগরতলা	—	৭২
৩। জিরাণীয়া	—	১৬
৪। এয়ারপোর্ট	—	৪
৫। টাকারজলা	—	৬
৬। বিশালগড	—	৬
৭। সোনামুড়া	—	৩
৮। কলমচড়া	—	১
৯। যাত্রাপুর	—	১
১০। খোয়াই	—	৯
১১। তেলিযামুড়া	—	১১
১২। কল্যাণপুর	—	৫
১৩। সিধাই	—	৬
১৪। রাধাকিশোরপুর	—	৪৫
১৫। বিলোনীয়া	—	১৫
১৬। অমরপুর	—	৩
১৭। সাব্রুম	—	৪
১৮। বাইকোরা	—	৭
১৯। পুরান রাজবাড়ী	—	২
২০। ভাঙ্গমুন্	—	১
২১। কমলপুর	—	১৮
২২। মনু	—	৩
২৩। আমবাসা	—	৪
২৪। ফটিকরায়	—	৪
২৫। ধর্ম্মনগর	—	৩১
২৬। কৈলাসহর	—	৭

২। ৮৫টী।

৩। ১০টী ক্ষেত্রে।

৪। ৫১ জন ধৃত ব্যাক্তি বিচারাধীন আছে এবং কাহারো শাস্তি বিধান এখনও হয় নাই।

শ্রীগৌতম দত্ত :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সমস্ত আগুন লাগানোর ঘটনা কি ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত ঘটনা কিনা, এরকম কোন তথ্য সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম ঘটনা থাকতে পারে, তবে সরকারের কাছে এরকম কোন তথ্য নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, তাতে ইদানিং কালে আমরা বাঙালী নামক যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক দল আছে, তার কোন হাত আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেগুলি সরকার অনুসন্ধান করে দেখছেন।

মি: স্পীকার :— সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬।

প্রশ্ন

১। গত ১৩ই মে খোয়াই এবং মনুঘাটে কাহারা হরতাল আহ্বান করেছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে জোরপূর্বক হরতাল করতে হরতাল সমর্থকরা টি, আর, টি'সির বাসে হামলা চালায় এবং ছোট ব্যবসায়ী দোকানীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ?

৩। এই সকল ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হামলার প্রতিরোধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উত্তর

১। ১৩ই মে খোয়াই ও মনুঘাটে আমরা বাঙালী দল হরতাল আহ্বান করেছিল।

২। না মহাশয় টি. আর, টি, সি, বাসে, হামলা করেছে এমন কোন সংবাদ সরকারের জানা নাই। তবে, দোকানদারদের কোথাও কোথাও ভয়ভীতি দেখিয়েছে।

৩। উভয় ক্ষেত্রেই আইন শৃঙ্খলা রাখার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টি, আর, টি, সি. বাস মনুঘাটে আক্রমণ করার পর, সেখানকার স্থানীয় যুবকরা এবং পুলিশ দপ্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বলে তারা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে টি আর, টি, সি, বাসকে রক্ষা করেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, খোয়াইতে আমরা দেখেছি যে, ঐ বাসগুলি আটকানোর জন্য তারা রাস্তার রাস্তায় কাঠ ফেলে রেখেছিল, ব্রীজের কিছু কাঠ সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশের সাহায্যে সেগুলি সরিয়ে নিয়ে আমাদের বাস চালু রাখতে

হয়েছে। সে সম্পর্কে পরে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন তারা আগরতলায় জামিনে মুক্ত আছে। তেমনি আমরা মনুঘাট এলাকাতেও দেখেছি যে, এই সব জায়গাতে তারা গাড়ী ইত্যাদি রুখবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা সফল হন নি। পুলিশ সেখানে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মনুঘাটে কিভাবে টি, আর, টি, সি, বাস আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল, সে সম্পর্কে সেখানকার লোক এবং খোয়াইতে যেভাবে আটকায় সে সম্পর্কে সেখানকার কোন এক ফটোগ্রাফার যে ফটো তুলেছেন, তাতে কিভাবে বাস আটকিয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা হয়েছিল, তার ফটো আমি দেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে এটা (ফটো) হাউসকে আমি দিচ্ছি যে খোয়াইতে কিভাবে বাস আটকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। এখন যে সমস্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তর পত্রগুলি, সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

CALLING ATTENTION

(দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব)

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি সভার কাছে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব রাখছি। সেটি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিল চৌধুরি এবং শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২৬শে মে এবং ২৯শে মে যথাক্রমে সাব্রুমের করিমটিলার তমাল সেনের উপর কংগ্রেস (আই) কর্ত্তৃক বর্ব্বরোচিত আক্রমণ ও উদয়পুরের মাতারবাড়ীতে শ্রীভানু দত্ত, ফুল কুমারীর শ্রীশম্ভু মজুমদার ও শ্রীসুনীল শর্মা সহ আরও কয়েকজন সি. পি. আই. (এম), কর্মী "আমরা বাঙালী দলের দুবৃত্তদের দ্বারা আহত হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৭-৫-৭৯ ইং তারিখে মধ্যরাত্রে সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত আমলীঘাট গ্রাম নিবাসী সি. পি. আই. (এম) সমর্থক শ্রীতমালকান্তি সেন পিতা শ্রীআশুতোষ সেন সাব্রুম হাসপাতাল হইতে সাব্রুম থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে গত ২৬-৫-৭৯ ইং তারিখে আনুমানিক সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে আমলীঘাট তাহার নিজ বাড়ীতে ফিরিবার সময় করিমটিলার নিকট সর্ব্বশ্রী বুরন কুমার মল্ল পিতা শ্রীবরদা মল্ল, শ্রীশঙ্কর মল্ল (উপ-প্রধান) পিতা শ্রীবরদা মল্ল,

শ্রীবিভীষণ দে, পিতা মৃত মোহনবাসী দে, বাবুল সরকার পিতা শ্রীঅপর্ণা সরকার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ লাঠি ও ছুরিসহ তাহাকে আক্রমণ করে ও তাহার মাথা, শরীর ও পায়ে মারাত্মক জখম করিয়া তাহার হাতঘড়ি মূল্য ৪৫০ টাকা এবং নগদ ৬০ টাকা নিয়া যায়। তাহার চীৎকারে তাহার গ্রামের দুলাল রাম আচার্য্য নামে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই ব্যক্তির ডাকে শ্রীসন্তোষ নমঃ এবং শ্রীনিরঞ্জন দাস তথায় আসে এবং আহত ব্যক্তিকে কেশবচন্দ্র দাস নামে (উপ-প্রধান) এক ব্যক্তির দোকানে নিয়া আসে। এই সময় বাবুল সেনও তথায় উপস্থিত হয় এবং আহত তমাল সেনকে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় ও পরে তথা হইতে চিকিৎসার জন্য সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রমণকারীগণ সকলেই দক্ষিণ শ্রীনগর (করিমটিলার) বাসিন্দা এবং তাহারা কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক। এই অভিযোগমূলে সাব্রুম থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪।৩৯৭ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ১৪(৫) ৭৯ নথিভূক্ত করেন। সাব্রুম থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মামলাটির তদন্ত কার্য পরিচালনা করিতেছেন ও তদন্ত কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। আসামীগণ সকলেই পলাতক আছে। পলাতক আসামীগণকে গ্রেপ্তারের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

গত ২৯-৫-৭৯ইং তারিখ আমরা বাঙালী দল উদয়পুর বন্ধের ডাক দেয়। সেই দিন প্রায় ৮টাঃ ৩০ মিঃ মাতাবাড়ীতে দোকান খোলার বিষয় নিয়ে একদল আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক লাঠি, দা, নিয়ে সি. পি. আই (এম) দলের স্বেচ্ছাসেবকদের আক্রমণ করে মাতাবাড়ীর সি, পি, আই (এম) কর্মী শ্রীভানু দত্তকে গুরুতররূপে আহত করে। আহত শ্রীদত্তকে প্রথমে চিকিৎসার জন্য উদয়পুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৪৮, ২৪৯,৩২৬,৩০৭ ধারায় নথিভূক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যথা (১) শ্রীপ্রনব ভৌমিক ২৯.৫.৭৯ ইং তারিখ রাত্রে (২) শ্রীমনমোহন দাস ৩০.৫.৭৯ ইং তারিখ রাত্রে এবং (৩) শ্রীঅখিল দাস ২.৬.৭৯ইং তারিখ। সকলেই এখন জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

ঐদিনই বেলা ১২টা ৩০ মিঃ থেকে ১টা ৩০ মিঃ এর মধ্যে ফুলকুমারীতে সি, পি, আই (এম) এর দলের সমর্থক এবং আমরা বাঙালী দলের সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে, ফলে চার ব্যক্তি আহত হন। আহত ব্যক্তিরা হলেন সর্ব্বশ্রী শম্ভু মজুমদার, সুনীল শর্মা, নিত্যানন্দ দাস এবং দাতা মোহন জমাতিয়া। আহত ব্যক্তিগণ সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক। তাহাদের মধ্যে শ্রীশম্ভু মজুমদার ও শ্রীসুনীল শর্মার আঘাত গুরুতর বিধায় উদয়পুর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। অপর দুইজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩২৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪৮(৫) ৭৯ নথিভূক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে শ্রীমনোহর দাস পিতা মৃত সতীশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গত ৩১.৫.৭৯ ইং তারিখ রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ৩১.৫.৭৯ ইং তারিখে আদালতে চালান দেওয়া হয়। এই ব্যক্তি এখন জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, অমরপুরে সি, পি, এম দল কর্তৃক আহূত জনসভা বানচাল করার জন্য আমরা বাঙালী দলের লোকেরা এবং কংগ্রেসের লোকেরা উদয়পুরে মিটিং করেছিল এবং শুধু মিটিং নয়, জনসভা বানচাল করবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, এ ধরণের ঘটনার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, পি, এমের জনসভা বানচাল করবার জন্য আমরা বাঙালী দলের লোকেরা তো অনেক রকম ব্যবস্থা নিয়েছিল, তারমধ্যে মাননীয় সদস্য যে সব ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তাও হতে পারে, সে সম্পর্কে সরকার অনুসন্ধান করে দেখবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে তাদেরও খোঁজ করবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী আনীত কলিং এটেনশন নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— গত ৪.৫.৭৯ ইং তারিখ রাত্র প্রায় ২টা ৩০ মিঃ আমলীঘাট নিবাসী শ্রীনেপাল জনপতি, ননীগোপাল বসু এবং নারায়ণ শীল শর্মা ৮।৯ জন অপরিচিত বাংলাদেশের দুষ্কৃতকারী সহ শ্রীবাবুল সেন পিতা শ্রীআশুতোষ সেন, আমলীঘাট গাঁওসভার গ্রাম প্রধানের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে এবং দা, লাঠি ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ শ্রীসেনকে আক্রমণ করে ও মারাত্মকভাবে আহত করে। এই ঘটনায় সাব্রূম থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এস, আই শ্রীবি, চক্রবর্তী তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন এবং সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং আহত শ্রীসেনকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দেওয়া হইয়াছে :—

১। শ্রীনেপাল জনপতি, পিতা শ্রীজীতেন জনপতি, আমলীঘাট, সাব্রূম।

২। শ্রীননীগোপাল বসু, পিতা শ্রীরঞ্জন বসু, আমলীঘাট, সাব্রূম।

৩। শ্রীনারায়ন শীল শর্মা, আমলীঘাট, সাব্রূম।

তদন্তে আরও জানিতে পারা যায় যে, দুষ্কৃতকারীরা একটি টর্চ লাইট ও একটি কাপড় শ্রীসেনের বাড়ী হইতে নিয়া যায়। এই ব্যাপারে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩২৭ ধারামতে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাটির তদন্ত করিতেছেন। তদন্ত কায চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন "গত ৩০শে মে ১৯৭৯ ইং খোয়াই বিভাগের পূর্ব্ব রামচন্দ্রঘাট নিবাসী শ্রীযুত ক্ষিরোদ চন্দ্র দেববর্মা পিং শ্রী সুখরঞ্জন দেববর্মা কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত ও আহত হওয়া সম্পর্কে" মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৩০.৫.৭৯ ইং তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত পূর্ব্ব রামচন্দ্রঘাট নিবাসী শ্রীক্ষিরোদ দেববর্মা পিতা শ্রীসুখরঞ্জন দেববর্মা রামচন্দ্রঘাট নূতন বাজার এ আসিয়া দেখেন যে ছয় ফেব্রুয়ারী

কমিটীর কিছু প্রচারপত্র ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির প্রচারপত্রের উপর লাগানো হইয়াছে। তিনি সোনাচরণ দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীদেববর্মা বলেন যে তিনি এই প্রচারপত্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না তখন শ্রীক্ষিরোদ দেববর্মা ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির প্রচারপত্রগুলি ছিড়িয়া ফেলে দেন।

এই ব্যাপারে রামচন্দ্রঘাটের সর্বশ্রী সোনাচরণ দেববর্মা, গঙ্গাচরণ দেববর্মা এবং ভীমচন্দ্র দেববর্মা, শ্রীক্ষিরোদ দেববর্মাকে মারধোর করিতে উদ্যত হয়। শ্রীক্ষিরোদ দেববর্মার অভিযোগমূলে এই ব্যাপারে কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এই ঘটনাটি গত ৩০.৫.৭৯ ইং তারিখে জেনারেল ডাইরি নং ১০৯৭ নথীভুক্ত করেন এবং শ্রীদেববর্মাকে আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পরামর্শ দেন কারণ ঘটনাটি পুলিশ গ্রাহ্য নহে এমন ঘটনার (নন-কগনিসেবল), তদন্ত করার অধিকার পুলিশের নেই। এই ঘটনার পর আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হইতেছে। বর্ত্তমানে সেখানে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

PLEASURE OF THE HOUSE REGARDING RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE.

(Rule 278)

Mr, Speaker—The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in its 15th report has recommended that leave of absence be granted in respect of Shri Jitendra Sarkar, M.L.A. and Shri Umesh Ch. Nath, M.L.A. for the period indicated in the report.

As there is no dissentient voice, I take it that the House agrees with the recommendation of the Committee.

The Members will be informed accordingly.

CONSIDERATION OF THE TWENTYSEVENTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

অধ্যক্ষ মহোদয়— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "প্রিভিলেজ কমিটির ২৭ তম (সপ্তবিংশতিতম) রিপোর্ট বিবেচনা। আমি এখন প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি, "প্রিভিলেজ কমিটির ২৭তম (সপ্তবিংশতিতম) রিপোর্ট সভার সামনে বিবেচনার জন্য মোশান মুভ করতে।

Shri Amarendra Sharma—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the 27th Report of the Committee on Privileges presented to the House on the 8th June, 1979 be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার—এর উপর কেউ ডিসকাশন করতে চান কিনা?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য রাখতে চেই। এর উপর আমার একটা নোট অব ডিসেণ্ট আছে। এই নোট অব ডিসেণ্টটা প্রসিডিংসে লেখা থাকুক এটাই আমি চাই। এটা কি আমি বলব ?

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ বলুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—(1) Shri Nagendra Jamatia, M.L.A. criticised the activities of Shri Broja Gopal Roy, in his capacity as Minister and did not refer his conduct in the discharge of his duties based on the matter arising in the actual transaction of the Business of the House. Therefore, it does not involve any breach of privilege and/or contempt of the House. (2) Shri Nagendra Jamatia, M.L.A. lodged the allegation in question against the Minister on behalf of the information received from some persons and demanded enquiry into the matter. So, it cannot be said that he had made incorrect statement willfully, deliberately and un-knowingly. Shri Jamatia had no intention to lower the prestige of the Minister and the Member of the House.

মিঃ স্পীকার—কিছু বলবেন নাকি কেউ এর উপর ?

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রিভিলেজ কমিটী যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেখানে কমিটী এটা ঠিক করে সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে যে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার ব্রিচ অব প্রিভিলেজ হয়েছে। একজামিনেশনের স্তরে এসে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে নোট অব ডিসেণ্ট যেটা এসেছিল মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এর কাছ থেকে, সেই নোট অব ডিসেণ্ট মাইন্যুটসের পার্ট হিসাবেই আছে। কিন্তু রিপোর্টের পার্ট হিসাবে এটা থাকবে না, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কাউল অ্যাণ্ড শাকদের-এর পার্লামেণ্টারী প্র্যাকটীসের পেজ ৮৩১ এ বলা হয়েছে যে নোট অব ডিসেণ্ট উইল নট ফর্ম পার্ট অব দি রিপোর্ট। যার ফলে এটা রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। আমি এই বক্তব্য রাখলাম। এটা বিবেচনার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রাখলাম।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মার মোশনটা ভোটে দিচ্ছি।

(The motion that the 27th Report of the Committee on Privileges presented to this House on the 8th June, 1979 be taken into consideration—was then put and carried by voice vote.

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাকে অনুরোধ করছি তার পরবর্তী মোশনটা উত্থাপন করতে।

Shri Amarendra Sharma—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that whereas this House, having considered the 27th Report of the Committee on Privileges presented to this House on the 8th June, 1979, agrees with the findings of the committee that Shri Nagendra Jamatia, M.L.A. has made the allegations against the Minister Shri Braja Gopal Roy in the House to mislead the Members of the Assembly deliberately, willfully and knowingly :

AND

Whereas, the allegations have also subsequently and admittedly being

proved to be baseless and untrue :

AND

whereas, after careful consideration of the entire matter the Committee's decision is that the said Shri Nagendra Jamatia, M.L.A. has committed a breach of privilege of the Members and the House ; Now, therefore, in agreement with the recommendations of the Committee it is resolved that this being his first offence committed evidently on the spur of the moment without prior proper verifications, the Hon'ble Member Shri Jamatia be pardoned.

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মার মোশনটী ভোটে দিচ্ছি।

(মোশনটী ভোটে দেওয়ার পর ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো এষ্টিমেট কমিটীর ছয়ত্রিশ তম প্রতিবেদন পেশ। এখন আমি এষ্টিমেট কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করছি তার প্রতিবেদনটী সভায় পেশ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী—Mr. Speaker, Sir, I beg to present to the House the 36th Report of the Committee on Estimates.

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বর্মন কমিশনের রিপোর্ট' পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Specaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House the Interim Report of the Barman Commission of Inquiry.

এখানে ৭ ভলিউম রিপোর্ট' আছে এভিডেন্স সমেত। যেহেতু সময় খুব কম ছিল সেজন্য মাননীয় সদস্যদের সেই রিপোর্ট' দিতে হয়ত একটু সময় লাগবে। কাজেই ফাইণ্ডিংস অব দি রিপোর্ট', সেটা মাননীয় সদস্যদের কাছে পৌছবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যরা যেন এটা সংগ্রহ করে নেন।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হাউসের সামনে একটী বিবৃতি দিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৯ই জুন ১০ই জুন তেলিয়ামুড়া এবং তার সংলগ্ন এলাকায় এবং কুলাইতে যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে, তার উপর আমি এই হাউসের সামনে একটী বিবৃতি রাখতে চাই।

গত ৯ই জুন বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটী জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সংবাদ পাওয়ার সংগে সংগে ৭ই জুন তেলিয়ামুড়ায় এক জনসভা থেকে আমরা বাঙ্গালী আন্দোলনের আনন্দমার্গী নেতারা ঘোষণা দেন যে, যে কোন উপায়ে বামফ্রন্টের জন সমাবেশকে প্রতিরোধ করা হবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৯ই জুন কমলপুর থেকে আমবাসা এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকের কল্যাণপুর, মোহড়ছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। ঐ দিন সকালে দেখা গেল

আমরা বাঙ্গালী দলের দুর্বৃত্তরা মাইগংগার এস, পি, টী, ব্রীজটী রাত্রিতে আগুন লাগিয়ে এবং অন্যান্য ভাবে ধ্বংস করেছেন। যাতে বামফ্রন্ট সমর্থিত মিছিল ঐ পথে না আসতে পারে

বন্ধের ডাকে জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে সাড়া না দেওয়ায় আমবাসায় দুইখানা টী, আর, টী,সি বাসকে আক্রমন করেন, তাতে পুলিশ ও যাত্রী ১১ জন আহত হয়। দুইটী বাসই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমবাসায় আমরা বাঙ্গালী সমর্থক দুর্বৃত্তরা পুলিশের উপর প্রচণ্ডভাবে ইট, পাটকেল ছুড়তে থাকলে এবং লাঠি চালাতে থাকলে ১ জন ডেপুটী এস, পি, ১ জন ইন্সপেক্টার, ৩ জন এস, আই, ১ জন এ, এস, আই ও ৫ জন কনস্টেবল আহত হয়। হিংসাশ্রয়ী আক্রমনকারীদের হটাবার জন্য পুলিশকে টীয়ার গ্যাস ছুড়তে হয়েছে।

কুলাইতে ১ জন রিক্সা শ্রমিক রিক্সা চালু রাখায় তার উপর আক্রমন করা হয়। বন্ধ বিরোধী জনতা রিক্সা শ্রমিককে রক্ষা করতে গেলে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় তাতে ঘটনাস্থলে ১ জন মারা যায়, হাসপাতালে ১১ জন নীত হন, যাদের মধ্যে আরও দুইজন মারা যান।

ঐদিন বেলা ১১টার সময় এডিশন্যাল এস, পি, তেলিয়ামুড়া থেকে খবর পান যে আমরা বাঙালী আন্দোলনের সমর্থকেরা তেলিয়ামুড়া খোয়াই রাস্তার দুই পাশে বিশেষ করে ঘিলাতলী সংলগ্ন এলাকায় ধারালো বাঁশ, লাঠি, দাও ও তীর ধনুক প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমা হচ্ছে। উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট সমর্থক জনতার মিছিল আটক করা। দুর্বৃত্তরা রাস্তার উপরে বড় বড় গাছ কেটে ফেলে রাখে যাতে কোন যানবাহন চলাচল করতে না পারে। বেলা প্রায় ৩-৩০ মিঃ সময় ট্রাক বোঝাই জনতা নিয়ে বামফ্রন্ট সমর্থকরা যখন মিছিলে আসছিলেন আমরা বাঙালী সমর্থকরা তাদের উপরে তীর নিক্ষেপ করে, ধারালো অস্ত্র নিয়ে আঘাত করে, তার ফলে ১১ জন আহত হন হাসপাতালে ৩ জন এর অবস্থা গুরুতর। মিছিলকারীরা কল্যাণপুরে ফিরে গিয়ে সেখানে জনসভা করেন।

বেলা প্রায় ১১-৩০ মিঃ সময় দক্ষিণ মোহরচড়ায় বামফ্রন্ট সমর্থকেরা মিছিল করে আসতে থাকলে আমরা বাঙালী দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দুই দলের সংঘর্ষের মধ্যে কিছু বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, যার ফলে ১ জন মহিলা মারা যান। একটি পরিবারের ৪ জনকে খুন করা হয়, পুলিশ পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বেলা প্রায় ৪টার সময় বামফ্রন্ট সমর্থকদের একটি বিরাট মিছিল যখন তেলিয়ামুড়া থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে চামপ্লাই এসে পৌছে, তখন আমরা বাঙালী দলের দুর্বৃত্তরা লাঠি- সোটা বল্লম, তীর ধনুক নিয়ে তাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। উপস্থিত পুলিশ বাহিনী তাদের স্থান ত্যাগ করতে বল্লে তারা পুলিশের উপর আক্রমণ শুরু করে, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়। গুলি চালনার ফলে ১ জন ঘটনা-স্থলে মারা যান ২ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে পরে ২ জন হাসপাতালে মারা যান।

বেলা ৪-১৫ মিঃ থেকে ৬টা পর্যন্ত তেলিয়ামুড়ায় বামফ্রন্টের সভা চলে সকল প্রকার প্রতি-রোধ অগ্রাহ্য করে তাতে প্রায় ৭/৮ হাজার লোক যোগদান করেন। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এই জনসভায় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী এবং আর, এস, পি, দলের বিধায়ক শ্রীগোপাল দাস। মিটিং শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। পরবর্তী সময়ে

জেলাশাসক তেলিয়ামুড়ায় ১৪৪ ধারা জারি করেন।

৯ই জুনের দুঃখজনক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গত ১০ই জুনও বিক্ষিপ্তভাবে তেলিয়ামুড়া ব্লকের কয়েকটি অঞ্চলে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সকালে কমলপুর মোহড়চড়া এলাকায় কয়েকটি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। কল্যাণপুরে ডিউটিরত টি, এ, পির এ্যাসিস্টেণ্ড কমানডেণ্ট এই সকল অগ্নিসংযোগের ঘটনা রিপোর্ট করেন।

বেলা প্রায় ২-৪৫ মিঃ এর সময় একটি ক্ষিপ্ত জনতা দশরত্নপাড়া হানা দেয়। সেখানে এক বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে এবং বাড়ীর একজন মহিলা সমেত ৩ জনকে খুন করে। বাড়ীর মালিক গুরুতর রূপে আহত হয়। বেলা প্রায় ৩টার সময় ক্ষিপ্ত জনতা টহলরত পুলিশদলকে আক্রমণ করলে, পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সেখানে গুলি চালায়। তাতে কেউ হতাহত হয়নি। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে পুলিশ ঐ তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। এছাড়াও একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের ডি. আই, জি তেলিয়ামুড়ায় উপস্থিত থেকে পুলিশী ব্যবস্থার তদারকি করেন। উপদ্রুত এলাকায় ৮টি শক্তিশালী পুলিশ ঘাঁটি থেকে পুলিশ দিন রাত্রি দিচ্ছে। গত বেলা ৪টার পর আর কোন এলাকা থেকে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার রিপোর্ট পুলিশ পায়নি।

যারা গত ৯ই জুন এবং ১০ই জুন এই সকল দুঃখজনক ঘটনায় নিহত হয়েছেন, বামফ্রণ্ট সরকার তাদের আত্মীয়স্বজন এর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন। ঘটনা যাতে সাম্প্রদায়িকতার পথে না যায় তারজন্য বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন রাখা হয়েছে। আজ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক ডেকে কিভাবে সর্ব্বত্র শান্তি বজায় রাখা যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করা হবে। বামফ্রণ্ট সরকার আশা করছেন ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সর্ব্বত্র পাহাড়ী বাঙ্গালী সকল অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখবেন বিশেষভাবে সংখ্যালঘু উপজাতিদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শান্তি গণতন্ত্র রক্ষার কাজে বামফ্রণ্টের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন তার মধ্যে আছে:—

১) উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে ১৪৪ ধারা জারী করে জমায়েত নিষিদ্ধ করা।

২) ঐ সকল অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ ঘাঁটি করে এলাকাগুলিতে পুলিশের টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৩) দুষ্কৃতিকারীদের যতশীঘ্র সম্ভব গ্রেপ্তার করা।

৪) দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণের ফলে যারা নিরাশ্রয় হয়েছেন, তাদের আশ্রয় ও রিলিফের ব্যবস্থা করা।

৫) সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজই বৈঠক ডেকে সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষা ও বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬) সর্ব্বদলীয় শান্তি কমিটী গঠন করে পাহাড়ী বাঙ্গালী সকল অংশের মধ্যে ঐক্য

বজায় রাখা শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

৭) তেলিয়ামুড়া চাপ্রাইয়ে ৯ই জুন গুলি চালনায় যে ৩ জন নিহত হয়েছেন, ঐ গুলি চালনার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের ব্যবস্থা করা।

বামফ্রন্ট সরকার আশা করছেন যে এই সকল কাজে ত্রিপুরার প্রত্যেকটী প্রিয় মানুষ তাদের সাহায্য করবেন।

কনসিডারেশান এণ্ড পাসিং অব দি বেংগল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)

মিঃ স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—দি বেংগল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)—হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income Tax (Tripura Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 8 of 1979) be taken into consideration.

Mr. Speaker Sir, এই বিলটি আমরা কিছু দিন আগে এই বিধান সভায় পাশ করেছিলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট করা। আমরা এই বিলটি পাশ হওয়ার পর এই বিলের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই বিলের যে অংশ আমরা এমেণ্ড করতে চাই, সেটা হল সাব সেকশান ওয়ান এণ্ড টু অব বেংগল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স। এটা বিতর্কিত বিষয় নয়। আসল কথা হল আমাদের যাদের এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়, তারা যাতে সময় মত তাদের ইনকাম ট্যাক্স দিতে পারেন এবং সরকারও যাতে নিয়মিত ট্যাক্স আদায় করতে পারেন, সেজন্য এই এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে আগে যে ব্যবস্থা ছিল, ইনকাম ট্যাক্স দপ্তর থেকে একটা ক্লীয়ারেন্স সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্স দিতে পারতো না। এর ফলে তাদের পক্ষে এবং সরকারের পক্ষেও অসুবিধা হত এবং প্রকৃত ইনকাম ট্যাক্স জমা পরার জন্য আমরা কোন নোটিশ ইস্যু করতে পারি না। সেজন্য ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের উপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে বস্তুত পক্ষে যারা ট্যাক্স ক্লীয়ার করতে চান, তারাও দিতে পারেন না এবং আমরাও ট্যাক্স আদায় করতে পারি না, সেজন্যই আমরা এমেণ্ডমেন্ট এনেছি এর ফলে ইনকাম ট্যাক্স যারা দেবে, তারা একটা রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং সেই রিপোর্টের মূলে তারা সময় মত ইনকাম ট্যাক্স দেবেন এবং ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন রিপোর্ট আসবে, তখন যদি কোন অসংগতি থাকে, তখন সেটাকে সংশোধন করা যাবে। কিন্তু একটা বিরাট অংকের ইনকাম ট্যাক্স আমাদের উপর থাকলে, হঠাৎ কখন নোটিশ আসে, তখন সেই নোটীশ প্রাপকের পক্ষে, এক

সংগে বেশী টাকা দেওয়ার অসুবিধা হয় এবং সরকারের পক্ষেও আদায় করতে অসুবিধা হয়। সেজন্য এই এমেণ্ডমেণ্টটা আনা হয়েছে। এর ফলে সেই ইনকাম ট্যাক্স আদায় করার জন্য তার যে পদ্ধতি ছিল, সেটাকে সরলীকরণ করা হয়েছে। আমরা আগে যে উদ্দেশ্যে এই বিলটা পাশ করেছিলাম, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই এমেণ্ডমেণ্টটা আনা হয়েছে। আমি আশা করব যে, মাননীয় সদস্যগন এটাকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটী। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটী হল— "দি বেংগল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

প্রস্তাবটী ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হল।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি:— বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারা দুটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

উক্ত ধারা দুটি ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।

এখন সভার সামনে রবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—বিলের শিরোনামাটী বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

ধ্বনিভোটে বিলের শিরোনামাটী উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—"দি বেংগল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)"—পাশ করা। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে বিলটী পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income Tax (Tripura Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 8 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রস্তাবটী। আমি প্রস্তাবটী এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটী হল—"দি বেংগল এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৭৯)"—পাশ করা হউক।

ধ্বনি ভোটে বিলটি সভা কর্ত্তৃক পাশ হল।

Consideration and Passing of the Tripura Agricultural Indebtedness Relief Bill, 1979 (Tripura Bill No. 9 of 1979).

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ইনডেটেডনেস রিলিফ বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৭৯) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Agricultural Indebtedness Relief Bill, 1979 (Tripuar Bill No. 9 of 1979), be taken into consideration.

মাননীয় স্পীকার স্যার. ১৯৭৯ইং সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে এই রাজ্যে ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ইনডেটেডনেস্ রিলিফ বিল নামে একটি আইন চালু ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার ও শিল্প শ্রমিকদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায়, যে উদ্দেশ্যে আইন প্রনয়ন করা হয়েছিল, শ্রমিকদের উপকার করা, সেটা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে এই আইনকে ত্রুটি মুক্ত করে বিল আনা হয়েছে। এই নূতন আইন ১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ থেকে কার্য্যকর বলে গণ্য করতে চাওয়া হয়েছে। এই বিল আইনে পরিনত হলে, প্রান্তীক চাষী, ভূমিহীন কৃষক, শিল্প শ্রমিকদের যাদের বার্ষিক আয় ২,৪০০ টাকার বেশী নয়, তাদের সমস্ত ঋণ মুকুব করা হবে এবং ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার সমস্ত বন্ধকী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। এই সব বন্ধকী সম্পত্তি যদি ফেরত না দেয় তাহলে ঋণ গ্রহীতা ট্রাইবুনেলের নিকট এই মর্মে আবেদন করতে পারবেন এবং ট্রাইবুনেল এই সব সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এই সম্পর্কে ট্রাইবুনেল বাদে দেওয়ানী আদালতের মাধ্যমে কার্য্যকর হবে। কিন্তু ট্রাইবুনেলের আদেশ এর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে মামলা করা চলবে না। এই বিলের বিধান লংঘনকারীর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আমাদের অনেকগুলি ঋণ মুকুবের প্রস্তাব আছে। কিন্তু বর্তমান এ চালু যে আইন আছে সেই আইন দ্বারা ঋণ মকুব করা সম্ভব নয় কাজেই এই আইন নেওয়া হয়েছে। আমরা অনেক বার বলেছি যে কৃষকদের ঋণ মুকুব করেছি এবং আমাদের মন্ত্রী সভারও সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু সেটাকে আইন সংগত ভাবে কার্য্যকর করার অসুবিধ আছে। সেজন্য এই বিল আনা হয়েছে এবং আমি আশা করি যে এই বিলকে সবাই সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রী সুনীল চৌধুরী

শ্রী সুনীল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এমেণ্ডমেণ্ট কেন এনেছি সেটা বলছি। মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন সেটা সম্পূর্ণ পরিপূরক সেটা ত্রিপুরার অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিপূরক হচ্ছে না।

কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে যারা নাকি পেছনে পরা মানুষ, তাদের কথাটা এই বিলের মধ্যে নেই। সেটা হচ্ছে জুমিয়া। জুমিয়াদের কথাটা নেই। কাজেই এখানে জুমিয়া, যারা নাকি ট্রাইবেল, জুমিয়া, আছে তাদের কথাটা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধার দিক থেকে, তাদেরকে এই আইনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। এটা হচ্ছে আমার সংশোধনী আনার উদ্দেশ্য। ট্রাইবেল জুমিয়া বলতে আমি যেটা বলেছি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার উপজাতীদের অংশের লোক যারা জুম চাষ করেন, তাদের কেহ আমি ট্রাইবেল জুমিয়া হিসাবে চিহ্নিত করছি। এখন কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখি যে, ত্রিপুরায় যারা জুম চাষ করেন, তারা মহাজনদের থেকে বীজ ধান নেন, তিলের বীজ নেন, মেস্তার বীজ নেন এবং নিয়ে

তারা তাদের উৎপাদিত ফসল স্বল্প মূল্যে মহাজনদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হন, সেই ঋণের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, জুমিয়া ভাইয়েরা তাদের অভাবের সময়ে দশ টাকা নিয়েছিল এক মুটো মেস্তার বীজ পাওয়ার জন্য। দুই টাকা কে, জিতে তিল দিতে হবে, এই প্রতিশ্রুতিতে টাকা নিয়েছে। এভাবে জুমিয়া ভাইয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাজারে মেস্তা এনেছেন দশ টাকার পরিবর্তে এক মণ নেবে, সেখানে দেখা যায় নানারকমভাবে গোলমাল করে এক মনের জায়গায় দেড় মণ নিয়েছে। এইভাবে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ ভাইয়েরা তাদের জুমিয়াভাইয়েরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় নি। অধিকন্তু মহাজনদের কি রকম শোষণ এটা শুধু এখানে যারা মাননীয় সদস্যগণ আছেন তারাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী যারা আছেন, তাদেরও এটা জানা আছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে অভাবের সময়ে ছোট ছোট কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে কিছু টাকা নেন এবং সেই টাকার সোজা কথা হচ্ছে ডাবল কিস্তি। যেমন একশো টাকা নিলে দুইশো টাকা দিতে হবে। দেখা গেছে একজন হয় তো এক মণ ধান নিল অভাবের সময়ে এবং যখন সে ধান ফেরত দেবে তখন হয় তো ধানের দাম কমে গেছে। যার ফলে তাকে এক মণের জায়গায় ২।৬ মণ দিতে হয়েছে। এই যে একটা পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে সাধারণ কৃষক বা জুমিয়া কেউ রেহাই পায় না। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট ছোট কৃষকদেরকে মহাজনরা গরু কিনে দেন এবং সেই গরু দিয়ে চাষ করলে বছরে তাকে সাড়ে সাত থেকে আট মণ ধান দিতে হয়। এই রকমভাবে বিভিন্ন জিনিষ দিয়ে মহাজনরা কোন আইন কানুনের বালাই নেই, চোরের কোন পার্সেনটেজ নেই, যা খুশী তাই নিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমনও প্রবাদ আছে যে এক মহাজন একটা মুরগী একজন ট্রাইবেলকে দিয়েছিল বর্গা হিসাবে পালবার জন্য। কিন্তু সেই মুরগী তিন বৎসর পর শেয়ালে নিয়ে গেল এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাকে কিছু বলা হল না। এর পরের বছর তাকে বলা হল যে তোমার কাছে আমার অনেক পাওনা আছে। সে বললো কিসের পাওনা? মহাজন বললো যে তোমার কাছে যে মুরগী দিয়েছিলাম মনে নেই? সে বললো যে সেই মুরগটাকে তো শেয়ালে নিয়ে গেছে। মহাজন বললো যে শেয়ালে নিলে কি হবে? ঐটা বেঁচে থাকলে বাচ্চা দিত, ডিম দিত, এই রকমভাবে হিসাব করে সে দেড় হাজার টাকার হিসাব দিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, ছয়শো টাকা দিয়ে এটা মীমাংসা করা হয়েছে। এই রকমভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় মাননীয় বিধায়কদের যেমন অভিজ্ঞতা আছে তেমনি ত্রিপুরাবাসী যারা নাকি জন কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়েছেন তারাও জানেন যে কিভাবে ট্রাইবেল, ছোট ছোট কৃষকরা মহাজনদের হাতে বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়েছেন। কাজেই এই যে বিল আনা হয়েছে, কৃষকদের ঋণ মুকুবের জন্য, এই বিলকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করি এবং পরিপূরক হিসাবে আমি যে দুটো অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি, যে অ্যামেণ্ডমেন্ট দুটো পড়ে দিচ্ছি—1) That after sub-clause (e) (ii) of clause 2, the figures and words" "(iii) Tribal Jhumia" be inserted and the existing sub-clause (e) (iii) be renumbered as (e) (iv).

2). "That after sub-clause (h) of clause 2 the following be inserted and the existing sub-clause (i). (J) (k) & (l) be remumbered as sub-clause (j), (k). (l) & (m).

(i) Tribal Jhumia "—means a landless Tribal Agriculturist who lives mainly on Jhuming (shifting cultivation)".

এই দুটো অ্যামেণ্ডমেন্ট আমি এনেছি এবং মনে করি যে হাউস এই দুটো অ্যামেংমেন্ট হাউস গ্রহণ করবেন /এবং গ্রহণ করে এই যে বিল এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যে দুস্থ মানুষের মুক্তি এনে দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করবেন। কারণ এই বিল হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের শোষিত, বঞ্চিত, মানুষের বিল, এই বিল হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকারের নীতি এবং আদর্শকে রূপায়িত করবার বিল। কাজেই এই বিলকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনকিলাব, জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এগ্রিকালচারেল ইণ্ডেটেডনেস রিলিফ বিল ১৯৭৯ কে আমি সমর্থন করছি, কমরেড সুনীল চৌধুরী কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটিসহ। এই বিলের সাহায্যে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন, শিল্প শ্রমিক, গরীব কৃষক তথা জুমিয়াদের অর্থনীতিতে একটা নব যুগের সূচনা হবে। এই বিল মহাজনদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করবে। আমরা দেখছি দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজ্যে মহাজনরা নিজেরাই আইনের স্রষ্টা ছিলেন। সরকার কর্তৃক মহাজনদের জন্য যে আইন ছিল, সেই আইনকে মহাজনরা খুব একটা আমল দিতেন না। আমরা যদি খোঁজ নেই, তাহলে দেখতে পাব, ত্রিপুরারাজ্যে বিভিন্ন বিভাগে মুষ্টিমেয় মহাজন মাত্র আইন মেনে চলতেন, কিন্তু এটা মামুলি ধরনের মানা, এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে, তাঁরা লক্ষ লক্ষ জুমিয়া, গরীব কৃষক, প্রান্তিক চাষীকে ঠকিয়েছেন। আমরা দেখেছি ত্রিপুরারাজ্যে এককালে যে পাট, তুলা এবং তিল বিভিন্ন ফসল, জুমিয়ারা উৎপন্ন করতেন, চাষীরা পাটের উৎপাদন করতেন সেই মূল্যবান অর্থকরী ফসল তারা কিভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়েছেন। আমরা দেখেছি যারা গরীব কৃষক বা প্রান্তিক চাষী তাদের কাছ থেকে জমিগুলি কিভাবে নিয়েছেন, অল্প টাকার বিনিময়ে যে জমি বন্ধক রেখেছেন, বছরের পর বছর আমরা দেখেছি আসলের চেয়ে সুদই হয়েছে বেশী। এইভাবে চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে বাড়তে এমন এক সময় হয়েছে যা আসল ছিল, সেই আসলের ১০ গুণ থেকে ২০ গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। এই টাকার বিনিময়ে মহাজনরা গরীব কৃষকদের কাছ থেকে তাদের জমিগুলি ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। এই রকম ঘটনা ত্রিপুরারাজ্যে শত শত ঘটছে। এই বিল পাশ হওয়ার সাথে সাথে অনেক প্রান্তিক চাষী, গরীব চাষী, জুমিয়া, শিল্প, শ্রমিক ইত্যাদি নিম্ন আয়ের মানুষ এই মহাজনদের জাতা কল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবে। সাথে সাথে আমি এই কথা বলতে চাই এখন ঐ মহাজনদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হচ্ছে যেমন উদয়পুর মহকুমা পরিষদ বিল পাশ হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখছি ত্রিপুরারাজ্যে

সমস্ত মহাজন গোষ্টি তাদের চক্রান্তের জাল বিস্তার করছেন, তাঁরা গণতন্ত্রের উপর আঘাত আনার চেষ্টা করছেন। এই বিলটি পাশ হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা আরও আতংকিত হবেন কিন্তু আমরা এই ভরসা রাখছি এই হাউস সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই বিলটিকে পাশ করবেন এবং ত্রিপুরারাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ এই বিলকে অনুমোদন জানাবেন। যারা এই হাউসে আমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন তারা তাকিয়ে আছেন এই বিলটির দিকে কারণ মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি করছেন তা উনারা দেখতে চান। আমি আশা করছি এই বিলটি পাশ হওয়ার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে একটা খুশীর জোয়ার বয়ে যাবে। মানুষ মহাজনদের এই অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্য বদ্ধ হতে সাহস পাবে কারণ এই বিল পাশ হয়ে যাবে। শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে সরকার এই বিলটিকে পাশ করবেন এবং সমস্ত প্রতিনিধিরা মিলে এই বিলটিকে কার্যকরী করার জন্য জনগণের কাছে যাবে তখন জনগণ এই বিলটিকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারবেন না কাজেই আমি এই বিলটিকে সংশোধনীসহ সমর্থন করছি। বিলটিকে সংশোধনী সহ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে হাউসে যে বিল এসেছে, সেই বিলকে আমি সংশোধনীসহ সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই এই বিল আনা হয়েছে গ্রামের শোষক মহাজনদের হাত থেকে, গরীব কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা আজও শুনতে পাই সেই করুন কাহিনী—

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই
আর সবই গেছে ঋণে।"

ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণের এই যে ভয়াবহ অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষ সর্ব্বশান্ত হয়ে গেছে, তার ৭ (সাত) পুরুষ পর্য্যন্ত সেই ঋণের দায় থেকে মুক্ত হতে পারেনি, কবে কে কখন নিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই ঋণ আজকে এমন আকার ধারণ করেছে, যার জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে পার্ব্বত্য সরল প্রাণ জাতিরা, বিশেষ করে মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নেন। সেই দাদনের টাকার বিনিময়ে দীর্ঘ দিন ধরে তারা তাদের উৎপাদিত ফসল মহাজনদের কাছে জমা দেয়, কিন্তু জমা দেয়া সত্বেও সেই ঋণ আর শোধ হয়না, তার ঋণ ঋণই থেকে যায়। এক কথায় ১০০ টাকা ঋণ নিলে দু বছরে ৫০০ টাকা হয়। এর বিনিময়ে আজকে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী, উপজাতি ভাইরা জুমের কাজ করে জীবন ধারন করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে তারা ঋণ ভারে জর্জ্জরিত হতে হতে আজকে তাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা তাঁরা নিজেরাই বলতে পারবেন না। আজকে পাহাড়ী, বাঙ্গালীর জীবনে চরম দুর্দ্দশা নেমে এসেছে। এই যে বিল, এই বিলের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে যে সমস্ত মহাজন সুদ নিতেন সেই সুদের হাত থেকে দরিদ্র কৃষককে বাঁচানোর

জন্যই এই বিল আনা হয়েছে এবং এই ঋণ গ্রহণ করার জন্য ঋণ দাতা যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা না করতে পারে তার জন্য এই বিলে সেটার উল্লেখ আছে, তারজন্য এই বিলকে সংশোধনীসহ আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই আজকে এই বিলের দ্বারা অনেক দরিদ্র কৃষক এবং শ্রমজীবি মানুষ উপকৃত হবেন, দুর্বল শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবেন কারণ ২।৪ টাকার অভাবে দুর্দিনে যারা ১০০ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন গ্রামের ছোট কৃষক, ক্ষেত মজুর, দীন মজুর, ভূমিহীন এবং রিক্সাওয়ালা যারা ঋণ নেন তারা এই ঋণের জাল থেকে মুক্তি পেতে চান। শোধখোরেরা জোকের মত এই সমস্ত নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের সেই আক্রমণ এমন ভাবে চলতে থাকে যে সেটা বংশানুক্রমিক ভাবে চলতে থাকে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় থাকেনা, এখনও এটা গ্রামে-গঞ্জে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং কারা সেই সমস্ত কাজকর্ম করছেন সেই দিকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ্য রাখছেন এবং তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে পিছিয়ে পরা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ যারা এই ঋণের দায়ে আজকে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার যাগ পাচ্ছেন না, সেই সমস্ত শোধখোর মহাজন যারা আছেন, যারা জুলুম করে চলছে তার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কথা বলতে চাই আজকে যে বিল আনা হচ্ছে সেই বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের একেবারে নিগৃহীত মানুষগুলির তার অর্থনীতি শোষকের যে জাল সেই জালকে ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যে বিল সেই যখন চারিদিকে প্রকাশ পাচ্ছে তখনই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আজকে ত্রিপুরার বিধান সভার মধ্যে যখন এমনিভাবে সাধারণ ছোট মানুষ এবং সবচেয়ে নিপিড়ীত-নির্যাতিত শতকরা ৯০ জন পাহাড়ী বাঙ্গালী যখন আজ মুক্ত হতে চলেছে তখনই দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এই সাম্প্রদারিক দাঙ্গার মূল উস্কানি যারা দিচ্ছে তারা বিদেশ থেকে টাকা আমদানি করছেন যাতে নির্যাতিত-নিপিড়ীত মানুষরা সেই জাল থেকে মুক্ত হতে না পারেন কারন তাঁরা এতদিন ধরে যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই যেন থাকেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে আজকে দেখা দিয়েছে বিশৃংখলার জাল কারন সাধারণ মানুষকে যাতে পায়ের তলায় রাখা যায় এই হলো তাঁদের কৌশল। রাস্তার মধ্যে আজকে যে লোকটা জুতা পালিশ করে তার নগ্ন চেহারা, তার পায়ের মধ্যে টুকরো টুকরো টায়ারের জুতা। সে যে বড় লোকের জুতা পালিশ করছে তার জন্য তাঁর কোন মঙ্গল কামনা করা হয়না, আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই যে রাস্তার ছিন্নমূল মানুষগুলিকে দেখছে তারজন্য গর্জ্জে উঠছে, তাদের সেই বড় লোকত্ব থাকবে না তারজন্য বড় বড় মহাজন, জোতদার, চোরাকারবারী এবং ব্যবসায়ীরা আজকে উঠে পড়ে লেগেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আবার বলবেন। হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহাশয় আপনি আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি, এই দিক এটা কংগ্রেসী আমলের, আগেকার দিনের, মান্ধাতা আমলের যে মানুষের কাছে ধর্মের নামে ঋণগ্রস্ত করে রাখা হয়েছিল, সেইসব মানুষগুলিকে সেইখান থেকে আজকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুক্তি পাবে কারা? মুক্তি পাবে ক্ষেতমজুর, দিন মজুর, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী, ক্ষেত খামারে খেটে খাওয়া মানুষ, ঠেলা ওয়ালা, রিক্সা ওয়ালা, শ্রমজীবি মানুষ, যারা চাষী, যারা তাঁতী সেই সব লোকরা। ধর্মের নামে, কর্মের নামে তারা গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ পেত তারা আজকে মুক্তি পাবে। মুক্তি পাবে এই কারণে, ঋণ আদায়ের জন্য তারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে, অথবা মামলা মোকদ্দমা করে তাদের জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া হত, তা যাতে আর না হতে পারে এই জন্য এই বিলের মধ্যে উল্লেখ আছে। আজকে এই বিলের জন্য ৫ জন মুনাফাখোর লোকের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, আজকে এই মুনাফাখোরদের যে রাজত্ব যে স্বপ্নের দিন ভেঙ্গে যাচ্ছে বামফ্রন্টের ক্ষমতার জন্য। তাই আজকে তারা অশান্তি বিভ্রান্তি-করার চেষ্টা করছেন ছাওমনু অঞ্চলে কিছু গোপালি সম্প্রদায় বে-আইনী ভাবে জায়গা দখল করে ছিল দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী রাজত্বে। এর মধ্যে একজন বিশিষ্ট নেতা এবং কংগ্রেসী কর্মী হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনেক জায়গা ছিল বে-আইনী। তিনি হাজার হাজার সংগ্রহ করে বলেছিলেন যে, তোমাদের নামে জায়গা করে দেব। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি এখন আমরা বাঙ্গালী করে সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছেন। ফটিকরায়ে ট্রাইবেল এরীয়ার মধ্যে ২জনকে মাত্র মালিকের নামে জায়গা দেবার কথা হয়েছিল, সেইখানে তারজন্য আতঙ্ক আক্রমণ চলছে চক্রান্ত করার উদ্দেশ্যে গ্রামের মধ্যে বড়.বড় মহাজন, যাদের প্রচুর জায়গা, বর্গা প্রথায় চাষ করাতেন, গ্রামের ভাষায় যাদের চাকর বলা হত, তাদের হাতে লাঠি দিয়ে আমরা বাঙ্গালীর মিছিলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত মানুষরাই সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। গত ১০ তারিখের ঘটনাই তা প্রমাণ করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টি এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে, এবং শোষন থেকে যাতে মুক্ত হতে পারে তারজন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আজকে চারিদিকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছে তা কোন নাগরিকই সমর্থন করতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি এই বিলকে হাউস সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করবে এবং আমি আশা করব, এই বিল কার্য্যকরী হলে পরে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯১ জন মানুষ সেই মান্ধাতার আমলের ঋণ থেকে মুক্ত পাবেন। আর তারা নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ করবেন না। এই বিলটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, The Tripura Agricultural Indebtedness Relief Bill, 1979. আমি অ্যামেণ্ডমেন্ট সহ এটাকে সমর্থন করছি। এই বিলটা সমর্থন করছি এই জন্য যে, ভারতবর্ষে আজকে আমরা দেখছি, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থা

কি? কোন রাজ্যে আজকে জনতা শাসন করছে, কোন রাজ্যে শাসন করছে কংগ্রেস, কোন রাজ্যে আকালী, আন্না. ডি. এম. কে. ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলি শাসন করছে এবং একদিকে আমরা দেখছি, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় এই দুটি রাজ্যে যারা শাসন করছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ নূতন। এই দু'টি রাজ্যে গরীব মানুষের রাজত্ব, বামফ্রন্টের রাজত্ব। আমরা দেখছি, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে এখনও আগেকার মত চলছে, এখনও খাজনার জন্য জুলুম হচ্ছে, এখনও সেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আইন প্রণয়ন/ হয় নি। এখনও সেখানে জমিদার, জোতদার, পুঁজিবাদীদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এবং এখনও সেখানে সমান ভাবে জোতদার, পুঁজিবাদীদের স্বার্থ দেখা হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ৯৫ জন মানুষের স্বার্থের দিকে নজর রেখে এই দেশ পরিচালনা করছেন, এবং একটার পর একটা আইন হচ্ছে, একটার পর একটা কাজ এই সরকার করছেন। যে কাজ সরকার করছেন, তার মধ্যে এই কাজটা অন্যতম। মুখে অনেকে এই মহাজনী শোষণের কথা বললেও মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য কোন রাস্তা সেখানে তাঁরা তৈরী করেন নি। বরং মহাজনী শোষণের হাতকে আরো মজবুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুদখোর, মহাজনীদের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে। স্যার, আজকে এই রাজ্যে যে বিল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এনেছেন এই বিলের মধ্যে আমরা দেখছি যে, এর মধ্যে যারা উপকৃত হবেন, তারা আর মহাজনী ঋণের আওতায় থাকবেন না। তাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছে, যথা :—

(i) Marginal Farmer,
(ii) Landless labourer, and
(iii) Rural Artisan.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি আমাদের কৃষকের কথা বলি, গ্রামের যে কৃষক আমরা একদিন দেখতাম, ঐ খাজনার নামে, খাজনা সব চেয়ে বড় জিনিস ছিল না—৫।৬ বা ১৫ টাকা ছিল। কিন্তু ঐ খাজনাকে কেন্দ্র করে ঐ গ্রামের মহাজন, মাতব্বর, তহশীলদার, দারোগা সমস্ত প্রশাসনের লোকেরা হাজার হাজার বৎসর ধরে তাদের উপর জুলুম করত। কিন্তু আজকে খাজনা মুকুবের সঙ্গে সঙ্গে হাজার বছরে কৃষকের উপর যে জুলুমের যুগ ছিল, আজকে তা বন্ধ হয়ে গেছে।

এমনি করে আইনের ফলে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, যেটা সারা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমরা জানি এই কামার, কুমার, তাঁতী তাদেরও উপর একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের অর্থনীতি নির্ভর ছিল। ভারতবর্ষের অর্থনীতি তখন ছিল গ্রাম নির্ভর অর্থনীতি। তখন তারা এতটা দরিদ্র ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পীদের কে শোষণ করাতে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, তা ভেঙ্গে গেছে। এমনি করে চলল তাদের উপর মহাজনী শোষণ। কিন্তু এই বিল যখন আসবে, তখন এই মহাজনীদের শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামের মানুষেরা হাজার হাজার বৎসরের নির্যাতনের জাল থেকে কি লাভ করেনু

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এবং আগামী দিনে অর্থনীতি সমৃদ্ধ নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তৃতাকে আজকে দীর্ঘ করতে চাই না। শুধু এই বিলকে সামনে রেখে দু একটি কথা বলতে চাই। আমাদের পুরাণে একটা গল্প আছে। সেটা হল—সত্য যুগে কাক নাকি গাছের আগার রক্ত পেত। তারপর যখন দ্বাপর যুগ এল, তখন কাক গাছের আগাতেই রক্ত পেত, কিন্তু মুখটাকে একটু নীচের দিকে রাখতে হত। তারপর যখন ত্রেতা যুগ এল, তখন কাকে তার ঠোটটি আরও নীচের দিকে বাড়িয়ে রক্ত পেতে পারত। কিন্তু কলির যুগ যখন এল, তখন কাক আর রক্ত পেত না। তখন মরে গেল। তেমনি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যখন আরাধ্য দেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে ঘর থেকে বেরোয়, তখন ঐ কাকেরা কা কা করে উঠে। কারণ তাদের চলার পথের রাস্তা তখন অন্ধকার হয়ে উঠে। আমরা দেখছি এই পৃথিবীর শোষক এবং শোষিতের মধ্যে যখন সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠে। তখন ঐ কাকেরা কা কা করে উঠে এরই মধ্যে আমরা যখন বর্গাসত্ত্ব আইন এনেছি, কৃষকের খাজনা মুকুব করে দিয়েছি শতকরা ৯৫ জন মানুষের স্বার্থে, তখন ঐ কাকেরা আমরা বাঙ্গালী নাম দিয়ে সারা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা দেখেছি ঐ কাকেরা কংগ্রেস, জনতা, নাম নিয়ে জনসাধারণের সামনে আর দাঁড়াতে পারছেন না। তারই জন্য তারা আমরা বাঙ্গালী নাম নিয়ে সারা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছেন গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এবং সামাজিক পরিবেশকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস, জনতা সরকার, আন্না ডি, এম,কে যখন সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করে নিজেদের অবস্থাকে সমৃদ্ধতর করছে, তখন আমি রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করছি, উনারা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন, এই বামফ্রন্ট যে কাজ করছেন সেটা কি ৯৫ জনের স্বার্থে করছেন, নাকি ৫ জনের স্বার্থে করছেন ? আমরা জানি কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা বাইরে থেকে আমাদের বিরোধীতা করছেন। বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত শুভ কর্মে ভীত হয়ে যারা আজ চীৎকার করছে, আমি আশা করব রাজ্যবাসী তাদের ঐ চীৎকারকে বন্ধ করে দেবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

।। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এর আগে যখন কংগ্রেসী শাসন ছিল, ইন্দিরা গান্ধীর ২০ পয়েন্ট প্রগ্রাম যেটা ইমারজেন্সীর সময় করা হয়েছে, তাতে তারা নাকি সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে ঋণ মুক্ত করবেন বলেছেন। এবং ত্রিপুরা বিধান সভাতেও এই ধরনের একটা আইনের প্রস্তাব এনেছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠী সেটা হল এগ্রিকালচারাল ডেট্ এ্যাক্ট। তারপর কংগ্রেসী রাজত্বের অবসান এবং অন্যান্য দলের শাসন ছিল। তাদেরও অবসানের পর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন এই সমস্ত হিসাব নিকাশ করেছেন, তখন দেখা গেল যে ঋণগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কমেনি, বরং আগের তুলনায় আরও বেড়েছে।

নীচের তলার মানুষ আরও বেশী, তাদের সম্পত্তিকে হারিয়েছে। ধনতান্ত্রিক নিয়মের শাসন সারা ভারতবর্ষের অবস্থাও তাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষের ঋণের যে এষ্টিমেট করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে ৬০ হাজার কোটি টাকার ঋণে সমস্ত ভারতবর্ষের গরীব অংশের মানুষ জড়িয়েছেন। স্যার, ১৯৭৪-৭৫ইং সালের রুরাল লেবার ইনকোয়ারীর ফাইনাল যে রিপোর্ট বেড়িয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে ২৮।২৯ বৎসর কংগ্রেসের রাজত্বের পরও সারা ভারতবর্ষে ১৯৬৪-৬৫ সালে গ্রামের মানুষের ঋণের বোঝা মাথাপিছু ১৪৮ টাকা ছিল। সেটা ১৯৭৪-৭৫ ইং সালে বেড়ে হয়েছে ৩৮৭ টাকা। স্যার, হাউসিং ডেবটেডনেস যাদের ঋণ ছিল ২৪৪ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ইং সালে সেটার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫৮৪ টাকা। কি দ্রুত ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। স্যার, কৃষির সংগে যারা ডাইরেকটলী জড়িত, যারা কৃষি শ্রমিক, তাদের ঋণের যে ফাইনাল রিপোর্ট বেড়িয়েছে, যেটা লেবার ইনকোয়ারী রিপোর্ট বেড়িয়েছে ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে, তাতে বলা হয়েছে অল ইণ্ডিয়া ১৯৬৪-৬৫ ইং সনে মাথাপিছু ঋণের বোঝা ছিল ১৪৮ টাকা। আর ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৯৫ টাকা। এটা হচ্ছে সাধারণ ভাবে সমস্ত। কিন্তু সমগ্র গ্রামীণ মানুষের মধ্যে যে সমস্ত পরিবার ঋণগ্রস্থ, তাদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণের কথা বলতে গিয়ে, রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৬৪-৬৫ ইং সালের মাথাপিছু ছিল ২৫১ টাকা। আর ১৯৭৪-৭৫ ইং সালে সেটার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৫ টাকা। কিন্তু ত্রিপুরার অবস্থাটা কি? ত্রিপুরার অবস্থা সম্পর্কে ১৯৭৪-৭৫ ইং সালের ফাইনাল রিপোর্টে বলা হয়েছে, ত্রিপুরাতে কৃষি শ্রমিক যারা, তাদের মাথাপিছু ঋণের বোঝা সাধারণ ভাবে ছিল ৬১ টাকা ১৯৬৪ এবং ৬৫ সালের হিসাবে। আর ১৯৭৪-৭৫ এ হিসাব করে দেখা গেল ১০ বছরে বেড়ে সেটা ১১৬ টাকা দাঁড়িয়েছে। স্যার; যেসমস্ত পরিবার ঋণগ্রস্ত, তাদের আবার ঋণ করতে হচ্ছে। ঋণের বোঝা তাদের মাথাপিছু আরও বেড়ে গেল। সেই সমস্ত পরিবারের মাথাপিছু গড ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হচ্ছে ১১৯ টাকা ছিল ১৯৬৪ এবং ৬৫তে, আর ৭৪ এবং ৭৫ এ দাঁড়িয়েছে ২০৪ টাকায়। কৃষি শ্রমিকদের সম্পর্কে হিসাব দেওয়ার সময় রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গ্রামীণ মানুষের মাথা পিছু ঋণের বোঝা যদি হিসাব করতে হয়, এই সরকারের রিপোর্টে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষের মাথা পিছু গড় ছিল ৬৮ টাকা। মাথাপিছু ১৯৭৪-৭৫ এ গিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৫ টাকা। আর সেই সমস্ত পরিবার ঋণগ্রস্ত পরিবার যাদের আরও ঋণ করতে হচ্ছে সিডুল ট্রাইব, সিডুল কাণ্টস্ গ্রামীণ মানুষ তাদের ঋণের বোঝা মাথা পিছু ছিল ১৯৬৪-৬৫ সনে ১৩১ টাকা সেটা ১৯৭৪-৭৫ এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩০ টাকা। ৯৭৮-৭৯ সনের হিসাব যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যায় হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে গ্রামীণ মানুষের ঋণের বোঝা। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল গ্রামীণ নীচের তলার মানুষের জন্য, নীচের তলার মানুষের যে আয়োজন করা হল প্রজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবস্থা আছে, যার দ্বারা সাধারণ লোকদের যাতে আর ঋণগ্রস্ত না হতে হয়। আগে জরুরী অবস্থার আমলে কংগ্রেসী মহাজনরা সাধারণ মানুষের

কাছ থেকে যে ভাবে শোষণ করেছে, তাদেরকে ক্রীতদাস পরিণত করা হয়েছিল। একটা ঋণগ্রস্ত পরিবারকে তারা কি ভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে তা আমরা জরুরী অবস্থার সময়ে দেখেছি। কোন লোক যদি তার অসুস্থতার জন্য কাজ করতে না আসত তাকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসত কাজ করার জন্য, ১ টাকা ১·৫০ টাকা মজুরী দিয়ে তাদেরকে কাজ করানো হত। সে হয়ত অসুস্থ ছিল, তার হয়ত জ্বর ছিল। কিন্তু সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিলনা। তারা এইভাবে জরুরী অবস্থার সময় তাদের উপর অত্যাচার করেছে। এইভাবে সাব্রুম এলাকায়, প্রত্যেকটি এলাকায় আমরা দেখেছি এই রকম জঘণ্য অত্যাচার। তাই আগের যে বিল সে বিলকে সম্পূর্ণ উলট পালট করে, আবার নতুন করে নতুন ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ঋণের বোঝা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার সব সময় ভাবছে। তাই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিলকে নতুন রূপে সৃষ্টি করেছে। যার দ্বারা গরীব কৃষক মেহনতী মানুষের উপকার হবে। আমরা জানি সেই ঋণের দায়ে অনেক কৃষকের জমি ছিল তাকে জমি হারাতে হয়েছে, অনেকের বাস্তুহারা হতে হয়েছে। ঋণ দুই রকমের আছে, একরকমের ঋণ হচ্ছে যারা পূর্বপুরুষ থেকে ঋণ করে আসছে। অর্থাৎ বাবা ঋণ করেছে, সে ঋণ ছেলেকে, মেয়েকে দিতে হচ্ছে বা পরিবারকে সে ঋণের বোঝা টানতে হচ্ছে। আর এক রকমের ঋণ আছে, সে ঋণ হচ্ছে অভাবের দায়ে পড়ে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া। বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে কতগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন। কোপারেটিভের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ঋনগ্রস্ত পরিবারকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছে। গ্রামে গ্রামে লেম্পস কোপারেটিভ সোসাইটি তৈরী হচ্ছে। অত্যন্ত কম সুদ হারে, এই ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। জমিদারদের কাছ থেকে, বা মহাজনের কাছ থেকে বেশী সুদে আর ঋণ করতে না হয় তারজন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। যাদের জমি আছে তারা ঋণ পাবে, আর যাদের ঋণ নেই তারাও ঋণ পাবে, তাদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার এইভাবে গরীব মানুষের উপকার করার জন্য লেগেছেন। তারা এতদিন ছটফট করছিল। তারা আজ মুক্তি পেয়েছে। তাই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তারা এই নতুন বিল করেছে। নতুন যে বিল এসেছে সে বিলে আমরা লক্ষ্য করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আয়ত্তাধীন আইনের এই ব্যবস্থাগুলি কোর্টের বিচার থেকে মুক্তি পাবে। আগে মহাজনদের হাতে প্রচুর টাকা ছিল। তারা নানারকম ভাবে সাধারণ মানুষকে টাকা দিয়ে কোর্টে হেরাস করার চেষ্টা করত। এই সমস্ত ঋণগ্রস্ত পরিবারকে অসীম দুঃখে অসীম অবস্থায় ফেলে দিত তারা। স্যার, এটার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত ঋণ নয়, কোম্পানীর ঋণ সম্পর্কেও এখানে বলা হয়েছে। ঋণগ্রস্ত গরীব পরিবারগুলি যাতে মুক্তি পেতে পারে তারজন্য এই বিলে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় ৩ হাজার টাকার জমি ৫০০, ২০০ টাকায় মহাজনকে দিয়ে দিতে হয়েছে ঋণের দায়ে। এই সমস্ত পরিবারগুলিকে যাতে ঋণের দায়ে জমি হারাতে না হয় বা বাস্তুহারা না হতে হয় সেজন্য সেই প্রোপারটিগুলি আবার রিকভারী করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্যার, ত্রিপুরাকে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার অগ্রসর করার জন্য নতুন ভাবে ত্রিপুরাকে

গড়ে তোলার জন্য নতুন ভাবে জীবনকে উন্নত করার জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করছে। ভারতের আর অন্য কোন রাজ্যে এই ব্যবস্থা নাই। এই সরকার আসার পর এই যে দরিদ্রের প্রতি ব্যবস্থা করেছেন, ভারতের আর কোন রাজ্যে এই রকম দেখা যায় না। এইটাই বামফ্রন্ট সরকারের বাহাদুরি। সুতরাং এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই বিলের পুনঃ সমর্থন করে এই যে সামান্য সংশোধনী এসেছে এটা বিলের মধ্যে আনা প্রয়োজন। এই সংশোধনী সহ এই বিলটাকে গ্রহণ করার জন্য আমি হাউসের সকলের কাছে অনুরোধ রাখব।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলে সম্পর্কে কোন বিরোধী মতামত নেই। এইখানে যে এমেণ্ডমেন্ট রাখা হয়েছে, সেই এমেণ্ডমেন্ট আমি সরকার পক্ষ থেকে মেনে নিলাম। বিলের আওতায় কারা কারা আসবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সেসব বক্তা সেসব তথ্য উপস্থিত করেছেন। সেখানে আমি উল্লেখ করতে চাই সারা ভারতবর্ষে ঋণগ্রস্ত যারা আছে তার মধ্যে অন্য সব রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণগ্রস্ত মানুষ সবচেয়ে বেশী। এই বিলের মধ্যে যে অংশগুলি আসবে সেটা লক্ষ্য রাখার দিকে। যাদের ঋণ ২ হাজার ৪০০ এর বেশী নয় তাদের সমস্ত ঋণ মুকুব করা হোক। যাদের আয় দরের কথা, তাদের সংখ্যা যদি জানান হয়, তাহলে আমাদের দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। কাজেই কত ব্যাপক ভাবে কত ব্যাপক অংশের লোক এই আইনের ফলে অন্তত পক্ষে ঋণ মুকুব করা হবে। আমি এখানে একটা সোজা কথা উল্লেখ করছি, যাদের কাছে বন্দকী আছে, জমিই হোক আর সম্পত্তিই হোক সেই বন্দকীতে সেই সম্পত্তিগুলি তাদের ফিরিয়ে দিতে হব আর সেই জমি ফিরিয়ে দিতে কেউ যদি আপত্তি করেন। আমাদের দেশে ২ হাজার ৪০০ টাকার বেশী আয় খুব লোক আছে। আমাদের সামনে ভূমিহীন, গৃহহীনদের সংখ্যা বিরাট। যারা হাঁড়ি, পাতিল বানায় তাদের এই ঋণ দিতে হয়। তারাও এই ঋণের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ কাভারিস্টটা যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যায় জুমিয়া, ভূমিহীন কৃষক দরিদ্রের সম্পর্কে তাদের সংখ্যা যদি আমরা ধরি, তাহলে দেখা যায় ৩ লক্ষাধিকের বেশী লোক এই ঋণের আওতায় পড়ে। তখন যাকে যে ঋণ নিয়েছেন তাকে আহ্বান করা হবে, তার ঋণের পরিমাণ ধার্য্য করা হবে এবং তার আয়ের পরিমাণ ধার্য করা হবে। তারপর যে আদেশটি দেওয়া হবে সেই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে যাওয়ার রাস্তা থাকবে না। তারপর যদি আপিল যায়, আপিল গেলে সে কি করবে। অথচ যে বেচারা ঋণের মুকুব চাইলে সে মামলায় জড়িয়ে জড়িয়ে নজিহাল হয়ে গেলেন। কাজেই আমরা তাদের ঋণের মুকুব চাই। কোন ঋণগ্রস্থ তার যে ঋণ হইয়াছে এবং মুকুব হওয়ার ফলে জমিটা সে ফিরিয়ে পাচ্ছে। অথবা সে যদি তার কোন জিনিষপত্র বন্ধক দিয়ে থাকে তাহলে সে সেই জিনিষপত্রগুলি আবার ফিরিয়ে পেতে পারে। এই আইনটা পাশ হয়ে গেলে পরে যদি গ্রামীণ জন সাধারণ এর মধ্যে এই আইনের তাৎপর্য প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যা

করার জন্য সংগঠিত পঞ্চায়েত, কৃষক সমিতি বা অন্য কোন গণসংগঠন যারা, তারা যদি এই সম্পর্কে প্রচার করতে না পারে। আমাদের কাছে কৃষকদের ঋণের যে হিসাব দিলেন সেটা সাধারনত স্টেটিস্টিকেল ডিপার্টমেণ্ট দিবেন। একটা গ্রামে গিয়ে শতকরা দশটা বাড়ী দেখল, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করল—তোমার কত ঋণ, তোমার কত ঋণ, তাতে যথাযথভাবে তাদের কথাই বলা হল। এখানে একটা রিপোর্ট আমার পাওয়া চাই। কিন্তু সম্পূর্ণ ঋণগ্রস্ত লোকদের প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায় না। এই দিক থেকে যদি সম্পূর্ণ ঋণগ্রস্তদের সন্ধান করা যায় এবং সেখানে আমাদের চিঠি পাঠানো হবে এবং নানান রকম বিভ্রান্তমূলক ধারণা আছে। যেমন তুই ঋণ নিয়েছিস, যদি ফিরিয়ে না দিস তাহলে ভগবানের কাছে ঋনি থাকবি। আবার পরজন্মে তোকে আবার জন্মগ্রহণ করে এই ঋন শোধ করতে হবে। এই ভাবে যাদের হাতে পয়সা আছে তাদের হাতে গ্রন্থ আছে, প্রচার করার ব্যবস্থা আছে, পুরোহিত আছে, সবকিছু আছে, জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে এই সম্পত্তিকে পাহাড়া দেওয়ার জন্য তারা জন্ম থেকে শুরু করে মরার পরেও খেসারত দিতে হবে, তারপর মরার পরেও খেসারত দিতে হয়। কাজেই ঋণগ্রস্তরা সহজেই এসে তারা ঋণ মুকুবের জন্য চেষ্টা করুন। সেখানে যদি ব্যাপক গণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়। বর্গাদারদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক প্রচারের ফলে খুব খারাপ বলব না পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় আমি দেখেছি কমপেয়ার করেছে একটা বাঙ্গালীকে নিয়ে। লোক সংখ্যার অনুপাতে কমলপুর, উদয়পুর ও সদরে যা হয়েছে কমপেয়ার করলে বলা যায় না। এই যে আইনটা এসেছে এই আইনের আওতায় যারা পড়ে, যেমন যে লোক পথে বসে জুতা তৈরী করছে সে যে ঋণগ্রস্ত, সে যার কাছে ঋণ নিয়েছে তার কাছে আর ঋণটা ফিরিয়ে দিতে হবে না। এই আইনের কথাটা তার কাছে নিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। একটা দরখাস্ত করে হাজির হওয়া যায় কিন্তু মানুষ আসে না। এই রকম কয়টা মহাজনের বিরুদ্ধে কয়টা মামলা বা অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত জরুরী এই এমেণ্ডমেণ্ট এর মধ্যে আমরা সেটা রেখেছি ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ভূমিহীন জুমিয়া নয়। তাদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এখানে যারা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তারা কথা দিয়েছেন যে জনগণের স্বার্থে যদি কোন আইনের মধ্যে কোন ফাঁক থাকে তাহলে তারা সেই ফাঁকের পরিপূর্ণ করবে। যেসব সদস্য এখানে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং যাঁরা এই সংশোধনী বিলটিকে গ্রহণ করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি এই বিলটি বিনা বাধায় সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকাল্‌চারেল ইন্‌ডেটেড্‌নেস্‌ রিলিফ বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৭৯) বিবেচনা করা হউক।

(ধ্বনি ভোটে বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি :—বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ৩নং ধারা হইতে ২০নং ধারা পর্য্যন্ত এই বিলের অংশ রূপে গণ্য হউক।

(ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

বিলের ২নং ধারার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আছে শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়ের। এখন আমি তার সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি :— সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :— (i) "That after sub-clause (e) (ii) of clause 2, the figures and words" (iii) "Tribal Jhumia" be inserted and the existing sub-clause (e) (iii) be renumbered as (e) (iv).

2) "That after sub-clause (h) of clause 2 the following be inserted and the existing sub-clauses (i), (j), (k) & (l) be renumbered as sub-clauses(j) (k), (l) & (m).

(i) "Tribal Jhumia"—means a landless Tribal Agriculturist who lives mainly on Jhumming (shifting cultivation)".

(ধ্বনি ভোটে এই সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।)

এখন আমি বিলের ২নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং ধারা সংশোধনী আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনি ভোটে বিলের ২নং ধারা সংশোধিত আকারে গৃহীত হলো।)

মি: স্পীকার :—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "বিলের প্রিএ্যাম্বল ও শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(ভোটের মাধ্যমে বিলের শিরোনামা ও প্রিএ্যাম্বলটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ইনডেটেড্‌নেস রিলিফ বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৭৯)" পাশ করা বিলটি পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the "Tripura Agricultural Indebtedness Relief Bill, 1979 (Tripura Bill No. 9. of 1979)" as settled in the House be passed.

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মানন রাজস্ব মন্ত্রীমী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো:—দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকালচারেল ইনডেটেড্‌নেস রিলিফ বিল, ১৯৭৯ (দি ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

(বিলটি ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—"দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯)" হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Biren Dutta :— Mr. Speaker Sir. I beg to move that the "Indian Stamp. (Tripura Second Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 10 of 1979)" may be taken into consideration and also be passed.

মি: স্পীকার :—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়, আপনি আপনার বিলটি হাউসের সামনে উপস্থিত করুন।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে এ্যামেণ্ডমেন্টটা এখানে এনেছি সেটা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প এ্যাকটস যেটা আসামে প্রচলিত আছে ১৫ই জুলাই, ১৯৬৩ থেকে, সেটাকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং সে অনুসারে স্ট্যাম্পের যে হার সেটা ধার্য্য করা হয়েছিল আমাদের এই ত্রিপুরাতে। আমাদের এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা আনার উদ্দেশ্য হল হারটাকে একটু রেশনালাইজ করা এবং এমনভাবে রেশনালাইজ করা যারফলে আমাদের রেভেনিউ বাড়ে এবং হিসাব নিকাশের দিক থেকে কোন অসুবিধা না থাকে। এখানে উল্লেখক্রমে বলতে পারি, এই যে ডিউটিটা আদায় করা হয়, তা, যারা জমি বা অন্যান্য জিনিষ পারচেজ বা ক্রয় করেন তাদের কাছ থেকেই এই ডিউটিটা আদায় করা হয়। কিন্তু আমরা এখানে ডিউটিটা আদায়ে যা দেখছি তার ফলে সাধারণ সংশোধণের মাধ্যমে, আমি পরে হারটা বলব, সাধারণতঃ জমিজমা এবং সম্পত্তি ক্রয় করার ক্ষেত্রে যে হারটা সেটা অল্প সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে যে হার, বেশী সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হওয়া উচিত নয়। সেটা একটু প্রগতিশীল হারে হওয়া দরকার। এই বর্দ্ধিত হার দেওয়ার মত শক্তি আছে যাদের তারা বাড়ী-ঘর, জমিজমা ক্রয় করেন। আর যাদের দেওয়ার শক্তি নেই তারা সাধারণতঃ বিক্রী করে থাকেন। এখন যে হারটা আছে সেটা হল :—৫০ টাকা পর্য্যন্ত দলিল করতে হার আছে ১·১০ টাকা, সেটাকে করা হয়েছে ২ টাকা। ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ২·২৫ টাকা তাকে করা হয়েছে ৪ টাকা। ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ৪·৫০ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ৮ টাকা। ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ৬·৭৫ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ১২ টাকা। ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ৯ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ১৬ টাকা। ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ১১·২৫ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ২০ টাকা। ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ১৩.৫০ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ২৪ টাকা। ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ১৫·৭৫ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ২৮ টাকা। ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ১৮ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ৩২ টাকা। ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে ২২·৫০ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ৪০ টাকা। আর প্রতি ৫০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত বা তার অংশ বিশেষের জন্য আছে ১১·২৫ টাকা সেটাকে করা হয়েছে ২০ টাকা। এই হার বৃদ্ধির ফলে আমাদের ১৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হবে এবং হিসাবের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা না থাকার দরুণ আমাদের এই হারটাকে নির্দ্ধারিত করা ও আদায় করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। সম্পত্তি যারা ক্রয় করেন মূলতঃ তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। কাজেই আমরা মনে করি ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য কয়েকদিন আগে আমরা যখন বাজেট বরাদ্দ পাশ করেছি তখন কোন কোন পত্রিকাতে বেরিয়েছে যে বর্তমানে সরকার আয় করার কথা ভাবেন নি। কিন্তু আমরা আয়ের জন্য কোথায় হাত দিতে পারি। যারা সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং যারা সমৃদ্ধশাল ব্যক্তি তাদের কাছে আমরা সামান্য কিছু ঋণ-টিন আশা করতে পারি। কিন্তু এটাও যৎসামান্য মাত্র ১৫ লক্ষ টাকার মতন আয় হবে অথচ আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে বার বার চাপ দিচ্ছেন যে যদি আমাদের অনুদান বেশী পেতে হয় তবে

আমাদের আয় বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা দরকার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মনে করি বিলটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট), বিল, ১৯৭৯, (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

(ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হল)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি :—

বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারা এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

বিলের শিরোনামাটি ও প্রিএ্যাম্বলটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি ও প্রিএ্যাম্বলটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—"দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯)" পাশ করা। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি পাশ করার জন্য হাউসে প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত (রাজস্ব মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৭৯)" পাশ করা হউক।

(বিলটি ধ্বনি ভোটের ম ধ্যমে সভা কতৃক পাশ হল)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—"দি ত্রিপুরা এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স (এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯)" এর বিবেচনা। হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এমুইজমেণ্ট ট্যাক্স (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাবিত বিলটির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউসের সামনে এই যে বিলটি এনেছি, তারমধ্যে আমার প্রথম বক্তব্য হল—বর্তমানে এমুইজমেণ্ট টিকেটের উপর যে ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে, সেটা টিকেটের দামের হারের উপর করা হয়েছে। এটার মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদি টিকেটের দাম ১ টাকা থেকে ২ টাকা পর্য্যন্ত হয় তবে এক হারে এবং ২ টাকা থেকে ৩ টাকা পর্য্যন্ত আরেক রকম ভাবে ট্যাক্সটা ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা দেখছি এক পয়সা বা দুই পয়সা পর্যন্ত টিকেটের দাম বাড়লেও যারা টিকেট কিনেন, তাদের উপর তেমন একটা চাপ পড়বে না। অথচ সরকারের এ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আয় হয়ে যেতে পারে। বর্ত্তমানে আমি যে বিলটি এই সভায় এনেছি, তা যদি সভা কর্ত্তৃক পাশ হয়, তবে সরকারের ১৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হতে পারে। এই বিলে ট্যাক্সটা এইভাবে ধার্য হয়েছে—

২০ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত ট্যাক্স ২৫ পয়সা।
৫১ পয়সা থেকে ১২০ পয়সা পর্যন্ত ট্যাক্স ৫০ পয়সা।
১২১ পয়সা থেকে ২২৫ পয়সা পর্যন্ত ট্যাক্স ৫৫ পয়সা
এবং ২২৫ পয়সা থেকে ট্যাক্সটা শতকরা ১০ ভাগ।

এই ব্যবস্থার ফলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর উপর তেমন একটা চাপ পড়বে না। প্রথম শ্রেণীর টিকেটের উপর এই ট্যাক্স এর চাপটা পড়বে একটু বেশী। ফলে প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেটে যারা এমুইজমেন্ট করতে চান, তারা সাধারণত: একটু পয়সাওয়ালা হয়ে থাকেন। সুতরাং যারা এমুইজমেন্ট করতে চান, যাদের পয়সা আছে, তারা বেশী পয়সা দিয়েও প্রথম শ্রেণীর টিকেট কিনেন এবং কম্ফার্টেবলি এমুইজমেন্ট করেন। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর টিকেটের উপর এই ট্যাক্স ধার্য হলেও কোন কিছু এদের যায় আসে না। কারণ তারা এমুইজমেন্ট করবেই—কারণ তাদের পয়সা আছে। আবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে যারা দেখেন, যারা সাধারণ গরীব জনসাধারণ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে বেশী ট্যাক্স না পড়ায় তাদের উপর বেশী একটা চাপ পড়বে না। বর্ত্তমানে যে ট্যাক্স থেকে সরকারের আয় হচ্ছে, তারা সঙ্গে আরো চার লক্ষ টাকা যুক্ত হবে। এই চার লক্ষ টাকার মধ্যে সিংহ ভাগই পড়বে সেই সব পয়সাওয়ালাদের উপর, যারা প্রথম শ্রেণীর টিকেট কিনেন এবং কম্‌ফোরটেবলি এমুইজমেন্ট করে থাকেন। বাকীটা পড়বে অন্যান্য শ্রেণীর উপর। ফলে গরীব জনসাধারণ যারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনে এমুইজমেন্ট করেন, তাদের উপর তেমন একটা চাপ পড়বে না। তাই আমি আশা করি আমি যে বিলটি এখানে উপস্থিত করেছি হাউস তা পাশ করবেন। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করেছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"দি ত্রিপুরা এ্যামুইজমেন্ট ট্যাক্স (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক ধ্বনি ভোটে বিবেচিত হল)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারাগুলো ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

ধ্বনি ভোটে ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—বিলের শিরোনামাটি ও প্রিএ্যাম্বলটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামাটি ও প্রিএ্যাম্বলটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—"দি ত্রিপুরা এ্যামুইজমেন্ট ট্যাক্স (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯)" পাশ করা। আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি পাশ করার জন্য হাউসে প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এ্যামুইজমেণ্ট ট্যাক্স (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯)" পাশ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রস্তাবটি। প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"দি ত্রিপুরা এ্যামুইজমেণ্ট ট্যাক্স (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৭৯)" পাশ করা হউক।

বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে পাশ হলো।

ঘোষণা

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি এখন একটি ঘোষণা দিচ্ছি—১৯৭৯-৮১ সালের জন্য পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি, পাবলিক এষ্টিমেট কমিটি, পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটি এবং কমিটি অন দ্যা ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাস্ট গঠন করার ব্যাপারে গত ১লা জুন, ১৯৭৯ তারিখে বুলেটিন পার্ট থ্রি প্রচারের মাধ্যমে মনোনয়ন পত্র চাওয়া হয়েছিল। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৯টি করে যথাসময়ে মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়াছে। এসব মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করা হয়েছে ৬ই জুন তারিখে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলো মনোনয়ন পত্রই বৈধ। ৭।৬।৭৯ ইং বেলা ১২টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিধানসভা সচিব মহোদয় আমাকে জানিয়েছেন কেহই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য ৯ জন। মনোনয়ন পত্র পাওয়া গেছে ৯টি করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী সদস্যদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্ব্বাচিত সদস্যদের নাম হলো :—

পাবলিক একাউন্টস কমিটি

১। শ্রীঅখিল দেবনাথ।
২। শ্রীবিমল সিন্‌হা।
৩। শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।
৪। শ্রীসুবল রুদ্র।
৫। শ্রীখগেন দাস। (চেয়ারম্যান)
৬। শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।
৭। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।
৮। শ্রীরামকুমার নাথ।
৯। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীখগেন দাস মহাশয়কে পাবলিক অ্যাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

এস্টিমেট কমিটি

১। শ্রীসমর চৌধুরী,
২। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস,
৩। শ্রীকেশব মজুমদার,
৪। শ্রীশ্যামল সাহা,
৫। শ্রীগোপাল দাস,
৬। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,
৭। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী,
৮। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা,
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে এস্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি

১। শ্রীঅজয় বিশ্বাস,
২। শ্রীযাদব মজুমদার,
৩। শ্রীনকুল দাস
৪। শ্রীবাদল চৌধুরী,
৫। শ্রীরসিরাম দেববর্মা,
৬। শ্রীকেশব মজুমদার
৭। শ্রীমতিলাল সরকার,
৮। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী,
৯। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালনা বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীঅজয় বিশ্বাস মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডার টেকিং কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

সিডিউল্ড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ কমিটি

১) শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা
২) শ্রীঅভিরাম দেববর্মা
৩) শ্রীমতিলাল সরকার
৪) শ্রীমন্দিদা রিয়াং
৫) শ্রীনকুল দাস
৬) শ্রীমতহরি চৌধুরী
৭) শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস
৮) শ্রীহরিনাথ দেববর্মা
৯) শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীবিদ্যা-চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব এস. সি, অ্যাণ্ড এস, টি,র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

নোমিনেটেড (মনোনীত) কমিটি সমূহের সদস্যগণের নাম যথাশীঘ্র বুলেটিন মারফত আপনাদের জ্ঞাত করা হবে।

প্রাইভেট মেম্বার্স রিজ্যলিউশান

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো: "প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনাদের রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার রিজলিউশনটা হলো—"The Tripura Legislative Assembly notes with great anxiety that, though the State Govt. had prepared a project report for setting up of a paper mill in Tripura, long ago, and, at a great cost, the Central Govt. has not yet included establishment of a paper mill either in the State plans or in the Central plans.

Having taken into consideration the acute problems of growing unemployment in the State, the Tripura Legislative Assembly, earnestly requests the Central Government to include setting up of a paper mill in Tripura in the Present Central plan."

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা ত্রিপুরায় যে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা দেখছি সেই বেকার সমস্যাকে সামনে রেখে আমি দেখি ১৯৭১ সনের সেনসাসের ওয়ার্কিং পপুলেশানের মধ্যে ৩,৩৩,৬২৫ জন হচ্ছে আন-এমপ্লয়েড। এডুকেটেড আন-এমপ্লয়েড সম্পর্কে লিভ রেজিস্টারে আমরা দেখি

১৯৭১ সনে ১৯,২৯,৭৯২ জন ছিল। এখন সেটা ৬৭,০০০ এ এসে পৌঁছেছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ১০,০০০ এর বেশী চাকরী দিয়েছেন। কিন্তু তবুও প্রচুর পরিমাণে বেকার রয়ে গেছে। সরকারী চাকরীতে এইসব বেকারদের চাকরীর সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমাদের ত্রিপুরাতে মিডিয়াম স্কেল অথবা লার্জ ইন্ডাষ্ট্রি কিছুই নেই। এই রাজ্যে কোন মিনারেলস্ নেই। এমন কোন সোর্স নেই যাকে অবলম্বন করে লার্জ অথবা মিডিয়াম কোন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে। এখানে কেবলমাত্র কিছু ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি আছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে আমরা দেখেছি ১৩ হাজারের মত গ্রামীণ মানুষ স্মল স্কেল ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিতে কাজ পেতেন। আর বাকী সমস্ত বেকার। এই ইণ্ডাষ্ট্রি গুলিরও অবস্থা খুবই খারাপ। সুতার দাম বেড়ে গেছে। বাজার পাচ্ছে না। বাইরে নিয়ে বিক্রি করার কোন উপায় নেই। হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রির কাপড় তৈরীর জন্য কয়েক হাজার তাঁত ছিল। সেগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এই হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিকে চালু করার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিকে চালু করেছেন। গ্রামে যে লক্ষাধিক উপজাতি পরিবারে তাঁত ছিল সেই তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপক বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ম্যানুফেকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রি করবার যে উদ্যোগ বামফ্রণ্ট সরকার নিয়ে-ছিলেন তারও একটা সীমা আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে কোন মিনারেলস্ নেই বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে ম্যানুফেকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রি কি করে ডেভেলাপ করতে পারে। তাও পারে নি। একটা জুট মিল তৈরী করার প্রচেষ্টা কিছুদিন চলছিল এবং হয়ত আগামী বছরে এটা চালু হবে। কিন্তু সেই জুট মিলে কত লোককে চাকরী দেওয়া যাবে? গ্রামীণ বেকার বাড়ছে, শহরেও বেকার বাড়ছে। সংগে সংগে গ্রামের বেকার শহরে এসে ভীড় করছে।

এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে গেলে শুধু মাত্র জুট মিল দিয়ে কিছু করা যাবে না। জুট মিলের দ্বারা যে সামান্যতম সুযোগ সুবিধা আসবে, তা দিয়ে সব বেকারের সমস্যা সমাধান করা যাবে না। আমাদের পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় ১৯৬৯-৭০ সালে আমাদের ত্রিপুরাতে জনসংখ্যার শতকরা ৫৩.২৫ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করত, এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৩.৫ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন আরও বেড়ে যাবে। কাজেই এই সমস্যার সমাধানের চিন্তা আমাদের এখন থেকে করতে হবে, আর তা নাহলে আমাদের একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। আমরা অনেক দিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই পেপার মিল করার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম শুধু তাই নয়, বেশ কিছুদিন যাবত আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই নিয়ে তদ্বির তদারকও করেছিলাম। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইণ্ডাসট্রিয়েল লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তও সাবমিট করেছিলাম এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রজেক্ট চালু করার জন্য যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর পেপার মিল স্থাপনের জন্য একটা লেটার অব ইনডেন্ট দিয়েছিল, এবং আমরা সেই লেটার অব ইণ্ডেণ্টএর মেয়াদ কয়েকবার বাড়িয়ে ছিলাম। তা সত্ত্বেও এই পেপার মিল স্থাপন করার ব্যাপারে ফাইন্যাল কোন রকম সিদ্ধান্ত আসা সম্ভব হয় নি, অথচ ত্রিপুরাতে অবিলম্বে একটা কাগজের

কল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই কারণে কন্সালটেন্সী ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, সেটা হচ্ছে মিসাস' ডেভেলাপমেন্ট কন্সালটেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। আমরা তাদের কাছে একটা ফিজিক্যাল রিপোর্ট চেয়েছিলাম যে ত্রিপুরাতে কাগজ কল করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। সেই রিপোর্টে ছিল যে এখানে ৩০০ টন পাল্প তৈরী করার মত একটা মিল এষ্টাব্লিষ করা সম্ভব এবং তার ভায়েবিলিটি কি হবে না হবে, তারও একটা রিপোর্ট তারা সরকারের কাছে পেশ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াও তাদের বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে আর একটা রিপোর্ট তৈরী করেছিল, সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে. ত্রিপুরাতে ২৫০ টনের একটা পাল্প পেপার মিল এষ্টাব্লিষ করা সম্ভব। তারপরেও কেন্দ্রীয় সরকার কোন রকম সিদ্ধান্ত নিলেন না। তাতে আরও দেখা গিয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কম পক্ষে ৫ লক্ষেরও বেশী বাঁশ এক্সট্রাক্ট করা যায় নেচারেল ফরেষ্ট থেকে। কিন্তু সেই প্রজেক্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার বাঁশে একটা পাল্প পেপার মিল তৈরী হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরায় যে পরিমাণ নেচারেল বাঁশ এক্সট্রাক্ট করা যায়, তা দিয়ে অন্ততঃ দুটো মিল হতে পারে, কারণ এখানে ৫ লক্ষের বেশী ফরেষ্ট থেকে এক্সট্রাক্ট করা সম্ভব। তাছাড়া ইতিমধ্যে আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আরও ৩৪,৩২১ হেক্টার অতিরিক্ত জমিতে বাঁশ উৎপাদনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। স্যার, কাজেই কাগজ কলের জন্য যে পরিমাণ কাঁচা মালের দরকার, সেটা আমাদের ত্রিপুরাতে প্রচুর পরিমাণে আছে, তাছাড়া প্লাইউড প্লেন্টেশানও প্রচুর পরিমাণে চলছে যা দিয়ে পাল্প তৈরী করার সম্ভাবনা আছে। তা সত্ত্বেও ত্রিপুরাতে পেপার মিল হবে কিনা, তার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। প্রথম প্রজেক্ট রিপোর্ট যেটা তৈরী হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে আনুমানিক ২০০ কোটি টাকার নীচে একটা কাগজ কল তৈরী করা সম্ভব হবে না এবং এক সময়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বলেছিলেন যে ষ্টেট প্লেনের মধ্যে সেটা করা সম্ভব কিনা, তা খতিয়ে দেখতে যাতে রাজ্য সরকার তার নিজের দায়িত্বের মধ্যে সেটা করতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ষ্টেট প্লেনের মধ্যে এটা করা সম্ভব নয়, কারণ প্ল্যানিং কমিশন আমাদের যে টাকা দেয়, তা অত্যন্ত কম। আগামী ৫ বছরের স্টেট প্ল্যানের জন্য আমাদের মাত্র দেওয়া হয়েছে ১৬৮ কোটি টাকা। অথচ প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে ২০০ কোটি টাকার নীচে এটা করা সম্ভব নয়। কাজেই ত্রিপুরাতে কাগজের কল করতে হলে সেন্ট্রাল সেক্টর প্ল্যানিং করতে হবে, অন্যথায় এটা কোন রকম বাস্তবরূপ গ্রহণ করতে পারবে না। কিছুদিন আগেও আমরা প্ল্যানিং কমিশনের যিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান, তাঁর মন্তব্য লক্ষ্য করেছি, তিনি বলেছেন এই সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশন অলসো এ্যাক্সপ্রেসড ইটস ওরিনেস। অর্থাৎ সেন্ট্রালের আর্থিক সাহায্য ভিন্ন ত্রিপুরাতে কাগজের কল করা সম্ভব নয়, কাজেই সেন্ট্রাল সেক্টারে হতে পারে কিনা, সেটাই আমাদের দেখা দরকার। স্যার, এই কাগজের দুর্ভিক্ষ সর্ব্বভারতীয়, ত্রিপুরাতে তার দুর্ভিক্ষ রয়েছে, অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কল স্থাপনের জন্য অনেক দিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী করা হয়ে আসছে, অথচ আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে আসামের কাছাড় এবং নো-গাঁওতে দুইটি কাগজ কল স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছেন। এর আগেও সেখানে আর একটা পেপার মিল

চালু হয়েছিল। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ বেকার সমস্যা এবং এই সমস্যাটা দিনের পর দিন যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তার মোকাবিলা করতে হলে এখানে যাতে একটা কাগজ কল স্থাপিত হতে পারে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আর এটাই হচ্ছে আমার প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য, তাই আমি এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী ব্রজগোপাল রায় :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ত্রিপুরাতে একটা কাগজের কল স্থাপনের ব্যাপারে যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি, এই কারণে, যে ত্রিপুরাতে কাগজ কল স্থাপনের একটা অনুকূল পরিবেশ আছে, যেহেতু কাগজ কলের প্রয়োজনে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা মাল আছে। কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে একটা ৩০০ টনের কাগজ কল তৈরী করতে হলে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার বাঁশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এর চাইতে অনেক বেশী বাঁশ উৎপন্ন হয়। এমন কি ত্রিপুরার বাইরে যে সমস্ত কাগজ কল আছে, সেগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল হিসাবে আমরা ত্রিপুরা থেকে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ সাপ্লাই করে থাকি। কাজেই আমরা নিজেরা যখন প্রচুর পরিমাণ বাঁশ উৎপন্ন করি সেগুলি যাতে আমাদের নিজস্ব কাগজ কলের কাঁচা মাল হিসাবে কাজে লাগাতে পারি, তার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাছাড়া আমাদের এখানে যে রাবার গাছ গুলি আছে, সেগুলি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত রাবার উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে, পরে সেগুলিকে আমাদের নষ্ট করতে হয়। কিন্তু সেই রাবার গাছগুলি কাগজের মণ্ড তৈরী করতে একটা সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া আমরা আরও দেখছি যে ত্রিপুরা যে সমস্ত কৃষক বাঁশ উৎপন্ন করে, তারা সেই সমস্ত বাঁশের উপযুক্ত মূল্য পায় না। কিন্তু এখানে যদি কাগজ কল হত, তাহলে সেই সমস্ত কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত বাঁশের উপযুক্ত মূল্য পেত। অন্য দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত ৬৮ হাজারের মত বেকার আছে, এবং এই বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই আমাদের শিল্পের দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং শিল্পান্নয়নের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের যে রকম সম্ভাবনা আছে, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তাই এখানে কাগজ কল হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা যদি বাস্তবে রূপায়িত হত, তাহলে আমাদের হাজার হাজার বেকার ভাই বোনদের বেকারত্ব দূর করার পক্ষে তা সহায়ক হতো। এতদিনে আমরা অনেক বেকারের চাকরীর ব্যবস্থা করতে পারতাম। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি যে কাগজ ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে হয় না, তার জন্য বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। আমাদের এখানে কাগজ কল স্থাপনের সুবিধা রয়েছে অথচ আমাদের বাইরে থেকে কাগজ আমদানী করতে হয়—সেই দিক থেকে আমি বলব যে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ত্রিপুরার কৃষকেরা বাঁশ ইত্যাদি কাঁচা মাল যাতে জোগান দিতে পারে সেজন্য এ'বছরই যাতে সেণ্ট্রাল প্ল্যানের মধ্যে ত্রিপুরায় কাগজের কল স্থাপনের বিষয়টি যাতে মীমাংসা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি এবং

এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মি: স্পীকার :—শ্রীবাদল চৌধুরী ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে কাগজ কলের ব্যাপারে যে প্রস্তাব এসেছে আমি সেটাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি । কাগজের কল এটা শুধু আজকের নয় বিগত দিনে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারাও এটা করতে পারেন কি । যদিও এই বিধান সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে/ সেই ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয় নাই। যদিও এই সভায় পেশ করা বর্মন কমিশনের রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে কাগজের কলের জন্য বিগত দিনের কংগ্রেস সরকারের অনেক কথা সেই রিপোর্টে আছে । ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেই সব ঘটনার কথা জানে না তবু ত্রিপুরায় কাগজের কলের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অনগ্রসর রাজ্যের স্বার্থে এই কাগজের কল এত বেশী প্রয়োজন যে সেটা অস্বীকার করা যায় না । আমরা দেখেছি যে বিগত বিধান সভার নির্বাচনের সময় কেন্দ্রের জনতা সরকারের শিল্প মন্ত্রী জর্জ ফার্ণানডেজ এখানকার বিরাট সংখ্যক বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি এখানে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে তুলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সব প্রতিশ্রুতির মধ্যে কাগজের কল, ঘড়ির কারখানা এই সব প্রতিশ্রুতি তখন ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে এই সমস্যাটির কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং ত্রিপুরার স্বার্থে কাগজের কল অত্যন্ত অপরিহার্য্য—এখানকার মানুষের সমস্তরতার জন্য তিনি সেটা তুলে ধরেছেন। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যা বলেছেন সেটা পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অস্বীকার করতে পারেন নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পূর্বাঞ্চল একটা পিছিয়ে পড়া অঞ্চল এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু আমরা দেখছি যে আসামে কাগজের কল হয়েছে নাগাল্যাণ্ডে কাগজের কল হচ্ছে এবং মণিপুরে কাগজের কল হওয়ার প্রস্তাব আছে। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরার লোক সংখ্যা এবং বেকারের সংখ্যার কথা চিন্তা করে এই রাজ্যে একটা কাগজের কল স্থাপন করা অত্যন্ত দরকার, নইলে এই রাজ্যের বেকারের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের গ্রামে গঞ্জে বহু বেকার অর্ধ শিক্ষিত বেকার ছড়িয়ে আছে। আজকে যদি ত্রিপুরায় কাগজের কল হয় তাহলে ত্রিপুরার গ্রামের পাহাড়ের হাজার হাজার বেকার যুবক যাদের বছরে ২।৩ মাসের বেশী কাজ থাকে না তাদের কর্মসংস্থান হবে। কাজেই এই অনগ্রসর ত্রিপুরাকে উন্নত করতে গেলে এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে। এবং আমি আশা করি বিগত দিনে জনতা সরকারের শিল্প মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই অনগ্রসর ত্রিপুরার কথা চিন্তা করে তারা এই আর্থিক বছরেই কাগজের কলের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। আমরা এও জানি যে কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের এক সমীক্ষক দল এসে পর্যবেক্ষন করে বলেছিলেন যে এখানে যে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল আছে তাতে একটা কাগজের কল হতে পারে। আমরা শুনেছি যে ত্রিপুরা থেকে বাঁশ, শন ইত্যাদি কাঁচামাল আসামে

কাগজের কলের জন্য চলে যাচ্ছে। এবং কাঁচা মালের জন্য ত্রিপুরাকে আসামের সংগে যুক্ত করে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা চলছে। যদি সেটা হয় তাহলে সেটা হবে ত্রিপুরার পক্ষে একটা দুর্ভাগ্য। সেজন্য আমি বলব যে এই অনগ্রসর রাজ্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের জনতা সরকার এই আর্থিক বছরেই ত্রিপুরার জন্য কাগজের কলের পরিকল্পনা নেবেন। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয়, সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত সংকুল সীমান্ত রাজ্য এখানে নানা সমস্যা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যোগাযোগের সমস্যা, পরিবহন এর সমস্যা, সেই সব সমস্যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় ও নানা ধরনের জিনিষের মধ্যে, কাগজও আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয় এবং তা সব সময় পাওয়াও যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এটা আছে যে, শিক্ষার জগতে কাগজের চাহিদা অনেক বেশী। সেই শিক্ষা জগতের বইপত্র পর্য্যন্ত কাগজের অভাবে ছাপা হচ্ছে না। পশ্চিম বংগে এটা আমরা দেখছি যদিও সেখানে কাগজের কল আছে। কিন্তু উৎপাদন যে পরিমাণে হচ্ছে, সেই পরিমাণে, আমাদের চাহিদা যতটুকু আছে, সেই চাহিদা মেটানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সংগে সংগে এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে, যখনই কাগজের অভাব এই ত্রিপুরায় ঘটে, তখন ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদেরকে বেশী দামে বইপত্র কিনতে হয়। আমাদের ত্রিপুরাতে কাগজকল হলে আমাদের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে তা নয়। তবে কাগজ কল হলে আমরা কাগজের চাহিদা কিছু পরিমাণে মেটাতে পারব। আমাদের এখানে কাগজ উৎপাদনের জন্য যে সহায়ক বস্তুগুলি আছে, যেমন বাঁশ, কাঠ সেগুলি ত্রিপুরার বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে। ধর্মনগর শুধু নয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেগুলি অন্যত্র চলে যাচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরায় কাগজ কল তৈরী করে, কাগজ কলের মধ্যে এগুলি যদি আমরা ব্যবহার করতে পারতাম, তাহলে ত্রিপুরায় সস্তায় কাগজ পাওয়ার যে সুযোগ, সেটা ত্রিপুরাবাসী পেতেন। অন্যদিকে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে যে, একটা রাজ্যকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হলে, তার শিল্পায়ন প্রয়োজন। ত্রিপুরার যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে, সেই সমস্যাগুলির মধ্যে শিল্পায়ন একটা মস্ত বড় সমস্যা। আমরা দেখছি পরিবহনের জন্য আমাদের এখানে রেল নেই, যার জন্য মাঝারী এবং ভারী শিল্প স্থাপন ত্রিপুরার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পের ব্যাপারে, ত্রিপুরা সরকার, বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার, কিছু কিছু কাজ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে আমরা দেখছি পরিবহনের ক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছে। কাগজ কল স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার এক দিকে যেমন রেল যোগাযোগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করছেন, কুমারঘাট পর্য্যন্ত যাতে রেল আসে তার ব্যবস্থা করছেন অপরদিকে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল আনার জন্যও চেষ্টা করছেন। রেল কাঁচা মাল যেমন নিয়ে আসবে তেমনি জরুরী, উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, এই রেল যোগাযোগ একটা বিশেষ শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

প্রথম পর্য্যায়ে যে কাগজ কলের দাবীটা উঠেছিল, সেটা আজকের নয়। এটা ত্রিপুরাবাসী দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছিলেন। কেন্দ্রের কাছে বিভিন্ন সময় আমরা এই দাবীটা পেশ করেছি। আমরা দেখেছিলাম যে সুখময় সেনগুপ্তের আমলে এই কাগজ কল নিয়ে নানা কথা এই বিধানসভায় বলা হয়েছিল। সুখময় সেনগুপ্ত পকেট থেকে কাগজ বের করে দেখাতেন যে কাগজ কল এসে গেছে। এই ধরণের অভিজ্ঞতা আমরা করেছিলাম। কিন্তু কাগজকল আসে নি। বরং এই কাগজ কল স্থাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এই টাকার হদিশ যখন পরবর্তীকালে পাওয়া গেল তখন দেখা গেল যে অনেকটাই বাজে খরচ করা হয়েছে: কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এটা চান না। বামফ্রন্ট সরকার চান নির্দিষ্টভাবে কাগজকল তৈরীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব নিয়ে যেন এগিয়ে আসে এবং সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার দাবী ইতিপূর্বে পেশ করেছেন এবং আজকে বিধানসভায় মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সেন্ট্রাল প্লেনে এই কাগজকল তৈরীর ব্যাপারটা কেন্দ্র অনুমোদন করুন এবং সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন যাতে আমার ত্রিপুরায় যত শীঘ্র সম্ভব একটা কাগজ কল তৈরী করা যায়। আমি এই জন্য মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরায় কাগজকল করার জন্য একটা উদ্যোগ চলে ১৯৭১ সাল থেকে। এই জন্য কুমারঘাট এলাকায় ২৭৩ হেক্টর জায়গাও সংরক্ষিত হয়। সেখানে ২।৪টা ঘরও উঠেছে এবং কাগজ কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল, তাতে দৈনিক ২৫০ এম. টি কাগজ উৎপন্ন হবে, এই রকম একটা পরিকল্পনা ছিল। সেইজন্য ১৬১৯ হাজার টাকা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য কনসালটেন্ট ফিস চলে গেছে, কিন্তু আজ পয্যন্ত কাগজকল হল না। এই ত্রিপুরায় যে কাঁচামাল আছে, যে বাঁশ এবং কাঠ আছে, তাতে দুটো কাগজকল হতে পারে। আমরা গভীর ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করছি ভারতবর্ষে শিল্পের জন্য যে পরিকল্পনা আছে, সেগুলির ক্ষেত্রে দেখি যে, অদ্ভুত একটা গড়মিল। যেখানে কাঁচামাল আছে এবং সেই কাঁচামালকে ব্যবহার করার জন্য যেভাবে শিল্প গড়ে উঠা দরকার, তার একটা সুষ্ঠু বন্টন বা উদ্যোগ নেই। বরং যেখানে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কেপিটালিস্ট, পুঁজিবাদীরা মালিকানা নিয়ে বসে আছেন, তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা, বন্দরের সুবিধা, মুনাফার সুবিধা দেওয়ার জন্য, সেখানে কলকারখানা কাগজকল ইত্যাদি গড়ে উঠছে। উত্তর ভারতের বিশেষ সম্পদ হল বনজ সম্পদ। এর মধ্যে ত্রিপুরায় খনিজ সম্পদ এখন পর্য্যন্ত যতটুকু জানা গেছে খুব একটা বেশী নেই। কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে কি হবে সেটা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যে সম্পদ ত্রিপুরায় আছে, সেটা হল বনজ সম্পদ। সরকারের যদি একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকে যে, প্রত্যেকটা এলাকাতে তার নিজস্ব অর্থনীতির উপর দাঁড় করানোর সুযোগ দেওয়া হবে, তাহলে সেই এলাকার যে সম্পদ সেটাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার দিকে সরকারের দৃষ্টি

দেওয়া উচিত। বিগত ১০ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি, এই জন্য বার বার আমরা বিধান সভায় এবং বিধানসভার বাইরে সংগ্রাম করেছি, চীৎকার করেছি যে ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলার জন্য কেন্দ্রের দায়িত্ব আছে। ত্রিপুরার যে রাজস্ব, তার আয় খুব কম। এই রাজ্যকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলার মত তার সম্পদ নেই। তাই কেন্দ্রকে এই দুর্বল রাজ্যটিকে গড়ে তুলার দায়িত্ব নিতে হবে। সেইজন্য প্রথমে দরকার রেল লাইন। ১৯৫০—১৯৫২ থেকে আমার পার্টির সবচেয়ে বড দাবী ছিল ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারিত করা। আজকেও সেই দাবী সমানভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। আমরা ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল চাই। গত ত্রিশ বছরে ওরা মাত্র কয়েক মাইল অর্থাৎ ধর্মনগর পর্যন্ত রেল এনেছে। তারপর এরা কোন সংগ্রাম করেনি। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠীত হওয়ার পর, কুমারঘাট পর্যন্ত রেলকে সম্প্রসারিত করার জন্য কেন্দ্রকে বাধ্য করেছে অর্থ বরাদ্দ করতে।

আমরা আশা করি সেইজন্য ত্রিপুরার জনগণের যে দাবী, সে দাবী আরো সোচ্চার হবে এবং বামফ্রন্ট ত্রিপুরার এই দাবী সক্রিয় ভাবে গ্রহণ করবেন। আজকে আগরতলা থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত যে রেললাইন হবে, সেটা আমাদেরই চেষ্টায় সাব্রুম পর্যন্ত হবে। অর্থাৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পরিবেশ গডে উঠা দরকার। শিল্পের জন্য আমাদের কাঁচামাল যন্ত্রপাতি, সব কিছু কলকাতা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আবার উৎপাদিত জিনিষের বাজারও হল কলকাতা। কিন্তু আমাদের যে সাবসিডি দেওয়া হয়, তা হচ্ছে, শিলিগুড়ি থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজ্য পর্য্যন্ত। কিন্তু আমাদের বাজার হল, কলকাতা। আমাদের যে রেলওয়ে স্টেশন পাই, তা যথেষ্ট নয়। কলকাতা আমাদের প্রধান বাজার বলে সেখানে আমাদের মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য, মাল পত্র সংগ্রহ করার জন্য আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যেটা আমাদের পক্ষে সহজ এখন পর্য্যন্ত, তাহল-মোটর-ট্রাক। কারণ রেলওয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা তা'হল, ধর্মনগর, এছাড়া আবার আছে ব্রডগেজ থেকে মিটারগেজে পরিবর্ত্তন। এতে আমাদের প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়ে যায়। এই জন্য আমরা ট্রাক ব্যবহার করি। এই কথা আমি বলছি এইজন্য, শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য প্রধানতঃ যে যানবাহন, যে যোগাযোগ ব্যবস্থার দরকার ছিল, তা বিগত ৩০ বৎসরে কেউ গডে তোলে নাই। এখন আমরা একটা জায়গায় এসেছি যে, কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলওয়ে হবে। আজকে এখানে কাগজ কল গড়ে তোলার জন্য একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আমরা ১৯৭১-৭২ সন থেকে কাগজ কলের কথা বার বার শুনে এসেছি। যখন কোয়ালিশন সরকার ছিল, তখন একটা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন যে, ইরাণের সঙ্গে সহযোগিতায় কাগজ কল ত্রিপুরায় হবে। কিন্তু ভারত সরকার, এমন একটা দেশের সঙ্গে, আমাদের জুড়ে দিলেন, যেটা নিজেই ডুবে গেছে। ইরাণের শাহ নিজ বাস ভবন থেকে বিতারিত, সেখানকার শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। কাগজ কলের জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে ফার্নানডেজের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং এ কথা বলেছি, তাঁদের যে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা তা সুষ্ঠু নয়। উত্তর পূর্ব্ব ভারতে বনজ সম্পদ ব্যবহার করা সম্পর্কে তাঁরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেটা হল যোগাযোগ আছে কি নেই সে দিকে দৃষ্টি না রেখেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য কলকাতা এবং তার আশে পাশে কাগজ কল গড়ে তুলা হয়েছে।

কিন্তু যেখানে কলকারখানা, সেখানে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফার্ণানডেজের সঙ্গে দিল্লীতে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বার বার তাঁর সঙ্গে এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন। ফার্ণানডেজের সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন, আমি কাগজ কল সেখানে দেব। কিন্তু এইটা সংবাদ যে, ইতিমধ্যে আসামে একটি কাগজ কল চালু করেছেন, ঐ আসামের নোয়াগাঁও ও শিলচরে এবং নাগাল্যাণ্ডে কাগজের কল হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলছেন না। তবে তাঁরা এটা স্বীকার করেছেন যে, /কাগজ কল করতে গেলে রাজ্যের যে বাজেট বরাদ্দ, তার সঙ্গে যদি এটাকে বেধে দেওয়া যায় তাহলে রাজ্যের অসুবিধা হবে। সেইজন্য তাঁরা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আমাদের রাজ্যের যে বরাদ্দ, যে পরিকল্পনা, তার সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছেন এবং সেইজন্য মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী বলেছেন, কম করেও ২০০ কোটি টাকা লাগবে, সেটা কেন্দ্রকে দিতে হবে। আমাদের এখানে ৭০ হাজার বেকার। এখনও এখানে কোন কল কারখানা গড়ে উঠেনি। মাঝারী ধরনের কোন শিল্প যদি গড়ে উঠতে পারে যেমন জুট মিল, সেখানে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ হলে ২,০০০ বেকারের চাকুরী হতে পারে। কিন্তু যদি কাগজ কলটা পূর্ণাঙ্গ ভাবে গড়ে উঠে, তাহলে তাতে প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষ ভাবে ২০,০০০ শ্রমিকের কাজ হতে পারে। তাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গভীরতর অর্থ-নৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে, এই রাজ্যের ১৮ লক্ষ মানুষের দাবী যে, এই রাজ্যে অবিলম্বে কাগজ কল দিতে হবে। এই রাজ্যের বনজ-সম্পদ ব্যবহার করার জন্য কাগজ কল আমরা চাই এবং এই রাজ্যের ১৮,০০,০০০ মানুষের যে দাবী রেলওয়ে, সেটা আমরা চাই। রাজ্যের বেশীর ভাগ লোকের চাকুরী হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরে বা সরকারী দপ্তরে। কোন রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান সওদাগরী দপ্তর বা সরকারী অফিস দিয়ে সম্ভব হয় না। সেটা করতে হলে শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে। আর আমার রাজ্য পশ্চাৎপদ রাজ্য। উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে এই রাজ্যে বিগত ৩০ বৎসর শিল্প গড়ে তোলার জন্য কোন চেষ্টা হয়নি। কিছু ঋণ দেওয়া হয়েছে। ৫০,০০,০০০, টাকার ঋণ, সেই ঋণ পেয়েছে কংগ্রেসী আমলে যারা মাতব্বরী, মোড়লী করেছে তারা। কিন্তু এই টাকা নিয়ে শিল্প গড়ে তোলা হয়নি। এই টাকা লুট পাট করা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে এই রাজ্যের উন্নতি কিংবা শিল্প গড়ে তোলা হয় নি। ইটের ভাট্টার টাকা নিয়েছে এক একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, এম, এল, এ, দের লোকরা। কিন্তু এই অর্থের সদ্ ব্যবহার করা হয় নি। কাজেই বিগত দিনের সরকারী শিল্প নীতির সঙ্গে দেখেছি, কিছু মতলববাজ, টাউট্, মোড়ল, বাটপার যুক্ত হয়েছিল এবং তাদের দ্বারা কোন শিল্প নীতি হয় নি। সুষ্ঠু শিল্প নীতি গড়ে তোলার জন্য কোন পরিকল্পনা তাঁরা শিল্প দপ্তরকে দেননি। শিল্প নীতির নামে, কিছু স্বজন পোষণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চাৎপদ মানুষের স্বার্থে, বিশেষত: পার্বত্য এলাকায় যে বাঁশ হয়, সেই বাঁশকে অনেক সময় পুড়িয়ে দিতে হয়, জুমের জন্য। জুমের জন্য পুড়িয়ে দিতে হয় বলে, অনেক বনজ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাঁশকে শিল্পে ব্যবহার করলে দেখা যাবে, বিরাট সংখ্যক ট্রাইবেলকে কাজ দেওয়া যাবে। এই দিক থেকে বিগত দিনের সরকার কোন চিন্তা করেন

নি। আজকে আমাদের এইগুলি চিন্তা করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি, কেন্দ্রীয় সরকার যে টুকু উদ্যোগ, যে টুকু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল, আমার মনে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সেটুকু অনুভব করতে পারছেন না। কাজেই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন. আমি মনে করি, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হউক যে, আমাদের স্বার্থে, পশ্চাৎপদ যানবাহনের স্বার্থে, পশ্চাৎপদ অর্থনীতির স্বার্থে, শিল্পকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে গড়ে তোলার জন্য, তার নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য, যে রাজ্যে কোন খনিজ সম্পদ নেই, যে রাজ্যে বনজ সম্পদই একমাত্র পুঁজি, সেই বনজ সম্পদের সদ্-ব্যবহারের জন্য এবং এই রাজ্যের হাজার হাজার যুবকের অন্ততঃপক্ষে একটা ছোট অংশের হলেও, কাজ করে দেওয়া যায়, তার একটা সম্পদ এবং অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়, এর জন্য আজ কাগজ কলের দাবী আমাদের সকলের দাবী। কাজেই এই যে প্রস্তাব, এই যে রিজলিউশন, আমি আশা করি সবাই সমর্থন করবে এবং এই দিক থেকে শিল্প মন্ত্রী হিসাবে, শিল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে আমি এটা সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যদ্বয় শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

> 'That the Tripura Legislative Assemb!y n tes with great anxiety that, though the State Govt. had prepared a project report for setting up of a Paper Mill in Tripura, long ago' and at a great included establishment of a Paper Mill either in the State Plans or in the Central Plans.
>
> Having taking into consideration the acute problems of growing unemployment in the State, the Tripura Legislative Assembly, earnestly requests the Central Government to include setting up of a Paper Mill in Tripura in the present Central Plan

(The motion was put to voice vote and passed).

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি হলো—"এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টি হেতু রাজ্যব্যাপী শস্য হানীর ফলে যে দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে, তাহা জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে খরাপিড়ীত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হোক।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে খরা হয়েছে, তা ত্রিপুরার ইতিহাসে বিরল। গত বরো ফসলকালীন সময় থেকে যে খরা ত্রিপুরাতে হয়েছে, তাতে ত্রিপুরার কৃষকরা বরো ফসল পায়নি। এবং সরকারও এ সম্পর্কে নানা বিবৃতি দিয়েছেন এবং যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৫০ পার্সেন্ট বরো ফসল নষ্ট হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আউস ফসলেরও

সেণ্ট পার্সেণ্ট নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই খরার ফলে ত্রিপুরা পাহাড়ে কন্দরে যে ছোট ছোট ছড়া, নদীগুলি রয়েছে, সেগুলির জলও শুকিয়ে গেছে। যার ফলে চাষ যোগ্য জমিতে যে ফসল করা হয়েছে, সেগুলি রক্ষা করতে পারা যায়নি। ফলশ্রুতিতে সমগ্র রাজ্যে এক নিদারুণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে এবং সেটা স্বাভাবিক। অনেক জায়গায় অনাহার জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সরকার বলেছেন যে ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ ব্যাপক ভাবে চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে সাধারণ ভাবে ফুড ফর ওয়ার্কে যে কাজ চলছিল, সেটাই চলেছে। খরা জনিত কারণে অতিরিক্ত কোন কাজ ফুড ফর ওযার্কে চালু করা হয় নি। ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষি শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় এমন সময়ে চাউলের দর ২ টাকা কেজির অনুর্দ্ধ হয় নি। কিন্তু আজকে বাজারে চাউলের দর ৩ টাকা কেজি। তাও আবার পাওয়া যাচ্ছে না। রেশনিং এর মাধ্যমে যে সমস্ত চাউল দেওয়া হচ্ছে, সেটার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। স্যার, যদিও গত শুক্রবার থেকে ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফসল উঠেনি। হয়তো নূতন করে ফসল কিছুটা করা যেতে পারে। কিন্তু ফসল তো উঠেনি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, খরার যে প্রতিক্রিয়া সেটাও এখনও বর্ত্তমান। মানুষ খাদ্য না পেয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে চলেছে। যার ফলে রোগগ্রস্থ হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এমনি করে নিদারুন সংকটে জীবন যাপন করছে। স্যার, এই খরা সমস্যাটা শুধু একটা অঞ্চলের সমস্যা নয়, এটা সমগ্র উত্তর পূর্ব্ব ভারতের সমস্যা। কিন্তু আমরা দেখেছি, মনিপুরের সরকার, মনিপুরকে খরা অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই সাধারণ মানুষের যে নিদারুন সংকট, সেটাকে উপলব্ধি করে, আজকে হাউসে আমি প্রস্তাব এনেছি যে —জরুরী ভিত্তিতে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হোক। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, সেটা হওয়ার পরেও আমরা বলতে পারি যে পৌষ ফসলের যে সম্ভাবনা ছিল, সেটাও নষ্ট হয়েছে। জুমের যে সম্ভাবনা ছিল সেটাও নষ্ট হয়েছে। এই খরা পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাতে যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেড়েছে, সেটা সাধারণ ভাবে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি প্রস্তাব আনছি যে, এই রাজ্যকে প্রথমে খরা অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হোক। তারপর এখানে যে পানীয় জলের সংকট, খাদ্য সংকট ইত্যাদি চলছে, সেটা সামগ্রিকভাবে জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলা করা হোক। একদিকে যেমন খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে জায়গায় জায়গায় লংগর খানা খুলতে হবে, জি. আর. আরও বেশী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ঔষধ পত্র জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করতে হবে। ফ্রী রেশনিং জায়গায় জায়গায় দেওয়া দরকার। এবং যে সমস্ত অক্ষম ব্যক্তি ও শিশুরা রয়েছে, তাদের জন্য লংগর খানা এবং ফীডিং সেণ্টার আরও বৃদ্ধি করে তাদের স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই দিক থেকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং হাউসও আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—এই প্রস্তাবের উপর যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান, তাঁরা আমার কাছে নাম পাঠাবেন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, ত্রিপুরা রাজ্যকে খরা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহনের যে প্রস্তাব এনেছেন, সে সম্পর্কে আমি প্রথমত: বলতে চাই, ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই খরা মোকাবিলা করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন এবং করবেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তি কতা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হয়নি, খরা ছিল এবং তজ্জনিত কারনে ফসল নষ্ট হয়েছে সে তথ্য ও সরকারের কাছে আছে এবং সরকারও এ সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন এবং সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সরকার এও জানেন যে অনাবৃষ্টির ফলে আউস ফসলের বেশ একটা অংশও ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। বোরো ফসলতো নষ্ট হয়েছেই। তথাপি ইদানিং যে বিক্ষিত ভাবে বৃষ্টি পাত হয়েছে, তাতেও আমরা আশ্বস্ত হতে পারছি না। কারন যে গাছগুলি মরে গেছে, সেগুলিতো আর বাঁচবে না। মৃতপ্রায় যে গাছগুলি আছে, সেগুলি হযতো সারভাইভ করার সম্ভাবনা আছে। দেরীতে হলেও ফসল কিছুটা হবে। দ্বিতীয়ত: খরা এলাকা ঘোষণা করার জন্য মাননীয় সদস্যরা যেমন প্রস্তাব এনেছেন, তেমনি বাইরে কিছু কিছু দল, কিছু কিছু কাগজও ত্রিপুরাকে খরা পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য দাবী করছেন। কিন্তু খরা পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা করার মত কোন আইন কোথাও নেই। সরকার তো একটা আইনের ধারা অনুযায়ী বলবেন যে, এটা একটা খরা এলাকা আমি ঘোষনা করলাম এই ধরনের কোন আইন সরকারের হাতে নেই। ফেমিন কোডে আছে, যদি কোথাও দুর্ভিক্ষ হয়, তাহলে সেই কোড অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা যায়। কিন্তু বন্যা এবং খরা ঘোষণা করার মত কোন আইন সরকারের হাতে নেই। আইনের টাকনিক্যালিটি দিয়ে সরকার চলে না, যখন খরা পরিস্থিতি দেখা দেয়, যেখানে বন্যা হয় যুদ্ধকালীন জরুরী কর্ত্তব্য মনে করে সেই প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের মোকাবিলা করতে সব সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। আইন আছে কি নেই সেই দিকে আমরা যাই না, খরা এলাকা ঘোষণা করাটা বড় কথা নয়, এর ফলে কৃষকদের যে ফসল নষ্ট হয়েছে, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী দিনে খাদ্য সংকটের যে একটা আশংকা রয়েছে, তার জন্যই আমরা চিন্তিত। সেই সর্বনাশের কথা চিন্তা করে, এই সম্পর্কে আমরা অবগত আছি বলে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে পর্য্যালোচনা করে, তথ্য সংগ্রহ করে কি কি পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি সেই সম্পর্কে মোটামোটি আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ সকালেও সর্ট নোটিশের জবাবে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী খরার উপর বক্তব্য রেখেছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এর জবাবে হয়তো রাজস্ব মন্ত্রী আবার সেগুলিকে পুনরাবৃত্তি তিনি করতে পারেন তবে আমরা এই খরাকে মোকাবিলা করার জন্য প্রথমত: আমাদের দেখতে হবে যে, যে ব্যবস্থা আমরা করেছি সেগুলি মোকাবিলা করার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে কি হয় নি, সেগুলি আমরা পরে বিচার করে দেখবো। আপাততঃ আমরা

খরা মোকাবিলার জন্য কৃষকদের সাহার্যার্থে ১ কোটি টাকার মতো তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে আজকে মেশিনের সাহায্যে জল তুলে যাতে পরবর্ত্তী সময়ে আমন ফসল করা যায়। ৫০০ পাম্প সেট ইতিমধ্যে বিলি হয়েছে এবং আরও কিছু আমরা দেব। যদি এই রকম কোন এলাকায় জল তোলার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই গাঁওসভার রিপোর্টের ভিত্তিতে দেব। খাদ্যের বদলে কাজের জন্য প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে, টাকার কোন অভাব হবে না। এস, ডি, ও এবং জেলা শাসকদের কাছে আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যেখানে খাদ্যের বদলে কাজের লোক পাওয়া যাবে সেখানে যেন প্রজেক্ট তৈরী করে নেন। একটার পর একটা প্রজেক্ট রেডি রাখতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই গ্রামের লোক কাজের অভাবে না মরে, কৃষক যাতে না মরে তার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা কাজ-কর্ম করতে সক্ষম না হয়তো রোগী বা দুর্বল বা বয়স্ক এই রকম যদি কোন পরিবারে কাজ করার মত লোক না থাকে সেই ক্ষেত্রে গাঁও সভাগুলির সুপারিশ থাকলে প্রয়োজন বোধে খয়রাতি সাহায্য দিতে হবে এবং দেবার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া এই হাউসে আপনারা জানেন আমরা ঘোষণা করেছি বীজ ধান দেওয়া হবে। এখন বৃষ্টি হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় এখনও জুম চাষ করার সময় আছে হয়তো পুরো ফসল পাওয়া যাবে না কিন্তু আংশিক ফসল তোলা যাবে সেই সব ক্ষেত্রে জুম বীজ ধানের জন্য টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। বিভিন্ন গাঁওসভায় নির্দ্দেশ দিয়েছি যাতে তারা তাড়াতাড়ি এই সব ধান সরকারী ভাবে সংগ্রহ করে বীজ ধান নেয়। আউসের সময় শেষ হয়ে গেছে, যারা দেরীতে আউস করতে চায় তাদের আমরা বীজ দেব। আমন ফসল যাতে পুরাপুরি করতে পারে তার জন্য আমন ফসলের বীজ কৃষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এখানে বীজ সংগ্রহ করা আছে এবং বাহির থেকেও সংগ্রহ করা হবে তার জন্য তোড-জোড চলছে। জুমিয়াদের যদি ধান না হয় সে জন্য তিল, কার্পাস যে কোন একটা ফসল করার সুযোগ যাতে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি কাজেই সে দিক থেকে খরার মোকাবিলা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রস্তুতি আছে। এবং এটাও আমরা জানি যে শুধু খরা পরিস্থিতির জন্য নয় বিশেষ করে ত্রিপুরার যে খাদ্য, সে খাদ্যে আমরা তো স্বয়ং সম্পূর্ন নয় কারণ বাইরের খাদ্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। প্রতি বছর সাড়ে ৪৭ হাজার মেট্রিক টন চাউল আমাদের বাহির থেকে আমদানি করতে হয়। গত বছর সেই সাড়ে ৪৭ হাজার মেট্রিক টন আমাদের যে এলটমেন্ট সেই এ্যালটমেন্ট অনুযায়ী আমরা চাউল পাই নি, ২২ হাজার মেট্রিক টনের মত পেয়েছি এখন পর্য্যন্ত কিন্তু ২১ হাজার ৭০০.৯ মেট্রিক টন চাউল পায় নি। কারণ এফ সি, আই, আমাদের দিতে পারেন নি তার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, ওয়াগন ইত্যাদি ট্রান্সপোর্টের অভাবে আমরা পাই নি। যেখানে আমাদের ১৬ হাজার মেট্রিক টন গম লাগে শুধু রেশন সপের জন্য কিন্তু আমরা মাত্র ৪ হাজার মেট্রিক টনের মত পেয়েছি, ১২ হাজার ৭০০.৭৩ মেট্রিক টনের মত গম পাই নি তার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনও পাই নি। কাজেই কেন্দ্র থেকে যদি আমাদের খাদ্য শস্যগুলি ঠিক মত না দেওয়া

হয় তাহলে ত্রিপুরাতে রেশন সপের ডিমাণ্ড অনুযায়ী আমাদের পক্ষে কিছুই সাপ্লাই করা সম্ভব হবে না। আপনাদের জানা আছে, এবার বহু আলাপ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার এখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অন্ততঃ দৈনিক ১৫০ ওয়াগন করে চাউল পাঠাবেন, এই পরিমানে যদি আসে তাহলে মোটামুটি কারেণ্টটা চালানো যেতে পারে কিন্তু বাফার ষ্টক গঠন (বিল্ড) করা যাবে না কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে বাফার ষ্টক বিল্ড করা। সে দিকটা নজর দিচ্ছেন সরকার। সরকার ওয়াকিবহাল আছেন যে, রেশনের দোকানের মাধ্যমে যে চাউল দেওয়া হয় তার একটা অংশ চাউলের কোয়ালিটি ভাল নয়। বর্ত্তমানে যে চাউল দেওয়া হবে সে চাউল ভাল হবে, ইউ, পি, থেকে চাউল আসছে। চাউলের সঙ্গে আটার যে পোরশানটা সেটা ঠিক মতো দিতে না পারার ফলে আমাদের অভাব পূরণ হচ্ছে না তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বাজারে ধান চাউলের দাম আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এবং তার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন আছি। আমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি চাউল এবং আটা আনার জন্য চেষ্টা হচ্ছে যাতে রেশনের মাধ্যমে দোকান গুলিতে চাউল রিতিমতো পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। মাননীয় সদস্যদেরও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা দরকার এক সঙ্গে কেন্দ্রের কাছে আমাদের আরোও চাপ দেওয়া দরকার যাতে সময় মতো আমাদের এখানে খাদ্য পৌছানো হয় তাহলে আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষ যারা রেশনের চাউল এবং আটা ছাড়া চলে না তাদের আমরা সাহায্য করতে পারবো।

এবার বোরো ফসল নষ্ট হওয়ার পর চালের দাম বাজারে বেড়ে গেছে। কাজের বদলে খাদ্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। কাজের বদলে খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। ত্রিপুরা সরকার বন্যার মোকাবিলা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। খরার মোকাবিলা করার জন্যও সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকারের সঙ্গে যদি সাধারণ মানুষও সহযোগিতা করে তাহলে খুব ভাল হয়। খরার মোকাবিলা করতে যদি ১ কোটি টাকায় যদি না হয় তাহলে সরকার আরও টাকা দেবে। টাকার অভাব হবেনা। কাজেই যে পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, তা যদি আমরা সবাই সহ-যোগিতার ভিত্তিতে মোকাবিলা করতে পারি, আর সেইজন্য আমি ত্রিপুরার সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানাবো এবং মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে বলব যে এই খরা প্রস্তাবের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। কারণ খরার মোকাবিলা করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং যতটুকু করা দরকার ততটুকু করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে নগেন্দ্র জমাতিয়া হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যুক্তি সংগত। কারণ আমি জানি, বিগত দীর্ঘ বছরগুলিতে এই ধরণের খরা ত্রিপুরায় হয় নাই। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম এত বড় খরার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে যে পাহাড় পর্ব্বত শুকিয়ে গেল, সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেল, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের

প্রতিনিধি হিসাবে আমরা নীরব থাকতে পারিনা। জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্য্যন্ত এই খরার ফলে, এই অনাবৃষ্টির ফলে, ত্রিপুরার জনজীবন অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইখানে সরকার পক্ষ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন যে সরকার পক্ষ অবগত আছেন এই খরা সম্বন্ধে এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি, এই সমস্ত কথা, সাধারণ মানুষকে সান্তনা দিতে পারবেনা। কারণ সাধারণ মানুষ এখন দুঃখ, কষ্টে জর্জ্জরিত এখনও খরার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সারা ত্রিপুরায় যদিও লক্ষ্য করা গেছে, দুই একদিন এখানে বৃষ্টিপাত হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি খরার প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু ত্রিপুরা নয়, এই যে খরা সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে, এটা আমি স্বীকার করি। যেমন আসাম, অরুনাচল, মেঘালয়, মনিপুর অর্থাৎ উত্তর পূর্ব ভারতে। কিন্তু ঐসব রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যের ভিন্ন একটা বৈশিষ্ট্য একটা ভিন্ন চরিত্র রয়েছে। কেননা আসামে, মনিপুর, এই সমস্ত রাজ্যের আয়তনের ভিত্তিতে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাদের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। তাদের লেণ্ড অথবা তাদের দখলীকৃত জমি, তাদের খাস জমি, এই সমস্ত মাহুষের মাথা পিছু অনেক বেশী। লুঙ্গা, টিলা, এই সমস্ত জমি মাথাপিছু তাদের প্রচুর রয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা ১৭ লক্ষ। কিন্তু সেই তুলনায় তাদের জমি অনেক কম। অনাবৃষ্টির ফলে ত্রিপুরার মানুষ জর্জরিত, বেকার সমস্যায় মানুষ জর্জরিত, অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে তারা জর্জরিত। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, অনাবৃষ্টির ফলে সাধারণ মানুষ জর্জরিত। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। কারণ যে মনিপুর রাজ্যে গত ৪।৬।৭৯ এ মনিপুর বিধানসভায় মনিপুরকে খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। সেই মনিপুরে ত্রিপুরার চাইতে প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক বেশী তাই আমি বলছি মনিপুরকে যদি খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা যায়, তাহলে ত্রিপুরাকে খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ধরা যাবেনা কেন? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সরকার পক্ষ থেকে একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে, বৃষ্টিপাত হয়েছে তার ফলে যে ম্রিয়মান গাছগুলি, সেগুলি বেঁচে উঠবে, আর যেগুলি মরে গেল, সেগুলি আর হবেনা। উনি বলেছেন এখানে কিছু কিছু জুমিয়াদের জুম করার জন্য বীজ ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু আমি মনে করি জুম চাষ করার সময় চলে গেছে। জুম চাষ করে সরকার সেখানে অনর্থক কতগুলি টাকার অপচয় ছাড়া আর কিছুই করবেনা। আউস ফসলের সময় এখন চলে গেছে। আউস লাগাবার সময় এখন নয়। আমন ফসল লাগাবার এখন সময় এসেছে। আউস ও জুম যদি ঠিক সময়ে হত তাহলে এই ফসল পাওয়া যেত হয়ত ভাদ্র আশ্বিন মাসে অর্থাৎ আর ২ মাস পরে ঘরে ফসল তুলা যেত। কিন্তু এখন আমন লাগালে পরে অগ্রহায়ণ মাসে অর্থাৎ আরও ৬ মাস পরে ঘরে ফসল উঠবে। এই যে লঙ পিরিয়ড, এই লঙ পিরিয়ডে মানুষের কি অবস্থা হবে? এই লঙ পিরিয়ডে মানুষ কি করবে? এই অবস্থায় মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে। এই যে অনাবৃষ্টির প্রভাব, এরফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলার জন্য ত্রিপুরাকে খরা পীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা উচিত। এই কথা সংবিধানে নেই ঠিক। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে জানিয়ে আসেনা। যেকোন সময় আসতে পারে। এই দুর্যোগের ফলে মানুষকে হয়রানি হতে হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার আমি মনে করি যে, ত্রিপুরাকে খরা পিড়ীত অঞ্চল হিসাবে যদি ঘোষিত করা হয়, তবে সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুদান বা বিশেষ সাহায্যের দাবী সোচ্চার হতে পারে এবং সমস্ত খরাপীড়িত অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে সাহায্য পৌছে দেওয়া সম্ভব হতে পারে এবং তার জন্য আন্দোলন করা সম্ভব হতে পারে। তা না করে আমরা যদি নীরব থাকি এই বলে যে ত্রিপুরা খরা পীড়িত অঞ্চল নয়, এখানে কোন অনাবৃষ্টি হয় নি, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে নিবেন যে ত্রিপুরাতে স্বাভাবিক অবস্থা আছে। কাজেই কোন কিছু সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মাধ্যমে এই সমস্ত অভাব পুরনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি জানি যে খাদ্যের বদলে কাজের প্রোগ্রাম গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত সভার মাধ্যমে কিভাবে চলেছে। কিন্তু তার নমুনা হয়ত মাননীয় সদস্যগণ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা গাঁও সভার যেখানে জন-সংখ্যা ৫০০ অথবা ১০০০ আছে, সেই গাঁওসভাতে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষক শতকরা ৮০ জন লোক গরীব। মানে ১০০০ এর মধ্যে ৮০০ জন লেবার। তাদের সবাইকে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দেওয়া যাবে না। আর যদি কাজ করানো হয় তবে তারা একসংগে সবাই কাজ পাবে না। যারা পাবে না তাদের বেলায় কি করা হবে? যেমন একটা গাঁওসভার জন্য ৫০০০ টাকা সেংশান করা হল, সেখানে রাস্তা ঘাট করার জন্য। এই রাস্তাঘাট করার জন্য ১০০ জন লেবার—এর বেশী দেওয়া যাবে না। ১০০ জন শ্রমিকের বেশী কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। অথচ যারা এই কাজ করার জন্য ইচ্ছুক তাদের জন্য কি করা হবে? আজকে হয়তো যারা কাজ করল, কালকে তারা আবার কাজ পাবে না। এই ভাবে সারা এলাকায় ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান হবার যে পরিকল্পনা, সেটা সম্ভব নয়। অপরদিক থেকে দেখা গেছে যে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। যেমন যারা সরকার পক্ষের সে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ পাবে, আর যে যুব সমিতি করে সে এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ পাবে না। এই সব বিভিন্ন কাজের জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ হচ্ছে কারণ তারা কাজ পাচ্ছে না। অথচ সরকারী কাগজে কলমে বলছে যে ফুডফর ওয়ার্কের পোগ্রাম নিয়ে, গাঁওসভার মাধ্যমে ব্লকের মাধ্যমে, লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ হচ্ছে, বহু লোককে কাজ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হিসাব দিলে কি হবে। বাস্তবের সঙ্গে সে হিসাবের কোন মিল নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে জি, আর এর কথা বলা হয়েছে। জি, আর কত দিবেন? একটা গাঁওসভায় হয়তো ৫০০ থেকে হাজারটি পরিবার আছে। সেখানে এক একটি গাঁও সভায় সাত আটটা পরিবারকে হয়তো জি, আর দেওয়া হবে। কিন্তু বাকীদের কি হবে? তারা কোনদিন উপকারে আসবে না। এই সমস্ত ছিটা ফোটা জি আর দিয়ে, ফুডফর ওয়ার্কের মাধ্যমে জনগনকে অভাব থেকে রক্ষা করা যাবে না। এ বছরও দেখা গেছে যে জুম করার জন্য বীজের ধান প্রত্যেকটি গাঁও সভায় দেওয়া হবে। বৈশাখ মাসে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে তারা এই বীজ লাগায়। কিন্তু এই যে বীজ ধান দেওয়া হবে কৃষকদের জন্য, সেটা কত পরিমাণে দেওয়া হবে। ২০ কেজি থেকে ৩০ কেজি। এই সামান্য পরিমাণ বীজ ধান কত জনকে দেওয়া যাবে। একটা

গাঁওসভায় হয়তো দেওয়া হবে ৫ জনকে, হয়তো ৩ জনকে, হয়তো ২ জনকে। কাজেই এইভাবে জুম বীজ দেওয়াটা একটা প্রহসন মাত্র। জুমের বীজ দেওয়ার নামে এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। হয়তো দেখা যাবে যাদের সত্যিই জুমের ধানের প্রয়োজন তারা এই জুমের ধান পাবে না। এইভাবে জনগণের সামনে যে সব অভাব আসছে দুঃসময়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। তাই আমি এই প্রস্তাবটি এখানে রাখছি। এই ত্রিপুরায় নদী নালা সব শুকিয়ে গেছে। এখানে পাম্পসেটের কথা বলা হয়েছে। পাম্পসেটের দ্বারা কৃষকদের কোন উপকার হয় নি। কৃষকদের ক্ষেতে এই পাম্পসেট কোন কাজে আসে নি। পাম্পসেটগুলি সব অচল অবস্থায় পরে আছে। নদী নালাগুলি শুকিয়ে যাওয়ার পর, যে সব পাম্পসেট দেওয়া হয়েছিল, জলের অভাব পূরন করার জন্য, সরকারের এই সব পাম্পসেট নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ৫০ পারসেন্ট পাম্পসেট অকেজো হয়ে আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউসের মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে বিভিন্ন অঞ্চলের দোকানের মারফত চাউল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কম দামে সরবরাহ করার জন্য। কারণ আমি জানি যে বিশেষভাবে পাহাড এলাকায যাদের জুমের আউস ফলস নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমন ধানের চাষ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যেখানে শতকরা ৬০ পারসেন্ট জুমিয়া, যারা এখনো একমাত্র জুমের উপর নির্ভর করে আছেন। তাদের এই যে খরায় ফসল নষ্ট হয়ে গেল, তাঁরা কি খেয়ে বাঁচবে একমাস? কাজেই হাউসের কাছে, সেই সব পাহাড়ি অঞ্চলের রেশনের দোকানের মারফৎ কম দামে চাউল দেওয়া হউক, এই আবেদন রাখছি। কারণ তারা বৈশাখ মাসে হয়তো জুম চাষ করবে। কিন্তু একটা ফসল যখন তাদের মার গেল, এই ফসল পেতে তাদের ২২ মাস লাগবে। অর্থাৎ দুইটা ফসল যেখানে ২২ মাসে পাওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা এই ২২ মাসে একটা ফসল পাবে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হউক। এই সরকার যদি মনে করেন যে, ইনজেনারেল সাহায্য করা হবে, কিন্তু সেই সাহায্য দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলের জুমিয়াদের বাঁচানো সম্ভব হবে না। যে সমস্ত পাহাড়ে যেমন আঠারো মুড়া, বডমুড়া, লংতরাই পাহাড, জম্পুইহীল, শাখাং ওটাং এই সমস্ত অঞ্চলে যারা দিনের পর দিন জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে, যাদের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে, শতকরা ৮০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ভাবা উচিৎ। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার তাদের জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রি যেমন, চাউল, ডাইল, লবন, তেল, কেরোসিন, সিদল, যে সমস্ত জিনিষ সাধারণতঃ তারা খেয়ে জীবন ধারণ করে, সেগুলিকে সরকারের তরফ থেকে রেশনের দোকানের মাধ্যমে তাদের ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া হউক, এই আবেদন রাখছি। কারন আজকে এই সিদলের দাম বেড়ে হয়েছে ২৬ টাকা, শুটকীর দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা, অথচ এই সমস্ত জিনিষ সাধারণ মানুষের দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি এই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে, এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হউক। পাহাড় অঞ্চলে রাস্তাঘাট করার জন্য পরিকল্পনা করা হউক এই ফুড ফর ওয়ার্কের এবং কাজের মাধ্যমে এই সব রাস্তাঘাট করার ব্যবস্থা করুক। তা ছাড়া এখানে জমিতে ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—এই সব কাজ এক জায়গায় সীমাবদ্ধ না রেখে, সেগুলিকে পাহাড় অঞ্চলে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হউক। তা ছাড়া পাহাড় অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হউক। সেখানে রিংওয়েল বা কুয়ার ব্যবস্থা করা হউক। পাহাড়িদের জলের অভাব মিটানোর ব্যবস্থা করা হউক।

আজকে হাউসের সামনে আমার বিশেষ বক্তব্য হল ত্রিপুরাকে খরা পিড়ীত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা বেকার সমস্যায় জড়জড়িত তার উপর বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত, জুম ফসল ক্ষতিগ্রস্ত সুতরাং ত্রিপুরাকে খরা পিড়ীত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা যুক্তি সঙ্গত কারণ সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় ৬৮ হাজার বেকার সরকারের খাতায় নথিভূক্ত। কিন্তু আমি বলব যে শুধু হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন বেকার হয়ে পড়েছে। শুধু চাকরির দিক দিয়ে নয়। আর্থিক দিক দিয়েও এখন অনেকে বেকার হয়ে পড়েছে। এই দিক দিয়ে আমি মনে করি যে আমাদের এই প্রস্তাব সকলে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব সবার সামনে এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে বিরোধিতা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাবের আলোচনার প্রশ্নে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এই হাউসের সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যকে আমি সমথন করি। আমি সমর্থন করি এই কারনে যে, আমি সেগুলি জানি। এটা শুধু ত্রিপুরার ব্যপার নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ এই অবস্থা চলছে। বর্ত্তমানে যে রাজ্যে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলা হচ্ছে তা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তাতে কোনরূপ বিপদ নেই। আমি বলতে চাই যে, কখন একটি রাজ্যকে খরা পিড়ীত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা যায়? খরা পিড়ীত অঞ্চল তখনই ঘোষণা করা যায়, যখন সরকার এই ধরনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে কোন রকম দৃষ্টি দেন না। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার জন্য আগাম অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন। অতীতে অনেকবার এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে এবং অনেক দুর্নাম হয়েছে আমরা দেখেছি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার খরা আসার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকল্প যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাও ত্রিপুরার জন্য একটি ইতিহাস। ভুল বলেছি আমি, এটা আজ গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাস। কোন সমস্যার জন্য এই ধরণের সময়োচিত প্রকল্প এর আগে কোন সরকার গ্রহণ করেন নি সুতরাং আজকে যে প্রশ্নটা এখানে এসেছে তাতে বিরোধী সদস্যরা যা বলতে চাচ্ছেন সেই কথা বলতে আমরা রাজি নই। কারণ কখন একটা দেশে দুর্ভিক্ষ হবে তার কতগুলি লক্ষণ আছে সেটা মাননীয় সদস্যরা যারা বিরোধী দলে আছেন তারা বুঝতে পারেন। গ্রামের মানুষের কথা বলতে হবে না কারণ এরকম কথা বলে বিভ্রান্ত করা যায় অনেক সময় কিন্তু সঠিক তথ্যটাকে হাজির করা মুস্কিল যে গ্রামে গঞ্জে এরকম ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে আমরা এরকম ঘটনা দেখেছি অনেক। এদিনে গ্রামের লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে যদি কাজের কোন সংস্থান করতে পারে। অন্ততঃ ভিক্ষ বৃত্তি যদি করা যায়। মাননীয় সদস্যরা যারা এই প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন

তারা কি বলতে পারেন যে কোথায় গত কিছুদিন ধরে খরা চলছে এবং ত্রিপুরাতে সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে? এবং তাতে এই রাজ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে? এরা বলছেন ফুড ফর ওয়ার্ক দ্বারা মানুষের কোন উপকার হচ্ছে না। এই ধরণের অবস্থা বন্য পাহাড় অঞ্চলে আগে আমরা দেখতাম। বিরোধী সদস্যরা যে বলছেন খরা পরিস্থিতি চলছে, কিন্তু তা মোকাবিলা করার জন্য আজও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু তারা কি জানেন যে পাম্পসেটগুলি অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। হয়ত কোথাও কোন পাম্পসেট অকেজো হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য মাটির লেয়ার খুঁজে সে লেয়ার থেকে জল উপরে তুলে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই ত গত ১৭ মাস ধরে। এর আগে ত এ ধরণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। আমি মনে করি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। কৃষি কার্যের সুবিধার জন্য এই ধরণের পরিকল্পনা বর্তমানে মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে তাঁর আলোচনার মধ্যে এটা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন চেষ্টার মধ্য দিয়ে একটা পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন। যাতে ইমিডিয়েটলি মাটির নীচের লেয়ার থেকে জল তুলে কৃষি কার্যে ব্যবহার করা যায়।

এখন যে সমস্যা আছে তাকে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রদ করতে হবে। কিন্তু আসল যে সমস্যা সেটা হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী আজও বলেছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য খাদ্যশস্যের যে বরাদ্দ রয়েছে সেই বরাদ্দকৃত খাদ্যও আমরা ঠিক ঠিক মত পাচ্ছিনা। সেই বরাদ্দকৃত খাদ্য যদি আমরা না পাই, তবে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যকে বলতে চাই যে, দেশে যদি খাদ্য না থাকে তবে সেই দেশকে খরা পীড়িত অঞ্চল হিসেবে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করলেও সেখানে খাদ্যশস্য চলে আসবে না। কারণ আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার তার বরাদ্দকৃত খাদ্য ঠিকমত পাচ্ছেনা। তাই বলছি ঘোষণা আসল প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে, জনমত সৃষ্টি করা। এইভাবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যাতে সমস্যার সমস্ত বাধা অপসারণ করে, এই বামফ্রন্ট সরকার বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ঠিকমত না পাওয়াতে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা দূর করতে পারি এবং কেন্দ্র থেকে যাতে আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আনার ব্যবস্থা করতে পারি, তারজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা যে এই ফুড ফর ওয়ার্ক এর মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে যে কর্ম ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সত্যি প্রশংসনীয়। তবে যতটুকু করার প্রয়োজন ছিল ততটুকু করা যায়নি। তবে এটা ঠিক যে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে কর্মক্ষম লোকদের মধ্যে কর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তবে খরার ফলে যে দুটি ফসল নষ্ট হয়ে গেল, তারজন্য সত্যি একটা সাঙ্ঘাতিক রকমের অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। এই অসুবিধার সময় সরকার যদি ঠিকমত খাদ্যশস্য না পায় তবে এই অসুবিধা ঠেকাতে খুবই সময় নেবে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার তার যে সাধারণ কর্মসূচী তাতো আছেই, এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে যে কর্মের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতো বামফ্রন্ট সরকারের আগেরই প্লেন। তাছাড়া আরো প্রায় এক কোটি টাকার নূতন পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে নানা ধরনের কর্ম সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কর্মকে পৌছে দিতে হবে। আমি মনে করি বামফ্রন্ট

সরকার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন সেই কর্মসূচী গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌছে দিতে পারলে, এই খরার জনিত যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, সে অসুবিধা আর থাকবেনা। তবে তারজন্য সকল মানুষকে, সকল দলকে এগিয়ে আসতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী অনুসারে, গ্রামে গঞ্জে যে সকল কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে কর্মের জোয়ার এনে দিয়েছে, সেই সব কর্মক্ষম লোকদের যদি হরিনাথ বাবুরা বলেন যে, জি, আর এর মধ্যে তারা যাবেন, এটা তো ঠিক নয়। একটা গ্রামের মধ্যে কত পরিবার আছে যাদের মধ্যে একজনও কর্মক্ষম লোক নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা সকলেরই জানা, আমরা যেমন জানি তেমনি হরিনাথ বাবুরাও জানেন। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, ১৮ লক্ষ মানুষও এটা জানেন। এই যে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে মেয়েরাও কাজ করছেন এবং তারাও তাদের কাজের জন্য সমান হারে মজুরী পাচ্ছেন। ১৬।১৭ বৎসরের যে সব ছেলেরা আছে তারাও কাজ পাচ্ছেন। আর তারা কাজ করবার যেমন ২৫।৩০ বৎসরের যুবকরাও কাজ করছে। এর অধিক বয়স্ক লোকেরাও কাজ করছেন। সুতরাং আজকে এমন কোন পরিবার নেই যে পরিবারের মধ্যে একজনও মেয়ে অক্ষম আছে। এমনকি বয়স্ক লোকও নেই যারা পরিশ্রম করতে পারেন না। এই ধরনের সংখ্যা একটি গ্রাম বা একটি গাঁওসভাতে খুবই কম আছে। সুতরাং এই ফুড ফর ওয়ার্ক সকল মানুষের মধ্যে, সকল কর্মক্ষম মানুষের জন্য তাদের সাহায্যের জন্য চালু করা হয়েছে। এটা মাননীয় বিরোধী সদস্যদেরও বুঝা উচিত। আমি তাদের কাছে আবেদন রাখব সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন সেগুলি যাতে সঠিক ভাবে হয় তারজন্য তারা সরকারকে সহায়তা করুন। আমরা জানি যারা জুম চাষ করেন তাদের ক্ষতি আজকে শুধু একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে চলবে না। আগে যেমন কৃষি পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল আজকে আর তেমনটা নেই। এখন বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে, আধুনিক কৃষি ব্যাবস্থার ফলে কৃষির অসুবিধা বলে আর কিছুই নেই। সারা বছরই কৃষিকাজ করা যায়। সুতরাং আজকে যারা বলেছেন যে জুমের ক্ষতি হয়েছে কিন্তু তাদের যদি ভাল বীজ, সার ইত্যাদি দেওয়া যায় তবে এই সময়ের মধ্যে আবার জুম চাষ হতে পারে। সেই জুমের মধ্যে দিয়ে আরো বেশী ফসল উঠতে পারে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটি কথা বলতে চাই। আজকে যে বামফ্রন্ট সরকার এত সব কাজ করছেন সেটা না দেখে, তার কোন বিচার না করে বা এই কর্মসূচী রূপায়ণে কোন প্রকার সাহায্য বা সহায়তা না করে শুধু মাত্র এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল একটি ইস্যু সৃষ্টি করা যাতে বিশেষ একটা রাজনীতি করে যাওয়া। এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এখানে আনা হয়েছে। এছাড়া এই প্রস্তাবের আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং আমার মতে এই প্রস্তাব হাউসে আনার কোন প্রয়োজন নেই কারন এটি আনার অনেক পূর্বেই বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজকে যারা এই প্রস্তাব এনেছেন আমি বলব এরা শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এনেছেন আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় সুতরাং আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ইনক্লাব, জিন্দাবাদ।

মি: স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীকে এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সর্ব প্রথমেই এখানে দুই একটি কথা বলছি, মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন সে সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন ষ্টেটমেণ্ট দেন, তখন এটা পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, খরার ফলে এখানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা সত্যিই চিন্তনীয়। যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার-এর নিকট সাহায্য আমরা চেয়েছি।

কাজেই আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে যে যেখানে অলরেডি ড্রট অ্যাফেক্টেড এরিয়া হিসাবে আমরা পরিষ্কার ভাষায়, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছি এবং জানানোর পর হাউসের মনোভাবের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য দিতে বলেছি, সেখানে আর এই রিজলিউশান আসতে পারে কি না? কেন্দ্রীয় সরকারও একে গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে টিম পাঠানোর ব্যবস্থা তারা করেছেন। আজকে এইখানে একটা প্রশ্ন দেখা যায় যে বিরোধী সদস্যরা ত্রিপুরাকে খরা পীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণার জন্য দাবী করেছেন। খরা ত্রিপুরায় আছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এই সরকার এটা জানিয়ে দিয়েছেন। খরার প্রকোপ কিরকম, কতটা অ্যাফেক্টেড হয়েছে, রেন্‌ফল কি হয়েছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। আমরা যে সাহায্য চেয়েছি, যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেটা দিতে রাজী না হন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেণ্ট্রাল অ্যাসিস্টেনস্‌ যাতে আসে, তার আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত থাকব। আমরাই তখন বলব যে আসুন খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি।

আর একটা জিনিষ হল ন্যাচারাল ক্যালামিটিজের কথা বলেছেন। ন্যাচর্যাল ক্যালামিটিজের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা দেখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অ্যাসিস্‌টেন্স চাওয়ার আগে রাজ্য সরকার মনে করেন কিনা যে রাজ্য সরকার রেভিনিউও মুকুব করতে পারবেন কিনা। যখনি রেভিনিউ মুকুব করা হয় তখনি প্রমাণ হয়ে যায় যে এই অঞ্চলের খরা পরিস্থিতি চলছে। কাজেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার শস্যহানির পরিমাণ এবং কৃষকদের কাছে কি কি সাহায্য দরকার সব কিছু সেখানে উল্লেখ করা আছে। সেখানে এই রিজলিউশানটা রিডাণ্ডেণ্ট। এটা কি করে হয়? যদি সরকার অলরেডি ব্যবস্থা অবলম্বন না করতেন তা হলে এটা করা যেত। কাজেই যেটা সরকার করে ফেলেছেন সেটা সম্পর্কে আর একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা কি করে হয়? বরং আসুন আপনারা যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছি সেটা আমরা আলোচনা করি। প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আলোচনার একটা সুযোগ হয়েছে কিভাবে এটাকে মোকাবিলা করা যায়। আপনারাই প্রস্তাব দিয়েছেন কিভাবে প্রব্লেমগুলো সমাধান করা যায়। হরিনাথবাবু বলেছেন—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাবু শব্দটা তিনি বলতে পারেন কিনা। হরিনাথ দেববর্মা বলতে হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—ঠিক আছে হরিনাথ দেববর্মাই বলব। আমি বলেছি আপনাদের যে উদ্দেশ্য তা আগে স্বীকার করে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার এটাকে গ্রহণ করার কোন বাস্তবতা নাই। আপনারা একটা ঘোষণার মাধ্যমে যেটা করতে চান সেই ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি এবং তাঁরা প্রতিশ্রুত এবং আমাদের কৃষি দপ্তর এবং আমাদের বিভিন্ন দপ্তর যেভাবে সাহায্য দেওয়া যায় তার জন্য আমি বলেছি। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় অ্যাসিস্টেন্সের জন্য যদি ত্রিপুরাকে খরাপীড়িত এলাকা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে সাহায্য চেয়েছি সেটা পেত অসুবিধা হয় সেই সময় আমরা যুগ্মভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে রিজলিউশন আনব। আপনাদের উদ্বেগ এবং আমাদের উদ্বেগ এক।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার, আমাদের মাত্র ২ মিনিট সময় বাকী আছে। যিনি প্রস্তাবক তারও উত্তর দেওয়ার রাইট আছে। কাজেই আরও ২০ মিনিট আমাদের বাড়াতে হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—আমি শেষ করে ফেলেছি। ঠিক আছে কিছু সময় বাড়িয়ে দিলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :—আরও ২০ মিনিট সময় বাডিয়ে দেওয়া হল।

শ্রীবীরেন দত্ত :—অলরেডি আমরা ত্রিপুরাকে খরা পীডিত বলে জানিয়েছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চেয়েছি। কাজেই আপনারা প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নিন। আমাদের যে আসল উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য সেখানে আমরা ঐক্যবদ্ধ হব এবং এই ইস্যুতে ভোটাভোটিতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের কাছে হয়ত এই তথ্য ছিল না যে আমরা অলরেডি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছি। তাহলে আপনারা হয়ত এটা আনতেন না। সেই দিক থেকে আমরা আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার যদি সাহায্য না দেন তাহলে ভবিষ্যতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের তাঁরা বিরোধীতা করেছেন। আমার মনে হয় তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁরা সেখানে দেখেছেন একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এটা দুঃস্বপ্নের মত। এতেই বুঝা যাচ্ছে যে তারা হয়তো প্রকৃত সমস্যাটা বুঝতে পারেননি নতুবা সেটাকে একটা রাজনৈতিক প্রলেপ দিয়ে হালকা করবার চেষ্টা করছেন মাত্র। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমি তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, এর পিছনে আমাদের কোন রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। অবশ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এমন কোন আইন নাই যা দিয়ে একটা খরা পরিস্থিতি ঘোষণা করা যেতে পারে। অর্থাৎ আইন যেন এই রাজ্যকে খরা এলাকা বলে ঘোষণা করতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আমরা তারই পাশাপাশি দেখছি যে, মনিপুর সরকার, একই সংবিধানের মধ্যে থেকেও

তারা তাদের রাজ্যকে খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধ কালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে তারা সেটার মোকাবিলা করবার চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আমরা (উপজাতি যুব সমিতি) যদি কেন্দ্রের কাছে এই সম্পর্কে দাবী জানাই, তাহলে নাকি আমার এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করতে পারেন। সেজন্য আমি বলছি যে আপনারা ত্রিপুরাকে খরা পীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করার যে প্রস্তাব আমি এই হাউসের সামনে রেখেছি, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করুন আর তাহলেই আমরা কেন্দ্রের কাছে তথা সর্বভারতীয় অন্যান্য যে সব রাজ্যগুলি আছে, তাদের কাছে খরার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের কি পরিস্থিতি বা চেহারা হয়েছে, তা আমরা তাদের সবার কাছেই তুলে ধরতে পারব। আমরা দেখেছি যে বিহারে যখন খরা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তখন সেখানকার সরকার সংগে সংগে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির কাছে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এবং তাদের আবেদন মত অন্যান্য রাজ্যগুলি প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খরা পরিস্থিতি চলছে, তার মোকাবিলার করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে সব ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত নিয়েছেন, তাতে আমার মনে হয় খরার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ যে একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে, সেটা সরকার উপলব্ধি করতে পারেন নাই। এখানে শুধু বলা হয়েছে যে খরার মোকাবিলা করার জন্য সরকার কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন, যার জন্য সরকারের ১ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। ত্রিপুরাতে এই যে খরা হয়ে গেল, এটা বিশেষ কোন এলাকার সমস্যা নয়, এটা হচ্ছে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা। তাছাড়া এটা কোন সাময়িক সমস্যাও নয়, এটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা। কাজেই সামান্য কিছু সাহায্য দিয়েই এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের খরার দরুন ত্রিপুরা রাজ্যের চারিদিকে যে একটা দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে, এটা যেহেতু কোন সাময়িক সমস্যা নয়, সেহেতু এর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে এই সমস্যার গভীরতা বা ব্যাপকতা কতখানি। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। এখানে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই খরার ফলে যে সমস্ত জুমিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ফসল ফলাবার মত আর কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ তাদের অন্য কোন ফসল ফলাবার মতো সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে মাত্র। আমি বলতে চাই, যে এর দ্বারা হয়তো অন্য ফসল তারা ফলাতে পারবে, কিন্তু ধান তারা ফলাতে পারবে না, ফলে তাদের যে খাদ্য সমস্যা, সেটা ঘুচবে না। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না বামফ্রন্ট সরকার কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই পরিস্থিতিটাকে বিচার করতে চাইছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বর্তমানে প্রথম সমস্যা হচ্ছে খাদ্য সমস্যা, আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা। এই খাদ্য সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের সর্বত্র ফুড ফর ওয়ার্ক এবং জি, আরের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে। এর মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনাটা উচিত হবে না। কারণ এখানে মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু একটু আগে ফুড ফর

ওয়ার্ক সম্বন্ধে যে কথাটা বলেছেন যে ফুড ফর ওয়ার্কটা দল বাজী করার জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে, এটাকে ঠিক এভাবে ব্যবহার করলে চলবে•না, সাধারণ মানুষ যাতে অনাহারে অর্ধাহারে না মারা যায়, তার জন্যই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজটা ব্যাপকভাবে চালু রাখতে হবে। এর দ্বারা আমরা হয়তো আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ লোককে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আরও যে ৭০ ভাগ লোক রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে কি করা যায়, সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, তা সত্যি উপলব্ধি করতে পারছেন না। তা যদি তারা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয় এত দিনে তারা ত্রিপুরাকে খরা পীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে জরুরী ভিত্তিতে তার মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসতেন আর তাহলে পরে কেন্দ্রের কাছে এবং সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সমস্ত রাজ্যগুলি আছে, তাদের কাছে আমরা সাহায্যের জন্য হাত পাততে পারতাম এবং সেই অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি আমাদের যথা সম্ভব সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে পারত। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার সে দিক দিয়ে কোন রকম উদ্যোগ নিচ্ছেন না। তারা শুধু সাধারণ ভাবে যে কতকগুলি পরিকল্পনা নেওয়ার কথা, সেগুলির কথাই বারবার এখানে উল্লেখ করছেন আর তার মাধ্যমে, এই সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তাতে কিন্তু এত বড় সমস্যার কোন সমাধাণ করাই সম্ভব নয়। আজকে সাধারণ ভাবে চার দিকে যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, তার সঠিক মোকা-বিলার ব্যবস্থা না করে বামফ্রন্ট সেটাকে হালকা করে দেখবার চেষ্টা করছেন এবং তাই তারা আমার উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। তাই আমি আবারও মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি যদি এগিয়ে যায়, তাহলে তারা আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন, তাই আমি বলছি যে হঁ্যা, আমরাও এগিয়ে যাব প্রয়োজন হলে এই সমস্যার মোকাবিল করার জন্য আমরা দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের আমাদের বক্তব্য রাখব এবং দাবী উত্থাপিত করব। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার পক্ষ যদি মনে করেন যে এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যুব সমিতি কোন কাজ করতে পারবে না, তাহলে এটা তাদের ভুল হবে। তাই আমি পুনরায় আমার যে প্রস্তাব হাউসের সামনে আছে, তাকে সমর্থণ করে হাউসের মধ্যে যে অন্যান্য সদস্যরা আছেন তারাও যাতে এই প্রস্তাবকে সমর্থণ করেন, তার জন্য আমি আমার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে বে-সরকারী প্রস্তাবটি হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, সেটিকে ভোটে দিচ্ছি। উনার প্রস্তাবটি হল—

'এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল যাবত অনাবৃষ্টি হেতু রাজ্যব্যাপী শস্যহানির ফলে যে দারুন খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, তা জরুরী ভিত্তিতে মোকা-বিলা করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যেকে খরা পীড়িত অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করা হউক :—

(প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়)

এই সভা অনির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

ANNEXURE—A

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Unstarred Question No. :—16

By :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোট কয়টি গাঁও সভাকে সরকার ১টি করে ৫ ঘোড়া অশ্বশক্তি যুক্ত পাম্প মেসিন বিতরন করেছেন,

২। এই পাম্প মেসিন গুলি কয়টি গাঁও সভা ব্যবহার করেছেন এবং মোট কত পরিমান জমিতে জল সেচ দিয়েছেন।

উত্তর

১। মোট ৫০০টি (পাঁচ শতটি) গাঁও সভাকে সরকার ১টি করে ৫ ঘোড়া অশ্বশক্তি যুক্ত পাম্প মেশিন বিতরন করেছেন।

২। এই পাম্প মেশিন গুলি মোট ১৫০টি (একশত পঞ্চাটি) গাঁও সভা ব্যবহার করেছেন। মোট ৫৭৮ (পাঁচ শত আটাত্তর) একর জমিতে জল সেচ দিয়েছেন।

উপরোক্ত তথ্য গুলি ১৫টি ব্লক হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু ২টি ব্লক হইতে এখনও তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। যথা :—

১। পানিসাগর সি, ডি, ব্লক।

২। বগাফা সি, ডি, ব্লক।

ASSEMBLY UN-STARRED QUESTION NO- 17.

By :—Shri Samar Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ এপ্রিল কোন্ বছরে কোন্ থানা অঞ্চলে কত সংখ্যক ব্যক্তি এক বা একাধিক অপরাধ মূলক কাজের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন (অপরাধের শ্রেণী বিভাগ সহ)

২। একই ব্যক্তি একাধিক অপরাধ মূলক কাজে অভিযুক্ত এইরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং তাদের অপরাধ মূলক কাজের সংখ্যা (থানা ভিত্তিক);

৩। পুলিশ কয়টির ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছে, কয়টি অভিযোগের কোর্টে বিচার হয়েছে; এবং কয়টি কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে তার সংখ্যা?

Answers

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 18.

By :—Shri Samar Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। জোতদার মহাজনরা জমি থেকে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে কোন্ থানায় কত সংখ্যক এজাহার মূলে মামলা সৃষ্টি করেছে, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ এপ্রিল বছর ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই মামলাগুলির কোন্ থানায় কত সংখ্যক কতদিন ইনভেষ্টিগেশন এর পর চার্জসিট এবং ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে ; কত সংখ্যক কত দিন যাবত এখনও আনতার ইনভেষ্টিগেশন এ রয়েছে ;

৩। একই ব্যক্তি বর্গাদারের বিরুদ্ধে এজাহারের পর এজাহার দিয়ে হয়রান এবং ভয়ভীতি সৃষ্টি করে জমি থেকে সরে যেতে বাধ্য করার অপরাধ মূলক কাজের বিরুদ্ধে সরকারের কি কি ব্যবস্থা রয়েছে ;

৪। যদি না থাকে তবে এই সব অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন সরকার মনে করেন ?

Answer

১। এই ধরনের কোন মামলা কোন থানায় নথিভুক্ত করা হয় নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। ও ৪। বর্গাদারদের তাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করার জন্য জোতদারেরা বর্গাদারদের মামলা মোকদ্দমায় জড়িত করিলে বর্গাদারেরা যাহাতে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে তৎজন্য মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার ব্যয় হিসাবে তাহাদের ৩৫০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য সরকার একটি নিয়ম বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

Admitted Unstarred Question No. 19

By :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উপজাতি যুব সমিতির মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত কত জন গাঁও প্রধান রয়েছেন। (ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) ?

২। তারা এ যাবৎ কি কি কাজের জন্য কত টাকা পেয়েছেন ;

৩। কোন গাঁও সভাতে তারা কত টাকা খরচ করেছেন এবং কি কি কাজ হয়েছে ?

উত্তর

১। উপজাতি যুব সমিতির মনোনয়ন পেয়ে মোট ৬১ জন গাঁও প্রধান নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম	উপজাতি যুব সমিতির মনোনয়ন পেয়ে নির্ব্বাচিত প্রধানের সংখ্যা	গাঁওসভার নাম
১	২	৩
১। তেলিয়ামুড়া ব্লক	২	১। মধ্য কৃষ্ণপুর
		২। দক্ষিণ পুলিনপুর
২। বিশালগড় ব্লক	৮	৩। লাটিয়া ছড়া
		৪। পদ্মনগর
		৫। বাঁশতলী
		৬। উজান পাথালিয়াঘাট
		৭। গুলিরাই বাড়ী
		৮। রামনগর
		৯। রংমালা
		১০। সুতারমুড়া
৩। জিরানীয়া ব্লক	৬	১১। ভৃগুদাস বাড়ী
		১২। রামচন্দ্রনগর
		১৩। লক্ষ্মীপুর
		১৪। রাধাপুর
		১৫। চাম্পাবাড়ী
		১৬। ওয়াকীনগর
৪। পানিসাগর ব্লক	১	১৭। জৈথাং
৫। কুমারঘাট ব্লক	৪	১৮। দারচৈ
		১৯। পূর্ব্ব বেতছড়া
		২০। দেওরাছড়া
		২১। উনকোটি
৬। কাঞ্চনপুর ব্লক	৭	২২। মনু ছৈলেংটা
		২৩। কালাপানিয়া
		২৪। কালাগাং
		২৫। পূর্ব্ব সাতনালা
		২৬। পশ্চিম মুম্পুই
		২৭। দামছড়া

১	২	৩
		২৮। দক্ষিণ ধনীছড়া
৭। ছাওমনু ব্লক	৪	২৯। উত্তর ধুমাছড়া
		৩০। দামছড়া
		৩১। লেবাছড়া
		৩২। ডুলুছড়া
৮। অমরপুর ব্লক	১৪	৩৩। পশ্চিম ডুলুমা
		৩৪। লাউগাং
		৩৫। কুরমাছড়া
		৩৬। একজানছড়া
		৩৭। সোনাছড়া
		৩৮। মেলচি
		৩৯। চেচুয়া
		৪০। গামাইছড়া
		৪১। বৈশ্যমনি পাড়া
		৪২। জাম্বুকছড়া
		৪৩। পালকু
		৪৪। পশ্চিম সরবং
		৪৫। উত্তর ছনগাং
		৪৬। তৈদু
৯। উদয়পুর ব্লক	১০	৪৭। মগপুষ্করিনী
		৪৮। দক্ষিণ মহারাণী
		৪৯। কাচিগাং
		৫০। রাইয়াবাড়ী
		৫১। পূর্ব্ব কুপিলং
		৫২। আঠারোভোলা
		৫৩। কিল্লা
		৫৪। দক্ষিণ বড়মুড়া
		৫৫। উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর
		৫৬। লক্ষীপতি
১০। সাতচান্দ ব্লক	২	৫৭। বিষ্ণুপুর
		৫৮। চালিতা বনকুল
১১। বগাফা ব্লক	৩	৫৯। দেবীপুর
		৬০। কাঁঠালিয়াছড়া
		৬১। লক্ষীছড়া

১	২	৩

২। তারা এযাবৎ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যত টাকা পেয়েছেন তার বিস্তৃত বিবরণ ব্লক ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা :—

ব্লকের নাম	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প	অন্যান্য প্রকল্প
১। জিরানীয়া ব্লক	/৩৪,৬৫০ টাকা	৪,১০০ টাকা
২। উদয়পুর ব্লক	৫৭,৭৫০ টাকা	৬২,৬১২ টাকা
৩। সাতচাঁন্দ ব্লক	১১,৭৫৫০ টাকা	১৫,৮৬৫ টাকা
৪। গাফা ব্লক	১৭,৩২৫ টাকা	১৫,২৭২ টাকা
৫। বিশালগড় ব্লক	৪৯,১৪১,৬৮ টাকা	৪৫,৫৬৬,৪০ টাকা
৬। পানিসাগর ব্লক	৫,৭০৫ টাকা	—
৭। কুমারঘাট ব্লক	২৩,১০০ টাকা	—
৮। অমরপুর ব্লক	৮০,৮৫০ টাকা	৪৫,৪২৮,২৬ টাকা

৩। ঐ সকল পঞ্চায়েতগুলি কত টাকা খরচ করেছেন এবং কি কি কাজ হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। যথা :—

ব্লকের নাম	গাঁওসভার নাম	খরচের পরিমাণ	কি কি কাজের জন্য
১	২	৩	৪
১। জিরানীয়া	ভৃগুদাসবাড়ী	১,১১৯.৪৭ টাকা	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পাধীনে গ্রামীন রাস্তা সংস্কার ও উন্নয়ন
	লক্ষীপুর	১.১৩৬.৮৮ ,,	ঐ
	রামচন্দ্রনগর	১,১৪৫.৬৮ ,,	ঐ
	রাধাপুর	১,১৭৬.৪৮ ,,	ঐ
	ওয়াকিনগর	১,১৭৮৮.৬৮ ,,	ঐ
	চাম্পাবাড়ী	১,১৬৩.২৭ ,,	ঐ
২। উদয়পুর ব্লক	পূর্ব্ব মগপুষ্করিণী	৯,৭২৯·০০ টাকা	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে পঞ্চায়েত ঘর এবং রাস্তাঘাট উন্নতি সাধনের জন্য।
	দক্ষিণ মহারাণী	১৬,১৯৩·০০ ,,	পাঠাগার নির্মাণের জন্য, জুম, রাস্তাঘাট উন্নতি সাধনের জন্য।

১	২	৩	৪
	কাচিগাং	৯,৫৫৬·০০ ,,	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, স্পেয়ার মেশিন ক্রয় করা বাবত নর্দ্দমা করার জন্য।
	রাইয়াবাড়ী	৭,৭৫০·০০ ,,	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণ বাবদ।
	পূর্ব্ব কুপিলং	৮,৫৬২·০০ টাকা	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, নর্দ্দমা ও রাস্তা-ঘাট করার জন্য।
	আঠারোভোলা	১২,০০০·০ ,,	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, এবং পঞ্চায়েত ঘর নির্মানের জন্য।
	দক্ষিণ বড়মুড়া	১৫,৩১৯·০০ ,,	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের জন্য।
	কিল্লা	১১,০১০·০০ ,,	কাজের বিনিরয়ে খাদ্য প্রকল্পে, রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য ও অন্যান্য খাতে।
	উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর	১০,৪৭৫·০০ ,,	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, রাস্তাঘাট উন্নতি করণের জন্য এবং বিভিন্ন খাতে।
	লক্ষ্মীপতি	১০,৯৬৫·০০ ,,	কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে, নর্দ্দমা তৈরী করা বাবদ এবং রাস্তাঘাট উন্নতি করণের জন্য।
৩। দাওচান্দ ব্লক	চালিতা বনকুল	—	চালিতা বনকুল গাঁওসভাতে বালি অপসারণের কাজ এবং
	বিষ্ণুপুর	—	বিষ্ণুপুর। গাঁওসভাতে একটি রাস্তা মেরামতের কাজ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে চলিতেছে।

১	২	৩	৪
৪। বিশালগড় ব্লক	লাটিয়াছড়া	৫,৬০৭·৫৩ ,,	রাস্তা, সিজোনেল বাঁধ এবং কাঁচা কূয়া তৈরী বাবদ।
	পদ্মনগর	৪,৯৬০ ২৭ ,,	রাস্তা, এবং কাঁচা কূয়া তৈরী করার জন্য।
	রংমালা	৬,৮৫৩·২৯ ,,	রাস্তা, বাগান, সিজোনেল বাঁধ, কাঁচা কূয়া ইত্যাদি তৈরী বাবদ।
	রামনগর	৯,৭৭২·৮২ ,,	ঐ
	গুলিয়াইবাড়ী	৪,৩১৬ ৪৮ ,,	রাস্তা তৈরী এবং কাঁচা কূয়া খনন ইত্যাদি বাবদ।
	সুতারমূড়া	৭,৫৬৩·৪২ ,,	রাস্তা তৈরী, বাঁধ নির্মাণ, বালি সরানো, কাঁচা কূয়া খনন ইত্যাদি বাবদ।
	উজান পাথালিয়া-ঘাট	৬,১৩০·০৫ ,,	রাস্তা তৈরী এবং কাঁচা কূয়া খনন বাবদ।
	বাঁশতলী	৫,১৩৭·৮২ ,,	রাস্তা তৈরী, কাঁচা কূয়া খনন ইত্যাদি বাবদ।
৫। পানিসাগর ব্লক	জৈথাং	২,০০০·০০	২টি রাস্তা তৈরী করা বাবদ।
৬। কুমারঘাট ব্লক	পূর্ব্ব বেতছড়া	১,১৯৫·৪৬	পূর্ব্ব বেতছড়া রিয়াং পাড়া হইতে আসাম-আগরতলা রাস্তা পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই কি. মি. পুরাতন রাস্তা সংস্কার করিয়াছে।
	দারচৈ	১,১৯৫·৪৬	কে. এন. রোড হইতে দারচৈ গাঁও সভার বাগানের মধ্য দিয়ে পাবিয়াছড়া বাজার পর্য্যন্ত প্রায় দেড় কি. মি. নূতন রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে।
	দেওরাছড়া	১,১৯৫·৪৬	দেওরা হইতে রাজাচান্দ বাড়ী। কলাছড়া হইতে দেওয়াছড়া। দেওরাছড়া হইতে বাঘাছড়া। দেওরা হইতে মুরইবাড়ী। মুরই বাড়ী হইতে চেতলাং গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে।

১	২	৩	৪
৭। অমরপুর ব্লক	পালকু	৩,৯৯৪·১৬	পতিত জমি সংস্কার এবং ২টি নূতন রাস্তা নির্মাণ।
	সোনাছড়া	৫,৫১০·০৬	একটি জলাধার এবং ২টি নূতন রাস্তা।
	একজানছড়া	৫,৩১৩·৭১	একটি পুরাতন রাস্তা মেরামত এবং দুইটি নূতন রাস্তা নির্মাণ।
	উত্তর ছনগাং	৩,৭৪৩·৩৬	৩টি নূতন রাস্তা এবং ১টি জলাধার।
	মেলচি	৪,৩৬৮·৩৬	৩টি নূতন রাস্তা।
	কুরমাছড়া	৪,২৯৮·৪১	একটি পুরাতন রাস্তা সংস্কার এবং দুইটি নূতন রাস্তা নির্মাণ।
	ছেচুয়া	৫,১০৩·১১	একটি নূতন রাস্তা নির্মাণ এবং একটি পুরাতন রাস্তা মেরামত।
	তৈদু	৪,১০১·০১	তিনটি নূতন রাস্তা তৈরী।
	লাউগাং	৬,২৬৯·৯১	একটি পুরাতন রাস্তা সংস্কার এবং দুইটি নূতন রাস্তা নির্মাণ।
	বৈশ্যমনিপাড়া	·৪৪	দুইটি নূতন রাস্তা নির্মাণ বাবদ।
	পশ্চিম সরবং	৩,৪২৩·৪৬	২টি নূতন রাস্তা নির্মাণ।
	গামাইছড়া	৩,৭৯৭·৯১	২টি নূতন রাস্তা নির্মাণ এবং ১টি পুরাতন রাস্তা সংস্কার।
	পশ্চিম দুলুমা	৩,৭৬১·৭৪	২টি নূতন রাস্তা নির্মাণ।
	জাম্বুকছড়া	১,১১২·৪৬	একটি নূতন রাস্তা।
৮। বগাফা ব্লক	দেবীপুর	৬,৪২৪·০০	বলদ কেনার জন্য। জুমের বীজ বিতরণ। ফলের গাছ বিতরণ। গৃহ পুনঃ সংস্কার। তপঃ জাতি এবং তপঃ উপজাতি ভুক্ত রোগীদের সাহায্য ইত্যাদি বাবদ।
	কাঠালিয়া ছড়া	৭,৮২৪·০০	ঐ
	লক্ষীছড়া	১,০২৪·০০	ঐ

উপরোক্ত তথ্য পঞ্চায়েত দপ্তর মোট ৮টি ব্লক হইতে সংগ্রহ করিয়াছে এবং ৩টি ব্লক হইতে এখনও তথ্য আসিয়া পৌছায় নাই। বাকী ৬টি ব্লকে উপজাতি যুব সমিতি হইতে কোন প্রধান নির্ব্বাচিত হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No 21

By—Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment & Services Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের কোন কোন অফিসার তাদের ব্যক্তিগত এবং বাড়ীঘরের কাজ করার জন্য ৪র্থ শ্রেণীর এবং কন্টিজেন্ট কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। (বৎসর ভিত্তিক গত ৫ বছরের হিসাব)

২। অফিসারদের নাম ও পদবি।

৩। গত ৫ বছরে বছর ভিত্তিক এই বাবত কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের কোন অফিসারের বাড়ীতে তাদের ব্যক্তিগত বা বাড়ীঘরের কাজে গত পাঁচ বছরে কোন ৪র্থ শ্রেণী বা কন্টিজেন্ট কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 23

By—Shri Samar Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ হইতে ১৯৭৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত কোন্ বছরে কয়টি খুন এবং অপরাধমূলক কাজের ঘটনা এই রাজ্যে ঘটেছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

২। এই সকল খুন ও অপরাধমূলক কাজে কোন বছরে কতজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে;

৩। কোন বছরে কতজন অভিযুক্ত আসামীকে কোন্ শ্রেণীর অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পেরেছে;

৪। এদের কতজনকে থানা থেকে জামীন দেয়া হয়েছে এবং কত জনকে কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 35
By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দুর্নীতির জন্য কোন্ কোন্ গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করা হইয়াছে ;

২। ঐ সব অভিযোগের মধ্যে সরকারী ভাবে কয়টির তদন্ত করা হইয়াছে ;

৩। তদন্তে কোন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কি ;

৪। প্রমাণিত হইয়া থাকিলে উক্ত দুর্নীতি পরায়ন গাঁও প্রধানদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না,

৫। না হইলে এর কারন কি ?

উত্তর

১। দুর্নীতির জন্য গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে তাহার তথ্য ব্লক ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্লকের নাম	অভিযোগের সংখ্যা	গাঁওসভার নাম	প্রধানের নাম
১	২	৩	৪
১। সাতচাঁন্দ ব্লক	৪টি	১। চাতক ছড়ি	১। শ্রীউমেশ শীল
		২। রূপাই ছড়ি	২। শ্রীসুনীল মজুমদার
		৩। পশ্চিম লুধুয়া	৩। শ্রীকান্তি রাম রোয়াজা
		৪। দক্ষিণ ভুরাতলী	৪। শ্রীযাত্রামোহন দেবনাথ
২। বগাফা ব্লক	১টি	১। পতিছড়ি	১। শ্রীযোগেশ দেবনাথ
৩। জিরানীয়া ব্লক	৫টি	১। ওয়াকিনগর	১। শ্রীনসিরাই দেববর্মা
		২। চাম্পাবাড়ি	২। পুষ্প চন্দ্র দেববর্মা
		৩। জন্মেজয়নগর	৩। শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্মা
		৪। ভৃগুদাসবাড়ী	৪। শ্রীখগেন্দ্র রুপিনী
		৫। রাধাকিশোরনগর	৫। শ্রীক্ষীরমোহন সেন
৪। রাজনগর ব্লক	১টি	১। রাজনগর	১। শ্রীসমীর বানার্জী
৫। বিশালগড় ব্লক	৩টি	১। রাউতখলা	১। শ্রীসুবর্ণ ভৌমিক
		২। পুরাথল রাজনগর	২। শ্রীচিত্ত রঞ্জন দাস
		৩। রামছড়া	৩। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

২। ঐ সব অভিযোগের মধ্যে ৬টি অভিযোগ তদন্ত করা হইয়াছে। এবং ৮টি অভিযোগ এখনও সরকারের তদন্তাধীন আছে।

৩। ঐ তদন্তে রাজনগর গাঁওসভার গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। কেন তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে না। এই বলিয়া রাজনগর গাঁও সভার (রাজনগর ব্লকের অধীনে) প্রধানের নিকট পঞ্চায়েত অধিকর্তা স্মারকলিপি প্রেরন করিয়াছেন।

৪। ঐ প্রধানের বিরুদ্ধে এখনও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

৫। পঞ্চায়েত অধিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপির উত্তর উক্ত প্রধান হইতে পাওয়ার পর যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

উপরোক্ত তথ্যগুলি পঞ্চায়েত দপ্তর ১৬টি ব্লক হইতে সংগৃহীত করিয়াছে কিন্তু ১টি ব্লক হইতে এখনও তথ্য সংগৃহীত হয় নাই।

যথা :—কাঞ্চনপুর টি. ডি. ব্লক।

Admitted Un-starred Question No. 37

By—Shri Samar Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

১। কোন মুনচ্ছেফ কোর্টে এবং কোন ফৌজদারী কোর্টে কোন শ্রেণীর মামলা ১৯৭৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কত ছিল এবং ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৯ এই সংখ্যা কত দাঁড়িয়েছে ?.

২। বিচারাধীন থাকা কালে কতজন বিবাদী জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় একাধিক বার অপরাধ মূলক কাজে অভিযুক্ত হয়েছে ?

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 41

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ পর্য্যন্ত সময়ে "ফুড ফর ওয়ার্ক" এর মাধ্যমে কি কি কাজ করা হয়েছে, তার প্রয়োজনীয় তথ্য (ব্লক ভিত্তিক হিসাব); এবং একাজে কোন্ ব্লকে কি পরিমাণ চাল, আটা ও নগদ অর্থ খরচ হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে উক্ত সময়ে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ করানো হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল। এবং ঐ সমস্ত কাজ কি পরিমাণ চাল, আটা ও নগদ অর্থ খরচ হইয়াছে তার ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব ঐ সঙ্গীয় তালিকায় দেখানো হইয়াছে।

তালিকা

ব্লকের নাম	কাজের প্রকৃতি	চাল খরচের পরিমাণ	আটা খরচের পরিমাণ	নগদ টাকা ব্যয়ের পরিমাণ (শ্রমিকের বেতনও পরিবহণ খরচ বাবদ)
১	২	৩	৪	৫
১। মোহনপুর	রাস্তা উন্নয়নের কাজ (১লা এপ্রিল হইতে ২৯শে মে ১৯৭৯ইং তাং পর্য্যন্ত)	১০৮·২৪০ মে: ট:	৬১·৯০০ মে: ট:	১,১৭,৫২০ টাকা
১	২	৩	৪	৫
২। জিরানীয়া	১। রাস্তা মেরামত ২) সিজলেন বাঁধ তৈরী ৩) খাল খনন ও পাট ভিজানোর জন্য পুকুর খনন ৪) রাস্তা নির্মাণ ৫) বালু অপসারণ	৫২·৬৯৮ মে: ট:	২৪১·০৭০ মে: ট:	২,৩৭,৪৭৩ টাকা

১		২	৩	৪	৫
৩।	বিশালগড়	১) ধান ক্ষেত হইতে বালু অপসারণ ২) রাস্তা উন্নয়ন	৮৮·৭০৬ মেঃ টঃ	৭৭·২৪৪ মেঃ টঃ	৮০,৬৭৯,৮৯টাকা পয়সা
৪।	তেলিয়ামুড়া	১) রাস্তা নির্মাণ ২) সিজলের বাঁধ নির্মাণ ৪) পাট ভিজানোর পুকুর খনন ৪) কুপ খনন ৫) বন্যা ও ঝড় বৃষ্টিতে পীড়িত ৩১টি পরিবারের জন্য ঘরের কাজ নবীকরণ ৬) খাল খনন (এপ্রিল হইতে ১৫ মে পর্য্যন্ত)	১২৯·৩৭০ মেঃ টঃ	—	৮২,১৭৮·২৮ পঃ
৫।	খোয়াই	রাস্তা মেরামত এবং রাস্তা তৈরী (১৫ ই মে পর্য্যন্ত)	৯০২·৭৪৭ মেঃ টঃ	২১·৭২৬ মেঃ টঃ	৭৭,৫৫৮·৫৯ পঃ
৬।	মেলাঘর	১। রাস্তা উন্নয়নের কাজ	১২·৭৬৬ মেঃ টঃ	১২·০২৮ মেঃ টঃ	১৫,৬১৬·৯৩ পঃ
		২। সিজনেল বাঁধ ও খাল খনন	৪৯৪·৫২৭ মেঃ টঃ	৪১৩·৯৬৮, মেঃ টঃ	৬১১,০২৮ ৬৯ পঃ
৭।	পানিসাগর	রাস্তা উন্নয়নের কাজ (৩০শে মে পর্য্যন্ত)	২৯৩·৩০০ মেঃ টঃ	২২৭·২৮০ মেঃ টঃ	২১,৩৬২·৭৫ (নগদ পঃ মুজুরী)
৮।	কুমার ঘাট	১। রাস্তা নির্মাণ ২। রাস্তা সংস্কার ও মেরামত ৩। পাটভিজানোর জন্য পুকুর খনন। ৪। মাইনর ইরিগেশনের বাঁধ তৈরী ৫। সিজনেল বাঁধ (এপ্রিল হইতে মে পর্য্যন্ত)	৫৬·৯৭২ মেঃ টঃ	২৮·৯২৯ মেঃ টঃ	৪১,৩৫৮·৬০ পঃ

১	২	৩	৪	৫
৯। ছাওমন্থ	রাস্তা নির্মাণ	৪৩.১২৬ মেঃ টঃ	১২.০৮৫ মেঃ টঃ	২৫,৯৮৮ টাকা
১০। কাঞ্চনপুর	রাস্তা তৈরী ও কূপ খনন	৩৪.৭৬৬ মেঃ টঃ	১৮.৩৫০ মেঃ টঃ	৩৮,৮২১.৮৩ পঃ
১১। কমলপুর	১। রাস্তা তৈরী ২। রাস্তা উন্নয়ন ৩। ভূমি সংস্কার ৪। মৎস্য চাষের পুকুর খনন ৫। কাঁচাকূপ খনন	১২৯.৯০০ মেঃ টঃ	২৯.১৪৮ মেঃ টঃ	৭৪,৬৯৬.৭৩ পঃ
		৫৫৮.০৩৪ মেঃ টঃ	৩১৫.৭৯২ মেঃ টঃ	২০,২০,৮০ পঃ
১২। রাজনগর	১। রাস্তা তৈরী এবং মৎস্য চাষেয় লেইক (মে পর্য্যন্ত)	৮২.২২৫ মেঃ টঃ	৮২.২২৫ মেঃ টঃ	৬৪,৯৮০ টাকা
১৩। উদয়পুর	রাস্তা তৈরী	২৮৩ মেঃ টঃ	১৯৩ মেঃ টঃ	১৫,১১৯ টাকা (নগাদমুজুরী)
১৪। সাত চান্দ	রাস্তা তৈরী (এপ্রিল হইতে মে পর্য্যন্ত)	১৭৩.৪ মেঃ টঃ	৭০ মেঃ টঃ	১,৩৯,৫৪১ টাকা
১৫। অমরপুর	১। রাস্তা তেরী ২। মিনিরিজার ভয়ার তৈরী	৫১.৭৭০ মেঃ টঃ	৪১.৪২৬ মেঃ টঃ	৫৮,৩০৯.৩০ পঃ
১৬। ডুম্বুরনগর	১। রাস্তা তৈরী রাস্তা উন্নয়ন। ২। পাট ভিজানোর পুকুর খনন। ৩। ভূমি সংস্কার সাধন।	৪৮.৪৬১ মেঃ টন	—	২০,৫৫৪ টাকা নগদ মুজুরী
১৭। বগাফা	১। রাস্তা তৈরী ২। রিজার্ভার তৈরী ৩। পুকুর খনন ৪। খাল খনন ৫। পাট ভিজানোর পুকুর খনন	১৪৮.৭৯৪ মেঃ টন	৪১.৪৫৮ মেঃ টন	১,২৮,৫৬৯.৬৬ নগদ মুজুরী
	মোটঃ দঃত্রিঃ	৭৮৭.৬৫০	৪২৮.১০৯	৪,২৩,০৭২.৯৯
সর্ব্ব মোট :—		১৮৪০.২১১	১১৫৭.৮৬৯	১২,৩৬,১৮৯.২৩পঃ